প্রাচীন ও মধ্যযুগের (৬৫০-১৮০০ খ্রিঃ) বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস এবং সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক

[illegible]

তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগের (৬৫০ - ১৮০০ খ্রিঃ) বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পি-এইচ.ডি.-ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Library
465307

গবেষক
মোঃ হাবিবুর রহমান খান
রেজি ঃ -৭৬, শিক্ষাবর্ষ ২০০৮- ২০০৯
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

465307

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় – সম্পাদনা কি এবং কেন ? বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য
দ্বিতীয় অধ্যায় – বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস
তৃতীয় অধ্যায় – রীতিসিদ্ধভাবে সম্পাদিত গ্রন্থ ও তার বিবরণ
চতুর্থ অধ্যায় – অসম্পাদিত প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা ও বিবরণ
পঞ্চম অধ্যায় – অসম্পাদিত আলোচিত গ্রন্থের ভূমিকা ও বিবরণ
ষষ্ঠ অধ্যায় – মধ্যযুগের অসম্পাদিত সঙ্কলনগ্রন্থের ভূমিকা ও বিবরণ
সপ্তম অধ্যায় – সম্পাদিত অমুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা ও বিবরণ।
অষ্টম অধ্যায় – অনাবিস্কৃত বিভিন্ন তথ্যসূত্রে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহের নাম ও মূল্যায়ন
নবম অধ্যায় – (ক) পাণ্ডুলিপি কি এবং সম্পাদনা কেন?
(খ) পাণ্ডুলিপির প্রকারভেদ
(গ) প্রক্ষেপ কি এবং কেন প্রক্ষেপ
(ঘ) স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি
(ঙ) পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপিতে ভুলের ধরন
(চ) অনুলিখিত প্রতিলিপির ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ
(ছ) আদর্শ পুথির পাঠ দুস্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ার কারণ
(জ) চার রকমের প্রতিলিপি
(ঝ) শকাঙ্ক ও পুষ্পিকার তুলনামূলক আলোচনা
(ঞ) প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
দশম অধ্যায় – (ক) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ইতিহাস
(খ) প্রতিলিপির মালিকদের নামের তালিকা
(গ) প্রতিলিপির অনুলেখকদের নামের তালিকা (হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, মহিলা)
(ঘ) প্রাচীন লিপিবিদ্যা বিশারদদের নামের তালিকা (প্রয়াত, বর্তমান)
(ঙ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়ম, একাডেমী এবং ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার ইত্যাদিতে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত বাংলা পাণ্ডুলিপির তালিকা
(চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হারিয়ে যাওয়া বাংলা পাণ্ডুলিপির তালিকা
(ছ) টীকা ও গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞান পত্র

মোঃ হাবিবুর রহমান খান পি-এইচ, ডি. ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে "প্রাচীন ও মধ্যযুগের (৬৫০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা পাণ্ডুলিপি . সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। আমার তত্ত্বাবধানে এর সমস্ত তথ্য বিবরণ তিনি নিজে সংগ্রহ করেছেন। পি-এইচ,ডি. ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করছি।

২০.১০.২০১১

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
এবং
অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "প্রাচীন ও মধ্যযুগের (৬৫০ – ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস এবং সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি" শিরোনামে এ গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ,ডি. ডিগ্রীর জন্য লিখিত এবং এটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি কিংবা কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান
পি-এইচ. ডি. গবেষক
রেজিঃ ৭৬ শিক্ষাবর্ষ– ২০০০ –২০০৯
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার পি-এইচ.ডি. গবেষণার শিরোনাম – "প্রাচীন ও মধ্যযুগের (৬৫০ – ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ–পদ্ধতি"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে ২০০৮–২০০৯ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধন লাভ করি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের প্রজ্ঞাবান বিবেচনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তাঁর অনুপ্রেরণা ও উপদেশ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আমার ক্রান্তিলগ্নে সাবেক সাংসদ ও রাজনৈতিক শিল্পী (ব্যক্তিত্ব)মরহুম মহিউদ্দিন আহম্মদের পরামর্শ , উৎসাহ এবং নির্দেশে আমি গবেষণাকর্মে যুক্ত হয়েছি । আজ এই মুহূর্তে তাঁর স্মৃতির পুণ্যার্থে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করছি।

বর্তমান গবেষণার কর্মপরিকল্পনায় ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ড.এস.এম.লুৎফর রহমান, ড.কাজী দীন মুহম্মদ, ড.আনিসুজ্জামান,ড.ওয়াকিল আহমদ, ড.মুস্তাফিজুর রহমান, ড.আশরাফ সিদ্দিকী, ড.আবদুল হামিদ খান, ড.আউয়াল বিশ্বাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ, উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছেন। আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণা চলাকালে নানা পর্যায়ে পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত এবং তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন জনাব আবজাল হোসেন (রতন), ড.খায়রুল আহসান, ড. এ.কে.এম. আমিনুল ইসলাম, ড. মিল্টন বিশ্বাস, ড. মোঃ আবুল বাশার, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, নৃসিংহ বাবু, আবু তাহের মিয়া, আলমাস মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখার রিসার্চ অফিসার শাহীন সুলতানা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখার সহকারী লাইব্রেরীয়ান জনাব ইসাহাক চৌধুরী, যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মি. জাহেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ানসহ আরো অনেকে, বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরীয়ান এবং আরো অনেকে, বরিশাল বি.এম. কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবদুর রহিম, প্রভাষক শামীম আহম্মদ, বরিশাল বি.এম. স্কুলের লাইব্রেরীর দায়িত্বরত শিক্ষিকা, গৌরনদী উপজেলার নলচিরা হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, মাহিলারা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, বাগেরহাট প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের লায়লা ইয়াসমিন, সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক, ঢাকা আর্কাইভসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, রংপুরের রংপুর লাইব্রেরীর আজীবন সদস্য মি. জয়নাল আবেদিন, সিলেট লাইব্রেরীর কর্মকর্তাবৃন্দ, নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের লাইব্রেরীয়ান, বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান সিরাজুদ্দিন, বরগুণার জব্বার মিয়া, সাবেক শিক্ষা সচিব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, মাহমুদ কোরেশী, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি শাখার দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ, কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ড. সত্যবতী গিরি, সুস্মিতা সেন, ইন্টারনেটে সাহায্য করেছেন মোঃ মাসুম রানা, পারফেক্ট কম্পিটারের শুভ্র, শেখ জামাল উদ্দিন, মি. বেল্লাল হোসেন, মি. আবুল কাসেম, মিস মল্লিকা বড়াল, মিসেস কণিকা সমাদ্দার ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরীয়ান মি. রতন বাবু, লাইব্রেরীর অফিস সহকারী রীনা সরকার, আমান মিয়া, বিশ্ব পরিচয়ের শামীম আহমেদ সরকার, ডি.আই.জি. আনোয়ার হোসেন, ঢাকার লাল কুঠির লাইব্রেরীর কর্মচারীবৃন্দ, বন্ধুবর এম. ফিল. গবেষক নিজাম উদ্দিন, নজরুল ইসলাম মিশা, খুলনার অচিন্ত্যকুমার বৈরাগী প্রমূখ সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণার নানা পর্যায়ে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আলহাজ্ব মোঃ নুরুল ইসলাম খান (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, কিসমৎ শ্রীনগর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়) মোসা: মাহমুদা বেগম (প্রধান শিক্ষিকা কানকী রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়), সাহানা বেগম (প্রধান শিক্ষিকা বাস্তহারা রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়–বরিশাল), মাহাবুব খান, মতিউর রহমান খান, বন্ধুবর মহাখালীর ইব্রাহীম খান, স্কাইনেটের পলাশ, বশির আহম্মদ, রানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরীয়ান সেলিনা বেগম, নেত্রকোনার মোঃ আশিকুল হাসান (সুমন), মোঃ রুবেল রানা, ঝিনাইদার সাজেদুল ইসলাম, লালবাগ মিউজিয়মের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বন্ধুবর আবদুল হাই, নারায়ণগঞ্জের সেলিনা সুলতানা শিল্পী, কিসমৎ শ্রীনগরের আবদুল জব্বার খান এবং নাম না জানা আরো অনেককে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি এঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

"প্রাচীন ও মধ্যযুগের (৬৫০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি"র বিষয় নিয়ে ইতঃপূর্বে কেউ কোন গবেষণা করেন নি। এই বিষয়ে আমি প্রথম গবেষণা করছি। পৃথিবীর কোন ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে কেউ কোন গ্রন্থ রচনা করেনি। এমনকি বিশ্বসাহিত্যে এ বিষয় নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। এ বিষয়টি উপেক্ষিত রয়েছে।

পাণ্ডুলিপি আমাদের প্রত্নসম্পদ। এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা উচিত এবং উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। যদি উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত না হয় ; তা হলে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হব।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পাদিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেক দেশের কিছু নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে এবং রয়েছে বিশেষ-পদ্ধতি। ফলে গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদকদের রীতি - বৈচিত্র্য, দক্ষতা-অদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন সম্পাদকের সম্পাদনায় যুগ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সম্পাদকের সম্পাদনার গ্রহণযোগ্যতা নেই। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এর বহু প্রমাণ রয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশেরই সম্পাদনার কিছু নিজস্ব রীতি ও ষ্টাইল রয়েছে। কিন্তু নিজস্ব রীতিগুলো সবই আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সুযোগ এনে দেন আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)।

পৃথিবীতে সম্পাদনার সূত্র নিয়ে সপ্তম শতকে আখেরী নবী হযরত মোহম্মদ (সঃ) সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতির Emandatio method এর মাধ্যমে আল-কোরানের পাণ্ডুলিপিগুলো একত্রিত করে গ্রন্থসূত্রে আবদ্ধ করেন। তারপর এই শতকে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর তিরোধানের পর , খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) Emendatio Method এ 'আল-কুরান' সম্পাদনা করেন। তিনি পৃথিবীর প্রথম সম্পাদক হিসাবে 'শিরোপা' পেয়েছেন। এরপর দীর্ঘ পরিক্রমা পেরিয়ে জার্মান পণ্ডিত জি. পাচকোয়ালি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট কোন নিয়মে সম্পাদনার সূত্রের প্রয়োগ পরীক্ষা করে দেখাতে পারেন নি। তিনি শুধু আলোচনা করে সম্পাদনার সূত্রের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন। তারপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ডাবলিউ কোয়ানডট্স এই একই বিষয় নিয়ে 'আলোচনা গ্রন্থ' প্রকাশ করেন। সমসাময়িককালে ভারতের একজন গবেষক এস.এম.কাত্রে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার চারটি পদ্ধতি নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'Introduction to Indian textual Criticisam'. জার্মান সাহিত্যে জার্মান পণ্ডিত ড.রবিন ফ্লোয়ার ও তার কন্যা বারবারা ফ্লোরা সম্পাদনার দুটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচিত অংশ নিয়ে পলমাচ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'Textual Criticsam' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী পণ্ডিত ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার চারটি সূত্রের আলোচনা ও পরীক্ষা করে তিনটির প্রয়োগ দেখিয়েছেন । একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন -"এর প্রয়োগ ভারতীয় উপমহাদেশে নেই" । এ ক্ষেত্রে এস.এম. কাতরের বক্তব্য ও ড. কাইউমের বক্তব্য এক এবং অভিন্ন। সেই পদ্ধতিতে (Higher Criticisam Mothed) বাংলাদেশের নাগরিক মোঃ হাবিবুর রহমান খান মধ্যযুগের কবি হাফেজুদ্দিন প্রণীত 'বসন্তের দুঃখ' গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

ড. কাইউম প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাসের ছোট একটি অধ্যায়ের অবতাড়না করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ড. কাইউমের এই অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস নির্মানের একমাত্র প্রাথমিক প্রয়াশ। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস আজ পর্যন্ত্য নির্মিত হয়নি। আমি সেই আলোক রেখাকে সামনে রেখেই " প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি" নিয়ে গবেষণায় যুক্ত হই। এবং বিভিন্ন সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থ অবলম্বনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস তৈরী করি এবং সম্পাদিত গ্রন্থের শ্রেনী বিন্যাসের সূত্র ধরে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি ১৭ প্রকারে বিভক্ত করে প্রমাণ করেছি যে , বাংলা সাহিত্যে এই ১৭ প্রকারের প্রয়োগ রয়েছে। এই ১৭ প্রকার যথা - সাধারণ-পদ্ধতি (১) লৌকিক-পদ্ধতি (Vulgate Method), (২) স্থানান্তরকরণ-পদ্ধতি (Transmitted Method), (৩) ভাষান্তর-পদ্ধতি (Translated Method), (৪) মিশ্র-পদ্ধতি (Contaminatio

Dhaka University Institutional Repository

Method), (৫) দিব্যপাঠ-পদ্ধতি (Divinatio Method), (৬) ব্যক্তিক-পদ্ধতি (Individual Method)।

বিশেষ-পদ্ধতি - (৭) প্রচলিত ভাষায় তুলনামূলক ব্রিটিশ-পদ্ধতি (Vernacular Method) ,(৮) পূর্ণগঠনমূলক ভারতীয়-পদ্ধতি (Reconstruction Method), (৯) প্রাচীনলিপি বিষয়ক-পদ্ধতি (Palaeographical Method).

বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি - (১০) কালানুক্রমিক-পদ্ধতি (Huristices Method), (১১) মূলপাঠপুর্নরুদ্ধার-পদ্ধতি (Recensio Method), (১২). পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method), (১৩) পরীক্ষণমূলক-পদ্ধতি (Higher criticism method) (১৪)অনুসন্ধানমূলক-পদ্ধতি (Examinatio Method), (১৫) যৌগিক-পদ্ধতি (Composite Method), (১৬) তুলনামূলক-পদ্ধতি (Comparative Method), (১৭) গঠনমূলক-পদ্ধতি (Constitutio Method)। সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের আলোচনায় শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের আসন নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছি। পৃথিবীর সকল ভাষাসমূহ আজ বাংলা ভাষাকে অনুসরণ করে তাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস নির্মান করে তাঁদের স্ব-স্ব ভাষা ও কালচারে নতুনত্ব আনুক। নতুন তথ্যসূত্রে সব কিছুইতেই নতুনত্ব আসুক। চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ-রীতিতে পরিবর্তনের দোলা লাগুক। এই হউক কামনা।

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবতীর্ন হয়েছেন ; তাঁদের অনেকেরই সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ধারনা ছিল না। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষক সম্পাদনার প্রকরণ–পদ্ধতি জেনে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বাকীরা অনুমানের উপর নির্ভর করে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ফলে তাঁদের সম্পাদনা আজ প্রশ্নের সন্মুখীন হয়েছে। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তাঁদের সম্পাদনা পাঠক সমাজ ও গবেষকবৃন্দকে যে কোন প্রকার তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু নামমাত্র সম্পাদনারূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই শ্রেণীর সম্পাদনাই বেশী। আবার কেউ কেউ নাম ও সম্মানলাভের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আবার কেউ কেউ ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তিলাভের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল কেবল যশ ও খ্যাতি। আজ বৈজ্ঞানিক যুগে তা অসার প্রমাণীত হয়েছে। আবার কোন কোন শিক্ষক ছাত্র–ছাত্রীদের উপকারের কথা চিন্তা করে নোটাকারে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আবার কেউ কেউ সম্পাদিত গ্রন্থ পুনঃ সম্পাদনা করেছেন? কিন্তু তিনি গ্রন্থটি কেন সম্পাদিত করলেন এবং পূর্ব সম্পাদিত সম্পাদকের সম্পাদনায় কি কি ক্রুটি ছিল তা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন? প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে কোন প্রকার ভূমিকা লিখেন নি। অথচ সম্পাদিত গ্রন্থের 'ভূমিকা'ই সম্পাদকের মূখপাত্র হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মধ্যযুগের অনেক সম্পাদিত গ্রন্থে সম্পাদকীয় ভূমিকা নেই। বিশেষ করে হিন্দু সম্পাদকবৃন্দ এই ধরণের ভুল করেছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন ও বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ থেকে সম্পাদনার প্রাথমিক যুগে যতগুলো গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে তার কোনটিতে সম্পাদকবৃন্দ ভুমিকা লিখেন নি। শুধু ভূমিকাই নয়, প্রকাশিত গ্রন্থের প্রকাশ সাল দেয়া হয়নি। ফলে এই সব গ্রন্থ থেকে আমরা সম্পাদকের গুণগত মান ও পাণ্ডিত্য বিচার করতে পারি না এবং পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করতে পারি না। পূর্বোক্ত সম্পাদকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকেই বিভিন্ন গল্প , উপন্যাস, প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত করে সম্পাদনার নামে চালিয়ে দেন ; যা আদৌই রীতি-সিদ্ধ নয়। রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি ছাড়া সম্পাদিত গ্রন্থের কোন মূল্যমান নেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্পাদকবৃন্দ সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি না জেনে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আজ সম্পাদনার ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে পূর্ব সম্পাদকবৃন্দের সম্পাদিত গ্রন্থকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আওতায় নিয়ে আসতে হয়েছে। কারো কারো সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির প্রয়োগের প্রাথমিক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আবার কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? আবার কেউ কেউ নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে যুগ শ্রেষ্ঠ হয়েছেন? এ ক্ষেত্রে হিন্দু সম্পাদকদের চেয়ে মুসলিম সম্পাদকবৃন্দ এগিয়ে আছেন। কোন কোন সম্পাদক একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করে খ্যাতিলাভ করেছেন। গোটা পৃথিবীতে ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনায় ৮ (আটটি) পদ্ধতি প্রয়োগ করে ৪০ টি গ্রন্থ সম্পাদনা করে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বের 'শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের শিরোপা ' অধিকার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

বাঙালী জাতি মেধা ও মননে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সমূহের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে আমরা দেখি না বা অনুধাবনের জন্য সে চেষ্টাও করি না। আমরা অনাহুতের মত চেয়ে থাকি–তাও অপ্রচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে। আমাদের উদ্যম আছে, কর্মস্পৃহাও আছে–নাই শুধু কর্মপ্রবাহের ও কর্মনির্দেশের নির্দেশক। এজন্য আমরা যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী সরকারী কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতা ও সরকারের অসচেতনতা। এ জন্য আমাদের দাবী তুলতে হবে–উপযুক্ত নির্দেশকের নির্দেশনা চাই। আবার যাঁরা কর্মরত আছেন–তাঁরা যেন দাবীগুলোর যথার্থতার বিবেচনাবোধ হারিয়ে ফেলছেন। তাঁরা একরকম জড় পদার্থের ভূমিকা পালন করছেন। যাঁরা বোঝেন তাঁরা কিছু করতে চাইলে, তা সর্বতোমুখী বাঁধার দাপটে হারিয়ে যায়।

বাঙালী জাতি বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর মেধার তীক্ষ্ণতা ও উৎকর্ষের প্রমাণ রাখতে পেরেছেন – সাহিত্য, বিজ্ঞান, যান্ত্রিক বিষয়, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্মীয়, যুক্তিবাদ, কারিগারি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। স্বীয় মেধা–মননের পরিচয় পেয়ে বিশ্ববাসী আজ বাঙালীদের মেধা পাচারে সহায়তা করে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার কখনো অনুধাবন করতে পারছে না – আমাদের দেশ কি হারাচ্ছে? মেধার যে লালন করতে হয় তা তাঁরা জানেন না। আমাদের জিনিস আমরা চিনি তখন, যখন অপরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তখন রবাহূতের মত ছুটে আসি। এই যা আমাদের দুর্ভাগ্য।

বাংলা সাহিত্যে মোট সম্পাদিত গ্রন্থ ২৯৭টি। এর মধ্যে একাধিকবার সম্পাদিত ১২০টি গ্রন্থ। বাকি ১৭৭টি হচ্ছে একবার করে সম্পাদিত গ্রন্থ। ১৭৭টি সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে ৬৭টি গ্রন্থ, বিশেষ-পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে ৫টি গ্রন্থ, সাধারণ-পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে ১০৫ টি গ্রন্থ।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত ৬৭টি গ্রন্থের মধ্যে কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে (Huristices Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ১৩ টি, মূলপাঠ পুনরুদ্ধার-পদ্ধতিতে (Recensio Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ১৫টি, পাঠসংশোধন-পদ্ধতিতে (Emendatio Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ১৫টি, পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিতে (Higher Criticisam Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ১টি, অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিতে (Examinatio Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ১টি, যৌগিক পদ্ধতিতে (Composite Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ১৫টি, তুলনামূলক-পদ্ধতিতে (Comparative Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ৩ টি, গঠনমূলক- পদ্ধতিতে (Constitutio Method) সম্পাদিত গ্রন্থ ৩ টি।

মুসলমানরা সর্বমোট ৯৭টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তন্মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৪৪টি গ্রন্থ, বিশেষ-পদ্ধতিতে ৩টি গ্রন্থ এবং সাধারণ-পদ্ধতিতে ৫০টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। মুসলমান সম্পাদকের সংখ্যা ২৭ জন। ২৭ জন সম্পাদকের মধ্যে ১১ জন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ১ জন সম্পাদক বিশেষ পদ্ধতিতে, ১৫ জন সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেছেন।

ড. আহমদ শরীফ একাই সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ৪০ টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ১০টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যক্তিক পদ্ধতিতে ১টি ও বিশেষ-পদ্ধতিতে ৩টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা যৌথভাবে সাধারণ-পদ্ধতিতে ৪টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ড.আহমদ শরীফ ও আবদুল হাই যৌথভাবে সম্পাদনা করেন ১টি গ্রন্থ। ড. মযহারুল ইসলাম ও আবদুল হাফিজ যৌথভাবে সম্পাদনা করেন ১টি গ্রন্থ। সৈয়দ আলী আহসান বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ-পদ্ধতিতে ৪টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। নিজাম সিদ্দিকী সাধারণ-পদ্ধতিতে ২টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ২টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। কবি জাহেদা বেগম ও আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আবদুল আউয়াল সাধারণ-পদ্ধতিতে ৩টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে ৩টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সুলতান আহম্মদ ভূঁইয়া

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ-পদ্ধতিতে ২টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ব্যক্তিক পদ্ধতিতে ড.এস.এম.লুৎফর রহমান ২টি গ্রন্থ, মুহম্মদ আবদুল জলিল ১টি গ্রন্থ, ড. মযহারুল ইসলাম ১টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবদুল গফুর, আবু তালিব, ড.রাজিয়া সুলতানা ৩টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৪টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে ৩টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ড.গোলাম সাকলায়েন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ১টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ড. নীলিমা ইব্রাহিম সাধারণ-পদ্ধতিতে ১টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। মোঃ হাবিবুর রহমান খান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৩ টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

হিন্দু সম্পাদকের সংখ্যা ১০১ জন। এর মধ্যে ২১ জন সম্পাদক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থসম্পাদনা করেছেন। তন্মধ্যে ৮ জন সম্পাদক যৌথভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেছেন ৮ টি গ্রন্থ। ১৩ জন সম্পাদক এককভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ১৩টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ-পদ্ধতিতে ১টি গ্রন্থ (গবেষণাকর্ম) সম্পাদনা করেছেন। নীলরতন সেন বিশেষ-পদ্ধতিতে ১টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

সাধারণ-পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন পঞ্চানন তর্করত্ন। তিনি ২৩টি গ্রন্থ সাধারণ-পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেছেন। সাধারণ-পদ্ধতিতে জয়গোপাল তর্করত্ন ৩টি গ্রন্থ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩টি গ্রন্থ, নগেন্দ্রনাথ বসু ৫টি গ্রন্থ, রাজচন্দ্র দত্ত ১টি গ্রন্থ, অক্ষয়কুমার চন্দ্র ৩টি গ্রন্থ, শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১টি গ্রন্থ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, ঈশানচন্দ্র বসু ২টি গ্রন্থ, দুর্গাদাস লাহিড়ী ১টি গ্রন্থ, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ ১টি গ্রন্থ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী ৩টি গ্রন্থ, প্যারীমোহন দাসগুপ্ত ১টি গ্রন্থ, সতীশচন্দ্র রায় ৫টি গ্রন্থ, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ২টি গ্রন্থ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১টি গ্রন্থ, ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১টি গ্রন্থ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২টি গ্রন্থ, সরস্বতী গোস্বামী ১টি গ্রন্থ, মৃণালকান্তি ঘোষ ২টি গ্রন্থ, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, নবীনকৃষ্ণ ১টি গ্রন্থ, কালীমোহন বিদ্যারত্ন ১টি গ্রন্থ,ধীরানন্দ ঠাকুর ২টি গ্রন্থ, গোপীলাল হালদার ১টি গ্রন্থ, সত্যব্রত দে ২টি গ্রন্থ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, অতীন্দ্র মজুমদার ১টি গ্রন্থ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩টি গ্রন্থ, ড.সুকুমার সেন ৫টি গ্রন্থ, ড.নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত ১টি গ্রন্থ, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ১টি গ্রন্থ, তারাপদ মুখোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, ড.চিত্তরঞ্জন লাহা ১টি গ্রন্থ, নির্মলকুমার দাস ১টি গ্রন্থ, অমরেন্দ্রনাথ রায় ১টি গ্রন্থ, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ১টি গ্রন্থ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, ড. আশুতোষ দাস ১টি গ্রন্থ, ড.সুমঙ্গল রানা ১টি গ্রন্থ, শিশিরকুমার সেন ১টি গ্রন্থ, জগদানন্দ ১টি গ্রন্থ, ড. জীবেন্দু রায় ১টি গ্রন্থ, নির্মলেন্দু খাসনবীশ ১টি গ্রন্থ, বাঁশরী রায় ১টি গ্রন্থ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ১টি গ্রন্থ, কানাইলাল রায় ১টি গ্রন্থ, ড.সৌমেন্দ্রনাথ সরকার ১টি গ্রন্থ, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, তারাপদ ভট্টাচার্য ১টি গ্রন্থ, ড.অমৃতলাল বালা ১টি গ্রন্থ, জগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ ১টি গ্রন্থ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২টি গ্রন্থ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ১টি গ্রন্থ, বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ১টি গ্রন্থ, বিজনবিহারী গোস্বামী ২টি গ্রন্থ, মহাব্রত ব্রহ্মচারী ১টি গ্রন্থ, বেণীমাধব শীল ১টি গ্রন্থ, পূর্ণানন্দেন ১টি গ্রন্থ, প্রবোধন্দুনাথ ঠাকুর ১টি গ্রন্থ, নীলরতন মুখোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, পীযূষকান্তি মহাপাত্র ১টি গ্রন্থ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ১টি গ্রন্থ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার ১টি গ্রন্থ, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩টি গ্রন্থ, ড.কল্পনা ভৌমিক ২টি গ্রন্থ, বরদাপ্রসাদ মজুমদার ১টি গ্রন্থ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১টি গ্রন্থ, মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী ১টি গ্রন্থ, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১টি গ্রন্থ, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ১টি গ্রন্থ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ১টি গ্রন্থ, ব্যোমকেশ মুস্তাফী ২টি গ্রন্থ, নগেন্দ্রনাথ ১টি গ্রন্থ, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১টি গ্রন্থ, সত্যনারায়ন ভট্টাচার্য ১টি গ্রন্থ, নীরদপ্রসাদ নাথ ১টি গ্রন্থ, ক্ষুদিরাম দাস ১টি গ্রন্থ, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ৩টি গ্রন্থ, একজন বিদেশী পণ্ডিত ও রংপুরের কালেক্টর জর্জ গ্রিয়ারসন ১টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

যৌথভাবে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন–নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র ৬টি গ্রন্থ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১টি গ্রন্থ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ৩টি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার ১টি গ্রন্থ, নগেন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ ১টি গ্রন্থ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন ১টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

২৯৭টি সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে ২৮টি গ্রন্থ ১২০ বার সম্পাদিত সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু এই সম্পাদনা কেন? সে সম্পর্কে নতুন সম্পাদকবৃন্দ কোন কথা বলেন নি। এই সম্পাদনায় কোন নতুনত্ব আনতে পারেননি। অধিকাংশ সম্পাদকবৃন্দ সাধারণ-পদ্ধতিতে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। কেবল কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া কেউ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেননি? রাধামোহন সেনের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য তাঁর সে চেষ্টা 'সাধারণ-পদ্ধতি'-তে রূপলাভ করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সফলভাবে অবলম্বন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

রামায়ণ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের প্রকাশনা ও সম্পাদনা শুরু হয়। শ্রীরামপুর মিশন এ ধারার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে লৌকিক পদ্ধতি (Vulgate Method)-এ *রামায়ণের* দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে লৌকিক পদ্ধতি (Vulgate Method)-এ *রামায়ণ* সম্পাদনা করেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তর-পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ *রামায়ণ* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। কৃষ্ণগোপাল ভক্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ভাষান্তর পদ্ধতি (Translated Method)-এ *রামায়ণ* সম্পাদনা করেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯৯ ও ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে, বরদাপ্রসাদ মজুমদার (প্রকাশকাল দেওয়া গেল না), সুবোধচন্দ্র মজুমদার ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio Method)-এ *রামায়ণ* সম্পাদনা করেন।

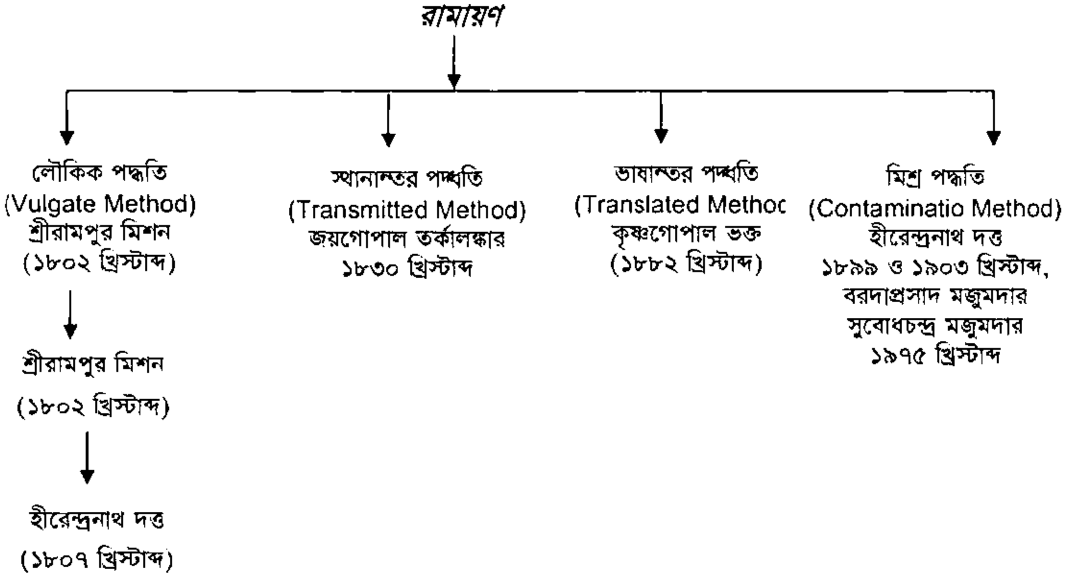

রামায়ণের অনুক্রমধারাকে অনুসরণ করে শ্রীরামপুর মিশন ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে *মহাভারত* লৌকিক পদ্ধতি (Vulgate Method)-এ সম্পাদনা করেন। স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে, নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৯৩, ১৯০১, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে, বিনোদ বিহারী ও দীনেশচন্দ্র সেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio Method)-এ কল্পনা ভৌমিক (কবীন্দ্র মহাভারত) ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এবং পাঠসংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ গৌরীশঙ্কর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে *মহাভারত* সম্পাদনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারত

- লৌকিক পদ্ধতি (Vulgate Method) শ্রীরামপুর মিশন → হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নগেন্দ্রনাথ বসু বিনোদ বিহারী ও দীনেশচন্দ্র সেন
- পাঠ সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method) গৌরীশঙ্কর
- মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio Method) কল্পনা ভৌমিক (কবীন্দ্র মহাভারত)

পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ *শিবায়ন* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তাঁর অনুকরণে একই রীতিতে সম্পাদনা করেন – ঈশানচন্দ্র বসু ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে, গোপীলাল হালদার ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য *শিবায়ন* গ্রন্থটি কালানুক্রমিক (Huristices Method)-এ সম্পাদনা করেন।

শিবায়ন

- স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method) পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ ঈশানচন্দ্র বসু ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ গোপীলাল হালদার ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
- কালানুক্রমিক পদ্ধতি (Huristices Method) দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন নেপাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *'চর্যাপদে'*র পাণ্ডুলিপি। তিনি *চর্যাপদ* সম্পাদনায় মূলপাঠ পুর্নরুদ্ধার পদ্ধতি (Recensio Method) অবলম্বন করেন। তাঁর এই সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে চর্যাপদের সম্পাদনার বলয়। শুধু বাংলাদেশেই নয় : বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ফেলোশীপ দিয়ে বিশেষ-পদ্ধতিতে গবেষণা শুরু হয়। ভারত থেকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে – *Persian element in Bangle a study of the language of the old Bengali Carya Poems* – শিরোনামে গবেষণায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যোগদান করেন। প্যারীস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো হিসাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ– *Les Chants Mystiques de kanna adrien Maisonneuve* –শিরোনামে গবেষণায় যোগদান করেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। গবেষকদ্বয় প্রচলিত ভাষায় তুলনামূলক ব্রিটিশ পদ্ধতি (Varnacular Method)-এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করেন। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ– *Buddhist Mystic songs* নামে প্রাচীন লিপিবিষয়িক ইন্দো ইউরোপীয় পদ্ধতি (Palaeographical Method)-এ সম্পাদনা করেন ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে। নীলরতন সেন নিউ দিল্লী থেকে আবাসিক ফেলো হিসাবে– পুনর্গঠনমূলক ভারতীয় পদ্ধতি (Reconstruction Method)-এ *চর্যাপদ* সম্পাদনা করেন ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নীলরতন সেন ছাড়া আর কেউ চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও নীলরতন সেন– হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠকে কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এছাড়া অন্য সকলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠকে গ্রহণ করে 'সাধারণ-পদ্ধতি'-তে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। মুখবন্ধে অনেকেই সত্য কথা বলেন নি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গঠনমূলক পদ্ধতি (Constitutio Method)-এ *চর্যাপদ* সম্পাদনা করেন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ড. এস.এম. লুৎফর রহমান ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual Method)-এ *চর্যাপদ* সম্পাদনা করেন ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ ড. সুকুমার সেন, অতীন্দ্র মজুমদার, আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, সৈয়দ আলী আহসান, নির্মলকুমার দাস, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, সুমঙ্গল রানা, সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, মাহাবুব আলম, সত্যব্রত দে *চর্যাপদ* সম্পাদনা করেন, ভাষান্তর পদ্ধতি (Translated Method)-এ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, হাসনা জসীম উদ্দীন মওদুদ সম্পাদনা করেন। এরা সকলেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠকে সম্পাদনায় অবলম্বন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - রাহুল সাংকৃত্যায়ন, তিব্বতীয় অনুবাদ, সংস্কৃত টীকা এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠ মিলিয়ে প্রচলিত ভাষায় তুলনামূলক ব্রিটিশ পদ্ধতি (Varnacular Method)-এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রাচীনলিপিবিষয়ক ইন্দো-ইউরোপীয় পদ্ধতি (Palaeographical Method)-এ চর্যাপদের সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি সম্পাদনায় তিব্বতী অনুবাদ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন গৃহীত পাঠ, সংস্কৃত টীকা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গৃহীত পাঠ, এবং অন্যান্য ভাষাসমূহ ও ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহের আদিরূপ অবলম্বনে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। নীলরতন সেন ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রাচীনলিপিবিষয়ক ইন্দো-ইউরোপীয় পদ্ধতি (Palaeographical Method)-এ সম্পাদনায় যুক্ত হন। কিন্তু তিনি বহুভাষাবিদ না হওয়ার কারণে তাঁর সম্পাদনা পুনর্গঠনমূলক ভারতীয় পদ্ধতি (Reconstruction Method)-এ পর্যবসিত হয়েছে।

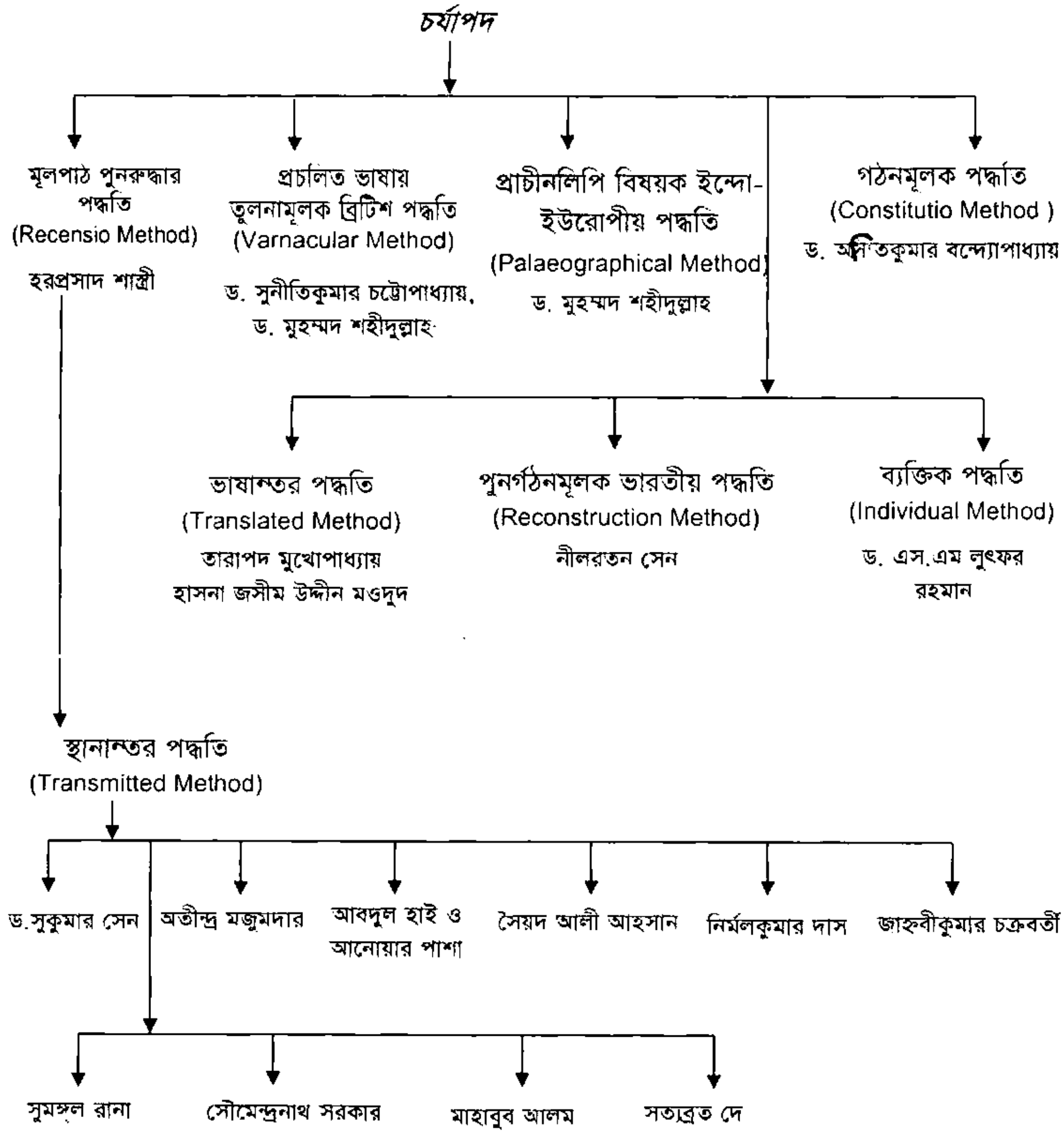

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদনাবলয়। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। সম্পাদক মূলপাঠ পুর্নরুদ্ধার-পদ্ধতিতে (Recensio Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয়

Dhaka University Institutional Repository

করেন। পরবর্তীকালে তাঁর গৃহীত পাঠকে গ্রহণ করে ‘স্থানান্তর পদ্ধতি’-তে (Transmitted Method)-এ সম্পাদনা করেন- অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, চিত্তরঞ্জন লাহা, মাহাবুব আলম।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মূল পাঠ পুনরুদ্ধার পদ্ধতি
(Recensio Method)
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, চিত্তরঞ্জন লাহা, মাহাবুব আলম, উপল তালুকদার।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ *‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’*। এই সম্পাদিত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে কেন্দ্র করে আরো তিনজন সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদক তিনজনের মধ্যে দুইজন-অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ, নগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method) অবলম্বন করেছেন। অন্যজন নন্দলাল পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method) অবলম্বন করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)
শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
নগেন্দ্রনাথ মিত্র

পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি
(Emendatio Method)
নন্দলাল

নগেন্দ্রনাথ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual Method) অবলম্বন করে শুন্যপুরাণ সম্পাদনা করেন। তাঁর এই সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method) অবলম্বনে শুন্যপুরাণ সম্পাদনা করেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ভক্তিমাধব শুন্যপুরাণ সম্পাদনা করেন।

শুন্যপুরাণ

স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভক্তিমাধব

ব্যক্তিক পদ্ধতি
(Individual Method)
নগেন্দ্রনাথ

প্যারীমোহন দাসগুপ্ত স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method) অবলম্বনে সম্পাদনা করেন, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে, *পদ্মপুরাণ*। এই সম্পাদিত গ্রন্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সম্পাদনাবলয়। একই পদ্ধতিতে ফণীন্দ্রমোহন দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন। পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তকুমার দাস

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা করেন। এক ভিন্নতর পদ্ধতিতে তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)-এ ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া কবি রায়বিনোদের '*পদ্মপুরাণ*' সম্পাদনা করেন

পদ্ম পুরাণ

স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)
প্যারীমোহন দাসগুপ্ত
ফণীন্দ্রমোহন দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস,
তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত

পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি
(Emendatio Method)
জয়ন্তকুমার দাস

তুলনামূলক পদ্ধতি
(Comparative Method)
ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া

রাধামোহন সেন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method) অবলম্বনে *অন্নদামঙ্গল* সম্পাদনা করেন। তার এই সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে অন্নদামঙ্গলের সম্পাদনাবলয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ *অন্নদামঙ্গল* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ব্রজন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ *অন্নদামঙ্গল* সম্পাদনা করেন। আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা *অন্নদামঙ্গল* গ্রন্থটি স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ সম্পাদনা করেন। মাহাবুব আলম স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। রাধামোহন সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্য কেউ কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি।

অন্নদামঙ্গল

স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)
রাধামোহন সেন
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা
মাহাবুব আলম

পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি
(Emendatio Method)
ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সজনীকান্ত দাস

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থটি স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ সম্পাদনা করেন। দীনেশচন্দ্র সেন, হৃষীকেষ বসু ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ *চণ্ডীমঙ্গল* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ *চণ্ডীমঙ্গল* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ড. ক্ষুদিরাম দাস চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থটি স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ সম্পাদনা করেন। মাহাবুব আলম ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual Method)-এ চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

চণ্ডীমঙ্গল

স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

ব্যক্তিক পদ্ধতি
(Individual Method)
মাহাবুব আলম

পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি
(Emendatio Method)
দীনেশচন্দ্র সেন, হৃষীকেষ বসু
ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে নীলরতন মুখোপাধ্যায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio Method)-এ সম্পাদনা করেন *চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি* পদাবলী। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (যৌথ ভাবে) ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৬২, হরেকৃষ্ণ মুখার্জী ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে, অমরেন্দ্রনাথ রায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন ।

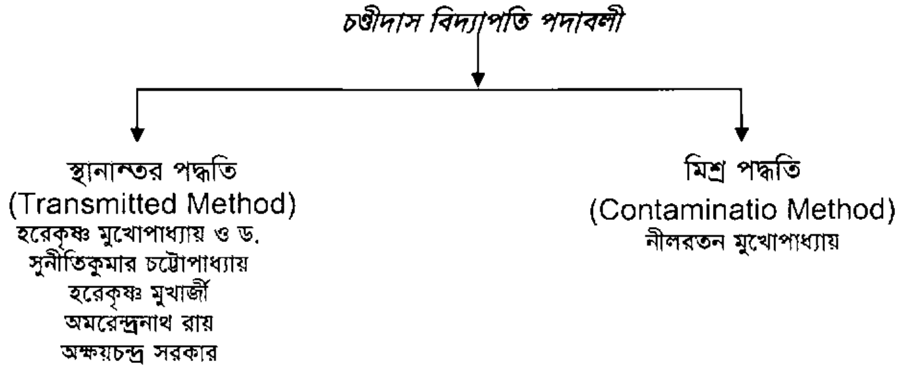

ড. জীবেন্দু রায় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Methed)-এ *চৈতন্যচরিতামৃত* সম্পাদনা করেন। একই রীতিতে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে *চৈতন্যচরিতামৃত* সম্পাদনা করেন। মৃণালকান্তি ঘোষ পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ ৪৪০ গৌরাব্দে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় যৌথভাবে যৌগিক পদ্ধতি (Composite method)-এ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। মৃণালকান্তি ঘোষ গঠনমূলক পদ্ধতি (Constitutio Method)-এ ৪৪০ গৌরাব্দে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

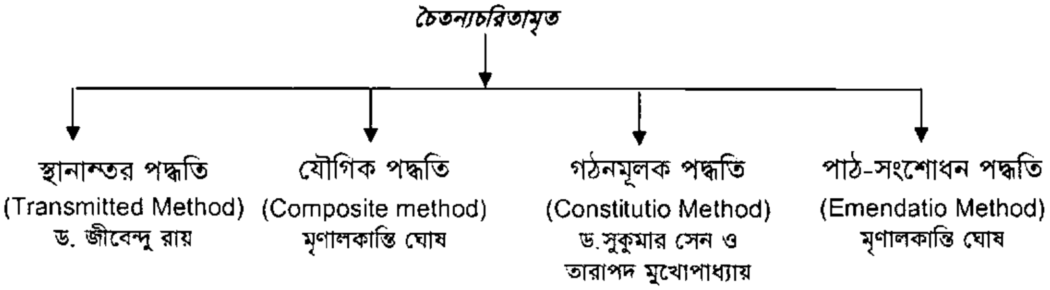

সুধীরচন্দ্র রায় ও অর্পণা দেবী স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ যৌথভাবে সম্পাদনা করেন *কীর্তনপদাবলী*। কালীমোহন বিদ্যারত্ন স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে *কীর্তনপদাবলী* সম্পাদনা করেন।

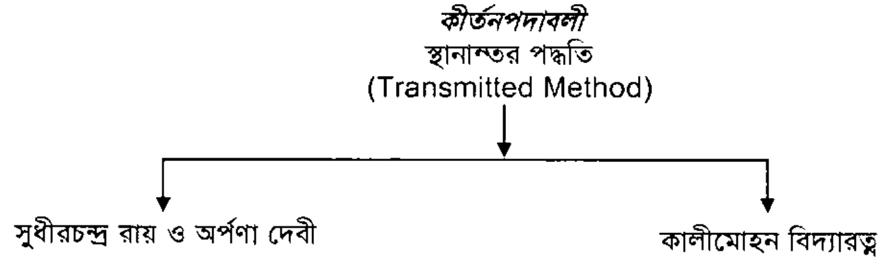

নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালীদাস নাথ যৌথভাবে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *শ্রীচৈতন্যমঙ্গল* সম্পাদনা করেন। তাঁর অনুসৃত ধারায় *শ্রীচৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থটি বাঁশরীরায় চৌধুরী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে, সরস্বতী গোস্বামী ৪৪০ গৌরাব্দে, মৃণালকান্তি ঘোষ ৪৪৩ গৌরাব্দে এবং সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বিমান বিহারী মুখোপাধ্যায় মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio Method)-এ *শ্রীচৈতন্যমঙ্গল* সম্পাদনা করেন।

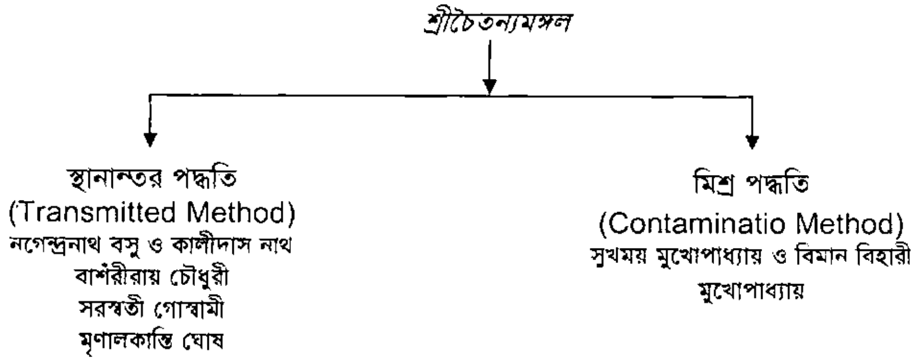

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যৌগিক পদ্ধতি (Composite Method)-এ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে *গোরক্ষবিজয়* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তাঁর অনুসৃত ধারাকে অনুসরণ করে পঞ্চানন মণ্ডল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে *গোরক্ষবিজয়* সম্পাদনা করেন।

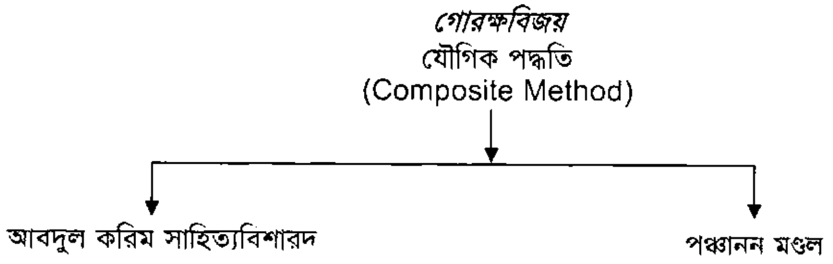

যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual Method)-এ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে *মনসামঙ্গল* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio Method)-এ *মনসামঙ্গল* গ্রন্থটি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন। বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ভাষান্তর পদ্ধতি (Translated Method)-এ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ড.আশুতোষ দাস স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

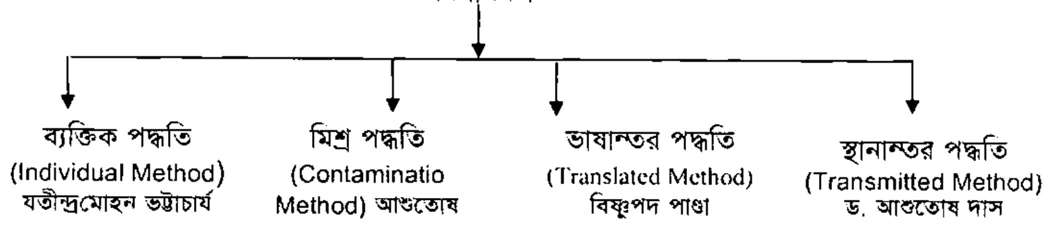

অক্ষয়কুমার চন্দ্র Transmitted Method-এ *বিদ্যাপতি পদাবলী* ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন। তাঁর অনুসৃত ধারায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাদাস লাহিড়ী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার যৌথভাবে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে *বিদ্যাপতি পদাবলী* সম্পাদনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাপতি পদাবলী
স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)

অক্ষয়কুমার চন্দ্র

দুর্গাদাস লাহিড়ী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ও বিমান বিহারী মজুমদার

অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে *চণ্ডীদাসের পদাবলী* সম্পাদনা করেন। পূর্ববর্তী সম্পাদকের ধারায় যৌথভাবে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে *চণ্ডীদাসের পদাবলী* সম্পাদনা করেন।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

অক্ষয়কুমারচন্দ্র সরকার

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মৃণালকান্তি ঘোষ স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *বৈষ্ণব পদাবলী* সম্পাদনা করেন। তাঁর ধারাকে অনুসরণ করে নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র যৌথভাবে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থের ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না) *বৈষ্ণব পদাবলী* সম্পাদনা করেন।

বৈষ্ণব পদাবলী
স্থানান্তর পদ্ধতি
(Transmitted Method)

মৃণালকান্তি ঘোষ

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র,
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ
মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভাষান্তর পদ্ধতি (Translated Method)-এ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে *মেঘদূত* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাহেদা বেগম ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন।

মেঘদূত
ভাষান্তর পদ্ধতি
(Translated Method)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জাহেদা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

ড. মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ যৌথভাবে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ সম্পাদনা করেন *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* গ্রন্থটি। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল বুদ্ধি নির্ভর পদ্ধতি (Divinatio Method)-এ *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম মূল পাঠ পুনরুদ্ধার পদ্ধতি (Recensio Method)-এ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

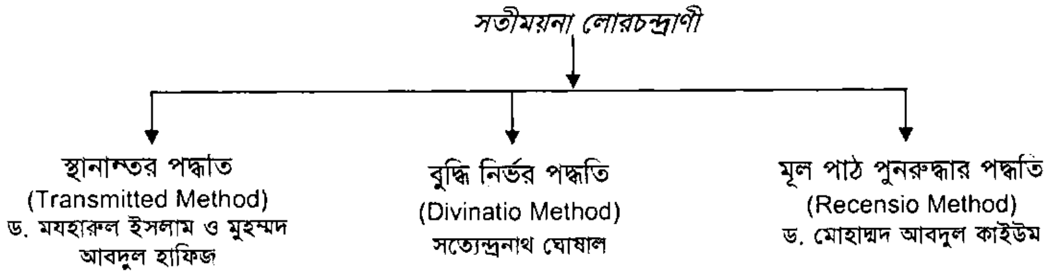

বেণীমাধব শীল স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাব্রত ব্রাহ্মণ ভাষান্তর পদ্ধতি (Translated Method)-এ *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

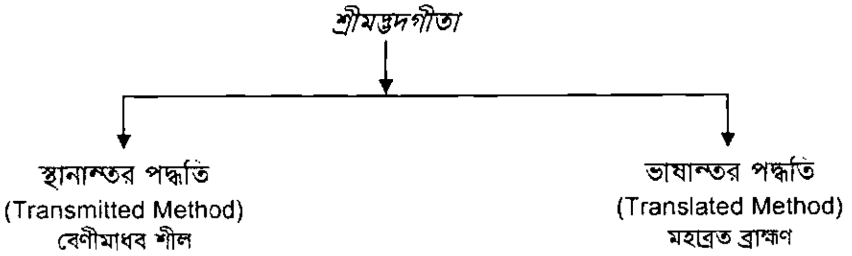

মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে *আদ্য পরিচয়* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ *আদ্যপরিচয়* গ্রন্থটি সম্পাদনা করতেন।

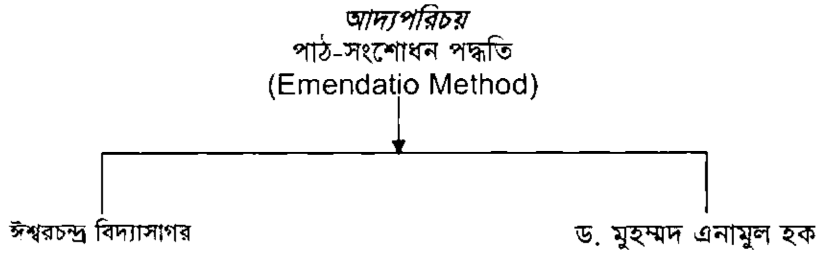

ফয়েজ আহমদ চৌধুরী স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method)-এ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে *সেকান্দরনামা* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ড. অহমদ শরীফ যৌগিক পদ্ধতি (Composite Method)-এ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে *সেকান্দরনামা* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

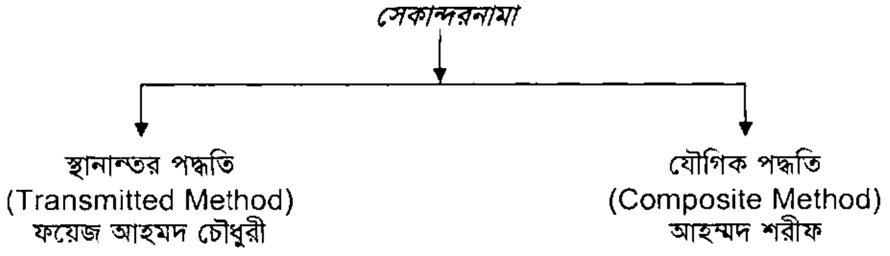

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যৌগিক পদ্ধতি (Composite Method)-এ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে *পদ্মাবতী* সম্পাদনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual Method)-এ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে *পদ্মাবতী* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সৈয়দ আলী আহসান যৌগিক পদ্ধতি (Composite Method)-এ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে *পদ্মাবতী* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio Method)-এ ১৯৮৪-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে *পদ্মাবতী* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

পদ্মাবতী

ব্যক্তিক পদ্ধতি
(Individual Method)
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

যৌগিক পদ্ধতি
(Composite Method)
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
সৈয়দ আলী আহসান

মিশ্র পদ্ধতি
(Contaminatio Method)
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. আহমদ শরীফ পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)-এ *মনোহর-মধুমালতী* ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করেন। সৈয়দ আলী আহসান ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual Method)-এ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে *মধুমালতী* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

মনোহর মধুমালতী

পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি
(Emendatio Method)
ড.আহমদ শরীফ

ব্যক্তিক পদ্ধতি
(Individual Method)
সৈয়দ আলী আহসান

প্রকাশিত গ্রন্থ দিয়েই শুরু হয় সম্পাদনার ইতিহাস। সম্পাদনার উন্নয়নে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা অশেষ। তাই প্রকাশিত গ্রন্থকে সম্পাদনার প্রাথমিক সোপান বলা হয়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগের ৮০টি গ্রন্থ ভারত ও বাংলাদেশ থেকে প্রবাশিত হয়। সম্পাদনার পরিধিকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে আলোচনা অংশের আর্বিভাব হয়। এই অধ্যায় একজন সম্পাদককে নিয়ম-নিষ্ঠ হতে বাধ্য করে। একজন সম্পাদকের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে দেয়। এই ধারার সুচনা করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। মধ্যযুগের প্রায় ৮টি আলোচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আলোচিত অধ্যায়ের অবতারনা করেন।

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে সঙ্কলন বিভাগ তথ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এই অধ্যায়ের সূচনা হয় সপ্তম শতকে মুসলমানদের হাতে। বাংলা সাহিত্যে এই অধ্যায়ের সূচনা করেন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে নীলফামারী জেলার তৎকালীন হাকীম বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। যে কোন লুক্কায়িত প্রত্ন-সম্পদের সন্ধান দিতে পারে অপ্রকাশিত গ্রন্থ। অপ্রকাশিত গ্রন্থ বিশেষ বিশেষ তথ্য সরবরাহের সন্ধানের ইঙ্গিত দিয়ে একটা জনপদের ইতিহাস বদলে দিতে পারে। এই নতুনত্ব আর কোন বিভাগের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্পাদিত গ্রন্থের অপ্রকাশিত অধ্যায়ের সূচনা হয় ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদিত কবি সায়্যিদ মুরতজার '*যোগ কলন্দর*' গ্রন্থ দিয়ে।

কালের অতলে হারিয়ে যাওয়া প্রত্ন-সম্পদ এবং সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির বিবরণ ও পাচারকৃত পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির তালিকা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রের পরিচয় দিতে পারে আবিস্কৃত হয়নি অথচ বিভিন্ন তথ্য সূত্রে উল্লিখিত সূত্রসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

কবিরা পাণ্ডুলিপি লিখেছেন আর সংরক্ষকগণ তা সংগ্রহ করে সংরক্ষিত ভাণ্ডারে সঞ্চয় করেছেন। ৭
এভাবে বাংলা পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির সংখ্যা ৭০,০০০ (সত্তর হাজার)। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে মালিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই মালিক শ্রেণীর মাধ্যমে 'পেশাজীবি লিপিকর' শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। মালিকশ্রেণী প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে লিপিকরদের দিয়ে প্রতিলিপি প্রতিলিখনের মাধ্যমে এগুলো বিস্তার সাধন করেছেন।

প্রতিলিপির প্রতিলিখনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে পাঠকশ্রেণী। এই পাঠক শ্রেণী প্রতিলিপি পাঠ করে প্রাপ্ত ভুলের শুদ্ধিকরণ করতেন – এই ছিল নিয়ম। অনেক সময়

পাঠকশ্রেণী ছিল উচ্চাভিলাষী । তারা অনেক সময় মুল কবির পরিচয় গোপন করে লিপিকরকে কবি বানিয়েছেন। আবার কখনো নিজেদেরকে বিভিন্ন অভিধায় অলঙ্কৃত করেছেন। তারা প্রতিলিপি প্রতিলিখনে মহাভুলের জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রতিলিপিতে পাঠকশ্রেণীর মাধ্যমে প্রক্ষিপ্ত পাঠের অনুপ্রবেশ করেছে। পাণ্ডুলিপিতে ও প্রতিলিপিতে ব্যবহৃত শঙ্কাঙ্ক ও পুষ্পিকা তুলনামূলক বিচার করে আমরা মূল কবি ও ভূয়া কবিদের চিহ্নিত করতে পারি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদকের অনেক দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পাদনায় সম্পাদককে সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি জানতে হবে। এবং এ্যানথ্রোপোলজিকালটার্ম জানতে হবে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অঞ্চলের প্রাচীন নাম জানতে হবে। তানা হলে একজন সম্পাদক তথ্যনিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারবেন না। ফলে তাঁর সম্পাদনা কোন গ্রহণযোগ্যতা পাবেনা।

পাণ্ডুলিপির সংগ্রহের ইতিহাস মুসলমানদের হাতে শুরু হয়েছে সপ্তম শতকে। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু করেছিলেন আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। তারপর সাহাবীগণ, সুলতানগণ, আমীর-ওমরাহগণ এবং সামাজিক মানুষজন এ কাজ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের দায়িত্ব অনেক পূর্ব থেকে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীরা পালন করে আসছিলেন। কিন্তু নানা পীড়ন ও দলনের ফলে তার ইতিহাস পাওয়া যায়নি। কিন্তু এর চর্চা ছিল। চতুর্দশ শতক থেকে মোঘল আমল পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই রাজপৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম ও হিন্দু কবিবৃন্দ। অনানুষ্ঠাকিভাবে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে চলে আসছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ও বিদেশী শাসকবর্গ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সম্পাদনা কী? বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য–

সম্পাদনা অত্যন্ত চমৎকার একটি কর্ম-প্রক্রিয়া। সম্পাদনার মাধ্যমেই একজন সম্পাদকের জ্ঞান-গরিমা, দূরদর্শিতা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার জ্ঞানের পরিসীমা ও পরিশীলিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদনা ছাড়া সম্পাদকের জ্ঞান-গরিমার গভীরতা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই সম্পাদনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত।

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিক পদ্ধতি রয়েছে। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে হলে সম্পাদককে তাঁর নিজস্ব ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের অক্ষরের ক্রমপরিবর্তন জানতে হবে। মনে রাখতে হবে– ভাষা নদীর স্রোতের মত চলমান। নদী যেমন সরল রেখায় অনেক দিন বা বহু বছর প্রবাহিত হয় না। সে তার গতিপথ পরিবর্তন করে বাঁকের সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি যে কোন প্রচলিত ভাষার গতি প্রত্যেক শতাব্দীতেই পরিবর্তিত হয় এবং কোন কোন ভাষার প্রচলিত অক্ষরের অবয়বেরও পরিবর্তন হয়। এমন কি কিছু অক্ষরের অবয়ব লুপ্ত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে? আবার একই অক্ষর দিয়ে কয়েকটি অক্ষরকে বুঝানো হয়। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বাংলা ভাষার অক্ষর বা প্রতীকগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এ সত্য উপলব্ধি করা যাবে। ভাষার রূপের পরিবর্তন অত্যন্ত রহস্যজনক এবং চমৎকার। পাণ্ডুলিপির সম্পাদককে এ রূপের পরিবর্তনগুলো জানতে হবে। তা না হলে সম্পাদকের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার কাজ বিঘ্নিত হবে। এজন্য পাণ্ডুলিপির সম্পাদনাকে ড. কল্পনা ভৌমিক 'একটি জটিল বিষয়'[১] হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আসলে পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা একটি চমৎকার কাজ। এখানে জটিলতা বলতে কিছুই নেই। যাকে তিনি জটিল বলছেন, তা জানা-অজানার বিষয়। অজনাকে জানতে হবে। অর্থাৎ অনুশীলনের ব্যর্থতাকেই আমরা জটিল বিষয় বলে ধরে নিয়ে জানার পথকে থামিয়ে দিই। অনুশীলনের ব্যর্থতাকে কাগজের মোড়কে ঢেকে দিতে আমরা অভ্যস্ত।

ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক সম্পাদনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– প্রাচীন ও মধ্যযুগের হাতে লেখা পুঁথির মুলপাঠ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় টীকা-পাঠান্তর-ভূমিকাসহ তা প্রকাশযোগ্য করে উপস্থাপন করার নামই পাঠসম্পাদনা[২]। ভালই বলেছেন তবু কিছু কথা বাকি থেকে যায়।

এ প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বলেছেন- বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি বিচার করে এবং প্রয়োজনবোধে বহিরঙ্গ প্রমাণের সাহায্যে সম্পাদক প্রাচীন পুথি সম্পাদনা করে থাকেন[৩]। অর্থাৎ সম্পাদক অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ প্রমাণের সাহায্যে পাণ্ডুলিপির পাঠ যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করবেন।

পাণ্ডুলিপিসম্পাদনায় একজন সম্পাদককে বিভিন্ন প্রশ্নের ও বিভিন্ন তথ্যের অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। এটা হল সম্পাদনার যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্র। এখান থেকে নিজ মেধা ও বিবেচনাকে সামনে রেখে সম্পাদককে অগ্রসর হতে হবে। এখানে কোন জটিলতা নেই, বরং যা আছে, তা হচ্ছে সম্পাদকের অনুশীলনের মাত্রার বিষয়। তিনি কতটা কর্তব্যপরায়ণ ও ধৈর্যশীল, তার প্রেক্ষাপট।

তাহলে সম্পাদনা হচ্ছে, কোনো সাহিত্যের বা কোনো লেখার যথাযথ (মূল) পাঠোদ্ধার করে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরা। অনেক সময় কবির দুর্বোধ্য বা সন্দেহজনক লেখাকে যাচাই-বাছাই করে কি হতে পারে বা কতটুকু পরিবর্তন হতে পারে তা নির্ণয় করা। প্রাপ্ত লেখার প্রক্ষেপসমূহ যাচাই-বাছাই করে কবির রচনার মূল পাঠের কাছাকাছি 'নির্ভুল পাঠ' নির্ণয় করাই হচ্ছে সম্পাদনা। সম্পাদনার সময় একজন সম্পাদককে যথেষ্ট হুঁশিয়ার বা সাবধানী হতে হবে। একজন দক্ষ সম্পাদকের কাছ থেকে দেশ, জাতি ও সমাজ অনেক কিছু আশা করতে পারে। একজন দক্ষ সম্পাদকই আমাদের পূর্ব ইতিহাসের সঠিক দিকের

---

[১] ড. কল্পনা ভৌমিক – পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা– বাংলা একাডেমী-১৯৯২

[২] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক– পাণ্ডুলিপি পাঠ-পাঠসম্পাদনা-ঢাকা-২০০০. পৃ.-১

[৩] ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম– পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমালোচনা-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়–১৩৭৭, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিত দিতে পারেন। এজন্য সম্পাদকের তুলনা করা যেতে পারে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের সাথে। সম্পাদনা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান অধ্যায়। একজন সম্পাদক হবেন নিরপেক্ষ মননের অধিকারী। মনে রাখতে হবে : একজন যোগ্য সম্পাদক কেবল একক ভূ-খণ্ডের জন্য নন– সর্বজনীন জাতীয় সম্পদ।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ম নিষ্ঠ সম্পাদনা এবং এর উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী। অনেকেই গ্রন্থ সম্পাদনা করে সম্পাদক নামের অভিধা ব্যবহার করছেন। কোন কোন পণ্ডিত গ্রন্থ সম্পাদনা করে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করছেন। কিন্তু নিয়ম নিষ্ঠ সম্পাদনা অনেকেই করছেন না এবং অনেক সম্পাদকই রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিতে প্রাচীন ও সম্পাদনা করেন নি। যার কোন মূল্যায়ন নেই। অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তির সম্পাদিত গ্রন্থ আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। একই গ্রন্থ বিনা প্রয়োজনে একই রীতিতে বারবার সম্পাদিত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ আধুনিক সাহিত্য সম্পাদনা করছেন? কেউ কেউ গল্প সংক্ষিপ্ত করে সম্পাদনা নামে চালিয়ে যাচ্ছেন? কোন কোন গ্রন্থ সম্পাদিত হতে পারে এবং সম্পাদনার রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিতে গ্রন্থ সম্পাদিত হয়ে মূল্যায়িত হতে পারে তার শ্রেণীকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে বাস্তবে রূপদান করাই আমার উদ্দেশ্য।

কেন সম্পাদনা?

সম্পাদনা হচ্ছে কেবল অজ্ঞাত বিষয় সেকালের রূপে-রসে দাঁড় করিয়ে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরা। যখন কোন সম্পাদক প্রাচীন কোন কবির কাব্যের যথার্থ কাব্যিক মূল্য জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবেন, তখন সেই বিস্মৃত কবি মানুষের মাঝে মূল্যায়িত হয়ে বেঁচে ওঠেন। এই মূল্যায়নের জন্যই সম্পাদনা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের রচনাংশ পাণ্ডুলিপি আকারে গ্রথিত হয়ে কোন লাইব্রেরী বা বিশ্ববিদ্যালয় বা যাদুঘরে, বা আর্কাইভে বা একাডেমীতে বা কোন ব্যক্তির কাছে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সেই লুক্কায়িত তথ্যে প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তার যথাযথ পাঠ উদ্ধার করে 'রীতি-সিদ্ধ'ভাবে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরাই হচ্ছে সম্পাদনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এমনিভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক কবির রচনাই মূল্যায়িত হয়েছে। যেমন– সিদ্ধাচার্যদের রচিত 'চর্যাগীতি', বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী', সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ', সাধক কবি হাজী মুহম্মদের 'নুরজামাল' ও 'চারি মোকামের কথা', শেখ ফয়জুল্লাহর 'যয়নবের চৌতিশা', কবি মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা', কবি কীত্তিবাসের 'রামায়ণ', কবি কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', মীর মুহম্মদ সাদীর 'নুরনামা', আলিরজার 'সিরাজ কুলুব', শেখ মুতাল্লিবের 'কিফায়তুল মুসল্লিন' ও 'কায়দানী কিতাব', দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবারিদি খানের 'বিদ্যাসুন্দর', কবি মরদানের 'নসিবনামা', নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'মুসার সওয়াল', মুহম্মদ ফসীহর 'আরবী ত্রিশ হরফের মুনাজাত' প্রভৃতি মনীষীদের রচিত কাব্যসমূহ।

যদি সম্পাদনার কাজ শুরু না হত, তবে এই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যিক এবং তাঁদের সাহিত্যকর্ম অজ্ঞাতই থেকে যেত। এই মনীষিবৃন্দের রচনার রীতি ও তৎকালীন গণ-মানসের পরিচয় আমরা জানতে পারতাম না। কেবল সম্পাদনার জন্যই আমরা আমাদের লুপ্ত গৌরবকে জানতে পেরেছি এবং তৎকালীন সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পেরেছি।

পাণ্ডুলিপিসম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর যে কোন জাতির পূর্ব গৌরব ও ইতিহাস-ঐতিহ্য লুক্কায়িত আছে পাণ্ডুলিপির মধ্যে। তা জানতে হলে পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার মাধ্যমেই জানতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা অশেষ। পাণ্ডুলিপিকে 'প্রত্নতত্ত্ব' বলা যায় এবং সম্পাদনাকে প্রত্নতত্ত্বের খননকার্যের সাথে তুলনা করা যায়।

কেবল পাণ্ডুলিপিসম্পাদনার মাধ্যমেই আমরা প্রাচীন কবিদের শিল্পসম্মত রুচির পরিচয়ের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। অজ্ঞাত কবিদের জ্ঞান-গরিমা, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য, তৎকালীন সময়ের রাষ্ট্রিক,

অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্য ইত্যাদির পরিচয় জানতে হলে পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার মাধ্যমেই জানতে হবে। তাই 'সম্পাদনা হচ্ছে হারানো গৌরবের পুনরুদ্ধার পদ্ধতি'। পৃথিবীর প্রত্যেক সাহিত্যেই সম্পাদনার গুরুত্ব বিশেষভাবে মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতির গুরুত্ব

সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে হয়, বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা শুরু হয়েছে অনিয়মেই। অনেক সম্পাদক পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। ফলে সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্যকে অনেকে আবলীলাক্রমে অবহেলা করে চলেছেন। কতিপয় সম্পাদক সম্পাদনার 'রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতি অনুসরণ করেই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। তবে অধিকাংশ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যে সমস্ত গ্রন্থ অনূদিত হয়ে সম্পাদিত হয়েছে, তা সম্পাদনার 'রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতিতে সম্পাদনা হয়নি। তা অনেকটা হয়েছে সাধারণ-রীতিতে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিকভাবে। সম্পাদকবৃন্দ তাঁদের অনেক গ্রন্থে ভূমিকা পর্যন্ত তুলে ধরেন নি। অথচ ভূমিকাই হচ্ছে সম্পাদিত গ্রন্থের সম্পাদকের মুখপত্র।

পৃথিবীতে প্রত্যেক কাজের কিছু নিয়ম রয়েছে। নিয়মানুগ পদ্ধতি উন্নত পদ্ধতি। নিয়মানুযায়ী কেউ যদি কর্মসম্পাদন করেন, তবে তাঁর কাজটি হয় অনেকটা নিখুঁত ও নির্ভুল। নিয়মই হচ্ছে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার প্রথম শর্ত। নিয়মকে উপেক্ষা করে যাঁরা গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তা আজ বৈজ্ঞানিক যুগে নাম-সর্বস্ব হয়ে আছে।

যে সমস্ত পণ্ডিত নিয়মকে অবলম্বন করে পাণ্ডুলিপিসম্পাদনা করেছেন, কালের বিচারে তাঁরা অনেকেই প্রথিতযশা হয়ে পদ অলংকৃত করে আছেন। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতিরও লক্ষ্য তাই।

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে গিয়ে যে কোন সম্পাদক নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। যিনি নিয়মকে অবলম্বন করেন, তিনি অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির আশ্রয়ে এর সমাধানসূত্র নির্ণয় করতে পেরেছেন। আর যিনি কোন নিয়মকে অবলম্বন করেন নি, তিনি নিজ মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে সমাধান দিয়ে থাকেন, যার ফলে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যার গ্রহণযোগ্যতা নেই, তার মূল্যমানও নেই।

পাণ্ডুলিপির প্রকরণ-পদ্ধতি সম্পাদককে বিভিন্ন বিষয়ে, তথ্য ও মত সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। সেই সচেতনতা ও যুক্তি-তর্কের আলোকে তিনি একটি স্বচ্ছ পথে কর্মসম্পাদনে এগিয়ে যেতে পারেন। কারণ পাণ্ডুলিপির সম্পাদক নিজেই অনেক সমস্যার স্বরূপ ও তার সমাধানের প্রক্রিয়া উপলব্ধি ও নতুন পথ উদ্ভাবনে সক্রিয় হতে পারেন। তাই পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতির আলোচনা, সমস্যা ও সমাধান সূত্রের বলে সম্পাদক নিজ সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা যাচাই করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

যে কোন একটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় প্রাথমিকভাবে সম্পাদককে কি করতে হবে– প্রকরণ-পদ্ধতি তা অনুধাবনে সাহায্য করে। কবির বাসস্থান-সময়কাল, গ্রন্থ লেখার তারিখ, কোন পদ্ধতিতে (আদর্শ) পাঠ নির্ণয় করবেন, বিকৃত পাঠ কিভাবে অপসারণ করবেন, গ্রন্থের বানানগত সমস্যার সমাধান, সম্পাদকের গৃহীত যুগোপযোগী বানানের আদর্শ ও রীতি ইত্যাদি সবই সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতির সাহায্যে সমস্যাগুলোর প্রকৃত সমাধান অনুধাবন করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক বলেছেন– 'নিজের বুদ্ধি মেধা ও অভিজ্ঞতাই একজন সম্পাদকের প্রকৃত পথ প্রদর্শক [৪]।

সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতির মাধ্যমে একজন নতুন সম্পাদক অত্যন্ত জটিল পাণ্ডুলিপির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও 'প্রকরণ পদ্ধতি'র মাধ্যমে পাণ্ডুলিপির পঠন-পাঠনে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন। শতাব্দীতে-শতাব্দীতে বর্ণ বা অক্ষরের পরিবর্তনগুলো সহজেই বুঝতে পারবেন এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনায় প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবেন।। এজন্য পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার 'প্রকরণ-পদ্ধতি'র গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

[৪] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক – পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা- ঢাকা-২০০০, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার 'প্রকরণ-পদ্ধতি'র আলোচনা

সম্পাদনা হচ্ছে পদ্ধতিগতভাবে পাণ্ডুলিপির পাঠ পুনরুদ্ধার। অর্থাৎ অজ্ঞাত কালের কোন অজ্ঞাত কবির মূল পাঠের কাছাকাছি 'পাঠনির্ণয়' করে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরা। যে ভাষায়, যে ছন্দে, যে কলা-কৌশলে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল– সে বৈশিষ্ট্যসহ পাঠ পুনরুদ্ধার করা। অনেক সময়ে অজ্ঞাত কবির রচনায় অপর কোন অজ্ঞাত কবির বা লিপিকরের বা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির রচনা সংযোজিত হয়ে থাকে; সম্পাদক নিজ মেধা ও তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে অজ্ঞাত কবি বা লিপিকার বা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির প্রক্ষিপ্ত রচনাংশ চিহ্নিত করে পাদটীকায় বা অনেক সময়ে গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে তা তুলে ধরতে পারেন। শুধু এটুকুই নয়– সেই অজ্ঞাত কবির সময় দেশে প্রচলিত সমাজের, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও গণ-মানসের পরিচয় যথার্থরূপে তুলে ধরাই হচ্ছে সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সম্পাদনার 'প্রকরণ–পদ্ধতি'

পৃথিবীতে প্রত্যেক কাজেরই কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেই নিয়মই-পদ্ধতি মাফিক কাজে স্বচ্ছতা, সরলতা ও প্রাঞ্জলতা এনে দেয়। ঠিক প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় কিছু নিয়ম রয়েছে। পাণ্ডুলিপি বা প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনার নিয়ম বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সম্পাদনার নিয়ম-রীতি রয়েছে এবং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই রয়েছে কিছু আলাদা নিয়ম। কিন্তু এই আলাদা নিয়ম একান্ত নিজস্ব। এই নিয়মটি সর্বত্র এক এবং বৈজ্ঞানিক নয়। তবে উল্লেখ্য মুসলমানদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আল-কুরআনের পারম্পরিক সাযুজ্য রক্ষায় Emendatio Method-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৃথিবীতে এটিই প্রথম সম্পাদনার 'আদি সূত্র' বলে বিবেচিত। তারপর জার্মান পণ্ডিত Dr. Robin Flower & Miss Barbara Flower সম্পাদনায়– 1. Recensio 2. Examinatio[৫] দুইটি পদ্ধতির ব্যবহার Textual Criticisam গ্রন্থে দেখিয়েছেন।

German edition-এর পর Paul Mass গ্রন্থটিকে জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি জার্মান পণ্ডিত Dr. Robin Flower & Miss barbara Flower-এর মতবাদকে ঠিক রাখেন ৬।

ভারতীয় পণ্ডিত এস. এম কাতরে *Introduction to Textual Criticisam*-গ্রন্থে সম্পাদনার রীতিবৈচিত্র্য নিয়ে বেশ আলোচনা করেছেন এবং সম্পাদনার 'প্রকরণ-পদ্ধতির' ব্যবহার দেখিয়েছেন। এস. এম কাতরে তাঁর গ্রন্থে চারটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে তিনটির প্রয়োগ–পরীক্ষা দেখিয়েছেন। Higher criticisam method-এর ব্যবহার ভারতীয় উপমহাদেশে নেই বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রয়োগ ও পরীক্ষায় দেখিয়েছেন মাত্র তিনটি। যেমন– 1. Huristices Method. 2. Recencio Method. 3. Emendatio method.[৭]

এই চারটি পদ্ধতির ব্যবহার পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ক্লাসিক পাণ্ডুলিপি মূলত: এই তিন পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। এস. এম, কাতরে বলেছেন ভারতীয় উপমহাদেশে Huristices Method, Recensio method & Emendatio method ব্যবহার রয়েছে। Higher criticisam Method-এর ব্যবহার গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে এই পদ্ধতিতে কোন গ্রন্থ সম্পাদিত হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

এরপর দীর্ঘ পরিক্রমার পর ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম– *'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা'* গ্রন্থে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার পদ্ধতি চার প্রকার বলেছেন– তন্মধ্যে তিনি বাংলাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার তিন প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন– Huristices , Recensio,

---

৫ Dr. Robin Flower & Miss Barbara Flowe-Textual criticism German 2nd edition-1949.

৬ Paul Mass Textual Criticism - Orford 1958 Page-13 CF. Appendix-1.

৭ এস এম কাতরে Introduction to Textual Criticism-New Delhi -1957

Emendatio. Higher criticisam পদ্ধতির কোন ব্যবহার তিনি দেখাতে পারেন নি। বলেছেন পাক ভারতীয় পাঠ-পর্যালোচনা বিদ্যায় আপাততঃ এ পদ্ধতির ব্যবহার নেই।[৮] মূলত এস এম কাতরে ও ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের বক্তব্য এক এবং অভিন্ন।

আমরা পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার পদ্ধতি ১৭ প্রকার নির্ণয় করেছি। তন্মধ্যে ৮টি বৈজ্ঞানিক, তিনটি বিশেষ পদ্ধতি এবং ৬টি সাধারণ-পদ্ধতি এবং এই ১৭ প্রকারের ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় রয়েছে।

পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ১৭ প্রকার পদ্ধতি নিম্নরূপ–

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

১. কালানুক্রমিক বিন্যাস (Huristices method)
২. মূলপাঠ পুনরুদ্ধার পদ্ধতি (Recensio Method)
৩. পাঠসংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)
৪. পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (Higher criticisam method)
৫. অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি (Examinatio method)
৬. যৌগিক পদ্ধতি (Composite method)
৭. তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method)
৮. গঠনমূলক পদ্ধতি (Constitutio method)

বিশেষ পদ্ধতি

৯. প্রচলিত ভাষায় তুলনামূলক ব্রিটিশ পদ্ধতি (Vernacular method)
১০. পুনর্গঠনমূলক ভারতীয় পদ্ধতি (Reconstruction method)
১১. প্রাচীন লিপিবিষয়ক ইন্দো-ইউরোপীয় পদ্ধতি (Palaeographical method)

সাধারণ পদ্ধতি

১২. লৌকিক পদ্ধতি (Vulgate method)
১৩. স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted method)
১৪. ভাষান্তরিত পদ্ধতি (Translated method)
১৫. মিশ্র পদ্ধতি (Contaminatio method)
১৬. বুদ্ধিভিত্তিক পদ্ধতি (Divinatio method)
১৭. ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual method)

১. কালানুক্রমিক বিন্যাস (Huristices method)

Huristices method-এ যখন কোন সম্পাদক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবতীর্ণ হবেন। তখন সম্পাদক যতগুলি তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করবেন। প্রথমে পাণ্ডুলিপির কালানুক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস করবেন। প্রাপ্ত বা সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর লিপিকাল ভেদে তা সজ্জিত এবং বংশপীঠিকা নির্মাণ করবেন। প্রয়োজনে সম্পাদক শুধু বংশপীঠিকাই নয়, অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণীভেদকরণও তাঁর কর্তব্য। মহাভারতের পাঠকে অঞ্চলভেদে দু'-শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে– উদীচ্য পাঠ ও প্রাচ্য পাঠ [৯]। বাংলা সাহিত্যে এই পদ্ধতিতে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে গ্রন্থ সম্পাদনা করে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছেন ড. আহমদ শরীফ।

---

[৮] ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম– পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়– ১৩৭৬ পৃ. ২৪.

[৯] প্রাগুক্ত – ১৩৭৬ পৃ. ২৩

২. মূল পাঠ পুনরুদ্ধার পদ্ধতি (Recensio Method)

Recensio Method-এ যখন কোন সম্পাদক গ্রন্থ সম্পাদনায় অবতীর্ণ হবেন; তখন তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য পাণ্ডুলিপির পাঠ-বিচার ও বিশ্লেষণ করবেন। সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে লিপিকৃত পাঠের বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রচয়িতার 'মূলপাঠ' বা তার কাছাকাছি বিশ্বাসযোগ্য 'বিশুদ্ধ পাঠ' নির্ণয় করবেন। এই জন্য এই পদ্ধতিকে বলা হয় "বাধ্যতামূলক পদ্ধতি"। এ প্রসঙ্গে পল মাস বলেন – "In each individual case the original Text ither has or has not been transmittd. So our first task is to eatablish what must or may be regraded as transmitted to make the recencio[১০]."

ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম এই পদ্ধতিকে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি বা process of Interpretation বলেছেন। কারণ প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করেই পাঠ নিরূপণ করে। এ জন্য এর আর এক নাম written evidince বা লিখিত প্রমাণ[১১]। আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে পাঠ-নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সর্বদা লক্ষ্য থাকে মূলে কি ছিল বা কি থাকা সম্ভব? Recenisio method-এ ড. আহমদ শরীফ সর্বাধিক গ্রন্থসম্পাদনা করে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও ড. মোহাম্মদ কাইউম এবং আরো অনেকে সম্পাদনা করে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন।

৩. পাঠসংশোধন পদ্ধতি (Emendatio Method)

Emendatio Method—এ কোন সম্পাদক গ্রন্থসম্পাদনায় অবতীর্ণ হবেন, তখন তিনি প্রথমেই আদর্শ পাণ্ডুলিপি চিহ্নিত করবেন এবং প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর সাহায্যে আদর্শ পাণ্ডুলিপির পাঠের বিকৃতি, বিচ্যুতি ও প্রক্ষেপসমূহ দূর করবেন। Emendatio Method—এ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, গৃহীত পাঠকে বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখা[১২]। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় পাণ্ডুলিপির লিখিত প্রমাণে যদি সম্পাদকের সন্দেহ ও সংশয় দেখা যায়, সেক্ষেত্রে তা গ্রহণ না করা সম্পাদকের বিশেষ কর্তব্য। সম্পাদক তখন পাঠ সংশোধনের জন্য বিভিন্ন বাহ্য প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এখানে সম্পাদকের পাঠ-সংশোধনের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে।

পাশ্চাত্য সমালোচক H.W. Hall এই পরোক্ষ বা বাহ্য প্রমাণের তুলনা করেছেন– স্বর্ণখনি সন্ধানী প্রকৌশলীর বিভিন্ন স্থানের মাটি খনন ও পরীক্ষার সাথে[১৩]। বাংলা সাহিত্যে এই পদ্ধতিতে অনেক সম্পাদক পাণ্ডুলিপিসম্পাদনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

Emendito method-এ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপিসম্পাদনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন ড. আহমদ শরীফ।

৪. পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (Higher criticisam method)

Higher criticisam method—এ যখন কোন সম্পাদক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবতীর্ণ হবেন। তখন তিনি প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি বা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সময়কাল, উৎস, রাজনৈতিক স্থিতিকাল, ভৌগোলিক অবস্থান, লোকশ্রুতি ও স্মৃতি বিবেচনায় স্থান দিয়ে থাকেন। ফলে রচয়িতার কাব্যে ব্যবহৃত

---

১০ Paul Mass Textual Criticisam – Orford 1958 Page-13 CF. Appendix–1.

১১ প্রাগুক্ত– ১৩৭৬ পৃ. ২৩

১২ প্রাগুক্ত ১৩৭৬ সাল পৃ. ২৪

১৩ F.W. Hall companion to classical Texts- 1913 p. Sandys-1910.

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন উৎস, তথ্য ও ব্যবহৃত উপকরণের পরীক্ষামূলকভাবে বিচারবিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং যে কোন সমস্যার সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন।

এই পদ্ধতিতে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সূত্র ধরে ত্রুটি ও বিচ্যুতির সংশোধন করা সম্ভব। Higher criticisam method-টি অপেক্ষাকৃত জটিল পদ্ধতির। গোটা পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতে তিনটি ভাষায় গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের[১৫] পর বাংলা সাহিত্যের একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হয়েছে। এ পদ্ধতির সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমান খান।

৫. অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি (Examinatio method)

Examinatio method-এ কোন সম্পাদক কোন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার অভিপ্রায় পরবর্তী সম্পাদক বা গবেষকের কাছে অনুরোধ ক্রমে আশা প্রকাশ করেন– তখন সম্পাদক উল্লিখিত সূত্র ধরে অনুসন্ধান করে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে সম্পাদনায় যুক্ত হবেন এবং প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করবেন। এখানে বর্তমান সম্পাদক/গবেষক কোন সূত্র ধরে তিনি অনুসন্ধান করলেন তা উল্লেখ করতে হবে। গ্রীক সাহিত্যে Pasquali এ ধরনের পদ্ধতির প্রথম সম্পাদক[১৬]। বাংলা সাহিত্যের কথা ১ম খণ্ডে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ "শীত ও বসন্ত" কাহিনীর 'আদিম পাঠ' নির্ণয়ের জন্য ভবিষ্যত গবেষকদের কাছে আশা ব্যক্ত করে গেছেন"[১৭] এবং শীত ও বসন্তের কাহিনী হাজার বছর পুরানো বলে উল্লেখ করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ অনুরোধের সূত্র ধরে মোঃ হাবিবুর রহমান খান কুমিল্লা থেকে কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত "শীত ও বসন্ত'-র একখানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি গ্রন্থটির 'আদিম পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেছেন[১৮]। কিন্তু গ্রন্থটি এখনো প্রকাশিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যে এই পদ্ধতির প্রথম সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমান খান। বিশ্ব সাহিত্যে এই পদ্ধতির প্রথম সম্পাদক Pasquali (গ্রিক সাহিত্য) এবং দ্বিতীয় সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমান খান (বাংলা সাহিত্য)।

৬. যৌগিক পদ্ধতি (Composite method)

Composite method-এ কোন সম্পাদক যখন কোন গ্রন্থ সম্পাদনা করবেন; তখন তাঁর প্রাপ্ত ওই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপিসমূহের মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে বিভিন্ন প্রতিলিপি ও পাণ্ডুলিপির পাঠ সমন্বয় করে যে পাঠ গ্রহণ করবেন তা composite text বা 'যৌগিক-পাঠ' নামে পরিচিতি লাভ করবে। 'যৌগিক-পাঠ' প্রস্তুত করার সময়, সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর লিপিকাল ও অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে তার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ ইত্যাদি ক্রমে সাজিয়ে পাদটীকায় পাঠ্যাংশগুলো তুলে ধরবেন। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পাঠের ও মূল পাঠের বিভিন্ন প্রতিলিপিতে যে পরিবর্তন আসে তা পরিষ্কার রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে প্রথম সম্পাদক হচ্ছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ[১৯] এবং এই ধারার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন প্রয়াত অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নাম আলাওল বিরচিত 'পদ্মাবতী'[২০]।

৭. তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method)

Comparative method-এ কোন সম্পাদিত গ্রন্থে সম্পাদনার সময় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মুল পাঠ এবং

---

১৫ মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি বিশ্বেশ্বর বিরচিত "শীত ও বসন্ত"- ২০০৮ (অপ্রকাশিত)
১৬ Pasquali - Memorial Volume- 1915
১৭ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা সাহিত্যের কথা – প্রথম খণ্ড, ঢাকা-২০০০ পৃ. ১২২
১৮ মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি বিশ্বেশ্বর বিরচিত "শীত ও বসন্ত"- ২০০৮ (অপ্রকাশিত)
১৯ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত ' গৌরক্ষ' বিজয়' কলিকাতা-১৯১৭ খ্রি.)
২০ সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত 'পদ্মাবতী', ঢাকা-১৯৬৮ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদকের গৃহীত পাঠ (টীকা-টিপ্পনী ও শব্দার্থ) একই পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করে। বাম অংশে থাকে মূল পাঠ এবং ডান অংশে থাকে গৃহীত পাঠ। 'মূল পাঠ' ও 'গৃহীত পাঠ' পাশাপাশি থাকায় পাঠক সমাজ উভয় পাঠকেই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান এবং শব্দের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে পারেন। Comparative method ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে উভয় পাঠ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ নেই। এটি একটি চমৎকার পদ্ধতি এবং পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক।

কেবল বাংলা সাহিত্যেই এই পদ্ধতির ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এর ব্যবহার নেই। এই পদ্ধতিতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তিনটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যপক ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকাংশ মূল্যবান[২১]।

Comparative method-এ একজন পাঠক-সম্পাদকের প্রাপ্ত তথ্যের ভুল-ভ্রান্তি-প্রক্ষেপ ও সংশোধনপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান।

৮. গঠনমূলক পদ্ধতি (Constitutio method)

Constitutio method-এ কোন গ্রন্থ সম্পাদনাকালে সম্পাদক উক্ত গ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করবেন। সম্পাদক সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদিত গ্রন্থের 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয়ের কাজ করে যাচ্ছেন। ঠিক এমনি সময় যদি সম্পাদকের মৃত্যু বা অনিচ্ছায় বা অন্য কোন কারণে সম্পাদনা কর্ম বন্ধ থাকে ; তখন সম্পাদনা কর্ম নিষ্পন্নের জন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে সম্পাদনা কর্ম সম্পন্ন করেন– তখন এই ধরনের সম্পাদনাকে বলা হয় Constitutio method। এই পদ্ধতিটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে বারবার সম্পাদিত কর্মকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পূর্ববর্তী সম্পাদকের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করে নেওয়া হয়। Constitutio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ অনেকটা নির্ভুল ও স্বচ্ছ প্রকৃতির হয়। 'নব চর্যাপদে'র সম্পাদক ছিলেন ড. শশিভূষণ দাসগুপ্ত। কাজ করার সময় হঠাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'নব চর্যাপদের' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন[২২] এবং নিষ্ঠার সাথে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

৯. প্রচলিত ভাষায় তুলনামূলক পদ্ধতি (Vernacular method)

Vernacular method-টি 'ব্রিটিশ পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে কোন সম্পাদক গ্রন্থসম্পদনায় অবতীর্ণ হন। তখন তিনি তাঁর নির্ণীত ও গৃহীত পাঠের ব্যাকরণের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার ব্যাকরণগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করে গ্রন্থের সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করবেন। এই ধরনের সম্পাদিত গ্রন্থই Vernacular method-এর আওতাভুক্ত।

এই পদ্ধতিতে সম্পাদনা করতে হলে সম্পাদককে বহু ভাষাবিদ্ হতে হবে। বহু ভাষাবিদ্ না হলে– অপর ভাষার ব্যাকরণের সাথে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশদের অধিকাংশ সম্পাদিত গ্রন্থ এই নিয়মের অনুগ।[২৩]

---

২১ ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত কবি রায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মা-পুরাণ' বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯১ সাল।

২২ ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নব চর্যাপদ' কলিকাতা–২৯ ফে.

২৩ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় – Persin Element is Bangali a study of the language of the old Bangali carya poems. London university-1919-21.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ[২৪] Vernacular method -এ লন্ডন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেন এবং প্রমাণ করেন 'চর্যাপদের ভাষাই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন'। পরবর্তিকালে আর কেউ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি।

১০. পুর্নগঠনমূলক ভারতীয় পদ্ধতি (Reconstruction method)

Reconstruction method-ভারতীয় উপমহাদেশীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি। সম্পাদক যখন কোন সম্পাদিত গ্রন্থের নানান অসঙ্গতি দেখতে পান। তখন তিনি ঐ সম্পাদিত গ্রন্থের অসঙ্গতি দূর করার জন্য – ওই গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি উদ্ধার করে শব্দে যে অসঙ্গতি থাকে তা দূরীকরণের নিমিত্তে বিভিন্ন লিপির ও বিভিন্ন শতাব্দীতে লিপির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে থাকেন। এই ধরনের সম্পাদনাই Reconstruction method-এর অনুগ।

Reconstruction method-এ বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন নীল রতন সেন।[২৫] Reconstruction method-এ সম্পাদনায় সম্পাদকের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। এই পদ্ধতিতে সম্পাদিত গ্রন্থে ভুলের সংখ্যা খুবই কম থাকে। নীল রতন সেনের সম্পাদনাংশ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ধারার তিনিই শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'চর্যাগীতি কোষ' গ্রন্থটি প্রশংসার দাবী রাখে।

১১. প্রাচীন লিপি বিষয়ক ইন্দো-ইউরোপীয় পদ্ধতি (Palaeographical method)

Palaeographical method-টি ইন্দো-ইউরোপীয় রীতি[২৬]। কোন সম্পাদক এই রীতিতে গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তখন তিনি উক্ত লিপির কাছাকাছি ভাষাগুলোর বর্ণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যে কোন জটিল সিদ্ধান্তের সমাধান বের করেন। এই ধরনের সম্পাদনাই Palaeographical method-এর আওতাধীন। এ পদ্ধতিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা করেন সিদ্ধাচার্য রচিত Buddhist Mystic Songs।[২৭] সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগুলির বিন্যাস করে– সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে 'চর্যার ভাষাই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন'। এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল– বহুভাষাবিদ্ না হলে তার পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহুভাষাবিদ্ ছিলেন বিধায় তিনি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর সাদৃশ্যে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আদি অক্ষরগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

১২. লৌকিক রীতি (Vulgate method)

Vulgate method-টি লৌকিক রীতি। এ রীতিটি অত্যন্ত সহজ, সরল। এ রীতিতে সংশোধনের কোন উপায় থাকে না। কোন সম্পাদক যে কোন ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবতীর্ণ হতে পারেন, তখন তিনি প্রাপ্ত বা সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির পাঠ কোনরূপ সংশোধন ও পরিবর্তন পরিমার্জন ছাড়াই সম্পাদক 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন– এই ধরনের পাঠই Vulgate method-এর অধীন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা Vulgate method দিয়ে শুরু হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে Vulgate method-এ কবি কীত্তিবাস ও কবি কাশীরাম দাস বিরচিত "রামায়ণ ও মহাভারত" এই পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে[২৮]। এই পদ্ধতিতে প্রথম

---

[২৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ Les chants mystiques de kanna adrias Maisonneuve-Paris University.

[২৫] Schroeder's pindor- Amony Other modern editions of Texts-1900.

[২৭] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিরচিত Buddhist Mystic songs.

[২৮] শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে সম্পাদিত কবি কীর্তিবাস-কাশীরাম দাস বিরচিত 'রামায়ণ ও মহাভারত' কলিকাতা ১৮০২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

দিকের সম্পাদনায় ভুল সংশোধনের কোন উপায় ছিল না। বাংলা সাহিত্য প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনায় এই রীতিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে।

১৩. স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted method)

Transmitted method-টি একটি ভারতীয় আঞ্চলিক রীতি। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি বিশেষ করে হিন্দু দেব-দেবী অবলম্বনে রচিত ও হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি Transmitted method-এ সম্পাদিত হয়েছে।

কোন সম্পাদক যখন কোন প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন– তখন তিনি পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি থেকে গৃহীত পাঠ নির্ণয় না করে পূর্ব প্রকাশিত বা সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বন করে স্থানান্তরিত পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করেন। এই পদ্ধতিতে ভুল-সংশোধনের কোন অবকাশ নেই। কেবল মাত্র প্রয়োজনে সম্পাদক শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী দিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতিতে কোন কোন সম্পাদক সম্পাদকীয় ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি। এমন কি প্রকাশ সাল দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এই পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রন্থসম্পাদনা করেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার[২৯]।

১৪. ভাষান্তর-পদ্ধতি (Translated method)

Translated method-টি আন্তঃদেশীয় রীতি। এ রীতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলো বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে সম্পাদিত হয়েছে। কোন সম্পাদক গ্রন্থ সম্পাদনায় উদ্বুদ্ধ হন তখন তিনি নিজ ভাষায় রচিত প্রাচীন বা মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ না করে, সংস্কৃত ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থ সংগ্রহ করে Translated method- পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনা কর্ম সমাপ্ত করেন। এই ধরনের গৃহীত পাঠই Translated method-এর অধীন। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের যথেষ্ট সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে। এই পদ্ধতিতে সম্পাদকগণ অনেকেই সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখেন নি। এমন কি প্রকাশ সাল, পাঠান্তর, শব্দপ্রয়োগ, শব্দার্থ পর্যন্ত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এই রীতিতে সর্বপ্রথম গ্রন্থসম্পাদনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[৩০]। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কয়েকটি গ্রন্থ Translated method-এ সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনা প্রশংসার দাবীদার। তিনি প্রাপ্ত পাঠের ভুলগুলো সংশোধন করে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁর সম্পাদনার ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। বল্লভ দেবের টীকা গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত হুল্টশ এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই ধারার তিনিই এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

১৫. মিশ্র-পদ্ধতি (Contaminatio method)

Contaminatio method-টি ভারতীয় রীতি। এই পদ্ধতিতে গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদক প্রাপ্ত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি অবলম্বন করে থাকেন। তিনি কোন একক পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন না। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির যে পাঠ তাঁর ভাল লাগে– তা গ্রহণ করে 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। এই ধরনের 'গৃহীত পাঠই' Contaminatio method-এর অন্তর্ভুক্ত।

এই পদ্ধতিতে বা মিশ্র পাঠে পাঠ-বিকৃতি ও পাঠ-বিভ্রান্তি থেকে যায়। কারণ একাধিক পাণ্ডুলিপি অবলম্বনের ফলে ভাষা-শব্দ ও ভুলের নানা অসঙ্গতি থেকে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম

---

২৯ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কবি কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত' কলিকাতা- ১৮৩৬ খ্রি.।

৩০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার সম্পাদিত কবি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূত', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৮৬৯ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার মিলে-মিশে এক হয়ে- নানা অসঙ্গতির সৃষ্টি করে থাকে। বাংলা সাহিত্যে এই পদ্ধতিতে মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পাঠ-সংশোধনের উপায় রয়েছে। সম্পাদক ইচ্ছা করলে রচয়িতার মানসপ্রবণতা লক্ষ্য করেই পাঠ সংশোধন করতে পারেন।

বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার প্রথম দিকের সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ' (অযোধ্যা কাণ্ড) সম্পাদনা করেন[৩১]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৬. বুদ্ধিভিত্তিক পদ্ধতি (Divinatio method)

Divinatio method-টি বুদ্ধিভিত্তিক রীতি। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে এই পদ্ধতিতে গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের পর বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি Divinatio method-এ সম্পাদিত হয়েছে[৩২]।

Divinatio method-এ কোন সম্পাদক গ্রন্থসম্পাদনায় অগ্রসর হন এবং একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি প্রাপ্ত হন এবং আর পাওয়া যাবে না এরূপ নিশ্চিত হয়ে সম্পাদক সম্পাদনায় ব্রতী হন। তখন সম্পাদক নিজ মেধা, বুদ্ধি-বিবেচনাকে সামনে রেখে ও অভিজ্ঞতার আলোকে সম্পাদিত গ্রন্থটির পাঠ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। এই ধরনের সৃষ্ট পাঠ সম্পাদনার রীতি বা পদ্ধতি Divinatio method নামে পরিচিতি লাভ করে।

আবার এমন হতে পারে যে একই গ্রন্থের একাধিক প্রতিলিপি পাওয়া গেল কিন্তু কোনটিই আসল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তখন সম্পাদক সর্বজনগ্রাহ্য একটি পাঠ প্রস্তুত করেন। এরূপ গৃহীত পাঠই দিব্য-পাঠ। Divinatio পদ্ধতিতে সম্পাদিত গ্রন্থে সম্পাদক সাধারণতঃ পাঠান্তর ব্যবহার করেন না। বাংলা সাহিত্যে এই পদ্ধতি প্রথম অবলম্বন করেন রাজচন্দ্র দত্ত[৩৩]। তিনি কবি ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা' সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির হতে- ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.) প্রকাশিত হয়।

১৭. ব্যক্তিক পদ্ধতি (Individual method)

Individual method-টি[৩৪] 'দেশী পদ্ধতি' নামে খ্যাত। কোন সম্পাদক কোন প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। সম্পাদক কর্তৃক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বন করে সম্পাদনায় ব্রতী হন। পূর্ব সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ গ্রহণ না করে- মূল পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে 'কতিপয় পাঠনির্দেশক' নীতিমালা অনুসারে গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। এই রীতিটি Individual method নামে অভিহিত। ভারতীয় উপমহাদেশে Individual method এ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নগেন্দ্রনাথ বসু- কবি রমাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ'[৩৫]। এই ধারার বিশেষ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ এস এম লুৎফর রহমান।

---

৩১ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাতি কবি কীর্ত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ন' (অযোধ্যার কাণ্ড), কলিকাতা- ১৮৯৯।

৩২ Havet- Manel de critique verbal eppliqute aux texts Lati.-1911.

৩৩ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত কবি ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা'- কলিকাতা-১৩২৩ সাল।

৩৪ Wilamowit Z.S Harkle-critical editions and studies of individual texts- vol-1-1883.

৩৫ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ' কলিকাতা-১৯০৭ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপির রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতির প্রথম ও যোগ্য সম্পাদকবৃন্দ এবং তাঁদের সম্পাদনাকর্মের পর্যালোচনা

বাংলাদেশ তাঁর গর্ভে অনেক যোগ্য সন্তানদের ধারণ করেছে। তাঁরা কালক্রমে তাঁদের কর্মের মাধ্যমে কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছেন। শিক্ষা-সাহিত্য-সাংস্কৃতি-সভ্যতা-ইতিহাস-অর্থনীতি-সামাজিক কর্মকাণ্ড-শিল্প-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বীয় মেধার চর্চায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁরা আজ বরণীয় ও স্মরণীয়। শ্রদ্ধার আসনে তাঁদেরকে এ দেশবাসী তথা বিশ্ববাসী স্মরণ করছেন। অনেক পণ্ডিত, গবেষক, সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডুলিপিসম্পাদনায় রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি, বিশেষ পদ্ধতি ও সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে বিভিন্ন ধারায় আজ খ্যাতি লাভ করেছেন।

এ দেশ শাসন ও শোষণের প্রয়োজনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে[৩৬]। প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রণের পথ ধরেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়। তাই শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসই এই পথের পথ-প্রদর্শক।

বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি

Emendatio method-এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিই ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল"-এর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাসে পূর্ব-প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন নি। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ যাচাই-বাছাই করে বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে পাঠ সংশোধন করেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্যকে দিয়ে প্রাপ্ত পাঠের ভুলের বর্ণাশুদ্ধি করিয়ে নেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বৈজ্ঞানিক Emendatio method-কে অবলম্বন করার চেষ্টা করেন। এদিক থেকে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। যদিও তিনি সম্পাদনার কোন নিয়মকে পূর্ণভাবে অবলম্বন করতে পারেন নি। তবু তিনি কৃতিত্বের অধিকারী, তিনি এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছেন।

রাধামোহন সেন সম্পদনা করেন "অন্নপূর্ণামঙ্গল'। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৮৩৩ খ্রি. কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। রাধামোহন সেন গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠ যাচাই-বাছাই করে 'বিশুদ্ধ পাঠ' নির্ণয় করেন। অর্থাৎ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অবলম্বিত পদ্ধতিতে নতুনত্ব এনে দিয়েছেন। অর্থাৎ Emendatio method-এর প্রয়োগ পরীক্ষায় তিনি আর এক ধাপ সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন। রাধামোহন সেনের কৃতিত্ব এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে "অন্নপূর্ণা মঙ্গলের পাঠ প্রাথমিক যুগের সর্বপ্রথম "বিশুদ্ধ পাঠ"। যদিও তিনি Emendatio method-এর সকল নিয়মকে অবলম্বন করতে পারেন নি। তাঁর এ প্রচেষ্টা আজ সম্পাদনার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং তিনি 'মাইলফলক' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। ইতঃপূর্বে কোন সম্পাদক তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থে কোন ভূমিকা লেখেন নি। রাধামোহন সেন "অন্নপূর্ণা মঙ্গলে"র সম্পাদনায় প্রথম সম্পাদকীয় ভূমিকা লিখেছেন। যা সম্পাদনা গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি সম্পাদকীয় ভূমিকাংশ কবিতাকারে লিখেছেন –

রাধামোহন সেনের 'পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি' সেকেলে ধরনের ছিল। তবুও তিনি 'আধুনিক রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করেছেন। সে জন্য তিনি কৃতিত্বের অধিকারী। সম্পাদক কর্তৃক প্রাপ্ত

---

৩৬ তথ্য সূত্র : ড. আবদুল কাইউম পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা- চট্টগ্রাম-১৬৭৬. পৃ. ১৪০" তার প্রমাণ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের বহুল মুদ্রণ"।

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপিগুলোতে বিভিন্ন লিপিকারের পাঠে বিভিন্নতা ছিল সে সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। কোন প্রকার বিচ্যুতিকে গ্রহণ করেন নি। পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত ভুল ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করে গ্রহণ করেছেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক প্রয়াসের পর দ্বিতীয়বার এই পদ্ধতিতে এগিয়ে যান রাধামোহন সেন। তিনি এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। রাধামোহন সেনের পর এই পদ্ধতিতে (Emendatio method) সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার। তিনি ১৮৪৭ খ্রি. সম্পাদনা করেন রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত "অন্নদামঙ্গল" এবং গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থটির সম্পাদনায় প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বন করেন। তিনি Emendation method-এ গ্রন্থটির পাঠ নির্ণয় করেছেন এবং নিয়মগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনেছেন তা বলা যায় না ; তবে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থের পাদটীকায় শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী দিয়েছেন এবং বিশেষ করে যতি চিহ্নের প্রয়োগ করে শব্দের লালিত্য ও সুষমা বৃদ্ধি করেছেন।[৩৮] ইতঃপূর্বে আর কোন সম্পাদক পাদটীকা ও যতি চিহ্নের ব্যবহারের সফল প্রয়োগ পরীক্ষা করেন নি।

Emendatio method-এর সম্পাদনায় প্রায় পূর্ণতা নিয়ে আসেন্ গৌরীশঙ্কর। তার সম্পাদিত কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত' ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংস্করণগুলোকে অবলম্বন করেন[৩৯] এবং তিনি গ্রন্থের পাঠ যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ ও বর্জন করে 'অভিপ্রেত পাঠ" নির্ণয় করতে সমর্থ হন। গৌরীশঙ্করের পূর্বে কোন সম্পাদক সম্পাদনায় 'বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতিকে পুরাপুরি অবলম্বন করতে পারেন নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে সম্পাদনার 'বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতি Emendatio method-এর প্রয়োগ পরীক্ষায় পূর্ণতা নিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ। তিনি এ পদ্ধতির সকল নিয়মকে মেনে চলেছেন।

ড. আহমদ শরীফ সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রথমে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পারস্পরিক সাযুজ্য অনুযায়ী তালিকা তৈরি করেন এবং কোনটি বিশ্বাসযোগ্য পাণ্ডুলিপি হতে পারে তা নির্ণয় করে প্রাপ্ত অন্য পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির সাহায্যে 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন এবং প্রাপ্ত পাঠে সন্দেহ হওয়ায়- প্রাপ্ত তথ্য ও যুক্তিতে না মেলার কারণে তা পরিত্যাগ করেন। "গৌরীমঙ্গল"-কাব্যসম্পাদনার সময় প্রাপ্ত পাঠে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পরোক্ষ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করে 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। ড. আহমদ শরীফ সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে পাঠনির্ণয়ে সচেষ্ট ছিলেন এবং পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা-পাঠান্তর দেখিয়েছেন। এমন কি গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'প্রক্ষিপ্ত পাঠ' দেখিয়েছেন।

ড. আহমদ শরীফের মত Emendatio method-এর সকল নিয়ম-নীতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে আর কেউ সম্পাদনা করেন নি। ড. আহমদ শরীফ তাঁর সম্পাদনার স্টাইলকে– 'শরীফীয় স্টাইল' বললে অত্যুক্তি হবে না। এ ধারার সকল নিয়ম-কানুনকে মেনে অন্য কোন সম্পাদক গ্রন্থসম্পাদনা করেন নি।

Recensio method-টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী। তিনি কবি ভবানীদাস বিরচিত, 'ময়নামতীর গান' সম্পাদনা করেন এবং সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে ১৯১৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়।[৪০]

---

[৩৮] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল' কলিকাতা ১৮৪৭ খ্রি. ভূমিকা।

[৩৯] গৌরীশঙ্কর সম্পাদিত কাশীরাম বিরচিত মহাভারত কলিকাতা ১৮৫৫ খ্রি.।

[৪০] ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ভবানীদাস বিরচিত 'ময়নামতীর গান' ঢাকা–১৯১৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ড. নলিনীকান্ত দু'খানি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ময়নামতী গানের 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। পাদটীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ এবং টীকা দিয়েছেন। সম্পাদকীয় ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Recensio method-এ আরো অনেক সম্পাদক মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। এই ধারায় মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন– ড. আবদুল কাইউম, ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, বসন্তরঞ্জন রায়। সম্পাদকীয় ভূমিকায় তাঁরা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। এই ধারায় মধ্যযুগের সর্বাধিক বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আহমদ শরীফ[৪১]। তিনি এই ধারার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। কারণ তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের পাঠ- বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে বারবার বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করেছেন। প্রক্ষিপ্ত পাঠ তিনি পাদটীকায় তুলে ধরেছেন। তাঁর সম্পাদকীয় আলোচনা ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ।

Huristices method-টি একটি 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি প্রথম সম্পাদনা করেন মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ। সম্পাদকের সম্পাদিত মুক্তারাম সেন বিরচিত 'সারদা-মঙ্গল' গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দির ১৯১৪ খ্রি. (১৩২৪ সাল) প্রকাশ করে[৪২]।

সম্পাদক সম্পাদনায় মাত্র দুইটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। তিনি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদনা গ্রন্থের পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদক Huristices method-এর সকল নিয়ম মেনে চলতে পারেন নি। তবে তাঁর গৃহীত পাঠ 'নির্ভুল'। তার আলোচনাংশ মূল্যবান। এই পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেন তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. রাজিয়া সুলতানা, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. আবদুল কাইউম, আবু তালিব, বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই, আবদুল গফুর প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি।

এই ধারায় সর্বাধিক মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন ড. আহমদ শরীফ। ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত দোনাগাজী বিরচিত 'সয়ফুল-মুলক বদিউজ্জামাল'-গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ১৯৭৪ খ্রি. প্রকাশ করে[৪৩]। তিনিই এই ধারার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

সম্পাদক ড. আহমদ শরীফ সম্পাদনায় বাংলা একাডেমীর পাঁচটি পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার খানা পাণ্ডুলিপি, নেওল কিশোর বিরচিত 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' গ্রন্থ অবলম্বন করেন। তিনি প্রাপ্ত তথ্য ও উপকরণের কালানুক্রমিক বিন্যাস করে মূলপাঠ পুনর্গঠন করেন এবং প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে জ্ঞাতিগত সম্পর্ক নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকাংশ ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান। তিনি এ পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

৪. Higher criticisam method– একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে গ্রীক, ল্যাটিন ও বাংলা ভাষা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম. ফিল গবেষক মোঃ হাবিবুর রহমান খান, অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ (ডি. লিট) এর অধীনে Higher criticisam method-এ মধ্যযুগের শেষ কবি হাফেজুদ্দীন বিরচিত 'বসন্তের দুঃখ' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল – "কবি হাফেজুদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ'; সম্পাদনা ও মূল্যায়ন[৪৪]।' গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের পর পৃথিবীতে Higher criticisam method-এ এটি তৃতীয় সম্পাদনা এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও

---

[৪১] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ বিরচিত 'লায়লী মজনু' বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৫৮ খ্রি.।

[৪২] আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত মুক্তারাম খান বিরচিত সারদা মঙ্গল' কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির– ১৯১৪ খ্রি.।

[৪৩] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত দোনাগাজী বিরচিত 'সয়ফুল-মুলক' বদিউজ্জমান' বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬ খ্রি.।

[৪৪] মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত–"কবি হাফিজুদ্দীন বিরচিত 'বসন্তের দুঃখ'; সম্পাদনা ও মূল্যায়ন" বাংলা বিভাগ, ঢা.বি-২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাসে প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ। জনাব হাবিবুর রহমানের তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

Examinatio method-টি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিটির নাম 'অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি'। এ পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হয়েছে মাত্র একটি। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া জার্মান পণ্ডিত ড. রবিন ফ্লোয়ার ও মিস্ বারবারা ফ্লোয়ার তাঁদের Textual criticisam গ্রন্থে Examinatio নামে অধ্যায় আলোচনা করেন।[৪৫] কিন্তু কোথাও এর প্রয়োগ দেখান নি; শুধুমাত্র সূত্র দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনজন মনীষী এই পদ্ধতিতে সম্ভাবনাময় সম্পাদনাযোগ্য গ্রন্থের অনুসন্ধানের ইঙ্গিত প্রদান করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'শীত ও বসন্তে'র কাহিনীর আদিম পাঠ উদ্ধারের জন্য ভবিষ্যত গবেষকদের কাছে আশা ব্যক্ত করেছেন[৪৬]। ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'ভোজ রাজার' কাহিনীর 'আদিম পাঠ' উদ্ধার এবং বাংলাদেশের ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়েছেন। হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ তাঁর A thousand year of old Bengali mystic poetry গ্রন্থে গবেষকদের কাছে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন রূপ উদ্ধারের জন্য আশা ব্যক্ত করেছেন– "I hope encourage other schloars to search for old manscripts which still lie buried in archives and temple and which are in danger of being destroyed."[৪৭] (p.2 Introduction).

মনীষীদের দেওয়া ইঙ্গিতের সূত্র ধরে মোঃ হাবিবুর রহমান খান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করেন কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত 'শীত ও বসন্ত'-কাব্যের পাণ্ডুলিপি। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি এবং তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Examinatio method-এ 'শীত ও বসন্ত'-গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ইঙ্গিতের সূত্র ধরে তিনি অনুসন্ধান করছেন– 'ভোজ রাজার পালা।'

Comparative method একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সম্পাদিত গ্রন্থের 'পূর্বের পাঠ' ও সম্পাদকের 'নির্ণীত পাঠ' আমরা প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করতে পারি। Comparative method ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে 'পাণ্ডুলিপির পাঠ' ও সম্পাদকের 'নির্ণীত পাঠ' প্রত্যক্ষ করার সুযোগ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া এই পদ্ধতিতে শ্রীরায় বিনোদপ্রণীত 'পদ্মা-পুরাণ'; হেয়াত-নন্দন নজর মামুদ প্রণীত 'তৌহিদঈমান'; কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন'[৪৮] –সম্পাদনা করেন। তিনি এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ পরীক্ষা করেন এবং জনসমক্ষে নির্ণীত পাঠ ও প্রাচীন পাঠ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ এনে দিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে অন্য কেউ কোন প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নি। ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত গ্রন্থ তিনটির গৃহীত পাঠ ও আলোচনাংশ মূল্যবান এবং প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি এই ধারার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

Composite method-টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বাংলাদেশের বাইরে ও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ছাড়া বিশেষ আর কোথাও এর কোন প্রয়োগ নেই। একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ পরীক্ষা করেন জনাব আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ। Composite method-টির প্রয়োগ পরীক্ষা বাংলাদেশ থেকেই বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ শেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত 'গোরক্ষ-বিজয়' Composite method-এ সম্পাদনা করেন এবং ১৩২৪ বাংলা সনে (১৯১৭ খ্রি.) কলকাতা থেকে এটি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির প্রকাশ করে[৪৯]।

---

৪৫ Paul Maas- TexTual Criticisam-1958 (2nd Addition) Oxford.

৪৬ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ – বাংলা সাহিত্যের কথা ১ম খণ্ড ২০০০ খ্রি. পৃ. ১২২.

৪৭ হাসনা জসীমউদ্দীন মওদুদ A Thousand year of old Bengali mystic poetry. 1992. page-2.

৪৮ ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত কবি রায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মা-পুরাণ' ১৯৯১, হেয়াত নন্দন নজর মামুদ প্রণীত 'তৌহিদ ঈমান' ১৯৯৯, কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন' ২০০২ খ্রি. ঢাকা।

৪৯ আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লাহ প্রণীত 'গোরাক্ষবিজয়'- ১৩২৪, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রাপ্ত তিনখানা পাণ্ডুলিপির পাঠসমন্বয় করে 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন এবং তার তথ্যবহুল আলোচনাংশ মূল্যবান। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ Composite method-এ একাধিক গ্রন্থ সম্পাদনা করে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর সৃষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেন পঞ্চানন মণ্ডল– কবি ভীম সেন বিরচিত 'গোর্খ বিজয়' সম্পাদনা করেন এবং সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ Composite method-এ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ড. আহমদ শরীফ ছাড়াও আলী আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় Composite method-এ মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন। তবে Composite method-এ সৈয়দ আলী আহসান কবি আলাওল প্রণীত 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। কারণ তিনি এ পদ্ধতির সকল নিয়ম মেনে চলেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমী ও বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলো এবং দেশী-বিদেশী ভাষায় সম্পাদিত সংস্করণগুলোর সাথে 'পাঠ সমন্বয়' করে Composite method-এ 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেছেন এবং প্রাপ্ত পাঠ ও নির্ণীত পাঠের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত আলোচনাংশ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ[৫০]। Composite method-এ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহে এ রকম নিয়ম-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদিত গ্রন্থটি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ ধারায় তিনি শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের মর্যাদা পেয়েছেন।

Constitutio method-টি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ভুল সংশোধন করা হয় বারবার। একাধিক সম্পাদক থাকার কারণে তথ্যগত নিষ্ঠার অভাব হয় না। এ পদ্ধতিতে গ্রন্থসম্পাদনা করেন ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বিমানবিহারী মজুমদার। বিমানবিহারী মজুমদার কবি জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' সম্পাদনা করেন[৫১]।

সম্পাদক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত 'চৈতন্যমঙ্গলে'র পাণ্ডুলিপি, বিশ্ব ভারতীর পুথিশালায় সংরক্ষিত 'চৈতন্যমঙ্গলের' পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে G-5398-6-C4 নং পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। Constitutio method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। এই গ্রন্থের মূল সম্পাদক ছিলেন বিমানবিহারী মজুমদার। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ড. সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' যাচাই বাছাই করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৯৭১ খ্রি. প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয়ের আলোচনাংশ বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। সম্পাদকদ্বয় এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় সফলতা এনেছেন।

Constitutio method-এর দ্বিতীয় সম্পাদক হলেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ড. শশিভূষণ দাসগুপ্তের 'নির্ণীত পাঠ' সম্বলিত নব চর্যাপদ গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ড. শশিভূষণ দাসগুপ্ত নেপালে গিয়ে বৌদ্ধ আচার্যদের কাছ থেকে প্রায় চর্যাপদের মত কিছুগান সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত গানের মধ্যে ১০০টি গান বেছে নেন এবং গানগুলি রেকর্ড করান। সম্পাদক সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো কালানুক্রমিকভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন ১০-১২ শতক; ১৩-১৪ শতক; ১৫ শতক ও তৎপরবর্তী কাল পর্যায় মোট ৮টি গীত[৫২]। গীতগুলোর মধ্যে ১ নং গান চর্যাপদের ৪ নং গানের সামান্য পরিবর্তিত রূপ (শাস্ত্রী আবিষ্কৃত), ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১৯ এর পাঠ

---

৫০ সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত আলাওল বিরচিত 'পদ্মাবতী' ঢাকা–১৯৬৮ খ্রি.।

৫১ ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত কবি জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্য মঙ্গল' কলকাতা-১৯৭১ খ্রি.।

৫২ ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. শশীভূষণ দাসগুপ্ত সম্পাদিত 'নব চর্যাপদ' কলকাতা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

কাহ্নপার হেবজ্রতন্ত্রে এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন সংকলিত 'দোহাকোষ'-এর মিল রয়েছে। – বাকিগুলো সম্পূর্ণ নতুন। ড. শশিভূষণ দাসগুপ্তের কাজ ছিল অত্যন্ত গঠনমূলক ও বৈজ্ঞানিক।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করতে গিয়ে এই নতুন গানগুলির নব আবিষ্কারের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে ড. শশিভূষণ দাসগুপ্তের 'নির্ণীত পাঠে'র পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

এই পদ্ধতিতে ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বিমানবিহারী মজুমদার এবং ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শশিভূষণ দাসগুপ্ত দুইটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন এবং এরাও যোগ্য সম্পাদক হিসাবে প্রশংসার দাবী রেখেছেন। এই পদ্ধতির তৃতীয় সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ। Constitutio method-এ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'* গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ৪৪০ শ্রী গৌরাব্দে কলকাতা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শ্যামলাল গোস্বামী ও কালিদাস নাথ ছিলেন মূল সম্পাদক। তাঁদের আকস্মিক মৃত্যুতে মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিশেষপদ্ধতি

Vernacular method-টি ব্রিটিশ পদ্ধতি। এ্যাংলো-ব্রিটিশরাই মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ দখলের সাথে ব্রিটিশদের ব্যবহৃত পদ্ধতিও ভারতবর্ষে চলে আসে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা বেশকিছুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে লন্ডনে নিয়ে যান। তা আজ তাদের মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- "Persian Element is Bengali a study of the Language of the old Bengali carya poems"-শিরোনামে গবেষণায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৯-১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করেন। তার এই গবেষণাকর্ম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- "The origin and Development of the Bengali Language"-নামে প্রকাশ করে।[৫৩] গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত- প্রথম খণ্ডে Introduction and phonology; দ্বিতীয় খণ্ডে Morphology এবং তৃতীয় খণ্ড Supplementary volume-নামে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটিতে ড. সুনীতিকুমার ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলোর সাথে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করেন। চর্য্যাচর্য-বিনিশ্চয়ের পদগুলিকে প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন প্রমাণ করেছেন। চর্যাগীতিগুলো শিথিলযোগ্য পাদাকুলক এবং চৌপাঈজাত ছন্দে রচিত। এই ষোল মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ পরবর্তীকালে বাংলা পদ্যছন্দ চর্তুদশপদাবলী ছন্দের পূর্ববর্তী বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বিভিন্ন যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বিচার করে- প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology) এর বিশদ আলোচনায় চর্যাগীতির প্রয়োজনীয়তার বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে Vernacular method-এ প্রথম গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়- "Les chants Mystiques de Kanna Adrien Maisonneuve"-শিরোনামে ডি. লিটের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন[৫৪]।

---

[৫৩] ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- O.D.B.L. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯২৬ খ্রি.।

[৫৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর –Les chants mystiques de Kanna adrien maisuneuve– ১৯২৮ খ্রি. বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষের Vernacular method-এ বিচার বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষিত অংশ তিনি বাংলা থেকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উভয় কবিদের চর্যাপদগুলোর ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও গীতিছন্দ অন্যান্য ভাষার সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেন চর্যার ভাষাই বাংলা ভাষার আদিম রূপ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ Vernacular method-এ সম্পাদনা করেন 'বিদ্যাপতি শতক'[৫৫]। সম্পাদক সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে পদাবলী ছন্দের অনুকরণে পদ্যানুবাদ করেন–বিদ্যাপতির খাঁটি পদ ও পদের রূপ। তাঁর গৃহীত পাঠ ও আলোচনাংশ প্রশংসার দাবী রাখে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে আর কেউ Vernacular method-এ কোন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নি। কারণ বহুভাষাবিদ্ ছাড়া এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করা সম্ভব নয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উভয়েই বহুভাষাবিদ্ ও ব্যাকরণবিদ্ ছিলেন।

Reconstruction method - পুনর্গঠনমূলক পদ্ধতি– এ পদ্ধতিতে অধ্যাপক নীলরতন সেন সম্পাদনা করেন 'চর্যাগীতিকোষ'। সম্পাদক Palaeographical method-এ সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। কিন্তু তিনি বহুভাষাবিদ্ না হওয়ার কারণে তাঁর সম্পাদনাংশ Reconstruction method-এ রূপলাভ করে। অধ্যাপক নীলতন সেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালীন 'আবাসিক ফেলো' হিসাবে "চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয়" শিরোনামে গবেষণা করেন। গবেষণা চলাকালীন তিনি সম্পাদিত চর্যাপদের সংস্করণসমূহে সম্পাদনার বৈষম্য দেখতে পান।[৫৬] সম্পাদিত চর্যাপদের সংস্করণসমূহের বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্তে সম্পাদনায় অগ্রসর হন। তিনি নেপালস্থ জাতীয় অভিলেখায় সংরক্ষিত তালপাতার পাণ্ডুলিপির মাইক্রোফিল্মি সংগ্রহ করেন এবং সম্পাদিত সংস্করণগুলোতে যে যে ত্রুটি ছিল তা সংস্কারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে– সংশোধনের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রশংসার দাবী রাখে। গ্রন্থটিতে সম্পাদকের স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই সংস্কারমূলক পদ্ধতিতে আর কেউ কোন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নি। তার সম্পাদনাংশ মূল্যবান ও বিজ্ঞানসম্মত।

Palaeographical method-টি ইন্দো-ইরানীয়ান রীতি। এ রীতিতে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর বর্ণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রীতিটি বিশেষ পদ্ধতির; বহুভাষাবিদ না হলে তাঁর পক্ষে এ রীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বহুভাষাবিদ-তাই তিনি এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করে সিদ্ধাচার্য রচিত Buddhist Mystic Songs-সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে রেনেসাঁস্ প্রিন্টার্স ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে[৫৭]।

সম্পাদক সম্পাদনায় অবলম্বন করেন– "হাজার বছরের পুরাণো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা" এবং A transcription of the original copy preserved in the Asiatic society of Bengal, The Sanskrit commentrary, The Tibetan verson বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সম্পাদক Palaeographical method-এ গ্রন্থটির 'আদিম পাঠ' নির্ণয় করেন। পাঠনির্ণয় ও আলোচনার ক্ষেত্রে সম্পাদক যথেষ্ট আন্তরিকতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদনার 'বিশেষ রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পূর্বে প্রাচ্যে অন্য কোন পণ্ডিত এ বিশেষ রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিটি অবলম্বন করেন নি।

---

৫৫ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত– 'বিদ্যাপতি শতক', ১৯৫৪ সাল, ঢাকা।

৫৬ ড. নীল রতন সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি কোষ', কলকাতা– ১৯৭৮ খ্রি.।

৫৭ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ Buddist Mystic songs. Dhaka-1960.

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ-পদ্ধতি

Vulgate method একটি লৌকিক পদ্ধতি। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস- এই রীতিতে সম্পাদনা করে রামায়ণ ও মহাভারত।

সম্পাদনায় ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে কবি কীর্তিবাস বিরচিত রামায়ণ ও কবি কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত'-এর দুটি প্রাচীন লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করা হয়। একই পাণ্ডুলিপির পাঠের কোনরূপ সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্জন ছাড়াই vulgate method-এ 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করে গ্রন্থ দুটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ দুটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার 'লৌকিক-পদ্ধতি' (vulgate method)-র যাত্রা শুরু হয়। Vulgate method ভারতীয় রীতি। vulgate method-এ প্রকাশিত গ্রন্থ দুটির চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে বাঙালীরাই কেবল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা নয়। ব্রিটিশ নাগরিক জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুরের কালেক্টরে থাকাকালীন সংগ্রহ করেন 'মানিক রাজার গান'।[৫৮] Vulgate mehtod-এ সম্পাদনা করে তিনি বাঙালী পণ্ডিত সমাজে স্থান দখল করে নিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। জর্জ গ্রীয়ারসনের পূর্বে নাথ সাহিত্য সম্পর্কে কারো কোন ধারণা ছিল না। এই ধারাকে তিনিই জনসমক্ষে নিয়ে আসেন।

গ্রন্থের সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কীত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ' শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেস থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[৫৯] শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আলাদাভাবে পুস্তক প্রকাশনা ও ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের, সাধারণ সংস্করণ বের করে ব্যবসায় শুরু করেন এবং সাধারণ মানুষের সাহিত্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। তার গৃহীত পাঠ ছিল vulgate method-এর। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম এই পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেন আলাওল বিরচিত গ্রন্থাবলী। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

Transmitted method-এ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ব্যবসায়িক সফলতা ও সুনাম বৃদ্ধি দেখে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রণ ও সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। তাঁদের পুস্তক ব্যবসায়ে এগিয়ে আসার ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস গতি পায় এবং একই সাথে সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতির ও স্থানীয় পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ পরীক্ষা শুরু হয়।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদনা করেন কবি কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত'। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়[৬০]। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রাপ্ত দুটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে কেবল বর্ণাশুদ্ধি করে Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। এ ধারায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কারই প্রথম সম্পাদক। বাংলা সাহিত্যে যত পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে Transmitted method-এ সবচেয়ে বেশি সম্পাদিত হয়েছে। এই রীতি ভারতীয় রীতি এবং তা বৈজ্ঞানিক নয়। হিন্দুধর্মীয় পুস্তকগুলির বেশিরভাগ এই রীতিতে সম্পাদিত হয়েছে। এটি একটি সহজ পদ্ধতি।

এই ধারার শ্রেষ্ঠ সম্পাদক পঞ্চানন চক্রবর্তী। তিনি কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত "শিবায়ন"-গ্রন্থটি Transmitted method-এ সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১২৬০ সালে কলকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

---

৫৮ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন সম্পাদিত 'মানিক রাজার গান' এসিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা-১৮৭৮ খ্রি.।

৫৯ কীত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ- শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কলকাতা ১৮০৩ খ্রি.।

৬০ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কবি কাশীরাম বিরচিত 'মহাভারত', ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চানন চক্রবর্তী 'শিবায়ন'-গ্রন্থটি সম্পাদনায় মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর সংরক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত বেশ কয়েকটি সংস্করণ অবলম্বন করেন[৬১]। তিনি মিশন লাইব্রেরীর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় এনে সম্পাদিত গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। তিনি প্রাপ্ত পাঠের ভুল সংশোধন, অবান্তর পাঠ, পাঠভেদ, প্রক্ষিপ্ত পাঠ ইত্যাদির কোন কিছুই চিহ্নিত করতে পারেন নি। পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে যা পেয়েছেন, তাই স্থানান্তরিত করেছেন। সম্পাদক পাদটীকায় পাঠান্তর দেখিয়েছেন মাত্র। ইচ্ছা করলে তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি ও প্রাপ্ত সংস্করণগুলোর পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারতেন। Transmitted method-এর কোন রীতি-বৈচিত্র্য নেই, ফলে রীতিটি বৈজ্ঞানিক নয়। এ রীতিতেই বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত, ১৮ পুরাণ, ভাগবত, পদাবলী ইত্যাদি ধর্মবিষয়ক পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পাদিত হয়েছে। ফলে গ্রন্থগুলি সম্পাদনায় যতটুকু পরিস্ফুটিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা হয়নি।

Translated method-টি আন্তঃদেশীয় রীতি। ভাষান্তরের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রযোজ্য। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'মেঘদূত'-কাব্য Translated method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। Translated method-বৈজ্ঞানিক নয়। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে 'প্রক্ষিপ্ত পাঠের' সতেরটি শ্লোক পাঠান্তরে দেখিয়েছেন। 'প্রক্ষিপ্ত অংশ' কবি কালিদাস কর্তৃক লিখিত নয়। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি হস্তলিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এবং তিনটি প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনা সমাপ্ত করেন। সম্পাদক বেশ কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ Translated method-এ সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনার বিশেষত্ব হল যতিচিহ্নের ব্যবহার করে বাক্যের শ্রুতিমধুরতা, প্রাঞ্জলতা আনয়ন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্পাদনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিদেশী পণ্ডিত হুলটস[৬২]।

Translated method-এ সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন পঞ্চানন তর্করত্ন। তিনি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখেন নি। এমন কি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পরিচয় তুলে ধরেন নি। Translated method-এ আরো অনেকে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। কবি জাহেদা বেগম, বেণীমাধব, মহাব্রত ব্রহ্মচারী, বিজন বিহারী, কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা প্রমুখ। এ ধারার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কবি জাহেদা বেগম।

Contaminato method-টি একটি 'মিশ্র পদ্ধতি'-এর সর্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন মহেষচন্দ্র পাল। সম্পাদক মহেষচন্দ্র পাল "ছন্দোগোপনিষৎ" সম্পাদনা করেন এবং তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়[৬৩]। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত। এ ধারার দ্বিতীয় সম্পাদক হলেন মতিলাল সেন। মতিলাল সেন চকবাজার বরিশাল থেকে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'পূর্ণ জ্যোতি' প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত।

এই ধারার একজন সম্পাদক রামায়ণ সমিতির হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কৃত্তিবাস রামায়ণ সমিতির পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড" সম্পাদনা করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক হীরেন্দ্র নাথ দত্ত সম্পাদিত গ্রন্থটির কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন একটিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি। বরং প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিগুলোর মধ্যে যে যে অংশ তাঁর ভাল লেগেছে, সেই সেই অংশের পাঠ তিনি গ্রহণ করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির পাঠগুলো যাচাই-বাছাই করতে পারতেন এবং তিনি একটি বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করতে সক্ষম হতেন। এখানে তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রাপ্ত প্রতিলিপির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে পাঠের অসঙ্গতি তুলে ধরে Contaminatio method-কে রীতি-বৈচিত্র্য প্রদান করে আকর্ষণীয়

---

৬১ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত 'শিবায়ণ' কলকাতা ১৮৬০ সাল।

৬২ ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পদিত কবি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূত', কলকাতা বিশ্বকিদ্যালয়– ১৮৬৯ খ্রি.।

৬৩ মহেষচন্দ্রপাল সম্পাদিত 'ছন্দোগোপানিষৎ' কলকাতা ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

করে তুলতে সক্ষম হন। এই ধারায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একজন শক্তিশালী সম্পাদক। Contaminatio method-এ (মিশ্র পাঠ) প্রাপ্ত পাঠে– পাঠ-বিকৃতি ও পাঠ-বিভ্রান্তি থেকে যায়। তবে সম্পাদক আন্তরিক হলে পাঠ-বিকৃতি ও পাঠ-বিভ্রান্তি সম্পর্কে একটি ধারণা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারতেন। এখানে পাঠ সংশোধনের ক্ষেত্রে গ্রন্থটির মানসপ্রবণতা লক্ষ করে পাঠ সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদনায় এ বৈশিষ্ট্যের কোন কিছুই অবলম্বন করেন নি।

Contaminatio method-এ তিনজন শক্তিশালী সম্পাদক আমরা পাচ্ছি। তার মধ্যে দ্বিতীয় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। তিনি বাইশ কবির প্রণীত 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন এবং সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রি. প্রকাশিত হয়।[৬৪] সম্পাদক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি এবং চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর বিভিন্ন ইউনিটে বা প্রতীকে সাজানো উচিত ছিল। তিনি তা না সাজিয়ে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে যে যে অংশ ভাল লেগেছে, তার পাঠ তিনি গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান। এখানে সম্পাদকের প্রাপ্ত পাঠগুলোর মধ্যে কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তা তিনি তুলে ধরতে পারতেন; পাঠান্তরগুলো দেখাতে পারতেন।

Contaminatio method-এর আর একজন শক্তিশালী সম্পাদক হলেন দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় কবি আলাওল বিরচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের সম্পাদনা করেন এবং তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ দুইটি কলিকাতা থেকে ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ফটোকপি, বাংলা একাডেমীর পাণ্ডুলিপি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, গ্রীয়ারসন ও :সুধাকর। ত্রিবেদীর সংস্করণ, লালাভগবান দীনের পদুমাবতের সংস্করণ, কালিকারঞ্জন কানুনগো সম্পাদিত পদ্মাবতীর সংস্করণ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত সংস্করণ, আলী আহসান সম্পাদিত পদ্মাবতীর সংস্করণ, রামচন্দ্র শুক্লা সম্পাদিত পদ্মাবতীর সংস্করণ, মাতাগুপ্তের সংস্করণ-গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি সম্পাদনায় ব্রতী হন।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত সংস্করণগ্রন্থগুলো এবং প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর গৃহীত অংশের সাথে অন্যান্য সম্পাদকের সম্পাদিত অংশের কোন তুলনা করেননি; কী কী বিশেষত্ব রয়েছে তাও উল্লেখ করেন নি। শুধু বলেছেন– ইতঃপূর্বে 'পদ্মাবতী'র সম্পাদকবৃন্দের সম্পাদনা সম্পূর্ণ নয়– তিনি পদ্মাবতীর সম্পূর্ণ সম্পাদনা করেছেন-এ টুকু তাঁর বিশেষত্ব। তিনি যদি রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত অংশ আলাদা দেখিয়ে সম্পাদনা করতেন, তাহলে তিনি একজন চমৎকার সম্পাদকের ভূমিকায় চমৎকারিত্ব দেখাতে পারতেন। দেবনাথ বন্দেপাধ্যায় পদ্মাবতীর সম্পূর্ণ সম্পাদনা করেন। তিনি Contaminatio method-এর একজন যোগ্য সম্পাদকের ভূমিকা অলঙ্কৃত করে আছেন।[৬৫] Contaminatio method-এর রীতির প্রয়োগের ক্রমানুযায়ী তিনজন সম্পাদক এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। এই পদ্ধতিতে প্রথম সম্পাদক মহেশ চন্দ্র পাল। ১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২. ড. আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৩. দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়।

Divinatio method-টি বুদ্ধি-ভিত্তিক পদ্ধতি। এ রীতিটি পৃথিবীর যে কোন দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে এর প্রচলন নেই। গ্রীক ক্লাসিক পাণ্ডুলিপির সম্পাদনায় Divinatio method-টির ব্যবহার দেখা যায়। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের পর বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যে এর ব্যবহার রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে Divinatio method-এর সর্বপ্রথম প্রয়োগ-পরীক্ষা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ। ড. আহমদ শরীফ Divinatio method-এ সম্পাদনা করেন কবি মুহম্মদ খান বিরচিত 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' গ্রন্থটি।[৬৬] ড. আহমদ শরীফ আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রদত্ত 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদের' একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় অগ্রসর হন। সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন

---

৬৪ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কবি কীর্তিবাস বিরচিত "রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড"।

৬৫ ড. দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত আলাওল বিরচিত পদ্মাবতী ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা -১৯৮৪ ও ১৯৮৫ খ্রি.।

৬৬ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুহম্মদ খান বিরচিত সত্য কলি বিবাদ-সংবাদ–১৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যের ঐতিহাসিক আলোচনায়-পরিশোধিত করে গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের 'সাহিত্য-পত্রিকা' তৃতীয়-বর্ষ : প্রথম সংখ্যায় ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা প্রশংসার দাবী রাখে। অর্থান্তর ও পাঠান্তর পাদটীকায় তুলে ধরেছেন। ড. আহমদ শরীফ Divinatio method-এর শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ এই পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেন।

Individual method-টি ব্যক্তিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যে কোন দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করা সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। Individual method বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ' কলিকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩১৪ সালে (১৯০৭ খ্রি.) প্রকাশ করে।[৬৭]

সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ প্রাপ্ত তিনটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে এক বিশেষ পদ্ধতি (Individual method) অবলম্বন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান। এই ধারার দ্বিতীয় সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র রায়– তিনি 'শ্রী শ্রী পদ কল্পতরু' ৫ম খণ্ড সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-মন্দির ১৩৩৮ সালে প্রকাশ করে। এই Individual method-এ বেশ কয়েকজন সম্পাদক গ্রন্থসম্পাদনা করেছেন– শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ড. মু. শহীদুল্লাহ, ড. সুকুমার সেন, শ্রীসত্যনারায়ণ, ড. আহমদ শরীফ, সৈয়দ আলী আহসান, নিরোদ প্রসাদ নাথ, ড. ক্ষুদিরাম দাস, ড. এস, এম, লুৎফর রহমান, নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র। সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ড. আহমদ শরীফ ও ড. এস. এম. লুৎফর রহমান Individual method-কে অবলম্বন করে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন।

ড. আহমদ শরীফ Individual method-এ সম্পাদনা করেন 'মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ'।[৬৮] সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী, ১৩৬৯ সালে, প্রকাশ করে। এছাড়া তিনি এ পদ্ধতিতে 'হরগৌরী সম্বাদ ও গদা-মল্লিকা' সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় আমরা সম্পাদনার ক্রমপরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করি। তিনি সম্পাদনার মাধ্যমে অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন।

ড. আহমদ শরীফের পর এ ধারায় আর একজন বিশেষ স্থান দখল করেছেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। তিনি সম্পাদনা করেন 'বৌদ্ধ-চর্যাপদ'। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে ধারণী সাহিত্যসংসদ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশ করে।[৬৯]

সম্পাদক ড. এস. এম. লুৎফর রহমান তাঁর সম্পাদনায় চর্যাপদের সকল সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বন করেন। সম্পাদিত সংস্কারণগুলো এবং মুনিদত্তের টীকায় যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাঠবৈষম্য ছিল, তা নিরসন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান।

ড. আহমদ শরীফকে সম্পাদনা জগতের 'রাজা' বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি ৮টি পদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে কেন? গোটা পৃথিবীতে ৮টি পদ্ধতিতে গ্রন্থসম্পাদনা করে কেউ এখন পর্যন্ত সুনাম কুড়াতে পারেন নি। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ড. আহমদ শরীফের চেষ্টায় মুসলমানদের রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পাদিত আকারে আমাদের সামনে এসেছে; তাঁরা না হলে হয়তো মুসলমান রচিত সাহিত্য অন্ধকারেই থেকে যেত।

---

৬৭ নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ' কলকাতা- ১৩৩৮ সাল।

৬৮ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত – মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ – বাংলা একাডেমী – ১৩৬৯।

৬৯ ড. এ. এম. লুৎফর রহমান সম্পাদিত বৌদ্ধ চর্যাপদ -ধারণী সাহিত্যসংসদ-১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা পাণ্ডুলিপিসম্পাদনার ইতিহাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিসম্পাদনার কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করা হয়নি। এ কাজের সুস্পষ্ট ও উপযোগী ধারাবাহিক তথ্যাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনো সাহিত্যিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ বা ইতিহাসবিদ এ ধারায় কোন গ্রন্থ উপস্থাপন করেন নি। তবে নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র অবলম্বন করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। পৃথিবীতে সপ্তম শতক থেকেই মুসলমানদের হাতে আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি দিয়ে সম্পাদনা শুরু হয়। আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) আল-কুরানের পাণ্ডুলিপিগুলো একত্র করার সময়ে Emendatio Method অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আল-কুরানের পাণ্ডুলিপিগুলো অনুক্রমে সজ্জিত হয়। সাহাবাগণ ও হাফেজগণ কুরানের সাজানো পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে যেতেন এবং আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) তা শুনে পারস্পরিক অনুক্রমে সাজাতেন। এই পদ্ধতিই ইতিহাসে Emendatio Method হিসেবে গণ্য।

হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর মধ্যস্থতায় কুরানের আয়াতগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল। খণ্ডিত আয়াতগুলো তখন চামড়া, কাঠ, হাড় ও পাথরের উপর লিপিকরেরা লিখে রেখেছিলেন। কুরানের পাণ্ডুলিপিগুলোর একত্রীকরণের সময় হযরত মোহাম্মদ (স.) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন পরবর্তীকালে তা অনুসরণ করে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান 'আল-কুরআন' সম্পাদনা করেন।[১]

আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) যে পদ্ধতির সূত্র ধরে বার বার অবতীর্ণ আল কুরআনের আয়াতগুলোকে পরম্পরাক্রমে সাজিয়েছিলেন। আখেরী নবীর সেই পথ ধরেই হযরত ওমরের (রা.) পরামর্শে হযরত আবু বকর কুরানের কপিগুলো সংগ্রহ করে 'সংকলন' করেন। পৃথিবীতে আল-কুরানই প্রথম 'সংকলিত ধর্মগ্রন্থ'। কুরান সুবিখ্যাত সাজছন্দে গ্রথিত হয়। আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকজন ভণ্ড নবীর উদ্ভব হয়– ১. তোলায়হা, ২. মোসায়লেমা, ৩. সাজাহ। তারা কুরানের আয়াতের কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) কঠোর হস্তে ভুয়া নবীদের দমন করেন। তাঁরই শাসনামলে আল-কুরানের কপিগুলো বিজিত অঞ্চলে প্রেরিত হয় এবং ধর্ম-প্রচারের কার্যে ব্যবহৃত ও পঠিত হতে থাকে।

অঞ্চলভেদে কুরান শরীফের পাঠের বিভিন্নতা ধরা পড়ে এবং মুসলমানদের মধ্যে কুরানের পাঠ নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিশেষ করে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে কুরান পাঠের বিভিন্নতা ধরা পড়ে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) হযরত পত্নী হযরত হাফসার নিকট রক্ষিত পবিত্র কুরানের কপি সংগ্রহ করেন এবং কুরানের নকল কপিগুলোও সংগ্রহ করেন। আখেরী নবী প্রদর্শিত Emendatio Method-এর সূত্র ধরে হযরত ওসমান (রা.) নকল কুরানের কপিগুলো একত্র করে পুড়িয়ে ফেলেন এবং আসল কুরানের কপি থেকে প্রতিলিপি তৈরি করে বিভিন্ন প্রদেশে পঠন-পাঠনের জন্য প্রেরণ করেন। এই পদক্ষেপের ফলে আল-কুরানের পাঠের বিভিন্নতা দূর হয়।[২]

---

১ তথ্য সূত্র– ১, কাজী আকরাম হোসেন– ইসলামের ইতিহাস ১ম খণ্ড। পৃষ্ঠা– ১১
মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান শরীফ ঐশী আদেশের সমষ্টি, মুসলিম জগতের হিসাবে .... উহার নির্দেশ মত সম্পাদিত। কুরান এককালে গ্রন্থ আকারে ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হযরতের (স.) নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল।

২ কাজী আকরাম হোসেন– ইসলামের ইতিহাস (১৩৩১ সাল) প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৮৪-৮৫ (ধর্মের ইতিহাসে একটি কারণে হযরত ওসমান নিত্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বিশুদ্ধ কুরানের প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে পবিত্র ঐশী গ্রন্থের একত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে হযরতের (স.) নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং

পৃথিবীতে হযরত ওসমান (রা.) Emendatio Method-এর মাধ্যমে নকল কুরানের কপিগুলো নিশ্চিহ্ন করেন এবং আসল কুরানের কপি থেকে প্রতিলিপি তৈরি করে মুসলিম বিজিত অঞ্চলে পাঠিয়ে ইসলামের প্রসারের সহযোগিতায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। পৃথিবীতে হযরত ওসমান (রা.) প্রথম সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন।

তারপর দীর্ঘদিন কোন সম্পাদনার ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়েকশ' শতাব্দী সম্পাদনার ইতিহাস 'থ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্টেইন গ্রীক ও রোমান ক্লাসিক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন। কিন্তু এ সম্পাদনা ছিল অবৈজ্ঞানিক।[৩]

সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সম্পাদনার ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে একথা সত্য, কিন্তু রাজপৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। চর্যাপদের দিকে লক্ষ্য করলেই এ সত্য অনুধাবন করা যায়। প্রাচীনকালে বাংলা ভাষা-ভাষী রসগ্রাহী বাঙালীরা যুগ যুগ ধরে সাহিত্যের রসপিপাসার স্বাদ গ্রহণ করেছে। প্রাচীন সাহিত্য রচনায় কোন রাজার বা আমাত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, তার কোন নমুনা হাজির নেই। বরং রাজরোষানলে তখনকার বাঙালীরা হয়েছিল দিশেহারা, জনপদহারা। শরণার্থী হিসেবে তারা প্রতিবেশী রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। যারা দেশের মধ্যে পালিয়ে থেকেছে, তারা তাদের সৃষ্টির কোন কিছুই রক্ষা করতে পারেনি। আর যারা অত্যাচারী শাসকের ভয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে হিযরত করেছে, তারাই তাদের সৃষ্টির কিছু অংশের প্রমাণ জিইয়ে রাখতে পেরেছে। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা বাতুলতা মাত্র।[৪]

যখন কোন কাগজের আবিষ্কার হয়নি, সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের রসপিপাসু বাঙালীরা তালপাতায়, গাছের ছালে, ভোজপাতায়, কলাপাতায়, চামড়ায়, হাড়েপাথরে ইত্যাদি দ্রব্যাদির উপরে সাহিত্যের চর্চার নমুনার প্রমাণ রেখেছে। অত্যাচারী রাজাদের প্রজাপীড়নের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। রাজা আদিশূর বিদেশ থেকে হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের আনিয়ে স্থানীয় প্রজাদের উৎখাত ও তাদের ধর্মমূলে আঘাত হেনেছিলেন। শোষিত প্রজারা নিজ অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে, পালাবদল করে হিজরত করেছে।

অত্যাচারী রাজার শোষিত প্রজারা শত নিপীড়ন-নির্যাতনের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণে বিমুখ হয়নি।[৫] তাঁরা মনের তাগিদে যুগের পর যুগ প্রতিলিপির পর প্রতিলিপি তৈরি করে তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। এই প্রতিলিপি বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে সুদূর নেপালের রাজদরবারের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত অবস্থায়।

ভিন্ন ভিন্ন সাহাবাদের নিকট খর্জ্জুরপত্র, প্রস্তরখণ্ড বা অস্থিফলকে লিখিত ছিল। তাঁহার সময়ে ইহা একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয় নাই। হযরত ওমরের পরামর্শমত হজযরত আবুবকর প্রথমে এই কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রথম সংগ্রহটি হযরত আবুবকরের নিকট ছিল, অতঃপর হযরত ওমরের নিকট রক্ষিত ছিল, হজরত ওমরের মৃত্যুর পর হযরত-পত্নী হাফ্সা পবিত্র গ্রন্থ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হন। একদা হযরত ওসমানের (রা.) এক সেনাপতি আসিয়া বলেন যে, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান প্রদেশে তিনি কোরআন পাঠে কিছু বিভিন্নতা লক্ষ করিয়াছেন। এইরূপ পার্থক্য যদি অবিলম্বে বিদূরিত না করা হয়, তাহা হইলে খৃষ্টান ও ইহুদিদিগের ধর্মগ্রন্থের মত কোরআনের বিভিন্ন সংস্করণ দেখা দিবে। অনন্তর ওসমান হযরত হাফ্সার নিকট হইতে কোরআনখানি আনাইয়া চারিজন বিশিষ্ট লোকের দ্বারা উহার নকল প্রস্তুত করান এবং উহা দেশে দেশে প্রেরণ করিয়া আর সমস্ত কোরআন বা কোরআন-এর অংশ পোড়াইয়া ফেলিবার আদেশ দেন।]"

৩ ফজলেরাব্বি– ছাপাখানার ইতিকথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–১০।

৪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধগান ও দোহা– কেন ১২শত বৎসর পূর্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন? ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা দেশে কতগুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।" পৃষ্ঠা– মুখবন্ধ- ৪

৫ ড. এস. এ.ম লুৎফর রহমান – বৌদ্ধ চর্যাপদ– ১৯৯৮, ঢাকা। পৃষ্ঠা– ১২৩, ভূমির উপর কার্যত: প্রজাদের এই অধিকার থেকে সমগ্র প্রাচ্য দেশীয় জনগণের যে দুঃখ তার থেকে চর্যার কবিরাও মুক্ত ছিলেন না .... তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সংগেও কবির একান্ত পরিচয় ছিল। পাল আমলের আদি, মধ্যভাগ থেকে অর্থনৈতিক শ্রেণী সংঘর্ষের পাশাপাশি যে ধর্মীয় কলহ শুরু হয় চর্যার কবিরা সে কলহে সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর বিপরীতে অন্ত্যজ দাস জীবনী ক্ষেত্রকরদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। চর্যাপদে তাই সামন্তদের প্রতি ও তাদের ধর্মের প্রতি প্রবল ঘৃণা সীমাহীন। কৃষ্ণাচার্য তাঁদের নেড়ে ব্রাহ্মণ বলে উপহাস করেছেন। তাঁদের ধর্ম, শাস্ত্র, ক্রিয়াকাণ্ড, অনুষ্ঠানাদিও এসব কবির আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।

সৃষ্টির কোন ধ্বংস নেই ; কোন না কোন সূত্র ধরে বেঁচে থাকবেই। তারই প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্য সৃষ্টি- *চর্যাপদ*। আরো ব্যাপক অনুসন্ধান করলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আরো কিছু নমুনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে- এ ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। *চর্যাপদ, শূন্যপুরাণ, চাচা-কাহিনী, খনার বচন, কালিমা জালাল ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাজ পৃষ্ঠপোষকতার কোন উল্লেখ নেই।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যে রাজপৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এ সময়কে অনেকেই 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই অন্ধকার যুগেই রচিত হয়েছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপি বন বিষ্ণুপুরের দরবারে পাওয়া যায়। বন বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাকিল্যা নামক গ্রামের নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধিকারে পাণ্ডুলিপিটি ছিল।[৬]

জনসাধারণের সাহিত্যের পিপাসিত মনের পরিচয় ও তাগিদে- যুগের পর যুগ ধরে অগুণিত প্রতিলিপির পর প্রতিলিপি লিখিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি থেকে প্রস্তুত প্রতিলিপি বাংলা সাহিত্যের বিস্তার ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। বাঙালী জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ধরে রেখেছে। ফলে আমরা আমাদের জাতির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানতে পারি।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যার কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি হারিয়ে গেছে- এ অজুহাত অনেক পুরাণো। শুধু আবহাওয়াই নয়- রাষ্ট্রিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজদরবারের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী। ফলে অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি অকালে হারিয়ে গেছে। মধ্যযুগের প্রথমভাগ ব্যতীত পরবর্তী কালের পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির মাধ্যমে আমরা সেকালের বাংলা সাহিত্যের সাথে পরিচিত হচ্ছি- বিজ্ঞ সম্পাদকবৃন্দ, সংগ্রাহক, সংরক্ষক এবং প্রকাশকদের মাধ্যমে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আণয়নের কারণে প্রয়োজন অনুভব করে এদেশীয় দক্ষ জনশক্তির। এটি ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ। তাদের লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ভাষাগুলোকে আয়ত্ত করা।

সে লক্ষ্যেই নানা উদ্যোগের সঙ্গে কলকাতার শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই মুদ্রণযন্ত্র সচল করার জন্য প্রয়োজন হয় প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের মুদ্রণ। এই প্রয়োজনের পথ ধরেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের মুদ্রণের কাজ শুরু করে।[৭] প্রাচীন গ্রন্থাদি মুদ্রণের মাধ্যমে এভাবে বাংলা প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতিক্রমে শ্রীরামপুরের মিশনারি পাদ্রিগণ যদি কলকাতার শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন না করত, তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস বিলম্বিত হত-তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসকে এ ধারার কাজের পথপ্রদর্শক বললে অত্যুক্তি হবে না।

মধ্যযুগের প্রাপ্ত সাহিত্য ভাণ্ডার নিয়ে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রোথিতযশা কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* ও কবি কাশীরাম দাস বিরচিত *মহাভারত* -গ্রন্থ দুটির কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে- কোনরূপ সংশোধন পরিবর্তন ও সম্পাদনা ছাড়াই মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করে। প্রকাশিত গ্রন্থদুটি তৎকালীন সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং প্রকাশিত গ্রন্থের চাহিদা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পায়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেস থেকে কোন রকম সংশোধন ছাড়াই *রামায়ণ ও মহাভারত* গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়।[৮]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* (অযোধ্যা কাণ্ড) শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেস থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদক কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন ।

---

৬ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা – বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য– ১৩৭৪ সাল, ভূমিকা পৃষ্ঠা– দ৯০। বাসলী দেবীর মহিমা প্রচারার্থে এ কাব্য রচিত নয়। তবে এটি হতে পারে যে বাসলী দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলায় গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে এটি রচিত হইয়াছিল। ডঃ সুকুমার সেনও অনুরূপ অনুমান করেছেন। ..... রাধাকৃষ্ণের প্রেম বহু প্রাচীনকাল থেকেই কবিদের কাব্যে উপাদান যুগিয়ে এসেছে। এ সত্য আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না ।

মিশনারি প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আলাদাভাবে পুস্তক প্রকাশ ও ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি অনেক প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সাধারণ সংস্করণ বের করে ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করেন এবং সাধারণ মানুষের সাহিত্যের মৌলিক চাহিদা পূরণে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্য প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিই ভারতচন্দ্র বিরচিত অন্নদামঙ্গলের প্রথম মুদ্রিত রূপ। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যিনি পাণ্ডুলিপির পাঠ যাচাই বাছাই করে, বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় পাঠ সংশোধন করিয়ে পাঠ নির্ধারণ করেন। শুধু পাঠ সংশোধন করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি পণ্ডিত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্যকে দিয়ে প্রাপ্ত পাঠের ভুলের বর্ণশুদ্ধি করিয়ে নেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্পাদনার ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ব্যবসায়িক সফলতা দেখে আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রাচীন গ্রন্থের-মুদ্রণ, প্রকাশনা ও সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। তাঁদের এগিয়ে আসার ফলে অনেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় উৎসাহিত হন। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এগিয়ে আসার ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস গতি পায় এবং একই সাথে সম্পাদনায় রীতিবৈচিত্র্য স্থান পেতে শুরু করে। তৎকালে প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থ বিজ্ঞ পণ্ডিত মহল সংশোধন করে দিয়েছেন। এই বিজ্ঞ সংশোধক পণ্ডিতগণ অনেকেই সম্পাদনার রীতি-নীতি উপেক্ষা করে সংশোধিত আকারে গ্রন্থগুলো প্রকাশ করেছেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদনার রীতিতে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সচিত্র মুদ্রণ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এটি বাংলা সাহিত্যের সম্পাদনার ও মুদ্রণের ইতিহাসে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে মধ্যযুগের কীর্তিমান পুরুষ। ভারতচন্দ্রের *'অন্নদামঙ্গল'*-কাব্য মুদ্রণের মাধ্যমে বাংলা পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম প্রয়াস।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কবিকঙ্কণচণ্ডী* কলকাতা থেকে ১২২৬ বাং, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক প্রাপ্ত তিনটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ সংশোধন করেন। পণ্ডিত জয়গোপাল পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা তুলে দিয়েছেন।

ইতোমধ্যে কলকাতায় বেশ কয়েকটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বেশ কয়েকটি মধ্যযুগের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮২০ খ্রষ্টাব্দে মিঃ লং উনিশটি মুদ্রিত বইয়ের তালিকা দিয়েছেন। উনিশটি প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে পনেরটিই মধ্যযুগের বাংলা বই। এগুলো পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোর পাঠ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়নি। গ্রন্থগুলো হচ্ছে– *গীতগোবিন্দ* , *চৈতন্য-চরিতামৃত*, *নরোত্তম বিলাস* , *নারদসংবাদ* , *পদাঙ্কদূত*, *বিল্বমঙ্গল*, *রস-পদাবলী* , *করুণনিধান বিলাস*, *আদিরস* , *রস-মঞ্জরী* , *রতিবিলাস* , *রতি-মঞ্জরী* , *গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী* , *চণ্ডী* , *মহিম্নস্তব* । প্রকাশিত কোন গ্রন্থেই নিবেদন বা ভূমিকা বা মুখবন্ধ রচনা করা হয় নি। প্রকাশিত উনিশটি গ্রন্থের মধ্যে ৪টি সম্পাদিত গ্রন্থ।

রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদনা করেন ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* । সম্পাদিত গ্রন্থটি ১২৩২ বাং, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেন। তিনি কাব্যের নাম পরিবর্তন করেছেন– এই কাব্যের পূর্বনাম ছিল *জাগরণ* ।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* কলকাতা থেকে ১৮৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর সংগৃহীত কয়েকটি 'রামায়ণের পাণ্ডুলিপি' সম্পাদনায় অবলম্বিত হয়। সম্পাদনার প্রথম দিকে সম্পাদকবৃন্দ সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করতে পারেন নি। বলতে গেলে তাঁদের সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তাঁরা বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতো প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠ সংশোধন করে গ্রহণ করেন। পাঠসংশোধনের ক্ষেত্রে পুরাণের বর্ণাশুদ্ধিকে স্থান দিয়েছেন।

রাধামোহন সেন সম্পাদনা করেন ভারতচন্দ্র বিরচিত *অন্নপূর্ণামঙ্গল*-কাব্য। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে সংশোধিত আকারে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাধামোহন সেন তাঁর সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠ যাচাই-বাছাই করে 'বিশুদ্ধ পাঠ' গ্রহণ করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত 'অন্নপূর্ণামঙ্গলে'র পাঠ প্রথম যুগের সর্ব প্রথম বিশুদ্ধ পাঠ। তাঁর প্রচেষ্টায় আজ সেকালের সম্পাদনার ইতিহাস বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইতঃপূর্বে কোন সম্পাদক তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থে ভূমিকা লেখেন নি। রাধামোহন সেন তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে ভূমিকা লিখেছেন পদ্যাকারে। তা নিম্নরূপ–

ক্রম দোষ হয় অন্নদার বন্দনায়।
ছন্দোভঙ্গ পদ রাজসভা বর্ণনায়॥
অনুলিপি দ্বারাতে অশুদ্ধ ঘটিয়াছে।
স্থানে স্থানে অনেক শোধিত হইয়াছে॥
কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম সম্ভাবনা।
পরিবর্তে যথা তথা নতুন রচনা॥
কোথা বা তুল্য পথ নহিল বিনাশ।
তদধঃ শোধিত পদ্য পাইল প্রকাশ॥
নানাস্থানে অগৌরব বচন বিন্যাস।
মধ্যে মধ্যে তার বিনিময় উপন্যাস॥ (পৃ-১৪০)।

রাধামোহন তাঁর সম্পাদনায় 'সাধারণ-পদ্ধতি' অবলম্বন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোতে বিভিন্ন লিপিকরের পাঠে যে বিভিন্নতা ছিল– সে সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। কোন প্রকার বিচ্যুতিকে তিনি গ্রহণ করেন নি। পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত ভুলগুলোকে যথাসম্ভব সংশোধন করে গ্রহণ করেছেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদনা করেন কবি কাশীরাম দাস বিরচিত *মহাভারত*। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় মাত্র দুটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ব পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা ছিল নামমাত্র। সম্পাদনা ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে গতি লাভ করে। তিনি সম্পাদনা করেন কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত *অন্নদামঙ্গল*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৮৪৭ খ্রি. কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে *'অভিপ্রেত পাঠ'* গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম 'যতিচিহ্নের' ব্যবহার করে বাক্যের ছন্দ মাধুর্য রক্ষা করেন। বিদেশী পণ্ডিতগণও তাঁর সম্পাদনার সূক্ষ্ম বিচারশক্তির প্রশংসা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারশীলতা প্রশংসার দাবী রাখে।

পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত *শিবায়ন*-শীর্ষক সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলা ১২৬০ বাং, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। সম্পাদক মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে রক্ষিত *'শিবায়ন'*-পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ রীতিকে অনুসরণ করেন।

গৌরীশঙ্কর সম্পাদিত কাশীরাম দাস বিরচিত *মহাভারত* কলকাতা থেকে বাংলা ১২৫৮ বাং, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি এবং প্রকাশিত সংস্করণগুলো সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পদনার ইতিহাসে গৌরীশঙ্কর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 'অভিপ্রেত পাঠ' উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করেন *উত্তরচরিত* । সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বাংলা ১২৬১ বাং, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে 'অভিপ্রেত পাঠ' যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রশংসার দাবি রাখে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* । গ্রন্থটি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা বিদেশী পণ্ডিতদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা রংপুরের কালেক্টর স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন রংপুরে অবস্থানকালে নাথ সম্প্রদায়ের গান সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি *মানিক রাজার গান* নামে এসিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা থেকে ১২৮৫ বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন প্রথম বিদেশী যিনি বাংলা সাহিত্যের নাথ সাহিত্য-ধারার আবিষ্কারক ও সম্পাদক।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্পাদিত গ্রন্থের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন বিভিন্ন পণ্ডিতগণ। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার' মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির রচিত *বিদ্যাপতি পদাবলী* সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটি চুঁচুড়া থেকে ১২৮৫ বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় । একই সময় সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গের চুচুড়া থেকে সম্পাদিত আকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৫ বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হয়েছে তাই নয়। অন্য ভাষার কাব্যগ্রন্থ অনুদিত হয়ে সম্পাদিত হয়েছে। কৃষ্ণ গোপাল ভক্ত সম্পাদিত আদি কবি বাল্মীকি প্রণীত *রামায়ণ* (বাল খণ্ড)। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১২৮৯ বাং, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করেন *হর্ষচরিত।* সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতাথেকে ১২৯০ বাং, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সম্পাদনা করেন *মেঘদূত* গ্রন্থটি সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১২৯৩ বাং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন- তাঁর সম্পাদিত বিজয় পণ্ডিত রচিত *মহাভারত*' ও পীতাম্বর দাস রচিত *রসমঞ্জরী*। কলকাতা থেকে ১৮৯৯ খ্রি. প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন বলে তথ্যসূত্রে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পাদনা করেন কবি মালাধর বসু বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার এবং সম্পাদনার দিকে নজর দেয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে *কৃত্তিবাসী রামায়ণের* বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধারের জন্য পরিষদের উদ্যোগে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি' গঠন করে। এই সমিতির সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* (অযোধ্যাকাণ্ড) সম্পাদনা করেন। তিনি পুনরায় কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* (উত্তরকাণ্ড) সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দ (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশ করে।

ইতঃপূর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা হিন্দুসমাজসেবক ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা হিন্দু কবিদের রচনা ব্যতীত মুসলমান কবিদের রচিত কোন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নি। ফলে তাঁদের সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-রীতি সিদ্ধ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অবলম্বিত হয় নি। তাঁরা সাধারণ রীতিকে সম্পাদনায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মুসলমান সমাজসেবক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যখন প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন তখন থেকেই সম্পাদনার জগৎ আন্তর্জাতিক জগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। 'বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতিতে গ্রন্থসমূহ সম্পাদিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার জগৎ বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ করে। তাঁরা হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে কবিদের রচিত গ্রন্থসমূহ সম্পাদনায় আনেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির একজন দক্ষ সংগ্রাহক, সংরক্ষক ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম মুসলমান লেখক যিনি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় 'বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি মোট দশটি (১০) গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি বিদেশী পণ্ডিতগণও অনুকরণ করে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় যুক্ত হন।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত *রাধিকার মানভঙ্গ* ১৩০৮ বাং, ১৯০১খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা।
২. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি বল্লভ বিরচিত *সত্যনারায়ণের পুথি* ১৩২২ বাং, ১৯১৫ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা।
৩. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি দ্বিজ রতিদেব প্রণীত *মৃগলুব্ধ* ১৩২২ বাং, ১৯১৫ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা।
৪. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি রামরাজা বিরচিত *মৃগলুব্ধ সম্বাদ* ১৩২২ বাং, ১৯১৫ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা।
৫. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি দ্বিজ মাধব বিরচিত *গঙ্গামঙ্গল* ১৩২৩ বাং, ১৯১৬খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা।
৬. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি আলী রাজা বিরচিত *জ্ঞান-সাগর* ১৩২৪ বাং, ১৯১৭ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা।
৭. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি বাসুদেব ঘোষ বিরচিত *শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস* ১৩২৪ বাং, ১৯১৭ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ – কলকাতা।
৮. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি মুক্তারাম সেন বিরচিত *সারদামঙ্গল* ১৩২৪ বাং, ১৯১৭খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা।
৯. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি শেখ ফয়জুল্লা বিরচিত *গোরক্ষ বিজয়* ১৩২৪ বাং, ১৯১৭খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ–কলকাতা।
১০. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী* ১৩৮৪ বাং, ১৯৭৭ খ্রি. ঢাকা।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি কাশরথি রায় প্রণীত *দাশরথি রায়ের পাঁচালী*। গ্রন্থটি ১৩০৯ বাং, ১৯০২ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদনা করেন কবি রামেশ্বর বিরচিত 'শিবায়ন' ও দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত *গোবিন্দমঙ্গল*– সম্পাদিত গ্রন্থ দু'টি ১৩১০ বাং, ১৯০৩ খ্রিঃ ও ১৩১৭ বাং, ১৯১০ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

এ পর্যন্ত যে সকল সম্পাদক মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ শিক্ষক ছিলেন। এই দুজন শিক্ষকের সম্পাদনায় 'বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ' পদ্ধতি স্থান লাভ করে। অন্য সম্পাদকগণ ছিলেন সামাজিক ও বাংলা ভাষার প্রেমিক। ফলে তাঁদের সম্পাদনায় 'সাধারণ-পদ্ধতি' স্থান পেয়েছে। সম্পাদনায় কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। পরে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। ফলে সম্পাদনা বিচিত্র গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ ও ড. দীনেশচন্দ্র সেন যৌথভাবে সম্পাদনা করেন কবি *শ্রীকর নন্দী* (ছুটি খান)-বিরচিত *মহাভারত*। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩১২ বাং, ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ–কলকাতা প্রকাশ করে।

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদনা করেন ব্রজমোহন রায় বিরচিত *ব্রজরায়ের পাঁচালী* ও শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ*। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৩১৭ বাং, ১৯১০ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

নগেন্দ্রনাথ সম্পাদনা করেন কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত *শূন্যপুরাণ*। গ্রন্থটি ১৩১৪ বাং, ১৯০৭ খ্রিঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ – কলকাতা প্রকাশ করে। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পদনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মৎস্যপুরাণ*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩১৫ বাং, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদনা করেন *বিদ্যাপতি*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩১৭ বাং, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *চণ্ডীদাসের পদাবলী*। গ্রন্থটি ১৩২১ বাং, ১৯১৪ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা থেকে প্রকাশ করে। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী শুধু একজন সম্পাদক ছিলেন, তাই নয়– তিনি একজন সংগ্রাহক ও সংরক্ষক ছিলেন। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদনা করেন বেশ কয়েকটি গ্রন্থ– কবি ভবানীদাস বিরচিত *ময়নামতির গান* ১৩২১ বাং, ১৯১৪ খ্রিঃ কলকাতা শ্যামদাস সেন বিরচিত *'মীন চেতন'* ১৩২২ বাং, ১৯১৫ খ্রিঃ কলকাতা। কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* (আদিকাণ্ড) গ্রন্থটি ১৩৪৩ বাং, ১৯৩৬ খ্রিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। বিরজাকান্ত ঘোষ সম্পাদনা করেন কবি ষষ্ঠীবর রচিত *পদ্মপুরাণ*। গ্রন্থটি ১৩২২ বাং, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়।

প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সম্পাদনা করেন চারুমিহির বিরচিত *পদ্মা-পুরাণ* । সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩২২ বাং, ১৯১৫ খ্রিঃ কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করে। জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ড. সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদনা করেন *শ্রী শ্রী পদকল্পতরু* (প্রথম খণ্ড)। ১৩২২বাং, ১৯১৫ খ্রিঃ এটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করে। রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদনা করেন কবি ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত *মঙ্গল-চণ্ডীপাঞ্চালিকা*। গ্রন্থটি ১৩২৩ বাং, ১৯১৬ খ্রিঃ কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করে। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদনা করেন *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থটি ১৩২৫ বাং, ১৯১৮ খ্রিঃ, *শ্রীশ্রী পদকল্পতরু* (তৃতীয় খণ্ড) ১৩৩০ বাং, ১৯২৩ খ্রিঃ, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* (চতুর্থ খণ্ড) ১৩৩৪ বাং. ১৯২৭ খ্রিঃ গ্রন্থ তিনটি ।গ্রন্থত্রয় কলকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করে।

মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা দিয়েই শুরু হয় পদ্ধতি-ভিত্তিক সম্পাদনার ইতিহাস। সম্পাদনার ইতিহাসের ১০৫ বছর পরে আবিষ্কৃত হয়– প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন *চর্যাপদ* । ১৯০৭ খ্রিঃ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করেন তালপাতায় লেখা *'চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি'*। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদনা করেন– ৮৪ সিদ্ধাচার্যের লিখিত প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপি '*হাজার বছরের পুরাণো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*'-নামে। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩২৩ বাং, ১৯১৬ খ্রি. প্রকাশ করে। সম্পাদক কাশীরাম দাস বিরচিত *মহাভারত* -গ্রন্থটি ১৩৩৫ বাং, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত করেন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদনা করেন কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়*। গ্রন্থটি ১৩২৬ বাং, ১৯১৯ খ্রিঃ কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ– প্রকাশ করে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির উপর গবেষণাকর্মে যোগদান করেন। তাঁদের যোগদানের ফলে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং সম্পাদনার 'রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতির উৎকর্ষ অর্জিত হতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় '*Persian Element is Bengali a study of the language of the old Bengali Carya Poems*'-নামে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্মে যুক্ত হন এবং ১৯১৯-২১ খ্রিস্টাব্দে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গবেষণায় 'বিশেষ-পদ্ধতি' (Vernacular Method) অবলম্বন করেন। তাঁর এই গবেষণাকর্ম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় *The Origin and development of the Bengali Lnguage* নামে প্রকাশ করে।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কাব্যতীর্থ সম্পাদনা করেন মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী– *গীতাবলী* (প্রথম খণ্ড) এবং *ক্রিয়াযোগসার* (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থ দুটি কোচবিহার সাহিত্যসভা হতে ১৩২৭ বাং, ১৯২০ খ্রিঃ ও ১৩২৮ বাং, ১৯২১ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদনা করেন শ্রীজীবন গোস্বামীপাদ বিরচিত *সর্ব্ব-সম্বাদিনী*। গ্রন্থটি ১৩২৭ বাং, ১৯২০ খ্রিঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ– কলকাতা প্রকাশ করেন। তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবিবল্লভ বিরচিত রসকদম্ব-গ্রন্থটি ১৩৩২ বাং, ১৯২৫ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ– কলকাতা প্রকাশ করে। বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদনা করেন *গোপীচন্দ্রের গান*। গ্রন্থটি ১৩৩১ বাং, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। এ গ্রন্থের 'গৃহীত-পাঠ' নির্ণয় করেন চট্টগ্রাম থেকে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৮ খ্রিঃ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে 'les chants Mystiques de Kanna adrien Maisonneuve'-শিরোনামে গবেষণাকর্মে যোগদান করেন। তিনি তাঁর গবেষণায় 'Vernacular Method' অবলম্বন করেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ভারতীয় উপমহাদেশে এ পদ্ধতি গবেষণায় বা সম্পাদনায় অবলম্বন করেন নি। গতানুগতিকতা পরিহারকারী দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন গবেষক গবেষণায় পাশ্চাত্যে 'বিশেষ-পদ্ধতি' অবলম্বন করে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দ সম্পাদনাকর্মে যোগদানের ফলে সম্পদনার 'রীতি-সিদ্ধ' পদ্ধতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। ফলে সম্পাদনার ইতিহাস পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধ হতে থাকে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী*। গ্রন্থটির সম্পাদনায় তিনি বিশেষ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ঐতিহাসিক নিরিখে মুল্যবান। গ্রন্থটি ১৩৫৬ বাং, ১৯৪৯ খ্রিঃ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্য একটি সম্পাদিত গ্রন্থ *বিদ্যাপতি শতক* গ্রন্থটি সম্পাদনায় তিনি বিশেষ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। গ্রন্থটি ১৩৬১ বাং, ১৯৫৪ খ্রি. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সংস্কৃত পদাবলী-ছন্দের অনুকরণে পদ্যানুবাদে ছন্দের সমতা রক্ষা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পরবর্তীকালে গতানুগতিককে পরিহার করে সম্পাদনা করেন *Buddhist mystic songs* । গ্রন্থটি ১৩৬৭ বাং, ১৯৬০ খ্রি. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি সম্পাদনায় *প্রাচীন লিপি বিষয়ক ইন্দো-ইরানীয় পদ্ধতি* গ্রহণ করেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদনা করেন বলরাম কবিশেখর বিরচিত *কালিকামঙ্গল*। গ্রন্থটি ১৩৩৭ বাং, ১৯৩০ খ্রিঃ কলকাতা থেকে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।

ড. সুকুমার সেনের প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ *সেক শুভোদয়া*। গ্রন্থটি ১৩৩৪ বাং, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত দ্বিতীয় গ্রন্থ *চর্যাগীতি কোষ*। গ্রন্থটি ১৩৬৩ বাং, ১৯৫৬ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত তৃতীয় গ্রন্থ কবি কৃষ্ণ দাস বিরচিত *চৈতন্যচরিতামৃত*। গ্রন্থটি ১৩৭০ বাং, ১৯৬৩ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত চতুর্থ গ্রন্থ কবি কৃষ্ণ হরিদাস বিরচিত *সত্যপীরের মাহাত্ম্য*। গ্রন্থটি ১৩৯০ বাং, ১৯৮৩ খ্রিঃ নিউ দিল্লী থেকে নিউ দিল্লী অকাদেমী প্রকাশ করে। সম্পাদকের সম্পাদিত পঞ্চম গ্রন্থ কবি কৃষ্ণ দাস বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*। গ্রন্থটি ১৩৯৬ বাং, ১৯৮৯ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত ষষ্ঠ গ্রন্থ কবি বিপ্রদাস বিরচিত *মনসাবিজয়*। গ্রন্থটি কলিকাতা থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে। কিন্তু গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না। ড. সুকুমার সেন তাঁর সম্পাদনায় গতানুগতিকতা পরিহার করে নতুনত্ব এনেছেন। ফলে সম্পাদনার ইতিহাস আরও সমৃদ্ধি লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত *শূন্য পুরাণ*। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির– ১৩৩৭ বাং, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। সম্পাদকের দ্বিতীয় গ্রন্থ কবিকঙ্কণ বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী* (প্রথম ভাগ)। গ্রন্থটি ১৩৩২ বাং, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদনা করেন কবি জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী বিরচিত *শ্রী শ্রী প্রেমবিবর্ত*। গ্রন্থটি ১৩৩৭ বাং, ১৯২০ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদনা করেন বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এটি মধ্যযুগের আদি নিদর্শন। গ্রন্থটি ১৩৪২ বাং, ১৯৩৫ খ্রিঃ কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদনার বলয় সৃষ্টি হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদনা করেন *দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী* (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থটি ১৩৪১ বাং, ১৯৩৪ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক গতানুগতিক রীতিকে বর্জন করে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদনা করেন কবি ষষ্ঠীবর বিরচিত *পদ্মাপুরাণ*। গ্রন্থটি ১৩৪৩ বাং, ১৯৩৬ খ্রিঃ সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন- *শ্রী পদামৃত মাধুরী* (৩য় খণ্ড)। গ্রন্থটি ১৩৪৪ বাং, ১৯৩৭ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রবাসী পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত 'মনসা-মঙ্গল'। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দে) প্রকাশ করে। সম্পাদক তাঁর সম্পাদনায় ব্যক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন- *শ্রী পদামৃত মাধুরী* (৪র্থ খণ্ড)। গ্রন্থটি ১৩৩৮ বাং, ১৯৩১ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রবাসী পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় তাঁদের সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

নবীনকৃষ্ণ সম্পাদনা করেন কবি নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত *শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর*। গ্রন্থটি ১৩৪৭ বাং, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া থেকে প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন শ্রী পদামৃত মাধুরী দ্বিতীয় খণ্ড। গ্রন্থটি ১৩৪৫ বাং, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *চণ্ডীদাসের পদাবলী* (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থটি ১৩৪১ বাং, ১৯২৪ খ্রিঃ কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির প্রকাশ করে।

সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী যৌথভাবে সম্পাদনা করেন *কীর্ত্তনপদাবলী*। গ্রন্থটি ১৩৪৫ বাং, ১৯৩৮ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *বৈষ্ণবপদাবলী*। গ্রন্থটি ১৩৮৬ বাং, ১৯৭৯ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি রামদাস আদক বিরচিত *অনাদিমঙ্গল* বা *শ্রীধর্ম্ম পুরাণ*। গ্রন্থটি ১৩৪৫ বাং, ১৯৩৮ খ্রিঃ কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির প্রকাশ করে। সম্পাদিত গ্রন্থে সম্পাদক সাধারণপদ্ধতি অবলম্বন করেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন *বৈষ্ণবপদাবলী* (তৃতীয় সংস্করণ)। গ্রন্থটি ১৩৫২ বাং, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদকদ্বয় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে *বৈষ্ণবপদাবলী* পাঠ্য-সূচী ভুক্ত হওয়ায় সম্পাদকদ্বয় এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পাদনা করেন কবি নারায়ণদেব রচিত *পদ্মপুরাণ*। গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪৯ বাং, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদনা করেন কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত *অন্নদামঙ্গল* (প্রথম ভাগ)। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৩৪৯ বাং, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির প্রকাশ করে। তাঁর *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় ভাগ) ১৩৫০ বাং, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির প্রকাশ করে।

নগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন কবি মালাধর বসু বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩৫২ বাং, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। ইতঃপূর্বে যত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলির কোনটির রচনাকাল পাওয়া যায় নি। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* পাণ্ডুলিপিটিতে রচনা কাল পাওয়া যায়।

'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥' [পুথি পৃষ্ঠা–২১৭]

নন্দলাল সম্পাদনা করে মালাধর বসু (গুণরাজ খান) বিরচিত *শ্রী শ্রীকৃষ্ণবিজয়* ও রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত 'শ্রী শ্রী কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিণী'। সম্পাদিত গ্রন্থ দু'টি ১৩৫৩ বাং, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ও ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত *মনসামঙ্গল* (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থটি ১৩৪৮ বাং, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক তাঁর সম্পাদনায় 'সাধারণ-পদ্ধতি' অবলম্বন করেন।

পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদনা করেন কবি ভীমসেন বিরচিত *গোর্খবিজয়*। গ্রন্থটি ১৩৫৮ বাং, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় (কলকাতা) প্রকাশ করে। গ্রন্থটি সম্পাদনায় তিনি বৈজ্ঞানিক-রীতি অবলম্বন করেন। সম্পাদক সম্পাদনা করেন মার্কণ্ডেয় বিরচিত *কালিকাপুরাণ*। গ্রন্থটি ১৩৮৪ বাং, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চানন মণ্ডল পরবর্তীকালে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী সাধারণ-পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে সম্পাদনা করেন। কবি বেদব্যাস প্রণীত *মার্কণ্ডেয় পুরাণ* ১৩৯০ বাং, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ– কলকাতা, *গরুর পুরাণ* ১৩৯১ বাং, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* ১৩৯২ বাং, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ, *বৃহন্নারদীয় পুরাণ* ১৩৯৬ বাং, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ, *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* (প্রথম ও দ্বিতীয়) ১৩৯৬ বাং, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ, *কূর্মপুরাণ* ১৩৯৫ বাং, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ, *পদ্ম পুরাণ* (সর্বখণ্ড) ১৩৯৬ বাং, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। পরবর্তীতে একই সময়ে *বায়ু পুরাণ* , *স্কন্দ পুরাণ* (প্রথম ভাগ-মহেশ্বর খণ্ড) , *স্কন্দপুরাণ* (দ্বিতীয় ভাগ-বিষ্ণুখণ্ড), *স্কন্দপুরাণ* (তৃতীয় ভাগ-ব্রহ্মখণ্ড), *স্কন্দপুরাণ* (চতুর্থ ভাগ-ব্রহ্মখণ্ড), *স্কন্দপুরাণ* (পঞ্চম ভাগ-ব্রহ্মখণ্ড)। গ্রন্থগুলি ১৩৯৭ বাং, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। *স্কন্দপুরাণ* (ষষ্ঠ ভাগ-নাগরখণ্ড), 'স্কন্দপুরাণ' (সপ্তম ভাগ-প্রভাস খণ্ড), ১৩৯৮ বাং, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। *বামন পুরাণ* (নবভারত সংস্করণ) ১৩৯১ বাং, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* নব ভারত সংস্করণ ১৩৯৩ বাং, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। *বরাহ পুরাণ* ১৪০১ বাং, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। *পদ্ম পুরাণ* (পাতাল খণ্ড) ১৪০২ বাং, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। *দেবী পুরাণ* ১৪০০ বাং, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ, *শ্রীমদ্ভাগবত* ১৪০২ বাং, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, *অগ্নিপুরাণ* ১৩৯৯ বাং, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, *ব্রহ্মপুরাণ* ১৪০৯ বাং, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর সম্পাদনা করেন কবি বাণভট্ট বিরচিত *হর্ষচরিত*। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে (১৯৫২ খ্রিঃ) রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ প্রকাশ করে। গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদক সাধারণপদ্ধতি অবলম্বন করেন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদনা করেন *বিদ্যাপতির পদাবলী*। গ্রন্থটি ১৩৫৯ বাং, ১৯৫২ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কালীমোহন বিদ্যারত্ন সম্পাদনা করেন *কীর্তনপদাবলী* (চতুর্থ সংস্করণ)। গ্রন্থটি ১৩৫৮ বাং, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত সম্পাদনা করেন কবি পরশুরাম বিরচিত *কৃষ্ণমঙ্গল*। গ্রন্থটি ১৩৬৪ বাং, ১৯৫৭ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ধীরানন্দ ঠাকুর সম্পাদনা করেন কবি জগদানন্দ বিরচিত *পদাবলী'* গ্রন্থটি ১৩৬১ বাং, ১৯৫৪ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী* সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩৬৫ বাং, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

যোগিলাল হালদার সম্পাদনা করেন কবি রামেশ্বর বিরচিত *শিবায়ন*। গ্রন্থটি ১৩৬৪ বাং, ১৯৫৭ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

রামানন্দ কলেজ বিষ্ণুপুর বাকুড়ার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়াত অধ্যাপক সত্যব্রত দে সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতি পরিচয়* । গ্রন্থটি ১৩৬৭ বাং, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সত্যব্রত দে পূর্ব সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নির্ণীত পাঠকে সাধারণ-নিয়মে গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। মূলত তিনি গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পাসের সুবিধার্থে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *বৈষ্ণব পদ রত্নাবলী*। গ্রন্থটি ১৩৬৮ বাং, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদনা করেন কবি মাণিক গাঙ্গুলী বিরচিত *ধর্মমঙ্গল*। গ্রন্থটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনায় সাধারণপদ্ধতি অবলম্বন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদনা করেন কবি জগজ্জীবন বিরচিত 'মনসামঙ্গল'। গ্রন্থটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনায় স্থানান্তরিতকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রয়াত প্রধান শিক্ষক জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদনা করেন কবি বিজয়গুপ্ত বিরচিত *পদ্মাপুরাণ*। গ্রন্থটি ১৩৬৯ বাং, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদনা করেন *চর্যাপদ*। গ্রন্থটি ১৩৬৮ বাং, ১৯৬১ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদনা করেন ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত *শ্রীধর্মমঙ্গল*। গ্রন্থটি ১৩৬৯ বাং, ১৯৬২ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন বাইশ কবির প্রণীত *'মনসা-মঙ্গল'*। গ্রন্থটি ১৩৬৯ বাং, ১৯৬২ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় প্রায় পূর্ণতা নিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ। তাঁর সম্পাদনার পদ্ধতি ছিল 'বৈজ্ঞনিক ও সাধারণ'। সম্পাদনার জগতে তিনি বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন এবং তাঁর আলোচনাসমূহ ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। তিনি আটটি পদ্ধতিতে মধ্যযুগের ৪০ টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। যতদূর জানা যায়, গোটা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত ৮টি পদ্ধতিতে অন্য কোন সম্পাদক প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নি। বলতে গেলে তিনি একাই একটা সম্পাদনার বলয় সৃষ্টি করেছেন। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যে সর্বাধিক প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনার কৃতিত্ব একমাত্র ডঃ আহমদ শরীফের। তাঁকে সম্পাদনা জগতের 'উজ্জ্বল নক্ষত্র' বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় ভাববাদ ও মানবতাবাদের– যৌগিক-সমন্বয়, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা-আচার-আচরণ প্রতিফলিত হয়েছে। ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ–

১. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত *লায়লী মজনু* ১৩৬৪ বাং, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির *পুথি পরিচিতি* ১৩৬৫ বাং, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলাউল বিরচিত *তোহফা* ১৩৬৫ বাং, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুহম্মদ কবীর বিরচিত *মধুমালতী* ১৩৬৬ বাং, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৫. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *মুসলিম কবির পদ সাহিত্য* ১৩৬৬ বাং, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. ডঃ আহমদ শরীফ ও মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত *মধ্যযুগের গীতিকবিতা* ১৩৬৮ বাং, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ* ১৩৬৯ বাং, ১৯৬২ খ্রিঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৮. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি জয়েনউদ্দীন বিরচিত *রসূলবিজয়* ১৩৭১ বাং, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুজাম্মিল বিরচিত *নীতিশাস্ত্র বার্তা* ১৩৭১ বাং, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত বিভিন্ন কবির রচিত *পুঁথির ফসল* ১৩৭১ বাং, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী* ১৩৭৩ বাং, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১২. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *মধ্যযুগের রাগ তালনামা* ১৩৭৪ বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৩. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত *চন্দ্রাবতী* ১৩৭৬ বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৪. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাংলার সুফী সাহিত্য* ১৩৭৬ বাং, ১৯৬৯ খ্রিঃ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৫. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আফজাল আলী বিরচিত *নসিহত নামা* ১৩৭৬ বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৬. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাউলতত্ত্ব* ১৩৮০ বাং, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৭. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *হিন্দুকবির পদসাহিত্য* ১৩৮০ বাং, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৮. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি দোনা গাজী সম্পাদিত *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* ১৩৮২ বাং, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *সওয়াল সাহিত্য* ১৩৮৩ বাং, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২০. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি সৈয়দ সুলতান বিরচিত *নবী বংশ* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ১৩৮৫ বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী , ঢাকা।
২১. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত সৈয়দ সুলতান বিরচিত *রসুল চরিত* ১৩৮৫ বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২২. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শেখ মুতালিব বিরচিত *কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব* ১৩৮৫ বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২৩. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *'বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন-নসরুদ্দীনের পদাবলী'* ১৩৯৫ বাং, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২৪. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত শ্রীধর কবিরাজ বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* ১৩৬৪ বাং, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত এতিম কাসেম বিরচিত *আওরা-দ্য-বারোজ প্রশস্তি* ১৩৬৬ বাং, ১৯৫৯ খ্রিঃ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।
২৬. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত *যয়নবের চৌতিশা* ১৩৬৬ সাল, ১৯৫৯ খ্রিঃ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।
২৭. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ ফসীহ বিরচিত আরবী *ত্রিশ হরফে মুনাজাত* ১৩৬৬ বাং, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ বাংলা একাডেমী পত্রিকাম, ঢাকা।
২৮. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত আলাউল বিরচিত *রাগ তালনামা ও পদাবলী* ১৩৭০ বাং, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।
২৯. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *খণ্ডলে কুকির হামলার ইতিকথা* ১৩৭৪ বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩০. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত বিদ্যাপতি বিরচিত *ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী* ১৩৭৫ বাং, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩১. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত ব্রজমোহন দাস বিরচিত *চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ* ১৩৮৫ বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩২. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবিচন্দ্র মিশ্র বিরচিত *গৌরীমঙ্গল* ১৩৮৬ বাং, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পাণ্ডুলিপি-বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৩. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুকুল বিরচিত *ওর্ফে মঙ্গল* বা *শাহজালাল মধুমালা উপাখ্যান* ১৪০২ বাং, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৪. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শমসের আলী বিরচিত *রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান* ১৪০৩ বাং, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।

৩৫. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মর্দন বিরচিত *নসিবনামা* ১৪০২ বাং, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা- বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৬. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত আবদুল হাকিম খন্দকার বিরচিত *হাজার মাসায়েল ও নুরনামা* ১৪০৪ বাং, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।

৩৭. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত খোন্দকার নসরুল্লাহ বিরচিত *শরীয়ত-নামা ও মুসার সাওয়াল* , ১৪০৪ বাং, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।

৩৮. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত খোন্দকার নসরুল্লাহ বিরচিত *মুসার সওয়াল* ১৪০৪ বাং, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ সাহিত্য পত্রিকা, ২য় সংখ্যা- বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৯. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *সাধক কবি হাজী মুহম্মদ* ১৩৬৭ বাং, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।

৪০. ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি বাকের আলী চৌধুরী রচিত *মনুচেহের মাসুমা পরী উপাখ্যান* গ্রন্থটি ১৩৬৮ বাং, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, ঢাকা।

ডঃ মযহারুল ইসলাম সম্পাদনা করেন *কবিহেয়াত মামুদ বিরচিত গ্রন্থাবলী*। গ্রন্থটি ১৩৬৮ বাং, ১৯৬১ খ্রিঃ বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁর আলোচনাংশ মুল্যবান।

ডঃ গোলাম সাকলায়েন সম্পাদনা করেন *ফকীর গরীবুল্লাহ বিরচিত গ্রন্থাবলী*। গ্রন্থটি ১৩৬৮ বাং, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত।

আবদুল গফুর সম্পাদনা করেন মীর ফয়জুল্লাহ বিরচিত *সুলতান জমজমা*। গ্রন্থটি বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক আবূ তালিব সম্পাদনা করেন কবি তাহির মাহমুদ বিরচিত *সত্যপীরের মাহাত্ম্যকথা*। গ্রন্থটি ১৩৬৯ বাং, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী পত্রিকা, *'শ্রাবন-আশ্বিন'*, ঢাকা প্রকাশ করে। সম্পাদক তাঁর সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন চণ্ডীদাস বিরচিত *বিদ্যাপতির পদাবলী*। গ্রন্থটি ১৩৬৯ বাং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতিতে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

ফয়েজ আহমদ চৌধুরী সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *সেকান্দারনামা*। গ্রন্থটি ১৩৭০ বাং, (১৯৬৩ খ্রিঃ) বাংলা একাডেমী পত্রিকা তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতিতে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদনা করেন দ্বিজ মাধব বিরচিত *মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। গ্রন্থটি ১৩৭২ বাং, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদনায় সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন– *The Old Bengali Language and Text*। সম্পাদিত গ্রন্থটি গ্রন্থ বিভাগ বিশ্বভারতী কলকাতা– ১৩৭০ বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

রাজশাহীর লোকনাথ হাই স্কুলের প্রয়াত প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদনা করেন শেখ জাহেদ প্রণীত *আদ্যপরিচয়*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩৭৩ বাং, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটি সাধারণ-পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেন।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন, বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। ১৩৭৩ বাং, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদনা করেন। *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য* গ্রন্থটি ১৩৭৪ বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম সম্পাদনা করেন বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। সম্পাদক গ্রন্থটির নামকরণ করেন বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপাঠের ভূমিকা* নামে। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদনা করেন কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের *কালকেতু উপাখ্যান*। গ্রন্থটি ১৩৭৪ বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতিকে অবলম্বন করেন। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনা করেন কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরচিত অন্নদামঙ্গলের *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতিকা*। গ্রন্থটি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশ লাভ করে।

আবদুল গফুর সম্পাদনা করেন মীর ফয়জুল্লাহ বিরচিত *সুলতান জমজমা*। গ্রন্থটি ১৩৭৬ বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ঢাকা থেকে প্রকাশ করে।

আলী আহমদ সম্পাদনা করেন কবি দৌলত উজীর বাহরাম খান বিরচিত *ইমাম বিজয়* গ্রন্থটি ১৩৭৬ বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা প্রকাশ করে।

ডঃ মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদনা করেন কবি দৌলত কাজী প্রণীত *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী*। গ্রন্থটি ১৩৭৬ বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ধারায় Composite Method-এর একজন শক্তিশালী সম্পাদক সৈয়দ আলী আহসান। তিনি সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী* । গ্রন্থটি ১৩৭৫ বাং, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক উক্ত পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর ও তথ্যবহুল। সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদনা করেন আমীর হামজা বিরচিত *মধুমালতী*। গ্রন্থটি ১৩৮০ বাং, ১৯৭৩ খ্রিঃ ঢাকা বাংলা একাডেমীর পক্ষে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ লাভ করে। তিনি পুনরায় সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতিকা*। গ্রন্থটি ১৯৮৪ খ্রিঃ ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদনা করেন সরহ্ প্রণীত *দোহাকোষ গীতি*। গ্রন্থটি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্ট প্রকাশ করে। সম্পাদনায় সম্পাদক বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন না করে সাধারণ-পদ্ধতিতে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদনা করেন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (বিরহ খণ্ড) ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (বংশী খণ্ড)। গ্রন্থ দুটি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৭০ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক তাঁর সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাসের জন্য গ্রন্থ দুটি সম্পাদিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপিকা ডঃ রাজিয়া সুলতানা সম্পাদনা করেন কবি নওয়াজীস খান বিরচিত *গুলে-বকাওলী* । গ্রন্থটি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদনা করেন কবি মুজাফফর বিরচিত *ইউনান দেশের পুঁথি*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, প্রথম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭৭ বাং, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ সম্পাদনা করেন কবি সুলতান বাহু বিরচিত *মজমআ আবিয়াত*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৩৭৭ বাং, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

নির্মলকুমার দাস সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতি পরিক্রমা* । গ্রন্থটি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সুলতান আহমদ ভূঁইয়া সম্পাদনা করেন কবি শেখ চান্দ বিরচিত *কেয়ামতনামা* । সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৯ বাং, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদনা করেন কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*। গ্রন্থটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। সম্পাদনায় সম্পাদক সাধারণ-নিয়মকে অবলম্বন করেন।

নীরদপ্রসাদ নাথ সম্পাদনা করেন কবি নরোত্তম দাস বিরচিত *রচনাবলী* । গ্রন্থটি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদনা করেন কবি মুকুন্দরাম বিরচিত *কবিকঙ্কণচণ্ডী* । সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদনা করেন কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ*। গ্রন্থটি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলাকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদনা করেন কবি জয়ানন্দ বিরচিত *চৈতন্য মঙ্গল* । গ্রন্থটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে। মূলত এই গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন বিমানবিহারী মজুমদার। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় ভূমিকা সংযোজন করে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদনা করেন কবি চণ্ডীদাস রচিত *পদাবলী* । সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতিতে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতি ভূমিকা*। গ্রন্থটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতিতে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারার্থে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত *শূন্যপুরাণ* । গ্রন্থটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদনা করেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চত্রবর্তী বিরচিত *কবিকঙ্কণ চণ্ডী* । গ্রন্থটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদনা করেন কবি তুলসীদাস বিরচিত *রামচরিত মানস ও দোহাবলী*। গ্রন্থটি ৮, পটুয়াটোলা লেন-কলকাতা থেকে নবপত্র প্রকাশন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

নীলরতন সেন সম্পাদনা করেন *চর্যগীতিকোষ* । গ্রন্থটি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্পাদক বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সম্পাদনার ধারায় নতুনত্ব এনেছেন।

নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদনা করেন কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত *গোসানীমঙ্গল* । গ্রন্থটি ১৩৮৫ বাং, ১৯৭৮ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদনা করেন কবি দ্বারিকা দাস বিরচিত *মনসামঙ্গল* । গ্রন্থটি ১৯৭৯ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

সুলতান আহম্মদ ভূঁইয়া সম্পাদনা করেন কবি ফৈজদ্দীন বিরচিত *সবেমেরাজ* । গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, পঞ্চবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৮৭ বাং, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদনা করেন কবি তন্ত্রবিভূতি রচিত *মনসাপুরাণ* । গ্রন্থটি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতিতে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

ডঃ সুমঙ্গল রানা সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতি পাঞ্জালিকা*। গ্রন্থটি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। শিশির কুমার সেন সম্পাদনা করেন *মূলমহাভারতের কাহিনী বিবিধ প্রসঙ্গ*। গ্রন্থটি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদনা করেন কবি বাল্মীকি বিরচিত *রামায়ণ* (বালখণ্ড)। গ্রন্থটি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদনা করেন বশিষ্ঠ মুনি বিরচিত *শ্রীসাম্ব-পুরাণ'* । গ্রন্থটি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। জগদানন্দ সম্পাদনা করেন শঙ্করাচার্য প্রণীত *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা*। গ্রন্থটি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

মহাব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদনা করেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্দ* (পঞ্চম খণ্ড)। গ্রন্থটি ১৩৯৪ বাং, ১৯৮৩ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদনা করেন কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা* । গ্রন্থটি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। তিনি সম্পাদনা করেন কবি শেখ জাহেদ প্রণীত *'আদ্য পরিচয়'*। গ্রন্থটি ১৩৮৬ বাং, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ সাহিত্যপত্রিকা, বর্ষা-বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদনা করেন সয়্যিদ মরতুজা বিরচিত *যোগ কলন্দর*। কিন্তু গ্রন্থটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম রাজশাহীতে সংরক্ষিত আছে।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি জায়সী-আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী (প্রথম খণ্ড), পদ্মাবতী (দ্বিতীয়খণ্ড)* গ্রন্থ দু'টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্ ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। গ্রন্থটির সম্পাদনায় সম্পাদক বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি গ্রহণ না করে সাধারণ-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তবে সম্পাদকের কৃতিত্ব এই যে, ইতঃপূর্বে যাঁরা *পদ্মাবতী* সম্পাদনা করেছেন, তা ছিল অপূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন পদ্মাবতীর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

আবদুল আউয়াল সম্পাদনা করেন কবি করমুল্লা বিরচিত *মৃগাবতী* । গ্রন্থটি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ডঃ জীবেন্দু রায় সম্পাদনা করেন *চৈতন্যচরিতামৃত* । গ্রন্থটি ১৩৯৪ বাং, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ডঃ বেণীমাধব শীল সম্পাদনা করেন বেদব্যাস প্রণীত *শ্রীমদ্ভাগবত* । গ্রন্থটি ১৩৯৩ বাং, ১৯৮৬ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *নবচর্যাপদ* । ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অকাল মৃত্যুতে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পাদন করেন। গ্রন্থটি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত *মনসামঙ্গল* । গ্রন্থটি ১৩৯৪ বাং, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ডঃ সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* । গ্রন্থটি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক -পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদনা করেন হালুমীর বিরচিত *গাজীকালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান*। গ্রন্থটি ১৯৮৯ খ্রিঃ ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। গ্রন্থটির সম্পাদনায় তিনি 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' অবলম্বন করেন।

বাঁশরী রায় চৌধুরী সম্পাদনা করেন জয়ানন্দ ও লোচন দাস বিরচিত *চৈতন্যমঙ্গল* । গ্রন্থটি ১৩৯৭ বাং, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি সম্পাদনায় নতুনত্ব আনতে পারেন নি। গ্রন্থের আলোচনায় তিনি জীবনী ও সমাজচিত্রকে বড় করে তুলেছেন।

নির্মলেন্দু খাসনবীস সম্পাদনা করেন স্বরূপ দামোদর বিরচিত *কড়চা* । গ্রন্থটি ১৩৯৮ বাং, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হাসনা জসীম উদ্দীন মওদুদ সম্পাদনা করেন *A Thousand Year Old Bengali Mystic Poetry.* । সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩৯৯ বাং, (১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তবে তিনি নতুন মতবাদ দিয়েছেন এবং নেপাল থেকে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনের তথ্য আবিষ্কারের জন্য নতুন গবেষকবৃন্দের কাছে আবেদন রেখেছেন।

মুহম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদনা করেন কবি শাহ গরীবুল্লাহ বিরচিত *জঙ্গনামা* । গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৪০৬ বাং, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদনা করেন শ্রীরায় বিনোদ বিরচিত *পদ্মাপুরাণ* । সম্পাদকের দ্বিতীয় গ্রন্থ হেয়াতনন্দন নজর মামুদ প্রণীত *তৌহিদঈমান* , তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ কবি হামিদ প্রণীত *সংগ্রাম হুসন* – গ্রন্থত্রয় ১৯৯১ খ্রিঃ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ ও ২০০২ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া Comparative Method-এ গ্রন্থত্রয় সম্পাদনা করেন। তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষায় কেউ এই ধারায় কাজ করেন নি। তিনি সম্পাদনায় নতুনত্ব এনেছেন এবং একটি নতুন ধারায় গ্রন্থসম্পাদনা করে সৃষ্টিশীল প্রতিভার ছাপ রেখেছেন, তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *সতীময়না লোরচন্দ্রানী* । গ্রন্থটি ১৩৯৮ বাং, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। গ্রন্থটি সম্পাদনায় তিনি বৈজ্ঞানিক -পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

মাহাবুব আলম সম্পাদিত বিভিন্ন কবির রচিত ময়মনসিংহগিতীকা। গ্রন্থটি জুন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বাংলা বাজার থেকে খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি প্রকাশ করে।

কানাই লাল রায় সম্পাদনা করেন কবি কালিদাস প্রণীত *মেঘদূত* । গ্রন্থটি ১৪০১ বাং, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমান সম্পাদনা করেন *বৌদ্ধ-চর্যাপদ* । গ্রন্থটি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সম্পাদনায় মুনিদত্তের টীকায় যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তা নিরসন করার চেষ্টা করেছেন।

ডঃ কল্পনা ভৌমিক সম্পাদনা করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত *কবীন্দ্র মহাভারত* (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড) ১৩৩৮ বাং, ১৯৯৯ খ্রিঃ ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির কথা বলেছেন, কিন্তু গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে সাধারণ-পদ্ধতিতে।

ডঃ সৌমেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতিকোষ* । গ্রন্থটি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই সম্পাদনা করেন কবি লোচন দাস বিরচিত *চৈতন্যমঙ্গল* । গ্রন্থটি ১৪০৭ বাং, ২০০০ খ্রিঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

ডঃ অমৃতলাল বালা সম্পাদনা করেন *কবি দৌলৎ কাজী : কবি ও কাব্য* নামে। গ্রন্থটি ২০০১ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় *সাধারণ-পদ্ধতি* অবলম্বন করেন।

কবিকঙ্কণচণ্ডী – অধ্যাপক মাহাবুব আলম সম্পাদিত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কালকেতু উপাখ্যান* । গ্রন্থটি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী প্রকাশ করে।

কবি জাহেদা খানম সম্পাদনা করেন মহাকবি কালিদাস প্রণীত *মেঘদূত* ।গ্রন্থটি ১৪১২ বাং, ২০০৬ খ্রিঃ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদক সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি হাফেজদ্দীন রচিত *বসন্তের দুঃখ : সম্পাদনা ও মুল্যায় ন*-শিরোনামে। সম্পাদনায় তিনি বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন গ্রন্থটি অপ্রকাশিত।

নিজাম সিদ্দিকী সম্পাদিত কবি জয়েনউদ্দিন বিরচিত *রসূল বিজয়* । গ্রন্থটি বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে ১৪১৪ বাং, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ডঃ মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *আলাওল রচনাবলী*। গ্রন্থটি ১৪১৪ বাং, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান এর দ্বিতীয় সম্পাদিত গ্রন্থ কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত *শীত ও বসন্ত*। গ্রন্থটি সম্পাদনায় তিনি বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করে সম্পাদনা করেন এবং ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন করেন। কিন্তু গ্রন্থটি অপ্রকাশিত। মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন সৈয়দ নুরুদ্দীন *প্রণীত দাকাএকুল হাকায়েক*। গ্রন্থটির সম্পাদনা কর্ম ১৪১৬ বাং, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন করেন : কিন্তু গ্রন্থটি অপ্রকাশিত।

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদনা করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*। গ্রন্থটি ৪৪০ গৌরাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদনা করেন কবি লোচনদাস ঠাকুর প্রণীত *শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল*। গ্রন্থটি ৪৪৩ গৌরাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

মাহবুব আলম সম্পাদনা করেন কবি বড়ুচণ্ডীদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বংশী ও বিরহ খণ্ড*। গ্রন্থটি ঢাকা থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ সংস্করণ খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি বাংলাবাজার প্রকাশ করে।

অধ্যাপক মাহবুব আলম সম্পাদিত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান* (অন্নদামঙ্গল) তৃতীয় খণ্ড, মানসিংহ কাব্য। গ্রন্থটি ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাবাজার ঢাকা থেকে খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি প্রকাশ করে।

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদনা করেন লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্য*। সম্পাদিত গ্রন্থটি ৪৪৫ গৌরাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। মৃণালকান্তি ঘোষের আরও একটি সম্পাদিত গ্রন্থ কবি মনোহর দাস প্রণীত *'অনুরাগপল্লী'*। গ্রন্থটি ৪৪৫ গৌরাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

পূর্ণানন্দেন সম্পাদিত *পূর্ণ জ্যোতি*। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদনা করেন কবি দৌলৎ কাজী বিরচিত *সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী*। গ্রন্থটি সাহিত্য প্রকাশিকা পত্রিকা বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক তাঁর সম্পাদনায় সাধারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

জগদীশচন্দ্র সম্পাদনা করেন *বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতি*। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ইনার পেইজে না থাকায় প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *রসগ্রন্থাবলী* গ্রন্থটি বসুমতি সাহিত্য পরিষদ কলকাতা থেকে প্রকাশ করে। কিন্তু গ্রন্থটিতে প্রকাশ সাল দেওয়া নেই।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবিশেখর বিদ্যাপতি বিরচিত *বৈষ্ণবপদাবলী* (২য় খণ্ড)। সম্পাদিত গ্রন্থটি বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে প্রকাশ সাল না থাকায়, প্রকাশ কাল দেওয়া গেল না। বরদাপ্রসাদ মজুমদার সম্পাদনা করেন কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ*। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও খন্দ্রেনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন *শ্রী পদামৃত-মাধুরী* (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থটিতে ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশকাল দেয়া গেল না। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন বিভিন্ন কবির বিরচিত *রস-গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)* এবং *রসগ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*। সম্পাদিত গ্রন্থ দু'টি বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকাশ সাল না থাকায়, প্রকাশকাল দেয়া গেল না।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদনা করেন *পদরত্নাবলী*। সম্পাদিত গ্রন্থটি পাবনা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ কাল দেওয়া গেল না।

প্রয়াত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন, হৃষীকেশ বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *কবিকঙ্কণ চণ্ডী*। সম্পাদিত এ গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকত্রয় সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটিতে ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ কাল দেওয়া গেল না।

সম্পাদিত গ্রন্থ সমূহের সম্পাদনা-পদ্ধতি
METHODOLOGY OF BOOKS EDITED

1. লৌকিক-পদ্ধতি
(Vulgate Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস	রামায়ণ	কলকাতা	১২০৯ সাল বাং, ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস	রামায়ণ	কলকাতা	১২০৯ সাল বাং, ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস	মহাভারত	কলকাতা	১২১০ সাল বাং, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	রামায়ণ	কলকাতা	১২১৪ সাল বাং, ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ
স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন	মানিক রাজার গন	এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা	১২৮৫ সাল বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	কল্কিপুরাণ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২০ সাল বাং, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম	আলাওল রচনাবলী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪১৪ সাল বাং, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

2. স্থানান্তর-পদ্ধতি
(Transmitted Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	কবিকঙ্কণচণ্ডী	কলকাতা	১২২৬ সাল বাং, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	রামায়ণ	কলকাতা	১২৩৭ সাল বাং, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	মহাভারত	কলকাতা	১২৪৩ সাল বাং, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ
রাজচন্দ্র দত্ত	মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা	কলকাতা	১২৩২ সাল বাং, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ
পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী	শিবায়ন	কলকাতা	১২৬০ সাল বাং, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ
অক্ষয়কুমার চন্দ্র	বিদ্যাপতি পদাবলী	চুঁচুড়া, পশ্চিমবঙ্গ	১২৮৫ সাল বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ
অক্ষয়কুমার চন্দ্র	বিভিন্ন কবির রচিত বিদ্যাপতি পদাবলী	চুঁচুড়া, পশ্চিমবঙ্গ	১২৮৫ সাল বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	চণ্ডীদাসের পদাবলী	চুঁচুড়া, পশ্চিমবঙ্গ	১২৮৫ সাল বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ
শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	কলকাতা	১২৮৫ সাল বাং, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	মহাভারত	কলকাতা	১৩০০ সাল বাং, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	রসমঞ্জরী	কলকাতা	১৩০৬ সাল বাং, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	দাশরথি রায়ের পাঁচালী	কলকাতা	১৩০৯ সাল বাং, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ
ঈশানচন্দ্র বসু	শিবায়ন	কলকাতা	১৩১০ সাল বাং, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ
দুর্গাদাস লাহিড়ী	ব্রজরায়ের পাঁচালি	কলকাতা	১৩১৩ সাল বাং, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ
ঈশানচন্দ্র বসু	গোবিন্দলাল	কলকাতা	১৩১৭ সাল বাং, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ
কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ	বিদ্যাপতি পদাবলি	কলকাতা	১৩১৭ সাল বাং, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
বিনোদবিহারী ও দীনেশ-চন্দ্র সেন	মহাভারত	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী	মীনচেতন	ঢাকা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ
প্যারীমোহন দাসগুপ্ত	পদ্মাপুরাণ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ
সতীশচন্দ্র রায়	শ্রী শ্রী পদকল্পতরু (প্রথম খণ্ড)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ
সতীশচন্দ্র রায়	শ্রী শ্রী পদকল্পতরু (দ্বিতীয় খণ্ড)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ সাল বাং , ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২৬ সাল বাং, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ।
শরচ্চন্দ্র ঘোষাল	হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ- (গীতাবলী)	কোচবিহার সাহিত্য সভা, পশ্চিম বঙ্গ	১৩২৭ সাল বাং, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ।
শরচ্চন্দ্র ঘোষাল	হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড- ক্রিয়া যোগ সার)	কোচবিহার সাহিত্য সভা, পশ্চিম বঙ্গ	১৩২৮ সাল বাং, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ।
সতীশচন্দ্র রায়	শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (তৃতীয় খণ্ড)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৩০ সাল বাং, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ।
সতীশচন্দ্র রায়	শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (চতুর্থ খণ্ড)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৩৪ সাল বাং, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	মহাভারত (আদিপর্ব)	কলকাতা	১৩৩৫ সাল বাং, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ।
চারু বন্দ্যোপাধায়	শূন্য-পুরাণ	বসুমতি সাহিত্য পরিষদ , কলকাতা	১৩৩৭ সাল বাং, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ।
সরস্বতী গোস্বামী	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত	কলকাতা	১৩৩৭ সাল বাং, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ।
নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীপদামৃতমাধুরী (চতুর্থ খণ্ড)	প্রবাসী পত্রিকা, পঞ্চম সংখ্যা, কলকাতা	১৩৩৮ সাল বাং, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ।
নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীপদামৃতমাধুরী (তৃতীয় খণ্ড)	কলকাতা	১৩৪৪ সাল বাং, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ	কলকাতা	১৩৩৯ সাল বাং, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।
নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীগৌরীপদ তরঙ্গিণী–প্রথম খণ্ড	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৪১ সাল বাং, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রথম খণ্ড	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৪১ সাল বাং, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
সুধীরচন্দ্র রায় ও অর্পণা দেবী	কীর্ত্তনপদাবলী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৪৫ সাল বাং, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	অনাদিমঙ্গল বা শ্রীধর্ম-পুরাণ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৪৫ সাল বাং, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
নবীনকৃষ্ণ	শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর	নদীয়া, পশ্চমবঙ্গ	১৩৪৭ সাল বাং, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।
নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র	বৈষ্ণব-পদাবলী, প্রথম ভাগ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৪৯ সাল বাং, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস	অন্নদামঙ্গল- প্রথম ভাগ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৪৯ সাল বাং, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস	ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী –দ্বিতীয়ভাগ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৫০ সাল বাং, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস	ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রথম সংস্করণ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৫০ সাল বাং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ।
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৫১ সাল বাং, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
নন্দলাল	শ্রী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী	ময়মনসিংহ	১৩৫২ সাল বাং, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমান-বিহারী মজুমদার	বিদ্যাপতি-পদাবলী	কলকাতা	১৩৫৯ সাল বাং, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।
কালীমোহন বিদ্যারত্ন	কীর্তনপদাবলী (চতুর্থ সংস্করণ)	কলকাতা	১৩৬০ সাল বাং, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ।
ধীরানন্দ ঠাকুর	পদাবলী	কলকাতা	১৩৬১ সাল বাং, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ সুকুমার সেন	চর্যাগীতি পদাবলী	কলকাতা	১৩৫৬ সাল বাং, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত	কৃষ্ণ-মঙ্গল	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৪ সাল বাং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
ধীরানন্দ ঠাকুর	পদাবলী	কলকাতা	১৩৬৪ সাল বাং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
গোপিলাল হালদার	শিবায়ন	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৪ সাল বাং, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
সত্যব্রত দে	চর্যাগীতি পরিচয়	কলকাতা	১৩৬৭ সাল বাং, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বৈষ্ণব পদাবলী	কলকাতা	১৩৬৮ সাল বাং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।
অতীন্দ্র মজুমদার	চর্যাপদ	কলকাতা	১৩৬৮ সাল বাং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী	কলকাতা	১৩৬৯ সাল বাং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ সুকুমার সেন	চৈতন্য-চরিতামৃত	সাহিত্য-অকাদেমী, নিউদিল্লী	১৩৭০ সাল বাং, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।
ফয়েজ আহমদ চৌধুরী	সেকান্দারনামা	বাংলা একাডেমী, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ	১৩৭০ সাল বাং, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য	মঙ্গলচণ্ডীর গীত	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭২ সাল বাং, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
তারাপদ মুখোপাধ্যায়	The old Bengali language and text	বিশ্ব-ভারতী-গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা	১৩৭২ সাল বাং, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	কলকাতা	১৩৭৩ সাল বাং, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা	বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য	ঢাকা	১৩৭৪ সাল বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপাঠের ভূমিকা	ঢাকা	১৩৭৪ সাল বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা	কালকেতু উপাখ্যান	ঢাকা	১৩৭৪ সাল বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা	মানসিংহ ভাবানন্দ উপাখ্যান	ঢাকা	১৩৭৪ সাল বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ মযহারুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ	সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী	ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ আহমদ শরীফ	আগম ও জ্ঞানসাগর	ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বিরহ খণ্ড)	কলকাতা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশী খণ্ড)	কলকাতা	১৩৭৭ সাল বাং, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।
নির্মলকুমার দাস	চর্যাগীতি পরিক্রমা	কলকাতা	১৩৭৯ সাল বাং, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।
হরেকৃষ্ণ মুখার্জী	চণ্ডীদাস- বিদ্যাপতি পদাবলী	কলকাতা	১৩১৯ সাল বাং, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ আহমদ শরীফ	বাউলতত্ত্ব	বাংলা একাডেমী,ঢাকা	১৩৮০ সাল বাং, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা	চর্যাগীতিকা	ঢাকা	১৩৮০ সাল বাং, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।
অমরেন্দ্রনাথ রায়	চণ্ডীদাস রচিত পদগুলো	কলকাতা	১৩৮৩ সাল বাং, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী	চর্যাগীতি ভূমিকা	কলকাতা	১৩৮৩ সাল বাং, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।
ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়	শূন্যপুরাণ	কলকাতা	১৩৮৪ সাল বাং, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বৈষ্ণবপদাবলী	কলকাতা	১৩৮৬ সাল বাং, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ আশুতোষ দাস	মনসা-মঙ্গল	কলকাতা,বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৮ সাল বাং, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।
ডঃ সুমঙ্গল রানা	চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা	কলকাতা	১৩৮৮ সাল বাং, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।
শিশিরকুমার সেন	মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ	কলকাতা	১৩৮৯ সাল বাং, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।
জগদানন্দ	শ্রীমাদ্ভগীতা	কলকাতা	১৩৯০ সাল বাং, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।
সৈয়দ আলী আহসান	চর্যাগীতিকা	বাংলা একাডেমী,ঢাকা	১৩৯১ সাল বাং, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ জীবেন্দু রায়	চৈতন্যচরিতামৃত	কলকাতা	১৩৯৪ সাল বাং, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	ফুলবাস উদদীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯৫ সাল বাং, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
নির্মলেন্দু খাসনবীশ	কড়চা	কলকাতা	১৩৯৮ সাল বাং, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশরীরায় চৌধুরী	চৈতন্যমঙ্গল	কলকাতা	১৩৯৭ সাল বাং, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
সৈয়দ আলী আহসান	দোহাকোষ-গীতি	সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা	১৩৯০ সাল বাং, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	কলকাতা	১৩৯০ সাল বাং, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
কানাইলাল রায়	মেঘদূত	বাংলা একাডেমী,ঢাকা	১৪০১ সাল বাং, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ সৌমেন্দ্রনাথ সরকার	চর্যাগীতি কোষ	কলকাতা	১৪০৮ সাল বাং, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	মহাভারত (প্রথম ভাগ)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩০৬ সাল বাং, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	মহাভারত (দ্বিতীয় ভাগ)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩০৮ সাল বাং, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ	শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
রাজচন্দ্র দত্ত	রাধিকা-মঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃণালকান্তি ঘোষ	বৈষ্ণবপদাবলী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
নগেন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	কল্কিপুরাণ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২০ সাল বাং, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	তীর্থ-মঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ
ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়	ধর্মপূজা বিধান	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ সাল বাং, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ
তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৩৩ সাল বাং, ১৯২৬ সাল
ডঃ অমৃতলাল বালা	দৌলত কাজী : কবি ও কাব্য	ঢাকা	১৪১০৮ সাল বাং, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
নিজাম সিদ্দিকী	রসূল বিজয়	ঢাকা	১৪১৪ সাল বাং, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
সরস্বতী গোস্বামী	শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল	কলকাতা	৪৪৩ গৌরাব্দ
মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল	কলকাতা	৪৪৩ গৌরাব্দ
জগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ	বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরানোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি	কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বৈষ্ণব পদাবলী (২য় খণ্ড)	বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।
নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রী পদামৃত মাধুরী (২য় খণ্ড)	কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	রস-গ্রন্থাবলী	বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।
রসশেখর চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায়	রস-গ্রন্থাবলী	বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।
সতীশ চন্দ্র রায়	পদ-রত্নাবলী	সাহজাদপুর, পাবনা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।

3. ভাষান্ত র -পদ্ধতি (Translated Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	মেঘদূত কাব্য	কলকাতা	১২৭৬ সাল বাং, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	অভিজ্ঞান শকুন্তলম্	কলকাতা	১২৭৮ বা লা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	হর্ষচরিত	কলকাতা	১২৯০ বা লা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ
কৃষ্ণগোপাল ভক্ত	রামায়ণ (বালখণ্ড)	কলকাতা	১২৮৯ বা লা ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ
নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	মৎস্যপুরাণম্	কলকাতা	১৩১৫ সাল বাং, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ
শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কার্বতীর্থ	গীতাবলী	কোচবিহার	১৩২৭ সাল বাং, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	সর্ব্বসম্বাদিনী	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৭ সাল বাং, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
পঞ্চানন তর্করত্ন	কালিকাপুরাণম্	কলকাতা	১৩৮৪ সাল বাং, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	মার্কণ্ডেয়পুরাণম্	কলকাতা	১৩৯০ সাল বাং, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	বামনপুরাণ	কলকাতা	১৩৯১ সাল বাং, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	গরুড়পুরাণ	কলকাতা	১৩৯২ সাল বাং, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণম্	কলকাতা	১৩৯১ সাল বাং, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ	কলকাতা	১৩৯৩ সাল বাং, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	কূর্ম্ম পুরাণ	কলকাতা	১৩৯৫ সাল বাং, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	বৃহন্নারদীয় পুরাণ	কলকাতা	১৩৯৬ সাল বাং, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	কলকাতা	১৩৯৬ সাল বাং, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	লিঙ্গপুরাণ	কলকাতা	১৩৯৬ সাল বাং, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	পদ্ম-পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড)	কলকাতা	১৩৯৬ সাল বাং, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	বায়ু-পুরাণ	কলকাতা	১৩৯৭ সাল বাং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	স্কন্দপুরাণ - প্রথম ভাগ (মহেশ্বর খণ্ড)	কলকাতা	১৩৯৭ সাল বাং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	পদ্ম-পুরাণ (ভূমিখণ্ড)	কলকাতা	১৩৯৭ সাল বাং, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	স্কন্দ-পুরাণ-দ্বিতীয় ভাগ (বিষ্ণুখণ্ড)	কলকাতা	১৩৯৭ সাল বাং, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	স্কন্দপুরাণ – তৃতীয় ভাগ (ব্রহ্মখণ্ড)	কলকাতা	১৩৯৭ সাল বাং, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	স্কন্দপুরাণ - সপ্তম ভাগ (প্রভাস খণ্ড)	কলকাতা	১৩৯৮ সাল বাং, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	অগ্নিপুরাণ	কলকাতা	১৩৯৯ সাল বাং, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	দেবীপুরাণ	কলকাতা	১৪০০ সাল বাং, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	বরাহপুরাণ	কলকাতা	১৪০১ সাল বাং, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	পদ্মপুরাণ	কলকাতা	১৪০২ সাল বাং, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	শ্রীভাগবতপুরাণ	কলকাতা	১৪০২ সাল বাং, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ
পঞ্চানন তর্করত্ন	ব্রহ্মপুরাণ	কলকাতা	১৪০৯ সাল বাং, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ
ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা	মনসামঙ্গল	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৬ সাল বাং, ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ
বিজনবিহারী গোস্বামী	শ্রীসাম্ব-পুরাণ	কলকাতা	১৩৯০ সাল বাং, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ
মহাব্রত ব্রহ্মচারী	শ্রীমদ্ভাগবত-দশম স্কন্দ (পঞ্চম খণ্ড)	কলকাতা	১৩৯০ সাল বাং, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ
ডঃ বেণীমাধব শীল	শ্রীমদ্ভাগবত	কলকাতা	১৩৯৩ সাল বাং, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ
কবি জাহেদা খানম	মেঘদূত	ঢাকা	১৪১২ সাল বাং, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ
আ.ন.ম বজলুর রশীদ	আবিয়াত	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা	১৩৭৭ সাল বাং, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ
মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত	কলকাতা	৪৪০ শ্রী গ্যেরাব্দ
মৃণালকান্তি ঘোষ	অনুরাগপল্লী	কলকাতা	৪৪৫ গৌরাব্দ

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
পূর্ণানন্দ	পূর্ণজ্যোতি	বরিশাল	প্রকাশসাল পাওয়া যায়নি
ডঃ আহমদ শরীফ	ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী	বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি
প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	হর্ষচরিত	কলকাতা	১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

4. মিশ্র-পদ্ধতি
(Contaminatio Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	রামায়ণ (অযোধ্যা কাণ্ড)	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০০ সাল বাং, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	রামায়ণ		১৩১০ সাল বাং, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ
নীলরতন মুখোপাধ্যায়	চণ্ডীদাসের পদাবলী	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২১ সাল বাং, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ
পীযূষকান্তি মহাপাত্র	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল	কলকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৯ সাল বাং, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	মনসামঙ্গল	কলকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৬৯ সাল বাং, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া	গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৩ সাল বাং, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
সুবোধচন্দ্র মজুমদার	রামায়ণ	কলকাতা	১৩৮২ সাল বাং, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মাবতী (১ম খণ্ড)	পশ্চিমবঙ্গ, পুস্তক পর্ষদ	১৩৯১ সাল বাং, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মাবতী (২য় খণ্ড)	পশ্চিমবঙ্গ, পুস্তক পর্ষদ	১৩৯২ সাল বাং, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ কল্পনা ভৌমিক	কবীন্দ্র মহাভারত (১ম খণ্ড)	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৬ সাল বাং, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ কল্পনা ভৌমিক	কবীন্দ্র মহাভারত (২য় খণ্ড)	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৬ সাল বাং, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
বরদাপ্রসাদ মজুমদার	রামায়ণ	কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।

5. বুদ্ধিনির্ভর-পদ্ধতি
(Divinatio Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
রাজচন্দ্র দত্ত	মঙ্গল-চণ্ডীপাঞ্চালিকা	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ সাল বাং, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	কালিকামঙ্গল	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩৩৭ সাল বাং, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ আহমদ শরীফ	সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ	সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৬ সাল বাং, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী	আদ্য-পরিচয়	রাজশাহী	১৩৭১ সাল বাং, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	নসিহত নামা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	তালিবনামা বা শাহদৌলা পীরনামা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	যোগ-কলন্দর	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	জ্ঞানচৌতিশা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	সির্নামা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	আবদুল্লার হাজার সওয়াল	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৩ সাল বাং, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	সিরাজ কুলুব	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৩ সাল বাং, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ	সাহিত্য পত্রিকা বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৫ সাল বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	ওর্ফে মঙ্গল রচিত শাহজালাল-মধুমালা উপাখ্যান	বাংলা বিভাগ সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪০২ সাল বাং, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা	১৪০৩ সাল বাং, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	হাজার মাসায়েল ও নুরনামা	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা	১৪০২ সাল বাং, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	তামাকুপুরাণ	বাংলাদেশ ইতিহাস পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮০ সাল বাং, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা- তৃতীয় বর্ষ- দ্বিতীয় সংখ্যা।	১৩৬৬ সাল বাং, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা- মাঘ-চৈত্র, ঢাকা	১৪০২ সাল বাং, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	আওরা-দে বারোজ প্রশস্তি	বাংলা একাডেমী পত্রিকা-দ্বিতীয় বর্ষ, ঢাকা	১৩৬৫ সাল বাং, ১৯৫৮ সাল
ডঃ আহমদ শরীফ	নুরনামা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৩ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ আহমদ শরীফ	যয়নবের চৌতিশা	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা	১৩৬৬ সাল বাং, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	মনুচেহের মা'সুমা পরী উপাখ্যান	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা-পঞ্চম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা	১৩৬৮ সাল বাং, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
নৃপেন্দ্রনাথ পাল	গোসানীমঙ্গল	কলকাতা	১৩৮৩ সাল বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
আবদুল আউয়াল	মৃগাবতী	বাংলা-একাডেমী, ঢাকা	১৩৯১ সাল বাং, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য	মনসামঙ্গল	কলকাতা	১৩৯২ সাল বাং, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
আবুল করিম সাহিত্য-বিশারদ	গঙ্গামঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ সাল বাং, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ	সত্যনারায়ণের পুথি	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ
সুলতান আহমদ ভুঁইয়া	শবেমেরাজ	বাংলা-একাডেমী-পত্রিকা, ঢাকা	১৩৮৭ সাল বাং, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
সুলতান আহমদ ভুইয়া	কেয়ামতনামা	বাংলা-একাডেমী-পত্রিকা, ঢাকা	১৩৭৯ সাল বাং, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	জয়দেব চরিত্র	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল	সতীময়না লোরচন্দ্রানী	বিশ্বভারতী, কলকাতা	পাওয়া যায়নি
মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রী গৌরপদতরঙ্গিনী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩৪১ বাং, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
ব্যোমকেশ মুস্তফী	শীতলামঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ	১৩০৫ বঙ্গাব্দ

6. ব্যক্তিক-পদ্ধতি
(Individual Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
নগেন্দ্রনাথ	শূন্য-পুরাণ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা	১৩১৪ সাল বাং, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ
যতীন্দ্রমোহন ভট্টচার্য	মনসামঙ্গল	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৫০ সাল বাং, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	পদ্মাবতী	ঢাকা	১৩৫৬ সাল বাং, ১৯৪৯ খ্রিঃ
সত্যনারায়ণ ভট্রাচার্য	কৃষ্ণরাম দাসের পদাবলী	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৬৫ সাল বাং, ১৯৫৮ খ্রিঃ

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ আহমদ শরীফ	মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৬৯ সাল বাং, ১৯৬২ খ্রিঃ
ডঃ আহমদ শরীফ	হরগৌরী সম্বাদ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৬৯ খ্রিঃ
সৈয়দ আলী আহসান	মধুমালতী	বাংলা একাডেমী, ঢাকার পক্ষে চট্টগ্রাম	১৩৮০ সাল বাং, ১৯৭৩ খ্রিঃ
নীরদপ্রসাদ নাথ	নরোত্তম দাস রচনাবলী	কলকাতা	১৩৮২ সাল বাং, ১৯৭৫ খ্রিঃ
ডঃ আহমদ শরীফ	গদামল্লিকা সম্বাদ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৩ সাল বাং, ১৯৭৬ খ্রিঃ
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস	কবিকঙ্কণচণ্ডী	কলকাতা	১৩৮৪ সাল বাং, ১৯৭৭ খ্রিঃ
ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমান	বৌদ্ধচর্যাপদ	ঢাকা	১৪০৫ সাল বাং, ১৯৯৮ খ্রিঃ
মুহম্মদ আবদুল জলিল	শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৬ সাল বাং, ১৯৯৯ খ্রিঃ
নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীপদামৃতমাধুরী	কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি
ডঃ সুকুমার সেন	মনসাবিজয়	এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩১২ সাল বাং, ১৯০৫ খ্রিঃ
ব্যোমকেশ মুস্তফী	দুর্গামঙ্গল	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩২১ সাল বাং, ১৯১৪ খ্রিঃ
নগেন্দ্রনাথ বসু	সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম (প্রথম খণ্ড)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩২১ সাল বাং, ১৯১৪ খ্রিঃ
নগেন্দ্রনাথ বসু	সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম (দ্বিতীয় খণ্ড)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৫ খ্রিঃ
নগেন্দ্রনাথ বসু	সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম (তৃতীয় খণ্ড)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ সাল বাং, ১৯১৬ খ্রিঃ
ডঃ আহমদ শরীফ	যোগ-কলন্দর	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিঃ
ডঃ আহমদ শরীফ	নুর জামাল ও চার মোকামের কথা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৬৭ সাল বাং,১৯৬০ খ্রিঃ
ডঃ মযহারুল ইসলাম	কবি হেয়াত মা'মুদ	বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৮ সাল বাং, ১৯৬১ খ্রিঃ

7. প্রচলিত ভাষায় তুলনামূলক ব্রিটিশ-পদ্ধতি (Vernacular Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	Persian element is Bangle a study of the language of the old Bengali carya poems	লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়	১৩২৮ সাল বাং, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	les chants Mystiques de Kanna adrien Maisonneuve	প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৩৫ সাল বাং, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বিদ্যাপতি শতক	ঢাকা	১৩৬১ সাল বাং, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ

8. পুনর্গঠনমূলক ভারতীয়-পদ্ধতি (Reconstruction Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
নীলরতন সেন	চর্যাগীতি কোষ	কলকাতা	১৩৮৫ সাল বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

9. প্রাচীনলিপিবিষয়ক ইন্দোইউরোপীয়-পদ্ধতি (Palaeographical Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	Buddhist mystic songs	ঢাকা	১৩৬৭ সাল বাং, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

10. কালানুক্রমিক-পদ্ধতি (Huristices Method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ	সারদা-মঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা	১৩২৪ সাল বাং,১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ
তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	রস-কদম্ব	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা	১৩৩২ সাল বাং,১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মুহাম্মদ আবু তালিব	সত্যপীরের মাহাত্ম্যকথা	বাংলা একাডেমী, পত্রিকা শ্রাবণ-আষাঢ়, ঢাকা	১৩৬৯ সাল বাংলা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ সুকুমার সেন	সত্যপীরের মাহাত্ম্য	কলকাতা	১৩৪৭ সাল বাং, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য	শিবায়ন	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা	১৩৬৩ সাল বাং,১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
আবদুল গফুর	সুলতান জমজমা	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মোহম্মদ আবদুল কাইউম	ইউনান দেশের পুথি	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৭ সাল বাং,১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ রাজিয়া সুলতানা	গুলে বকাওলী	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৭ সাল বাং, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জামাল	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮১ সাল বাং, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৫ সাল বাং,১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	মুসার সওয়াল	বাংলা বিভাগ, সাহিত্য পত্রিকা ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়	১৪০৭ বঙ্গাব্দ, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া	গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯৬ সাল বাং, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই	চৈতন্যমঙ্গল	কলকাতা	১৪০৭ সাল বাং,২০০০ খ্রিস্টাব্দ

11. মূলপাঠ পুনরুদ্ধার-পদ্ধতি (Recensio method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী	ময়নামতীর গান	ঢাকা	১৩২১ সাল বাং, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ সাল বাং, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ
বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায়	গোপীচন্দ্রের গান	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৩১ সাল বাং, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
বসন্তরঞ্জন রায়	বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩৪২ সাল বাং, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	লায়লী মজনু	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৬৫ সাল বাং, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	নীতিশাস্ত্র বার্তা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭২ সাল বাং, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	রাগ তাল-নামা ও পদাবলী	বাংলা একাডেমী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ–প্রথম সংখ্যা	১৩৭০ সাল বাং, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	খণ্ডলে কুকির হামলা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭৪ সাল বাং, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৭৩ সাল বাং, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	নসিবনামা	বাংলাবিভাগ সাহিত্যপত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।
ডঃ আহমদ শরীফ	সুরত নামা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৬৭ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	নবী বংশ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৫ সাল বাং, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	শরীয়ত নামা	বাংলা একাডেমী পত্রিকা	১৪০৪ সাল বাং, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম	সতী ময়না লোর-চন্দ্রাণী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯৮ সাল বাং, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মোঃ হাবিবুর রহমান খান	দাকাএকুল হাকায়েক	অপ্রকাশিত	১৪১৬ সাল বাং, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছে।

12. পাঠসংশোধন-পদ্ধতি
(Emendatio method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
গৌরী শঙ্কর	মহাভারত	কলকাতা	১২৫৮ সাল বাং, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	অন্নদামঙ্গল	কলকাতা	১৩৫৪ সাল বাং, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মণীন্দ্রমোহন বসু	চণ্ডীদাসের পদাবলী (প্রথম খণ্ড)	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৪৯ সাল বাং, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
সতীশচন্দ্র রায়	হরিবংশ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৩৯ সাল বাং, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
নন্দলাল বিদ্যাসাগর	শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়	ঢাকা	১৩৫২ সাল বাং, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	চন্দ্রাবতী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৬৬ সাল বাং, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত	পদ্মা-পুরাণ	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৯ সাল বাং, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	রসুলবিজয়	বাংলা বিভাগ সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭০ সাল বাং, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী	কবিকঙ্কণচণ্ডী (প্রথম ভাগ)	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮২ সাল বাং, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	মধুমালতী	বাংলা একাডেমী	১৩৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	আদ্য-পরিচয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৬ সাল বাং, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	গৌরী-মঙ্গল	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৬ সাল বাং, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত	কলকাতা	৪৪০ গৌরাব্দ
দীনেশচন্দ্র সেন, হৃষীকেশ বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিকঙ্কণচণ্ডী	কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি
ডঃ গোলাম সাকলায়েন	ফকীর গরীবুল্লাহ গ্রন্থাবলী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৬৮ সাল বাং, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ

13. পরীক্ষণমূলক-পদ্ধতি
(Higher criticisam method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
মোঃ হাবিবুর রহমান খান	কবি হাফেজুদ্দীন রচিত বসন্তের দুঃখ ঃ সম্পাদনা ও মুল্যায়ন	অপ্রকাশিত	১৪১৪ সাল বাং, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছে

14. অনুসন্ধানমূলক-পদ্ধতি
(Examinatio method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
মোঃ হাবিবুর রহমান খান	শীত ও বসন্ত	অপ্রকাশিত	১৪১৫ সাল বাং, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছে

15. যৌগিক-পদ্ধতি
(Composite method)

সম্পাদক	সম্পাদিত-গ্রন্থ	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ কাল
আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ	গোরক্ষ বিজয়	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ সাল বাং, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ
পঞ্চানন মণ্ডল	গোর্খ বিজয়	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা	১৩৫৬ সাল বাং, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	তোহফা	বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৪ সাল বাং, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
আলী আহমদ	ইমাম বিজয়	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ সাল বাং, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
সৈয়দ আলী আহসান	পদ্মাবতী	ঢাকা	১৩৭৫ সাল বাং, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	পদ্মাবতী	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৪ সাল বাং, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ আহমদ শরীফ	সিকান্দর নামা	বাংলা একাডেমী	১৩৮৪ সাল বাং, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	ইউসুফ-জোলেখা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৯১ সাল বাং, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	কলকাতা	১৩৯৬ সাল বাং, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	যোগ-কলন্দর	অপ্রকাশিত	১৪০৫ সাল বাং, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ
আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ	জ্ঞান-সাগর,	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ সাল বাং, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ
আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ	মৃগলুব্ধ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ।
আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ	রাধিকার মানভঙ্গ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩১২সাল বাং,১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ	মৃগলুব্ধ-সম্বাদ	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা	১৩২২ সাল বাং, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ

16. তুলনামূলক-পদ্ধতি
(Comparative method)

সম্পাদক	সম্পাদিত গ্রন্থ	প্রকাশ কাল	প্রকাশ সাল
ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	পদ্মাপুরাণ	ঢাকা	১৩৯৮ সাল বাং, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	তৌহিদঈমান	ঢাকা	১৪০৬ সাল বাং, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	সংগ্রামহুসন	ঢাকা	১৪০৯ সাল বাং, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

17. গঠনমূলক-পদ্ধতি
(Constitutio method)

সম্পাদক	সম্পাদিত গ্রন্থ	প্রকাশ কাল	প্রকাশ সাল
ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বিমানবিহারী মজুমদার	চৈতন্যমঙ্গল	এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা	১৩৭৮ সাল বাং, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত	নবচর্যাপদ	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৯৬ সাল বাং, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	কলকাতা	৪৪০ শ্রী গৌরাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
রীতি-সিদ্ধভাবে সম্পাদিত গ্রন্থ
(Discription the List of Edited Books of Methodical Contents)

ভূমিকা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালী জাতির ভালবাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং তা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। সে সময় থেকে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীদের উপর বিদেশী শাসকবর্গের শ্যেন দৃষ্টি ছিল। তারা বাঙালীদের স্ব-সৃষ্টি থেকে উপেক্ষিত রেখেছে। ফলে এই কালা-কানুনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ছিল; করেছে বিদ্রোহ। ধনে মানে বাঙালীদেরকে নির্বাসিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছে। নির্যাতনে অমোঘ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন অনেকেই; এভাবেই বিদ্রোহ ও নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষার মর্যাদার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীরা বিদেশীদের দ্বারা বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত হয়েছে– কখনো অস্পৃশ্য, শাখামৃগ, যবন, পক্ষী জাতীয় মানুষ, চাষা-ভূষার দল, গেঁয়োদল ইত্যাদি নানা অভিধায়। বাঙালীরা কখনই তাঁদের পরিবৃত্তে আবদ্ধ থাকেনি। নিজেদের সভ্যতার পরিধিকে ক্ষুদ্র আঙিনা থেকে বৃহৎ বলয়ে বিস্তৃত করেছে।

বাংলা ভাষা বিদেশী শাসকবর্গের দ্বারা যতটা না বাধাগ্রস্ত হয়েছে; তার চেয়ে বেশী বাধাগ্রস্ত স্বদেশী শাসকবর্গের দ্বারা। জ্ঞানচর্চায় নিজেদেরকে রেখেছে আপাংথেয় করে। ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপিচর্চা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায় এসেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের সময় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের চর্চা কিছুটা হয়েছে। মুসলিম কবিদের জ্ঞান-গরিমার প্রকাশ সেই সময়ের মনীষীদের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

মধ্যযুগ ছিল মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার সোনালী যুগ। এই সোনালী যুগকে মুসলমানরা খুব বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি নানা কারণে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্তহত্যা, রাজদরবারে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিদেশী ও বিভাষীদের নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের কারণে 'সোনালী যুগ' অন্ধকারে পর্যবসিত হতে থাকে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন, স্বাধীন নবাবদের উৎখাত, বিদেশীদের রাজ্য দখল এবং বাংলা ভাষার চর্চার উপর ছিল নিষেধাজ্ঞা। বাঙালীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চরমাকার ধারণ করে। মোগলদের পতনের পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে স্বাধীন নবাবরা। নবাবী আমলে বিদেশীদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টার জাল বুনতে থাকে। নবাবের বিশ্বাসী সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের সহায়তায় পলাশীর প্রান্তরে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী স্বাধীনতা হরণ করে। ফলে মুসলমানরা হয় রিক্ত ও নিঃস্ব। তাঁদের আর কোন অবস্থান থাকে নি। তাঁরা হয়ে পড়ে বঞ্চিত, হতে থাকে পদে পদে লাঞ্ছিত।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করে ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার মানসে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তৈরি করে সেবাদাস সংঘ, ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলোকে আয়ত্ত করার জন্য সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদ। তারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অনুভব করে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। খ্রিষ্টান মিশনারী পাদ্রীরা কলকাতার শ্রীরামপুরে স্থাপন করে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্র। এই মুদ্রণযন্ত্র থেকে তাদের তৈরি করা শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে শুরু হয় প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের মুদ্রণ ও সম্পাদনা। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা গ্রন্থের সম্পাদনা হয়। তাদের সম্পাদিত গ্রন্থের সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপমহাদেশে একে একে অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করে।

১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড নিবাসী স্যার উইলিয়াম জোন্স 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। স্যার উইলিয়াম জোন্সের পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতবর্ষে লুপ্ত প্রায় ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যে বিদেশীরা বিমোহিত হয়ে পড়ে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'Asiatic Reserachs' পত্রিকা বাংলা গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। ইতোমধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সোসাইটির পত্রিকাটি 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি, মানুষের আকার প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজিতে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শুধু প্রবন্ধই নয়, প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করে।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর রংপুরের কালেক্টর G.A. Grierson *মানিক রাজার গান* সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

এই সময়ে মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুরোহিতপুত্র রাধাকিষণ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষের ভাষাসমূহের পাণ্ডুলিপিগুলো সংরক্ষণের জন্য আবেদন জানান। গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্স প্রাদেশিক গভর্নরের সঙ্গে পরামর্শ করে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাৎসরিক চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। বাংলা ভাষার জন্য বরাদ্দ হয় = ৩২০০/- টাকা। এশিয়াটিক সোসাইটিকে এই টাকা দেওয়া হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করে। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাকে অনুসরণ করেই ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে "জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটার্স।" ১৮৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১৩০১ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।' মূলতঃ এই পত্রিকাই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার মুখপাত্র। ইতঃপূর্বে যে সব গবেষণাপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে– তাতে বাংলা ভাষার প্রকৃত পরিচয় ছিল না, বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকাই বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার মুখপাত্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এই পরিষদে সংরক্ষণ করেন এবং তৈরি হয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহকদল। পাণ্ডুলিপির সংগ্রহাকদল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে থাকেন। ইতোমধ্যে ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থলে বেঙ্গল লাইব্রেরীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার দায়িত্ব লাভ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ৩য় বারের মতো নেপালে যান এবং সেখান থেকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। তিনি উপর্যুক্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Recensio method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে জমা দেন। কারণ তৎকালীন সময় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ'-ই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও প্রকাশের উৎসস্থল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎকালীন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকারে প্রকাশিত হয়।

রংপুর-সাহিত্য-পরিষদ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩১২ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রংপুর-শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকারে প্রকাশ করতে থাকে। এ শাখাটি গ্রন্থসম্পাদনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি গবেষণা পত্রিকা ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদলে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ'। 'বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ' থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। তবে 'বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ' থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থে ভূমিকা ও প্রকাশ সাল দেওয়া হত না।

Dhaka University Institutional Repository

'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটিতে মধ্যযুগের গ্রন্থের সম্পাদনা-প্রকাশনা ও সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাংশ প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য-প্রবেশিকা' গবেষণা পত্রিকাটিতে সম্পাদিত গ্রন্থ, আলোচনা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 'মানসী'-পত্রিকায় বিশেষ করে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। বিশেষ করে মধ্যযুগের প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনায় কি কি ভুল-ত্রুটি ছিল তা নিয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতেন, তা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলা-সাহিত্য-পত্রিকা'। এই পত্রিকা মধ্যযুগের গ্রন্থসম্পাদনা ও প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিউ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিউ দিল্লী একাডেমী'। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় "বিশ্বভারতী-সাহিত্য প্রকাশিকা', 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ্', 'বর্ধমান সাহিত্যসভা', 'কুচবিহার সাহিত্যসভা', 'প্রবাসী পত্রিকা' এবং 'ত্রিপুরা সাহিত্য সভা' ইত্যাদি থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পাদিত আকারে এবং সম্পাদনা ছাড়াও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্পাদিত গ্রন্থাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশ করে।

পদ্ধতিগতভাবে সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আরো এগিয়ে যায় এবং বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাহিত্য-পত্রিকা'। এই পত্রিকায় সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিভাগোত্তরকালে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলা একাডেমী' ও পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড'। এই বোর্ড থেকে মুসলিম কবিদের রচিত মধ্যযুগের গ্রন্থাদি সম্পাদনাকারে প্রকাশিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পাদনার জন্য 'বৃত্তি' মঞ্জুর করে। ফলে আমরা মুসলিম কবিদের জীবনী ও কাব্য সম্পর্কে জানতে পারি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও প্রথিতযশা পণ্ডিতব্যক্তি 'বৃত্তি' নিয়ে গ্রন্থসম্পাদনা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতি-নির্মাণে বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন, তা বিশ্ব-সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'। এই পত্রিকায় মধ্যযুগের সম্পাদিত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ আমলে। এখান থেকে প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের কোন নাম-গন্ধ নেই। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাক-সেনা, আল-বদর ও রাজাকারদের হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ। পরবর্তীকালে হয়তো কোন ভূমিদস্যু অথবা রিফুজীরা ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের স্থান দখল করে বিশাল অট্টালিকা গড়ে তুলেছে। দেশী-বিদেশী ভূমিদস্যুর কবলে পড়ে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের নাম গ্রন্থের কোণে স্থান পেয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তার কোন নাম-গন্ধও নেই। ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের অবস্থান ছিল– পুরান ঢাকার পাটুয়াটুলী লেনে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় 'পাণ্ডুলিপি'-নামক পত্রিকা। এই পত্রিকায় মধ্যযুগের সম্পাদিত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থাদি সম্পাদনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শুধুমাত্র বাংলাদেশ এবং ভারতই নয় এর বাইরেও 'প্যারিস বিশ্ববিদল্যায়', 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়', 'কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে' প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেশ কিছু জীবনীগ্রন্থও সম্পাদনা হয়েছে। বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক ব্যক্তিগত প্রেস থেকে অনেক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রেসগুলো থেকে সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাস ও সম্পাদনার প্রকরণ পদ্ধতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতিক্রমে কলকাতার শ্রীরামপুরে খ্রিস্টান মিশনারী পাদ্রি কর্তৃক মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাদের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের কারণ ছিল ভারতবর্ষে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা এবং ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহকে জানা। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল শাসন-ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করা। এই ত্রিবিধ লক্ষমাত্রাকে নির্ধারণ করেই ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করা হয়। মুদ্রণযন্ত্র সচল করার জন্যই তাদের প্রয়োজন প্রাচীন গ্রন্থাদির। সেই প্রয়োজনের পথ ধরেই তারা প্রকাশনা ও সম্পাদনার দিকে এগিয়ে আসেন। সম্পাদনার পথ হয় উন্মুক্ত। শ্রীরামপুর মিশনারী পাদ্রিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের দু'টি পাণ্ডুলিপি তৎকালীন এদেশীয় পণ্ডিতদের দ্বারা উদ্ধার করান এবং তাঁদের দিয়ে পাঠ উদ্ধার করিয়ে নেন। পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেন নি। এই উদ্ধারকৃত পাঠ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম সম্পাদিত বাংলা পাণ্ডুলিপি শ্রীরামপুর মিশন থেকে কবি প্রকাশিত কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস প্রণীত *রামায়ণ ও মহাভারত*। সম্পাদিত গ্রন্থ দুটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কলকাতা থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ প্রকাশিত হয়[১]। সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়ে সম্পাদনার কোন নিয়ম-কানুন মানা হয়নি। এমন কি ভূমিকা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। Vulgate Method-এ গ্রন্থ দুটি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত গ্রন্থ দুটি'র চাহিদা পাঠকসমাজে বৃদ্ধি পায়।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* (অযোধ্যা কাণ্ড)[২] কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশ করে, ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে।

সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। সংগ্রহকৃত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে তিনি সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে Vulgate Method (লৌকিক পাঠ)-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি ভুলসংশোধনে সচেষ্ট ছিলেন না।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে সম্পাদিত হয় কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* (আদিকাণ্ড)[৩]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশ করে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় মাত্র একটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেছেন। তিনি কোনরূপ পাঠ সংশোধন করেননি। Vulgate Method-এ গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে।

শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আলাদাভাবে পুস্তক প্রকাশনা ও ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি অনেক প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের সাধারণসংস্করণ বের করে ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করেন এবং সাধারণ মানুষের সাহিত্যের মৌলিক চাহিদা পুরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কবি রায়গুণাকরের ভারতচন্দ্র বিরচিত অন্নদামঙ্গলের প্রতিলিপি থেকে পাঠ গ্রহণ করে ছাপাননি। তিনিই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি – যিনি পাণ্ডুলিপির পাঠ যাচাই-বাছাই করে বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় পাঠ সংশোধন করিয়ে গ্রহণ করেন। শুধু পাঠ-সংশোধন করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি পণ্ডিত পদ্মালোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্যকে দিয়ে প্রাপ্ত পাঠের ভুলের বর্ণশুদ্ধি করিয়ে নেন [৪]। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের ব্যবসায়িক সফলতা দেখে আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রাচীন গ্রন্থ-মুদ্রণ-প্রকাশনা ও সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। তাঁদের এগিয়ে আসার ফলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস বিশেষ গতি পায় এবং একই সাথে সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্য স্থান পেতে শুরু করে। প্রকাশিত গ্রন্থের অধিকাংশ বিজ্ঞ পণ্ডিত মহল সংশোধন করে দিয়েছেন। এই বিজ্ঞ সংশোধক পণ্ডিতগণ অনেকেই সম্পাদনার রীতি-নীতিকে উপেক্ষা করেছেন। কেবল সংশোধিত আকারে গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

---

১ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পাদিত কবি কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম দাস প্রণীত 'রামায়ণ ও মহাভারত' ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ-কলকাতা।

২ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ-অযোদ্ধা কাণ্ড' কলকাতা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পাদিত কবি কৃত্তিব্বাস প্রণীত 'রামায়ণ, আদিকাণ্ড ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ– কলকাতা।

৪ ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম – 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা। চট্টগ্রাম ১৩৭৬ সাল, পৃষ্ঠা– ১৩৯, পণ্ডিত পদ্মালোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য দ্বারা বর্ণশুদ্ধ করে অন্নমঙ্গল প্রকাশ করেন।'

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ভারতচন্দ্র বিরচিত *অন্নদামঙ্গলের* সচিত্র মুদ্রণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের সম্পাদনার ও মুদ্রণের ইতিহাসের প্রথম ও মধ্যযুগের কাব্যের প্রথম সচিত্র প্রামাণিক গ্রন্থ।

সম্পাদক 'মাইল ফলক' হিসাবে সম্পাদনার ইতিহাসের কীর্তিমান পুরুষ রূপে বিবেচিত হয়েছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য মুদ্রণ করেই বাংলাদেশে বাঙালীর পুস্তকপ্রকাশ ব্যবসায় আরম্ভ হয়। এটি বাংলাদেশে মুদ্রিত সর্বপ্রথম সচিত্র পুস্তক [৫]।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কবিকঙ্কণচণ্ডী*[৬] কলকাতা থেকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জয়গোপাল তিনটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটির পাঠ-সংশোধন করেছেন। পণ্ডিত জয়গোপাল পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা দিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির কোন একটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন নি। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। কারণ সম্পাদনার প্রাথমিক যুগে সম্পাদনার প্রকরণ-পদ্ধতিকে সাধারণত কেউ গ্রহণ করেন নি বা বুঝতে সক্ষম হন নি। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত 'চণ্ডী'-গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। মধ্যযুগ দিয়েই শুরু হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাস।

ইতোমধ্যে কলকাতায় বেশ কয়েকটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বেশ কয়েকটি মধ্যযুগীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মি. লঙ উনিশটি বইয়ের তালিকা দিয়েছেন। উনিশটি প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে পনেরটি গ্রন্থই মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ তন্মধ্যে মাত্র চারটি সম্পাদিত গ্রন্থ। গ্রন্থগুলো পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি গ্রন্থগুলোর পাঠ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়নি। গ্রন্থগুলো হচ্ছে– *গীতগোবিন্দ, চৈতন্যচরিতামৃত, পুরুষোত্তম বিলাস, নারদ-সংবাদ, পদাঙ্কমৃত, বিল্বমঙ্গল, রস-পদাবলী, করুণানিধান, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, চণ্ডী, মহিম্নস্তব।* প্রকাশিত কোন গ্রন্থেরই নিবেদন বা ভূমিকা বা মুখবন্ধ সংযোজিত হয়নি [৭]।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহাকবি কীর্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ*[৮] কলকাতা থেকে ১৮৩০–৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদিত হয় সংগৃহীত বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে। সম্পাদনার প্রাথমিক দিকে সম্পাদকবৃন্দ সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করতে পারেন নি। বলতে গেলে তাঁদের সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। তাঁরা বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতো – প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠ সংশোধিতাকারে গ্রহণ করেন এবং পাঠ-সংশোধনের ক্ষেত্রে পুরাণের বর্ণাশুদ্ধিকে গ্রহণ করেছেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সম্পাদিত হয় কবি কাশীরাম দাস বিরচিত *মহাভারত*[৯]। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাভারতের সম্পাদনায় মাত্র দুটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটির পাঠ Transmitted Method-এ গ্রহণ করে পাঠের বর্ণশুদ্ধি করেন।

রাধামোহন সেন সম্পাদিত *অন্নপূর্ণা মঙ্গল*[১০] কলকাতা থেকে সংশোধিতাকারে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাধামোহন সেন কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় গ্রহণ করেন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর

---

৫ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচয্য সম্পাদিত কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত অন্নদামঙ্গল, কলকাতা।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী' কলকাতা ১৩৫০ সাল পৃ. ভূমিকা ১৮।

৬ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণচণ্ডী, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

৭ ডঃ সুকুমার সেন, 'বটতলার বেসাতি', কলকাতা।

৮ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কীর্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ', ১৮৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

৯ রাধামোহন সেন সম্পাদিত কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত', ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ কলকাতা।

১০ রাধামোহন সেন সম্পাদিত 'অন্নপূর্ণামঙ্গল', ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ যাচাই-বাছাই করে 'বিশুদ্ধ পাঠ' গ্রহণ করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে রাধামোহন সেন সম্পাদিত *অন্নপূর্ণামঙ্গলের* পাঠ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং তা 'মাইল ফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইতঃপূর্বে কোন সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন নি। রাধামোহন সেনই প্রথম সম্পাদক যিনি পদ্যাকারে সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। তা নিম্নরূপ—

ক্রম দোষ হয় অন্নদার বন্দনায়।
ছন্দোভঙ্গ পদ রাজসভা বর্ণনায়।।
অনুলিপি দ্বারাতে অশুদ্ধ ঘটিয়াছে।
স্থানে স্থানে অনেক শোধিত হইয়াছে।।
কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম সম্ভাবনা।
পরিবর্তে যথা তথা নতুন রচনা।।
কোথা বা তুল্য পদ নহিল বিনাশ।
তদধঃ শোধিত পদ্য পাইল প্রকাশ।।
নানা স্থানে অগৌরব বচন বিন্যাস।
মধ্যে মধ্যে তার বিনিময় উপন্যাস।। (পৃ. ১৩৯)

রাধামোহন সেন কর্তৃক 'পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি' অনেকটা আধুনিক। অর্থাৎ তিনি বৈজ্ঞানিক রীতি Emendatio method-কে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক রীতি-বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। রাধামোহন সেন প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন লিপিকারের পাঠে যে বিভিন্নতা ছিল– সে সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। কোন প্রকার বিচ্যুতিকে তিনি গ্রহণ করেন নি। পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত ভুল-ক্রটিগুলোকে সংশোধন করে গ্রহণ করেছেন।

গৌরীশঙ্কর সম্পাদিত কাশীরাম দাস বিরচিত *মহাভারত*[১১] কলকাতা থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি এবং প্রকাশিত সংস্করণগুলো সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ বিচার করে গ্রহণ করেছেন। তিনি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাশীরাম দাসের পাঠ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে গৌরীশঙ্কর বাবু বিজ্ঞান-সম্মত-পদ্ধতিতে 'অভিপ্রেত পাঠ' উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তিনি Emendatio method-এ গ্রন্থটির অভিপ্রেত পাঠ নির্ণয় করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত *অন্নদামঙ্গল*[১২] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Emendatio method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন।

সম্পাদক Emendatio method-এর সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলেছেন বলা যায় না; তবে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনার পূর্বে আর কোন সম্পাদক নিয়ম-নিষ্ঠভাবে গ্রন্থসম্পাদনা করেন নি। সম্পাদক গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী পাদটীকায় দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি যতিচিহ্নের ব্যবহার করে শব্দের লালিত্য ও সুষমা বৃদ্ধি করেছেন– ইতঃপূর্বে আর কেউ এর ব্যবহার করেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করেন *মেঘদূত*[১৩]। গ্রন্থটি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

---

১১ গৌরীশঙ্কর সম্পাদিত কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত', ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

১২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল', ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

১৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'মেঘদূত', ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তিনি কলকাতা ও বারাণসী থেকে সংগ্রহ করেন। মুম্বাই থেকে প্রকাশিত সংস্করণ এবং একটি হস্তলিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে তিনি সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Emendatio method সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তবে তিনি Emendatio method-এর সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলেছেন বলা যায় না; তবে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনার পূর্বে আর কোন সম্পাদক নিয়ম-নিষ্ঠভাবে গ্রন্থসম্পাদনা করেন নি। সম্পাদক গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী পাদটীকায় দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি যতিচিহ্নের ব্যবহার করে শব্দের লালিত্য ও সুষমা বৃদ্ধি করেছেন– ইতঃপূর্বে আর কেউ এর ব্যবহার করেন নি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি আজ পর্যন্ত একই অবস্থানে আছে। বল্লভদেবের টীকা গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত হুল্টশ প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্পাদনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করেন *উত্তরচরিত*[১৪]। গ্রন্থটি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'তে Translated method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও বিচারশীলতার পরিচয় রেখেছেন। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় সম্পাদনার রীতি-নীতি স্বচ্ছন্দ গতি পায়। এর পূর্বে সম্পাদিত গ্রন্থাবলী সম্পাদনার রীতিঅনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে, তা জোর করে বলা যায় না।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করেন *অভিজ্ঞান শকুন্তলম*[১৫]। গ্রন্থটি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদনা করেন *হর্ষচরিত*[১৬]। গ্রন্থটি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

শুধু বাঙালী পণ্ডিতেরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থসম্পাদনা করেছেন; তা নয়। বিদেশী পণ্ডিতেরাও প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থসম্পাদনায় এগিয়ে আসেন। রংপুর জেলার কালেক্টর G.A Grierson সম্পাদনা করেন *মানিক রাজার গান*[১৭]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে।

গ্রীয়ারসন সাহেবের সম্পাদিত গ্রন্থটি বিজ্ঞান-সম্মত নয় বা সম্পাদনার রীতিঅনুযায়ী রীতি-সিদ্ধ নয়। তবু তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি বিশেষত্বের দাবীদার। নাথসম্প্রদায়ের এ কাহিনী তিনি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। তিনি নাথসাহিত্যের বিভিন্ন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠান থেকে গান, তথ্য ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। ইতঃপূর্বে নাথসাহিত্য সম্পর্কে কারোর কোনো ধারণা ছিল না। গ্রীয়ারসন সাহেবই এ ধারার আবিষ্কারক এবং তিনি Vulgate method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

অক্ষয়কুমার চন্দ্র সম্পাদিত মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির রচিত *বিদ্যাপতি-পদাবলী*[১৮] গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ চুঁচুড়া থেকে নন্দনাল বসু ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক অক্ষয়কুমার চন্দ্র বিদ্যাপতি পদাবলীসমূহের পাণ্ডুলিপিসমুহ কোথায় পেলেন, তার কোন বর্ণনা প্রদান করেন নি। এমন কি ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি? সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকাই সম্পাদকের মুখপাত্র হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সম্পাদকীয় ভূমিকায় সম্পাদনার সার্থকতা বা ব্যর্থতা চিহ্নিত আকারে পাওয়া যায়। যা সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতির একটি বিশেষ অংশ। এ ক্ষেত্রে সম্পাদক সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তিনি Transmitted method (স্থানান্তর-পদ্ধতি)-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেছেন। সম্পাদক কবি বিদ্যাপতির বংশাবলীর পরিচয় ছকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

---

[১৪] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্প্যাদিত 'উত্তরচরত' ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

[১৫] ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলাম' ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

[১৬] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'হর্ষচরিত' ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

[১৭] G.A Grierson সম্পাদিত 'মানিক রাজার গান' ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

[১৮] অক্ষময়কুমার চন্দ্র সম্পাদিত মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির রচিত 'বিদ্যাপতি-পদাবলী' পশ্চিমবঙ্গ চুঁচড়া ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষয়কুমার চন্দ্র সরকার কবি চণ্ডীদাস বিরচিত *পদাবলী*[১৯] সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি চুঁচুড়া সাধারণীযন্ত্রে নন্দলাল বসু ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশ করেন।

অক্ষয়কুমার চন্দ্র সরকার চণ্ডীদাসের 'পদাবলী'র পাণ্ডুলিপি কোথায় পেলেন তার কোন কিছুই উল্লেখ করেন নি। সম্পাদনায় সম্পাদক ভূমিকা লিখে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও সম্পাদনার আলোচনা করেছেন। অক্ষয়কুমার চন্দ্র সরকার গ্রন্থটিতে ভূমিকা প্রদান করেন নি। গ্রন্থটি Transmitted method-এ সম্পাদনা করেছেন বলে অনুমিত হয়। এ রীতিটি বিজ্ঞানসম্মত নয়।

কৃষ্ণগোপাল ভক্ত আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত *রামায়ণ* (বালখণ্ড)[২০] সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি নূতন বাংলাযন্ত্রে, কলকাতা থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি Transmitted method-এ সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত গ্রন্থটিতে সম্পাদনার কোন নিয়ম মেনে চলা হয়নি। তৎকালে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত হয়েছে।

অক্ষয়কুমার সরকার সম্পাদিত মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির রচিত *বিদ্যাপতি-পদাবলী* পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়া থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কয়টি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন এবং সেগুলো কোথায় পেলেন– সে সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেন নি? গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদনা হয়েছে– Transmitted Method এ।

পঞ্চানন চক্রবর্তী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত *শিবায়ন*[২১] সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় ১২৬০ বঙ্গাব্দে (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত শিবায়নের একখানি পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত বেশ কয়েকটি সংস্করণ অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিখানাকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় এনে পাঠ নির্বাচন করেন। তিনি Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন না। যদিও তাঁরা রাজ্যহারা, ক্ষমতাহারা, সামাজিক অবস্থান থেকে নিম্নমুখী অবস্থানে ছিলেন। তবুও তাঁরা সাহিত্যের রসাস্বাদন থেকে বিরত থাকেন নি। বরং তাঁরা আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী ভাষার চর্চা করে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য অনুবাদসাহিত্যের চর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় মানবীয় দিকের উন্মোচন করেন।

অনুবাদ মৌলিক রচনা নয়। সমৃদ্ধতর ভাষা সাধারণত অনূদিত হয়ে থাকে। সে যুগে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, খুবই উন্নত সাহিত্যসম্পদের অধিকারী ছিল; হিন্দি ছিল বাংলার প্রায় সমকক্ষ। মূলের অনুসরণে অনুবাদ হয়েছে খুবই কম, ভাবানুবাদ হয়েছে বেশী। পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মানুষ মানুষের মুখ থেকে শুনে শুনে কাহিনী সংগ্রহ করত। এ সময় আক্ষরিক অনুবাদ খুব কম হয়েছে, কিছু হয়েছে ভাবানুবাদ এবং কিছু হয়েছে মূলানুসরণে ছায়ানুবাদ এবং কিছু হয়েছে কল্পিত সংযোজন। এসব রচনা প্রায় মৌলিকের কাছাকাছি। যাঁরা অনুবাদ করতেন, তাঁরা বেশী শিক্ষিত ছিলেন না। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মানুষ অনুবাদকর্মে এগিয়ে আসেন। অনেকে ধর্ম-ভয়, লোকভয়, প্রতিপত্তি ত্যাগ করে অনূবাদকর্মে এগিয়ে আসেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল দেশবাসীকে, ওই সব ভাষার শিল্প-সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে, সুদূরপ্রসারী আত্মোন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করা[২২]।

---

১৯ সম্পাদক অক্ষয়কুমার চন্দ্র সরকার সম্পাদিত চণ্ডীদাস বিরচিত 'পদাবলী', ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ, পশ্চিমবঙ্গ, চুঁচুড়া।

২০ কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত আদি কবি বাল্মীকি বিরচিত 'রামায়ণ' (বালখণ্ড), কলকাতা, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

২১ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত 'শিবায়ন', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১২৬০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২২ i. ডঃ ওয়াকিল আহমদ বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ২০০২, পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষয় কুমারচন্দ্র সম্পাদিত মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির রচিত *বিদ্যাপতি-পদাবলী*[২৩] পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়া থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন এবং সেগুলো কোথায় পেলেন– সে সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেন নি। গ্রন্থটি Trnsmitted method-এ সম্পাদিত হয়েছে।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পাদনা করেন কবি মালাধর বসু (গুণরাজ খান) বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*[২৪] । সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ভক্তিবিনোদ মহাশয় কোথায় মালাধর বসু-বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের* পাণ্ডুলিপি কিভাবে পেলেন এবং কোথায় পেলেন, প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পরিচয় ও কোন্‌টিকে তিনি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন– সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তিনি কী কী ত্রুটি পেয়েছেন– তা পাদটীকায় স্থান দেননি? গ্রন্থটির নামমাত্র সম্পাদনা হয়েছে। তিনি যে-কোন উৎস থেকে 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের' পাঠ সংগ্রহ করে Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন।

পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদনা করেন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত *শিবায়ন*[২৫]। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদপত্রিকায় ১২৬০ বঙ্গাব্দে (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত শিবায়নের একখানি পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত বেশ কয়কটি সংস্করণ অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিখানাকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় এনে পাঠ নির্বাচন করেন। তিনি Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদক পাঠান্তরগুলো পাদটীকায় দেখিয়েছেন এবং কবির রচিত শিবায়নের রচনাকাল তুলে ধরেছেন—

"শাকে হল চন্দ্রকলা রাম করতলে।
রাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হলো সারা।"

অর্থাৎ ১৬৩৪ শক বা ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ–

বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু স্বীয় প্রচেষ্টায় বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এর সম্পদ।

পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন কবি বিজয়-পণ্ডিত বিরচিত *মহাভারত*[২৬]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত চারটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। শব্দার্থ, টীকা, পাঠান্তর তিনি পাদটীকায় দিয়েছেন। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন কবি পীতাম্বর দাস বিরচিত *রস-মঞ্জরী*[২৭] । তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

তিনি কয়েকটি সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। শব্দার্থ, পাঠান্তর পাদটীকায় দেখিয়েছেন।

---

ii. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ– বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ. ২৩৬।

২৩ অক্ষয় কুমারচন্দ্র সম্পাদিত মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির রচিত 'বিদ্যাপতি-পদাবলী' পশ্চিমবঙ্গ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

২৪ শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত কবি শ্রীমালাধর বসু (গুরাজ খান) বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কলকাতা ১৮৮৭ খ্রিস্টব্দে।

২৫ i. ডঃ সুকুমার সেন– বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৫, কলকাতা পৃ. ৩৯১।
ii. রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাত চতুর্থ সংস্করণ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ পৃ. ১২৮–১৩৪, কলকাতা।

২৬ i. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'শিবায়ন' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।
ii. ডঃ সুকুমার সেন– বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৫, কলকাতা পৃ. ৩৯১।
iii. রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাত চতুর্থ সংস্করণ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ পৃ. ১২৮–১৩৪, কলকাতা।

২৭ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সম্পাদনাকে লক্ষ্য করে এ পরিষদ গঠিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধারের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে 'কৃত্তিবাস রামায়ণ সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'রামায়ণের অযোদ্ধাকাণ্ড'[২৮] সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে; প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর যে যে অংশের পাঠ তার ভাল লেগেছে তাই গ্রহণ করেন। তিনি গৃহীত পাঠ Contaminatio Method-এ গ্রহণ করেছেন এবং শব্দার্থ, টীকা- পাদটীকায় দিয়েছেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান। তবে বানানের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম মেনে চলেন নি এবং সম্পাদনায় সম্পাদক যে তথ্য দিয়েছেন পরবর্তী কালে তা ভুল-সিদ্ধান্ত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। অযোধ্যাকাণ্ড সম্পাদনাকালে প্রায় ৩০০ বছর পুরানো একখানা পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয় উক্ত পুথিখানা দেড়শত বছরের অধিক পুরানো নয় এবং সম্পাদনার রীতিতে এতে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন বিজয় পণ্ডিত প্রণীত *মহাভারত ১ম ভাগ*[২৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক মহাভারত ১ম ভাগের প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন বিজয় পণ্ডিত বিরচিত *মহাভারত ২য় ভাগ*[৩০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক মহাভারত ২য় ভাগের প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদক তথ্য ও প্রাপ্ত পাঠ আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদনা করেন কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* (উত্তরকাণ্ড)[৩১]। প্রাপ্ত তিনটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে তিনি এটি সম্পাদনা করেন এবং সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পাদনায় যে পাণ্ডুলিপিখানাকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন– তা ছিল অর্বাচীন কালের। উত্তরকাণ্ডের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির কোনটিকে নির্ভরযোগ্য মনে না করে, যেটির পাঠ গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন– তা তিনি গ্রহণ করেন, Contaminatio method-এ (মিশ্র-রীতি) গ্রন্থটির সম্পাদনা-কার্য সম্পন্ন করেন। তবে বানানের ও ভুলের শুদ্ধিকরণে তিনি নির্দিষ্ট কোন নিয়ম মেনে চলেন নি।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি দাশরথি রায় প্রণীত *দাশরথি রায়ের পাঁচালী*[৩২]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে (১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) ষাটটি পালায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাশরথি রায়ের পাঁচালি সংগ্রহ করেন। তিনি সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর বর্ণনা দেওয়া সম্পাদকের উচিত ছিল, কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিকে উপেক্ষা করেছেন।

---

[২৮] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড) কলকাতা ১৮৯৯ পৃ. ভূমিকা ।। ৷০– "পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে আধুনা প্রচলিত বটতলার রামায়ণের আদর্শস্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুথি হইতে সংগৃহীত নহে। অতএব প্রচলিত সংস্করণের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন পুথি ও পুস্তকের মেলন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।"–"এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয় মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

[২৯] নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কবি বিজয় পণ্ডিত প্রণীত মহাভারত ১ম ভাগ, কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

[৩০] নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কবি বিজয় পণ্ডিত বিরচিত মহাভারত ২য় ভাগ, কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

[৩১] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ' (উত্তরকাণ্ড), ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

[৩২] হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি দাশরথি রায় প্রণীত 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত কবি রামেশ্বর বিরচিত *শিবায়ন*[৩৩] বঙ্গবাসী প্রেস থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু বাজার সংস্করণ ও একটি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করেন। তবে আত্মরুচি ও আত্মবুদ্ধি অনুসারে শব্দের সংশোধন করেছেন, যা সম্পাদকের কতর্ব্য নয়।

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কবি শ্রীকর নন্দী ছুটিখান বিরচিত *মহাভারত*[৩৪] গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কলকাতা থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় প্রাচীন হস্তলিখিত দু'খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদনায় তাঁরা Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁদের আলোচনাংশ মূল্যবান।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন কবি ভাগবতাচার্য প্রণীত *শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী*[৩৫]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন এবং সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। সম্পাদক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ব্রজমোহন রায় বিরচিত *ব্রজরায়ের পাঁচালী*[৩৬] ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রিট 'বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেশিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক কলকাতা থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

দুর্গাদাস লাহিড়ী বর্ধমান জেলার চক ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া গ্রাম থেকে বেশ কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং সম্পাদনায় যোগদান করেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পাণ্ডুলিপিগুলো জীর্ণ-শীর্ণ বলেই যেন দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। এখানে কোন্ কোন্ পাণ্ডুলিপিতে কি কি পাঠ-বৈষম্য পেয়েছেন তা বলেন নি? এমন কি সম্পাদক শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী প্রদান করেন নি। সম্পাদক গ্রন্থটির নামমাত্র সম্পাদনা করেন। কিন্তু সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ নীতিকে অনুসরণ করেন নি। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন।

নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত *শূন্য-পুরাণ* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির হতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

নগেন্দ্রনাথ গ্রন্থটি সম্পাদনায় তিনটি পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করেন : এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি এবং সম্পাদকের নিজের সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি। সম্পাদক প্রাপ্ত তিনটি পাণ্ডুলিপির কোন একটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে Individual method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করেন কবি মাণিক গাঙ্গুলী বিরচিত *শ্রীধর্ম-মঙ্গল*[৩৭]। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

---

৩৩ ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত কবি রামেশ্বর বিরচিত 'শিবায়ন', ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

৩৪ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কবি শ্রীকর নন্দী ছুটিখান বিরচিত 'মহাভারত' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা ১৩১২ বঙ্গাব্দ। পৃ. ভূমিকা ২– "এ মহাভারতের সম্পাদনার্থে দুইখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ... সুবিধার জন্য দুইখানি পুথি 'ক ও খ' নামে চিহ্নিত করা হইল। 'ক' পুস্তকখানির হাতের লেখা আর রচনার সময় বিশেষ তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। এখানিই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করা হইল।

৩৫ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কবি ভাগবতাচার্য প্রণীত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

৩৬ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত কবি ব্রজমোহন রায় বিরচিত 'ব্রজ রায়ের পাঁচালী', কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। প্রকাশকের নিবেদন পৃ. ১-২ পাঁচালীর পাণ্ডুলিপিগুলি ক্রমশই জীর্ণ ও কীটদৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় আর দুই এক বৎসর পরে উহার অস্বিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইত। আমরা গলিত জীর্ণ অবস্থায় ঐ পাণ্ডুলিপিগুলি প্রাপ্ত হই। সেগুলি না দেখিলে তাহার অবস্থা কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না। সেই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতেও আমাদিগকে যে যথেষ্ট আয়াস ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।"

৩৭ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কবি মাণিক গঙ্গুলী বিরচিত শ্রীধর্ম-মঙ্গল, কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটি সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। তাঁরা প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Individual method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন এবং তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনাংশ মূল্যবান।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন কবি ভাগবতাচার্য বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী* [৩৮]। সম্পদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত সংস্কৃত সংস্করণ থেকে 'অভিপ্রেত পাঠ' গ্রহণ করেন। তিনি Translated method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম নিষ্পন্ন করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ সম্পাদনা করেন কবি জয়ানন্দ বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল* [৩৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Transmitted method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থে চৈতন্য দেবের তিরোভাবের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণরাম দত্ত বিরচিত *রাধিকামঙ্গল* [৪০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Transmitted method গ্রন্থটি সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন *বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী* [৪১]। সম্পাদক সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Vulgate method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদক বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি রাধাবিষয়ক ৮৪০টি পদ হরগৌরী বিষয়ক ৪৪টি, কৃষ্ণবিষয়ক ৮৪০টি পদ এবং নানা বিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ গ্রহণ করেন। গ্রন্থটি বৈষ্ণব গীতি বিষয়ক।

নগেন্দ্রনাথ ও রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ বসু সম্পাদনা করেন কবি রামলোচন দাস বিরচিত *কল্কিপুরাণ* [৪২]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয়-অবলম্বন করেন পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণ এবং কবির পৌত্র হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত মূল পুথি তাঁরা Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদনা করেন কবি ভবানীপ্রসাদ রায় বিরচিত *দুর্গামঙ্গল* [৪৩]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Individual method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। তিনি পাদটীকায় শব্দার্থ-টীকা-টিপ্পনী দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্যই এর প্রতিপাদ্য। সম্পাদকের নাতিদীর্ঘ আলোচনাংশ মূল্যবান।

---

৩৮ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কবি ভাগবতাচার্য প্রণীত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা ১৩১২ বঙ্গাব্দ পৃ. ৪৫০।

৩৯ নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ সম্পাদিত কবি জয়ানন্দ বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল' কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৪০ রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দত্ত প্রণীত 'রাধিকামঙ্গল' কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৪১ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা পৃ. ৫৫২-৩।

৪২ নগেন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত কবি রামলোচন দাস বিরচিত 'কল্কিপুরাণ', কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৪৩ ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত কবি ভবানীপ্রসাদ রায় বিরচিত 'দুর্গামাঙ্গল', কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন বিভিন্ন কবির প্রণীত *সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম* (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)[৪৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের অর্থে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির থেকে ১মখণ্ড-১৩২১, ২য় ১৩২২, ৩য় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক বিভিন্ন প্রকাশিত সংকলন, পাণ্ডুলিপি ও সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে সম্পাদিত গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদনায় তিনি Individual method-কে গ্রহণ করেন। গ্রন্থটি সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক। এ গ্রন্থে প্রাচ্যের প্রচলিত ভাষাসমূহের সৃষ্ট গানগুলো স্থান পেয়েছে। পাশ্চাত্যের ইংরেজি ও পেগুয়ান গানও স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। গ্রন্থটিতে মোট গানের সংখ্যা ১ম ও ২য় খণ্ডে ১১,৩৩০টি এবং ৩য় খণ্ডে ২৫৬২টি।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেন কবি বিজয়রাম সেন বিরচিত *তীর্থ-মঙ্গল*[৪৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক তীর্থমঙ্গলের পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে Transmitted method 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। তীর্থস্থানসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা, তীর্থযাত্রার সজ্জা ও অনুসঙ্গীয় পরিচয়, যাত্রারম্ভ, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গের, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বিদ্যাচল প্রভৃতি স্থানের পরিচয় কাব্যাকারে বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্যের জগতে এর বিশেষ মূল্য নেই।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি রামাই পণ্ডিত প্রণীত *ধর্মপূজা বিধান*[৪৬]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে লালগোলা তহবিলের অর্থে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ-মন্দির ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Transmitted method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধতীর্থের অবশেষ। তাঁর আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মৎস্যপুরাণম্*[৪৭] নবভারত পাবলিশার্স ৭২, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ ফাল্গুন ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করেননি। গ্রন্থটি অনূদিত গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করে Translated method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক গ্রন্থটিতে কোন প্রকার ভূমিকা প্রদান করেন নি। বাংলা ভাষার পূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সম্পাদক সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন নি। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত হয়েছে।

ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত *গোবিন্দলাল*[৪৮] ৩৮/২, ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট-কলকাতা থেকে নটবর চক্রবর্তী ১৩১৭ বঙ্গাব্দে (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। তিনি পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করেন নি। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠগ্রহণকাল কোন্ পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তা উল্লেখ করেন নি। সম্পাদকের গৃহীত পাঠ Transmitted method-এ নির্ণীত করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

---

৪৪ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিভিন্ন কবির বিরচিত 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩২১-১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

৪৫ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কবি বিজয়রাম সেন প্রণীত 'তীর্থমঙ্গল' কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৪৬ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি রামাই পণ্ডিত প্রণীত 'ধর্মপূজাবিধান' কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

৪৭ আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'মৎস্যপুরানম' নবভারত পাবলিসার্স ৭২, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা প্রথম নবভারত সংস্করণ ফাল্গুন ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৪৮ ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত 'গোবিন্দলাল' ৩৮/২, ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট-কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত *বিদ্যাপতি* [৪৯] কলকাতা থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সংগৃহীত পদাবলী নিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তিনি প্রাপ্ত পদগুলোর কোন প্রকার রদ বদল করেননি। এমনকি পাঠান্তর ও শব্দার্থ পাদটীকায় প্রদান করেন নি। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রী শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ* [৫০] ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীট কলকাতা থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ) নটবর চক্রবর্তী প্রকাশ করেন।

সম্পাদক কলকাতার বটতলার সংস্করণ ও অন্যান্য সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটি নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক-রীতিতে সম্পাদিত হয় নি।

নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *চণ্ডীদাসের পদাবলী* [৫১] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কলকাতা থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত তিনখানি পাণ্ডুলিপি ও একটি মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। পাঠগ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি কোন একটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন নি। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ এবং মুদ্রিত সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন। সম্পাদক Contaminatio method-কে অবলম্বন করে সম্পাদনা কর্ম সম্পন্ন করেন। শব্দার্থ, টীকা-পাদটীকায় তুলে ধরেছেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি ভবানী দাস বিরচিত *ময়নামতীর গান* [৫২] ঢাকা থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কুমিল্লা জেলা থেকে প্রাপ্ত দু'খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের সাহায্যে কবির মূলপাঠ নির্ণয়ে সজাগ ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি Recensio method-কে বিবেচনায় স্থান দিয়ে নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদকের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি দুখানিই ছিল খণ্ডিত। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ উদ্ধারে সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহায্য করেছেন। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টাশালী অনেক প্রাচীন শব্দকে আধুনিক করেছেন। ফলে তার সম্পাদিত গ্রন্থ প্রাচীনত্ব হারিয়েছে। তিনি টীকা এবং দুরূহ শব্দের অর্থ তুলে ধরেছেন পাদটীকায়। সম্পাদনা গ্রন্থের আলোচনা করেছেন, কোন প্রকার ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন হন নি।

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর সম্পাদিত কবি বাণভট্ট বিরচিত *হর্ষচরিত* [৫৩] কলকাতা থেকে রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক কবি বাণভট্টের লিখিত কোন সংস্কৃত সংস্করণকে অবলম্বন করে ছায়ানুবাদ করেন এবং Translated method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি।

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদনা করেন শ্যামদাস সেন বিরচিত *মীন চেতন* [৫৪]। সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। পাদটীকায় তিনি শব্দার্থ ও টীকা দিয়েছেন।

---

৪৯ কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি', কলকাতা, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা– "আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে জ্ঞানপূর্বক কোথাও পাঠ্যাদির বিকৃতি করি নাই, যে পাঠ অধিকাংশ স্থলে পাইয়াছি যে রূপ বর্ণবিন্যাস বহুস্থলে দেখিয়াছি, মূলে তাহাই অবলম্বন করিয়াছি।"

৫০ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীভযক্তমাল গ্রন্থ' ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট কলকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৫১ নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

৫২ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি ভবানীদাস বিরচিত 'ময়নামতীর গান', ১৩২১ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

৫৩ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর সম্পাদিত কবি বাণভট্টে বিরচিত 'হর্ষচরিত', কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

৫৪ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেন বিরচিত 'মীন চেতন', ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সম্পাদিত কবি চারুমিহির বিরচিত *পদ্মা-পুরাণ* [৫৫] কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ২ সংখ্যা ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সংস্কৃত ভাষার কবি চারুমিহির প্রণীত *পদ্মা-পুরাণ* গ্রন্থটি অনুবাদ করে বাংলায় এ সম্পাদনা করেন। সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের কবি চারুমিহির যে 'পদ্মা-পুরাণের' আদি কবি বলে মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত *শ্রী শ্রী পদকল্পতরু* [৫৬] প্রথম খণ্ড, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক পূর্ববর্তী সম্পাদকের সংস্করণ গ্রন্থ এবং নিজ সংগৃহীত পদ অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির কোন তথ্য স্পষ্ট করে প্রদান করেন নি। সম্পাদক মহাশয় Transmitted method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন।

রাজচন্দ্র সম্পাদনা করেন কবি ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত *মঙ্গল-চণ্ডীপঞ্চালিকা* [৫৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণের অর্থে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির হতে রামকমল সিংহ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক তাঁর সংগৃহীত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে নিজের বিবেচনায় পাঠ পুনর্গঠন করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে তিনি Divinato method-এ গ্রন্থটির পাঠনির্ণয় করেছেন। তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামে এবং তিনি বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি ও কুলজী সংগ্রহ করেন। গ্রন্থটি 'শঙ্কর বিশ্বাসের জাগরণ' নামেই প্রসিদ্ধ।

সম্পাদক মহাশয় কবির বংশধরদের তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

ভবানীশঙ্কর দাস
↓
কৃষ্ণশঙ্কর
↓
ত্রিপুরাচরণ
↓
প্যারিমোহন ― শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিশ্বাস

প্যারিমোহন ↓ রমেশচন্দ্র, শ্রীমান মহেন্দ্রচন্দ্র

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিশ্বাস ↓ শ্রীমান যোগেন্দ্রলাল, শ্রীমান সুরেন্দ্রলাল

(ভূমিকা পৃষ্ঠা-২)

মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা দিয়ে শুরু হয় সম্পাদনার ইতিহাস। সম্পাদনার ইতিহাসের ১০৫ বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে উদ্ধার করেন প্রাচীন যুগের একমাত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (তালপাতায় লিখিত) 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও

---

৫৫ প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সম্পাদিত চারুমিহির বিরচিত 'পদ্মা -পুরাণ' কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ২ সংখ্যা ১৩২২ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা পৃ. ৪৭– "ঐ সময় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত রচনার পর হতে আদিম 'পদ্মা-পুরাণ' লেখকের মধ্যে ঘটিয়াছিল। উহা 'পদ্ম-পুরাণ' রচনার ইতিহাসে এখন অন্ধযুগ।"

৫৬ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রী শ্রী পদমকল্পতরু' প্রথম খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা। [প্রাচীন ও দুরূহ পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয় করার এই অক্ষম প্রয়াসে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে আমাদিগের বহুত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ করিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক সেই ভ্রম, প্রমাদগুলি প্রদর্শিত করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব এবং পরিশিষ্টে উহা সংশোধন করার চেষ্টা করিব।]

৫৭ রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা' ভূমিকা– "আদর্শ পুথিখানি কবির স্বহস্ত লিখিত। ইহার দ্বিতীয় কপি আর নাই। ইহা 'শঙ্কর বিশ্বাসের জাগরণ' নামেই প্রসিদ্ধ। ... প্রায় বিশ বছর পূর্বে সুযোগ্য কালেক্টর ও একটিং কমিশনার মাননীয় সিজেডি এন্ড সন ICS সাহেব মহোদয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি চট্টগ্রামের 'প্রবচন' সংগ্রহ করি এবং তখন হইতেই আপন বৈষয়িক ও রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সময় ও সুযোগমত চট্টগ্রামের প্রাচীন পুথি ও কুলজি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। অনেকগুলি পুথি এইরূপে সংগৃহীত হয়।"

Dhaka University Institutional Repository

দোহা'। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির মুখ্য কারণ ছিল ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্সের ব্রিটিশ-ভারতের সকল ভাষার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ব্যবস্থা (পৃ. ১৪৯-৫০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথির কথা)।

লর্ড লরেন্সের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ব্যবস্থার অধীন ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর তিরোধানের পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭–৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দুইবার নেপালে যান এবং সংস্কৃত লেখা ডাকার্ণবের পাণ্ডুলিপি নকল নবীসদের মাধ্যমে প্রতিলিপি করিয়ে নিয়ে আসেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় তিনি নেপালে যান এবং কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি দেখতে পান। তার একখানির নাম চর্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়, আর একখানির নাম 'দোহাকোষ' গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র এবং আরেকখানি গ্রন্থের নাম 'দোহাকোষ', গ্রন্থাকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন *হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* [৫৮]-নামে। গ্রন্থটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির হতে রামকমল সিংহ, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় নেপালের রাজকীয় লাইব্রেরী থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। প্রাপ্ত তালপাতার পাণ্ডুলিপি থেকে Recensio method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদক মহাশয় অতি যত্নের সাথে রচয়িতার মূল পাঠের কাছাকাছি যথাসম্ভব সম্ভাব্য পাঠ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ ও প্রচলিত শব্দ নিয়ে বিশেষরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃষ্ণাচার্য্যের গানগুলিতে ৪৩৮টি শব্দ পেয়েছেন। ৪৩৮টি শব্দের মধ্যে সংস্কৃত শব্দ ৬৮টি, বৌদ্ধ শব্দ ৪টি, ৩টি শব্দ এমন পাওয়া যায় বাংলা ভাষায় প্রচলিত নয়। ৫৫টি বাংলা কথ্যভাষায় প্রচলিত। ১৮৬টি শব্দ বাংলা পুরাণো পুথিতে প্রচলিত আছে। বর্তমান প্রচলিত বাংলায় ঐ সকল শব্দ হতে উৎপন্ন শব্দ চলছে। যেমন 'বোব' বোবা, 'বোল' বুলি, ভলি-ভাল, দেহু, দে, মামী-মামা ইত্যাদি। সংস্কৃত হতে উৎপন্ন অথচ বাংলায় নেই-এমন ১২৯টি শব্দ আছে। তার মধ্যে কতগুলি শব্দ যথা– অইস, কৈমন, কইসে ইত্যাদি পুরাণো বাংলায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা হতে উৎপন্ন কোন শব্দ এখন বাংলায় প্রচলিত নেই বরং নিকটবর্তী ভাষায় প্রচলিত আছে। তালপাতার পাণ্ডুলিপিতে লিখিত প্রচলিত ভাষার শব্দরূপ দেখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কাহ্নপার ব্যবহৃত ভাষাকে 'বাংলা ভাষা' বলেছেন।

সম্পাদক মহাশয় প্রত্যেক পদকর্তার ভাষায় প্রচলিত শব্দরূপ ও ক্রিয়া-বিভক্তির রূপ ও ধাতুর ব্যবহার দেখে চর্যাপদকে 'বাংলা' বলেছেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি আবদুল সুকুর মাহমুদ বিরচিত *গোপীচাঁদের সন্ন্যাস* । রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিত ভূমিকা, মুখবন্ধ ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ-প্রকাশ করে।

সম্পাদক নলিনীকান্ত ভট্টশালী দিনাজপুর জেলার বালুঘাট মহকুমার এক মুসলমান বাড়ী থেকে পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেছিলেন। পুথিখানি ১২৫০ সালে অনুলিখিত এবং সাইজ ১১˝ × ৪˝ তুলট কাগজে লেখা দুই ভাজে ভাগ করা। প্রতি পাতায় ১০ লাইনে লেখা পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত। সম্পাদক Divinatio method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। শব্দ ও বানানের ক্ষেত্রে নলিনীবাবু কিছু পরিবর্তন এনেছেন। ফলে গ্রন্থটি তার প্রাচীনত্ব হারিয়ে আটপৌরে হয়েছে।

---

[৫৮] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরান বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগণ ও দোঁহা'-নামে। গ্রন্থটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা। পৃ. ভূমিকা ৪-৫, ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচয্য বিনিশ্চয়' উহাতে কতকগুলি কীর্তনের মত গানের নাম 'চর্য্যাপদ'। আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের রাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃত, টীকাকারের নাম অদ্বয় বজ্র। আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নামও দোঁহাকোষ গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে....। ভূমিকা পৃ. ২৫ এই সকল দেখিয়া পদকর্তা কৃষ্ণপদ বা কাহ্নপাদের ভাষা বাঙ্গালা বলিলে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ দেখি না। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে ছিনালী যৌতুক, টাল প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।"

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন। তাঁর পূর্বে কোন মুসলমান বাংলা পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ও সম্পাদক ছিলেন না।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন শেখ ফয়জুল্লা বিরচিত *গোরক্ষবিজয়* [৫৯]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির থেকে রামকমল সিংহ কর্তৃক কলকাতা থেকে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ তিনখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গোরক্ষবিজয় কাব্যের সম্পাদনায় সম্পৃক্ত হন। তিনি তিনখানি পাণ্ডুলিপির প্রাপ্ত পাঠকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সর্বপ্রথম সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ Composite method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা তথ্যবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ। গোরক্ষবিজয়ের কালনির্ণয় করতে গিয়ে সম্পাদক একে মুসলমান যুগের পূর্বে বলে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীতে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পূর্বে কোন সম্পাদক Composite method-এ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নি। তিনিই পৃথিবীতে Composite method-এর প্রথম সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। সুতরাং তাঁকে সম্পাদনা জগতের 'উজ্জ্বল নক্ষত্র' বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁকে অনুকরণ করে পরবর্তী কালে দেশ-বিদেশে Composite method-এর সম্পাদনার বলয় সৃষ্টি হয়েছে।

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুক্তারাম সেন বিরচিত *সারদামঙ্গল* [৬০] সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১১২২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ), ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় দুইখানা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং পাণ্ডুলিপি দু'খানার একটিতে রচনা সাল দেওয়া আছে। ১১৭৫ মঘী সন, ১০ই ভাদ্র। সম্পাদক জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ নানামুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি Huristices method-কে অবলম্বন করেন। তাঁর নির্ণীত পাঠ প্রশংসার দাবীদার এবং আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন আলি রজা ওরফে কানু ফকির বিরচিত *জ্ঞানসাগর* [৬১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় ১৩২৩-১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রাপ্ত দুইটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Individual method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পাদন করেন। তাঁর সম্পাদনাংশ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি আলী রাজা ওরফে কানু ফকির বিরচিত *জ্ঞান-সাগর* [৬২] কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের

---

৫৯ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লা বিরচিত 'গোরাক্ষবিজয়'। পৃ. ভূমিকা ২০–২১ "গোরাক্ষবিজয়ের বর্ণিত ঘটনারাজি অনেক পূর্বের, মুসলমান আমলেরও পূর্বে বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু পুথিখানি কখন রচিত হইয়াছিল কে বলিবে? কালে কালে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও পুথির ভাষায় প্রাচীনত্বের অনেক নিদর্শন রহিয়াছে।"

৬০ মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত মুক্তারাম সেন বিরচিত 'সারদামঙ্গল' ১২২৪ বঙ্গাব্দ (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ), ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা। পৃ. ভূমিকা ।।/০– সরদামঙ্গলের দুই স্থলে উহার রচনাকালজ্ঞাপক একটা পদ আছে। সেই পদটি হল–

"গ্রহ ঋতু কার শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভনে ভাবিয়া ভবানী।"

ইহা দ্বারা জানা যায় ১৬৬৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে সারদামঙ্গল বিরচিত হয়।"

৬১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'আলী রজা ওরফে কানু ফকির' বিরচিত 'জ্ঞানসাগর' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ১৩২৩-২৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৬২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত আলি রাজা ওরফে কানু ফকীর প্রণীত 'জ্ঞান-সাগর' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা ১৩২৪ বঙ্গাব্দ। পৃ. ভূমি ১৬–১৯ দুইখানি প্রতিলিপির সাহায্যে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি "ভানুগত পঞ্চদশ নেত্র আশ্বিনেতে" ১২১৫ মঘী সন, ৩রা আশ্বিনের লেখা। ... অপর পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক সম্প্রতি আরবী অক্ষরে লেখা 'জ্ঞান সাগর'র

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে ১৩২৪ বঙ্গাব্দ (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার ওশ্‌খাইন গ্রাম থেকে ১টি পাণ্ডুলিপি এবং অন্য একটি পাণ্ডুলিপি আধুনিক বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি ভূমিকায় পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাংশ গুরুত্বপূর্ণ, সম্পাদক পাদটিকায় 'পাঠান্তর' দেখিয়েছেন।

মোহাম্মদ আকবর
↓
মোহাম্মদ শাছি
↓
সাহ্ আলি রাজা ওরফে কানু ফকীর
↓
↓ এর্সাদ উল্লা মিঞা — ↓ একাজউল্লা মিয়া — ↓ সর্ফত উল্লা মিঞা

এর্সাদ উল্লা মিঞা
↓
আতা উদ্দিন মিঞা
↓
আজিজুর রহমান
↓
আবদুল মালেক

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন কবি দ্বিজ মাধব বিরচিত *গঙ্গা-মঙ্গল* [৬৩]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে চট্টগ্রামের রোসাঙ্গিরী গ্রাম হতে একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তিনি ঐ একখানি পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে Divinatio method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করেন। সম্পাদক গ্রন্থটির পাদটীকায় কোন টীকা-টিপ্পনী ও শব্দার্থ এবং পাঠান্তর দেখান নি।

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি দ্বিজ রতিদেব বিরচিত *মৃগলুব্ধ* [৬৪] রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক প্রাপ্ত দু'খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে সম্পাদনাকর্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাণ্ডুলিপিগুলো পাঠের সমন্বয় করে Composite method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করেন। সম্পাদক পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী দিয়েছেন এবং পাঠান্তরও দিয়েছেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান। পরিশিষ্টে সম্পাদক 'মনসার ধুপাচার' অংশটি তুলে দিয়েছেন।

একখানি প্রাচীন প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। পুথিখানি অদ্যন্ত খণ্ডিত... এখানকার এয়াকুব আলী সওদাগরের নিকটেও সম্প্রতি একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। আরবী লেখা পুথির মত গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগে অনেকটা বেশী আছে।

৬৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত দ্বিজ মাধব বিরচিত 'গঙ্গা-মঙ্গল' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পৃ. ভূমিকা ৯০-।। ৯০ "পুথিখানি উভয় পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। লেখাগুলি অতি প্রাচীন ও জটিল ধরনের...একখানি মাত্র প্রতিলিপি অবলম্বন করিয়া কোন প্রাচীন পুথিরই সুষ্ঠুরূপে প্রচার করিতে পারা যায় না। তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। এই দুরূহ পুথির সম্পাদনে যে সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা প্রধানতঃ উক্ত কারণেই বটে।

৬৪ মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি দ্বিজ রতিদেব বিরচিত 'মৃগলুব্ধ' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা পৃ. ৫–৮ "দুইখানি পুথির সাহায্যে ইহার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

শশাঙ্ক (মৃগলুব্ধ) – প্রথম পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত–
(ক) রস অঙ্ক বাউ (বায়ু) শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ।।
মৃগলুব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেবে গাএ।।
এ স্থলে রস = ৬, অঙ্ক = ৯, বায়ু = ৫, শশী = ১, তদনুসারে ১৫৯৬ শকাব্দ হয়।
(খ) দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত –
রস অঙ্ক রবি শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হুএ।
রস = ৬, অঙ্ক = ৯, বায়ু = ৫, শশী = ১,
ডানা গতিতে হয় – ১১৯৬ সাল।

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন কবি বল্লভ বিরচিত *সত্যনারায়ণের পুথি*[৬৫]।

সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি রাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক মুরশিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি Divinatio method-এ গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। গ্রন্থে পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা দিয়েছেন। পরিশিষ্টে 'সত্যনারায়ণের পুথি'তে ব্যবহৃত অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের অর্থ দিয়েছেন। পুথির সর্বত্র যে ভণিতা আছে – তা এই :

"সত্য নারায়ণ পদে মজাই চিত।
শ্রীকবি বল্লভ গান মধুর সঙ্গীত।।"

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন কবি বাসুদেব ঘোষ রিরচিত *শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস*[৬৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে রাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় তিনটি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন। ১ম ও ২য় পাণ্ডুলিপি দুইখানি চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তৃতীয় পাণ্ডুলিপিখানা গৈড়ালা গ্রাম থেকে উদ্ধার করেছেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্য থেকে সম্পাদক ১ম পাণ্ডুলিপিখানাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে Huristices method-এ সম্পাদনাকর্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাদটীকায় অর্থান্তর দেখিয়েছেন। পরিশিষ্টে সম্পাদক নিমাই সন্ন্যাস-এর একটি গান সন্নিবেশ করেছেন।

শশাঙ্ক গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুসারাম মেনে তবে ভাবিয়া ভবানী।
১৯৬৯ শকাব্দ বা ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ।
আনোয়ারার আদ্যগোত্র

---

৬৫ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদত কবি বল্লভ বিরচিত 'সত্যনারায়ণের পুথি' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কলকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ পৃ. ... ভূমিকা... ১২–১৫ 'শ্রীযুক্ত রঞ্জন বিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় মুরসিদাবাদ হইতে এই পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাঁহার সংগৃহীত সেই একখানি মাত্র পুথি অবলম্বন করিয়াই ইহা সম্পাদিত এবং তাহারই অনুমতিক্রমে আজ সাধারণ্যে প্রচারিত হইল। ...মূল পাণ্ডুলিপি ১১৬২ বঙ্গাব্দ ১৮ই বৈশাখ তারিখে লিখিত হইয়াছে।

৬৬ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি বাসুদের ঘোষ বিরচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস' কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩২৪ সাল ভূমিকা "তিনখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। ১ম ও ২য় পুথি দুইখানি চট্টগ্রাম আনোয়ারা গ্রামে আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান সারদাচরণ চৌধুরীর নিকট অনেক বৎসর পূর্বে এবং ৩য় পুথিখানি গৈড়ালা গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিন-চারি বৎসর পূর্বে পাওয়া গিয়াছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সেন বংশের বংশতালিকা

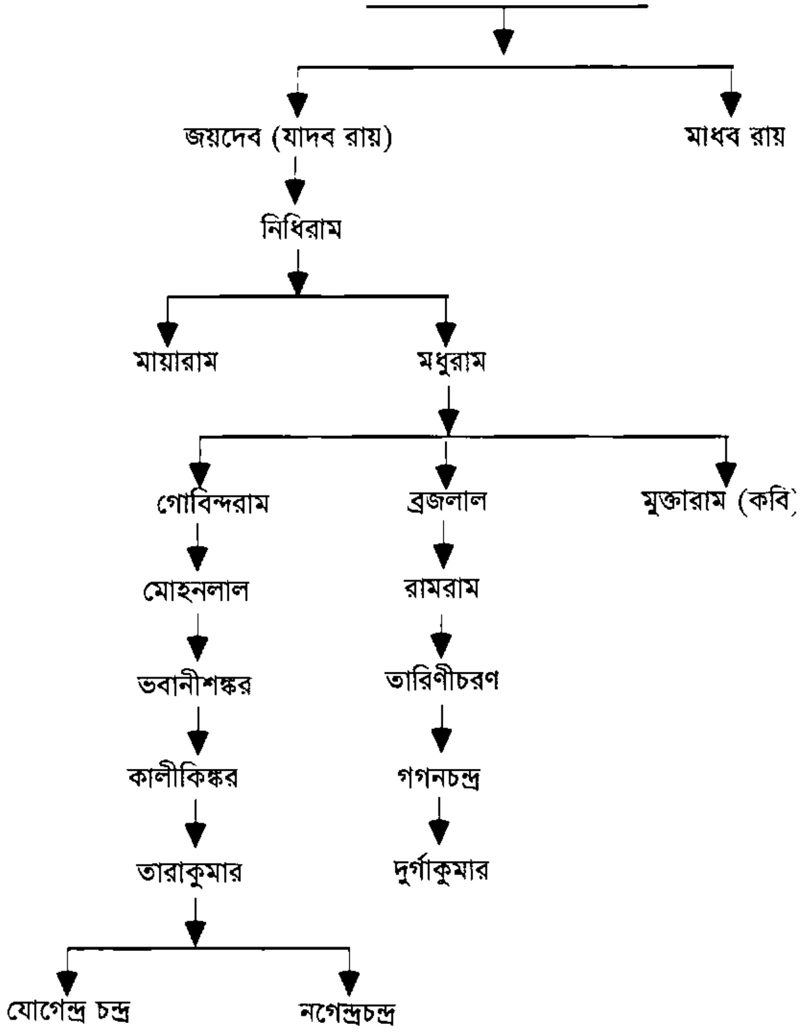

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন কবি নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত *রাধিকার মানভঙ্গ* [৬৭]। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে। তাঁর ভূমিকাংশ ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত।

সম্পাদক চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন, উক্ত সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন। তিনি পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠসমূহের সমন্বয় করেন।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Composite method-এ গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পাদটীকায় তিনি শব্দার্থ দিয়েছেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন কবি রামরাজা প্রণীত *মৃগলুব্ধ-সংবাদ* [৬৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে লালগোলারাজের অর্থে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

---

৬৭ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন কবি নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত 'রাধিকার মানভঙ্গ'। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদপত্রিকা ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

৬৮ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন কবি রামরাজা প্রণীত 'মৃগলুব্ধ-সংবাদ'-গ্রন্থটি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে লালগোলারাজদের অর্থে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Composite method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান। পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা দিয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা সম্পাদনার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর, *চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী*[৬৯] প্রথম ভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হতে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সংগৃহীত কবিকঙ্কণচণ্ডীর পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনা করেন। সম্পাদনায় সম্পাদক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তবে পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্র তিনি Transmitted method-কে গ্রহণ করেছেন। তিনি পাদটীকায় অর্থান্তর দেখিয়েছেন। তার আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*[৭০] দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনাকালে 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'র দ্বিতীয় খণ্ডের অবলম্বিত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত সংস্করণের কোন তথ্য তুলে ধরেন নি। সম্ভবতঃ তিনি Transmitted method সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যের অধিকারী।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণবিলাস*[৭১]। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় সম্পাদনায় অবলম্বন করেন রাখাল দাসের 'কৃষ্ণবিলাস সংস্করণ' এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সংগৃহীত 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসের' একখানি পাণ্ডুলিপি। সম্পাদকের সম্পাদনায় রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিকে অবলম্বন না করে Transmitted method-কে অবলম্বন করেন।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে (প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ গবেষণায় যে মনোগ্রাফ প্রস্তুত করেন তার শিরোনাম ছিল– *"Persian element in bengali a study of the language of the Bengali carya poems"*।[৭২] "এ নামে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৯-২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করেন। তাঁর এই গবেষণাকর্ম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়– *The origin and development of the Bengali Language*-নামে প্রকাশ করে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম গবেষণাপত্রে Vernacular method (ব্রিটিশ পদ্ধতি) কে অবলম্বন করেন।

গ্রন্থটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। দু'খণ্ডের প্রথম খণ্ডে Introduction এবং Phonology ও দ্বিতীয় খণ্ডে Morphology এবং Bengali Index নিয়ে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ১ম সংস্করণের ভুল-ত্রুটি নিয়ে তৃতীয় আর একটি খণ্ড supplementary volume-নামে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের Introduction-এ বৌদ্ধগান ও দোহার আলোচনা করেছেন ডঃ সুনীতিকুমার। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন– 'চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পদগুলিতে প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন। সরোহবজ্রের এবং কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষ দুটি পূর্বী অপভ্রংশ এবং 'ডাকার্নব'-এ পশ্চিমী অপভ্রংশের নিদর্শন পেয়েছেন। চর্যাগীতিগুলো শিথিলযোগ্য পাদাকুলক এবং চৌপাঈজাত ছন্দে রচিত। এই ষোলমাত্রার পাদাকুলক ছন্দ

---

৬৯ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডী, 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' প্রথম ভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ।

৭০ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৭১ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত কৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা পৃ. ২ রাখালদাস কাব্যতীর্থ ১৩০৭ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় বোধ হয়, কৃষ্ণবিলাসের খবর প্রথম বাহির করেন। ইহার বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহার আর একখানি পুথি সংগ্রহ করেন। এই শেষের পুথিখানি অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণবিলাস সম্পাদিত হইয়াছে।"

৭২ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – ODBL – 1919 Call.

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে বাংলা পদ্যছন্দ চতুর্দশপদাবলী ছন্দের পূর্বসূরী বলে তিনি মনে করেন। চর্যাগীতিগুলো তাঁর মতে সম্ভবত দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত। পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি বিচার করে তিনি আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাকে দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বলে ধারণা করেছেন এবং বিভিন্ন যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বিচারে তিনি প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (phonology) এবং রূপতত্ত্ব (morphology)-এর বিশদ আলোচনায় চর্যাগীতির প্রয়োজনীয়তার বিশ্লেষণ করেছেন।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কাব্যতীর্থ সম্পাদনা করেন মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী প্রথমখণ্ড *গীতাবলী* [৭৩]। গ্রন্থটি কোচবিহার সাহিত্য-সভা হতে খান চৌধুরী আমানাতুল্লা আহম্মদ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (১৯২০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদক গ্রন্থ সম্পর্কে কোন তথ্য ভূমিকায় প্রদান করেননি। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত জীবনগোস্বামীপাদ বিরচিত *সর্ব্বসম্বাদিনী* [৭৪] ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির হতে রামকমল সিংহ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (১৯২০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় নামমাত্র সম্পাদনা করেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বা সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করেন নি।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কাব্যতীর্থ সম্পাদিত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড *ক্রিয়াযোগসার* [৭৫] কোচবিহার-সাহিত্য-সভা হতে খান চৌধুরী আমানাতুল্লাহ আহমদ কর্তৃক ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (১৯২১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সংস্কৃতভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে তিনি গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেলেন বা সংস্কৃত গ্রন্থটির মূল বা মুদ্রিত সংস্করণ সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করেন নি। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* তৃতীয় খণ্ড [৭৬] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত সংস্করণ কোথায় পেলেন সে সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করা থেকে বিরত থেকেছেন। অনুমান করা যেতে পারে গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় Transmitted method -এ সম্পাদনা করেছেন।

তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিবল্লভ বিরচিত রসকদম্ব [৭৭] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হতে রামকমল সিংহ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় তিনখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থখানি সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি তিনখানি মালদহ জেলা থেকে উদ্ধার করেন এবং এটি ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি

---

৭৩ শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কাব্যতীর্থ সম্পাদিত করেন মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড 'গীতাবলী', কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

৭৪ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত জীবনগোস্বামীপাদ বিরচিত 'সর্ব্বসম্পাদিনী' ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

৭৫ শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কাব্যতীর্থ সম্পাদিত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড 'ক্রিয়াযোগসার', কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

৭৬ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' তৃতীয় খণ্ড 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

৭৭ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিবল্লভ বিরচিত 'রসকদম্ব', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, কলকাতা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনখানির ১ম খানিকে আদর্শ হিসাবে সম্পাদক গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুথির পাঠ পাঠান্তরে দেখিয়েছেন। কবি গ্রন্থশেষে রচনাকাল দিয়েছেন–

ফাল্গুনী ফাগুন ফাগু পৌষমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে।।
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক।। (পৃ.১/০ ভূমিকা)

সম্পাদকদ্বয় Huristices method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। পাদটীকায় পাঠান্তর শব্দার্থ ও টীকা দিয়েছেন এবং তার আলোচনাংশ মূল্যবান।

বাবু বিশেশ্বর ভট্টাচার্য, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদনা করেন *গোপীচন্দ্রের গান* [৭৮]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদকত্রয় প্রাপ্ত দুইটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তাঁরা Recensio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁদের গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে দেন জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* [৭৯] চতুর্থ খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি Transmitted method-এ সম্পদিত হয়েছে।

সম্পাদক মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত সংস্করণ কোথায় পেলেন, সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। এমন কি গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখেন নি।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত *সেক শুভোদয়া* [৮০] ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে হৃষীকেশ সিরিজ নামক পুস্তকশালায় কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদক ডঃ সুকুমার সেন প্রাপ্ত দু'খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদনায় তিনি Transalated method ব্যবহার করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান। পাদটীকায় তিনি ব্যুৎপত্তি ও অর্থান্তর দেখিয়েছেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'Les chants mystiques de kanua. Adrien Maisonmeuve' [৮১] -শিরোনামে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিলিট-এর গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন।

এখানে তিনি কাহ্নপা ও সরহপাদের দোহাকোষের পাঠ Vernacular method-এ গ্রহণ করে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং আলোচনাংশ বাংলা থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ উভয় কবিদের চর্যাগুলোর বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও গীতিছন্দ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেছেন চর্যার ভাষাই বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের ভিত্তিতে পাঠসংশোধন করেন। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত।

ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবি কাশীরাম দাস বিরচিত *মহাভারত* [৮২] (আদিপর্ব) সম্পাদনা করন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

---

৭৮ বাবু বিশেশ্বর ভট্টাচার্য, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'গোপীচন্দ্রের গান'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ।

৭৯ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' চতুর্থ খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৮০ ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'সেক শুভোদয়া', কলকাতা, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ।

৮১ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'Les chants mystiques de kanua. Adrien Maisonmeuve' প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮।

৮২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত মহাভারত, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা পৃ. ভূমিকা ১/০– "মহাভারতের যখন এই দশা তখন সাহিত্যপরিষদে গিয়া একদিন হঠাৎ শুনিলাম যে সেখানে সন ৯৮৫ সালের একখানি পুথি আছে।"

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে সংরক্ষিত ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত পাণ্ডুলিপি, কলকাতার বটতলার দু'খানি মুদ্রিত সংস্করণের মাধ্যমে নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর 'নির্ণীত পাঠ Transmitted method-এর অনুগ। শব্দার্থ, পাঠান্তর, টীকা-পাদটীকায় তুলে দিয়েছেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত বলরাম কবি শেখর বিরচিত *কালিকা-মঙ্গল* [৮৩]। গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মাত্র একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থখানা সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ভূমিকায় সম্পাদক কোন্ রীতিতে গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন সে সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। তবে সম্পাদকীয় ভূমিকায় ১১ জন 'কালিকা মঙ্গলের' কবির নাম উল্লেখ করেছেন। এই ধারার আদিকবি কঙ্ক, গোবিন্দ দাস (১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ), কৃষ্ণরাম দাস (সপ্তদশ শতক), মধুসূদন কবীন্দ্র, প্রেমানন্দ, বলরাম কবিশেখর, রামপ্রসাদ সেন, কবিরঞ্জন (অষ্টাদশ শতক), ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭৫২ খ্রিঃ), প্রাণরাম চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর দাস, গোপাল উড়ে (ঊনবিংশ শতক)। সম্পাদক মহাশয় Divinatio method ('স্বনির্ভর' মত)-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। এই পদ্ধতিতে সম্পাদক শব্দার্থ দিয়ে থাকেন, কিন্তু কোন পাঠ্যান্তর দিতে পারেন না। তিনি পাদটীকায় শব্দার্থ দিয়েছেন।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল* [৮৪]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক পরিষদে সংরক্ষিত দুইখানি পাণ্ডুলিপি নং ৭৯৮ পত্র- ২,৪, ৩, ৭ এবং ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বীরভূম জেলার সাইথিয়া নিবাসী পূর্ণানন্দ মহাশয় সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিখানি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। পুথি দু'খানির পাঠ যাচাই-বাছাই করে Transmitted method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। পাদটীকায় শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী দিয়েছেন। তার আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদনা করেন অজ্ঞাত কবি বিরচিত *শীতলা-মঙ্গল* [৮৫]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

ব্যোমকেশ মুস্তফী পাণ্ডুলিপিরসংগ্রাহক ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দিতেন। সম্পাদক ভারত ও বাংলাদেশ থেকে 'শীতলা-মঙ্গলের' পাঁচটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। সেই সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠ অবলম্বনেই তিনি সম্পাদিত গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' Individual method প্রস্তুত করেন। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পদ। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

চারু বন্দোপাধ্যায় কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত *শূন্য-পুরাণ* [৮৬] সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কলকাতা থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদিত গ্রন্থটির সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। গ্রন্থটি সম্পাদনায় তিনি কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেনি। সম্পাদক মহাশয় নগেন্দ্রনাথ বসু'র সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক শব্দার্থ ও টীকা পাদটীকায় দিয়েছেন।

---

৮৩ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখর বিরচিত 'কালিকা-মঙ্গল' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ। পৃ. ভূমিকা ।/৮-।/৯০।

৮৪ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

৮৫ ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত অজ্ঞাত কবি বিরচিত শীতলামঙ্গল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৮৬ চারু বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি রামাই বিরচিত 'শূন্যপুরাণ' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা। পৃ. বিজ্ঞাপন– "শূন্যপুরাণের প্রথম সংস্করণ- কর্তা প্রাচ্যবিদ্যমহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংস্করণ হইতে আমি প্রভূত সাহায্যে পাইয়াছি। ... শূন্যপুরাণের পুথিসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া সফলকাম হই নাই। ছাপা বই হইতেই যতদূর সম্ভব পাঠ স্থির করিয়াছি। এখনও অনেক গলদ রহিয়া গেল। আমার পরবর্তী সংস্কারকর্ত্তার উপর তাহা মার্জনা করিবার ভার রহিল।"

Dhaka University Institutional Repository

সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত *মনসা-মঙ্গল* [৮৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মালদহ জেলার সিমলা দুর্গাপুর গ্রাম থেকে মনসা-মঙ্গলের একখানি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপিটি ছিল খণ্ডিত। সম্পাদক প্রাপ্ত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Divinatio method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। কবি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন–

ঘোষাল রসাল বংশে গুণান্বিত সর্ব অংশে
রূপরায় চৌধুরীর পুত
জগত জীবন নাম নানাগুণে অনুপম
রচিল পাঁচালি অদভুত।
ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ি কুচিয়া মোড়াতে বাড়ি
মহারাজা প্রাণনাথের দেশে
জগত জীবন পদ চিলোক দগদ।
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির দেশ।

সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত কবি জগজ্জীবন বিরচিত *মনসা-মঙ্গল* [৮৮] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় তিনটি পাণ্ডুলিপি ও একটি মুদ্রিত সংস্করণ এবং খণ্ডিত বেহুলার পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। জলপাইগুড়ির এক স্কুলের পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে একখানা পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। ক. পশ্চিম দিনাজপুর থেকে সংগৃহীত মনসা-মঙ্গলের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন সাইজ ১৪.৫ × ৫, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সরবরাহকৃত একখানা প্রকাশিত সংস্করণকে সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিখানাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদক Transmitted method-কে অবলম্বন করেন। তবে তিনি পাদটীকায় শব্দার্থ দিয়েছেন। পাঠান্তর নামে আলাদা অধ্যায় করে গ্রন্থ আলোচনায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে প্রাচীন ও অর্বাচীনত্ব নির্ণয় করেছেন। খ. পুথির লিপিকাল ১২৭২ বঙ্গাব্দ। পুথির কয়েক স্থানে কাইথি অক্ষরে লেখা রয়েছে। পুথির লিপিকর বৈকুণ্ঠনাথ সাধু। নিবাস ভাড়না, পরগনা সোনাপুর, জেলা পুর্ণিয়া। গ. পুথির লিপিকাল ১৩০০ বঙ্গাব্দ। লিপিকর রাজকুমার শর্মা, নিবাস- সিমলা-দুর্গাপুর। সম্পাদকের সংগৃহীত পুথির লিপিকাল ১১৬৫ বঙ্গাব্দ, লিপিকার নরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-নিবাস গুলন্দর। পাণ্ডুলিপিতে কবির আত্মপরিচয়মূলক পুষ্পিকা রয়েছে।

"চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপম
বিরচিল জগতজীবন।।
ঘোষাল রসাল বংশে গুণান্বিত সর্ব্ব অংশে
রূপরায় চৌধুরীর পুত
জগত জীবন নাম নানাগুণে অনুপম
রচিল পাঁচালি অদ্ভুত।" (পৃ. ভূমিকা দ৯০)

সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান। আলোচনায় তিনি সহমরণ প্রথার প্রচলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন।

---

৮৭ সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত 'মনসা-মঙ্গল', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ।

৮৮ সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত কবি জগজ্জীবন বিরচিত 'মনসামঙ্গল', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদিত জগদানন্দ গোস্বামী বিরচিত *শ্রীশ্রীপ্রেম-বিবর্ত* [৮৯] চতুর্থ সংস্করণ কলকাতা থেকে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোথায় কোন্ ধরনের পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন তার কোন পরিচয় প্রদান করেন নি। গ্রন্থটি অনূদিত কিনা তার কোন উল্লেখ করেন নি? অনুমান করা যায় : হিন্দুধর্মের প্রচার ও জাগরণের জন্যই গ্রন্থটি নামেমাত্র সম্পাদিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা জগতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় নি। এটি Transmitted method-এ সম্পাদিত হয়েছে।

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদনা করেন জগবন্ধু ভদ্র সংকলিত *শ্রী-গৌরপদ-তরঙ্গিণী* [৯০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সংকলিত সংস্করণ ও পূর্ব সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বনে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি সম্পাদনায় Divinatio method অবলম্বন করেন। তিনি গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক পঞ্চদশ শতাধিক মহাজনপদাবলী গ্রহণ করেন এবং ভূমিকায় বৈষ্ণবসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেন।

এ পর্যন্ত সম্পাদিত হয়েছে মধ্যযুগের মধ্যভাগ থেকে শেষভাগের অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি। সম্পাদনার ১১৫ বছর পর নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। সম্পাদনা করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শাস্ত্রীর সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে চর্যাপদের সম্পাদনার পরিমণ্ডল। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথম দিকের কোন নিদর্শন আবিস্কৃত হয়নি। জনবরেণ্য পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া থেকে উদ্ধার করেন মধ্যযুগের একমাত্র আদিনিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পাণ্ডুলিপি।

পাণ্ডুলিপিসংগ্রাহক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদনা করেন মহাকবি বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন* [৯১]। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে কলকাতা থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

ডঃ সুকুমার সেন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কবি বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলের দুটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি, ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কবির মনসামঙ্গলের একটি প্রবন্ধ, যা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সপ্তগ্রাম'-শীর্ষক প্রবন্ধ এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের পরিচয়'-শীর্ষক আলোচনাংশ নিয়ে বিপ্রদাসের *মনসামঙ্গলের* উপরে বিশেষ আলোচনা করেন। এখানে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমীর দিন হতে নয় দিন কবির মনসামঙ্গল পাঠ করা হত।

ডঃ সুকুমার সেন বিপ্রদাসপ্রণীত *মনসামঙ্গলের* দ্বিতীয় পুথিতে প্রক্ষেপাংশটি চিহ্নিত করে দিয়েছেন–

---

[৮৯] সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদিত জগদানন্দ গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীশ্রী প্রেম-বিবর্ত', কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে, কলকাতা।

[৯০] মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত জগবন্ধু ভদ্র সংকলিত 'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী' কলকাতা ১৩৪১ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৬১-৬৩।

[৯১] 'বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; ১৩৪২ বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা। পৃ. সম্পাদকীয় বক্তব্য পৃ. ।৯০- "পুথির সন্ধান পাই। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে উহা পরিষদের জন্য আহৃত হয়। পুথির আকার ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″ ইঞ্চি। দু'ভাগ করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র, পুথি খণ্ডিত; পত্র সংখ্যা ৩–৮, ১০–১৫, ১৭/২–১৮, ১৯/২–৪০, ৪২–৮৮/১, ৮৯–৯৩/১, ৯৪–৯৭, ৯৮।১–১০৩, ১১২–১৪৪, ১৫২–২২৬। ১৫ পত্র পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি এবং তাহার পর হইতে ৭ পঙ্‌ক্তি করিয়া। সুখপাঠ্য নং হইলে ৬ অক্ষর সুন্দর ও সুগঠিত। পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট; ১৭৬/১, ২০৪–২০৭/১, ২১২ম ২১৭/২–২২২/১ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় হাতের লেখা এবং ৬০, ১১৫ সংখ্যক পাতা তৃতীয় হাতের লেখা ও পরবর্তী যোজনা মনে হয়। তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেকা। ৬/২, ৭৩/২ পৃষ্ঠার উপরে ফারসী মত কি লিখিত আছে। ৭৩/২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌ক্তি কায়েথী অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।"

Dhaka University Institutional Repository

"ভকতি সুকতি হয় যাহার সঙ্গে ॥
সাগরের পুত্রগণ অন্বেষণ অশ্ব।
কপিলের শালে তারা হইয়াছিল ভস্ম ॥
ভগীরথ ভাগীরথী আনিয়া অবনি।
পরশে পরমাপদ পাইল তখনি।
ত্রিভুবনে কেবা জানে গত্যার মহিমা ॥
কিঞ্চিৎ মহিমা বুঝি জানে গত্যাধির।
অদ্যাবধি আছে গত্যা মস্তক উপর ॥
দ্বিজ গুরু প্রণমহোঁ জনকজননী।
যাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনি ॥
ভাবুক সেবকে বর দেহ বিষহরি।
দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে কর জোড় করি ॥"

বিপ্রদাসের কাব্যটি প্রাচীন তাঁর যথাযোগ্য সূত্র ডঃ সুকুমার সেন তার আলোচনায় উল্লেখ করেছেন এবং ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন।

সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় প্রাপ্ত মাত্র একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক বিভিন্ন বাহ্য প্রমাণের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি Recensio method-এ সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করেন। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনাকর্মকে অবলম্বন করে পরবর্তী কালে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* সম্পাদনা বলয় সৃষ্টি হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদনা বলয়ের তিনি প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি বিপ্রদাস বিরচিত *মনসামঙ্গল* [৯২] সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা বঙ্গাব্দ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

কবি বিপ্রদাস ১৪১৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবি তার কাব্যে কাব্যরচনার তারিখ শকাঙ্কে দিয়েছেন–

---

[৯২] (ক) ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা পৃ. ৬৪
প্রথম পুথি–

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের সুলতান ॥

দ্বিতীয় পুথি–

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সকল পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের সুলক্ষণ ॥

ডঃ সেন সুলক্ষণ শব্দকে সুলতান করেছেন– অর্থনৈতিক কার্যে। তাই তিনি সংশোধন করেছেন।

(খ) আবদুল সাহিত্যবিশারদ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পত্রিকা পৃ. ২১-২৩ সন ১৩২০– "দত্তকপুকুর গ্রামের অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী ছোট জাগুলিয়া গ্রামের তিন পাতায় তিন পাতায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমীর দিন হইতে প্রায় নয় দিন ধরিয়া পাঠ করা হইত।"

(গ) পৃ. ৭২-৭৩, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা 'ওধানপুর' বোধ হয় বর্তমান উদ্ধারণপুর। 'উদ্ধারণপুর' হইতে 'ওধানপুর' হইতে পারে না। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে 'ওধানপুর' 'উদ্ধারণপুর' এইরূপ শুদ্ধীকৃত হইয়াছে। 'ইন্দ্রেশ্বর' ইন্দ্রাণীস্থিত দেবতা তাহা হইতে ইহা স্থানের নামও বুঝাইত। প্রথম বিবরণে 'ইন্দ্রাণী' নাম আছে। ইন্দ্রানীতে ইন্দ্রেশ্বর দেবতার উল্লেখ কবিকঙ্কণচণ্ডীতে আছে– 'ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বরের পূজায় কৈল দিয়া পুষ্পপানি। ১৯২৩ জৈনাব্দের (১৩৯২ বঙ্গাব্দে) একটি লিপিতে 'ইন্দ্রেস্থর' এই স্থাননামের উল্লেখ আছে।

বিপ্রদাস যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন তখন ধর্ম ঠাকুরের প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। অনাদ্য তখন দেবের দেব। স্বয়ং শিবও তাঁহার দর্শন লাভের প্রত্যাশায় বালুকার তীরে (?) অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তপস্যায় নিরত থাকেন। তবুও দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না। অপর কোন মনসামঙ্গলে ধর্ম ঠাকুরের এইরূপ প্রভাব বা প্রতিপত্তির উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ধর্ম ঠাকুর কর্তৃক জগৎসৃষ্টির উপাখ্যান স্মরণীয়। শূন্যপুরাণের তারিখ কি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ধর্মপূজার উল্লেখ যদিও প্রাচীনতম না হউক, তথাপি বিশেষ প্রাচীন ইহা ঠিক। ...পঞ্চদশ শতকের পুস্তক বলিয়া এবং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বলিয়া সম্পূর্ণ পুথি না পাওয়া গেলেও বিপ্রদাসের কাব্যের প্রাপ্ত অংশটুকুও প্রকাশের যোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের সুলতান।*
সিন্ধু = ৭, ইন্দু = ১, বেদ = ৪, মহী = ১ = ৭১৪১।

অঙ্কস্য বামাগতিতে হবে ১৪১৭ বঙ্গাব্দ। কবি বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্তের পরবর্তী কালের কবি এবং কবি কলকাতার বশিরহাট পরগনার ঘটগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

ডঃ সুকুমার সেন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কবি বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের ২টি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি, ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কবির মনসামঙ্গলের একটি প্রবন্ধ, যা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সপ্তগ্রাম'-শীর্ষক প্রবন্ধ এবং আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের পরিচয়' শীর্ষক আলোচনাংশ নিয়ে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের উপর বিশেষ আলোচনা করেন। এখানে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমীর দিন হতে নয় দিন কবির মনসামঙ্গল পাঠ করা হত।

কবি বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে যথেষ্ট প্রাচীনত্বের লক্ষণ বিদ্যমান। পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষার দাপটে সহজ, সরল শব্দগুলি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জটিলাকার ধারণ করেছে এবং এই কাব্যে ঐতিহাসিকতা বিদ্যমান। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের আলোচনাংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল প্রথম পুথি- "সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সকল পরিমাণ"। নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের সুলক্ষণ।" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ১৩৪০ বঙ্গাব্দ পৃ. ৬৪

২য় পুথি- "সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ের সুলক্ষণ।।"
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা পৃ. ২১-২২, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

ডঃ সেন 'সুলক্ষণ' শব্দকে সুলতান করেছেন অর্থবোধকার্যে- তাই তিনি সংশোধন করেছেন।

দত্তক পুকুর গ্রামের অব্যবহিত পাশ্ববর্তী ছোট জাগুলিয়া গ্রামের তিন পাড়ায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমীর দিন হতে প্রায় নয় দিন ধরে পাঠ করা হইত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদনা করেন *দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী* প্রথম খণ্ড [৯৩]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

'সম্পাদকীয় ভূমিকায় আলোচনা করে- দীন, হীন, দ্বিজ ও চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁদের সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ বেশ মূল্যবান। মণীন্দ্রমোহন বসু Emandatio method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* [৯৪] আদিকাণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে ১৯৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

---

৯৩ মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ১ম খণ্ড ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯৪ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ' আদিকাণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা পৃ. ৪- "আমাদের সংগঠিত পাঠে কি আমরা কৃত্তিবাসের মূল রচনার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি? আমাদের বিশ্বাস প্রাপ্ত পুথিগুলির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বর্তমানে কৃত্তিবাসের মূল রচনার যতদূর নিকটে যাওয়া সম্ভব, তাহা আমরা যাইতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু কৃত্তিবাসের ভাষার পুনরুদ্ধার কৃত্তিবাসের সমসাময়িক পুথির আবিষ্কার না হইলে হওয়া অসম্ভব। কালান্তরে ভাষান্তর অনিবার্য্য, বিশেষতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত সর্বত্র প্রচলিত কাব্যে। এই ভাষান্তরের ফলে সাধারণত শব্দের প্রাচীন রূপগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং ক্রিয়াবিভক্তির রূপগুলি বদলায়। ঠাট স্থলে সৈন্য করিলোঁ স্থলে করিলু, করিল ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের অবলম্বিত প্রাচীনতম পুথি ১০৫৫ সনের অর্থাৎ বর্তমান ১৩৪৩ সনে উহার বয়স প্রায় তিনশত বৎসর হইয়াছে। আমাদের সংগঠিত পাঠের ভাষা উহা অপেক্ষা প্রাচীনতর হওয়া অসম্ভব। বন্দনা পয়ারটি দু-পুথি হইতে গৃহীত। ঐ পুথি ১২৫৬ সনের নকল। কাজেই উহার ভাষার বয়স একশত বৎসরও নহে। প্রাচীনতর পুথির আবিষ্কার ভিন্ন কৃত্তিবাসের রচনার প্রাচীনতম রূপের পুনরুদ্ধার কি করিয়া হইবে? তাই আবার বলা দরকার কৃত্তিবাসের রচনার হাত পুনরুদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি কিন্তু তাঁহার ভাষা বর্তমানে অবিকৃত ফিরিয়া পাইবার কোন উপায় নাই।"

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক নলিনীকান্ত ভট্টশালী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা অফিসে সংরক্ষিত ১২নং (রামায়ণের আদিকাণ্ড) ১২৪নং (রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১ নং (অযোধ্যা কাণ্ড), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত K ৪৮৮ (লঙ্কাকাণ্ড) ৪৫২A, ৪৪৯A, ২৩৯৮A রামায়ণের পাণ্ডুলিপি এবং কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন।

সম্পাদক ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১০টি পাণ্ডুলিপি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে তিনি ক ও গ পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপি ও রামায়ণের সংস্করণের ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা করে (individual method-এ) (বিশেষ পদ্ধতিতে) 'পাঠ-নির্ণয়' করেন। সম্পাদক রামায়ণের পাণ্ডুলিপির প্রচলিত বানানের সংস্কার করে আধুনিক করার চেষ্টা করেছেন। তার গৃহীত বানান নিয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'মানসী'-পত্রিকায় সমালোচনা করেছেন। ভট্টশালী বানানে আধুনিকতা আনয়ন করে মূল পাণ্ডুলিপিকে আটপৌরে করেছেন। গ্রন্থটি তার আসল রূপ হারিয়েছে। যা একজন সম্পাদকের কাজ নয়। সম্পাদক রামায়ণের প্রচলিত সংস্করণেও প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন *শ্রীপদামৃতমাধুরী* [৯৫] ৪র্থ খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রবাসী পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় কলকাতা থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় বিভিন্ন সংস্করণ ও বিভিন্ন উৎস থেকে পদগুলো সংগ্রহ করেন এবং সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকদ্বয় পাদটীকায় টীকা-টিপ্পনী দেখিয়েছেন। তবে পাদটীকায় পাঠভেদ দেখানো উচিত ছিল। তাঁরা Transmitted method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনা *শ্রীপদামৃত-মাধুরী* [৯৬] তৃতীয় খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় বিভিন্ন উৎস ও বিভিন্ন সংস্করণ থেকে পদগুলো সংগ্রহ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তাঁরা পাদটীকায় পাঠ-বিচ্যুতি বা পাঠ-সংশোধন পদ্ধতি কোথাও তুলে ধরেন নি। কেবল তৃতীয় খণ্ডে কয়েকটি মুখ্যপালা সংযোজন করেছেন। সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক রীতিকে অবলম্বন না করে Transmitted method-কে অবলম্বন করেন।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদনা করেন *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* ৫ম খণ্ড [৯৭]। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি এবং বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠনির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ কবি ঈশান নাগর বিরচিত *শ্রীশ্রী অদ্বৈত প্রকাশ* [৯৮] সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ-কলকাতা থেকে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেয়েছেন, তার কোন তথ্য তিনি প্রদান করেন নি। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদক গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা লেখেন নি।

---

৯৫ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীপদামৃতমাধুরী', ৪র্থ খণ্ড ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পৃ. ভূমিকা ৫ "পদাবলী অর্থ-বোধে যেখানেই বাধা অনুভব করিয়াছি, সেখানেই ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সংযোজন করিয়াছি। অনেক সময়ে পাঠ বিকৃতির গতিকে অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে।"

৯৬ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীপদামৃতমাধুরী', কলকাতা, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ভূমিকা "বর্তমান খণ্ডে কয়েকটি মুখ্য পালা সংযোজিত হইল। যথা শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা শ্রীরাধিকার জন্ম, বাৎসল্য ও সখ্যরস, দান, নৌকাখণ্ড, উত্তর গোষ্ঠ, মুররী শিখা, ঝুলন, রাসলীলা, কুঞ্জভঙ্গ, বসন্ত, পঞ্চমী, হোলি, ফুলদোল ইত্যাদি।

৯৭ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' ৫ম খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৯৮ মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত কবি ঈশান নাগর বিরচিত 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ', ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, সম্পাদনা করেন *শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী* [৯৯] দ্বিতীয় সংস্করণ। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে পদগুলো সংগ্রহ করেন। তিনি পাদটীকায় পাঠান্তর দেখান নি। সম্পাদক Transmitted method -এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদনা করেন কবি ভবানন্দ বিরচিত *হরিবংশ* [১০০]। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় ছয়খানা (৬) প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটির সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোকে ক, খ, গ, ঘ, চ ও ছ সাংকেতিক চিহ্নে বিভক্ত করেন। পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠভেদ লক্ষ্য করে 'ক ও খ' পাণ্ডুলিপিদ্বয়কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে লিপিকরদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। পরশুরাম দেব, বিজয়রাম চন্দ্র, কন্দর্পনারায়ণ দত্ত, শিবরাম ঘোষ, টেকচন্দ্র দেব, পঞ্চানন বাগী, বলরাম দাসঅশ্ব, হরভল্লব দেবদাস, দেবীদাস দত্ত, রামদত্ত, কালাচান্দ কাঅস্য, কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণ, সুখদেব, দেবদাস এঁরা ছিলেন লিপিকর।

সম্পাদিত গ্রন্থটি Emandatio method-এ (পদ্ধতিতে) সম্পাদনা করেছেন। নির্ণীত পাঠ Emandatio text হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সম্পাদক মহাশয় 'প্রক্ষিপ্ত পাঠকে' চিহ্নিত করে পাঠান্তরে দেখিয়েছেন। প্রাপ্ত পাঠের বিকৃতি ও বিচ্যুতিকে অপসারণ করেছেন। সম্পাদক মহাশয় গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। একজন দক্ষ সম্পাদকের মত গ্রন্থটি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটির ভূমিকাংশ উল্লেখযোগ্য।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *চণ্ডীদাসের পদাবলী* [১০১] প্রথমখণ্ড। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে আশ্বিন ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহ এবং ডঃ নীলরতন সেনের সংগ্রহশালার পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকদ্বয় Transmitted method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁদের আলোচনাংশ মূল্যবান।

অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদনা করেন কবি দীন *চণ্ডীদাসের পদাবলী* [১০২] প্রথম খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মণীন্দ্রমোহন বসু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে সংরক্ষিত ১৯৪৯-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ২৩৮৯ এবং ২৯৪ নং পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদনায় যুক্ত হন। তবে সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন।

---

৯৯ মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১০০ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত কবি ভবানন্দ বিরচিত হরিবংশ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃ. ভূমিকা ।।/০-।।৯০- "বিস্তৃত তুলসী উপাখ্যানটি 'ক ও গ' দুইখানা পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। উহা যে ভবানন্দের উৎকৃষ্ট রচনা তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যেভাবে ঐ উপাখ্যানটা হরিবংশের মধ্যে গোঁজামিল দেওয়া হইয়াছে, তাহা একান্তই হাস্যজনক অক্ষমতার ও অরসজ্ঞতার পরিচায়ক। সুতরাং আমরা প্রাচীনতম 'গ পুথিতে ও ক পুথিতে পালাটী পাওয়া সত্ত্বেও খ, ঘ ও ছ পুথির প্রমাণ অনুসারে উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য করিয়া উহাকে পরিশিষ্টে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছি। ... প্রত্যেকটা শ্লোক ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও পালার সংখ্যা এত অধিক যে আমাদিগকে তুলনা করিয়া লইতে হইয়াছে। পুথিগুলির পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও পালার সংখ্যা এত অধিক যে, আমাদিগের গৃহীত পাঠ ও রূপান্তর ও কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মূল হইতে বর্জ্জিত করি নাই। পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করার পোষকতায় সকল কারণ সর্ব্বত্র দর্শাইতে হইলে, কেবল পাঠ বিচার দ্বারাই একখানা বৃহৎ গ্রন্থ পূর্ণ করা যাইত। উহা অসম্ভব বলিয়া কেবল বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলেই পাঠান্তরে সংক্ষিপ্ত পাঠবিচার দেওয়া হইয়াছে।"

১০১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রথম খণ্ড, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা। ভূমিকা পৃ. ।৯০-।৯০ "পদের পাঠ নির্ণয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পুথির সাহায্য পাইয়াছি। যে পাঠ সঙ্গত মনে হইয়াছে, তাহাই মুল পদে রাখিয়াছি, অপরাপর পাঠ পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। কোন পদেই কল্পিত পাঠ গ্রহণ করি নাই।"

১০২ মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রথম খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ভূমিকা ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

সুধীরচন্দ্র রায় ও অর্পণা দেবী যৌথভাবে সম্পাদনা করেন *কীর্ত্তন-পদাবলী* [১০৩]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতার শান্তিরঞ্জন প্রেস থেকে জন্মাষ্টমী ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় 'কীর্ত্তন-পদাবলী'র পাণ্ডুলিপি কোথায় পেলেন সে সম্পর্কে কোন পরিচয় তুলে ধরেন নি। Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেছেন। পাদটীকায় শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী পর্যন্ত প্রদান করেন নি।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি রামদাস আদক বিরচিত *অনাদি-মঙ্গল* বা *শ্রীধর্ম্ম-পুরাণ* [১০৪]। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় আদি-মঙ্গল বা ধর্ম্ম-পুরাণের মুদ্রিত সংস্করণ ও প্রাপ্ত ২ খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি প্রাপ্ত কোন একটি পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে; প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করে, সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। পাঠান্তর, টীকা-টিপ্পনী পাদটীকায় প্রদান করেন নি। সম্পাদক গ্রন্থের রচনার তারিখ তুলে দিয়েছেন—

বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষ আই দিবস তাহার
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে।
প্রথম প্রচার গীত যাঁহার দুয়ারে॥ (পৃ.ভূমিকা ১।৯০)

তাতে হয় বেদ ৪, বসু ৮, তিনবাণ ৩ × ৫ = ১৫ একত্রে হয় গতিতে ১৫৪৮ শকাব্দ, ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী দিনে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীপদ নবীনকৃষ্ণ সম্পাদিত নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত *শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর* [১০৫]। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক কয়েকটি মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক পাদটীকায় পাঠান্তর, টীকা-টিপ্পনী দেখান নি। তিনি সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখেন নি। গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি মুদ্রিত সংস্করণ থেকে Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত *শ্রীপদামৃত মাধুরী* [১০৬] দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় সম্পাদিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত সংস্করণ কোথায় পেয়েছেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় সম্পাদকদ্বয় প্রাপ্ত সূত্র থেকে Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদক পাঠান্তর ও টীকা-টিপ্পনী পাদটীকায় প্রদান করেন নি। এমন কি ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি। সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিতে গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ সম্পাদনা করেন কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ *অন্নদামঙ্গল* [১০৭]। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় কবি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের সংগৃহীত কবিতাবলী অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তাঁরা সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেননি। প্রাপ্ত কবিতাবলী অবলম্বনে Transmitted method-এ 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী তুলে দিয়েছেন।

---

১০৩ সুধীরচন্দ্র রায় ও অর্পণা দেবী সম্পাদিত কীর্ত্তনপদাবলী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ কলকাতা।

১০৪ কবি রামদাস আদক বিরচিত 'অনাদি-মঙ্গল বা শ্রীধর্ম্ম-পুরাণ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা।

১০৫ নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত 'শ্রী শ্রী ভক্তিরত্নাকর', ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১০৬ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত শ্রীপদামৃত মাধুরী, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা।

১০৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ 'অন্নদামঙ্গল' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে)।

Dhaka University Institutional Repository

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত *মনসা-মঙ্গল* [১০৮] প্রথম খণ্ড, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদনায় ৪৪ খানি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও একখানি মুদ্রিত সংস্করণ সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। সম্পাদকের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো খণ্ডিত। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ২২ খানা পাণ্ডুলিপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, ১৫ খানা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে, ৫ খানা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে, ১ খানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে, ১ খানা বরাহনগর পাঠবাড়ী পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। মুদ্রিত সংস্করণটি সচ্চিদানন্দ সংগ্রহশালার সম্পদ। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর প্রাপ্ত পাঠ সমন্বয় করে Composite method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। কবি কীভাবে কাব্য রচনার আদেশ পান তা বর্ণনা করেছেন, গ্রন্থরচনাকাল নির্দেশ করেছেন।

রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই
নাম তার ভারামল্ল।
তিনি দিলেন ফুলপান আর তিনখান গ্রাম
লিখাপড়া বসতির স্থান।। (পু. পৃ. ১৫)

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কবি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সম্পাদক পরিশিষ্টে ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার পুস্তক, স্থাপনা পালা ও মনসার জন্ম, কপিলা পালা, চাঁদের মহাজ্ঞানহরণ পালা, চণ্ডীর ডোমনী বেশে মহাদেবকে ছলনা, বদলের দ্রব্য- বিবরণ, লক্ষ্মীর বন্দনাংশ দেখিয়েছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ তথ্যবহুল, ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত *বৈষ্ণব-পদাবলী* [১০৯] তৃতীয় সংস্করণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকবৃন্দ সম্পাদনা করতে গিয়ে কোথায় পাণ্ডুলিপিগুলো পেয়েছেন তার কোন বিবরণ প্রদান করেন নি এবং কোন্ রীতিতে সম্পাদিত গ্রন্থের 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেছেন, তা বলেননি। অনুমান করা যায়, পূর্ব সংস্করণ থেকে হুবহু গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে সম্পাদকবৃন্দ Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বৈষ্ণব-পদাবলী' পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারার্থে সম্পাদিত হয়েছে।

ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদনা করেন সু-কবি নারায়ণ দেব রচিত *পদ্মা-পুরাণ* [১১০]। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৬১০১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি এবং সম্পাদিত সংস্করণ ও প্রাপ্ত একখানা খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন।

সম্পাদক ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত গ্রন্থটির পাঠগ্রহণের ক্ষেত্রে Transmitted method অনুসরণ করেন। পাদটীকায় শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনী তুলে দিয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদনা করেন কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত *অন্নদামঙ্গল* [১১১]

---

[১০৮] যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কেতকাদাস প্রেমানন্দ বিরচিত 'মনসা-মঙ্গল' প্রথম খণ্ড, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১০৯] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং নগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

[১১০] ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত সুকবি নারায়ণ দেব রচিত 'পদ্মাপুরাণ', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ভূমিকা দ০ "এই পুথিখানি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। ইহা খণ্ডিত। পুথিখানিতে প্রথম পত্রাঙ্ক থাকিলেও মনে হয় যেন অকস্মাৎ মাঝখান হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালা পুথিশালায় রক্ষিত ৬১০৮-সংখ্যক পুথি হইতে কিয়দংশ নিয়ে আমাকে বর্তমান পুথি সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছে। অথচ এই ৬১০৮-সংখ্যক পুথির অবস্থাও একইরূপ।"

[১১১] ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ভূমিকা পৃ. ৩২ "গৃহীত পাঠ ব্যতীত অন্যান্য পাঠ পাদটীকায় নিরূপিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথি ও সংস্করণের ভণিতার পাঠ প্রায়শই ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আমাদের অনুসৃত 'বি' অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্করণের পাঠই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।"

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ভাগ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, ২৪০/১ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মাঘ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) এটি প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে ছয়টি (৬) পাণ্ডুলিপি এবং একটি প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে Transmitted method-এ এর 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। পাঠগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদকদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্করণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সম্পাদক পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা তুলে ধরেছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিরচিত *গ্রন্থাবলী* [১১২] দ্বিতীয়ভাগ। সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে ভাদ্র-১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় প্যারিসে ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারের ভারতীয় পুথিসংগ্রহের মধ্যে সংরক্ষিত ১১৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপি, বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৮৮৮-সংখ্যক বিদ্যাসুন্দরের পুথি, বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত ১৪০১-সংখ্যক বিদ্যাসুন্দরের পুথি, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ, ১২২৮ বঙ্গাব্দে লিখিত ও বর্দ্ধমানে প্রাপ্ত অন্নদামঙ্গলের পুথি, সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৯৫৪ নং পুথি, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে শিয়ালদহ পীতাম্বর সেনের যন্ত্রণালয়ে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রকাশিত অন্নদামঙ্গল অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠকে গুরুত্ব দিয়ে গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকদ্বয় Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁদের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী* [১১৩] প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬ থেকে ভাদ্র ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে তাঁদের গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। নড়াইল নিবাসী সুকুমার দত্তের সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংরক্ষিত ৯৫৪ নং-পুথি, ১৪০১ নং পুথি, প্যারিসে ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ১১৯১ নং পুথি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮৮৮ নং পুথি, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রকাশিত অন্নদামঙ্গল, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে পীতাম্বর সেনের মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গল, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল', ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক প্রকাশিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ অবলম্বনে ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রথম সংস্করণ সম্পাদিত হয়। সম্পাদনাকালে সম্পাদকবৃন্দ সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। তারা রসমঞ্জরীর পাঠকে Transmitted method-গ্রহণ করেছেন। তবুও এ সম্পাদনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদকবৃন্দ 'রস-মঞ্জরী'র প্রচলিত পাঠকে অনুসরণ করেছেন। সম্পাদকদ্বয়ের আলোচনাংশ তথ্যসম্বলিত ও গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত কবি মালাধর বসু বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* [১১৪] কলকাতা

---

[১১২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির কলকাতা থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা পৃ. ২৫-২৬।

[১১৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' কলকাতা ১৩৫০ বঙ্গাব্দ পৃ. ভূমিকা ৩৫ "রসমঞ্জরী মুদ্রণকালে আমরা প্রচলিত পাঠই অনুসরণ করিয়াছি।"

[১১৪] অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত কবি মালাধর বসু বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ, ভূমিকা কবির পরিচয় পৃ. ১ "চৈতন্যচরিতামৃতে বসু রামানন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব গুনরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের যে গুণগান করিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে গুণরাজ খান কুলীন গ্রামের বসু বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন–

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লইয়া।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।।
নান্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৫ খানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে পাণ্ডুলিপি খানাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সে গ্রন্থখানি মালাধর বসু'র কাব্য রচনার অনেক পরে লিখিত। তিনি বিভিন্ন পুথির সাথে মিলিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। পাঠকসমাজে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি তৎকালীন রাজা কর্তৃক 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত হন। চৈতন্য দেব গুণরাজখানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। গ্রন্থটির রচনাকাল পেয়েছেন স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়—

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।। (ঘ-পুথি,পৃ.২১৭)

কবি মালাধর বসু নিজের উপাধি সম্পর্কে বলেছেন–

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।" (শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১১ পৃ.)

সম্পাদক ভূমিকায় গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার আলোচনাংশ মূল্যবান ও প্রশংসার দাবীদার।

নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ সম্পাদনা করেন মালাধর বসু গুণরাজ খান মহোদয় বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* [১১৫]। গ্রন্থটি মঞ্জুষা ওয়ার্কস ৪৮/১ শঙ্খনিধি রোড, ঢাকা থেকে শচীনাথ রায় চৌধুরী ১৩৫২ বঙ্গাব্দে (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক নন্দলাল-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৭৪৪ নং পাণ্ডুলিপি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ নং পাণ্ডুলিপি, রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংরক্ষিত ১২২৮ নং পাণ্ডুলিপি এবং প্রাপ্ত বিভিন্ন খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত গ্রন্থটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদক Emendatio method অবলম্বন করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

নন্দলাল সম্পাদিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রণীত *শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী* [১১৬] ময়মনসিংহ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় পূর্বের কয়েকটি সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। অনুমান করা যায়, সম্পাদক সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিকে অবলম্বন করেন নি। তিনি Transmitted method -এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত সংস্করণগুলোর কোন পরিচয় প্রদান করেন নি।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত *মনসা-মঙ্গল* [১১৭] প্রথম খণ্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।।
তোমার কী কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।।
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৫ নং)

কবি মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের আদেশে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলে গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থটি প্রথম রাজাদেশে রচিত হয় এবং কবি গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত হন। এর পূর্বের রচিত সাহিত্য ছিল রাজপৃষ্ঠপোষকতাহীন। স্ব-উদ্যোগে মানুষ সাহিত্যচর্চা করেছে।"

১১৫ নন্দলাল সম্পাদিত মালাধর বসু বিরচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ঢাকা ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ নিবেদন পৃষ্ঠা ।৯।০ "ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ৭৪৪নং পাণ্ডুলিপি, খ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথি নং ১২২৮, গ. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পুথি নং ২৬৬৮ এবং ঘ. শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত গ্রন্থ।"

১১৬ নন্দলাল সম্পাদিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রণীত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'; ময়মনসিংহ, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

১১৭ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানান্দ বিরচিত 'মনসা-মঙ্গল' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ, ভূমিকা পৃ. "এমন একখানি পুথিও পাই নাই যাহাতে পরপর দুইটি সম্পূর্ণ পালা আছে, এরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থে যে পর্যায়ে পালাসমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা কোন আদর্শ পুথি হতে গৃহীত হয় নাই।"

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৯ খানি প্রাচীন পুথি অবলম্বনে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্মে যুক্ত হন। তিনি প্রাপ্ত কোন একটি পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ কোন পাণ্ডুলিপিই সম্পূর্ণ নয় এবং ২টির বেশি পালা পাওয়া যায়নি। অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্পাদক যথেষ্ট ত্যাগ ও পরিশ্রম সহ্য করে Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদকের লিখিত ভূমিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পাদনাংশ প্রশংসার দাবীদার। তিনি পাদটীকা শব্দার্থ ও পাঠান্তর দেখিয়েছেন।

পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদনা করেন ভীমসেন বিরচিত *গোর্খ বিজয়* [১১৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-কলকাতা থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক পঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের পুথিশালায় সংরক্ষিত ১২৬৩ সালে অনুলিপিকৃত ১৪.৮″ × ৪.৯″ আয়তনের পাণ্ডুলিপি এবং ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী-'মীনচেতন', আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের 'গোরক্ষবিজয়' এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ১৬০৬ নং পাণ্ডুলিপির সাথে সমন্বয় করে তুলনামূলক পাঠ নির্ণয় করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নির্ণীত পাঠ Composite method-এর অনুগ। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। পাদটীকায় তিনি শব্দার্থ ও পাঠান্তর দেখিয়েছেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী* [১১৯]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি রেনেসাঁস প্রিন্টার্স-ঢাকা থেকে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদক ৫টি পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের সংগৃহীত দুইটি এবং একটি বাংলা বাজার সংস্কারণ ও একটি হিন্দী সংস্করণ। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মুলতঃ মূল হিন্দীর সাহায্যে ও বাংলা বাজার সংস্করণ সংশোধিত করে 'গৃহীত পাঠ' প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নয়। পরবর্তী সংস্করণে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি, সুলতান আহমদ ভূইয়া সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমীর ভূতপূর্ব মহা-পরিচালক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি, বাংলা বাজার সংস্করণ, হিন্দী ও উর্দু সংস্করণ এবং অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' অবলম্বনে Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থটির পাঠ নির্ণয় করে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠে ১৩৭৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির আলোচনাংশ মূল্যবান। সম্পাদক পাদটীকায় শব্দার্থ, পাঠান্তর নির্দেশ করেছেন।

নগেন্দ্রনথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত *বিদ্যাপতির পদাবলী* [১২০] কলকাতা থেকে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) শরৎকুমার মিত্র প্রকাশ করেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদকদ্বয়কে বিদ্যাপতির পদাবলীর স্ব-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করেন। নেপাল থেকে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পাণ্ডুলিপি, রামভদ্রপুর থেকে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পাণ্ডুলিপি এবং নগেন বাবু সরবরাহকৃত তালপাতার পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটির সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকদ্বয় Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

কালীমোহন বিদ্যারত্ন সম্পাদনা করেন *কীর্তন-পদাবলী*র[১২১] 'চতুর্থ সংস্করণ' তারাচাঁদ দাস এ্যান্ড সন্স কলকাতা থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৬০ বঙ্গাব্দে (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক বিভিন্ন সংস্করণ গ্রন্থ থেকে 'কীর্তন-পদাবলী' সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। গ্রন্থের পাদটীকায় শব্দার্থ দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনা করেন

---

[১১৮] পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেন বিরচিত 'গোর্খবিজয়' বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১ম অংশ "... প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে তুলনামূলক বিচার ও বিস্তৃত ভূমিকা।"

[১১৯] ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত আলাওল বিরচিত 'পদ্মাবতী' ঢাকা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

[১২০] খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

[১২১] কালী মোহন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'কীর্তনপদাবলী' চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাপতি শতক [১২২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে আশ্বিন ১৩৬১ বঙ্গাব্দে (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) রেনেসাঁস প্রিন্টার্স প্রকাশ করে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে পদাবলী ছন্দের অনুকরণে পদ্যানুবাদ করেন, 'বিদ্যাপতির খাঁটি পদ ও পদের রূপ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে Vernacular method-কে অবলম্বন করেনে। তাঁর গৃহীত পাঠ প্রশংসার দাবীদার এবং আলোচনাংশ ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারার্থে পদাবলী ছন্দের অনুকরণে পদ্যানুবাদ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতি পদাবলী* [১২৩]। সম্পাদিত গ্রন্থটি 'চর্যাগীতি পদাবলী' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, ৯ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থটি সম্পাদনায় পূর্ববর্তী সম্পাদক ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তিব্বতী অনুবাদক প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সম্পাদিত গ্রন্থ সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। তিনি মূল পাণ্ডুলিপির ফটোকপি ডঃ শ্রীমান নারার কাছ থেকে সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখেছেন। কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নি। সম্পাদক পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে Transmitted method-কে অবলম্বন করেন। ডঃ সুকুমার সেন পূর্ববর্তী সম্পাদকদের মতামতকে মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি চর্যাগীতিগুলির সঙ্গে 'দোহাকোষ দুটি ও ডাকার্নবকে' পুরোপুরি বাংলা বলে গ্রহণ করেন নি। সম্পাদকের আলোচনংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *Buddist Mystic Songs* [১২৪] রেনের্সাস প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অবলম্বন করেন ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণো বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা', A Transcription of the original copy preserved in the Asiatic Society of Bengal, The Sanskrit commentray the tibetan verson। সম্পাদক মহাশয় Palaeographical method-এ গ্রন্থটির 'আদিম পাঠ' নির্ণয় করেন। পাঠনির্ণয় ও পাঠগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদক যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিতে আর একটি নতুন মাত্রা যোজনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে Palaeographical method-এ ইতোপূর্বে কোন মনীষী গ্রন্থ সম্পাদনা করেননি। সম্পাদিত গ্রন্থটি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পাদকের সম্পাদনা পদ্ধতি ও আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ আলাউল বিরচিত *তোহফা* [১২৫] সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি বাঙলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য-পত্রিকা' প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত- ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ 'তোহফা'র ছয়খানি (খণ্ডিত) পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পারস্পরিক সমন্বয় করে 'যৌগিক পাঠ' (Composite text) গ্রহণ করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা প্রশংসার দাবীদার। গ্রন্থটিতে কবি রচনাসমাপ্তিকাল তুলে ধরেছেন–

---

১২২ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত বিদ্যাপতি শতক, ঢাকা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। পৃ. ভূমিকা "আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজের ব্যবহারের জন্য আমি পদাবলীর ছন্দ অনুকরণ করিয়া পদ্যানুবাদ করিয়াছি ... যতদূর সম্ভব আমি বিদ্যাপতির খাঁটি পদ ও পদের ভাষা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

১২৩ ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যানীতি পদাবলী' কলকাতা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা নিবেদনাংশ "পাঠে কোন হস্তক্ষেপ করি নাই। পুঁথির কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি দেওয়া হইল... মূল পুথির ফটো প্রতিলিপি আমি ডঃ শ্রীমান নারার সৌজন্যে ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।"

১২৪ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত Buddist Mystic Songs- Dacca 1960. Preface page No (ii) "The Buddist Mystic Songs was reprinted as a book by the Bengali literary society department of Bangali university of karachi in 1960. at the instance of Mr. Syed Ali Ahsan. The Then Head of the Department as it was included in the syllabus of studies of the universities of Karachi, Dacca and Rajshahi.

১২৫ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত আলাউল বিরচিত 'তোহাফা', সাহিত্যপত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ভূমিকা ১২৮-১৩০।

পুস্তক সমাপ্ত সন্ধসন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রাঘাধির লও পরিমাণ।।
পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দস দিন সমবার।
সম্মুখে বরাত নিসি সুর জোগ সার,
তরুণ ওরুণ সমে বোল দুই জাম।
তত উপদেস এহি পুস্তকের নাম।
মগদের সন সক্ষাবুঝহ নিন্যএ।
রিতু জোগ অম্র এক বসন্ত-সমএ।। (পৃ. ১২৯)

মুসলমানি সন : রাম-৩, সিন্ধু-৭, নবধিক-১০। অঙ্কস্য ব্যামাগতি নিয়মে ১০৭৩ বা ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১৪ই সাবান বা ২৪শে ফাল্গুন ১০২৬ মঘী হয় ১০ই মার্চ ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ।

ডঃ আহমদ শরীফ দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫২০-৩২ খ্রিস্টাব্দ) এবং সাবিরিদ খান (১৫১৭-৮৫ খ্রিস্টাব্দ) বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর*[১২৬] গ্রন্থটি বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত শ্রীধর বিরচিত দুখানি পাণ্ডুলিপি এবং সাবিরিদ খান বিরচিত একখানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকHuristices method-এ গ্রন্থটির নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন এবং সম্পাদক বারোজন কবির নাম প্রকাশ করেন দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান, কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, বলরাম, গোবিন্দ দাস, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত, রামপ্রসাদ, কবীন্দ্র চক্রবর্তী ও নিধিরাম।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বিদ্যাসুন্দরের চারজন কবির নাম আবিষ্কার করেছেন।

বিদ্যাসুন্দর
↓
দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ | সাবিরিদ খান | গোবিন্দ দাস | নিধিরাম আচার্য

সম্পাদক দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খান প্রায় সমসাময়িক কালের লোক ছিলেন। উভয়ের বিদ্যাসুন্দরই অনুবাদ কাব্য। উভয়ের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে ঐক্য বেশী। ফলে বলা যায়, উভয়ে একই কাব্য অবলম্বন করে অনুবাদ করেছেন। সম্পাদক ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত সম্পাদনা করেন কবি পরশুমরামের *কৃষ্ণ-মঙ্গল*[১২৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় মাত্র দু'খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত দু'খানি পাণ্ডুলিপির একখানি সম্পূর্ণ ছিল; অপরখানি ছিল খণ্ডিত। সম্পূর্ণ পুথিখানাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। সম্পাদক আদর্শ-পাণ্ডুলিপির পাঠকে হুবহু গ্রহণ করে সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ Transmitted method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা দিয়েছেন।

ধীরানন্দ ঠাকুর সম্পাদনা করেন কবি জগদানন্দ বিরচিত *পদাবলী*[১২৮]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা-৬ থেকে বুকল্যান্ড লিমিটেড ১৩৬১ বঙ্গাব্দে (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেননি। তিনি কালিদাস নাথ সম্পাদিত সংস্করণ, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনাকর্ম সম্পাদন করেন। তিনি Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ নির্ণয় করেন। তিনি সম্পাদনায় নতুনত্ব কিছুই দিতে পারেন নি। এটি একটি নতুন সংস্করণ মাত্র।

---

[১২৬] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত বিদ্যাসুন্দর, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

[১২৭] নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত সম্পাদিত কবি পরশুরামের 'কৃষ্ণ-মঙ্গল' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ভূমিকা ।।৶০- "আমার দুই পুঁথি। একখানি আমার বহরমপুরের বাড়ীতে ছিল, এখানি সম্পূর্ণ ১২½″ × ৪½″ নকলের তারিখ ১২১৫ বঙ্গাব্দ। অপর পুঁথিখানি আমার সংগৃহীত ও খণ্ডিত।"

[১২৮] ধীরানন্দ ঠাকুর সম্পাদিত কবি জগদানন্দ বিরচিত 'পদাবলী' কলকাতা-৬ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) পৃ. নিবেদন "জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলীর একটি নোতুন সংস্করণ প্রকাশ পেল।"

যোগিলাল হালদার সম্পাদিত কবি রামেশ্বর বিরচিত *শিবায়ন* [১২৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক যোগিলাল হালদার সত্যনারায়ণ সম্পাদিত ১১৬২ বঙ্গব্দে লিখিত প্রতিলিপি বঙ্গবাসী প্রেস থেকে মুদ্রিত ১৩১০ বঙ্গাব্দের প্রকাশিত সংস্করণ এবং তিনখানা হস্তলিখিত প্রতিলিপির সমন্বয়ে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Transmitted method-এ 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণরাম দাসের *গ্রন্থাবলী* [১৩০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে (১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সত্যনারায়ণ ১০ খানি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় সংরক্ষিত কালিকামঙ্গলের চারখানি পাণ্ডুলিপি, ষষ্ঠীমঙ্গলের দু'খানি পাণ্ডুলিপি, রায়মঙ্গলের একখানি পাণ্ডুলিপি, শীতলামঙ্গলের দুইখানি পাণ্ডুলিপি, কমলামঙ্গলের একখানি পাণ্ডুলিপি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সভার পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে) অবলম্বনে তিনি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকের সম্পাদনাংশ প্রশংসার দাবীদার। তিনি কোন একটি পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসেবে না ধরে প্রয়োজনমত Individual method-এ গ্রন্থটির 'নির্ণীয় পাঠ' গ্রহণ করেন। সম্পাদক কবির গ্রন্থের রচনাকাল তুলে ধরেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন দৌলত উজীর বাহারাম খাঁ বিরচিত *লায়লী মজনু* [১৩১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস-ঢাকা থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ ৯ (নয়) টি পাণ্ডুলিপি'র সাহায্যে আলাদা করে পাঠ গ্রহণ করেন। জনাব আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ক্রমিক ৪৪১ ॥ পুথি ৪৬৩-সাইজ ১১.৫×৬.৫ পরিমিত খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমীর ৫১ সংখ্যক ১৯" × ৬.৫ পরিমিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ক্রমিক ৪৪২ ॥ পুথি ২২৪ সংখ্যক ১১.৫ × ৪" পরিমিত পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমী ৪৮ সংক্যক ১০"× ৬"পরিমিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৪৪৩ ॥ পুথি ২২৭ সংখ্যা ১১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি পরিমিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৪৪৪। পুথি ৬৫৪ সংখ্যক ৭" × ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিমিত পাণ্ডুলিপি, এ ছাড়াও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনার জন্য পাণ্ডুলিপিখানা তৈরি করেন সেটি অবলম্বনে Recensio method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে- সম্পাদনা করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান। ডঃ আহমদ শরীফ ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সাথে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

465397

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন এতিম কাসেম বিরচিত *আওরা-দে-বারোজ প্রশস্তি* [১৩২] নামক গ্রন্থটি। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ- দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ৭'' × ৬'' সাইজের একখানি খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে divinatio method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডঃ মুহম্মদ এনামূল হক এ গ্রন্থের নাম রেখেছেন "ইসাপুরের ইতিহাস"।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত *চন্দ্রাবতী* [১৩৩]। সম্পাদকের

---

[১২৯] যোগিলাল হালদার সম্পাদিত কবি রামেশ্বর বিরচিত 'শিবায়ন', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

[১৩০] সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী ভূমিকা পৃ. দ৯০ কবির গ্রন্থগুলির ক্রমিক রচনাকাল আলোচনা করিলে দেখা যায় কালিকামঙ্গল ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ, ষষ্ঠী মঙ্গল ১৬৭৮-৮০ খ্রিস্টাব্দ এবং রায় মঙ্গল ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল।

[১৩১] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলৎ উজীর বাহরাম খাঁ বিরচিত 'লায়লী-মজনু' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ভূমিকা ১-৪।

[১৩২] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন এতিম কাসেম বিরচিত 'আওরা-দে-বারোজ প্রশস্তি' পৃ. ২৫-২৬ "ইসাপুর গ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে চট্টগ্রামের একটি কিংবদন্তী আছে। জনশ্রুতি এই যে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা কোন মুঘল সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন, যে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ঘেঁষা জায়গাটিতে তিনি দু'বছর অজ্ঞাত বাস করেন তা ইসাপুর নামে পরিচিত হয়।"

[১৩৩] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মাগন ঠাকুর বিরচিত 'চন্দ্রাবতী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একডেমী, প্রথম সংস্করণ- ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Emandatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। তিনি পাণ্ডুলিপির প্রাপ্ত পাঠের বিকৃতি, বিচ্যুতি অপসারণ করে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে প্রয়াসী ছিলেন। সম্পাদক ভূমিকায় গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন শেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত *যয়নবের চৌতিশা* [১৩৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী-পত্রিকা-তৃতীয় বর্ষ-প্রথম সংখ্যা-বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫৯ খিস্টাব্দে) পুনর্মুদ্রিত হয়।

সম্পাদক ৫´´ × ৪´´ সাইজের পরিমিত মুক্তল হোসেন সংযোজিত শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Divinatio method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদক ভূমিকায় সত্যপীর সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন মুহম্মদ খান বিরচিত *সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ* [১৩৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের-সাহিত্যপত্রিকা, তৃতীয়বর্ষ, প্রথম সংখ্যা-১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত মাত্র একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্পাদক Divinatio methd অবলম্বন করেন। সম্পাদক ভূমিকায় বিভিন্ন তথ্যের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা দিয়েছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন সাধক কবি হাজী মুহম্মদের *নূর জামাল ও চার মোকামের কথা* [১৩৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে পুর্নমুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। তিনি Individual method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকের আলোচনা বিশেষ মূল্যবান।

বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত কবি মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত *ধর্মমঙ্গল* [১৩৭] ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এবং প্রাপ্ত প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পদকদ্বয় বর্ধমান সাহিত্যসভার পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি মাত্র ধর্মমঙ্গলের পাণ্ডুলিপি পান। এই পাণ্ডুলিপিটি হুগলি জেলার কবি মানিকরামের বাসভূমি বেলটে গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়। বর্ধমান সাহিত্যসভার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ। শেষের দিকে কয়েক পাতা পোকায় আক্রমণ করেছে। পুথির সাইজ ১৫ × ৫.৫ ইঞ্চি। প্রতিলিপিটি দু'জন লিপিকর কর্তৃক লিখিত। একজন লিপিকরের নাম রামচন্দ্র গাঙ্গুলী, অন্য জনের নাম পাওয়া যায়নি। তবে মাঝে মাঝে রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত আছে। সম্পাদকদ্বয় Individual method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন। ফলে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দের বানান শুদ্ধ করেছেন। যেখানে অর্থ পরিষ্কার হয়নি, সেখানে অর্থদ্যোতক শব্দটি বসিয়ে পুথির পাঠান্তরে দেখিয়েছেন। সম্পাদকদ্বয় শব্দসূচী তৈরি করে দিয়েছেন, পাঠান্তর তুলে ধরেছেন এবং শুদ্ধিপত্র দিয়েছেন। সম্পাদকদ্বয় কবির বংশতালিকা দিয়েছেন। যথা-

---

[১৩৪] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শেখ ফজুল্লাহ বিরচিত 'যয়নবের চৌতিশা'- বাংলা একাডেমী ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

[১৩৫] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ খান বিরচিত 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ', সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

[১৩৬] সাধক কবি হাজী মুহম্মদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

[১৩৭] বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত কবি মানিক গাঙ্গুলি বিরচিত 'ধর্মমঙ্গল', ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

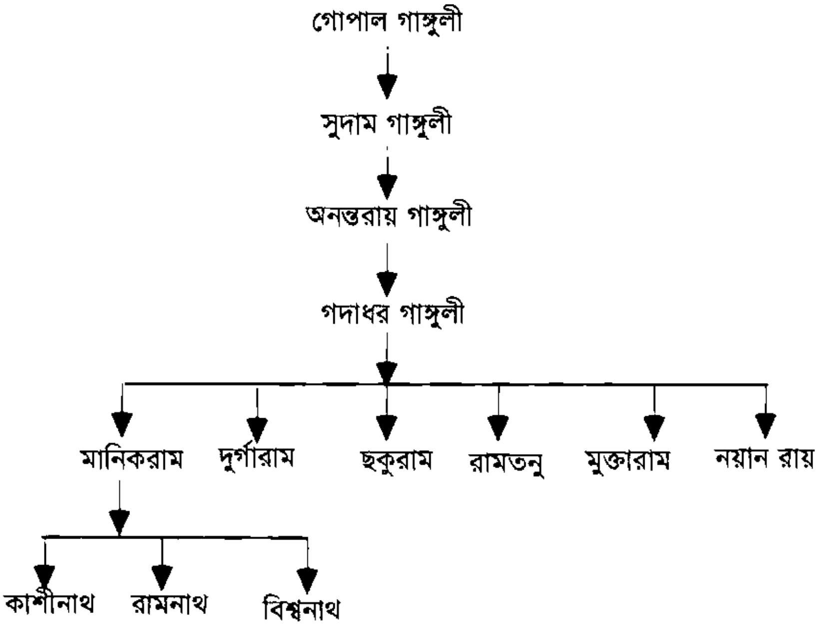

কবি মানিকরাম তার গ্রন্থরচনার সমাপ্তির তারিখ হেঁয়ালিমুলক শ্লোকের মাধ্যমে দিয়েছেন–

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধসহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে।।
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত।।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থসমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছেন–

ঋতু = ৬, বেদ = ৪, সমুদ্র = ৭ = ৬৪৭
সিদ্ধি = ৮, যুগ = ২, পক্ষ = ২ = ৮২২ (পৃ. ১/০)
মোট হয় = ১৪৬৯

অর্থাৎ মানিক রামের গ্রন্থ ১৪৬৯ শকে (১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সমাপ্ত হয়। মানিকরাম এত প্রাচীন হতে পারেন না। মানিকরাম রূপরামের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন–

"বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আছি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান।।"

রূপরামের গ্রন্থসমাপ্তির কাল ১৬৪৯–৫০ খ্রিস্টাব্দ। রূপরামের পরে মানিক রামের সময়কাল। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় কবির বংশলতা সংগ্রহ করেন এবং আলোচনা করে তিনি গ্রন্থরচনার সমাপ্তিকাল ১৭০৩ শকাব্দ বা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ নির্ণয় করেছেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন বিভূতিভূষণ দত্ত। তাঁর মতে, ধর্ম-মঙ্গলের সমাপ্তিকাল হবে ১৪৮৯ শকাব্দ বা ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ। যোগেশচন্দ্র রায় সমস্ত তথ্যগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে মানিকরামের গ্রন্থের সমাপ্তিকাল নির্ণয় করেছেন ১৭০৩ শকাব্দ, ৪ জ্যৈষ্ঠ। তাঁর মতে–

ঋতু = ৬, বেদ = ৪, সমুদ্র = ৭ = ৬৪৭
সিদ্ধ = ২৪, যুগ = ৪, পক্ষ = ২ = ২৪২৪ (পৃ. ১দ০)
৩০১৭

Dhaka University Institutional Repository

এই তারিখটিই ঠিক আছে। কেননা যোগেশচন্দ্র কবির রচনাকাল নির্দেশনার শ্লোকটির শেষের ছত্রে যে বার, দণ্ড, মাসের উল্লেখ আছে তাও পরীক্ষা করেছেন। ১৭০৩ শকের ৪, জ্যৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার কবির গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ কবির বিরচিত *মধুমালতী* [১৩৮] বাংলা একাডেমী-ঢাকা থেকে প্রথম সংস্করণ-ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত একখানা পাণ্ডুলিপি এবং অন্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত আরেকখানা মোট দুইখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থখানা সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থখানা সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি দুইখানা একই লিপিকারের লেখা। প্রথমখানি ছিল খণ্ডিত ও শেষের খানা খণ্ডিত কিন্তু বেশ কয়েক বছর ব্যবধানে লিখিত। দুটো পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয় নি।

ডঃ আহমদ শরীফ প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে হেঁয়ালীর মাধ্যমে একটা রচনাকালজ্ঞাপক কবিতার পাঠ উদ্ধার করেছেন–

"অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরীর পাঁচ।।"

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক নিম্নরূপ পাঠশুদ্ধি দিয়েছেন–

"অঙ্গ সঙ্গে রহে রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরীর পাঁচ।।"

তাতে হয় ৮৯০ হিজরী বা ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু উক্ত দুটো তারিখের মধ্যে বেশ ব্যবধান রয়েছে। ডঃ আহমদ শরীফ পাণ্ডুলিপি দুটোর পাঠ সমন্বয় করে বলেছেন– মধুমালতী গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতকের পরের রচনা নয়, তা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদক Emendatio পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সম্পাদক গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

রামানন্দ কলেজ-বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক সত্যব্রত দে সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতি-পরিচয়* [১৩৯]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা-৯ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

---

[১৩৮] ১-৬ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ কবীর বিরচিত মাধুমালতী ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ) ফাল্গুন-বাংলা একাডেমী-ঢাকা, পৃ. ভূমিকা-ছ–"

"অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরীর পাঁচ"

ইহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না। পারিলে সদ্ব্যবহার করিবেন। এরপর ডক্টর হক নিম্নরূপ পাঠশুদ্ধি দিয়েছেন–

অঙ্গ সঙ্গে রহে রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরীর পাঁচ।।

এতে ৮৯০ হিজরী বা ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত দুটো তারিখের মধ্যে একশ বছরের ব্যবধান রয়েছে। কাজেই কোথাও গলদ রয়েছে নিশ্চয়ই। লক্ষণীয় যে শেষ চরণটি উভয় পাণ্ডুলিপিতে আবিকৃত রয়েছে। অতএব ভুল ঐ প্রথম চরণেই লুকিয়ে আছে। অবশ্য দুটো পাঠের সমন্বয়ে আরো কয়েকটি পাঠ অনুমান করা যায়–

১. অন্ত সঙ্গে অঙ্গ রএ সিন্দু (কয় বিন্দু) তার পাছ
৯৮৭ বা ৯৮০ = ১৫৭৯ বা ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ।
২. অঙ্গ সঙ্গে অঙ্গ রএ সিন্দু (বা বিন্দু) তার পাছ
৮৯৭ বা ৮৯০ = ১৪৯২ বা ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
৩. অঙ্গ সঙ্গে অঙ্গ রএ সিন্দু (বা বিন্দু) তার পাছ
৮৮৭ বা ৮৮০ = ১৪৮৩ বা ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ।
৪. অন্ত সঙ্গে রএ রস সিন্দু (বা বিন্দু) তার পাছ
৯৯৭ বা ৯৯০ = ১৫৮৯ বা ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ।

যা হোক আরো পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলে শেষ কথা বলা যাচ্ছে না। তবে এটা যে ষোড়শ শতকের পরের রচনা নয়, তা এক রূপ নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

[১৩৯] সত্যব্রত দে সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পরিষদ' কলকাতা-এ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ ভূমিকা শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত "ফলে গ্রন্থগুলি হইতে ছাত্র সমাজ এবং সাধারণ পাঠক সমাজ চর্যাপদগুলি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করিতে পারিবেন। লেখক নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাকে পূর্ণাঙ্গ যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের দ্বারা কোথাও বিষয়বস্তুকে আরও জটিল করিয়া তোলেন নাই। বইখানি ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ পাঠকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আমার

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক সত্যব্রত দে সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থসমূহকে অনুকরণ করে Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদক সম্পাদনায় সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন নি। তিনি কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সুবিধার্থে ও সাধারণ পাঠকসমাজে চর্যাগীতির পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াসে 'চর্যাগীতি-পরিচয়' নাম দিয়ে সম্পাদনা করেন। তার আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি মুহম্মদ আকিল বিরচিত *মুসানামা* [১৪০]। গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা-চতুর্থ বর্ষ-প্রথম সংখ্যা-বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়।

সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত তিনখানা পাণ্ডুলিপি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত তিনখানি পাণ্ডুলিপিসহ মোট ছয়খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত ছয়টি পাণ্ডুলিপির পাঠ সমন্বয় করে Composite method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠান্তর পাদটীকায় তুলে ধরেছেন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *বৈষ্ণবপদ রত্নাবলী* [১৪১]। নতুন সাহিত্য ভবন, ১ম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) এটি প্রকাশ করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থ থেকে পদগুলো সংগ্রহ করেন এবং পদগুলোর পাঠের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করে Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্যে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারে নি।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন *মুসলিম কবির পদ সাহিত্য* [১৪২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (বর্ষা ১৩১৭ সন) এপ্রিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র থেকে একশত জন কবির একটি করে পদ-গ্রহণ করে Individual method-এ 'মুসলিম কবির পদ সাহিত্য' নামে সম্পাদনা করেন। সম্পাদক বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদনা করেন বিজয়গুপ্ত বিরচিত *পদ্মা-পুরাণ* [১৪৩]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত বরিশাল তালতলা কালীবাড়ী থেকে ১ খানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং ফুল্লশ্রীর মজুমদার বাড়ী থেকে একখানা পাণ্ডুলিপি, গৈলা দাসবাড়ী থেকে একখানা পাণ্ডুলিপি, উত্তর শাহবাজপুর গ্রামের শর্মাবাড়ী থেকে একখানা পাণ্ডুলিপি, উত্তর শাহবাজপুর রায়বাড়ী থেকে আর একখানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। মোট প্রাপ্ত পাঁচখানা পাণ্ডুলিপিকে ক–ঙ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ক-শ্রেণীর পাণ্ডুলিপিটি (বরিশাল তালতলার কালীবাড়ী থেকে প্রাপ্ত) আদর্শ হিসাবে ধরে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক ক-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। Emendatio method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাঠের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করেন এবং প্রক্ষিপ্ত পাঠকে বর্জন করে পাদটীকায় স্থান দিয়েছেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান। শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী যথাস্থানে দিয়েছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি বাকের আলী চৌধুরী রচিত *মনুচেহের মাসুমা পরী*

বিশ্বাস।"

১৪০ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ আকিল বিরচিত 'মুসানামা' গ্রন্থটি। বাংলা একাডেমী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

১৪১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদরত্নাবলী' নতুন সাহিত্য ভবন, ১ম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ)।

১৪২ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মুসলিম কবির পদ সাহিত্য' গ্রন্থটি। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (বর্ষা ১৩১৭ সন) এপ্রিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

১৪৩ জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত কবি বিজয়গুপ্ত প্রণীত 'পদ্মা-পুরাণ' ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃ. ভূমিকা ২।।/০ "কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মা-পুরাণের যে পাণ্ডুলিপিখানাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহা কবি বিজয় গুপ্তের কাব্য রচনার সমাপ্তিকালের বহু পরবর্তী সময়ে লিখিত।"

উপাখ্যান [১৪৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১২৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক ১১´´ × ৬´´ সাইজ পরিমিত চট্টগ্রামনিবাসী শেখ তোফাজ্জল আলীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। Divinatio method-এর গ্রন্থটি তিনি গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের ভূমিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

একটি ভণিতা ও আবরণ পাত্রোক্ত বিবৃতির আলোকে কবির কুর্সিনামা দেওয়া হলো। ভনিতাটি এই :

কহে হীন বাকের আলী রফিক নন্দন
গহিরা গেরামে ঘর জানে সর্বজন।
দাদা মোর আজিজুল্লাহ সর্বগুণ ধাম
আবদুল মজিদ মোর পর দাদার নাম।
জমিদারী ছিল মোর গোলাম আজিজ
লঘু হন্তে বেচা গেল নিলামেত নিজ।

অতএব,

শেখ আবদুল মজিদ
↓
শেখ আজিজুল্লাহ
↓
শেখ রফি চৌধুরী
↓
কবি- শেখ মুহমদ বাকের আলী চৌধুরী
↓
মুনশী শেখ বশারত আলী চৌধুরী
↓
শেখ তোফাজ্জল আলী চৌধুরী
↓

↓	↓	↓
মুনশী আওচাফ আলী চৌধুরী	মুনশী আলতাফ চৌধুরী	মুনশী মজিদ আলী চৌধুরী

অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদনা করেন *চর্যাপদ* [১৪৫]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদিত গ্রন্থ অবলম্বন করেন। তিনি কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পাঠ গ্রহণ করেননি। 'হাজার বছরের বাঙ্গালা বৌদ্ধগান ও দোহার' পাঠকে গ্রহণ করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে তিনি Transmitted method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকার্য সমাপ্ত করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব সম্পাদনা করেন তাহির মাহমুদ বিরচিত *সত্যপীরের মাহাত্ম্য কথা* [১৪৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী

---

১৪৪ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি বাকের আলী চৌধুরী রচিত "মনু চেহের মা'সুমা পরী উপাখ্যান" বাংলা একাডেমী পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১২৬৮ বঙ্গাব্দ।

১৪৫ অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত চর্যাপদ, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

১৪৬ আবু তালিব সম্পাদিত তাহির মাহমুদ বিরচিত 'সত্যপীরের মাহাত্ম্য কথা' বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঢাকা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। ১. ডঃ মুহম্মদ এনামূল হকের মতে– সত্যপীর কাহিনীর প্রাচীনতম কবি পূর্ব পাকিস্তানের শয়খ ফয়জুল্লাহ। তাঁর আর্বিভাবকাল খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধ। ফয়জুল্লাহের সত্যপীর কাহিনীর রচনাকাল–

মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন।
শেখ ফয়জুল্লাহ ভনে ভাবি দেখ মন।। (সু.বা.সা. পৃ. ১১২–১১৪)

এ থেকে হয় ১৪৯৭ সন + ৭৮ = ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ বা ১৪৬৭ শক + ৭৮ = ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

২. সম্পাদক সত্যপীরের কৃষ্ণহরি ও তাহির মাহমুদের ভণিতাযুক্ত তিনখানি প্রাচীন কলমী পুথি পেয়েছেন। পুথি তিনখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা অনুলিখিত। লিপিকাল যথাক্রমে ১২৪৯ বঙ্গাব্দ বা ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ, ১২৭২ বঙ্গাব্দ বা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ ও ১২৯৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ। পুথিগুলি তুলোট কাগজে লিখিত। সাইজ ১৮´´ × ৪´´। মাঝে মাঝে দু'একটি পাতা খণ্ডিত হলেও কাহিনী বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেছেন যে কৃষ্ণ হরিদাস তার গুরু তাহির মাহমুদের আদেশেই এখানি রচনা করেছেন। কিন্তু সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণ হরিদাস পুঁথির রচয়িত নন, তিনি গুরুর কাব্যখানির লিপিকর মাত্র।

পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মুহম্মদ আবু তালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি এবং বাংলা একাডেমীর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Huristices method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক আলোচনাংশে সত্যপীরের কবিদের কালানুক্রমিক বর্ণনা দিয়েছেন। এই কালানুক্রমিক বর্ণনায় আমরা সত্যপীরের কবিদের মধ্যে আদি কবি থেকে সর্বশেষ কবিদের পরিচয় পাই। এবং তিনি সত্যপীরের উদ্ভব কাহিনীও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছেন। যাতে কোন আড়ষ্টতা পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত করে না। একই সাথে সম্পাদক পূর্ববর্তী সম্পাদকের ত্রুটিসমূহ তুলে ধরেছেন। সম্পাদক সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে লিপিকরদের কালানুক্রমিক ধারা তুলে ধরেছেন। আবু তালিবের সম্পাদনা ও আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান।

কালানুক্রমিকভাবে কবিদের তালিকা–

শয়খ ফয়জুল্লাহ (১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ
↓
ভৈরবচন্দ্র ঘটক (১৭০৩–১৭০৯)
↓
ঘনরাম চক্রবর্তী (অষ্টাদশ শতকের ১ম ভাগ)
↓
রামেশ্বর চক্রবর্তী (অষ্টাদশ শতকের ১ম ভাগ)
↓
ফকীররাম দাস (১৭০৭ মল্লাব্দ বা ১৭০১-১৭-২ খ্রিস্টাব্দ)
↓
বিকল চট্ট (পরবর্তী কালের)
↓
শ্রীকবিবল্লভ (১৭৫৫ খ্রিঃ)
↓
কিঙ্কর (১৮১১ খ্রিঃ)
↓
ফকীর রাম (১২০৫ সাল বা ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ)
↓
কৃষ্ণবিহারী (পরবর্তী কালের)
↓
শাহাগরীবুল্লাহ (পরবর্তী কালের)
↓
আরিফ (পরবর্তী কালের)
↓
শেখ ফয়জুল্লাহ (অষ্টাদশ শতক)
↓
আরিফ
↓
তাহির মাহমুদ (১১৯০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ)

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন *মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ* [১৪৭]। মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহের প্রথম

---

[১৪৭] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ' বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। ১. "মধ্যযুগের সঙ্গে আমাদের দুরতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। এ ব্যবধান পরিবেশের আদর্শের অনুপ্রেরণা, প্রচার এবং জীবনবোধের। বর্তমানের শিক্ষা এবং রুচিমাত্র সম্বল করে মধ্যযুগে প্রবেশ করা চলে না। সে জন্য প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত হয়ে আনন্দচিত্তে এবং নতুন বোধের ও সমস্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি– এ মনোভাবকে অনবরত জাগ্রত রাখা। বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে যাচ্ছেন, তাঁকে প্রথমে জানতে হবে যে, সে সাহিত্যের কতটা পাঠযোগ্য এবং কোন্ ক্রম অনুসারেই বা তা পাঠ করতে হবে। এ বিচার একান্ত প্রয়োজন; কেননা অহেতুক সময়ক্ষেপণ না করে স্বল্প পরিমাণের পাঠযোগ্য বিচিত্র সম্ভারের মধ্যেই তাকে পরিভ্রমণ করতে হবে। ২. মধ্যযুগের কাব্যের পাঠযোগ্য বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে পরিভ্রমণের রূঢ় রুক্ষ আলোচনা যে আলোচনায় মূল্যবান হচ্ছে জীবনের চেয়ে পরিচ্ছদ এবং কাব্যের চেয়ে কবির জীবন-জন্ম-বাসস্থান সমস্যা। চণ্ডীদাস এক থেকে দুই হয়ে আজ বহু। কৃত্তিবাসের সন তারিখ, রাজ আনুকূল্য ইত্যাদি ঘটনার জটিলতা অতিক্রম করে রামায়ণের মর্মে প্রবেশ করতে আজও তাঁরা পারেন নি। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের দোটানায় পড়ে আলাওল ত্রিশঙ্কু হতে যাচ্ছেন। ৩. হিন্দু কবি যে ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ এবং নিবেদিতচিত্তে কাব্যের উপজীব্য সম্পদ ভেবেছেন। সে ক্ষেত্রে মুসলমান কবি প্রধানত জীবন এবং আনন্দকে অবলম্বন করেছেন। ৪. হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ফারসী ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছিল, কিন্তু ফারসী কাব্যের

Dhaka University Institutional Repository

সংস্করণ ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

ডঃ আহমদ শরীফ মধ্যযুগের কবিদের সাথে আধুনিক পাঠকের পরিচয় ও রসবোধকে জাগ্রত করিয়ে দেওয়ার জন্যই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। তার এ সম্পাদনা উৎকৃষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। তিনি Individual method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। এ সম্পাদনায় যুগ থেকে যুগের ব্যবধান ও নানা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। সাহিত্যের গতিধারা একই ধারায় চলে না। যুগে যুগে নানা গতি পরিবর্তনের মধ্যে তার গতিও পরিবর্তিত হয়। সাহিত্য, সেই স্মৃতিকে মানুষের মাঝে প্রত্যক্ষ করায় জন্য, অনুভবের জন্য, তুলে ধরে। ডঃ শরীফ এ ক্রমবিভাজনকে রসজ্ঞ পাঠকবর্গের কাছে মধ্যযুগের সকল কবি ও তাঁদের কাব্য সম্পর্কে জানতে চণ্ডীদাসের জটিলতা, কীর্তিবাসের সন তারিখ ও রাজ-আনুকূল্যের জটিলতা, কবি আলাওলের নিবাস ফরিদপুরে না চট্টগ্রামে এই দোটানার দিক নিরসনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ইতঃপূর্বে আর কোন সম্পাদক এমন সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে বলেননি। মধ্যযুগের কবিদের রচিত অধিকাংশ অনুবাদসাহিত্য। মুসলমান কবিরা অনুবাদ করেছেন ফার্সী, হিন্দী ও আরবী ভাষা থেকে। হিন্দু কবিদের অনুবাদে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ছাড়া সাধারণ মানুষের জয়গান নেই বললেই চলে। তাঁদের অনুবাদ ছিল মূলত হিন্দুধর্মের সম্প্রসারণের জন্য। মুসলমানদের অনুবাদে ধর্মীয় আবেগ প্রাধান্য না পেয়ে মানবতাবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁদের প্রধান উপজীব্য ছিল মানবতাবোধ, নিবেদিত চিত্ত, জীবন ও আনন্দ। ডঃ শরীফ এ দু'ধারাকে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবি প্রণীত *মনসামঙ্গল* [১৪৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক আশুতোষ ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য স্থানে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে বাইশ কবির রচিত গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি contaminatio method-এ গ্রন্থটির পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদনা করেন ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল* [১৪৯]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক পীযূষকান্তি মহাপাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ২১ খানা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, বর্ধমান সাহিত্যসভার সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, গুরুদাস দয়ালের সংস্করণসহ ছয়টি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত কোন একটি পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি contaminatio method-এ মিশ্র-রীতিতে সম্পাদিত গ্রন্থটির পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত বানান ঠিক রেখেছেন। তিনি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদনা করেন কৃষ্ণহরি দাস বিরচিত *সত্যপীরের মাহাত্ম্য* [১৫০]। সম্পাদকের সম্পদিত গ্রন্থটি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে কলকাতা থেকে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে (ষষ্ঠ সংস্করণ) প্রকাশিত হয়।

রসবোধ এবং আনন্দকে মুসলমানের পক্ষেই বাংলাকাব্যে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। যখন মুসলমান কবিগণ প্রণয় উপাখ্যান রচনা করেছিলেন , হিন্দু কবিগণ তখন দেবকুলের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

১৪৮ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবির প্রণীত মনসামঙ্গল, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪৯ পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।

১৫০ ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা পৃ. ১৯৮৩ পৃ. ২২। সত্যপীরের পুথিরচয়িতা কৃষ্ণহরিদাস। তাঁর জন্মস্থান বনগাঁও শাখারী, নিবাস মইপুর বা মহীপুর। কৃষ্ণহরির পিতার নাম রামদেব দাস, মাতা- পঞ্চমী। গুরু তাহির মাহমুদ, শমসনন্দন। কৃষ্ণহরির সেবক হরনারায়ণ দাস এই পুথির লিপিকর। পুথির রচনাকাল–

বেদ পূর্ব্বে নেত্র দিহ তাহার পূর্ব্বে রক্ত।
তার পূর্ব্বে চন্দ্র আলো কেল দিবকশ।।

তাতে হয় ৪ + ৩ + ৫ + ১ = ১৬৩৪ শত বা ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও সত্যপীরের মাহাত্ম্যের পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। তিনি কালানুক্রমিকভাবেই সত্যপীরের কবিদের বর্ণনা দিয়েছেন। সম্পাদক কবি কৃষ্ণহরি দাসকে সত্যপীরের আদিকবি বলেছেন। তিনি আলোচনা করতে গিয়ে মনে করেন যে তাহির মাহমুদের আদেশেই কৃষ্ণহরি দাস কাব্য লিখেছেন। সম্পাদক Huristices method-এ সত্যপীরের মাহাত্ম্যের পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কালানুক্রমিকভাবে সত্যপীরের মাহাত্ম্যের কবিদের তালিকা প্রণয়ন করেছেন–

ভৈরবচন্দ্র ঘটক (১৭০৩–১৭০৯)
↓
ঘনরাম চক্রবর্তী (অষ্টাদশ শতকের ১ম ভাগ)
↓
রামেশ্বর চক্রবর্তী (ঐ)
↓
ফকীর রামদাস (১৭০৭ মল্লাব্দ)
↓
শেখ ফয়জুল্লাহ (অষ্টাদশ শতক)
↓
শ্রী কবিবল্লভ (১৭৫৫ খ্রিঃ)
↓
কিঙ্কর (১৮১১ খ্রিঃ)
↓
কৃষ্ণবিহারী
↓
শাহগরীবুল্লাহ
↓
আরিফ

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির *পদাবলী* [১৫১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা-৯ থেকে ভারতী বুক স্টল-৬, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। অনুমান করা যেতে পারে পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেন।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণরাম বিরচিত *চৈতন্য-চরিতামৃত* [১৫২] লঘু সংস্করণ। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি সাহিত্য একাডেমী নয়া দিল্লী থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তিনি বিভিন্ন সংস্করণ অবলম্বন করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি Transmitted method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

ফয়েজ আহমদ চৌধুরী সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *সেকান্দরনামা* [১৫৩]। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী-পত্রিকা-তৃতীয়-সংখ্যা-কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০ বঙ্গাব্দে (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

---

[১৫১] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, কলকাতা ৯, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

[১৫২] ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' সাহিত্য একাডেমী, নয়াদিল্লী ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

[১৫৩] ফয়েজ আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত সেকান্দরনামা ঢাকা ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক ফয়েজ আহমদ চৌধুরী প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন নি। তিনি বটতলার ছাপাখানার পুথি ও ডঃ আহমদ শরীফের সম্পাদিত গ্রন্থ সেকান্দার নামাকে অনুসরণ করে 'পাঠ গ্রহণ' করেন। তাঁর গৃহীত পাঠ Transmitted method-এর অনুগ। সম্পাদক আলোচনায় ফারসী থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদে কবির দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সম্পাদনার রীতি-বৈচিত্র্যানুযায়ী গ্রন্থটি সম্পাদনা করলে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে যেত।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন জয়েনউদ্দীন প্রণীত *রসূল বিজয়* [১৫৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্য-পত্রিকা-সপ্তম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা শীত ১৩৭০ বঙ্গাব্দে (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত 'রসূলবিজয়' একটি মাত্র খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Emendatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন মুজাম্মিল বিরচিত *নীতি-শাস্ত্রবার্তা* [১৫৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী-আশ্বিন ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬৪ খ্রিস্টব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ চারখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। চারখানা পাণ্ডুলিপির মধ্যে ১৬.৫ × ৬ ইঞ্চি পরিমিত কাগজে লেখা শাকে ১৬৬৯ সাল লেখা পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বাকী তিনটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে একখানা আলী আহমদ সংগৃহীত এবং ২ খানা বাংলা একাডেমীর সম্পদ। সম্পাদক মহাশয় বিশ্বস্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে Recensio method-এ গৃহীত পাঠনির্ণয় করেন। তাঁর আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান।

সূধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন দ্বিজ মাধব রচিত *মঙ্গল-চণ্ডীর গীত*। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য দ্বিজ মাধবপ্রণীত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এর পাণ্ডুলিপি কোথায় পেলেন সে সম্পর্কে কোন ধারণা প্রদান করেন নি। গৃহীত পাঠ কোন পাণ্ডুলিপি বা প্রকাশিত সংস্করণকে অনুসরণ করে নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায়, সম্পাদক কোন প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত *শিবায়ন* [১৫৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির ২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা প্রথম সংস্করণ-আষাঢ় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত দু'খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থখানি সম্পাদনায় যুক্ত হন। তাঁরা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও তথ্যের ভিত্তিতে Huristices method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠনির্ণয় করেন এবং কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের বংশপরিচয় তুলে ধরেন।

---

১৫৪ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত জয়েনউদ্দীন প্রণীত 'রসুলবিজয়' সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৩ "পাঠ দুষ্প্রাপ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ। লিপিকরের অসাবধানতায় মধ্যে মধ্যে চরণও বাদ পড়েছে। এ জন্য কয়েকস্থানে অর্থগ্রাহ্য পাঠ দেওয়া সম্ভব হয়নি।"

১৫৫ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুজাম্মিল বিরচিত 'নীতিশাস্ত্রবার্তা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৭২।

১৫৬ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত 'শিবায়ন', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির, কলকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ভূমিকা ৭-৮ গ্রন্থারম্ভে কবি যে বংশপরিচয় দিয়াছেন তাহা লতাকারে প্রদর্শিত হইল–

কুলীন সূর্যমিত্র	যশশ্চন্দ্র রায়	নারায়ণী
↓	↓	↓
রাধা দাসী	কৃষ্ণ রায়	সরস্বতী
↓		
রামকৃষ্ণ কবিরাজ		

সম্পাদকদ্বয় শিবায়ণ গ্রন্থের দু'জন কবির আবির্ভাব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। একজন হলেন কবি রামকৃষ্ণ এবং অন্যজন হলেন দ্বিজ কবিচন্দ্র রামেশ্বর। সম্পাদকদ্বয় দু'জন কবির সময়কাল নির্ধারণে যত্নবান্ ছিলেন।

(ক) কবি রামকৃষ্ণের সময় নির্ণয় করেছেন ১১১৮ বঙ্গাব্দ, এবং (খ) কবিচন্দ্র রামেশ্বরের সময় অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী। তাঁদের আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ মযহারুল ইসলাম সম্পাদনা করেন *কবি হেয়াত মামুদ*[১৫৭] নামে তাঁর বিরচিত গ্রন্থাবলী। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ২১শে আগস্ট ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মযহারুল ইসলাম কবি হেয়াত মাহমুদের রচিত চারটি কাব্য-জঙ্গনামা, সর্বভেদ বাণী, হিতজ্ঞান বাণী এবং আম্বিয়া বাণী সম্পাদনার অন্তর্ভুক্ত করেন। জঙ্গনামার তিনটি কলমী পুঁথি উদ্ধার করেন; তন্মধ্যে সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। পুথির সাইজ ১২´´ × ৪´´ পরিমিত। জঙ্গনামার দ্বিতীয় পুথিটি দিনাজপুর নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল লাইব্রেরীর, জঙ্গনামার তৃতীয় পুথিটি রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে ১৭´´ × ৫´´ সাইজ খণ্ডিত লিপিকর শ্রীযুক্ত মামতুল্লা সরকার। জঙ্গনামার চতুর্থ পুঁথিটি মুদ্রিত বটতলার সংস্করণ।

কবির দ্বিতীয় কাব্য সর্বভেদবাণী কলমী পুঁথি সম্পাদক নিজেই সংগ্রহ করেছেন রংপুর থেকে, পুথিটিতে সাইজ ১৫´´ × ৪´´ (খণ্ডিত), লিপিকার পাঁচকড়ি কুলশী, লিপিকাল ছিল ১২৭৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ। সর্বভেদবাণীর দ্বিতীয় পুথিটি পীরগঞ্জ থানার জনৈক ব্যক্তির। পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে সংরক্ষিত আছে সাইজ ১৩´´ × ৪´´ লিপিকাল ১২৩৭ বঙ্গাব্দ। এই পুথিটিকে সম্পাদক নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। সর্বভেদবাণীর তৃতীয় পুথিটি বটতলা থেকে প্রকাশিত। লিপিকর কলিমুদ্দিন সরকার লিপিকাল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ।

সম্পাদক কবির তৃতীয় কাব্য হিতজ্ঞানবাণীর চারটি পুথি সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে একটি ঝাড়বিশিলা গ্রামের মৌলভী সাআদাত আলী সাহেবের সংরক্ষিত পুথি, লিপিকাল ১২২০-৩০, সাইজ ১২´´ × ৪´´, পুথিটিকে সম্পাদক নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। হিতজ্ঞানবাণীর দ্বিতীয় পুথি বাহারুদ্দিন সাহেবের সংরক্ষিত পুথি ১১´´ × ৪´´। পুথিটি ১২৩১ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত। তৃতীয় পুথিটি কবির নিজগ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে খণ্ডিত লিপিসাল ১২৪৪ বঙ্গাব্দ এবং আর একটি ছাপা পুথি, এ ছাপা পুথিটিও নির্ভরযোগ্য বলে সম্পদাক মনে করেছেন।

কবির চতুর্থ কাব্য আম্বিয়াবাণী। আম্বিয়াবাণীর কাব্যে একটি পাণ্ডুলিপি ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত সাইজ ১৬´´ × ৫´´ লিপিকাল ১২৫৫ বঙ্গাব্দ, লিপিকর সেক পানাউল্লা। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি আবদুল জলিল সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই প্রতিলিপির লিপিকর ছিলেন দুইজন ক. কবির হোসেন আলী খা, খ. ছমিরুদ্দিন মিয়া অনুলিপি সাল ১২৮৮ সাল, সাইজ ১২´´ × ৬´´। দ্বিতীয় পুথিটি সম্পাদক নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। তৃতীয় পুথিটি পাবনা থেকে প্রয়াত অধ্যাপক আতাউর রহমান সংগ্রহ করে দিয়েছেন, সাইজ ১০´´ × ৩´´, লিপিকাল ১২৭৫ সাল।

---

[১৫৭] ডঃ মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত কবি হেয়াত মামুদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ। ১. "বিগত কযেক বৎসরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই জাতীয় গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়া অনেকেই ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় সেই সব গবেষণা গ্রন্থের কিছু কিছু দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল এবং ঐগুলিতে অনুসৃত আদর্শ এ গ্রন্থের কাঠামো বিন্যাসের অবলম্বন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানের গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত পুঁথি থাকায় উক্ত গবেষকদের পক্ষে যে অনুকূল পরিবেশ ছিল আমি তাহা পাই নাই- আমাকে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে অনেকের ব্যক্তিগত গ্রন্থালয় রক্ষিত পুঁথি দেখিবার জন্য তাহাদের দরজায় ধর্ণা দিতে হইয়াছে। কাজটি আর যাহাই হউক সহজ এবং সুখপ্রদ নয়।"

চতুর্থ পুথিটি রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত। লিপিকর রোকন মণ্ডল, লিপিকাল ১২২৮ সাল।

এ কাব্যের পঞ্চম পুঁথি প্রয়াত অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন কর্তৃক সংগৃহীত। সাইজ ১৮´´ × ৪´´ লিপিকাল ১১৮৭ সাল। ষষ্ঠ পুথি প্রয়াত অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন সাহেব সংগৃহীত সাইজ ২৩´´ × ৬½´´ সপ্তম পুথিটি মনসুর উদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত সাইজ ২২´´ × ৪´´ এবং বটতলার প্রকাশিত সংস্করণ।

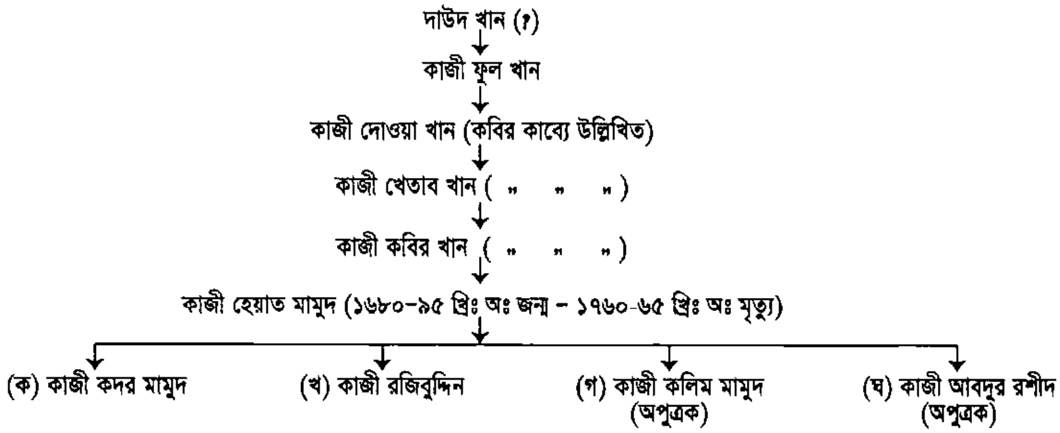

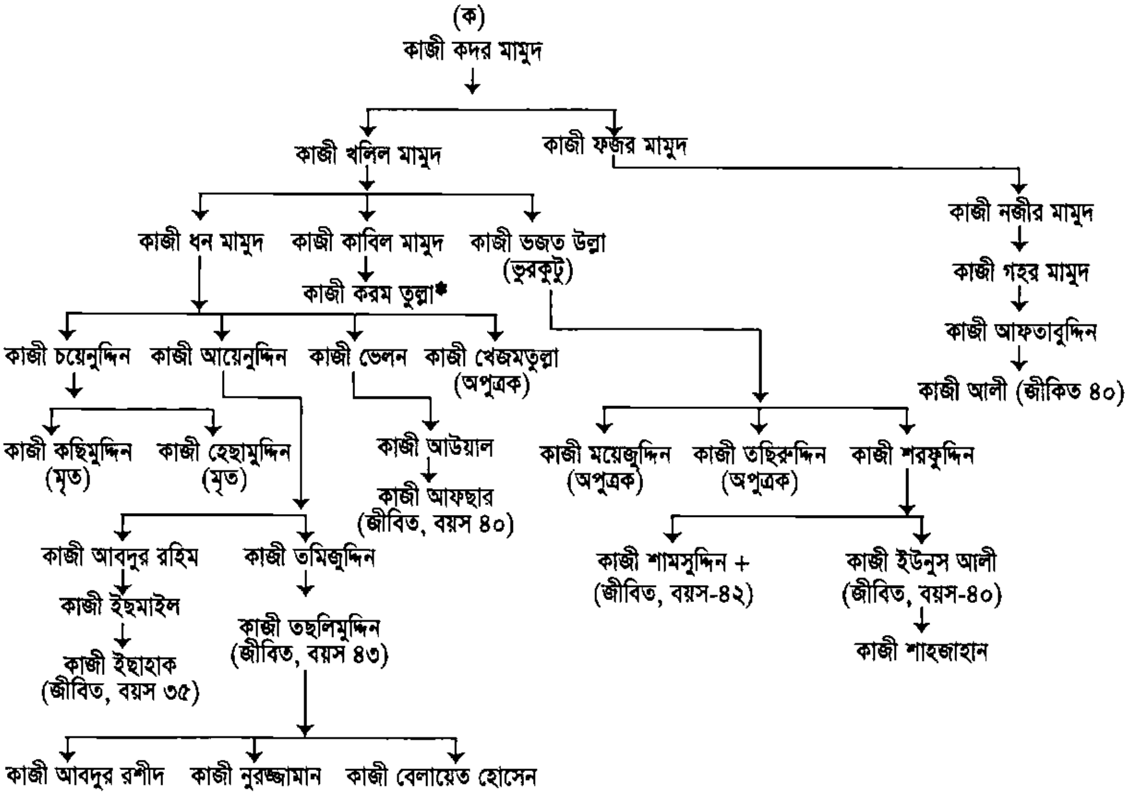

(খ)

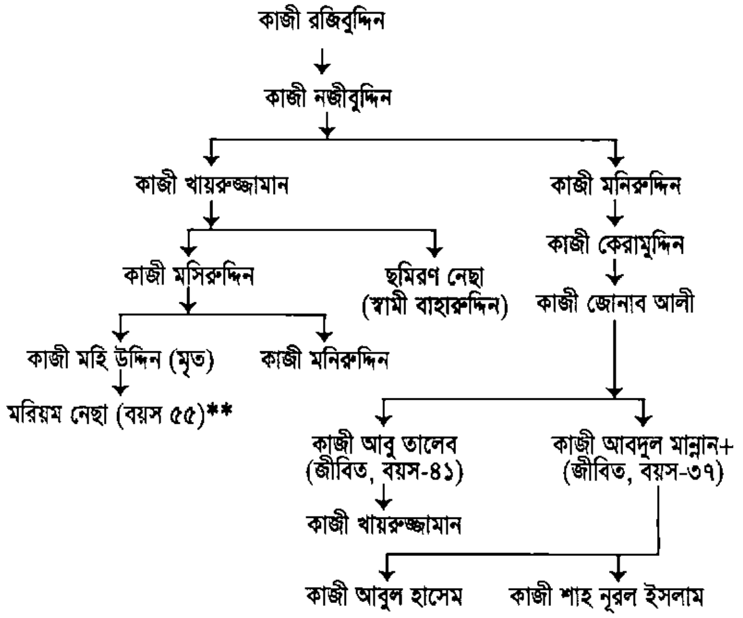

তাঁর সন্তানসন্ততির বংশতালিকা ব্যাপক। তাঁরা অন্য গ্রামে বসবাস করছেন। এই তালিকায় তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। যদিও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে কন্যাদের নাম বাদ দিতে হয়েছে তবু মরিওম নেছার নাম এখানে সংযুক্ত হয়েছে, কেননা এই বংশ-তালিকা প্রণয়নে তাঁর সহায়তা উল্লেখযোগ্য। ছমিরণ নেছার স্বামী বাহারুদ্দিন সাহেব কবির সমগ্র পুথি ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে তার নামও এখানে উল্লিখিত হল। এই দুই জনের নিকট হতে কবির স্বহস্ত-লিখিত জঙ্গনামা কাব্যের পুথি পাওয়া গেছে। এ গ্রন্থ রচনায় তাঁদের সহায়তা শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি।

সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলি ও প্রকাশিত সংস্করণ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে কোন বিশেষ পাণ্ডুলিপিকে নির্ভরযোগ্য মনে করে সম্পাদনা করেননি। একেক কাব্যের ২/৩টি পাণ্ডুলিপিকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। সুতরাং তিনি আদর্শ হিসাবে কোন একক পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করেননি। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি, প্রকাশিত সংস্করণ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বনে Individual method -এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদকের আলোচনাসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি আলোচনায় পাঠ ভেদগুলো দেখিয়েছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *রাগ-তাল-নামা ও পদাবলী* [১৫৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা-সপ্তম-বর্ষ-প্রথম সংখ্যা-বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত পুঁথি নং ৩৯৯, ৯৯৭, ৪০৬, ৪০১, ৪১৪, ১৪৪, ৪১২, ৪৩২, ৪১৩, বাঙলা একাডেমীর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ও ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি নং-৪৪৫, ৫০৭ অবলম্বনে গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' করেন Recencio method-এ। তাঁর সম্পাদনাংশ ও গ্রন্থের আলোচনাংশ মূল্যবান।

তারপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *The old Bengali Language and Text* [১৫৯]। বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ-কলকাতা থেকে ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) এটি প্রকাশিত হয়।

---

[১৫৮] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত 'রাগতাল নামা ও পদাবলী', বাঙলা একাডেমী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

[১৫৯] তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত The old Bengali Language and Text-বিশ্বভারতী, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পশ্চিমবঙ্গ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। অনুমান করা যায়, তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান এবং তিনি চর্যার ভাষাকে বাংলা বলেই উল্লেখ করেছেন।

রাজশাহীর লোকনাথ হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদনা করেন শেখ জাহেদ প্রণীত *আদ্য-পরিচয়*[১৬০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি রাজশাহী থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একখানা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। আর কোথায় 'আদ্যপরিচয়' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতেই সম্পাদক সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে ও অভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে Divinatio text হিসাবে নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদকের সম্পাদনায় তথ্যগত ত্রুটি রয়েছে।

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*[১৬১]। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে দে'জ পাবলিশিং- জুলাই ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তিনি নিবেদনাংশে উল্লেখ করেছেন মূল পুথি হতে দুইশত পদ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেই মূল পুথি কোথায় পেলেন এবং তার কি পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করেন নি। অনুমান করা যায় তিনি পূর্ব সম্পাদিত বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পাঠ Transmitted method-এ গ্রহণ করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। কোন পাণ্ডুলিপি যদি একাধিক সম্পাদক সম্পাদনা করেন; তাহলে ঐ গ্রন্থের নতুন সম্পাদক পূর্ববর্তী সম্পাদক বা সম্পাদকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠান্তরে উল্লেখ করে তা সংশোধন করবেন। এই সংশোধন করাই হল নতুন সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য। সম্পাদক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য পূর্ব সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের ত্রুটিসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আরো প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর ৮৪ বছর বয়স। বয়সটা সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রভাব ফেলে না বরং পরিপক্বতার নিশ্চয়তা বহন করে। প্রাক্তন সম্পাদক মহাশয় ৮৪ বছর বয়সেও যে ধৈর্য সহকারে সম্পাদনাকর্ম সম্পাদন করেছেন, তা বিস্ময়ের ব্যাপার। এ জন্য তাকে সাধুবাদ জানানো উচিত ছিল।

সম্পাদক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিয়ে বেশ আলোচনা করেছেন- তা নিম্নরূপ- প্রাচীন সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণকথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও গোপালবিজয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাব, পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও পরিচয়, নাটকীয় উপাদান, কাব্যে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধী কথা, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ; রাধা-কৃষ্ণ, কবির ভূমিকা। গীতিলক্ষণ, হাস্যরস, উপমা, প্রবাদ ও প্রবচন, আখ্যানভাগ, কাল পটভূমি ও কাল-পারম্পর্য, চরিত্র-বিশ্লেষণ, সমাজচেতনা ও জীবন রসবোধ, সম্ভোগ-চিত্রের পালাবদল, সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার মূল পাঠ,

---

১৬০ মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদিত শেখ জাহেদ প্রণীত 'আদ্যপরিচয়', রাজশাহী, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৬১ অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কলকাতা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।
দ্রষ্টব্য-১ পৃ. নিবেদন "এই গ্রন্থ যখন আমরা সম্পাদনায় হাত দিই, তখন মূল পুথি হইতে দুইশত পদের একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করিয়াছিলাম।"
দ্রষ্টব্য-২ পৃ. ৮ নিবেদন "বসন্তরঞ্জনের বয়স যখন চুরাশি বৎসর সেই সময় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ওই চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হয়। দেখিতেছি চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের পাঁচ বৎসর পূর্বেই ২৯ ফাল্গুন ১৩৫১ সাল তারিখে ওই সংস্করণের ভূমিকা সম্পাদক কর্তৃক লিখিত হইয়া গিয়াছিল। বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে এই সংস্করণের ছাপার কাজ প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি কোনো কিছুই সম্পাদক নিজে আর ওই বয়সে করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহার ফলে বসন্তরঞ্জনের জীবৎকালের ওই সংস্করণের পাঠ ও বহু মুদ্রণ প্রমাদ এবং গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি ঘটিয়া সংস্করণটির প্রামাণিকতাকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে।"
দ্রষ্টব্য-৩ পৃ. ১৭৫ "বসন্তরঞ্জনের জীবৎকালে (১২৭২-১৩৫৯) তাঁহার সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের মোট চারটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১৩২৩, দ্বিতীয় ১৩৪২, তৃতীয় ১৩৪৯ এবং চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১৩৬১ বঙ্গাব্দে উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন যে চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদন করিয়া যান, তাহার তিরোধানের পর সেইটিকেই আদর্শ সংস্করণরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্তী বিভিন্ন সংস্করণ পুন র্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৩৮০ বঙ্গাব্দে এই বইয়ের নবম সংস্করণ ছাপা হয়। বইয়ের নামপত্রে 'বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত এর নীচে মুদ্রিত নবম সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের সংযোজিত নাম পরিত্যক্ত হয়।
এ যাবৎকাল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে বসন্তরঞ্জনের শেষ সংস্করণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংস্করণটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক সংস্করণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার কারণ সম্পাদকের তিরোধানের পর একের পর এক সংস্করণে ক্রমান্বয়ে যে মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটে তা স্বাভাবিকভাবেই সংস্করণগুলির প্রামাণিকতা বিনষ্ট করে।"

Dhaka University Institutional Repository

ধ্রুবপদ, অলংকার ও ধ্বনি, কাব্যের ভূ-খণ্ডচিত্র, রাধাবিরহ, কি প্রক্ষিপ্ত, খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডতা, কাব্যনাম সমস্যা, চণ্ডীদাস সমস্যা, আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ, শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পাঠ, শব্দার্থ ও রবীন্দ্রনাথ, পুথি ও পাঠ পরিচয়, কেন এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, সম্পাদক মহাশয় বিভিন্ন পদভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এমন কি বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সংস্করণসমূহের আলোচনা করেছেন। সম্পাদক অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু সম্পাদনা রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী করেন নি। অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বেশি করেছেন– যার আদৌ প্রয়োজন ছিল না।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন মুজাম্মিল বিরচিত *নীতিশাস্ত্রবার্তা* [১৬২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী আশ্বিন ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত চারখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিখানাকে আদর্শ হিসাবে ধরে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের সাহায্যে গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ Recensio method-এ নির্ণয় করেন। সম্পাদক পাদটীকায় অবান্তর পাঠ ও পাঠান্তর সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন ২৯ জন কবির কবিতাবলী *পুথির ফসল* [১৬৩] নামে। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্ ঢাকা থেকে জানুয়ারী ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদিত গ্রন্থটিতে সম্পাদক সরল পুথির ভাষা ও দোভাষী পুথির ভাষার পার্থক্য জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

পণ্ডিত রামচন্দ্র কাব্য বেদান্ত তীর্থ মহাশয় সম্পাদিত হলায়ুধ মিশ্র বিরচিত *সেক শুভোদয়া* [১৬৪]। সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করে মালদা বাইশ হাজারী ওয়াকফ *স্টেস্ট* হতে আশ্বিন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সেক শুভোদয়া একট অনূদিত গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সেক শুভোদয়ার অপর নাম পুথি মুবারক। পাণ্ডুয়ার বাইশ হাজারী মসজিদে সেক জালাল উদ্দীন তবরেজীর জীবন সম্বলিত একখানি সংস্কৃত পুস্তক। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাণ্ডুয়া শরিফের বড় দরগাহের সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। সম্পাদক মহাশয় মোট দু'খানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে তুর্কী আগমনের তারিখ দেওয়া আছে।

"চতুর্বিবংশোত্তরে শাকে সহস্রেক শতাধিকে।
বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরস্ক সমুপাগতঃ।।"

সেক শুভোদয়া একটি অপূর্ব গ্রন্থ। নানান উপদেশ ও তত্ত্বকথায় ভরপুর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ–

"অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতির্ণবশস্যানি ঘোষিতঃ।
কিঞ্চিৎ কালোপতোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ।"

অর্থাৎ মেঘের ছায়ানলের প্রীতি, নবশস্য এবং নারী, যৌবন আর ধন এত শাশ্বত ভোগের নয়, এদের উপভোগের কাল ক্ষণস্থায়ী। গ্রন্থটি Transmitted method-এ সম্পাদিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদন করেন *বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য* [১৬৫]। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ঢাকা থেকে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

---

[১৬২] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুজাম্মিল বিরচিত 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

[১৬৩] ডঃ আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথির ফসল' ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা।

[১৬৪] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কাব্য বেদান্ত তীর্থ মহাশয় সম্পাদিত হলায়ুদ মিশ্র বিরচিত 'সেক শুভোদয়া' ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ মালদা- পশ্চিমবঙ্গ।

[১৬৫] আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য', ঢাকা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ, ভূমিকা পৃ. ।৵ "বড়ু চণ্ডীদাসের মূল পুথি আমাদের চেনার উপায় নেই। যে সকল পণ্ডিত মূল পুথি দেখার পর সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সম্পাদনা করার সময় সেই সব আলোচনার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে আমাদের।"

সম্পাদকদ্বয় বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য সম্পাদনা করতে গিয়ে কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তাঁরা পূর্ব সম্পাদিত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম সম্পাদনা করেন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন– *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপাঠের ভূমিকা* [১৬৬] নামে। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'বংশী ও বিরহ খণ্ড' নিয়ে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন নি। পূর্ববর্তী সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থ্ থেকে 'বংশী ও বিরহ্ খণ্ড' নিয়ে Transmitted method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। পূর্ববর্তী সম্পাদকদের গৃহীত পাঠের ত্রুটিসমূহ দূর না করেই হুবহু গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। সম্পাদকের সম্পাদনার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাসের অংশটুকু নোট করে তাদের কাছে পৌছে দেওয়া। গ্রন্থটিতে তিনি কোন পাঠান্তর দেখান নি। গ্রন্থটি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন গুলবখশ্ বিরচিত *খগুলে কুকির হামলা* [১৬৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পরিষদ কলাভবন থেকে মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় প্রদত্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের একটি পাণ্ডুলিপি মোট ২টি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক অতি সতর্কতার সাথে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে Recensio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদনা করেন কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের *কালকেতু উপাখ্যান* [১৬৮]। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি স্টুডেন্ট ওয়েজ-বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রথম সংস্করণ-জুলাই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ও দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন নি। পূর্ব সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। তাঁরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরেকটি খণ্ড *কালকেতু-ফুল্লরা-উপাখ্যান* [১৬৯] অংশ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পাশের সুবিধার্থে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন এবং তাঁরা সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত *চন্দ্রাবতী* [১৭০]-গ্রন্থটি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত 'চন্দ্রাবতী'-গ্রন্থের একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনায় যুক্ত হন। গ্রন্থটির প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ১০.৩ × ৬.২ সাইজের ছিল। সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র

---

[১৬৬] ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণ কাব্য পাঠের ভূমিকা', ঢাকা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

[১৬৭] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত গুলবখশ বিরচিত 'খগুলে কুকির হামলা' ইতিহাস পরিষদ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

[১৬৮] মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'কালকেতু উপাখ্যান' ঢাকা ১৯৬৭। পৃ. সম্পাদনা প্রসঙ্গ "কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রতিভার সঙ্গে এবং গৌণত মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের পরিচিত করার জন্য তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কালকেতু'-অংশটি আমাদের অনার্সের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অনিবার্য কারণে বাংলাদেশে এসব কাব্য এখন দুষ্প্রাপ্য। আমাদের ছাত্রদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত এসব বইয়ের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কালকেতু উপাখ্যান' অংশটি সম্পাদন করে প্রকাশ করা হল।"

[১৬৯] মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'মানসিংহ ভবানান্দ' ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা।

[১৭০] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত উপাখ্যান 'চন্দ্রাবতী', বাংলা একাডেমী ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা।

পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর লিখিত ভূমিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। সম্পাদিত চন্দ্রাবতী উপাখ্যানটি প্রণয়োপাখ্যান হিসাবে সম্পাদনার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন শেখ ফয়জুল্লাহ, আলাউল, কাজি দানিশ, বল্‌খ আলি, আলি রজা, আকবর শাহ্‌, চম্পাগাজী, সিহাব, সাগর আলী, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, তাহের মাহমুদ, চামারু বিরচিত *মধ্যযুগের রাগ-তালনামা* [১৭১] ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী-আষাঢ় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ-আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত রাগনামা বা রাগমালার ১৯ খানি পাণ্ডুলিপি, রাগ তালনামার ১৩ খানি পাণ্ডুলিপি এবং ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের সংগৃহীত এবং বাংলা একাডেমীর সংরক্ষিত কয়েকখানি 'রাগ ও তালে'র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Recensio method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন 'মধ্যযুগের রাগ-তালনামা'-নামে।

সম্পাদক রাগ-তালনামার পূর্ণাঙ্গ বা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরতে পারেন নি। তবে বাংলা রাগ-রাগিণীর উৎপত্তিস্থল এবং তার ধারাবাহিকতা কিভাবে বর্তমান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পাদক তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থটির সম্পাদনায় সম্পাদকের শরীফয়ানার ছাপ রয়েছে।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি 'শা'বারিদ খান বিরচিত *গ্রন্থাবলী* [১৭২]। সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সুবাদে সম্পাদক কর্তৃক প্রাপ্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আটপাতা, রসূল-বিজয় কাব্যের তেরো পাতা, হানিফার-দিগ্বিজয় কাব্যের বিশ পাতা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক অতি নিষ্ঠার সাথে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Recensio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তাঁর আলোচনাংশ ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত ও গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত *চন্দ্রাবতী* [১৭৩]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত আদ্য, মধ্য ও অন্তে খণ্ডিত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদক Emendatio method অবলম্বন করেন। সম্পাদক শব্দার্থ ও টীকা পাদটীকায় তুলে ধরেছেন এবং তথ্যনিষ্ঠ ও চমৎকার আলোচনা করেছেন।

আবদুল গফুর সম্পাদনা করেন মীর ফয়জুল্লাহ বিরচিত *সুলতান জমজমা* [১৭৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড (১০ গ্রীন রোড) ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

---

[১৭১] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের রাগ-তালনামা' বাংলা একাডেমী, ঢাকা আষাঢ় ১৩৭৪ সাল ভূমিকা পৃ. ফ-ব "আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথির মধ্যে ১৯ খানি 'রাগনামা' বা 'রাগমালা', ১৩ খানি 'রাগ তালনামা' রয়েছে। এগুলো ছাড়াও ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের কাছে ও বাঙলা একাডেমীতে কয়েকখানি রাগ ও তালের পুথি রয়েছে। ... আমাদের সম্পাদিত এই 'রাগমালাটিও সংকলন গ্রন্থ। ফাজিল নাসির মাহমুদের 'রাগমালা' বা 'ধ্যানমালা' কিংবা আলী রহাঃ 'ধ্যানমালা' পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়; তাই বিভিন্ন 'রাগমালা' থেকে নানা জনের রচনা সংকলন করে একে পূর্ণাঙ্গ করতে প্রয়াস পেয়েছি।"

[১৭২] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত শা' বারিদ খান বিরচিত গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৬। পৃষ্ঠা ভূমিকা ক- "বিস্মৃত অতীতের গর্ভ থেকে তাঁর নামটি এবং কালের কবল থেকে তার রচনাগুলো উদ্ধার করেছিলেন মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনিই শুনিয়েছিলেন এ নাম আর সন্ধান দিয়েছিলেন গ্রন্থগুলোর। দুর্ভাগ্য আমাদের শা' বারিদের তিনখানা কাব্যের কোনোটাই পুরো মেলেনি। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আট পাতা 'রসুল বিজয়' কাব্যের তেরো পাতা এবং 'হানিফার দ্বিগিজয়' এর বিশটি পত্র মাত্র সংগৃহীত। 'বিদ্যাসুন্দর ও রসুল বিজয়' আদ্যন্ত খণ্ডিত এবং হানিফার 'দ্বিগিজয়' কেবল আন্তে খণ্ডিত। এ খণ্ডিত কাব্য তিনটে সংগ্রহের গৌরব সাহিত্যবিশারদের। গত ষাট বছরের মধ্যে শা' বরিদের কাব্যত্রয়ের আর কোনো পাণ্ডুলিপির সন্ধান মেলেনি। তিনি আরো কাব্য লিখেছিলেন কিনা তাও জানবার উপায় হয়নি। ভবিষ্যতে তাঁর কাব্যের আরো পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির ক্ষীণ আশা মনে জিইয়ে রেখে আমরা খণ্ডিত কাব্যত্রয় প্রকাশনার উদ্যোগ করছি।"

[১৭৩] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কোরেশী মাগন বিরচিত 'চন্দ্রাবতী' বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

[১৭৪] আবদুল গফুর সম্পাদিত মীর ফয়জুল্লাহ বিরচিত 'সুলতান জমজমা' কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ঢাকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

সম্পাদক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণাগারে সংরক্ষিত ২৯৫-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীর সংরক্ষিত ৮০-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৫৪৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করেন। সম্পাদকের অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে সম্পাদক ২৯৫-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ Huristices method-এ গ্রহণ করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। *সুলতান জমজমা* -গ্রন্থটির আলোচনাংশ মূল্যবান।

অধ্যাপক আলী আহমদ সম্পাদনা করেন দৌলত উজীর বাহরাম খান-বিরচিত *ইমাম-বিজয়* [১৭৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১০ গ্রীন রোড ঢাকা-২ থেকে জুন, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক অধ্যাপক আলী আহমদ প্রাপ্ত ১৩খানি কলমী পুথি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে ৩১৮-সংখ্যক পুথি, ২৭৭-সংখ্যক পুথি, ১৮৮-সংখ্যক পুঁথি, ৪০৮-সংখ্যক পুথি, ৩৬৭-সংখ্যক পুথি, ১২৭-সংখ্যক পুঁথি, ১৭৯-সংখ্যক পুথি, ১৯২-সংখ্যক পুথি, ২৫৬-সংখ্যক পুথি, ৬৫-সংখ্যক পুথির পাঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। সম্পাদক সাহেব খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিগুলোর সমন্বয় করে Composite method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন– পাণ্ডুলিপির পরিচিতিতে পুথির পত্রাঙ্ক এবং সম্পাদিত পুথির পঙ্‌ক্তি শিরোনামে দেখিয়েছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আব্দুল হাফিজ সম্পাদনা করেন কবি দৌলত কাজী-প্রণীত *সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রানী* [১৭৬] গ্রন্থটি। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে নওরোজ কিতাবিস্তান-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদকদ্বয় কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেননি। তাঁরা পূর্ববর্তী সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের পাঠ গ্রহণ করেছেন। সম্পাদক ঘোষাল বাংলা রোমান্স কাহিনী কাব্যের আরবী-ফারসী পটভূমি সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ আলোচনা করেন নি। তাই ডঃ মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ-মধ্যযুগের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোমান্স কাহিনী-কাব্যের যুক্তিনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ এবং মধ্যযুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। গ্রন্থটির পাঠ Transmitted method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি আফজল আলি বিরচিত *নসিহত নামা* [১৭৭]। সম্পাদকের

---

[১৭৫] অধ্যাপক আলী আহমদ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত 'ইমামবিজয়' কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-২, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ভূমিকা ১৯ "দৌলত উজীরের কারবালা ঘটনাবিষয়ক বারখানা কলমী পুথিই সম্পাদনাকার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুথিগুলি কোনটাই সম্পূর্ণ নহে, প্রত্যেকটি পুথি খণ্ডিত। এই জন্য আমরা কোন একটিকে আদর্শ পুথি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। তবে পুথিখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহার ভাষা ও পাঠ আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং অন্য পুথির পাঠ পাদটীকায় যথাসম্ভব প্রদান করিয়াছি। এই পুথি সম্পাদনায় আমরা পাঠসমন্বয় (composite text) রীতিই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের সম্পাদিত পুথিতে পঙ্‌ক্তি নির্দেশ করিয়াছি। কোন কলমী পুথির কোন অংশ আমাদের সম্পাদিত পুথিতে পঙ্‌ক্তি নির্দেশ করিয়াছি। কোন কলমী পুথির কোন অংশ আমাদের সম্পাদিত পুথিতে কোথায় স্থান পাইয়াছে তাহা পাণ্ডুলিপিপরিচিতিতে পুথির পত্রাঙ্ক এবং সম্পাদিত পুথির পঙ্‌ক্তি শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছে।"

[১৭৬] ডঃ মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত কবি দৌলত কাজী 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ ভূমিকা পৃ. ৫ "দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' কাব্যটি ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এর একটি সুসম্পাদিত সংস্করণের প্রয়োজন আমরা অনুভব করি। ... শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী'র পাঠকে আমরা গ্রহণ করেছি। ... অন্যদিক বাংলা রোমান্স কাহিনী কাব্যের আরবী-ফারসী পটভূমি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। তদুপরি মধ্যযুগের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোমান্স কাহিনী কাব্যের একটি যুক্তনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই মধ্যযুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনাও এতে যুক্ত করা হয়েছে।"

[১৭৭] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত আফজল আলি বিরচিত 'নসীহতনামা' ঢাকা-বাংলা একাডেমী ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
... ভূমিকা পৃ. ১ "নসিহতনামার লিপিকরের পুষ্পিকা এইরূপ "এই পুস্তক লিখিলাম মোমন আলী হীনে। সাঙ হৈল ২৪ চব্বিশ মঘির ১২ আশ্বিন দিনে।" হরা দেখে ১২১৪ মঘী বলেই অনুমান করতে হয়। অবশ্য ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক লিপিকাল ১১২৪ কিংবা ১০২৪ মঘী তথা ১৭৬২ বা ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ বলে বিশ্বাস করেন। তিনি সৈয়দ আফজল ও আফজল আলি নামের পদাকারদ্বয় এবং 'নসিহত নামা' রচয়িতা আলোচ্য আফজল আলিকে ষোল শতকের কবির মর্যাদা দানে ইচ্ছুক। তাঁর মত গ্রহণে আমাদের দ্বিধা আছে। প্রথমতঃ লিপি অর্বাচীন। দ্বিতীয়ত- 'মোকাম মঞ্জিলের কথা'-রচয়িতার পরিচয় আমাদের জানা নেই, যার গুরু ছিলেন শাহ মইনুদ্দীন–

"শাহ মইনুদ্দীন গুরু জ্ঞানের লহরী,
কহে হীন মোহসেন আলি গুরুপদ স্মরি।"

সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী-আগস্ট ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত ডঃ এনামুল হক সংগৃহীত ১১ × ৭ ইঞ্চি সাইজের একখানা পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদক গ্রন্থের কাল নির্ধারণ করেছেন ১২২৪ মঘী বা ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ। ডঃ এনামুল হক গ্রন্থে কবির সময়কাল ষোল-সতেরো শতকের বলেছেন। ডঃ আহমদ শরীফ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের যুক্তি মানতে রাজী নন। তিনি যুক্তির বলে তাকে খ্রিস্টীয় আঠারো শতকের উত্তরার্ধের বলে মত প্রকাশ করেছেন। সম্পাদকের তথ্য-নিষ্ঠ ঐতিহাসিক আলোচনাংশ মূল্যবান। পাদটীকায় সম্পাদক শব্দার্থ বা টীকা প্রদান করেন নি।

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী*[১৭৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে স্টুডেন্ট ওয়েজ-বাংলাবাজার ঢাকা থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে 'মানের শরীফ খানকার সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি এবং ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি S-247, p-1819, p-3130 এবং p-1018 লাহোর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পদুমাবতের পাণ্ডুলিপি, বটতলার সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং- ২৭৭, ২৮০, ২৮৫, ২৯৫, বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত পদ্মাবতীর পাণ্ডুলিপি, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, লাহোর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত পদ্মাবতী, এছাড়াও মুদ্রিত পদুমাবতের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ অবলম্বন করে 'পদ্মাবতীর' সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদক Composite text অবলম্বন করেন। তবে পদুমাবতকে বেশী গুরত্ব দিয়েছেন। তার আলোচনাংশ ঐতিহাসিক তথ্যবহুল।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন মীর সৈয়দ সুলতান বিরচিত *জ্ঞান-চৌতিশা* , কবি শেখ চান্দ বিরচিত *হরগৌরী সম্বাদ*, *তালিবনামা*, অজ্ঞাত কবির রচিত *যোগ-কলন্দর*, হাজী মুহম্মদ বিরচিত *সুরত-নামা*, মীর মুহম্মদ সাদী বিরচিত *নুরনামা*, কাজী শেখ মুনসুর বিরচিত *সির্নামা*, কবি আলী রাজা ওর্ফে কানু ফকীর বিরচিত *আগম ও জ্ঞান-সাগর*-একত্রে 'বাংলার সুফী সাহিত্য' নামে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ কবি সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞান-চৌতিশা*[১৭৯] কাব্যের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির কোন পরিচয় তুলে ধরেন নি। তবে অনুমান করা যায় প্রাপ্ত কোন একটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় সম্পাদক সূফী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শেখ চান্দ বিরচিত *হরগৌরী সম্বাদ*[১৮০]। গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী সূফীসাহিত্য নামে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

মোহসেন আলির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদও পেয়েছি। 'নসিহত নামা'র লিপিকাল আমদের ধারণায় ১২২৪ মঘী (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) সন এবং লিপিকর পদকার ও মোকাম মঞ্জিলের কথা রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে করি। তাহলে মোহসেন আলি উনিশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।
প্রাগুক্ত- আফজাল আলিকে ষোল-সতেরো শতকের কবি বলে অনুমানের পক্ষে দুটো বাধা আছে। এক. ভাষা অত্যন্ত অর্বাচীন এবং বক্তব্য গোঁড়া শরীয়তপন্থীর। শরীয়ত প্রীতি সতেরো শতকের আগে দুলর্ক্ষ্য। দুই. কথকের নিষ্ঠাহীনতা ... আফজাল আলি খ্রিস্টীয় আঠারো শতকের উত্তরার্ধের তথা হিজরী বারো শতকের শেষার্ধের এবং তেরো শতকের প্রথম পাদের কবি। তাহলে অনুমানিত জীবৎকাল ১১৫০-১২২৫ হিজরী বা ১৭৩৮-১৮১১ খ্রিস্টাব্দ।

১৭৮ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত আলাওল বিরচিত 'পদ্মাবতী' ঢাকা ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা পৃ. ৬ "যে সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পাঠাগার থেকে মূল্যবান পুস্তকাদি এবং পাণ্ডুলিপির সাহায্যে পেয়েছি তাদের নাম হল– লন্ডনের ইন্ডিয়ানা অফিস লাইব্রেরী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লাহোর মিউজিয়াম এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি ও সংস্কৃত বিভাগ এবং ওরিয়েনটাল 'কম্পোজ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা ও বাংলা একাডেমী।"

১৭৯ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মীর সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'জ্ঞানচৌতিশা', বাংলা একাডেমী ১৯৬৯, পৃ. ১-২০।

১৮০ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শেখ চান্দ বিরচিত 'হরগৌরী সম্বাদ' বাংলা একাডেমী ১৯৬৯, পৃ. ১-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিটিকে অবলম্বন করেই সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। তবে সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির কোন পরিচয় ভূমিকায় তুলে ধরেন নি। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে Individual method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পাদন করেন। গ্রন্থটির আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শেখ চান্দ বিরচিত *তালিব-নামা বা শাহ দৌলা পীরনামা*[১৮১]। গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

গ্রন্থের সম্পাদনায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি কোথায় পেয়েছেন, সে সম্পর্কে কোন ধারণা প্রদান করেন নি। এমন কি সম্পাদক 'তালিব নামার' কোন ভূমিকা লিখেন নি। শুধু প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিচে শব্দার্থ তুলে দিয়েছেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন বক্তব্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় যে কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত অজ্ঞাতনামা কবির রচিত *যোগ-কলন্দর*[১৮২]। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী 'সূফীসাহিত্য'-নামে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

তিনি প্রাপ্ত কোন খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটির কোন পরিচয় তুলে ধরেন নি। তবে অনুমন করা যায় : সম্পাদক প্রাপ্ত একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন এবং সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ Divinatio method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক প্রতি পৃষ্ঠার নিচে শব্দার্থ তুলে দিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সূফীতত্ত্বের মূলাধার 'তিন তিহরী'র বর্ণনা করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি হাজী মুহম্মদ বিরচিত *সুরতনামা*[১৮৩]। গ্রন্থটি সম্পাদক তিনটি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনা করেন। তাঁর অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থের কোন নাম পান নি। কারণ পাণ্ডুলিপিগুলো খণ্ডিত ছিল। আলোচনার সুবিধার্থে সম্পাদক 'মোকাম মঞ্জিলের কথা'-নাম দিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ক-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি ৮ × ৬ ইঞ্চি আদ্যে খণ্ডিত; খ-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি ১৯ × ৬ ইঞ্চির মধ্যে খণ্ডিত; গ-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি ৮ × ৫ ইঞ্চি পরিমিত কাগজে লেখা। পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে Recensio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকের সম্পাদকীয় আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি মীর মুহম্মদ সাকী বিরচিত *নুরনামা*[১৮৪]। সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের-অবলম্বিত পাণ্ডুলিপির কোন পরিচয় তুলে ধরেন নি। তবে অনুমান করা যায় সম্পাদক কোন এক সূত্র থেকে প্রাপ্ত একখানা পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক গ্রন্থটির ভূমিকায় সূফীবাদ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি কাজী শেখ মুনসুর বিরচিত *সির্নামা*[১৮৫]। গ্রন্থটি সূফীসাহিত্য-নামে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের

---

[১৮১] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত শেখ চান্দ বিরচিত তালিবনামা, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ৪১-৮৬।

[১৮২] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত অজ্ঞাতনামা কবির রচিত 'যোগ কলন্দর' বাংলা একাডেমী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ৯০ "মুলাধার হচ্ছে তিন তিহরী [তিন মাথা বিশিষ্ট উনুন, মেরুদণ্ড ও নিতম্বের হাড়ের সন্ধিস্থলকে তিন তিহরী বলে] আজ্রাইল তার প্রহরী।"

[১৮৩] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত হাজী মুহম্মদ বিরচিত 'সুরতনামা' পৃ. ১২১-১২৪ 'ক- পুথির কোন নাম নেই; আলোচনা সুবিধার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে এর মোকামে মঞ্জীলের কথা নাম দেওয়া যায়। ... আলোচ্য পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশে (৩-৬৫০) সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান চৌতিশা দ্বিতীয়াংশে (৯-১০১০) 'আসন লক্ষণ' এ অংশে ভনিতা নেই। তৃতীয়াংশে (১০খ-২২১০) কলন্ত (কলন্দর)-এর দরবেশী মহল (শরীয়াৎ-আদি চার মঞ্জিলের কথা ও তনের বিচার); চতুর্থাংশে (২২ক-২৬খ), শাহ মিহার, 'তীর্থ কথা', পঞ্চমাংশে (২৬খ-৩২খ), হাজী মুহম্মদের 'তালের বিচার' (আত্মাতত্ত্ব), এবং ষষ্ঠাংশে রয়েছে সাত পৃষ্ঠাব্যাপী (৩২খ-৩৬ক), একটি অশুদ্ধি পূর্ণ আত্ম জিজ্ঞাসামূলক পদবন্ধ।"

[১৮৪] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মীর মুহম্মদ সাদী বিরচিত 'নুরনামা' সুফী সাহিত্য বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

[১৮৫] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি কাজী শেখ মুনসুর বিরচিত 'সির্নামা' সুফী সাহিত্য বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় প্রাপ্ত কোন একটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় ব্যবহার করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ Divinatio method-এ নির্ণয় করেন। সম্পাদক কবির কাব্যের রচনাকাল তুলে ধরেছেন—

"যথ হইল সখী সন লও পরিমানি,
'এক পরে শূন্য ছয় পাঁচ দিয়া গুণি।"

তাতে হয়– ১০৬৫ মঘীসন বা ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি আলি রজা ওর্ফে কানু ফকীর বিরচিত *আগম ও জ্ঞানসাগর* [১৮৬]। গ্রন্থটি 'সুফীসাহিত্য' নামে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। প্রাপ্ত কোন প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি মুহম্মদ ফসীহ রচিত *আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত* [১৮৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা-তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ৫ ৩/৮″ × ৩ ১/৮″ পরিমিত আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাতের একটি বই উদ্ধার করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র বই নিয়ে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক যুক্তনিষ্ঠভাবে গ্রন্থটির কালনির্ণয়ে অভিমত পোষণ করেন যে, ফসীহ আঠার শতকের কবি। সম্পাদক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক-আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদদের মতকে উপেক্ষা করেছেন। সম্পাদক Divinatio method-এ গ্রন্থটির নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করেন।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম কবি মুজাফফর বিরচিত ইউনান দেশের পুথিটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, শরৎ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক মোহাম্মদ কাইউম সংগৃহীত ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ লিপিকৃত একখানা পুথিসহ অন্য ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ ১৮২৫, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ লিপিকৃত চারখানা পাণ্ডুলিপি [১৮৮] সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। তিনি প্রাপ্ত পুথিগুলো

---

[১৮৬] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলী রজা ওর্ফে কানু ফকীর বিরচিত 'আগম ও জ্ঞান-সাগর' – সুফি সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯।

[১৮৭] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মোহাম্মদ ফসীহ বিরচিত 'আরবী ত্রিশ হরফের মুনাজাত'– "ফসীহ যে আঠারো শতকের কবি তা তাঁর ভাষার সারল্য ও অর্বাচীনতা থেকে তা বোঝা যায়। বিশেষত মধ্যযুগের রচনায় প্রায় অনুপস্থিত 'কিন্তু', ইত্যাদি (ইস্তাদি) এবং 'প্রভৃতি' শব্দের একাধিক প্রয়োগ থেকে ও আমাদের অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

দ্র. প্রাগুক্ত–২ "ডঃ আবদুল হক বলেছেন মরহুম আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ সাহেব তাঁহার 'প্রাচীন পুথির বিবরণীর [> পুথি পরিচিতি] পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন যে, কবি ১০৫৭ মঘী অর্থাৎ ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'মুনাজাতটি' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি পুঁথির পাণ্ডুলিপি হইতে কোন উদ্ধৃতি দেন নাই। আমরা যে পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া ইহা লিখিতেছি, তাহাতে রচনার কোন তারিখ নাই। আমাদের মনে হইতেছে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই পুস্তিকাটির রচনার তারিখ নহে, ইহা পাণ্ডুলিপির তারিখ।
পাণ্ডুলিপিখানি ত্রিপুরা জেলার। কাজেই ওখানকার পুথিতে মঘী সন থাকার কথা নয়। ওটি ত্রিপুরাব্দ হলে ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ হয়।
সাহিত্যবিশারদ কোথায় ও কি সূত্রে ১০৫৭ মঘী সনটি পেয়েছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। মনে হয় ১০৫৭ মঘী প্রমাদপ্রসূত। তাঁর সংগৃহীত আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাতের একমাত্র পাণ্ডুলিপিতে ১২২২ সন (আমাদের ধারণায় ত্রিপুরাব্দই হবে) লেখা আছে এবং এটি লিপিকারের দেয়া তারিখ। ১২২২ সন তথা ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ লিপিকাল হলে ফসীহকে আঠার শতকের কবি বলে মেনে নেয়া যায়।"

[১৮৮] বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭৭ পৃ. ১৩৩ "ইউনান দেশের পুথির উপরোক্ত চারটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পাঠ সম্পাদিত হয়েছে। লিপিকাল অনুসারে যদি পাণ্ডুলিপিগুলিকে সাজানো যায়, তা'হলে তার নাম নিম্নরূপ হবে–
১। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ- আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
২। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ক্রমিক ২৭।
৩। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ক্রমিক ২৭।
৪। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ক্রমিক ২৭।

ক, খ, গ ও ঘ অনুক্রমে সাজিয়ে 'ক ও খ' সংখ্যক পুথিকে বিশ্বাসযোগ্য ধরে পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি Huristices method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। পাদটীকায় অর্থান্তর ও পাঠবৈষম্য দেখিয়েছেন।

১. মুকিম রচিত গুলে বকাউলিতে এ তথ্য মেলে–

ক. চক্রশালা ভূমি মধ্যে পীরে জাদা ধাম
সৈয়দ সুলতান বংশে শাহদুল্লাহ নাম
একে তান ভ্রাতৃপুত্র দুতী-এ জামাতা
তান পুত্র শ্রী সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ
নিজ পীর স্থানে সেই হৈল মুরীদ।

খ. পীর মীর মুহম্মদ সৈয়দ সালাম

গ. শ্রীযুত মুহম্মদ সৈয়দ পীরবর
তান পদ প্রণামিয়া শ্রীলএ মুকিম
নব-পীর ভাব ব্যা কহেমু কৃত্রিম ।‌|

ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদনা করেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন* [১৮৯] (বিরহ খণ্ড)। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি পুস্তক বিপণী ২৭, বেনিয়াটোলা লেন-কলকাতা থেকে নভেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি পূর্ব সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদিত গ্রন্থের 'রাধা ও বিরহ'-খণ্ডের অংশ গ্রহণ করে Transmitted method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পাদন করেন। ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার প্রয়োজন মিটানোর জন্য গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। গবেষক ও শিক্ষক সমাজের উপাত্ত ও তথ্যসংগ্রহের বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নি। গ্রন্থটি সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতির অনুগ নয়।

ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদনা করেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (বংশীখণ্ড)[১৯০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে পুস্তক বিপণী-২৪ বেনিয়াটোলা থেকে অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্স ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বংশী খণ্ডে'র সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-গ্রন্থের বংশী খণ্ডের পাঠ গ্রহণ করে Trnsmitted method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সুবিধার্থে নোটাকারে নামমাত্র সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনায় বৈজ্ঞানিক রীতির অনুগ নয়। গ্রন্থটি সম্পাদনা জগতে একটি যোজনা মাত্র।

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ সম্পাদনা করেন মিস্‌টিক কবি সুলতান বাহুর *আবিয়াত* [১৯১]। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা : পঞ্চদশ বর্ষ-প্রথম সংখ্যা-এপ্রিল-জুন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

---

[১৮৯] ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদিত বড়ু চণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

[১৯০] ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তিন বংশীখণ্ড, কলকাতা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।

[১৯১] আ.ন.ম. বজলুর রশীদ সম্পাদিত মিসটিক কবি সুলতান বাহার প্রণীত 'আবিয়াত'-ঢাকা-বাংলা একাডেমী পত্রিকা-প্রথম সংখ্যা-এপ্রিল-জুন, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসী ভাষায় লিখিত 'আবিয়াত' গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনা করেন। পাঞ্জাবী ভাষায় গ্রন্থটির পূর্ণনাম 'মজমু'আ আবিয়াত। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত। গ্রন্থটি সুফীবাদের-কবির ভাষায় (ভাষান্তর)–

হাজার কিতাব পড়ে ওলীগণ যশখ্যাতি পায়
নাম প্রচুর,
পড়ে না একটি প্রেমের হরফ জানে না সর্বনাশের
সুর।।
আশিকের এক নিগর লক্ষ হাজার মানুষে
পেয়েছে ত্রাণ,
আলিমের কোটি দৃষ্টিতে কারো মুক্ত হয়নি
বদ্ধ প্রাণ।
পাঁচটি মহল আলোকিত কোথা জ্বালই
একটি দীপ আমার
পাঁচটি বছর পাঁচ পাটওয়ারী কাকে দেবো
ছাপ মহর তার? (পৃ. ৭৭)

নির্মলকুমার দাশ সম্পাদনা করেন চৌরাশী সিদ্ধা বিরচিত *চর্যাগীতি পরিক্রমা*[১৯২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে আলফা পাবলিশিং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক নির্মলকুমার দাস গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদকবৃন্দের সম্পাদিত সংস্করণকে অনুসরণ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদ সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে যে বলয় সৃষ্টি হয়েছে। সেই বলয়ের সম্পাদিত কোন সংস্করণকে অবলম্বন করে Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় কোন নতুন তথ্য ও মতবাদ নেই। শুধু ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তিনি 'চর্যাগীতি পরিক্রমা' নামে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পাদিত নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশা সম্পাদনা করেন সিদ্ধাচার্যদের রচিত *চর্যাগীতিকা*[১৯৩]। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি বর্ণমিছিল-ঢাকা থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদকদ্বয় পূর্ববর্তী সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত গ্রন্থখানি অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বুদ্ধিস্ট মিস্টিক্‌সং' সম্পর্কে অগ্রে বিবেচনা করে Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁরা সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি এবং তাঁরা প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপির পরিচয়ও তুলে ধরেন নি। সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পাদিত নয়। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশের সুবিধার্থে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটির আলোচনায় বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক সাধনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান শাখা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পাঠকের সুবিধার্থে তান্ত্রিকদের সাধন-পদ্ধতি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরেছেন–

---

[১৯২] নির্মলকুমার দাশ সম্পাদিত চর্যাগীতি পরিক্রমা, কলকাতা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

[১৯৩] মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'চর্যাগীতি', ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারে

সহজকায় বা মহাসুখকমল বা উষ্ণীষকমল বা মহাসুখচক্র সহজানন্দ। তারাদেবীর অধিষ্ঠান

সম্ভোগকায় বা সম্ভোগচক্র।*
বিরমানন্দ। পাণ্ডরা দেবীর অধিষ্ঠান।

ধর্মকায় বা ধর্মচক্র।*
পরমানন্দ।
মামকী দেবীর অধিষ্ঠান।

নির্মাণকায় বা নির্মাণচক্র
আনন্দ।
লোচনা দেবীর অধিষ্ঠান।

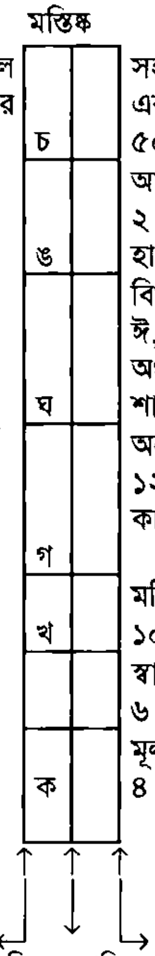

হিন্দুতন্ত্র অনুসারে

সহস্রার। সহস্রদল–অ-কারাদি ৫০ অক্ষর এবং প্রতি অক্ষর ২০ বার আবর্তিত; ৫০×২০=১০০০

আজ্ঞাচক্র। শশধরবৎ শুভ্র।
২ দল–হ্, ক্ষ্।
হাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান।

বিশুদ্ধচক্র। ধূম্রবর্ণ। ১৬ দল– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, ৯৯, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ।
শাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান।

অনাহতচক্র। লোহিত বর্ণ।
১২ দল–ক্ থেকে ঠ্ পর্যন্ত।
কাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান।

মণিপুরচক্র। নীলবর্ণ।
১০ দল–ড্ থেকে ফ্ পর্যন্ত।

স্বাধিষ্ঠানচক্র। রক্তবর্ণ।
৬ দল–ব্ থেকে ল্ পর্যন্ত।

মূলাধারচক্র। রক্তবর্ণ।
৪ দল– ব, শ্, ষ্, স্।

(ডান নাড়ি– বিন্দু বহন করে) পিঙ্গলা, রসনা, করুণা, উপায়, যমুনা, সূর্য, ব্যঞ্জন, কালি, চমন, প্রাণ, বং, গ্রাহ্য, রবি, বিন্দু ইত্যাদি।

(মধ্যনাড়ি– রজোবিন্দুর মিলিত বস্তুকে বহন করে)– সুষুম্না, অবধূতী, অবধূতিকা, বোধিচিত্ত, নৈরাত্মা, সরস্বতী, যোগিনী ইত্যাদি।

(বামনাড়ি– রজঃবহন করে) ইড়া, ললনা, শূন্যতা, প্রজ্ঞা, গঙ্গা, চন্দ্র, স্বর, আলি, ধমন, অপান, এ, গ্রাহক, শশী, নাদ ইত্যাদি।

ক– গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যভাগ, খ– জননেন্দ্রিয়ের মূল, গ– নাভি, ঘ– হৃদয়, ঙ– কণ্ঠ, চ– ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল, মতান্তরে তালু।

* হেবজ্রতন্ত্র অনুসারে–হৃদয়ে ধর্মচক্র এবং কণ্ঠে সম্ভোগচক্র। কিন্তু ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য'-গ্রন্থে সম্ভোগচক্রকে হৃদয়ে এবং ধর্মচক্রকে কণ্ঠে অবস্থিত বলেছেন। আমরা এখানে হেবজ্রতন্ত্রকেই অনুসরণ করেছি।

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদনা করেন আমীর হামজা বিরচিত *মধুমালতী* [১৯৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা একাডেমীর পক্ষে চট্টগ্রাম থেকে 'বইঘর' বৈশাখ ১৩৮০ বঙ্গাব্দে (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় চারটি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন। প্রথম পাণ্ডুলিপিটি রামপুরের নবাবের পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত। পাণ্ডুলিপিটি প্রারম্ভে খণ্ডিত। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি বারাণসীতে সংরক্ষিত। পাণ্ডুলিপিটি আদি, মধ্য ও অন্তে খণ্ডিত। তৃতীয় পাণ্ডুলিপিটি ভারত কলাভবনের সম্পদ। এই পাণ্ডুলিপিটির লিপিকর মাধোদাস এবং লিপি দেবনাগরী। চতুর্থ পাণ্ডুলিপিটি ফতেপুর জেলার একডালা লাইব্রেরীর সম্পদ। পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে কলাভবনে সংরক্ষিত। সম্পাদক মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সম্পাদিত সংস্করণকে অবলম্বন করেন।

---

[১৯৪] সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'মধুমালতী', ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ভূমিকা ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আহসান গ্রন্থটির আলোচনায় মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সম্পাদিত গ্রন্থের আলোচনার উপর বেশী নির্ভর করেছেন। কিন্তু 'আদর্শ পাঠ' নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করেছেন। পাঠান্তরের ক্ষেত্রে বটতলার ছাপা পুথিকে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ানা অফিস লাইব্রেরির পুথি এবং ছাপাখানার পুথির সাহায্যে 'আদর্শ পাঠ' নির্ণয় করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান গ্রন্থটি সম্পাদনায় 'Individual method'-কে গ্রহণ করেছেন। কবি সৈয়দ হামজা কোন দরবারী কবি ছিলেন না; তিনি ছিলেন গণমানুষের কবি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ রাজিয়া সুলতানা সম্পাদনা করেন কবি নওয়াজিস খাঁ বিরচিত *গুলে-বকাওলী* [১৯৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাঙলা একাডেমী জুন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় চারটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। অবলম্বিত ১ নং পাণ্ডুলিপিটি বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত নং-বা,এ ৬০/৯ সাইজ ১২-$\frac{১}{২}$×৭ ইঞ্চি। দ্বিতীয়টি বা, এ ৫৯/এ (খণ্ডিত) সাইজ ১১×$\frac{১}{২}$ লিপিকরের নাম হায়দার আলী চৌধুরী। তৃতীয়টি বা,এ ৬১/ন (খণ্ডিত), সাইজ ১১×৮ইঞ্চি। চতুর্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ক্রমিক নং- ৯৮/পুথি ।। ৪২৭ সাইজ ১৪×৬ ইঞ্চি (খণ্ডিত)। গুলে বকাওলী সম্পাদনাকালে সম্পাদক বাংলা একাডেমীর বা,এ ৬০/৯ পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদনার কোন্ রীতিকে অবলম্বন করেছেন, তা উল্লেখ করেন নি। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে Huristices method-কে অবলম্বন করেছেন। তবে Huristices method-এর নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলেন নি। তিনি ইতিহাস নিয়েই আলোচনা করেছেন বেশী। গঠনগত কাব্যিক আলোচনা নেই বলতে গেলেই হয়–যা সম্পাদনার রীতিতে আদৌই কাম্য নয়।

সম্পাদক পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি যে সমস্ত স্থানে পাঠ উদ্ধার করতে পারেন নি, সেখানে তিনি 'অনুমিত পাঠ' গ্রহণ করতে পারতেন। যা সম্পাদনার জগতে সম্পাদককে কৃতজ্ঞতার দীপ্তিতে বাঁচিয়ে রাখে।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন *হিন্দু কবির পদ-সাহিত্য* [১৯৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাঙলা একাডেমী প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক বিভিন্ন তথ্য ও সূত্র থেকে দ্বিজ রঘুনাথ, গোবিন্দবল্লভ, শ্যামদাস, জয়রাম দাস, নটু ঘনশ্যাম, শিবরাম দাস, দ্বিজ জানকীনাথ, দ্বিজ কুমুদ, কানুদাস, দ্বিজ পার্বতী, দীন (দ্বিজ) ভবানন্দ, উদয়াদিত্য, প্রতাপাদিত্য, নন্দলাল রায় (পাগল), শঙ্কর, শিবচরণ দাস, কৃষ্ণদেব দাস, মর্কট বল্লভ, দ্বিজ মাধব, মোহন দাস, হীরামনি, শ্রীধরের ঝি (হীরামনি), দ্বিজরাম গোপাল, নটাই দাস, রাধাবল্লভ, হরিদাস, বংশীবদন, দীনবন্ধু, নট ভুঁইয়া, মিত্র, চাঁদ রায়, নবচন্দ্র দাস, বাসুদেব, নিত্যানন্দ ও দ্বিজ গদাধর, কবি মুক্তারাম সেন, দ্বিজ রামগোপাল ও মাধবানন্দের পদ সংগ্রহ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান। সম্পাদক পাদটীকায় পাঠান্তর ও শব্দার্থ প্রদান করেন নি।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি শান্তিদাস বিরচিত *তামাকুপুরাণ* । সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ[১৯৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭ম বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা-ভাদ্র-চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দে (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৫২৫৯নং (৪$\frac{১}{২}$″ × ১৪$\frac{১}{২}$″) অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Divinatio method-এ গ্রন্থটি পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক

---

[১৯৫] ডঃ রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত নওয়াজিস খাঁ বিরচিত 'গুলে বকাওলী' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. উনচল্লিশ-বিয়াল্লিশ।

[১৯৬] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত হিন্দু কবির পদসাহিত্য বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

[১৯৭] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শান্তিদাস বিরচিত 'তামাকুপুরাণ' বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

তামাকের রহস্য ও এদেশে এর প্রথম ব্যবহারকারীর পরিচয় তুলে ধরেছেন আলোচনায়। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন দোনাগাজী বিরচিত *সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল* [১৯৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বাংলা একাডেমী মাঘ-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

ডঃ আহমদ শরীফ বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত ৫ (পাঁচ) খানা পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত একখানা ফারসী পাণ্ডুলিপি এবং মুহম্মদ আবদুর রশিদের সম্পাদিত নেওল কিশোর বিরচিত 'সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জামাল'-গ্রন্থ্ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে ডঃ আহমদ শরীফ Huristices method-কে অবলম্বন করেন। তিনি পাদটীকায় শব্দার্থ, পাঠান্তর ও টীকা তুলে ধরেছেন।

সম্পাদকের আলোচনাংশ ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক ও মূল্যবান। সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রশংসার দাবীদার।

সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদনা করেন কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* [১৯৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাঙলা একাডেমী ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক তিনখানি পাণ্ডুলিপি, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রন্থটি এবং ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের সংগৃহীত এক মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদনায় সম্পাদক তিনখানি পাণ্ডুলিপিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সম্পাদক মিশ্ররীতিতে পাঠনির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেখানে যে পাঠ তার ভাল লেগেছে, সেখানেই তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি Contaminatio method-কে গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর ভূমিকা সম্বলিত আলোচনাংশ মূল্যবান।

প্রয়াত অধ্যাপক নীরদপ্রসাদ নাথ সম্পাদনা করেন কবি নরোত্তম দাস বিরচিত *রচনাবলী* [২০০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

প্রয়াত অধ্যাপক নীরদপ্রসাদ নাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি এবং বরাহনগর পাঠবাড়ি নাটমন্দিরে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন সংকলিত সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে Individual method-কে অবলম্বন করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত কবি মুকুন্দরাম বিরচিত *কবি কঙ্কণচণ্ডী* প্রথম ভাগ[২০১]। গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ১০৯০-সংখ্যক, ৪০০-সংখ্যক, ১০৯৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি এবং পূর্বে সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংস্করণগুলো অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ১০৯০-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্পাদকদ্বয় Emendatio method-কে গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

গ্রন্থটির পাদটীকায় তিনি পাঠান্তর ও শব্দার্থ দিয়েছেন। মূলত তাঁরা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

---

১৯৮ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি দোনগাজী বিরচিত 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৯৯ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস- বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ ভূমিকা পৃ. "আমি তিন পুঁথির পাঠ মিলিয়ে আলোচ্য পুথিখানার সম্পাদনা করেছি। আদর্শ পাঠ যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করেছি। যেখানে বর্তমান পুঁথির পাঠের সঙ্গে অন্য একখানা পুথির পাঠের মিল আছে, সেখানে পরিবর্তন করা অমঙ্গল মনে করেছি।"

২০০ অধ্যাপক নীরদপ্রসাদ নাথ সম্পাদিত কবি নরোত্তম দাস বিরচিত তাঁর 'রচনাবলী' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

২০১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রথম ভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ ভূমিকা পৃ. ৩দ০ "প্রথম ভাগ গ্রন্থমুদ্রণে নানা অনিবার্য কারণে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে ইহা নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহার জন্য ছাত্র মহলের বিশেষ তাগিদ ছিল।"

সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ*[২০২]। কলকাতা থেকে দেব-কুটির প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে 'রামায়ণ'-সম্পাদনায় যুক্ত হননি। তিনি প্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্করণ থেকে পাঠ সংশোধন না করেই পাঠ গ্রহণ করেছেন। কোথাও তিনি পাঠ সংশোধন বা পরিবর্জন বা পরিমার্জন সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ Contaminatio method-এ নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। গ্রন্থটির ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সম্পাদক যত্নবান ছিলেন না। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত। এমন কি ভূমিকায় তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নি।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি শেখ সাদী বিরচিত *গদামল্লিকা সম্বাদ*[২০৩]। কবি এতিম আলম বিরচিত *আব্দুল্লার হাজার সওয়াল*, কবি আলিরজা বিরচিত *সিরাজ-কুলুব* কাব্যত্রয়। সম্পাদকের সম্পাদিত কাব্যত্রয় ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ 'গদা-মল্লিকা-সম্বাদ'-এর ৪৩টি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে Individual method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' গ্রহণ করেন। শেখ সাদী গ্রন্থটির রচনাকাল উল্লেখ করেছেন–

"পড়িয়া বুঝিবা সব শাস্ত্রের উদ্দেশ
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ।"

তাহলে একাদশ ১১, বিংশ দুই ২০+২ = ২২ = ১১২২ সাল। এটিকে ত্রিপুরাব্দ ধরলে হয় ১১২২ + ৫৯০ = ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ। সম্পাদকের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন এতিম আলমের *আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল*[২০৪]। গ্রন্থটি 'সাওয়াল সাহিত্য' নামে বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

ডঃ আহমদ শরীফ এতিম আলমের আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল গ্রন্থটির প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সম্পাদক Divinatio method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান ও ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি রজা বিরচিত *সিরাজ-কুলুব*[২০৫]। গ্রন্থটি 'সওয়াল সাহিত্য' নামে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে তিনি সম্পাদনায় যুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত 'সিরাজ কুলুবের' একটি পত্র সম্পাদক প্রাপ্ত হন। প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি জয়ানন্দ বিরচিত *চৈতন্যমঙ্গল*[২০৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটির সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন।

সম্পাদকদ্বয় G-5398-6C4 নং পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। মূলতঃ এই গ্রন্থের মূল সম্পাদক ছিলেন বিমানবিহারী মজুমদার। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Constitutio

---

[২০২] সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, কলকাতা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।
[২০৩] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'সাওয়াল সাহিত্য' বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৬।
[২০৪] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'সাওয়াল সাহিত্য' বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১২৩-১৭৮।
[২০৫] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'সাওয়াল সাহিত্য' বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯৯-২৩৫।
[২০৬] ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, কলকাতা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

method-এ সম্পাদিত গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। বিমানবিহারী মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যুতে ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থের সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে ভূমিকাংশ প্রণয়ন করেন।

অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদনা করেন কবি চণ্ডীদাস রচিত *পদগুলো* [২০৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে এরিয়াল লাইব্রেরী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেলেন এবং তার কি পরিচয় তা তুলে ধরেন নি এবং সম্পাদনা সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করা থেকে বিরত থেকেছেন। তিনি সম্পাদকীয় ভূমিকা দিয়েছেন মাত্র। সম্পাদকের লিখিত ভূমিকায় কোন প্রকার তথ্য পাওয়া যায়নি। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদনা এবং অনুমান করা যায় যে সম্পাদক পূর্ববর্তী কোন প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে Transmitted method-এ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী সম্পাদনা করেন ৮৪ সিদ্ধা রচিত *চর্যাগীতি ভূমিকা* [২০৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ডি. এম. লাইব্রেরী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদকবৃন্দের সম্পাদিত সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদিত সংস্করণ থেকে Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। গ্রন্থের আলোচনায় পূর্ববর্তী সম্পাদকবৃন্দের কী কী ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল তা বলেন নি? কেবল মাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পাদনা কর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন নি।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদনা করেন কবি শেখ জাহেদ প্রণীত *আদ্য-পরিচয়* [২০৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্যপত্রিকা, বর্ষা ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

পাণ্ডুলিপিটির রচনার তারিখজ্ঞাপক হেঁয়ালিটি নিম্নরূপ–

"ব্রহ্মার অনল জত রাবণের করে।
গুনিলে জত হএ সহস্র উপরে।।
এত সাকের মাঝে করিল প্রচারে।
পয়ার প্রবন্ধে কহি আঁতুমা বিচারে।।
জাহেদ কহে চিন্তি করি আছোঁ সার।
সুহৃদ চরণ বিনু গতি নাঞি আর।"

ডঃ এনামুল হক হেঁয়ালি ভেঙ্গে রচনাকাল নির্ণয় করেছেন ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ।

শেখ জাহেদ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ্ জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং এই মালদহ্ থেকেই তাঁর অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করা হয়। আদ্য-পরিচয় গ্রন্থটি ৮টি (আট) অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটি

---

২০৭ অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত কবি চণ্ডীদাস রচিত পদগুলো, কলকাতা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

২০৮ অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চকবর্তী সম্পাদিত চর্যাগীতি ভূমিকা, কলকাতা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

২০৯ -ক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত কবি শেখ জাহেদ প্রণীত 'আদ্যপরিচয়' সাহিত্যপত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ৬ "ব্রহ্মার অপর নাম চতুর্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা চারিমুখ বিশিষ্ট দেবতা। সুতরাং ব্রহ্মার আনন কথার দ্বারা অঙ্কপাতে চারি সংখ্যা বুঝাইতেছে। আবার রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত লঙ্কার রাজা রাবণের অপর নাম দশানন অর্থাৎ দশমুণ্ডধারী দৈত্য এবং এই দৈত্যের প্রতি মুণ্ডের জন্য দুইখানা করিয়া মোট কুড়িটি হাত কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাবণের কর কথায় 'কুড়ি' সংখ্যা বুঝাইতেছে। এই কারণে হেঁয়ালিকাটির প্রথম চরণের দ্বারা বিজ্ঞাপিত সংখ্যা দুইটি বলার ক্রম অনুসারে পরপর বসাইয়া গুনিলে যেই সংখ্যা দাঁড়ায় তাহা হইতেছে ৪২০ (চারিশত কুড়ি)। পরবর্তী চরণে এই সংখ্যা (৪২০) উপর আরও এক হাজার (১০০০) যোগ করিয়া পুস্তক রচনার তারিখ লাভের শতাব্দটির পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হইবে বলা হইয়াছে। তাহা করিলে অর্থাৎ ৪২০ সংখ্যার সাহিত ১০০০ যোগ করিলে ১৪২০ সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহা শতাব্দ এবং পুস্তক প্রচারের অর্থাৎ রচনার বৎসর। ইহার সহিত {(১৪২০) + ৭৮} আটাত্তর যোগ দিয়া খ্রিস্টাব্দের সংখ্যা পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইবে ১৪৯৮। অতএব, 'আদ্যপরিচয়' ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়।
পুষ্পিকায় লিপিকর তার পরিচয় তুলে ধরেছেন–

"ইতি আদ্য পরিচয় সমাপ্ত,
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং দোস নাস্তিকং
লিখিতং শ্রী নেমাঞি চরণ দাস।"

সম্পাদনায়-প্রাপ্ত দু'টি পাণ্ডুলিপি এবং পূর্ববর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করা হয়েছে। সম্পাদক তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ পূর্ববর্তী সম্পাদকের ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি Emendatio method-কে অবলম্বন করেন। তিনি বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে তথ্যগত, তত্ত্বগত, ব্যক্তিগত ও বিদ্যাবুদ্ধিগত প্রয়াসে আদ্য পরিচয়ের মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ বেশ মূল্যবান।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কথিতম *কালিকাপুরাণ*[২১০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, নব-ভারত পাবলিশার্স নব ভারত সংস্করণ কার্তিক ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন্ কোন্ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন তার কোন পরিচয় তুলে ধরেন নি। শুধু ভূমিকায় সম্পাদক 'কালিকাপুরাণে'র বৈশিষ্ট্য, প্রামাণিকত্ব, কাল-বিচার ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অন্য কোন তথ্য প্রকাশ করেন নি। তবে অনুমান করা যায়– সম্পাদক কোন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে Translated method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি আলাউল বিরচিত *সিকান্দরনামা*[২১১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে (অক্টোবর-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং– ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫ এবং বাংলা একাডেমীর সংরক্ষিত ১ খানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। মোট ১২ খানা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ সমন্বয় করে সম্পাদক Composite method-এ যৌগিক পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ। শরীফ সাহেব সম্পাদনায় তার শরীফীয়ানা চাল-চলন, বাগ-বৈদগ্ধ্য, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বজায় রেখেছেন। প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলীল গতিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদনা করেন মহাকবি আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী*[২১২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যসমিতি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক সাহেব বেশ কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পদ্মাবতী সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠসমন্বয় করে Composite method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন এবং সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত পাঠবৈষম্য পাঠান্তরে দেখিয়েছেন। পাদটীকায় শব্দার্থ ও টীকা তুলে ধরেছেন। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত *শূন্য-পুরাণ*[২১৩]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় অবলম্বন করেন কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির জি-৫৪৩৮ নং পাণ্ডুলিপি এবং নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত শূন্যপুরাণ ও চারুবন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্য-পুরাণ। সম্পাদক ভক্তিমাধব নগেন্দ্রনাথের সম্পাদিত গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন।

এক্ষেত্রে তার নির্ণীত পাঠ Transmitted method-অনুগ। তাঁর ভূমিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

---

২১০ আশ্চর্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কথিতম 'কালিকাপুরাণ', কলকাতা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

২১১ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'সিকান্দরনামা' বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা পৃ. ৫১ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত সিকান্দরনামার সব কয়টি পাণ্ডুলিপি এবং বাংলা একাডেমীর সংগৃহীত একখানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে একটি 'যৌগিক পাঠ' তৈরী করেছি। দু'শ নব্বই বছর পরে কবির রচিত বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের দাবী করা চলে না। তিন শতকের সময় পরিসরে বিচিত্র বিকৃতি কাব্যের বর্ণে, শব্দে ও চরণে কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, তা আজ আর নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই, আমরা কেবল আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাস দিয়ে সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে যত্ন করেছি।"

২১২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত আলাউল বিরচিত 'পদ্মাবতী', বাংলা সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

২১৩ ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ', কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদনা করেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কবিকঙ্কণচণ্ডী* [২১৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস কবি মুকুন্দরামের ৯ খানি পাণ্ডুলিপি এবং সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংস্করণগুলো অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত সংস্করণগুলো অবলম্বন করে Individual method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদনায় সম্পাদক যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রশংসার দাবীদার।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি সৈয়দ সুলতান বিরচিত *নবীবংশ* প্রথম খণ্ড [২১৫]। সম্পাদকের সম্পদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত ৮টি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সম্পাদক Recensio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। পাদটীকায় শব্দার্থ, টীকা ও পাঠান্তর দিয়েছেন। তাঁর আলোচনাংশ তথ্যবহুল ও মূল্যবান।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন সৈয়দ সুলতান বিরচিত *নবীবংশ* (দ্বিতীয় খণ্ড)[২১৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনায় অবলম্বন করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত দুইটি পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমীর সংগৃহীত একখানা পাণ্ডুলিপি ও ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত চারখানা পাণ্ডুলিপি। প্রাপ্ত ৭ খানা পাণ্ডুলিপির পাঠ যাচাই-বাছাই করে Recensio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। পাদটীকায় পাঠান্তর, শব্দার্থ ও টীকা দিয়েছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান, তথ্যনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক। সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রশংসার দাবীদার।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি শেখ মুত্তালিব বিরচিত *কিফায়াতুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব* [২১৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রথম সংস্করণ ভাদ্র- ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

ডঃ আহমদ শরীফ গ্রন্থটি সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ২৩ খানা পাণ্ডুলিপি, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের সংরক্ষিত ২ খানা পাণ্ডুলিপি এবং সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত ৩ খানা পাণ্ডুলিপি মোট ২৮ খানা পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাঠ যাচাই-বাছাই করে Huristices method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

সম্পাদক সাহেব ভূমিকায় কবি ও তার বংশাবলীর বংশলিপিকা নির্ণয় করেছেন। এছাড়াও অত্র কাব্যের অন্যান্য কবিগণের নাম ও তাঁদের কাব্যের নাম এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন। কবি 'কিফায়াতুল মুসল্লিন' গ্রন্থে যে সব আরবী শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তাদের সব কয়টির বাংলা পরিভাষা দিয়েছেন। ব্যবহৃত প্রতিশব্দের অভাব তিনি বাংলায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যা অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে সাধারণত হয়নি। সম্পাদক মহাশয় তার তালিকা প্রণয়ন করেছেন পরিশিষ্টে।

---

[২১৪] ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত কবি মুকুন্দরাম বিরচিত 'কবিকঙ্কণচণ্ডী', কলকাতা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা পৃ. iii "মুদ্রিত পুস্তকগুলি ছাড়া আটখানি নির্বাচিত পুঁথি তুলনা করে যে পাঠ দাঁড় করানো গেল, পরবর্তী সময়ে পাওয়া নবম একটি পুঁথি খুলে দেখা গেল পরিবর্তনসহ নতুন যে সব পাঠ নির্ধারিত হয়েছে ঐ নবম পুথিটির পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ঐ সব নির্ধারিত নতুন পাঠের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

[২১৫] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'নবীবংশ প্রথম খণ্ড', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

[২১৬] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'নবীবংশ দ্বিতীয় খণ্ড', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

[২১৭] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কিফায়তুল মুসল্লিন এ কায়দানী কিতাব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৩৮৫ (১৯৭৮ খ্রিঃ) পৃ. পরিশিষ্ট ২২৭ "তাদের সব কয়টির বাংলা পরিভাষা দেবার চেষ্টা করেছেন।"

Dhaka University Institutional Repository

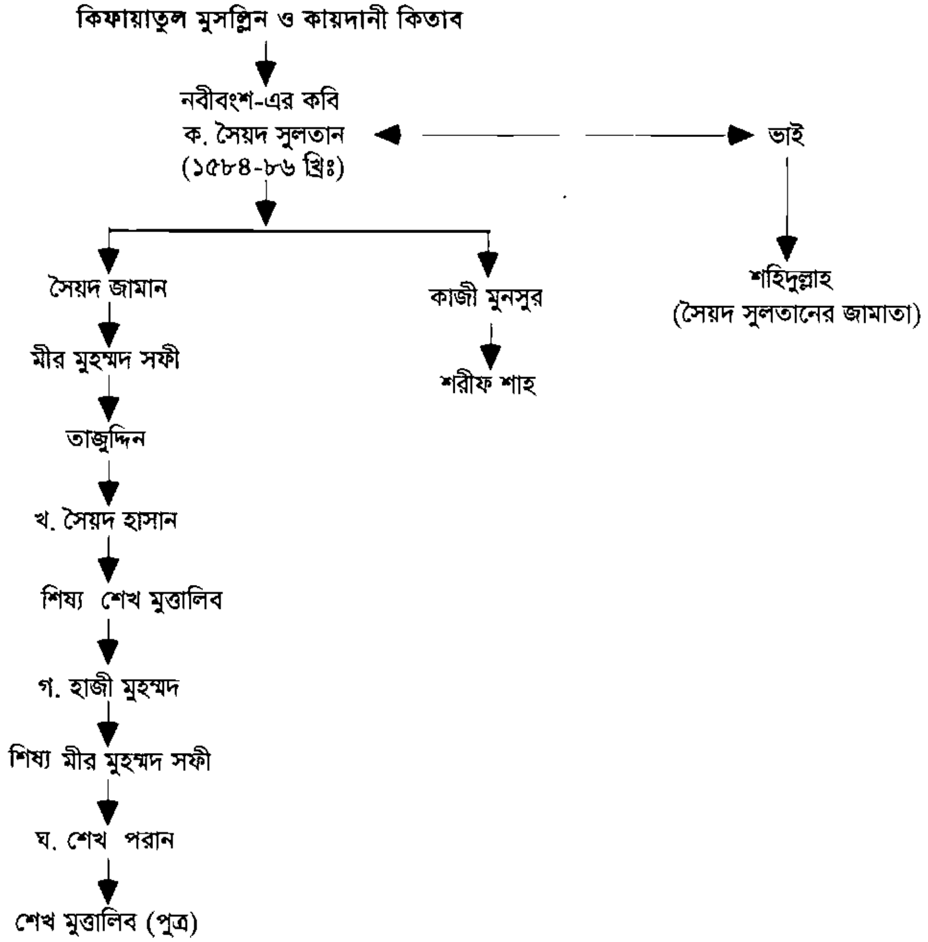

অধ্যাপক নীলরতন সেন সম্পাদনা করেন ৮৪ সিদ্ধা বিরচিত *চর্যাগীতিকোষ* [২১৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে সাহিত্যলোক, ৩২/৭৭ বিজন স্ট্রিট-জানুয়ারি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক নীলতন সেন ১৯৬৮ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনাকালে 'আবাসিক ফেলো' হিসাবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে চর্যাগীতির ছন্দ-পরিচয় শিরোনামে গবেষণায় যুক্ত হন। গবেষণাকালে তিনি চর্যাপদের বিভিন্ন সম্পাদনায় তারতম্য দেখতে পান এবং তা নিরসনে তিনি নেপালস্থ জাতীয় অভিলেখায় সংরক্ষিত তালপাতার পুথির মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করেন। তিনি সম্পাদিত সংস্করণগুলোর অনুকরণে Reconstruction method (সংস্কারমূলক-পদ্ধতি)-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রশংসার দাবীদার। এখানে তার স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি ব্রজমোহন দাস বিরচিত *চৈতন্যতত্ত্ব-প্রদীপ* [২১৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-পত্রিকা-দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; শীত ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) পুর্নমুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

---

[২১৮] অধ্যাপক নীলরতন সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতিকোষ' কলকাতা ৬, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। নিবেদক পৃ. ৯ "সেই সময় চর্যাগীতিগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করি বিভিন্ন সম্পাদকের পাঠে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে।"

[২১৯] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি ব্রজমোহন দাস বিরচিত 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ', সাহিত্যপত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ)।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ক্রমিক সংখ্যা ১৬৭৩। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন বৈষ্ণবকবি রচিত *বৈষ্ণব-পদাবলী*[২২০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি সাহিত্যসংসদ-কলকাতা থেকে ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংস্করণগুলোকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবিচন্দ্র মিশ্র বিরচিত *গৌরী-মঙ্গল*[২২১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক বিশ্বভারতীর সংরক্ষিত ১০২৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত গৌরীমঙ্গলের পাণ্ডুলিপি এবং ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিকে অগ্রে বিবেচনায় এনে সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রাপ্ত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে Emendatio method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক অনেক প্রাপ্ত তথ্য যুক্তিতে না মেলার কারণে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রন্থের রচনাকাল তুলে ধরেছেন–

"চণ্ডী পূজে চণ্ডী জপে তারে মনে
গোঁআএ দিবস রাত্রি চণ্ডীর ধেআনে।
একদিন সভা মধ্যে বসি মহাশএ
কবিচন্দ্র মিশ্র আনি বুলিল বিনএ
পঞ্চালী প্রবন্ধে রচ চণ্ডীর চরিত
তোমার কবিত্ব যেন ভ্রমে পৃথিবীত।
পরম ভক্তি যেন সর্বলোক পূজে
পুরাণ বচন যেন সাবধানে বুঝে।
নব শশীসূর ইন্দু (ইন্দ্র) শক নিবেদিত
কবিচন্দ্র মিশ্রে বোলে চণ্ডীর চরিত।"

কবি গ্রন্থটি গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) আমলে ১৪৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে কবিচন্দ্র মিশ্র তাঁর *গৌরীমঙ্গল পাঁচালি* রীমঙ্গরচনা শুরু করেন। কবি কোন রাজার হুকুমে রাজ ভাষায় পাঁচালি রচনা করে নি। তাঁর কবিখ্যাতির জন্য বলোঙ্গার গ্রামের প্রধানরা ডেকে এনে পাঁচালী রচনা করার অনুরোধ জানান। কবি এই গাঁয়ের বর্ণনা করেছেন–

তথা গুণিজন সঙে করিয়া সমাজ।
কবিচন্দ্র মিশ্র আনিএ্যা বলিলে(ক) কাজ।।
গন্ধমাল্য দিয়া তবে করিল সম্মান।
সুবে মিলিআ বলিলেন পাঁচালি বিধান।।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচ গৌরী-মঙ্গল।
তোমার মহিমা জেন ভ্রমে মহিতল।।

---

[২২০] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

[২২১] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবিচন্দ্র বিরচিত 'গৌরীমঙ্গল' বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা পৃ. ১০ "এ তথ্য জানার পরে শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে দুই ব্যক্তি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল।"

Dhaka University Institutional Repository

ভকতি করিয়া জেন সর্ব্বলোকে পূজে।
পুরাণ বচন যেন সর্বলোকে বুঝে।।
নব সসি ষুর ইন্দ্র সব পরিমিত।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত।। (পৃ. ৮)

সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত সংস্করণের পাঠান্তর তুলনামূলক আলোচনায় ও ভূমিকায় দেখিয়েছেন। সম্পাদক তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে দুই ব্যক্তি ছিলেন তা প্রমাণ করেছেন। সম্পাদকের ঐতিহাসিক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

নৃপেন্দ্র পাল সম্পাদনা করেন কবি রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী বিরচিত *গোঁসানী মঙ্গল* [২২২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট প্রকাশনী জন্মাষ্টমী বাং, ৯ ভাদ্র ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ পাল কোচবিহার থেকে একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। উক্ত উদ্ধাকৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ তিনি গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদিত কবি তুলসী দাস বিরচিত *রামচরিত মানস ও দোহাবলী* [২২৩] ৮, পটুয়াটোলা লেন-কলকাতা থেকে নবপত্র প্রকাশন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন নি। তিনি কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে Transmitted method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তুলসী দাস ১৫৫৪ সংবতে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তার জন্মসাল নিয়ে মতান্তর আছে। রামগুলান ত্রিবেদী তুলসী দাসের জন্ম সাল ধরেছেন ১৫৮৯ সংবৎ। স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন এই মতকে সমর্থন করেছেন। শিবসিং সেঙ্গার তুলসী দাসের জন্মসাল ধরেছেন ১৫৮৩ সংবৎ। তুলসী দাস বান্দা জেলার রাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পিতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম ছিল হুলসী। জন্মবেলায় তিনি পিতামাতা কৃর্তক পরিত্যক্ত ছিলেন। দাসী মুনিয়ার কোলেই তিনি মানুষ হয়েছেন। মুনিয়া খুব বেশি দিন বেঁচে থাকে নি। দাসী মুনিয়ার মৃত্যুর পর থেকে তিনি বিভিন্ন আশ্রমে সাধু-সন্ন্যাসীদের সাথে মানুষ হয়েছেন। তিনি ১৬৩১ সংবতের রামনবমীর দিন রামচরিত মানস রচনা শুরু করেন–

সংবত সোরহ সৈ একতীসা।
করুউ কথা হরিণ ধরি সীসা।।
নবমী ভৌম বার মধু মাসা।
অবধ পুরী যহ চরিত প্রকাসা।।

তুলসীদাস শেষ বয়সে কাশীতে চলে যান এবং ১৬৬০ সংবতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদনা করেন কবি দ্বারিকা দাস বিরচিত *মনসা-মঙ্গল* [২২৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের প্রদর্শনশালা থেকে চারটি 'মনসা-মঙ্গলের' পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। পাণ্ডুলিপিগুলো তালপাতায় লিখিত। চারটি পাণ্ডুলিপির দু'খানি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, বাকী দু'খানি দ্বারিকা দাস বিরচিত। সম্পাদক দ্বারিকা দাস বিরচিত পাণ্ডুলিপি দু'খানাকে 'ক ও খ' চিহ্নে চিহ্নিত করে, 'ক' খানাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে পাঠোদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপি দু'খানি উড়িয়া

---

[২২২] নৃপেন্দ্র পাল সম্পাদিত কবি রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী বিরচিত 'গোঁসানী মঙ্গল', কলকাতা ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

[২২৩] জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদিত কবি তুলসীদাস বিরচিত রামচরিত মানস ও দোহাবলী ৮, পটুয়াটোলা লেন- কলকাতা থেকে নবপত্র প্রকাশন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

[২২৪] ডঃ বিষ্ণুপদপাণ্ডা সম্পাদিত দ্বারিকা দাস বিরচিত 'মনসা-মঙ্গল' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ভূমিকা পুথির পরিচয় "উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভুবনেশ্বরে যে প্রদর্শনশাল্যটি আছে তার সঙ্গে একটি পুথি বিভাগ সংযুক্ত আছে। এখানে বিভিন্ন শতাব্দীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত পাঁচ সহস্রাধিক পুথি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত আছে। এই সংগ্রহের মধ্যে কিছু বাংলা পুথিও আছে, যদিও তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। এর অধিকাংশই কিন্তু উড়িয়া লেখা হরফে তালপাতার পুথি।"

ভাষায় লিখিত। সম্পাদক তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। Translated method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

সম্পাদক উড়িয়া ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদ করে পাণ্ডুলিপির প্রক্ষেপ অংশ বর্জন করেন এবং ভুল-ক্রটিগুলো সংশোধন করেন। সম্পাদক সম্পাদনাকালে মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত দ্বারিকা দাস বিরচিত 'মনসা মঙ্গলে'র আরো একটি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির সহায়তা গ্রহণ করেন।

ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদনা করেন কবি তন্ত্রবিভূতি বিরচিত *মনসাপুরাণ*[২২৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক মহাশয় মালদহর কবি তন্ত্রবিভূতি রচিত 'মনসা-পুরাণে'র চারখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এই চারখানি পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে সম্পাদক সম্পাদনায় অগ্রসর হন। ডঃ আশুতোষ দাস প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

সুলতান আহম্মদ ভূঁইয়া সম্পাদনা করেন কবি ফৈজদ্দীন বিরচিত *শবে মেরাজ*[২২৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি-ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে (১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) পঞ্চবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সুলতান আহম্মদ ভূঁইয়া বরিশাল জেলার চাখারের বাঁশপুর গ্রাম হতে শবে মেরাজের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত ছিল। তিনি উদ্ধারকৃত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে সম্পাদনাকর্ম শুরু করেন। তিনি Divinatio method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। পাদটীকায় তিনি শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী ব্যবহার করেন নি। কবির আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করতে পারেন নি। কেবল ইংরেজ কবি গ্রের চারটি চরণ তুলে ধরেছেন। সম্পাদক ইচ্ছা করলে কবি সম্পর্কে গঠনগত বর্ণনা দিতে পারতেন। তিনি কবি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনা করেন নি।

---

[২২৫] ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত কবি তন্ত্রবিভূতি বিরচিত 'মনসা-পুরাণ', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখবন্ধ "ইহাদের মধ্যে তন্ত্রবিভূতি নামক জনৈক কবির রচিত মনসাপুরাণের চারখানি পুঁথির সন্ধান পাইয়া তিনি সেগুলি সংগ্রহ করেন। এই কবি ও তাঁহার সম্পর্কে কোনও খবর ইতিপূর্বে আমাদের জানা ছিল না।"

[২২৬] সুলতান আহম্মদ ভূঁইয়া সম্পাদিত কবি ফৈজদ্দীন বিরচিত শবে মেরাজ-ঢাকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৭, পঞ্চবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা পৃ. ভূমিকা- "এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং আমার পরলোকগত শিক্ষাগুরু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর প্রোৎসাহে আমাদের অবলুপ্ত অতীত সাহিত্যের অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন আজ হইতে প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি বা পাণ্ডুলিপি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে যে পাণ্ডুলিপিটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি উহা বিগত ১৯৬৭ইং সনের কোন এক সময়ে আমার হস্তগত হয়। ...চাখারের নিকটবর্তী বাঁশপুর গ্রাম হইতে একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে এবং অনেকটা কৌতুহলবশতঃ আমাকে ইহা দেখান। কাব্যটি তাহার কিংবা কাব্যের তৎকালীন মালিকের কোন কাজে লাগিবে না বরং আমাকে দিলে বাংলা সাহিত্যে আমার গবেষণার কাজে সহায়ক হইতে পারে বলিয়া তাহাকে জানাইলাম। সে তখন সহায়ক হইয়া উহা আমাকে দিয়া যায়।
পাণ্ডুলিপি শুধু আদ্যন্ত খণ্ডিতই নয়। উহার ভিতরের অংশেও এখানে সেখানে বহু পত্রের অস্তিত্ব নাই। উহার পৃষ্ঠা সংখ্যায় একটু নূতনত্ব আছে। ... কয়েকটা ভনিতা নিম্নে উল্লেখ করলাম–

১. রুছুলের পদযুগে করিয়া সেলাম।
চন্দ্রখণ্ড ফএজুদ্দীন (লেখিল) উপাম।। (পৃ. ৩)
২. রছুলের পদযুগে ফএজুদ্দীন কয়।
গোনা খাতা মাফ আল্লাহ করিবে আমায়।। (পৃ. ৩)
৩. দোহানের মধ্যে যত সম্ভাসা হইল।
পুস্তক বাড়য় দেখি তাহা না লিখিল।।
কহে শ্রী ফএজুদ্দীন করিয়া কাগতি।
রছুলের পদে মোর রহুক ভকতি। (পৃ. ৪)

দেশ, কাল পাত্র ভেদে একথা প্রযোজ্য। ইংরেজ কবি গ্রে-এর কথনে তাহাদের সম্পর্কে বলা যায়–

" Foll many a gem of the purest ray serenc
The dark unfathomed cames of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান ভূঁইয়া সম্পাদনা করেন কবি শেখ চান্দ বিরচিত *কেয়ামতনামা*[২২৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটির ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমীর পত্রিকা-বৈশাখ-আষাঢ়-১৩৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সুলতান আহমদ ভূঁইয়া কুমিল্লা জেলার মেহেরকুল পরগনার অন্তর্গত উত্তর গ্রাম নামক মৌজায় বসবাসকারী মৌলভী সেকান্দার আলী মাস্টারের নিকট থেকে পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে Divinatio method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদক গ্রন্থের পাদটিকায় শব্দার্থ টীকা-টিপ্পনী প্রদান করেন। তিনি পাদটীকায় গ্রন্থটির রচনাকাল ১৩২২ অর্থাৎ ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ. নির্ণয় করেছেন।

ডঃ সুমঙ্গল রানা সম্পাদনা করেন সিদ্ধাচার্য বিরচিত *চর্যাগীতি-পঞ্জালিকা*[২২৮] নামক গ্রন্থ। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি পূর্ব সম্পাদিত সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। তবে তিনি মুনীদত্তের বঙ্গানুবাদ ও টীকার উপর নির্ভর করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

শিশিরকুমার সেন সম্পাদনা করেন *মহাভারতের মূলকাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ*[২২৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে সংস্কৃত ভাণ্ডারের পক্ষে শ্যামপাদ ভট্টাচার্য ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক শিশিরকুমার সেন পুনা হতে রামচন্দ্র শাস্ত্রী কিঞ্জবভেকর সম্পাদিত ও নীলকণ্ঠের সম্পাদিত গ্রন্থখানিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে যে সমস্ত সম্পাদক বাংলায়, চলিত বাংলায় ও সরল বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁদের সেই অনুবাদে কী কী ত্রুটি ছিল বা আছে তা উল্লেখ করেন নি? সম্পাদনার ইতিহাসে এটি যোজনা মাত্র। তাছাড়া রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেন নি।

কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদনা করেন আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত *রামায়ণ* (বালখণ্ড)[২৩০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ Translated method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়নি।

বিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদনা করেন বশিষ্ঠ বিরচিত *শ্রীসাম্ব পুরাণ*[২৩১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোডস্থ নবভারত পাবলিশার্স প্রথম নবভারত সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দে (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

---

[২২৭] সুলতান ভূঁইয়া সম্পাদিত কবি শেখ চান্দ বিরচিত 'কেয়ামতনামা' ঢাকা, বাংলা একাডেমীর পত্রিকা-বৈশাখ-আষাঢ়-১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

"মুরসিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হির্ণ্য চান্দে।
গ্রন্থারাস বাইশ সন রচিল প্রবন্ধে।।"
"একসত্ত বাইশ পুস্তক বেচান।
সাহা চান্দ ফকিরে বোলে শোন গুণিরগণ।।"

আমার বিশ্বাস 'এক সহস্র বাইশ সন' ১০২২ সন কবির 'কিয়ামতনামা' রচনার কাল। ইহা বাংলা বা ত্রিপুরাব্দ হইতে পারে। তবে কবির সাহিত্যিক জীবন ত্রিপুরায় অতিবাহিত হওয়ায় ইহা ত্রিপুরাব্দ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এই হিসাবে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক।

[২২৮] ডঃ সুমঙ্গল রানা সম্পাদিত 'চর্যাগীতি-পঞ্জালিকা', কলকাতা ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ পৃ. ৮ "বলিতে ভুলিতে গিয়াছি মুনিদত্তের টীকার সার্বিক বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।"

[২২৯] শিশিরকুমার সেন সম্পাদিত মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ভূমিকা-১ "কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতের বহুস্থলে মূল মহাভারত কাহিনী হতে কিছু ভিন্নভাবে বিস্তৃত বিবৃত করেছেন। সর্বত্র মূল কাহিনী অনুসরণ করেন নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রথমে গদ্যে মূল মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। সারানুবাদ রচনা ও প্রকাশ করে মূল মহাভারতের কাহিনী চিত্তাকর্ষকরূপে সাধারণ পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন। এই অবস্থায় মূল মহাভারত কাহিনী বিবৃত করে নুতন একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের কারণ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি।"

[২৩০] কৃষ্ণ গোপাল ভক্ত সম্পাদিত আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত 'রামায়ণ' (বাল খণ্ড), কলকাতা ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

[২৩১] বিজন-বিহারী গোস্বামী সম্পাদিত কবি বশিষ্ঠ বিরচিত 'শ্রীসাম্ব পুরাণ', কলকাতা ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক বিজন-বিহারী গোস্বামী বোম্বাই থেকে লিথোপ্রিন্ট সংগ্রহ করেন এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ Translated method-এ গ্রহণ করেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি সম্পাদনার রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি।

জগদানন্দ সম্পাদনা করেন শঙ্করাচার্য প্রণীত *শ্রীশ্রীমদ্ভাগবদগীতা* [২৩২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১নং উদ্বোধন লেনস্থ, বাগবাজার, ষোড়শ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯০ বঙ্গাব্দে (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

জগদানন্দ গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। অনুমান করা যায় কোন প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

মহাব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদনা করেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত *শ্রীমদ্ভাগবত* দশম স্কন্ধ-পঞ্চম খণ্ড [২৩৩]। শ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শুভ আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্তি স্মরণে ২৪-বি, স্যার গুরুদাস রোড, কলকাতা-৫৪ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। প্রকাশিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে গৃহীত পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক Transalated method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি জায়সী ও আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী* (১ম খণ্ড)[২৩৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ-৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার জুলাই-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী পাণ্ডুলিপির দু'খানি জেরোক্স কপি এবং গ্রীয়ার্সন ও সুধাকর দ্বিবেদী সংস্করণ (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ), লালা ভগবান দীনের 'পদমাবৎ সংস্করণ' (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ), কালিকারঞ্জন কানুনগো, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' গ্রন্থ, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' গ্রন্থ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' গ্রন্থ, রামচন্দ্র শুল্কার সংস্করণ এবং মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সংস্করণ অবলম্বনে পদ্মাবতী সম্পাদনা করেন। সম্পাদনায় তিনি মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সম্পাদক বিভিন্ন সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ অবলম্বনে Contaminatio method-এ গ্রন্থের 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মূল পদুমাবৎ ও তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের তুলনামূলক পরিচয় করে দেওয়ার জন্যই মূলতঃ তিনি সম্পাদনা করেছেন। কাব্যের ও কবির ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। ইতপূর্বে যাঁরা 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা করেছেন– তাঁরা কেউ সম্পূর্ণ পদ্মাবতীর সম্পাদনা করেন নি। অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ পদ্মাবতীর সম্পাদনা দুই খণ্ডে করেছেন– এটি নিঃসন্দেহে দুরূহ ও কষ্টসাধ্য কাজ। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন জায়সী ও আলাওল বিরচিত *পদ্মাবতী* [২৩৫] ২য় খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ৬এ-রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলকাতা থেকে আগস্ট ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

পদ্মাবতী কাব্যের ২য় খণ্ড সম্পাদনা করতে গিয়ে দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়– ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পদ্মাবতী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত পদ্মাবতী, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

---

[২৩২] জগদানন্দ সম্পাদিত শঙ্করাচার্য প্রণীত 'শ্রীশ্রীমাদ্ভাগবদগীতা', কলকাতা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

[২৩৩] মহাব্রত ব্রহ্মচারী সম্পদিত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপরায়ণ বেদব্যাস বিরচিত 'শ্রীমদ্ভাগবত' দশম স্কন্ধ-পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

[২৩৪] দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জায়সী ও আলাল বিরচিত 'পদ্মাবতী ১ম খণ্ড' কলকাতা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. নিবেদন "ভূমিকা ও মূল পাঠের নীচের গদ্যানুবাদ সম্পাদকের। গদ্যানুবাদের আবশ্যকতা হল এই যে আলাওলের অনুবাদের সঙ্গে হিন্দী না জানা পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মূলের সমান্তরালতা বুঝতে সাহায্য করা।"

[২৩৫] দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জায়সী ও আলাওল বিরচিত 'পদ্মাবতী ২য় খণ্ড', কলকাতা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদিত পদ্মাবতী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীর সংরক্ষিত দু'খানা পাণ্ডুলিপির ফটোকপি এবং হাবিবী প্রেসের দু'টি সংস্করণ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নাগরী সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনা করেন। সম্পাদনায় সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত পদ্মাবতীর পাণ্ডুলিপির ফটোকপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে পুথির পাঠ হুবহু রক্ষা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের 'গৃহীত পাঠ' Contaminatio method-এ গ্রহণ করেছেন। সম্পাদকীয় আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদনা করেন কবি শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা* [২৩৬]। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মে, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। প্রাপ্ত পাঁচখানা পাণ্ডুলিপিকে আলোচনার সুবিধার্থে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ শ্রেণীবিভক্ত করেছেন। বিভক্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে 'গ' সংখ্যক পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তিনখানা পাণ্ডুলিপিকে সম্পাদক অবলম্বন করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠগুলোকে সমন্বিত করে Composite method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। জনাব আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের গৃহীত Composite method-এ নির্ণীত পাঠকে গ্রহণ করে ডঃ এনামুল হক ও বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া প্রাপ্ত আরো দুইখানা অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সমন্বিত পাঠের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করেন। সম্পাদিত গ্রন্থটির আলোচনা ইতিহাসভিত্তিক ও তথ্যনিষ্ঠ।

আবদুল আউয়াল সম্পাদনা করেন কবি করমুল্লা বিরচিত *মৃগাবতী* [২৩৭]। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে একটি মাত্র সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত প্রমাণের সাহায্যে Divinatio method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান ও তথ্যবহুল।

সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদনা করেন সিদ্ধাচার্য রচিত *চর্যাগীতি প্রসঙ্গ* [২৩৮] নামে। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্পাদক কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তবে মুনীদত্তের টীকা, সরহপার দোহাকোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদিত সংস্করণ, প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সংস্করণ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ফরাসী অনুবাদ ও বুদ্ধিষ্ট মিষ্টিক সংস, রাহুল সাংকৃত্যায়নের সংস্করণ, ধর্মবীর ভারতীর সংস্করণ এবং পার কোয়ার্নস এর নিরূপিত পাঠগুলোর তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে

---

[২৩৬] ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত কবি শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস-১৯৮৪ সন পৃ. দুই "এই কাবের যে কয়খানা পাণ্ডুলিপি তাঁহার গ্রন্থাগারে ছিল তাহা পাঠ করিয়া আমার ব্যবহারের জন্য কাব্যটির একখানি composite version বা সমন্বিত পাঠ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারের জন্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি সানন্দ চিত্তে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার দ্বারা সম্পাদিত 'ইউসুফ জোলেখা'র এই পাঠ মূলতঃ সাহিত্যবিশারদ মহোদয়ের সমন্বিত পাঠ নির্ভর একটি তুলনামূলক সংশোধিত পাঠ ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

[২৩৭] আবদুল আউয়াল সম্পাদিত কবি করমুল্লা বিরচিত 'মৃগাবতী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

[২৩৮] সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'চর্যাগীতিপ্রসঙ্গ' বাংলা একাডেমী ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ভূমিকা ১৩- "একটি অধ্যায় আমি আচার্য মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা নিয়ে আলোচনা করেছি। উক্ত আলোচনার টীকায় উল্লিখিত বিশিষ্টার্থক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ... সরহপার দোহাকোষ অবলম্বনে চর্যাগীতিকার কোনো কোনো পাঠ সংশোধন করা যায় এটা আমি গীতিকাগুলোর পাদকীটায় দেখিয়াছি। তাছাড়া সরহপা ছিলেন চর্যাগীতিকার সূত্রপাতের সময়কার একজন মহান পণ্ডিত এবং কবি। সে কারণে সরহপার দোহাকোষ নিয়ে একটি আলোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হল। বাংলা ভাষায় সরহপার দোহাকোষের উপর বিস্তারিত আলোচনা এটাই প্রথম। ডক্টর শহীদুল্লাহ ফরাসী ভাষায় একটি আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনাটি তাঁর গবেষণাসন্দার্ভের অন্তর্ভুক্ত। তিনি অপভ্রংশ পাঠ এবং তার তিব্বতী অনুবাদ উপস্থিত করে ফরাসী ভাষায় একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাহ্নপার দোহাকোষেরও ফরাসী ভাষায় তিনি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আর এ বিষয়ে কোনো কাজ করেন নি। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর কাজটি ইংরেজিতে। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রথম হিন্দী ভাষায় সরহপার দোহাকোষ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। আমি বর্তমান গ্রন্থে সরহপার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তাঁর একটি বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছি। গীতিকাগুলোর পাঠসম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি অবলম্বন করেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ধর্মবীর ভারতী এবং পার কোয়ার্নের নিরূপিত পাঠগুলো। সরহপার দোহাকোষও আমার বিবেচনায় এসেছিল।"

Composite method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদক পাদটীকায় হিন্দী-অবধী সূত্রের বিশ্লেষণ দিয়েছেন। সম্পাদকের সম্পাদনাংশ ও আলোচনাংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ জীবেন্দু রায় সম্পাদনা করেন *চৈতন্য-চরিতামৃত* [২৩৯] । গ্রন্থটি কলকাতা থেকে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে (১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

ডঃ জীবেন্দু রায় সম্পাদনা করেছেন আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথের টীকাভাষ্যের আদর্শকে। তিনি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করেন নি। তিনি Transmitted method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনার রীতিতে কোন গুরুত্ব বহন করে না। এটি নামমাত্র সম্পাদিত।

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদনা করেন সিদ্ধাচার্যদের বিরচিত *চর্যাগীতিকা* [২৪০] । সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক চর্যাগীতির সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। সম্পাদক সম্পাদনায় পূর্ববর্তী সম্পাদকবৃন্দ ও প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তবে তিনি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদিত গ্রন্থকে আদর্শ হিসাবে ধরেছেন। তাঁর গৃহীত পাঠ Transmitted method-এর অনুগ। তিনি আলোচনায় বৌদ্ধদের সহজিয়া সাধন-পদ্ধতির উপর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সম্পাদকের সম্পাদনায় স্বকীয়তা ও জ্ঞান-গরিমার পরিচয় মুখ্যস্থান অধিকার করেছে।

ডঃ বেণীমাধব শীল সম্পাদনা করেন মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত *শ্রীমদ্ভাগবত* [২৪১] গ্রন্থটি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোডস্থ-অক্ষয় লাইব্রেরী দোলাযাত্রা ফাল্গুন-১৩৯৩ বঙ্গাব্দে (১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত কোন গ্রন্থকে অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Tranalated method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। তিনি গীতার প্রাপ্ত শ্লোকগুলিতে কী কী ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এবং কীভাবে তা দূর করেছেন, তার কোন কিছুই উল্লেখ করেন নি? সম্পাদিত গ্রন্থটির সম্পাদনার আলোচনায় কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে নি। কেবল হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যই গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত হয়েছে।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত *মার্কণ্ডেয় পুরাণ* [২৪২] । সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে নবভারত পাবলিশার্স ৭২, মহাত্মাগান্ধী রোড, থেকে আষাঢ় ১৩৯০ বঙ্গাব্দে (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত কোন গ্রন্থ থেকে বাংলা অনুবাদ করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের কোন ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি। ডঃ দেব গোস্বামী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যেই চণ্ডীগ্রন্থ বা দেবী মাহাত্ম্যপূর্ণ সপ্তম গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। এজন্য বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গানপত্য সকল সম্প্রদায় এই পুরাণখানি পড়ে থাকবেন।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত *গরুড়পুরাণ* [২৪৩] । সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা থেকে নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম নব ভারত সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ বঙ্গাব্দে (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

---

২৩৯ ডঃ জীবেন্দুর রায় সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কলকাতা ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। পৃ. নিবেদন "গবেষকবিশেষজ্ঞের জন্য নয়। একান্তভাবেই সাধারণ প্রবেশ পাঠকের শিক্ষার্থীর।"

২৪০ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'চর্যাগীতিকা' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ। প্রাসঙ্গিক পৃ. ঙ- "পাঠ সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমার অবলম্বন ছিলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধ বাগচী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের নিরূপিত পাঠগুলো।"

২৪১ ডঃ বেণীমাধব শীল সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভাগবত' কলকাতা ১৯৮৬।

২৪২ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যেই চণ্ডীগ্রন্থ বা দেবী মাহাত্ম্যপূর্ণ সপ্তসতী গ্রন্থ স্থান পাইয়াছে। ইহা ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে পঠিত হইয়া থাকে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গানপত্য সকল সম্প্রদায়ই চণ্ডীগ্রন্থ পাঠ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

২৪৩ আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'গরুড়পুরাণ', কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' গ্রহণ করেন। এমন কি সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের কোন ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* [২৪৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে নবভারত পাবলিশার্স ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, প্রথম নব ভারত সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বঙ্গাব্দে (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন। সম্পাদক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি। হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই গ্রন্থটি নামেমাত্র সম্পাদিত হয়েছে।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *বৃহন্নারদীয় পুরানম্* [২৪৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, নবভারত পাবলিশার্স প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে (১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে কোথায় সম্পাদিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন তার কোন পরিচয় তুলে ধরেন নি। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি মূলতঃ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদক ভূমিকায় 'গ্রন্থ পাঠে সকলের হৃদয়ে বিষ্ণুভাবের উদয় হক'– এই কামনা করেছেন। সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ* [২৪৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, প্রথম নবভারত সংস্করণ ফাল্গুন-নবভারত পাবলিশার্স–১৩৯৬ বঙ্গাব্দে (১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক পঞ্চানন তর্করত্ন প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন নি। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। Translated method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক নাম মাত্র সম্পাদক ছিলেন এবং গ্রন্থটি সম্পাদনার ইতিহাসে নাম মাত্র সংযোজন মাত্র।

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত *লিঙ্গপুরাণ* [২৪৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ-ফাল্গুন-নবভারত পাবলিশার্স-১৩৯৬ বঙ্গাব্দে (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের জাগরণ ও প্রচারের জন্যই গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে।

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত মহাকবি কালিদাস প্রণীত *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* [২৪৮] কলকাতা থেকে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে (১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সংস্কৃত সংস্করণকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং Translated method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার করা। এই গ্রন্থের

---

[২৪৪] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' কলকাতা ১৩৯১ বঙ্গাব্দ।

[২৪৫] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস প্রণীত বৃহন্নারদীয় পুরাণম্' কলকাতা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা নিবেদনাংশ 'এ পুরাণ পাঠ করিলে অতিবড় পাষণ্ডেরও হৃদয়ে বিষ্ণু ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ধার্মিক এ পুরাণ পাঠে অসীম আনন্দ লাভ করিবেন।"

[২৪৬] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস রচিত 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' কলকাতা ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ভূমিকা "আমি এ বৎসর নানাপ্রকার বিক্ষিপ্ত সম্পাদন কার্য্য নামতঃ আমার কার্য্যতঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ মহোদয়ই ইহার প্রকৃত সম্পাদক এবং অনুবাদক।

[২৪৭] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস রচিত 'লিঙ্গপুরাণ' কলকাতা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

[২৪৮] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তলম কলকাতা থেকে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রাক্‌কথন লিখেছেন ডঃ পবিত্র সরকার। গঠনগত কোন কথা হয়নি এবং সম্পাদনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কোন আলোচনা তিনি করেননি।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *কূর্ম-পুরাণ* [২৪৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ ফাল্গুন-নবভারত পাবলিশার্স-১৩৯৫ বঙ্গাব্দে (১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার জগতে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *পদ্ম-পুরাণ* (স্বর্গখণ্ড)[২৫০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মাগান্ধী রোড-কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ-নবভারত পাবলিশার্স ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে (১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। কোন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি Translated method-কে অবলম্বন করেন। হিন্দুধর্মের জাগরণের জন্যই মূলতঃ গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত ও সংকলিত *নবচর্যাপদ* [২৫১]। সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপালে গিয়ে বৌদ্ধ আচার্যদের কাছ থেকে প্রায় চর্যাপদের মত কিছুগান সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত গানের মধ্যে ১০০টি গান বেছে নেন এবং গানগুলি রেকর্ড করান। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ইচ্ছা ছিল সম্পাদনাসহ 'নব-চর্যাপদ' নামে প্রকাশ করানো কিন্তু তিনি হঠাৎ পরকালের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। তাঁরই অসমাপ্ত কাজ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়ে সমাপ্ত করেন।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির কালানুক্রমিক তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন- (ক) ১০-১২ শতক, (খ) ১৩-১৪ শতক, (গ) ১৫ শতক ও তৎপরবর্তী কাল পর্যায়ে ৯৮টি গীত পাওয়া গেছে। তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১নং গীতটি শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপুথির ৪ নং গীতের সামান্য পরিবর্তিত রূপ। আরও পাঁচটি গীত ২,৩,৪,১০,১৯, নং-এর পাঠ- কাহ্নপাদের হেবজ্রতন্ত্রে এবং রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন সংকলিত 'দোহাকোষ'-এ মিল রয়েছে বাকীগুলি সম্পূর্ণ নতুন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর সংগৃহীত ২৫০টির মধ্য থেকে আরো ২টির পাঠ সংকলন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ তাঁর তিরোধানের ফলে সম্ভব হয়নি।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করতে গিয়ে এই নতুন গানগুলির নব আবিষ্কারের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী 'নবাবিস্কৃত চর্যাপদের তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী নবাবিস্কৃত গানগুলোর ভাষা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'নবচর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গ' নিয়ে গানগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। শশিভূষণ দাশ গুপ্ত তাঁদের আলোচনাসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ডঃ শশিভূষণের কাজ ছিল অত্যন্ত গঠনমূলক ও বৈজ্ঞানিক। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত Constitutio method-এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেন। ডঃ অসিতকুমার ডঃ শশিভূষণের গৃহীত পাঠকে গ্রহণ করেছেন। ডঃ শশিভূষণের পূর্বে এই Constitutio method-এ ভারতীয় উপমহাদেশে আর কেউ কাজ করেন নি। ডঃ শশিভূষণের মৃত্যুর পর ডঃ অসিতকুমার তাঁর গৃহীত পাঠকে গ্রহণ করেছেন এবং কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করেন নি। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নাম মাত্র সম্পাদক।

---

[২৪৯] আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস রচিত 'কূর্ম্ম-পুরাণ' কলকাতা ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

[২৫০] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'পদ্ম-পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড)' কলকাতা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ভূমিকা "সানুবাদ স্বর্গখণ্ড পাঠে পাঠকগণের ধর্মবিষয়ক উপকার হইলে পরম আনন্দিত হইব।"

[২৫১] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নবচর্যাপদ' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত *মননা-মঙ্গল* [২৫২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত* [২৫৩]। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা-৯ থেকে আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় বৃন্দাবন থেকে একশত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং গ্রন্থগুলো অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। পাণ্ডুলিপির 'বিধৃত পাঠে'র চারটি প্রতিনিধিস্থানীয় ধারার সমন্বয়ে Composite method-এ পাঠ নির্ণয় করেছেন। তাঁদের আলোচনাংশ মূল্যবান।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *বায়ুপুরাণ* [২৫৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড-কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ রথযাত্রা-নবভারত পাবলিশার্স আষাঢ় ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন নি। তিনি কোন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে Translated method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদক হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রচারের জন্য গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দপুরাণ* [২৫৫] ১ম ভাগ-মহেশ্বর খণ্ড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা প্রথম নবভারত সংস্করণ, আশ্বিন নবভারত পাবলিশার্স ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'স্কন্দপুরাণ' সম্পাদনায় কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্পাদক Translated method গ্রহণ করেন। গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন তারাকান্ত-দেবশর্ম্মা কাব্যতীর্থ। হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যই সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *পদ্ম-পুরাণ* [২৫৬] ভূমিখণ্ড। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড-কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ-নবভারত পাবলিশার্স–১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক তাঁর গ্রন্থের গৃহীত পাঠ নিরূপণে Translated method-গ্রহণ করেন।

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দপুরাণ* (দ্বিতীয় ভাগ) বিষ্ণুখণ্ড [২৫৭], ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড-কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত ও সংস্করণ, আশ্বিন নবভারত পাবলিশার্স ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

---

[২৫২] বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত 'মনসামঙ্গল', কলকাতা, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

[২৫৩] ডঃ সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। সম্পাদকীয় বক্তব্য "সম্প্রতি আবিষ্কৃত ব্রজমণ্ডলের পুথি বর্তমান সংস্করণের পাঠ সংস্কারের প্রধান অবলম্বন। পুথিগুলি এখন বৃন্দাবন শোধ সংস্থানের সম্পত্তি। খণ্ডিত-অখণ্ডিত নিয়ে পুথির সংখ্যা প্রায় একশত। পাঠ মিলিয়ে একশত পুথিতে পাঠবিবর্তনের চারটি ধারা পাওয়া গিয়াছে। এই চার ধারার প্রতিনিধি চারখানি পুথির সাহায্যে পাঠের সংস্কার করা হয়েছে।"

[২৫৪] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'বায়ুপুরোণ' কলকাতা, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।

[২৫৫] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস বিরচিত 'স্বন্দপুরাণ' ১ম ভাগ, মাহেশ্বর খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা "আমিই যখন সম্পাদক তখন আমিই বলিতেছি পাঠকগণ এই মহাপুরাণ আদ্যন্ত পাঠ করুন, তাঁহারা তৃপ্ত হইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

[২৫৬] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'পদ্ম-পুরাণ' ভূমিখণ্ড, কলকাতা, ১৯৯০।

[২৫৭] পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'স্কন্দপুরাণ' (দ্বিতীয় ভাগ) বিষ্ণুখণ্ড কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেননি। সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদক গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন নি।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দপুরাণ* (তৃতীয় ভাগ) ব্রহ্মখণ্ড [২৫৮] প্রথম নবভারত সংস্করণ আশ্বিন, প্রথম পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড-কলকাতা থেকে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনায় গ্রন্থগুলোর কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। বরং সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠনির্ণয় করেন। হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যই মূলতঃ গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মীয় উপদেশ ছাড়া কোন মানবীয় আবেদন নেই।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দ-পুরাণ* (চতুর্থখণ্ড) ব্রহ্মখণ্ড [২৫৯] প্রথম নবভারত সংস্করণ ফাল্গুন, স্কন্দপুরাণ (পঞ্চম ভাগ) ব্রহ্মখণ্ড-প্রথম নবভারত সংস্করণ–ফাল্গুন নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড-কলকাতা থেকে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনায় গ্রন্থগুলোর কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। বরং সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যই মূলতঃ গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষা অনুবাদ করে সম্পাদনা করেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মীয় উপদেশ ছাড়া কোন মানবীয় আবেদন নেই।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দপুরাণ* প্রথম নবভারত সংস্করণ আশ্বিন, স্কন্দ-পুরাণ (পঞ্চম ভাগ) ব্রহ্মখণ্ড [২৬০] প্রথম নবভারত সংস্করণ–ফাল্গুন নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড-কলকাতা থেকে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। বরং সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যই মূলতঃ সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মীয় উপদেশ ছাড়া কোন মানবীয় আবেদন নেই।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দ পুরাণ* স্কন্দপুরাণ (ষষ্ঠ ভাগ)[২৬১] নাগরখণ্ড– প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ-৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা থেকে ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে (১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনাকালে কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সম্পাদক Translated method-এ 'অভিপ্রেত পাঠ' গ্রহণ করেন। গ্রন্থদ্বয়ের কোন ভূমিকা সম্পাদক লেখেন নি। গ্রন্থটি নামে মাত্র সম্পাদিত। হিন্দুধর্মের বিকাশ ও প্রচারের জন্যই মূলতঃ গ্রন্থদ্বয় সম্পাদিত হয়েছে।

---

[২৫৮] পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'স্কন্দপুরাণ' স্কন্দপুরাণ (তৃতীয় ভাগ) ব্রহ্মখণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

[২৫৯] পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'স্কন্দপুরাণ' স্কন্দপুরাণ (চতুর্থ ভাগ) ব্রহ্মখণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

[২৬০] পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'স্কন্দপুরাণ' স্কন্দপুরাণ (পঞ্চম ভাগ) ব্রহ্মখণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

[২৬১] পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'স্কন্দপুরাণ' (ষষ্ঠ ভাগ) নাগরখণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচিত *স্কন্দপুরাণ* (সপ্তম ভাগ)[২৬২] প্রভাসখণ্ড– প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ-৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা থেকে ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে (১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনাকালে কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সম্পাদক Translated method-এ 'অভিপ্রেত পাঠ' গ্রহণ করেন। গ্রন্থদ্বয়ে কোন ভূমিকা সম্পাদক লেখেন নি। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত। হিন্দুধর্মের বিকাশ ও প্রচারের জন্যই মূলতঃ গ্রন্থদ্বয় সম্পাদিত হয়েছে।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *বামন পুরাণ*[২৬৩]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে নবভারত পাবলিশার্স– প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক মহাশয় সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হননি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Translated method-এ গ্রন্থটির 'অভিপ্রেত পাঠ' গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের জাগরণই ছিল সম্পাদকের লক্ষ্য।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ*[২৬৪] ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) নবভারত পাবলিশার্স প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ Translated method-এ নির্ণয় করেন।

নির্মলেন্দু খাসনবীস সম্পাদনা করেন স্বরূপ দামোদর বিরচিত *কড়চা*[২৬৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে (১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি–রানাঘাট নিবাসী গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় সংগৃহীত 'আশ্রয়-সিদ্ধান্ত'-গ্রন্থ অবলম্বনে Transmitted method-এ গৃহীত পাঠনির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

বাঁশরী রায় চৌধুরী সম্পাদনা করেন জয়ানন্দ ও লোচন দাস বিরচিত *চৈতন্যমঙ্গল*[২৬৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা ৩৮, বিধান সরকার-সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রথম সংস্করণ-আশ্বিন ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক বাঁশরী রায় চৌধুরী প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন নি। তিনি পূর্বে প্রকাশিত ও সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদক আলোচনায় চৈতন্যমঙ্গলের বিধৃত সমাজচিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তুলে ধরেছেন। কারণ এটি তার এম. ফিলের গবেষণাপত্র। এ কারণে সমাজচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে চৈতন্য দেবের ধর্মীয় জীবনকে বড় করে দেখেছেন। এক্ষেত্রে এটিকে সম্পাদিত গ্রন্থ না বলে জীবনী ও সমাজচিত্র বিষয়ক আলোচিত গ্রন্থ বলাই সমীচীন বোধ হয়।

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদনা করেন সরহপা বিরচিত *দোহাকোষ-গীতি*[২৬৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্ট ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

---

[২৬২] পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদন করেন কবি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'স্কন্দপুরাণ' (সপ্তম ভাগ) প্রভাসখণ্ড– প্রথম নবভারত সংস্করণ বৈশাখ-৭২ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

[২৬৩] মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত বামন পুরাণ কলকাতা ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

[২৬৪] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ' ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

[২৬৫] নির্মলেন্দু খাসনবীশ সম্পাদিত স্বরূপ দামোদর বিরচিত 'কড়চা', কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

[২৬৬] বাঁশরী রায় চৌধুরী সম্পাদিত জয়ানন্দ ও লোচন দাস বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', কলকাতা, ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

[২৬৭] সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত সরহপা প্রণীত 'দোহাকোষ-গীতি', সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্ট-ঢাকা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

সম্পাদক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদনার ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদিত দোহাকোষ (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ), ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ), প্রবোধচন্দ্র বাগচীর তিব্বতী অনূদিত দোহাকোষ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ), রাহুল সাংকৃতায়নের দোহাকোষ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং স-স্ক্য মঠে প্রাপ্ত তালপাতার পুথি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। সম্পাদনায় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রাহুল সাংকৃত্যায়নের দোহাকোষকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ Transmitted method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের ভূমিকার আলোচনাংশ মূল্যবান।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদনা করেন হালুমীর বিরচিত *গাজী কালু ও চম্পাবতী*[২৬৮] উপাখ্যান। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে চারখানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে রংপুর থেকে প্রাপ্ত ১২৩০ সালের শরীফ মাহমুদ অনুলিপিকৃত পাণ্ডুলিপিখানাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি বাহ্য প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ Huristices method-এ নির্ণয় করেন। সম্পাদক কবি হালুমীর ছাড়াও এ ধারার আরো দু'জন কবি আব্দুল গফুর ও আব্দুর রহিম প্রণীত কাব্যদুটির তুলনামূলক আলোচনা করে প্রাচীন কবি হিসাবে হালুমীরকে প্রত্যায়ন করেছেন। সম্পাদকের সম্পাদনার আলোচনাংশ মুল্যবান।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদনা করেন কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*।[২৬৯] সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে দেব পাবলিশিং এপ্রিল ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক অমিত্রসূদন 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তিনি পূর্ববর্তী সম্পাদক রাধাগোবিন্দ নাথের সম্পাদিত সংস্করণের পাঠ Transmitted method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদনা করেন শ্রীরায় বিনোদ বিরচিত *পদ্মা-পুরাণ*[২৭০]। গ্রন্থটি 'শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য'-নামে ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী মে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক মহোদয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত চারটি পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্পাদক Comparative method-কে অবলম্বন করেন। বাংলা সাহিত্যে ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া ছাড়া আর কেউ এ পদ্ধতিতে কাজ করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি এ ধারার যোগ্য ব্যক্তিত্ব। এটি ছিল তার পি.এইচ.ডি'র গবেষণাপত্র। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদনা করেন কবি আলাওল বিরচিত *সতী-ময়না লোর-চন্দ্রাণী*[২৭১] গ্রন্থটি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী, মাঘ-১৩৯৮ বঙ্গাব্দে (১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সাহেব 'সতী-ময়না লোর-চন্দ্রানী'র সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ক্রমিক ৪৪০। পুথি ৪৬২, ঢা.বি. গ্রন্থাগার পুথি ক্রমিক ৪৬১। পুথি ৪৬৯, ঢা.বি. গ্রন্থাগার, পুথি ক্রমিক ৪৬২, পুথি ২৩৭, ঢা.বি. গ্রন্থাগার পুথি ক্রমিক ৪৬৩। পুথি ৩০৯, ঢা.বি. গ্রন্থাগার পুঁথি ক্রমিক ৩৪৭, ঢা.বি.

---

২৬৮ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত 'গাজী-কালু ও চম্পাবতী' উপাখ্যান-ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ৮২ "আদর্শ ক ও খ পুথির পাঠ তুলনামূলকভাবে বিচার করে বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত পাঠ খাড়া করা হয়েছে। পাঠের প্রত্যেক ব্যতিক্রমই পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।"

২৬৯ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত', কলকাতা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

২৭০ ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত 'শ্রী রায় বিনোদ : কবি ও কাব্য' ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা "কর্মসূত্রেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর সংখ্যক পুরানো পাণ্ডুলিপির পরিচায়ন ও তালিকাকরণের কাজ সম্পন্ন করি। শ্রী রায় বিনোদের 'পদ্ম-পুরাণ' কাব্যের পুথি চতুষ্টয়ের সঙ্গে এ সূত্রেই আমার পরিচয় ঘটে। ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত পূর্বোক্ত চারটি পুথি অবলম্বনে শ্রী রায় বিনোদের 'পদ্ম-পুরাণ' কাব্যটি সম্পাদিত হয়েছে। ... বাংলা মনষা মঙ্গল কাব্য ধারায় বিনোদের 'পদ্ম-পুরাণ' কাব্যটির স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা ব্যবহার, সমকালীন সমাজ সংস্কৃতি নির্ভর কাব্যদেহ নির্মাণ বিনোদ কাব্যের বৈশিষ্ট্য।"

২৭১ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত আলাওল বিরচিত 'সতী-ময়না লোর চন্দ্রানী' বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। মাঘ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা পৃষ্ঠা পয়ত্রিশ-আটত্রিশ "সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রানীর অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে। আমরা সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রানী সম্পাদনার ক্ষেত্রে আলাওলের রচিত পুথিসমূহ ও বিবেচনা করেছি।"

গ্রন্থাগার ৩০৫ ক, ঢা.বি. গ্রন্থাগার ক্রমিক ৪৮০। পুথি ৩৪৭, ঢা.বি. গ্রন্থাগার ক্রমিক ৫৭৮। পুথি ৪৯৭, বাঙলা একাডেমী গ্রন্থাগার ক্রমিক সংখ্যা ২১/দৌআ ২সম২, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ক্রমিক ২৩/ দৌআ ৩/সমত, হামিদীয়া প্রেসে ছাপাপুথি অবলম্বন করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ Recensio method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের সম্পাদকীয় ভূমিকার আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *বরাহপুরাণ*[২৭২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা থেকে প্রথম নব ভারত সংস্করণ বৈশাখ, নব ভারত পাবলিশার্স ১৪০১ বঙ্গাব্দে (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি তারাকান্ত কাব্যতীর্থের সংস্কৃত অনুবাদ গ্রহণ করে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক এ ছাড়াও কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক এবং আর দু'খানি পুস্তককে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। Translated method -এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন এবং গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *পদ্ম-পুরাণ*[২৭৩] পাতাল খণ্ড- নব-ভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০৯৭ থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ বঙ্গাব্দে (১৯৯৫ খ্রিস্টান) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে বাংলায় অনুবাদ করে Translated text গ্রহণ করেন এবং সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত *দেবীপুরাণ*[২৭৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ আশ্বিন-নবভারত পাবলিশার্স ১৪০০ বঙ্গাব্দে (১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত সংস্করণ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Translated text-পদ্ধতিতে গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। শুধু হিন্দুধর্মের বিস্তারের জন্যই গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে নামমাত্র সম্পাদিত হয়েছে।

ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *শ্রী মহাভাগবত*[২৭৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ জুলাই নবভারত পাবলিশার্স ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

মহাভাগবত সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্পাদক তিনখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি নিজে গ্রন্থটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেননি। হিন্দুধর্মের জাগরণের জন্যই মূলত গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি মুকুল *ওর্ফে মঙ্গল* বিরচিত *শাহজালাল-মধুমালা* উপাখ্যান[২৭৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্য-পত্রিকা-বর্ষা ৩৯; সংখ্যা – ১৪০২ বঙ্গাব্দে (১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

---

২৭২ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাসপ্রণীত 'বরাহপুরাণ', কলকাতা, ১৪০১ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা, "যাহা হউক এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক এবং আর দুইখানি পুস্তক আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে।

২৭৩ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'পদ্ম-পুরাণ' পাতাল খণ্ড, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

২৭৪ আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত 'দেবীপুরাণ', কলকাতা, ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ।

২৭৫ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'শ্রীমহাভগবত', কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা : "এই তিনখানি প্রাচীন পুস্তকের পাঠ সম্মতিক্রমে বঙ্গানুবাদসহ মূল মহাভগবত পূরাণ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার অনুবাদ আমি করিয়াছি। অপর অংশের অনুবাদ আমি স্বয়ং করিলেও অনুবাদকের যোগ্যতানুসারে অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে এই রূপই আশা হয়।"

২৭৬ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুকুল বিরচিত 'ওর্ফে মঙ্গল', সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা-৭ ভূমিকা : "কবির নিবাস ডঃ মুহম্মদ এনামূল হক অনুমিত কুমিল্লা অঞ্চলে হলে রচনাকাল হবে ত্রিপুরাব্দ ১০৭২+৫৯০=১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ। আর বঙ্গাব্দ হল : ১০৭২+৫৯৩=১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ। এবং হিজরী সন হবে ১০৭২, খ্রিস্টাব্দ হবে ১৬৬১ সনের ২৭শে আগস্ট থেকে ১৬৬২ সনের আগস্ট অবধি কালপরিসর। কিংবা মঘী সন হবে ১০৭২+৬৩৮=১৭১০ খ্রিস্টাব্দ হবে। কেবল সন লিখিত হওয়ায় বঙ্গাব্দ বলে অনুমান করাই সঙ্গত বলে মনে করি। অতএব রচনাকাল ১৬৬৫ সন বলে মেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত মাত্র একখানা পাণ্ডুলিপি ($৮\frac{১}{২} \times ৬'$ সাইজ) অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হয়। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক 'অনুমিত পাঠ' দিয়েছেন–

"এ সব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল,
পুস্তক বিশাল বলি তাহা না লেখিল।
আছিল এ সব কথা আদ্যের পরিচয়,
হাজার বাহাত্তর সনে হৈল প্রচার।"

এ সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় বলেছেন– " 'বাসাত্তর'কে 'বাহাত্তর' করা এবং 'হাজার' যে অজ্ঞাত বা অনুমেয় বলেই ছন্দ রক্ষার গরজে অনুল্লিখিত তা অনুমান করা অসঙ্গত হয়নি। গ্রন্থের কালনির্ণয় করেছেন ১৬৬৫ সন"। সম্পাদকের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদক পাদটীকায় পাঠান্তর ও শব্দার্থ, টীকা তুলে দিয়েছেন।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *অগ্নিপুরাণ* [২৭৭]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ-নবভারত পাবলিশার্স ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে (১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখেন নি।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি শমসের আলী বিরচিত *রেজওয়ান শাহ* উপাখ্যান[২৭৮] সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দে (১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৩ বঙ্গাব্দে (১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত ১২২৬ মঘী সনে অনুলিখিত একটি পাণ্ডুলিপি এবং বটতলার ছাপানো একখানা ছাপা পুথি এবং উদ্ধারকৃত ফারসী কাব্য 'গুলজারই-ই আশক' অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন বাউল কবি *ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী* [২৭৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক বিভিন্ন তথ্য ও উৎস বা সূত্র থেকে কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের ১১৯টি পদাবলী সংগ্রহ করেন এবং নসরুদ্দীনের ১২৩টি পদাবলী সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত পদাবলীগুলোর পাঠ সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক সম্পাদকীয় ভূমিকায় ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন তালিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তিনি মুসলমান কবি বিরচিত পদাবলীর ঐতিহাসিক, নৃ-তাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদনা করেন সয়্যিদ মুরতজা বিরচিত *যোগ-কলন্দর* [২৮০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে।

---

[২৭৭] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস প্রণীত অগ্নিপুরোণ, কলকাতা, ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

[২৭৮] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শমসের আলী বিরচিত 'রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৪০২-১৪০৩ সাল।

[২৭৯] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

[২৮০] মুহম্মদ এনামূল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১২৮।

সম্পাদক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক প্রাপ্ত ৯ (নয়) খানি পাণ্ডুলিপির পাঠ সমন্বয় করে Composite text-এ পাঠ গ্রহণ করে গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির আলোচনাংশ মূল্যবান। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া উচিত।

ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমান সম্পাদনা করেন সিদ্ধাচার্যদের রচিত *বৌদ্ধ-চর্যাপদ* [২৮১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে ধারণী সাহিত্য সংসদ-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত কোন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে সম্পাদনায় যুক্ত হননি। তিনি হরপ্রসাদশাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা', ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সঙ্স', ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী', মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত 'চর্যাপদ' এবং মুনিদত্তের টীকায় যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পাঠ-বৈষম্য দেখেছেন তা নিরসনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। পূর্ব সম্পাদকবৃন্দের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে যেখানে পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি, সেখানে 'অভিপ্রেত পাঠ' গ্রহণ করেছেন; সেখানে সম্পাদক সচেতন থেকে পাঠোদ্ধার করেছেন।

সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পাঠ, মণীন্দ্রমোহন বসুর পাঠ এবং নীলরতন সেনের পাঠকে অবলম্বন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে চার সম্পাদকের পাঠ গ্রহণ করে Individual method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন।

সম্পাদক সম্পাদনার চেয়ে গ্রন্থটির আলোচনায় অধিক আগ্রহী ছিলেন। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়– বাঙলা ভাষা ও চর্যাপদ আবিষ্কার কাহিনী-বিরুদ্ধবাদী সমালোচনা; দ্বিতীয় অধ্যায়– সন্ধ্যাভাষা ও চর্যাপদ সম্পর্কে আলোচনা; তৃতীয় অধ্যায়– চর্যাপদের ভাষা ও পরিভাষা নিয়ে আলোচনা- পাঠনির্দেশক বিধিমালা; পঞ্চম অধ্যায়– চর্যাপদের রচনা-রীতি ও সংকলন-নীতি; ষষ্ঠ অধ্যায়– চর্যাপদের কবি-পরিচয় ও রচনাকাল; সপ্তম অধ্যায়– চর্যাপদ ও সমকালীন বাংলাদেশ, অষ্টম অধ্যায়– চর্যাপদের ধর্মমত ও উত্তর অনুশীলন। দ্বিতীয় খণ্ডে-চর্যাগীতিকোষের মূল পাঠ ও আধুনিক পাঠ টীকা-টিপ্পনীসহ আলোচিত হয়েছে। ভাব ও অর্থ স্পষ্টতার জন্য, মূলে নেই –এমন দু'একটি অতিরিক্ত পদ বন্ধনী-বদ্ধরূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্পাদকের আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদনা করেন হেয়াত নন্দন নজর মামুদ প্রণীত *তৌহিদঈমান* [২৮২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে জ্যোতিপ্রকাশন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

---

[২৮১] ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমান সম্পাদিত 'বৌদ্ধচর্যাপদ', ঢাকা-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।
দ্রষ্টব্য-১ পৃ. ক- "তাই সে সময় বর্তমান গ্রন্থের পাঠ-নির্ধারণ সম্পর্কীয় নীতিমালা নিরূপণের নিমিত্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত বৌদ্ধগান ও দোহা (১ম সংস্করণ), ডঃ মু. শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বুদ্ধিষ্ট মিস্টিক সংস (১ম সংস্করণ) ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি পদাবলী (১ম সংস্করণ), মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত চর্যাপদ এবং মুনী দত্তের টীকায় নিহিত চর্যাপদোক্ত শব্দসমূহের যে পাঠ-বৈষম্য বিদ্যমান ..... দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ শুরু হবার পুর্বে নীলরতন সেন মহাশয়ের 'চর্যাগীতিকোষ' হাতে আসায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। ... নীলরতন বাবুর পাঠ ও আমার গৃহীত পাঠ ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে মিলিয়ে দেখেছি এবং পাদটীকায় আবশ্যকীয় পাঠান্তর বিন্যাস করেছি। কোথাও কোথাও নীলরতন বাবুর পাঠের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির পাঠের ভিন্নতা লক্ষ্য করেছি।
দ্রষ্টব্য-২-খ "বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাঙলা থেকে যে সব চর্যাপদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে সে সবের মধ্যে তিন শ্রেণীর পাঠ বিদ্যমান, তা'হল–
১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ,
২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পাঠ,
৩. মণীন্দ্রমোহন বসুর পাঠ,
এরাঁ তিনজন নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ও যুক্তি তথ্য অনুযায়ী চর্যাপদের পাঠ নির্বাচন করেছেন। ... বর্তমান গ্রন্থে উক্ত তিনজনের পাঠ-ই সমান গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক গৃহীত পাঠ অনুসরণ না করে মূল পুথির ভিত্তিতে কতিপয় পাঠ নির্দেশক নীতিমালা অনুসারে পাঠনির্ণয় করা হয়েছে।"

[২৮২] ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত হেয়াতনন্দন নজর মামুদ প্রণীত 'তৌহিদঈমান', ঢাকা-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
পুথিপরিচয় পৃষ্ঠা ১০, "কবি হেয়াতনন্দন নজর মামুদপ্রণীত 'তৌহিদঈমান', কাব্যের হস্তলিখিত একটি মাত্র পুথির সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া গিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত এ-একমাত্র পুথিটির ক্রমিকসংখ্যা ৫৮০৩। পুথিটা কিছুটা খণ্ডিত। এর ১ থেকে ৫১ সংখ্যাক পত্র বিদ্যমান। $১৪\frac{১}{৪} \times ৪''$ আকৃতির এ পৃথিটির অনুলিপিকাল ১২৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দ।"

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৫৮০৩ নং খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$ × ৪ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে Composite mehtod-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। একক বা একাধিক পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পাঠকসমাজে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের নিমিত্তে সম্পাদক Comparative method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদকের সম্পাদনাংশ সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির ও ব্যতিক্রমধর্মী। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে 'মূলপাঠ' থেকে 'আধুনিক পাঠ' গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন, তা লক্ষ করা যায়। এ পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যে সম্পাদনার ইতিহাসে ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়াই প্রথম ব্যক্তি। ইতঃপূর্বে এ পদ্ধতিতে অন্য কোন সম্পাদক সম্পাদনা করেন নি।

ডঃ কল্পনা ভৌমিক সম্পাদনা করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত *কবীন্দ্র মহাভারত*[২৮৩] ১ম খণ্ড। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক প্রাপ্ত কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত কবীন্দ্র মহাভারতের আটষট্টিটি পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকের অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা, কুমিল্লার রামমালা রিসার্চ লাইব্রেরী ও বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। সম্পাদক পাণ্ডুলিপিগুলোর বর্ণনা ও পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন্বিত পাঠ (Composite method)-এর কথা বলেছেন। কিন্তু Composite method বলতে যা বুঝায় তা তার সম্পাদিত গ্রন্থে অনুপস্থিত। তিনি আটষট্টিটি পাণ্ডুলিপির কোন শ্রেণীবিন্যাস করেন নি। বরং এতগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যে যেটির যেখানকার পাঠ ভাল লেগেছে, তা তিনি গ্রহণ করে 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেছেন। সম্পাদক অজ্ঞতাবশতঃ ভূমিকায় 'সমন্বিত পাঠ' Composite text-এর কথা বলেছেন। তিনি সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ 'মিশ্র রীতিতে' অর্থাৎ Contaminatio method-এ নির্ণয় করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ এলোপাতাড়ি, সুবিন্যস্ত নিয়মের নয়।

ডঃ কল্পনা ভৌমিক সম্পাদনা করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত *কবীন্দ্র মহাভারত*[২৮৪] ২য় খণ্ড। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় আটষট্টিটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা, কুমিল্লা রামমালা রিসার্চ লাইব্রেরী, কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, মোক্ষদা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। সম্পাদক আটষট্টিটি পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদিত গ্রন্থের গৃহীত পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি 'সমন্বিত পাঠে'র কথা বলেছেন। কিন্তু সমন্বিত পাঠ বলতে যা বুঝায়, তা তিনি গ্রহণ করেন নি। আটষট্টিটি অবলম্বিত পাণ্ডুলিপির যে পাঠ তাঁর ভাল লেগেছে – তা তিনি গ্রহণ করেছেন। পারস্পরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ না করে মিশ্ররীতিতে (Contaminatio method)-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ সুবিন্যস্ত নয়।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন রোমান্স কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত *হাজার মাসায়েল ও নুরনামা*[২৮৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

---

[২৮৩] ডঃ কল্পনা ভৌমিক সম্পাদিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত 'কবীন্দ্র মহাভারত' ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা পৃষ্ঠা ১৬ : "পাঠ সম্পাদনায় গৃহীত হয়েছে আটষট্টিটি পুথি। এই পুথিসমূহের সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে একটি সমন্বিত পাঠ।"

[২৮৪] ডঃ কল্পনা ভৌমিক সম্পাদিত কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত কবীন্দ্র মহাভারত-বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। দ্বাদশ অধ্যায় পৃ. ৭৩৩-" এ পুথিসমূহের মধ্যে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত ৫৩টি পুথি এবং মোক্ষদা সংগ্রহের ৬টি পুথি অবলম্বনে তৈরী করা হয়েছে একটি 'সমন্বিত পাঠ'।
প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৭৩৪- "পাঠনির্মাণে এ জন্য কোন একটি পুঁথি আদর্শ পুথিরূপে গৃহীত হয়নি। নির্ধারিত সমস্ত পুথির পাঠই আদর্শ পাঠে হয়েছে সংযোজিত।

[২৮৫] ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আব্দুল করিম খোন্দকার বিরচিত 'হাজার মাসায়েল ও নুরনামা', বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। ভূমিকা পৃষ্ঠা ২-১০ "১২০০ হিজরী সন শুরু হয় ১৭৮৫ সনের নবেম্বর মাসের চার তারিখে। তখন রোসাঙ্গ রাজ্য বিলুপ্ত। কবির গ্রন্থ রচনায় আরাকান রাজা ও রাজ্য বিদ্যমান দেখি। কাজেই হিজরী সনটা ভুল কিংবা অজ্ঞতার প্রসূন। একই কারণে ১১৬০ মঘীসন ও ভুল বলেই মানতে হবে, কেননা ১১৬০ + ৬৩৮ = ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'রোসাঙ্গ রাজ্য' অনস্তিত্বে বিলীন। অতএব আমাদের নিঃসংশয় অনুমান হচ্ছে 'দুল্লা মজলিস', 'সহস্রেক শতেক সাথে সাত অব্দ আর' পাঠই বিশুদ্ধ। ১১০৭ সনে ৬৩৮ = ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধে আব্দুল করিম খোন্দকারের সব গ্রন্থই রচিত হয়েছে।"

সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও বাহ্য-প্রমাণের সাহায্যে Divinatio method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম নিষ্পন্ন করেন এবং 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থটির রচনাকাল তুলে ধরেছেন–

"এবে শুন মুছলমানি সঙ্কেএ কখন
এক সহস্র দুইশত আরব্যাহ সন।
সহস্রেক সাইট সতেক সাইত অব্দ আর
মঘিসন এ লিখন সুন পুর্ণবার।
কহি সুন এ কিতাব নামেতে মহত
দুল্লা মজলিস বুলি ঘুসএ জগত।
তিত্রিস আছএ বার কিতাবে নিশ্চএ
কহিলাম একে একে পশ্চাতে নিশ্চএ।
দুআরেবে বুলে বাব আরবি বচন।
বিনি দ্বারে প্রবেশিতে নারে কদাচন।
এ কিতাব তেকাজে সভার মুক্তি ঘর
এক দ্বারে এক মুক্তি আছে সঘুহর।"

তাতে হয়– ১১০৭ + ৬৩৮ = ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়তনামা*[২৮৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৪০৪ বঙ্গাব্দে (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানি সম্পাদনায় তিনখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সম্পাদক Recensio method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাদটীকায় সম্পাদক পাঠান্তর দেখান নি। সম্পাদিত গ্রন্থে তৎকালীন প্রচলিত সমাজের নানা সংস্কার স্থান পেয়েছে। সম্পাদক তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *শিবপুরাণ*[২৮৭] নবভারত পাবলিশার্স ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা থেকে প্রথম নব ভারত সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ বঙ্গাব্দে (২০০০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি বা অনুলিপি অবলম্বন করেন নি। সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ Translated method-এ গ্রহণ করে গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

হিন্দুধর্মের বিকাশলাভের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হয়েছে।

---

২৮৬ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত 'শরীয়তনামা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা- ভূমিকা ২০-২১ "নসরুল্লাহ খোন্দকার আঠারো শতকের চট্টগ্রামের মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তাঁদের দেশজ ঐতিহ্যের বিশ্বাসের সংস্কারের ও আচারের যে-সব আদি ও আদিম রূপ রয়ে গেছে, সে সবের সাক্ষাৎ বর্ণনা দিয়েছেন। ... তুক-তাক, দারু-টোনা, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদুলী, রোগ, শুভ কর্মের, গৃহ নির্মাণের ও বস্ত্র পরিধানের তিথিলগ্ন, দেও-তাড়ন মন্ত্র, বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান এবং এরূপ আরো কিছু আদিম, আদি যাদু-টোটেম বিশ্বাস সম্পৃক্ত আচার-সংস্কারের বর্ণনা মেলে।"

২৮৭ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বেদব্যাস রচিত 'শিব-পুরাণ' কলকাতা ১৪০৭ বঙ্গাব্দ। পৃ. ভূমিকা- "এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণের চিত্তে ধর্মতত্ত্বের কিঞ্চিৎমাত্র স্ফুরণ হইলেই শ্রম সফলবোধ করিব।"

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ সৌমেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতিকোষ*[২৮৮]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে রত্নাবলী প্রকাশনী জানুয়ারি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সম্পাদনায় মুনীদত্তের টীকা ও পূর্ব সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বন করে সম্পাদনায় অবতীর্ণ হন। সম্পাদক Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে– সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন।

ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদনা করেন কবি হামিদ প্রণীত *সংগ্রাম হুসন*[২৮৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে জ্যোতি প্রকাশন-২০০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় বাংলা একাডেমীর পুথি (পাণ্ডুলিপি) সংখ্যা ১৯৯-কে অবলম্বন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Comparative method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। গ্রন্থের মূলে কি ছিল এবং আধুনিক বাংলায় কি হতে পারে এমন দৃশ্য চিত্রের মত সম্পাদক চিত্রায়িত করেছেন? সম্পাদক মহোদয় প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যসমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান ও প্রশংসার দাবীদার।

ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদনা করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'ব্রহ্ম-পুরাণ'[২৯০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড-কলকাতা থেকে প্রথম নবভারত সংস্করণ কার্তিক-নবভারত পাবলিশার্স-১৪০৯ বঙ্গাব্দে (২০০২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক Translated method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটি নামমাত্র সম্পাদিত।

বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই সম্পাদনা করেন কবি লোচন দাসের *চৈতন্যমঙ্গল*[২৯১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে সাহিত্য লোক ১৪০৭ বঙ্গাব্দে (২০০০ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই লোচন দাসের পুথি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি বিশ্বভারতীর ৩৬৭৮৯নং পুথি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত লোচন দাসের অন্যান্য পুথি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত পুথিগুলোর মধ্য থেকে সম্পাদক বিশ্বভারতীর ৩৬৭৮ নং পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে Huristices method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। তবে সম্পাদক বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন; প্রাপ্ত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যে জ্ঞাতিগত সম্পর্ক ও পাঠের বিভিন্নতা তুলে ধরতে পারতেন। সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকাই সম্পাদনার মুখ্য পরিচয় বহন করে। কিন্তু সম্পাদক ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা না করার ফলে অনেক কিছু জানা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হচ্ছে।

---

২৮৮ ডঃ সৌমেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'চর্যাগীতিকোষ', কলকাতা, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।
পৃষ্ঠা প্রাক্‌কথন- "এহেন চর্যাগীতি সঙ্কলনের একটি সুষ্ঠু সংস্করণ প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন থেকেই অনুসৃত হচ্ছিল। আমাদের বর্তমান প্রয়াসে সেই প্রয়োজনীয়তা কিছুটা পরিমাণে মিটবে আশা করা যায়। পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের সংস্করণের সমকক্ষতা দাবি না করেও বর্তমান সংস্কারণটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুটা প্রত্যয় প্রকাশ করা অন্যায় হবে না বলেই বোধ হয়। কারণ চর্যাগীতি পাঠের একমাত্র দিক্‌দর্শক মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকার প্রথম বঙ্গানুবাদ এই ... সঙ্গে পরিচিত হলেন।"

২৮৯ ডঃ মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত কবি হামিদ বিরচিত 'সংগ্রামহুসন', ঢাকা, ২০০২ সাল।
দ্রষ্টব্য-১ : "পাঠসম্পাদনাপ্রসঙ্গ "কবি হামিদ প্রণীত 'সংগ্রামহুসন' কাব্য পূর্বোক্ত একমাত্র পুথি ও তার আলোকচিত্রিত অনুলিপি অবলম্বনে সম্পাদিত হয়েছে। এ কাব্যের পাঠ দুই স্তম্ভে (colum) বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম স্তম্ভে 'পুথির পাঠ' ও দ্বিতীয় স্তম্ভে 'আধুনিক পাঠ' সন্নিবিষ্ট হয়েছে।"

২৯০ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত 'ব্রহ্ম-পুরাণ', কলকাতা ২০০২ সাল। পৃ. ভূমিকা- 'আমি অসুস্থ সুতরাং অনুবাদে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমি নামতঃ সম্পাদক।

২৯১ বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই সম্পাদিত কবি লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কলকাতা ১৪০৭ বঙ্গাব্দ। নিবেদন পৃষ্ঠা ৫- "বিভিন্ন পুথির পাঠ মিলিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের সম্পাদনা হয়নি বললেই চলে। আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আজ এই কাজে ব্রতী হয়েছি। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সম্পাদনাকালে বিশ্বভারতীর ৩৬৭৮ নং পুথিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। পুথিটির অনুলিপিকাল ১১৮৯ বঙ্গাব্দ। পুথিটি সম্পূর্ণ, এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর পুথিশালায় রক্ষিত লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র অন্যান্য পুথির পাঠ এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-এ রক্ষিত পুথির পাঠ মিলিয়ে পাঠনির্ধারণ করেছি এবং পাঠভেদ প্রদর্শন করেছি।"

Dhaka University Institutional Repository

কানাইলাল রায় সম্পাদনা করেন মহাকবি কালিদাস প্রণীত *মেঘদূত*[২৯২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী আষাঢ় ১৪০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক কানাইলাল রায় কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন নি। তিনি পূর্ব সম্পাদক হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের নির্ণীত পাঠ Transmitted method-এ গ্রহণ করেন। কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্পাদনায় যুক্ত হন। ইচ্ছা করলে সম্পাদক মহাশয় নিয়মনিষ্ঠভাবে সম্পাদনা সমাপ্ত করতে পারতেন।

ডঃ অমৃতলাল বালা সম্পাদনা করেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি *দৌলাৎ কাজী : কবি ও কাব্য*[২৯৩] নামে। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রতীতি প্রকাশন ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি পূর্ব প্রকাশিত ও সম্পাদিত সংস্করণকে অবলম্বন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' গ্রহণ করেন। মূলতঃ ডঃ অমৃতলাল বালা পূর্ব সম্পাদকবৃন্দের গৃহীত পাঠ ও আলোচনার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করেন। তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যা ইতপূর্বে অনেক সম্পাদক করেন নি। তবে পূর্ববর্তী সম্পাদকবৃন্দের আলোচনা তথ্যবহুল। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি সম্পাদনার ইতিহাসে একটি যোজনা মাত্র– এছাড়া কোন গুরুত্ব বহন করে না। যদিও সম্পাদক ভূমিকায় 'সতী ময়না লোরচন্দ্রাণী-দৌলৎ কাজী ঃ কবি ও কাব্য'-সম্পাদনার ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন।

কবি জাহেদা খানম সম্পাদনা করেন মহাকবি কালিদাস রচিত *মেঘদূত*[২৯৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে আগামী প্রকাশনী ফাল্গুন ১৪১২ বঙ্গাব্দে (২০০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদক সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূতম্'-কাব্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করে Translated method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ মূল্যবান। সম্পাদক জাহেদা খানমের অনুবাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক।

---

২৯২ কানাই লাল রায় সম্পাদিত মহাকবি কালীদাস প্রণীত মেঘদূত, ঢাকা-বাংলা একাডেমী-আষাঢ় ১৪০১ বঙ্গাব্দ। নিবেদন পৃষ্ঠা নয়- "মেঘদূত কাব্যটি বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অধিভুক্ত কলেজসমূহে স্নাতক পাস ও সম্মান শ্রেণীতে পাঠ্য তালিকাভুক্ত। কিন্তু সর্বতোভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপযোগী করে লেখা এই ধরনের কোন পাঠ্য গ্রন্থ বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ... এই গ্রন্থটি প্রণয়নের সময় আমি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখেছি।"

২৯৩ ডঃ অমৃতলাল বালা সম্পাদিত 'দৌলৎকাজী : কবি ও কাব্য', ঢাকা ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৮ প্রসঙ্গ কথা "এ পর্যন্ত সতী ময়না লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের সুসম্পাদিত, পূর্ণাঙ্গ পাঠ ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষাত্মক গ্রন্থের অভাব রয়েছে। পরবর্তীদের লক্ষ্য 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী'-কাব্যের দুই কবির মধ্যে কেবলমাত্র দৌলত রচিত অংশের পাঠসম্পাদনা ও আলাওলের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ। আমাদের আলোচনার লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দৌলত কাজীর কবিমানসের স্বরূপ নির্ণয় এবং বিখ্যাত 'পদ্মাবতী'র কবি আলাওলের কবিপ্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন। এ লক্ষ্যে দৌলত কাজী ও আলাওলের তুলনামূলক আলোচনা ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ... উভয় মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কাব্যপাঠও গ্রন্থে সংযোজিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা বৈতরণি পারাপারের জন্য সুলভ তরণীই শুধু নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের অগ্রসরমান ধারায় 'মাইল স্টোন' হিসাবেও দণ্ডায়মান। তাই সাহিত্যের ইতিহাস পাঠক, গবেষক আনন্দরস ও দুর্লভ সামগ্রীর সন্ধানলাভ করবেন বলে আশা রাখি।"
অমৃতলাল বালা কর্তৃক দৌলৎ কাজী কৃত শেষ অংশ–

জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ বৎসর হইল শেষ
দুঃখ-দশা না গেল তোমারি।
দিনে দিনে পীড়া বাড়ে বিরহের শোকান্তরে
চন্দ্রকলা যেন যায় ঝরি।।
হয়ে পবন মন্দ বাজায় মদনে দ্বন্দ্ব
হৃদে জাগে বিরহ অনল
পতি-রতি-ক্রিয়া গেল কান্ত আর না দেখিল
শরীর দগধে শ্রম-জল।। পৃ. ৩৫১।

২৯৪ জাহেদা খানম সম্পাদিত মহাকবি কালিদাস রচিত 'মেঘদূত', ঢাকা ১৪১৪ সাল। পৃ. ১৭ "এক ভাষার ভাব সম্পদ অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা দুঃসাধ্য, তবে কাজটি অনেকটা সহজ হয় যদি কবি স্বয়ং করেন। জাহেদা খানমের অনুবাদ সুখপাঠ্য এবং যথাসম্ভব মূলানুগ। অনুবাদে রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন শ্লোকের অনুবাদ যেন তাঁর নিজস্ব রচনা হয়ে উঠেছে। এটি অনুবাদকের একটি বড় গুণ।"

মুহম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদনা করেন ফকীর গরীবুল্লাহ বিরচিত গ্রন্থাবলী *শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা* [২৯৫] নামে। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় ৮টি পাণ্ডুলিপি ও একটি প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুথি নং ১৪৯।। ৬৫৩ সংখ্যক আরবী হরফে বাংলায় লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং বাংলা একাডেমীর সংরক্ষিত মুসলিম পুথি নং– ১৯৭, ৩১৩, ৩১৯, ৩৫৬, ৪৯৮, ৪৭৮, ৪৭৯ ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছহি জঙ্গনামা গ্রন্থটি অবলম্বন করেন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোকে কোন শ্রেণীতে ভাগ করেন নি। এবং কোনটিকে 'আদর্শ পুথি' হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তিনি প্রাপ্ত তথ্য ও মতবাদের নিমিত্তে Individual method-এ গ্রন্থটির 'নির্ণীত পাঠ' গ্রহণ করেন। সম্পাদকের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনাংশ মূল্যবান। তিনি কোন টীকা-টিপ্পনী ব্যবহার করেন নি। পরিশিষ্টে শব্দার্থ দিয়েছেন।

মাহাবুবুল আলম সম্পাদিত বিভিন্ন কবির রচিত *ময়মনসিংহগীতিকা* [২৯৬]। গ্রন্থটি জুন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বাংলাবাজার থেকে খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটির গীতিকা নিজে সংগ্রহ করেন নি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ Transmitted method-এ গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থে প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা ও পাঠান্তর ব্যবহার করেন নি। মনের খোরাক ও সাহিত্যপিপাসু মানুষের জন্যই তিনি গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন।

তাই অতীতের মত আজকের দিনের রসিকসমাজ এর রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হতে পারেন। নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এসব গীতিকার সহায়তা প্রয়োজন। তাই নতুন আঙ্গিক ও আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হল। এতে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অনুসৃত পাঠই অনুসরণ করা হয়েছে।

অধ্যাপক মাহাবুবুল আলম সম্পাদিত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কালকেতু উপাখ্যান* [২৯৭]। গ্রন্থটি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। তিনি প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তিনি পূর্ব সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী পাঠকে অভ্রান্তভাবে গ্রহণ করেছন। সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অনার্স শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি সম্পাদনায় যত্নবান হন। সম্পাদিত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহার করেন নি। শব্দার্থ, টীকা ও ব্যাখ্যা নিয়ে একটা অধ্যায় করেছেন। যা সম্পাদনার নিয়মরীতিকে উপেক্ষা করেছে।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি হাফেজদ্দীন রচিত *বসন্তের দুঃখ সম্পাদনা ও মূল্যায়ন* [২৯৮] – শিরোনামে। এটি তাঁর এম. ফিল. ডিগ্রীর গবেষণাপত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

[২৯৫] মুহম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদিত ফকীর গরীবুল্লাহ বিরচিত গ্রন্থাবলী 'শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

[২৯৬] মাহাবুবুল আলম সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা', ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. .... ভূমিকা.... পল্লী মানুষের বিরহ মিলনের জীবন রূপায়ণে এবং প্রেমের অনাবিল ত্যাগে সমৃদ্ধ হয়ে যে সৌরভ ছড়িয়েছিল তা আজকের দিনেও অম্লান রয়েছে।

[২৯৭] মাহাবুবুল আলম সম্পাদিত কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কালকেতু উপাখ্যান পৃষ্ঠা..... ভূমিকা ..... দুঃখের বিষয় বাজারে প্রচলিত চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের 'কালকেতুউপাখ্যান' বইটিতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত বইয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে মিল নেই এবং পাঠবিকৃতির নিদর্শনও প্রচুর। ফলে এখনকার পাঠকের কাছে কবিকঙ্কণচণ্ডীর কালকেতু উপাখ্যানের সঠিক পাঠের স্বাদ পাওয়ার যথেষ্ট সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক পাঠের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পরিচিত হতে পারে সেজন্য বর্তমান গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হল। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বইটির সামগ্রিক আলোচনাটি পরিকল্পিত হয়েছে।

[২৯৮] মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তর দুঃখ" সম্পাদনা ও মূল্যায়ন", বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্রষ্টব্য-১ : পৃ. ভূমিকা-খ- 'Higher Criticism method' অবলম্বনে বাংলা ভাষায় কোন পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি সম্পাদনা হয় নি। কেবল গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে এ পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা হয়েছে। কেবল বাংলা সাহিত্যে ... কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ'-কাব্যটি সম্পাদনা ও মূল্যায়ন-এ Higher criticism-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

বাংলা বিভাগে এটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে জমা দিয়ে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নি।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় প্রাপ্ত একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। গ্রন্থটি কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করেন। সম্পাদকের প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে Higher Criticisam method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের পর বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মোঃ হাবিবুর রহমান খান এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করেন। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ কবির রচিত কাব্য। হাফেজদ্দীন ১৭৯৭-১৮০০ খ্রিস্টাব্দর মধ্যে গ্রন্থটি রচনা করেন। কবি হাফেজদ্দীন তৎকালীন বুজুর্গ উমেদপুর জেলার আওরঙ্গপুর পরগণার মহিষকাটা গ্রামে আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কবি থোরাই (অল্প) বয়সে গ্রন্থটি লেখা সমাপ্ত করেন।

'বসন্তের দুঃখ' গ্রন্থটিই মধ্যযুগের শেষ গ্রন্থ। আমরা কবি ভারতচন্দ্রকে মধ্যযুগের শেষ কবি হিসেবে বিবেচনা করে এসেছি। কবি ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি; মধ্যযুগের শেষ কবি নন। কবি হাফেজদ্দীনই মধ্যযুগের শেষ কবি।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদনা করেন *চর্যাগীতিকা* [২৯৯]। সম্পাদিত গ্রন্থটি ঢাকা বাংলাবাজার থেকে স্টুডেন্ট ওয়েজ ১৪১৪ বঙ্গাব্দে (২০০৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন নি। তাঁরা পূর্ব সম্পাদিত সংস্করণের পাঠকে গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। তাঁরা Transmitted method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। মূলত এ গ্রন্থটি একটি নকল গ্রন্থ। ব্যবসায় সফলতা আনয়নের জন্য গ্রন্থটি স্টুডেন্ট ওয়েজ নকল করে। এই সম্পাদিত গ্রন্থটি বর্ণ মিছিল ঢাকা থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছিল। সেই গ্রন্থটিকে স্টুডেন্ট ওয়েজ নকল করে প্রকাশ করে। তারা গ্রন্থটিতে কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করে। এর ১৬ পাতায় (বর্ণ মিছিল প্রকাশিত) বৌদ্ধধর্মীয় সাধনা ও হিন্দুধর্মীয় সাধনার তালিকাটি বাদ দিয়েছে। তালিকাটি বাদ দেওয়ার ফঙ্গে সম্পাদিত গ্রন্থটির যে Othenticity হারিয়েছে। স্টুডেন্ট ওয়েজ গ্রন্থটি প্রকাশের ১ম সাল ইনার পেইজ উল্লেখ করেনি।

ডঃ মোহাম্মদ কাইউম ও ডঃ রাজিয়া সুলতানা সম্পাদনা করেন *আলাওল বিরচিত রচনাবলী*। গ্রন্থটি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী-ঢাকা থেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদকদ্বয় আলাওলের 'পদ্মাবতী'র সংস্করণ ও পূর্ব সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ অবলম্বন করেন, সতী-ময়না লোর চন্দ্রাণীর পূর্ব সম্পাদিত সংস্করণ, সপ্ত পয়করের পূর্ব সংস্করণ ও সম্পাদিত সংস্করণ, সিকান্দার নামার পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণ ও সম্পাদিত সংস্করণ, তোহফার সম্পাদিত সংস্করণ, সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জামালের পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণ ও সম্পাদিত সংস্করণ এবং রাগ-তাল নামা ও পদাবলীর পূর্ব সংস্করণ ও সম্পাদিত সংস্করণ[৩০০] অবলম্বনে Vulgate method-এ গ্রন্থগুলোর 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। সম্পাদকদ্বয়ের আলোচনাংশ মূল্যবান।

সম্পাদক পরিশিষ্টে শব্দার্থ তুলে দিয়েছেন। টীকা-টিপ্পনী বা পাদটীকা তুলে দেননি।

দ্রষ্টব্য-২ : পৃ. কবি হাফেজদ্দীন অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ১৭৯৭-১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'বসন্তের দুঃখ'-কাব্যখানি লিখেছেন।

[২৯৯] মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত চর্যাগীতিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ-১৪১৪ বঙ্গাব্দ ঢাকা।

[৩০০] মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও ডঃ রাজিয়া সুলতানা- আলাওল রচনাবলী বাংলা একাডেমী ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৯৯ ও ৬।
(ক) বৎসরধিক কালের গবেষণা সাপেক্ষ এই সম্পাদনার দায়িত্ব কয়েক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়েছে। ফলে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পেয়েছি বলে আমরা দাবি করতে পারি। সময় স্বল্পতা ছাড়াও প্রধান অন্তরায় ছিল আলাওলের সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের কল্পনাতীত পাঠবিকৃতি। আমরা সাধারণ পাঠকের কথা বিবেচনা করেই লৌকিক পাঠ প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছি।
(খ) প্রথম কথা (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী-ঢাকা) "আলাওল রচনাবলী প্রকাশে বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রয়াস গত শতকের ষাটের দশকে। কিন্তু সে কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। প্রায় চার দশক পরে একটি খণ্ডের মধ্যে আলাওলের সমগ্র রচনাবলী উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আলাওলের কাব্যের এই 'লৌকিক পাঠ' তৈরী করতে হয়েছে মাত্র কয়েক মাসে। ফলে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে এক একটি মুক্ত করতে সর্বাংশে।

Dhaka University Institutional Repository

সতী ময়না লোর চন্দ্রাণীর রচনাকাল–

১. মুসলমানি সন সংখ্যা শুন দিয়া মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধি মন্ত জন।।
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া আপনা দুই দিকে।
সুত কলা নিধিরে রাখিল বাম ভাগে।।
মগধের সনের শুনহ বিবরণ।
দুই শূন্য মধ্যে যুগ বামে মনোঙ্কন।।। (পৃ. ১৯৪)

সপ্তপয়কর–
২. মুসলমানি সন কহি শুন গুণিগণ।
চন্দ্র যুগ কলা নিধি গ্রহের স্থাপন।।
কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া।
ফনি সূত শেষে যুগ চন্দ্র দিয়া।।
মঘি সন কহি মহান্তরে করি ভিত।
চন্দ্রাপরে চন্দ্র ঋতু পৃষ্ঠে তার নিত।। (পৃ. ৩০০)

৩. সিকান্দার নামা – রচনার তারিখ নেই

৪. তোহফা–
পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা শুন মুসলমানী।
রাম সিন্ধু নবধিক নও পরিমানি।
শাবানের চতুর্দশ দিন সোমবার।
সমুখে বরাত নিশি শুভ যোগাসার।।
তরুণ 'অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম।।
মঘদের সন সংখ্যা বসন্ত সময়।।
ফাল্গুন মাসেও ওকান চতুর্বিংশে সোম।
সমাপ্ত হৈল এহি পুস্তক মনোরম।।

৫. সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল –
কলা অব্দ হস্তে কহি শুন গুণিগণ।
মৃদঙ্গ গগণ রস করিয়া স্থাপন।।
অগ্রাণে শুক্ল পক্ষ বার বৃহস্পতি।
দিবা অর্থ লেখা হৈল শেষ দোষমতি।।
গদা হস্তে বুধবার ভঙ্গ দিছে রণে।
মনির বিক্রয় আছে ভ্রমের কারণে।। (পৃ. ৫৯৩)

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত *শীত ও বসন্ত*[৩০১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি; ১৪১৫ বঙ্গাব্দে ইংরেজি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছে।

[৩০১] মোঃ হাবিবুর রহমান সম্পাদিত কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত 'শীত ও বসন্ত' ১৪১৫ বঙ্গাব্দ (২০০৮ খ্রিস্টাব্দ)।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে প্রাপ্ত ৪টি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি ও সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক কর্তৃক প্রাপ্ত গাছের বাকলে লিখিত পাণ্ডুলিপিটির সাইজ ১৩ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি পাণ্ডুলিপিটি তিনি কুমিল্লা থেকে উদ্ধার করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানার মধ্যে তিনি তাঁর উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিখানাকেই বিশ্বস্ত মনে করেছেন এবং এটির লিখিত কাল ১৫১১ শকাব্দ। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে এটি প্রাচীন। গ্রন্থ মধ্যে এক লাইনে রচনাকাল লিখেছেন–

"শুক্লপক্ষ সখী জেন নিত্য বিলি হয়।" (পৃ.৯) ভাঙ্গালে হয় শুক্লপক্ষ = ১৫, সখী = ১, নিত্য = ১ তাতে মোট হয় ১৫১১ শকাব্দ। সম্পাদক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই 'শীত ও বসন্তের' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং Examinatio method-এ সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে সম্পাদক কোন কোন স্থলে 'অনুমিত পাঠ' গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান। Examinatio method-এ বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম গ্রন্থ। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের সম্পাদনার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন বিরচিত *দাকাএকুল হাকায়েক* [৩০২]। সম্পাদিত গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ বাংলা ১৪১৬ বঙ্গাব্দ সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটি করতে গিয়ে ৩২টি পাণ্ডুলিপি ও ১টি প্রকাশিত সংস্করণের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ২৪টি পাণ্ডুলিপি যথাক্রমে – ক্রমিক ১৮৮।। ১৮২ সাইজ ১১ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৮৯।। ৬৮৬ সাইজ ১১.৫ ইঞ্চি × ৬.৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৯১।। ৫৫১ সাইজ সাইজ ১২ ইঞ্চি × ৬.৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৯২ ।। ৬০১ সাইজ ১১.৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৯৩।। ১৮৫ ১৩ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), ১৯৭ ।। ৮৯৯ সাইজ ৮.৫ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), ১৯৯ ।। ৭৭২ সাইজ ৮.৫ ইঞ্চি × ৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ২০০ ।। ৬৯০ সাইজ ১১.৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), ২০১ ।। ১৮০ সাইজ ১০.৫ ইঞ্চি × ৬.৫ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), ২০২ ।। ৩৮৭ সাইজ ১১ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), ২০৪ ।। ৬২৪ সাইজ ১১ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), ২০৫।। ৪০১ সাইজ ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৮৮।।১৮২ সাইজ ১১ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৮৯।। ৩৮৬ সাইজ ১১.৫ ইঞ্চি × ৬.৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ৬৯১ ।। ৫৫১ সাইজ ১২ ইঞ্চি × ৬.৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৯২ ।। ৬০১ সাইজ ১১.৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৯৩ ।। ১৮৫ সাইজ ১৬ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৯৭ ।। ৫০৯ সাইজ ৬.৩ ইঞ্চি × ৫.৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ১৯৮।। ৪৯৯ সাইজ ৮.৫ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), ১৯৯।। ৭৭২ সাইজ ৮.৩ ইঞ্চি × ৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ২০০।। পুথি ৬৯০ সাইজ ১১.৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ২০১ ।। পুথি ১৮০ সাইজ ১০.৫ ইঞ্চি × ৬.৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), ২০২।। পুথি ৩৮৭ সাইজ ১১ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুথি – বা, এ, স- নং ২৫৬/ সৈয়দ নুরুদ্দীন – ৯ইঞ্চি × ৫.৫ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), বা, এ, স- নং ৩৬/ সৈয়দ নুরু –১৩ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি (খণ্ডিত), বা, এ, স- নং ৩৭/ নুরু – ১৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), বা, এ, স- নং ৩৭/ নুরু – ১৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), বা, এ, স- নং ৩৮/ নুরু – ১২ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), বা, এ, স- নং ৩৯/ নুরু – ১০.৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি (খণ্ডিত), বা, এ, স- নং ৪০/ নুরু – ৬.৫ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি (খণ্ডিত), বা, এ, স- নং ৪১/ নুরু – ১০.৫ ইঞ্চি × ৬.৫ ইঞ্চি (খণ্ডিত), এবং কলকাতার বটতলার প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত সংস্করণকে মোট ৬ (ছয়)টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বাংলা একাডেমীর বা, এ, স- নং ২৫৬/ সৈয়দ নুরুদ্দীন – ৯ ইঞ্চি × ৫.৫ ইঞ্চি (সম্পূর্ণ), পাণ্ডুলিপিখানা আদর্শ হিসাবে এবং কলকাতার বটতলার প্রকাশিত সংস্করণ সহযোগী

---

[৩০২] মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি সৈয়দ নুরুদ্দিন বিরচিত দাকাএকুল হাকায়েক, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ হিসাবে বিবেচনায় এনে Huristices method-এ সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদনা করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত* [৩০৩]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ৭১/৭ নং মির্জ্জাপুর স্ট্রীট- কলকাতা ৪৪০ গৌরাঙ্গ প্রকাশ করেন।

শিশিরকুমার ঘোষ শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং এই গ্রন্থের সম্পাদনার ও পাঠোদ্ধারের দায়িত্ব অর্পণ করেন পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী ও কালিদাস নাথের উপর। তাঁরা প্রাচীন লিপির 'লিপিবিদ্যাবিশারদ' ছিলেন। তাঁদের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে এই গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মৃণালকান্তি ঘোষ। দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠবিচার করে Reconstrction method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদনা করেন কবি মনোহর দাস প্রণীত *অনুরাগ পল্লী* [৩০৪]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ বাংলাবাজার-কলকাতা থেকে ৪৪৫ শ্রীগৌরাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদিত গ্রন্থটির প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বা প্রকাশিত সংস্করণ সম্পর্কে সম্পাদক কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় সম্পাদক প্রকাশিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে Translated method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন।

সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদনা করেন কবি লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল* [৩০৫]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ৪৪৩ গৌরাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটির উৎস কোন্ পাণ্ডুলিপি সে সম্পর্কে কোন ধারণা বা তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় কোন প্রকাশিত সংস্করণ থেকে Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' গ্রহণ করেন। সম্পাদক তাঁর গ্রন্থে সম্পাদকীয় ভূমিকা প্রদান করেন নি।

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদনা করেন লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল* দ্বিতীয় সংস্করণ [২০৬]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ৪৪৫ গৌরাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কোন প্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে Transmitted method-এ 'গৃহীত পাঠ' গ্রহণ করেন। সম্পাদক তাঁর গ্রন্থে ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি।

পূর্ণানন্দ সম্পাদনা করেন *পূর্ণ-জ্যোতি* গ্রন্থটি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ১৭নং রাধানাথ বোস লেন-কলকাতা বিদ্যাধর প্রেসে মুদ্রিত হয়ে মতিলাল সেন চকবাজার বরিশাল [৩০৭] থেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থখানি পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন-এর চার অংশে বিভক্ত করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রকাশিত সংস্করণ থেকে Translated method-এ সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটিতে ইনার পেইজ না থাকার কারণে প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদনা করেন কবি দৌলৎ কাজী বিরচিত *সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী* [৩০৮]

---

[৩০৩] মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত", কলকাতা, ৪৪০ শ্রীগৌরাব্দ।

[৩০৪] মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত কবি মনোহর দাস প্রণীত 'অনুরাগপল্লী', কলকাতা ৪৪৫ শ্রী গৌরাব্দভ।

[৩০৫] সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদিত কবি লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল', কলকাতা ৪৪৩ গৌরাব্দ।

[২০৬] মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্যমঙ্গল', কলকাতা ৪৪৫ গৌরাব্দ।

[৩০৭] পূর্ণানন্দের সম্পাদিত 'পূণ্য-জ্যোতি' কলকাতা।

[৩০৮] সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি দৌলৎ কাজি বিরচিত 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' বিশ্বভারতী।
দ্রষ্টব্য-১ : "শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচীর নিবেদন বিশ্বভারতী পুথিশালার সংগ্রহে যে সব পুথি আছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ক্ষেত্রে তার মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ মূল্যবান। 'সাহিত্য প্রকাশিত' গ্রন্থমালায় এইসব পুথির সম্পাদিত পাঠ ও সে সম্বন্ধে আলোচনা একে একে বের করা হবে। পুঁথি সম্পাদনা ছাড়াও এই গ্রন্থমালায় সাহিত্যবিষয়ক নানাবিধ আলোচনা প্রকাশিত হবে।"
দ্রষ্টব্য-২ : ভূমিকা-১ "বাংলা কাব্য সাহিত্যে একে একে যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন কবি কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস প্রভৃতি মহারথিগণ। তবে ইঁহারা সকলেও দেবতা বা ধর্ম বিজড়িত ভাব লইয়াই কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্মভাব বাদ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি 'সাহিত্য প্রকাশিকা'-প্রথম খণ্ড-বিদ্যাভবন বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংগৃহীত গ্রন্থ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে Divinatio method-এ 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনা কর্ম সম্পন্ন করেন। ভূমিকায় তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেন নি। ভূমিকাংশের আলোচনায় তিনি রাজ পৃষ্ঠপোষক ও মঘ রাজাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এবং হিন্দুধর্মের দেবত্ববাদের কাছে শিল্পীর শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হয়েছে তা স্বীকার করেছেন। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ সম্পাদিত *বৃহন্নন্দি কেশ্বর পুরোণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি*[৩০৯], সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সম্পাদনায় কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেননি। প্রকাশিত সংস্করণগুলো ও বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলন করে সম্পাদনায় যুক্ত হন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটি 'গৃহীত পাঠ' গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক দুর্গাপূজার ব্যাপকতা জনসমাজে প্রচারের জন্যই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন কবি শেখর বিদ্যাপতি বিরচিত *বৈষ্ণবপদাবলী-২য় খণ্ড*[৩১০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ ১৬৬ বহুবাজার স্ট্রীট, প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের প্রাপ্ত তথ্য ও পাণ্ডুলিপির পরিচিতি প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় কোন প্রকাশিত সংস্করণ থেকে Transmitted method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির মুখবন্ধ রচনা করেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের ইনার পেইজ না থাকার কারণে প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমরেশ্বর ঠাকুরের বাল্মীকি বিরচিত *রামায়ণ* সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ভূমিকা নেই। গ্রন্থের ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ মজুমদার সম্পাদনা করেন কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ*[৩১১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক অনেকগুলি পুথি সম্পাদনায় অবলম্বন করেন। তবে প্রাপ্ত পুথিগুলির পরিচয় প্রদান করেন নি। বিভিন্ন পুথি অবলম্বনে Contaminatio method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' গ্রহণ করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন *শ্রীপদামৃত মাধুরী*[৩১২] ১ম খণ্ড। সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

দিয়া নিছক কাব্যকাহিনী রচনা এই সমস্ত কবিগোষ্ঠী মধ্যে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত হিন্দু কবিই হিন্দুর দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন অথবা অনুরূপ ভক্তিমূলক ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং এই ধারাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে। এমন কি প্রেমের কাহিনী রচনা করিতে গিয়াও কবিরা কাহিনীটিকে গৌণ করিয়া দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনকেই মূল্য করিয়াছেন।

[৩০৯] অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র সম্পাদিত বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরোণোক্ত 'দুর্গাপূজাপদ্ধতি' কলকাতা।

[৩১০] উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিশেখর বিদ্যাপতি বিরচিত 'বৈষ্ণবপদাবলী'।

[৩১১] বরদাপ্রসাদ মজুমদার সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ' কলকাতা।

[৩১২] নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীপদামৃত মাধুরী' ১ম খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ভূমিকা |০ "উভয়ের নিকট হইতে ইনি বহু হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হয়েন। আমি সে সকল দেখিয়া অনেক সময়ে সেগুলি প্রকাশ করিবার মানস করিতাম।

সম্পাদকদ্বয় কবি কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী ও অদ্বৈত দাসের নিকট থেকে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং সম্পাদনায় যুক্ত হন। তাঁরা কোন একটি পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। Individual method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থের পাদটীকায় টীকাটিপ্পনী দিয়েছেন, কিন্তু কোন পাঠভেদ দেখান নি। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদনা করেন *শ্রীপদামৃত মাধুরী-দ্বিতীয় খণ্ড* [৩১৩]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদকদ্বয় এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। অনুমান করা যায় কোন প্রকাশিত সংস্করণ থেকে Transmitted method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির 'ইনার পেইজ' না থাকার কারণে প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন বিভিন্ন কবির বিরচিত *রস-গ্রন্থাবলি* । সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির[৩১৪] কলকাতা থেকে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটিতে কোন প্রকার ভূমিকা লেখেন নি। সম্পাদকের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন তথ্য পায়া যায় নি। অনুমান করা যায় পূর্ব প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদক Transmitted method -এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। ইনার পেইজে প্রকাশ সাল পর্যন্ত নেই। বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশে 'ইনার পেইজ' আছে, কিন্তু প্রকাশ সাল দেওয়া নেই।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন বিভিন্ন কবির *রস-গ্রন্থাবলী*[৩১৫] গ্রন্থটি। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে 'বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ', সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। সম্পাদক কোন প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে Transmitted method-এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদক গ্রন্থটিতে সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখেন নি। ফলে আমরা কোন প্রকার তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এমনকি গ্রন্থটিতে ইনার পেইজ না থাকার কারণে প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদনা করেন অপ্রকাশিত 'পদরত্নাবলী'। সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থটি পাবনা সাহজাদপুর[৩১৬] থেকে প্রকাশ করেন।

সম্পাদক প্রাপ্ত বিভিন্ন উৎস থেকে 'পদ-রত্নাবলী'র পদসমূহ সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। তিনি Transmitted method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। সম্পাদক মহাশয় জ্ঞানলব্ধ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে ইনার পেইজ না থাকার কারণে প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদনা করেন কবি বিপ্রদাস বিরচিত *মনসাবিজয়* [৩১৭] । সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করে। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকার কারণে প্রকাশসাল দেওয়া গেল না।

ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে ছয়খানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত G-3529 নং G-3530 নং অযোধ্যার 371 নং পাণ্ডুলিপি এবং গুপীনাথ সিনহা কর্তৃক প্রদত্ত এক (১) খানা পাণ্ডুলিপি, বর্ধমান সাহিত্যসভার MS No- 403 ও বিশ্বভারতীর MSD No-189 নং পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবলম্বন করে। প্রাপ্ত

---

[৩১৩] নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীপদামৃত মাধুরী' দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা।

[৩১৪] চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিভিন্ন কবির বিরচিত 'রসগ্রন্থাবলী' কলকাতা।

[৩১৫] চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিভিন্ন কবির রচিত 'রস-গ্রন্থাবলী' কলকাতা।

[৩১৬] সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' সাহাজাদপুর, পাবনা। ভূমিকা পৃ. |০ আমরা এ স্থলে অপ্রকাশিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের আকর হস্তলিপি পুস্তকগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। প্রথমেই পদরসসার পুথিগুলির উল্লেখ করিতে হইবে।"

[৩১৭] ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি বিপ্রদাস বিরচিত 'মনসাবিজয়' এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে না গ্রহণ করে- Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ নির্ণয় করে সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত করেন। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়াত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন, প্রয়াত অধ্যাপক হৃষীকেশ বসু, প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন *কবিকঙ্কণচণ্ডী* [৩১৮]। সম্পাদকত্রয়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

সম্পাদকত্রয় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত দামিন্যার সিংহবাহিনীর মন্দির হতে কবির স্বহস্ত লিখিত একখানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং দামুন্যার নিকটবর্তী কাইতি গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন আর একখানা পাণ্ডুলিপি। প্রাপ্ত এই দুইখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদকত্রয় সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদকত্রয় কবি মুকুন্দরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনীর মন্দির থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা Emendatio method-এ গ্রন্থটির সম্পাদিত পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থটি মূল্যবান।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *মুসার সওয়াল* [৩১৯]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংরক্ষিত পত্রিকাটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া সম্ভব হল না।

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ৩৩৬, ৩৩৭ ও ৩৩৮নং সংখ্যক পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত তিনখানা পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৩৩৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ হিসাবে ধরে Huristices method-এ সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদক মহোদয় কবির বংশপরিচয় আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন-

"এবে কহি তুমি সবে শুন মন দিয়া
পুস্তক আদায় সন লওত গাথিয়া।
চন্দ্র ঋতু সিন্ধুপাশে গগনের বাস
সমুদ্র দিবস আদি হৈল ছয় মাস।
শরীয়ত নামা বাণী লেখা সাঙ্গ ভেল
সন তারিখ লিখিবার শ্রদ্ধা বাড়ি গেল।
চতুর্বিশ অঘ্রানের জোহর সমএ
বিংশ গ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণএ।
আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার
সেদিন হইল লেকা সমাপ্ত সুসার।"

সম্পাদক ডঃ আহমদ শরীফ সন, তারিখ, ভাঙিয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন চন্দ্র-১, ঋতু-৬, সিন্ধু-৭, গগন-৭, অতএব ১৬৭৭ শক তথা ১৬৭৭ + ৭৮ = ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ ৯ই ডিসেম্বর, ২৪শে অগ্রহায়ণের জোহরের সময়ে বিংশ = ২০, গ্রহ-৯-২৯শে রমজানের শেষে পয়লা শাওয়ালের ঈদের দিন ছিল সোমবার (২৪শে অগ্রহায়ণে) গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়।

ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন সতেরো শতকের রোসাঙ্গ রাজ্যের কবি মরদান রচিত 'নসিবনামা'[৩২০]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-পত্রিকার

---

৩১৮ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক হৃষীকেশ বসু সম্পাদিত কবিকঙ্কণচণ্ডী, কলকাতা।

৩১৯ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত 'মুসার সওয়াল' সাহিত্য পত্রিকা, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ভূমিকা ৭৬-৭৭।

৩২০ ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মরদান রচিত 'নসিবনামা' বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নসিবনামা ভূমিকা পৃ. ১৪৯ "ঢাকা

দ্বিতীয় সংখ্যায়-উনচল্লিশ বর্ষে প্রকাশিত হয়। সংরক্ষিত পত্রিকাটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল পাওয়া গেল না।

সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত ২৩৮-সংখ্যক (খণ্ডিত) পাণ্ডুলিপি এবং প্রাপ্ত অন্য একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক দুটো প্রায় ভিন্ন ভঙ্গির পাণ্ডুলিপির পাঠ গ্রহণ করে Recensio method-এ পাণ্ডুলিপির পাঠের বিকৃতি, বিচ্যুতি দূর করে নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত। সম্পাদক মহাশয় পাদটীকায় পাঠান্তর দেখিয়েছেন।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদনা করেন কবি বনমালী দাস বিরচিত *জয়দেবচরিত্র* [৩২১]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদনা করেন। তিনি Divinatio method-এ গ্রন্থটির 'গৃহীত পাঠ' নির্ণয় করেন এবং গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদনা করেন কবি বাসুদেব ঘোষ বিরচিত *বৈষ্ণব-পদাবলী* [৩২২]। সম্পাদকের সম্পাদিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

মাহবুবুল আলম সম্পাদিত কবি বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশী ও বিরহ খণ্ড)* ঢাকা থেকে চতুর্থ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেননি। প্রকাশিত সংস্করণকে অবলম্বন করে Transmitted method-এ গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

অধ্যাপক মাহাবুবুল আলম সম্পাদিত কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরচিত *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*[৩২৩]। গ্রন্থটি ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি প্রকাশ করে।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি অবলম্বন করেন নি। প্রকাশিত সংস্করণগুলো অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন এবং Transmitted method-এ গ্রন্থটির নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করে সম্পাদনাকার্য সম্পন্ন করেন। তিনি কবি ও কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থশেষে শব্দার্থ, টীকা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। পাদটীকায় পাঠান্তর থাকা উচিত ছিল। তিনি কোন পাদটীকা ব্যবহার করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও কলেজসমূহের অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি সম্পাদক সম্পাদনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির মধ্যখানে পাঠের স্থিতিবিপর্যয় ঘটেছে। সম্ভবতঃ লিপিকারের আদর্শ পুথিতেই পত্রের স্থিতি বিপর্যয় বা পত্রে পাঠ ভুল বিন্যাস ছিল। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির পাঠ ছিল অনেকটা বিক্ষিপ্ত আবার আমাদের আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথিটিতে পাঠের আধিক্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পাঠ স্বেচ্ছায় বিকৃত করণ রূপ স্বেচ্ছাচারিতা। এমনি দুটো প্রায় ভিন্ন ভঙ্গির পাঠ মেলানো, সম্ভাব্য বিশুদ্ধ পাঠ নিরূপণ সম্ভব নয়। ... তাই আমরা দায়িত্ব দান লক্ষ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ এ কাব্যটি মুদ্রিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলাম। পাণ্ডুলিপিটি তৈরী হয়েছিল প্রায় ৩০ বছর আগে।"

৩২১ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত কবি বনমালী দাস প্রণীত 'জয়দেবচরিত্র', কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

৩২২ মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত কবি বাসুদেব ঘোষ বিরচিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

৩২৩ মাহাবুবুল আলম সম্পাদিত মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান, ঢাকা ২০১০, পৃ. ভূমিকা "বাংলা অনার্স ক্লাসের শিক্ষার্থীদের যথার্থ উপকারে আসার জন্য মানসিংহভবানন্দ উপাখ্যান অংশটি নতুনভাবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হল। কাব্যটির রসাস্বাদনের জন্য একটি নির্ভুল ও সুসম্পাদিত পাঠ্যবই করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। .... ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য সহায়ক হতে পারে এমন কিছু আলোচনাও এতে সংযোজিত হল। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস গ্রন্থের ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে মূল্যাবান প্রবন্ধটি শেষে অন্তর্ভুক্ত হল।"

১৮০১ থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা, একাডেমী, ট্রাস্ট, ব্যক্তিগত প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা-

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত ভারতবর্ষ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

Vulgate method (লৌকিক পদ্ধতি)-এ সম্পাদিত গ্রন্থ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রামায়ণ	কীর্ত্তিবাস	শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, কলকাতা	১২০৯ বঙ্গাব্দ ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে	বেতনভোগী
২	রামায়ণ	কীত্তিবাস	শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, কলকাতা	১২০৯ বঙ্গাব্দ ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে	বেতনভোগী
৩	মহাভারত	কাশীরাম দাস	শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, কলকাতা	১২১০ বঙ্গাব্দ ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে	বেতনভোগী
৪	রামায়ণ	কীর্ত্তিবাস	শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, কলকাতা	১২১৪ বঙ্গাব্দ ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ	বেতনভোগী

এশিয়াটিক সোসাইটি-কলকাতা

Vulgate method (লৌকিক পদ্ধতি)-এ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কলকাতা থেকে সম্পাদিত গ্রন্থ।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মানিক রাজার গান	অজ্ঞাত কবি	এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা	১২৮৫ বঙ্গাব্দ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে	এশিয়াটিক সোসাইটির অর্থানু কুল্যে প্রকাশিত
২	মনসাবিজয়	কবি বিপ্রদাস	এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি	বৃত্তি
৩	চৈতন্যমঙ্গল	কবি জয়ানন্দ	এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা	১৩৭৮ বঙ্গাব্দ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে অবিভক্ত ভারতের (১৮০২-২০১০ খ্রি.) কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ

Vulgate method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।					
১	কল্কি-পুরাণ	কবি রামলোচন দাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩২০বঙ্গাব্দ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে অবিভক্ত ভারতের (১৮০২-২০১০ খ্রি.) কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রামায়ণ (অযোদ্ধা কাণ্ড)	কবি কীর্ত্তিবাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির, কলকাতা	১৩০৬ বঙ্গাব্দ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অর্থানুকুল্যে

২	রামায়ণ (উত্তর কান্ড)	কবি কীর্তিবাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির, কলকাতা	১৩১০ বঙ্গাব্দ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	বিদ্যাপতি পদাবলী	কবি বিদ্যাপতি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১৭ বঙ্গাব্দ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৫	বিদ্যাপতি পদাবলী	কবি বিদ্যাপতি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১৭ বঙ্গাব্দ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৬	মহাভারত	কবি শ্রীধর নন্দী	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৭	পদ্ম-পুরাণ	কবি চারুমিহির	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৮	শ্রী শ্রী পদকল্প তরু (প্রথম খণ্ড)	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৯	শ্রী শ্রী পদকল্প তরু (দ্বিতীয় খণ্ড)	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১০	শ্রী শ্রী পদ কাল্পতুরু (চতুর্থ খণ্ড)	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১১	শ্রী শ্রী পদ কল্প তরু (তৃতীয় খণ্ড)	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১২	শ্রী কৃষ্ণ বিলাস	কবি কৃষ্ণদাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৬ বঙ্গাব্দ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৩	শ্রী গৌরীপদ তরঙ্গীনি (প্রথম খণ্ড)	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৪	চন্ডীদাসের পদাবলী ১ম খণ্ড	কবি চন্ডীদাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৯৩৪ খ্রিষ্বাব্দে	ঐ
১৫	অনাদি মঙ্গল বা শ্রী ধর্ম পুরাণ	কবি রামদাস আদক	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির, কলকাতা	১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে
১৬	বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম ভাগ	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির, কলকাতা	১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে	ঐ
১৭	অন্নদামঙ্গল প্রথম ভাগ	কবি ভারতচন্দ্র	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির, কলকাতা	১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৮	ভারত চন্দ্র গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ	কবি ভারতচন্দ্র	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির, কলকাতা	১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৯	ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রথম সংস্করণ	কবি ভারতচন্দ্র	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির, কলকাতা	১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২০	মহাভারত (প্রথম ভাগ)	কবি বিজয় পণ্ডিত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০৬ বঙ্গাব্দ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২১	মহাভারত (দ্বিতীয় ভাগ)	কবি বিজয় পণ্ডিত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০৮ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

২২	শ্রী কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৩	শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৪	রাধিকা মঙ্গল	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৫	বৈষ্ণবপদাবলী	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৬	কল্কিপুরাণ	রামলোচন	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২০ বঙ্গাব্দ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৭	তীর্থ-মঙ্গল	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৮	রস-মঞ্জরী	কবি পীতাম্বর দাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০৬ বঙ্গাব্দ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৯	ধর্মপূজাবিধান	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ বঙ্গাব্দ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩০	শূন্যপুরাণ	রামাই পণ্ডিত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১৪ বঙ্গাব্দ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারত বর্ষ. (১৮০২-১৯৪৫ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১৬	বিদ্যাপতি পদাবলী	বিদ্যাপতি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১৭ বঙ্গাব্দ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অর্থানুমুল্যে
১৭	মহাভারত	শ্রীকর নন্দী ছুটি খাঁ)	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৮	পদ্মা-পুরাণ	চারুমিহির	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৯	শ্রী শ্রী পদ কল্পতরু দ্বিতীয় প্রথম খণ্ড	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২০	শ্রী শ্রী পদ কল্পতরু দ্বিতীয় ভাগ	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২১	শ্রী শ্রী পদ কল্পতরু তৃতীয় ভাগ	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৩০ বঙ্গাব্দ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২২	শ্রী শ্রী পদ কল্পতরু চতুর্থ খণ্ড	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৩	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	কবি কৃষ্ণ দাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৬ সাল বাং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৪	শ্রী গৌরীপদ তরঙ্গিণী (দ্বিতীয় ভাগ)	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

২৫	শ্রীকৃষ্ণ বিলাস	কবি কৃষ্ণ দাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৩২৬ বঙ্গাব্দ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৬	চণ্ডীদাসের পদাবলী ১ম খণ্ড	কবি চণ্ডীদাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৭	কীর্ত্তনপদাবলী	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৮	অনাদিমঙ্গল বা শ্রীধর্মপুরাণ	কবি রামদাস আদক	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৯	বৈষ্ণবপদাবলী প্রথম ভাগ	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩০	অন্নদামঙ্গল প্রথম ভাগ	কবি ভারতচন্দ্র	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৩৪২ বঙ্গাব্দ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩১	অন্নদামঙ্গল প্রথম ভাগ	কবি ভারতচন্দ্র	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ	১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত ভারতবর্ষ (১৮০৫-১৯৪৭ খ্রি.)

Transmitted method সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ - কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৩২	ভারতচন্দ্র **গ্রন্থাবলী**	কবি ভারতচন্দ্র	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৩	ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (প্রথম সংস্করণ)	কবি ভারতচন্দ্র	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৪	মহাভারত (প্রথম ভাগ)	কবি বিজয় পণ্ডিত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০৬ বঙ্গাব্দ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৫	মহাভারত (দ্বিতীয় ভাগ)	কবি বিজয় পণ্ডিত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০৮ বঙ্গাব্দ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৬	শূন্য পুরাণ	কবি রামাই পণ্ডিত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১৪ বঙ্গাব্দ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৭	রস-মঞ্জরী	কবি পীতাম্বর দাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০৬ বঙ্গাব্দ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির কলকাতা (১৮০২-১৯৪৭ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শ্রীকৃষ্ণ প্রেম - তরঙ্গিণী	শঙ্করাচার্য	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৯১২ সাল বাংলা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২	সর্বব সম্বাদিনী	জীবন গোস্বামী দাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩২৭ বঙ্গাব্দ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির কলকাতা (১৮০২-১৯৪৭ খ্রি.)

Contaminatio method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রামায়ণ	কীর্তিবাস	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩০০ বঙ্গাব্দ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২	চণ্ডীদাসের পদাবলী	কবি চণ্ডীদাস	ঐ	১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনমালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির কলকাতা (১৮০২-১৯৪৭ খ্রি.)

Divinatio method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	কালিকামঙ্গল	বলরাম কবি শেখর	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২	গঙ্গামঙ্গল	কবি দ্বিজ মাধব	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ বঙ্গাব্দ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	সত্যনারায়নের পুঁথি	কবি বল্লভ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৪	জয়দেবচরিত্র	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৫.	শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী	অজ্ঞাত কবি	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনমালে-বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির , কলকাতা (১৮০২-১৯৪৭ খ্রি.)

Individual method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অর্থানুমুল্যে
১	শূন্যপুরাণ	রামাই পণ্ডিত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১৪ বঙ্গাব্দ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২	শ্রীধর্মমঙ্গল	মানিক রাম	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	দুর্গামঙ্গল		বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৪	সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম প্রথম খণ্ড		বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৫	সঙ্গীত রাগ কল্নদ্রুম (দ্বিতীয় খণ্ড)		বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৬	সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম (তৃতীয় খণ্ড)		বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ বঙ্গাব্দ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনমালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির কলকাতা (১৮০২-১৯৪৭ খ্রি.)

Heuristics method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	সারদা-মঙ্গল	কবি মুক্তারাম সেন	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অর্থানুকুল্যে
২	রস-কদম্ব	কবি বল্লভ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৩২ বঙ্গাব্দ	ঐ
৩	শিবায়ন	কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনমালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির কলকাতা (১৮০২-১৯৪৭ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগানও দোহা	৮৪ সিদ্ধার্থ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অর্থানুকূল্যে।
২	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস	ঐ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩৪২ বঙ্গাব্দ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনমালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির কলকাতা (১৮০২-১৯৪৭ খ্রি.)

Composite method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	গোরক্ষবিজয়	কবি শেখ ফয়জুল্লাহ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অর্থানুকূল্যে।
২	জ্ঞানসাগর	কবি আলি রাজা	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	মৃগলুব্ধ	কবি দ্বিজ রতিদেব	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৪	রাধিকার মানভঙ্গ	কবি নরোত্তম ঠাকুর	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৫	মৃগলুব্ধ সম্পদ	কবি রামরাজা	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে অবিভক্ত ভারতের কলকাতায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থসম্পাদনা। (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) ব্যক্তিগত কোম্পানি

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ কলকাতার বিভিন্ন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা	কবি ভবানীশঙ্কর দাস	কলকাতা	১২৩২ বঙ্গাব্দ ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	কবি মালাধর বসু	কলকাতা	১২৮৫ বঙ্গাব্দ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৩	দাশরথি রায়ের পাঁচালী	কবি কাশীনাথ	কলকাতা	১৯০২ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৪	শিবায়ন	কবি রামেশ্বর	কলকাতা	১৯১০ বঙ্গাব্দ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৫	গোবিন্দমঙ্গল	দুঃখী শ্যামদাস	কলকাতা	১৩১৭ বঙ্গাব্দ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৬	মহাভারত (আদিপর্ব)	কাশীরাম দাস	কলকাতা	১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৭	শ্রীশ্রী প্রেমবিবর্ত	কবি জগদানন্দ পণ্ডিত	কলকাতা	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৮	শ্রীশ্রী অদ্বৈত প্রকাশ	ঈশান নাগর	কলকাতা	১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৯	কীর্তনপদাবলী	অজ্ঞাত কবি	শান্তিরঞ্জন প্রেস, কলকাতা	১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

স্বাধীন ভারতের (১৯৮৭-২০০১ খ্রি.) ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রেস কলকাতা

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ প্রাইভেট কোম্পানি প্রকাশ করে।

১০	স্বাধীন ভারত	কবি রামদাস আদক	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১৪	বিদ্যাপতি পদাবলী	কবি বিদ্যাপতি	কলকাতা	১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

স্বাধীন ভারতের (১৯৪৭-২০১০ খ্রি.) কলকাতা

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ প্রাইভেট কোম্পানি প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১৫	কীর্তনপদাবলী চতুর্থ সংস্করণ	অজ্ঞাত কবি	কলকাতা	১৩৬০ বঙ্গাব্দ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১৬	পদাবলী	কবি জগদানন্দ	কলকাতা	১৩৬১ বঙ্গাব্দ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৭	চর্যাগীতিপদাবলী	৮৪ সিদ্ধার্থ	কলকাতা	১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৮	চর্যাগীতিপরিচয়	ঐ	কলকাতা	১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৯	বৈষ্ণবপদাবলী	অজ্ঞাত কবি	কলকাতা	১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

২০	চর্যাপদ	৮৪ সিদ্ধার্থ	কলকাতা	১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২১	চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী	কবি চণ্ডীদাস ও কবি বিদ্যাপতি	কলকাতা	১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২২	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বড়ু চণ্ডীদাস	কলকাতা	১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৩	শ্রী কৃষ্ণকীর্তন (বিরহ খণ্ড)	ঐ	কলকাতা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৪	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখণ্ড)	ঐ	কলকাতা	১৩৭৭ বঙ্গাব্দ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৫	চর্যাগীতি-পরিক্রমা	৮৪ সিদ্ধার্থ	কলকাতা	১৩৭৯ বঙ্গাব্দ ১৯৭২ সাল	ঐ
২৬	চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি পদাবলী	কবি চণ্ডীদাসও কবি বিদ্যাপতি	কলকাতা	১৩১৯ বঙ্গাব্দ ১৯৭২ সাল	ঐ
২৭	চণ্ডীদাস	কবি চণ্ডীদাস	কলকাতা	১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৮	চর্যাগীতির ভূমিকা	৮৪ সিদ্ধার্থ	কলকাতা	১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে	ঐ
২৯	শূন্যপুরাণ	কবি রামাই পণ্ডিত	কলকাতা	১৩৮৪ বঙ্গাব্দ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩০	বৈষ্ণবপদাবলী	অজ্ঞাত কবি	কলকাতা	১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩১	চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা	৮৪ সিদ্ধার্থ	কলকাতা	১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩২	মহাভারতের মূল কাহিনীও বিবিধ প্রসঙ্গ	অজ্ঞাত কবি	কলকাতা	১২৩৮৯ বঙ্গাব্দ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৩	শ্রীমদ্ভাগবত গীতা	কবি শঙ্করাচার্য	কলকাতা	১৩৯০ বঙ্গাব্দ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৪	চৈতন্যমঙ্গল	অজ্ঞাত কবি	কলকাতা	১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৫	কড়চা	কবি স্বরূপ দামোদর	কলকাতা	১৩৯৮ বঙ্গাব্দ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৬	চৈতন্যমঙ্গল জয়ানন্দ ও লোচন দাস	জয়ানন্দ লোচন দাস	কলকাতা	১৩৯৮ বঙ্গাব্দ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৭	পরামৃত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত	কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ	কলকাতা দে'জ পাবলিশিং	১৩৯০বঙ্গাব্দ ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৮	চর্যাগীতিকোষ	৮৪ সিদ্ধার্থ	কলকাতা	২০০১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৯	শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল	কবি লোচনদাস	কলকাতা	৪৪৩ গৌরাব্দ	
৪০	শ্রীশ্রীচৈতন্য	লোচন দাস	কলকাতা	৪৪৫ গৌরাব্দ	ঐ
৪১	বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি	অজ্ঞাত কবি	কলকাতা	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি	ঐ

স্বাধীন ভারত (১৯৪৭-২০১০ খ্রি.) কলকাতা

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ভাতের কলকাতার বিভিন্ন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মেঘদূতকাব্য	কবি কালিদাস	কলকাতার সংস্কৃত প্রেস	১২৭৬ বঙ্গাব্দ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	অভিজ্ঞান শকুন্তলম্		কলকাতা সংস্কৃত প্রেস	১২৭৮ বঙ্গাব্দ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	হর্ষচরিত্র		কলকাতা	১২৯০ বঙ্গাব্দ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৪	রামায়ণ (বালাখণ্ড)	আদিকবি বাল্মীকি	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১২৮৯ বঙ্গাব্দ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৫	মৎস্যপুরাণম্	কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯০ বঙ্গাব্দ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৬	কালিকাপুরাণ	মার্কন্ডেয়	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৮৪ বঙ্গাব্দ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৭	মার্কণ্ডেয় পুরাণ	শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯০বঙ্গাব্দ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৮	বামনপুরাণ	শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯১ বঙ্গাব্দ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৯	গরুড়পুরাণ	শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯২ বঙ্গাব্দ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১০	ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ	শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯১ বঙ্গাব্দ ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১১	বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ	শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১২	কূর্ম্ম পুরাণ	কৃষ্ণদ্বৈপায়াণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৫ বঙ্গাব্দ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৩	বৃহন্নারদীয় পুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৪	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৫	লিঙ্গপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৬	পদ্ম-পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড)	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
১৭	শিবপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৪০৭ বঙ্গাব্দ	ঐ
১৮	বায়ুপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯১ বঙ্গাব্দ	ঐ
১৯	স্কন্দ-পুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২০	পদ্ম-পুরাণ (ভূমিখণ্ড)	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

২১	স্বপ্ন পুরাণ দ্বিতীয় ভাগ (বিষ্ণুখণ্ড)	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২২	স্কন্দ পুরাণ - তৃতীয় ভাগ (প্রথম খণ্ড)	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৭ বঙ্গাব্দ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৩	স্কন্দ- পুরাণ- সপ্তম ভাগ (প্রভাস খণ্ড)	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৮ বঙ্গাব্দ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৪	অগ্নি-পুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৩৯৯ বঙ্গাব্দ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৫	দেবীপুরাণ	কৃষ্ণদ্বৈপয়াণ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৪০০ বঙ্গাব্দ ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৬	বরাহপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৪০১ বঙ্গাব্দ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৭	পদ্মপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৪০২ বঙ্গাব্দ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৮	শ্রীভাগবতপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৪০২ বঙ্গাব্দ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২৯	ব্রহ্মপুরাণ	ঐ	কলকাতা নব ভারত পাবলিশার্স	১৪০৯ বঙ্গাব্দ ২০০২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩০	শ্রীসাম্বপুরাণ	কবি বশিষ্ঠ	কলকাতা	১৩৯০ বঙ্গাব্দ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩১	শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্দ	কবি বশিষ্ঠ	কলকাতা	১৩৯০ বঙ্গাব্দ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩২	শ্রীমদ্ভাগবত	কবি বশিষ্ঠ	কলকাতা	১৩৯০ বঙ্গাব্দ ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৩	হর্ষচরিত	কবি বাণভট্ট	রাজন পাবলিশিং হাউস কলকাতা	১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৪	অভিজ্ঞান **শকুন্তলম্**	মহাকবি কালিদাস	সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কলকাতা	১৩৯৫ বঙ্গাব্দ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩৫	রামচরিতমানস ও দোহাবলী	কবি তুলসী দাস	নবপত্র প্রকাশ	১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

স্বাধীন ভারত (১৯৪৭-২০১০ খ্রি.)

Contaminatio method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ব্যক্তিগত প্রেস কলকাতা থেকে প্রকাশিত করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রামায়ণ	কবি কীর্ত্তিবাস	কলকাতা	ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশসাল পাওয়া যায় নি	ব্যক্তি উদ্যোগ
২	রামায়ণ	কবি কীর্ত্তিবাস	কলকাতা	১৩৮২ বঙ্গাব্দ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

স্বাধীন ভারত (১৯৪৭-২০১০ খ্রি.)

Divinatio method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রেস কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা	কবি ভবানীশঙ্কর	কলকাতা	১৩২৩ বঙ্গাব্দ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২	মনসামঙ্গল	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	কলকাতা	১৩৯২ বঙ্গাব্দ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	গৌসানীমঙ্গল	কবি রাধাকৃষ্ণ	কলকাতা	১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

স্বাধীন ভারত (১৯৪৭-২০১০ খ্রি.)

Individual method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রেস কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	কবি কঙ্কন চন্ডি	কবি মুকুন্দরাম	কলকাতা	১৩৮৪ বঙ্গাব্দ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২	নরোত্তম দাস রচনাবলী	কবি নরোত্তম দাস	কলকাতা	১৩৮২ বঙ্গাব্দ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

স্বাধীন ভারত (১৯৪৭-২০১০ খ্রি.)

Reconstruction method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রেস কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	চর্যাগীতিকোষ	৮৪ সিদ্ধা	কলকাতা	১৩৮৫ বঙ্গাব্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

অবিভক্ত ভারত ও স্বাধীন ভারত (১৮০২-২০১০ খ্রি.)

Emendatio method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ব্যক্তি মালিকানা প্রেস কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মহাভারত	কাশীরাম দাস	কলকাতা	১২৫৮ বঙ্গাব্দ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
২	অন্নদামঙ্গল	কবি ভারতচন্দ্র	কলকাতা	১৩৫৪ বঙ্গাব্দ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ	কলকাতা	৪৪০ গৌরাব্দ	ঐ
৪	কবিকঙ্কণচণ্ডী	কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কলকাতা	ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশকাল দেওয়া গেল না।	

অবিভক্ত ভারত ও স্বাধীন ভারত (১৮০২-২০১০ খ্রি.)

Heuristics method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রেস কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	চৈতন্যমঙ্গল	কবি লোচন দাস	কলকাতা	১৪০৭ বঙ্গাব্দ ২০০০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	সত্যপীরের মাহাত্ম্য	কবি কৃষ্ণ হরিদাস	কলকাতা	১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

Composite method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ ব্যক্তিগত প্রেস থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	কবি কৃষ্ণদাস	কলকাতা	১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	কবি মালাধর বসু	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৫১ বঙ্গাব্দ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী (১ম খণ্ড)	কবি দীন চণ্ডীদাস	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	মনসামঙ্গল	কবি জগজ্জীবন	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৪	কৃষ্ণমঙ্গল	কবি রামেশ্বর	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৫	শিবায়ন	কবি রামেশ্বর	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৬	মঙ্গলচণ্ডীর গীত	দ্বিজ মাধব	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭২ বঙ্গাব্দ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৭	পদ্মাপুরাণ	কবি বিজয় গুপ্ত	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৪৯ বঙ্গাব্দ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

Translated method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মনসামঙ্গল	কবি দ্বারিকা দাস	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

Constitutio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	নব চর্যাপদ	৮৪ সিদ্ধা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৯৬ সাল বাং ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	মনসামঙ্গল	কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৩	মনসামঙ্গল	বাইশ কবি প্রণীত	ঐ	১৩৬৯ সাল বাং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তি উদ্যোগ
৪	মনসামঙ্গল	কবি জগজ্জীবন	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৫	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল	কবি ঘনরাম চক্রবর্তী	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৯ সাল বাং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মনসামঙ্গল	কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৫০ বঙ্গাব্দ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	কৃষ্ণদাসের পদাবলী	কবি কৃষ্ণদাস	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

Recensio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	গোপীচন্দ্রের গান	অজ্ঞাত	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৩১ বঙ্গাব্দ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

Emendatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	চণ্ডীদাসের পদাবলী (১ম খণ্ড)	কবি চণ্ডীদাস	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৪৯বঙ্গাব্দ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	পদ্ম-পুরাণ	কবি বিজয় গুপ্ত	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	কবিকঙ্কণচণ্ডী (প্রথম ভাগ)	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮২ বঙ্গাব্দ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

চুঁচুড়া পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (১৮০২-২০১০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ পশ্চিম বঙ্গের চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	বিদ্যাপতি পদাবলী	বিভিন্ন কবি	চুঁচুড়া পশ্চিমবঙ্গ	১২৮৫ বঙ্গাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	বিভিন্ন কবির রচিত বিদ্যাপতি পদাবলী	বিভিন্ন কবি	চুঁচুড়া পশ্চিমবঙ্গ	১২৮৫ বঙ্গাব্দ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	চণ্ডীদাসের পদাবলী	কবি চণ্ডীদাস	চুঁচুড়া পশ্চিমবঙ্গ	১২৮৫ বঙ্গাব্দ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

কোচবিহার সাহিত্যসভা-পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (১৮০২-২০১০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কোচবিহার সাহিত্য সভা-পশ্চিম বঙ্গ প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ গীতাবলী	কবি হরেন্দ্র নারায়ণ	কোচবিহার সাহিত্যসভা, পশ্চিমবঙ্গ	১৩২৭ বঙ্গাব্দ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ ক্রিয়াযোগ সার	ঐ	কোচবিহার সাহিত্যসভা, পশ্চিমবঙ্গ	১৩২৮ বঙ্গাব্দ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

কোচবিহার সাহিত্যসভা-পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (১৮০২-২০১০ খ্রি.)

Translated method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কোচবিহার সাহিত্যসভা-প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	গীতাবলী	কবি হরেন্দ্র নারায়ণ	কোচবিহার সাহিত্যসভা, পশ্চিমবঙ্গ	১৩২৭ বঙ্গাব্দ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

নদীয়া সাহিত্যসভা-পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (১৮০২-২০১০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ নদীয়া সাহিত্যসভা প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শ্রীশ্রীভক্তি-রত্নাকর	কবি নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর	নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ	১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ-পুস্তকপর্ষদ্, ভারত (১৮০২-২০১০ খ্রি.)

Contaminatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ কলকাতা প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পদ্মাবতী (প্রথম খণ্ড)	কবি আলাওল	পশ্চিমবঙ্গ পুস্তকপর্ষদ্ কলকাতা	১৩৯১ বঙ্গাব্দ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	পদ্মাবতী (দ্বিতীয় খণ্ড)	কবি আলাওল	পশ্চিমবঙ্গ পুস্তকপর্ষদ্ কলকাতা	১৩৯২ বঙ্গাব্দ ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

প্রবাসী পত্রিকা-কলকাতা (১৯০০-১৯৫০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-প্রবাসী পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শ্রী পদামৃত মাধুরী (৪র্থ খণ্ড)	অজ্ঞাত কবি	প্রবাসী পত্রিকা-৫ম সংখ্যা কলকাতা	১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	শ্রী পদামৃত মাধুরী (৩য় খণ্ড)	ঐ	প্রবাসী পত্রিকা-৪র্থ সংখ্যা কলকাতা	১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	শ্রী পদামৃত মাধুরী (২য় খণ্ড)	ঐ	প্রবাসী পত্রিকা-৩য় সংখ্যা কলকাতা	১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৪	শ্রী পদামৃত মাধুরী (১ম খণ্ড)	ঐ	প্রবাসী পত্রিকা-২য় সংখ্যা কলকাতা	১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

নিউ দিল্লী সাহিত্য একাডেমী-ভারত (১৯৫০-২০০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ সাহিত্য একাডেমী প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	সত্য পীরের মাহাত্ম্য	কবি কৃষ্ণ হরিদাস	সাহিত্য একাডেমী নিউ দিল্লী-ভারত	১৩৯০ বঙ্গাব্দ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

বিশ্ব ভারতীয় গ্রন্থ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ ভারত (১৯৩০-২০০০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	The old Benali Language and Text	৮৪ সিদ্ধা	বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ কলকাতা	১৩৭২ বঙ্গাব্দ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	সতীময়না লোর-চন্দ্রানী	কবি দৌলৎ কাজী	বিশ্বভারতী কলকাতা	রচনাসাল পাওয়া যায় নি	বৃত্তি
৩	গোর্খবিজয়	কবি ভীমসেন	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

বসুমতি সাহিত্যপরিষদ-কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (১৯০০-২০০০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-বসুমতি সাহিত্যপরিষদ প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শূন্যপুরাণ	কবি রামাই পণ্ডিত	বসুমতি সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	রস-গ্রন্থাবলী'	বিভিন্ন কবির	বসুমতি সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	ঐ
৩	বৈষ্ণব পদাবলী (২য় খণ্ড)	কবি শেখর	বসুমতি সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	ঐ
৪	রস - গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড	বিভিন্ন কবি	বসুমতি সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	ঐ

বাংলাদেশ (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Vulgate method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	আলাওল রচনাবলী	কবি আলাওল	বাংলা একাডেমী	১৪১৪ বঙ্গাব্দ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ	এককালীন অর্থসাহায্যে

স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	নসিবনামা	কবি মর্দন	সাহিত্য পত্রিকা বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪০২ বঙ্গাব্দ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	সতীময়না-লোরচন্দ্রাণী	কবি আলাওল	বাংলা একাডেমী ঢাকা	১৩৯৮ বঙ্গাব্দ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

স্বাধীন বাংলাদেশের (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Recensio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৩	কিফায়েতুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব	শেখ মুত্তালিব	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৫ বঙ্গাব্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ- বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।					
১	শরীয়তনামা	নসরুল্লাহ খোন্দকার	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৪ বাংলা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	নবীবংশ ১ম ও ২য়	কবি সৈয়দ সুলতান	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৫ বঙ্গাব্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Comparative method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ একাডেমী প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পদ্ম-পুরাণ	কবি রায় বিনোদ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Comparative method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানি থেকে প্রকাশ করে।					
২	তৌহিদঈমান	হেয়াতনন্দন নজর মামুদ	জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ	১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	সংগ্রাম হুসন	কবি হামিদ	জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ	২০০২ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Heuristics-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।					
১	সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল	কবি দোনাগাজী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮১ সাল বাংলা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান	হালুমীর	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৫০-১৯৭০ খ্রি.)

Heuristics-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ ঢাকা থেকে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে।					
৪	সুলতান জমজমা	মীর ফয়জুল্লাহ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৫	ইউনান দেশের পুথি	কবি মুজাফফর	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৬	গুলে বকাওলী	কবি নওয়াজিস খান	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানি (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানী প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	সতীময়না-লোরচন্দ্রাণী	দৌলত কাজী	প্রতীতি প্রকাশন বাংলা বাজার, ঢাকা	১৬ ডিসেম্বর, ২০০১	ব্যক্তিগত

স্বাধীন বাংলাদেশের আমলে বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	বাউলতত্ত্ব	সংগৃহীত	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	চর্যাগীতিকা	৮৪ সিদ্ধার্থ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯১ সাল বাং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	পদাবলী	ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীন	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯৫ বঙ্গাব্দ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত
৪	মেঘদূত	কবি কালিদাস	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০১ বঙ্গাব্দ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত
৫	দৌলত কাজী : কবি ও কাব্য	দৌলত কাজী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৮ বঙ্গাব্দ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত
৬	হিন্দু কবির পদ-সাহিত্য	অজ্ঞাত হিন্দুকবি	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৭	চর্যাগীতিপ্রসঙ্গ	৮৪ সিদ্ধা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানির ভূমিকা

Transmitted method-এ সম্পাদিত বাংলাগ্রন্থ প্রাইভেট কোম্পানি প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রসুলবিজয়	জয়েনুদ্দীন	দি স্টেপ পাবলিকেশন বাংলাবাজার, ঢাকা	১৪১৪ বঙ্গাব্দ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত
২	পদ-রত্নাবলী	অজ্ঞাত কবি	সাজাদপুর, পাবনা, বাংলাদেশ	ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশসাল দেওয়া গেল না।	বৃত্তি

স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Contaminatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস	কবি শুকুর মাহমুদ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	কবীন্দ্র মহাভারত (১ম খণ্ড)	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৬ সাল বাংলা, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	কবীন্দ্র মহাভারত (২য় খণ্ড)	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৬ বঙ্গাব্দ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Divinatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	আব্দুল্লাহর হাজার সওয়াল	এতিম আলম	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	সিরাজ কুলুব	আলি রজা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	মৃগাবতী	কবি করমুল্লা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯১ বঙ্গাব্দ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমিকা (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) বাংলা একাডেমী

Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ মধ্যযুগীয় বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মধুমালতী	আমীর হামজা	বাংলা একাডেমী পক্ষে চট্টগ্রাম প্রেস	১৩৮০ বঙ্গাব্দ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	গদা মল্লিকা সম্বাদ	শেখ সাদী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় বাংলা একাডেমীপত্রিকার ভূমিকা (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Divinatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান	কবি শমশের আলী	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ, চৈত্র ঢাকা	১৪০৩ বঙ্গাব্দ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	হাজার মাসায়েল ও নূরনামা	অজ্ঞাত কবি	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা	১৪০২ বঙ্গাব্দ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	শবে মেরাজ	কবি ফৈজদ্দীন	বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ বর্ষা সংখ্যা	১৩৮৭ বঙ্গাব্দ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৪	কেয়ামত নামা	কবি শেখ চান্দ	বাংলা একাডেমী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ়	১৩৭৯ বঙ্গাব্দ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানীর প্রেসসমূহ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শরীয়তনামা	নসরুল্লাহ খোন্দকার	বাংলা একাডেমী	১৪০০ বঙ্গাব্দ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানীর প্রেসসমূহ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	নবী বংশ ১ম ও ২য়	কবি সৈয়দ সুলতান	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮০ বঙ্গাব্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	সতী ময়না লোর-চন্দ্রানী	কবি আলাওল	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৯৮ বঙ্গাব্দ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Heuristics method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ একাডেমী প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	সয়ফুল-মুলুক বদি উজ্জামাল	কবি দোনা গাজী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮১ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	কিফায়েতুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব	শেখ মুতালিব	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৩৮৪ বঙ্গাব্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান	হালুমীর	বাংলা একাডেমী,ঢাকা	১৩৯৬ সাল বাংলা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৪.	সুলতান জমজমা	মীর ফয়জুল্লাহ	বাংলাএকাডেমী, ঢাকা	১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৫	ইউনান দেশের পুথি	কবি মুজাফফর	ঐ	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৬	গুলে বকাওলী	কবি নওয়াজিস খান	ঐ	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

প্যান সাভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-আমেরিকা

Translated method- এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	কবি জয়েন উদ্দীন কবি ও কাব্য	কবি জয়েন উদ্দীন	প্যানসাভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ এশিয়া উর্দু ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ	গ্রন্থটি এখনো প্রকাশিত হয়নি।	বৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-আমেরিকা

Translated method-এ সম্পাদিত প্রাচীন যুগের বাংলাগ্রন্থ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকা, পক্ষে ঢাকাপ্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	A thousand year old Bangali mystic poetry.	৮৪ সিদ্ধা	কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা পক্ষে ঢাকা	১৩৯৯ বঙ্গাব্দ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়-প্যারিস

Vernacular method-এ মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	Les chants mystiques de Kanna adrien Maisonneuve	৮৪ সিদ্ধা	প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ গবেষণা সমাপ্ত করেন।	বৃত্তি

পাকিস্তান শাসনামলে ঢাকা প্রাইভেট কোম্পানি

Vernacular method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ পাকিস্তানের শাসনামলে ঢাকা থেকে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	বিদ্যাপতিশতক	বিদ্যাপতি	রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা- বাংলাদেশ	১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়-ব্রিটেন

Vernacular method-এ মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ প্রকাশ-লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায়।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	Persian element in Bangale a study of the language of the old Bengali Carya poems	৮৪ সিদ্ধা	লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২১ খ্রিস্টাব্দ গবেষণা সমাপ্ত করেন।	বৃত্তি

বাংলাদেশের (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) ব্যক্তিগত প্রেস

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মেঘদূত	কবি কালিদাস	আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা	১৪১২ বঙ্গাব্দ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত

মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমিকা (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাইভেট কোম্পানি প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বড়ু চণ্ডীদাস	খান ব্রাদার্স ৯, বাংলা বাজার, ঢাকা	২০০৯ খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ সংস্করণ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	কালকেতু উপাখ্যান	কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	খান ব্রাদার্স ৯, বাংলা বাজার, ঢাকা		ঐ
৩	মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান	কবি ভারতচন্দ্র	খান ব্রাদার্স ৯, বাংলা বাজার, ঢাকা		ঐ
৪	ময়মনসিংহ গীতিকা	বিভিন্ন কবির রচিত	খান ব্রাদার্স ৯, বাংলা বাজার, ঢাকা		ঐ
৫	চর্যাগীতিকা	৮৪ সিদ্ধা	খান ব্রাদার্স ৯, বাংলা বাজার, ঢাকা	১৪১৪ বঙ্গাব্দ	

বাংলাদেশের (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) ব্যক্তিগত প্রেস

Indivdual method-এ সম্পাদিত প্রকাশিত বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যক্তিগত প্রেস প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	বৌদ্ধচর্যাপদ	৮৪ সিদ্ধা	ধারণী প্রকাশনী, ঢাকা	১৪০৫ বঙ্গাব্দ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত

বাংলাদেশের ঢাকাস্থিত সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্ট (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Transmitted method-এ প্রাচীন মধ্যযুগীর সম্পাদিত গ্রন্থ সৈয়দ আলী আহসান ট্রাষ্ট প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	দোহাকোষগীতি	সরহ	সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্ট ধানমন্ডি-ঢাকা	১৩৯০ সাল (বঙ্গাব্দ) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

বাংলাদেশে (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) অপ্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ

Recensio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীর অপ্রকাশিত বাংলাগ্রন্থ।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	দাকাএকুল হাকায়েক	কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন	২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছে	অপ্রকাশিত	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

বাংলাদেশে (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) অপ্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ

Examinatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীর অপ্রকাশিত বাংলাগ্রন্থ।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শীত ও বসন্ত	কবি বিশ্বেশ্বর ধর	২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছে	ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

বাংলাদেশে (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) অপ্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ

Higher criticism method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থ (১৯৭১-২০১০)।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	বসন্তের দুঃখ	কবি হাফেজুদ্দীন	২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছে	অপ্রকাশিত	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

বাংলাদেশে (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) অপ্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ

Composite method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ (১৯৭১-২০০০)।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	যোগ-কলন্দর	সয়্যিদ মরতুজা	বরেন্দ্র মিউজিয়ামে চাকরী চলাকালে সম্পদনা করেছেন; কিন্তু বরেন্দ্র মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি প্রকাশ করেন নি।	অপ্রকাশিত	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ব্রিটিশ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৬ খ্রি.) প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থসম্পাদনায় সিলেট

Transmitted method-এ সম্পাদিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সিলেট থেকে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পদ্মা-পুরাণ	কবি ষষ্ঠীবর	সিলেট	১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	পদ্ম-পুরাণ	কবি ষষ্ঠীবর	শ্রীহট্ট	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বাংলা বিভাগ (১৯২১-১৯৪৬ খ্রি.)

Emendatio method-এ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় ব্রিটিশ শাসনাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	হরিবংশ	কবিবন্দনা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৩৯ সাল বঙ্গাব্দ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)

Emendatio method-এ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় ব্রিটিশ শাসনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	আদ্য-পরিচয়	কবি শেখ জাহেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

বি. দ্র. : পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [১৯৪৭-১৯৭৯] বাংলা বিভাগের সাহিত্যপত্রিকা-বর্ষা সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৯১ বঙ্গাব্দ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলাদেশ (১৭৬৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Heuristics method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশ ও মুসলমানসমাজ।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	সারদা-মঙ্গল	মুক্তারাম সেন	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলাদেশ (১৭৬৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Divinatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশ ও মুসলমানসমাজ।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	গঙ্গামঙ্গল	দ্বিজ মাধব	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২৩ বঙ্গাব্দ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	সত্যনারায়ণের পুথি	কবিবল্লভ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলাদেশ (১৭৬৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Composite method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশের ও মুসলমানসমাজ।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	গোরক্ষবিজয়	শেখ ফয়জুল্লাহ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	জ্ঞান-সাগর	আলী রজা	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৩	মৃগলুব্ধ	দ্বিজ রতিদেব	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৪	রাধিকার মানভঙ্গ	নরোত্তম ঠাকুর	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩১২ বঙ্গাব্দ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৫	পদ্মাবতী	কবি আলাওল	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৪ বঙ্গাব্দ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
৬	মৃগলুব্ধ সম্পদ	কবি রামরাজা	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কলকাতা	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ

বি. দ্র. : পদ্মাবতী-গ্রন্থটির পাঠ উদ্ধার হয় ব্রিটিশ আমলে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রকাশের দায়িত্ব নেন। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাথেথ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের পাঠ উদ্ধার নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। সে জন্য আর ছাপানো হয়নি। পরবর্তী সময়ে ড. আহম্মদ শরীফের হস্তক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলাদেশ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশ।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মীনচেতন	শ্যামদাস সেন	ঢাকা-বাংলাদেশ	১৩২২ বঙ্গাব্দ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলাদেশ (১৭৬৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ ঢাকা থেকে বিভিন্ন কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	ময়নামতীর গান	কবি ভবানী দাস	ঢাকা- বাংলাদেশ	১৩২১ সাল বাং, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত
২	শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়	কবি মালাধর বসু	ঢাকা	১৩৫২ সাল বাংলা ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে	ব্যক্তিগত
৩	পূর্ণ জ্যোতি	অজ্ঞাত কবি	বরিশাল, চকবাজার	প্রকাশ সাল পাওয়া যায়নি।	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলাদেশ (১৭৬৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ ঢাকা থেকে বিভিন্ন কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	ময়নামতীর গান	কবি ভবানী দাস	ঢাকা-বাংলাদেশ	১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলাদেশ (১৭৬৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Translated method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-চকবাজার বরিশাল প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পূর্ণ জ্যোতি	অজ্ঞাত কবি	বরিশাল, চকবাজার	প্রকাশকাল পাওয়া যায় নি	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পাকিস্তানী শাসনামলে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)

Paleographical method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-পাকিস্তানের শাসনামলে ঢাকা থেকে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	Buddist mystic sougs	৮৪ সিদ্ধা	রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ঢাকা-বাংলাদেশ	১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পাকিস্তানী শাসনামলে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)

Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে বিভিন্ন কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পদ্মাবতী	আলাওল	রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ঢাকা-বাংলাদেশ	১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ

Composite method-এ প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থসম্পাদনায়-পাকিস্তানের শাসনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	তোহফা		বাংলা বিভাগ- ঢাকা- বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ

Recensio method-এ প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থসম্পাদনায়-পাকিস্তানের শাসনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রসূলবিজয়	জয়েন উদ্দীন	সাহিত্যপত্রিকা বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ

Composite method-এ সম্পাদিত (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ) কবি আলাওল বিরচিত পদ্মাবতী গ্রন্থটি বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পদ্মাবতী	কবি আলাওল	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৪ বঙ্গাব্দ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ পাকিস্তান আমলে বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	হেয়াত মামুদ গ্রন্থাবলী	কবি হেয়াত মাহমুদ	বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

স্বাধীন বাংলাদেশে (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসপরিষদ প্রকাশ করে

Divinatio method-এ সম্পাদিত বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের- ইতিহাসপরিষদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	তামাকু-পুরাণ	কবি শান্তিদাস	ইতিহাসপরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮০ বঙ্গাব্দ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

স্বাধীন বাংলাদেশে (১৯৭১-২০১০ খ্রি.) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসপরিষদ প্রকাশ করে

Translated method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ-প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসপরিষদ প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী	মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি	ইতিহাসপরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	পাওয়া যায় নি	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) ইতিহাসপরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Recensio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সম্পাদনাকারে ইতিহাসপরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	খণ্ডলে কুকীর হামলা	অজ্ঞাত কবি	ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭৫ বঙ্গাব্দ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Heuristics method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সাহিত্যপত্রিকা বাংলা বিভাগ. ঢা. বি. প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	মুসার সওয়াল	কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার	সাহিত্য-পত্রিকা বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪০৪ বঙ্গাব্দ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (১৯৭১-২০১০ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সাহিত্যপত্রিকা বাংলা বিভাগ. ঢা. বি. প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	নসিবনামা	কবি মরদান	সাহিত্যপত্রিকা দ্বিতীয় সংস্থা - উনচল্লিশ বর্ষ বাংলা বিভাগ-ঢা. বি.	প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি	বৃত্তি

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব-পাকিস্তান (১৯৪৫-১৯৭০ খ্রি.) আমলে সাহিত্যপত্রিকা

Divinatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ সাহিত্যপত্রিকা বাংলা বিভাগ. ঢা. বি. প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	সত্য-কলি-বিবদ সংবাদ	মুহম্মদ খান	সাহিত্য পত্রিকা- বাংলা বিভাগ - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা	১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

Emendatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ সাহিত্যপত্রিকা বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রসূল বিজয়	জয়েন উদ্দীন	সাহিত্য পত্রিকা বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

স্বাধীনতালাভের পর বাংলাদেশের (১৯৭০-২০১০ খ্রি.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাহিত্যপত্রিকা

Divinatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগীয় বাংলাগ্রন্থ-সাহিত্যপত্রিকা বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	চৈতন্য তত্ত্ব-প্রদীপ	ব্রজমোহন দাস	সাহিত্যপত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৮৫ বঙ্গাব্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	শাহজালাল মধুমালা উপাখ্যান	কবি মুকুল বা ওর্ফে-মঙ্গল	সাহিত্যপত্রিকা, বাংলা বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪০২ বঙ্গাব্দ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পাকিস্তানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের (১৯৪৫-১৯৭০ খ্রি.) বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

Composite method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	ইমামবিজয়	দৌলত উজির বাহরাম খান	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পূর্ব-পাকিস্তান-ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পাকিস্তানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের (১৯৪৫-১৯৭০ খ্রি.) বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

Emendatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	চন্দ্রাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা	১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	ফকীর গরীবুল্লাহ রচনাবলী	ফকীর গরীবুল্লাহ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা	১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা একাডেমী (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)

Recensio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	লায়লী মজনু	দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড - ঢাকা	১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	নীতিশাস্ত্র-বার্তা	কবি মুজাম্মিল	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড - ঢাকা	১৩৭২ বঙ্গাব্দ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	শা-বারিদ খান-গ্রন্থাবলী	কবি শা' বারিদ খান	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড - ঢাকা	১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৪	সুরতনামা	হাজী মুহাম্মদ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড - ঢাকা	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান-ঢাকা ব্যক্তিগত প্রেস মালিকের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)

Composite method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পদ্মাবতী	সৈয়দ আলাওল	স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা	১৩৭৫ বঙ্গাব্দ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান-ঢাকা ব্যক্তিগত প্রেস মালিকের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.)

Individual method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত কোম্পানি প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	পদ্মাবতী	সৈয়দ আলাওল	স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা	১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

Heuristics method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে।					
ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	সুলতান জমজমা	মীর ফয়জুল্লাহ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পূর্ব পাকিস্তান- ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	ইউনান দেশের পুথি	কবি মুজাফফর	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পূর্ব পাকিস্তান- ঢাকা	১৩৭৭ বঙ্গাব্দ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	গুলে বকাওলী	নওয়াজীস খাঁ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পূর্ব পাকিস্তান- ঢাকা	১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	আগম ও জ্ঞান-সাগর	আলি রাজা	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পূর্ব পাকিস্তান-ঢাকা	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	সেকান্দারনামা	কবি আলাওল	ঐ	১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পশ্চিম পাকিস্তানের আমলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার ব্যক্তিগত প্রেস প্রকাশ করে

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ ঢাকার ব্যক্তিগত প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য	বড়ু চণ্ডীদাস	বাংলাবাজার, ঢাকা	১৩৭৪ বাং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
২	মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান	ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর	স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা	১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৩	কালকেতু উপাখ্যান	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা	১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৪	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য	বড়ু চণ্ডীদাস	বাংলাবাজার, ঢাকা	১৩৭১ সাল বাং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ
৫	সতীময়না-লোরচন্দ্রাণী	কবি দৌলৎ কাজী	নওরোজ কিতববিতান বাংলাবাজার, ঢাকা	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

Translated method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ : পাকিস্তানের শাসনামলে পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	আবিয়াত	কবি সুলতান বাহু	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৭ বঙ্গাব্দ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

Divinatio method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	নসিহতনামা	কবি আফজাল আলি	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	তালিমনামা	শেখ চান্দ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	যোগ-কলন্দর	অজ্ঞাত কবি	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৪	জ্ঞান-চৌতিশা	মীর সৈয়দ সুলতান	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৫	সির্নামা	কাজী শেখ মুনসুর	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৬	নুরনামা	মীর মুহম্মদ সাদী	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

Individual method-এ সম্পাদিত গ্রন্থ ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা	ফকীর গরীবুল্লাহ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৪০৬ বঙ্গাব্দ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত

পূর্ব পাকিস্তানের (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

২	যোগ-কলন্দর	অজ্ঞাত কবি	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	নূর জামাল ও চার মোকামের কথা	হাজী মুহম্মদ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৪	মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ	বিভিন্ন কবি	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৫	হরগৌরী সম্বাদ	শেখ চান্দ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা	১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা

Divinatio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ বা. উ. বো. পত্রিকা প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত	কবি মুহম্মদ ফসীহ্	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পত্রিকা, ঢাকা	১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
২	আওরা-দে বারোজ প্রশস্তি	এতিম কাসেম	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পত্রিকা, ঢাকা	১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৩	যয়নবের চৌত্রিশা	শেখ ফয়জুল্লাহ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পত্রিকা, ঢাকা	১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৪	মনু চেহের মা'সুমা পরী উপাখ্যান	কবি বাকের আলী চৌধুরী	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা-পঞ্চম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা	১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি
৫	সত্যপীরের মাহাত্ম্যকথা	কবি তাহির মাহমুদ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পত্রিকা, ঢাকা	১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭০ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা

Recensio method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ বা. উ. বো. পত্রিকা প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	রাগ-তাল-নামা ও পদাবলী	কবি আলাওল	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা	১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ	বৃত্তি

ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

Transmitted method-এ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলাগ্রন্থ ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশ করে।

ক্রম	সম্পাদিত গ্রন্থ	কবির নাম	প্রকাশস্থান	প্রকাশকাল	বৃত্তি/ব্যক্তিগত উদ্যোগ
১	শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী	রঘুনাথ ভট্টাচার্য	ময়মনসিংহ	১৩৫৩ বঙ্গাব্দ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ	ব্যক্তিগত উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

অসম্পাদিত প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা ও বিবরণ

যে যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন লেখাকে ছাপানো হয়–ঐ যন্ত্রের নাম মুদ্রণযন্ত্র। এই মুদ্রণযন্ত্র থেকে ছাপানো গ্রন্থকেই প্রকাশিত গ্রন্থ বলে। এই প্রকাশনা ও প্রকাশনা যন্ত্রের এক মনোজ্ঞ ইতিহাস আছে।

প্রকাশনা বলতেই বুঝি ধাতুর তৈরী হরফ, ব্লক ইত্যাদি দিয়ে ছাপানো লেখা। প্রকাশনার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধিশালী।

মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্বের মানবসভ্যতা এক গভীর অনুশীলন জগতের জন্ম দেয়। এর জন্ম একদিনে হয়নি। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দী পর শতাব্দীব্যাপী সাধনাই এই শিল্পের উন্নতি ও বিকাশ হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে চীন দেশ মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করে। চীনের পর কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমা পেরিয়ে জার্মানীর গুটেনবার্গ আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে হয়-এই যন্ত্রের অভিনব আবিষ্কার।

পৃথিবীতে কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক চীনারা। তারা কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করে বিশ্বের মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারকে বিস্তারে সহায়তা করে। সেকালের চীনের তুর্কিস্তানে 'তুয়াং হূয়াং' নামে একটি শহর ছিল। এই শহরের উপকণ্ঠে 'হাজারবুদ্ধের গুহা' নামে একটি গুহা ছিল। পাহাড় কেটে গুহাগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। মূলত এই গুহায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করত এবং তাদের 'বিধি- বিধান' যা লেখা হত, তা এখানেই সংরক্ষিত থাকত। এই গুহায় সংরক্ষিত ছিল বর্তমান বিশ্বের প্রথম এবং প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। গুহাগুলো বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র তীর্থ হিসাবে বিবেচিত ছিল । এখানে অনেকগুলো গুহা আছে। তন্মধ্যে দুটি গুহায় পাওয়া গেছে বুদ্ধদেবের বিশাল প্রতিকৃতি। ১৯০০খ্রিস্টাব্দে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চাঁদা তুলে গুহাগুলো সংস্কার করানোর সময় নয় বর্গফুট আয়তনের একটি কক্ষ আবিস্কৃত হয়। উক্ত গুহাগুলো থেকে প্রায় পনের হাজার (১৫০০০) পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়। পাণ্ডুলিপিগুলো পঞ্চম থেকে দশম শতকের মধ্যে সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

ডঃ অরেন স্টেইন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট সংবাদ পেয়ে তিন হাজার রোল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং তা লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। এই তিন হাজার রোল পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি মুদ্রিত বই পান। মুদ্রিত গ্রন্থটির নাম *হীরক সূত্র*। হীরক সূত্রে লেখা আছে ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ এবং মুদ্রাকারের নাম ওয়াং চীহ এই বইটি পৃথিবীর আদি মুদ্রিত বই।

ডঃ অরেন স্টেইন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের আদি মুদ্রিত বইটি আবিষ্কার করেন। বইটির শেষে লেখা আছে– 'অরেন তুং এর নববর্ষের চতুর্থ চন্দ্রের ১৫ (পনের) তারিখ (১১ই মে, ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ওয়াং চিহ কর্তৃক তার পিতামাতার পক্ষ হতে প্রস্তুত'।

ছয়টি কাঠের ব্লকের সাহায্যে *হীরক সূত্র* মুদ্রিত হয়েছিল অর্থাৎ কাঠ খোদাই করে লিপি লেখা হয়েছিল। লেখাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের উপদেশাবলী সংগ্রহ করা। *হীরক সূত্র* ষোল ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছিল এক ফুট। বর্তমানে গ্রন্থটি বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। চীনারাই প্রথম পৃথিবীতে কাগজ, মুদ্রণযন্ত্র, কম্পাস ও বারুদ আবিষ্কার করে।

চীনাদের আবিষ্কারগুলো ইউরোপে নতুন সংস্করণ হয়ে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। আধুনিক ইউরোপের নবজাগরণের (রেনেসার) প্রধান চারটি আবিষ্কার চীনাদের। চীনাদের প্রকাশনার যে চল ছিল– তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় আরবী ও চীনাদের প্রাপ্ত তথ্যপঞ্জিতে। শিক্ষাদীক্ষায় চীনাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। আখেরী নবী হযরত মুহম্মদের (সঃ) একটি কথাই এর প্রমাণ করে চীনাদের উন্নতির কথা– 'তোমাদের শিক্ষার জন্য যদিও সুদূর চীন দেশে যেতে হয়; তবুও যেতে কুণ্ঠিত হবে না'।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আরবীয়দের সাথে চীনাদের বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। আরবীয় মুসলমানরা বাংলাদেশের উপকূল হয়ে চীনে বাণিজ্য তরী নিয়ে যেত। চীন থেকে নানা পণ্যসামগ্রী এবং বাংলাদেশ থেকে নারিকেল, রেশমীবস্ত্র, মসলিন বস্ত্র, স্থানীয় তাঁতের কাপড়সহ বিভিন্ন সামগ্রী কিনে নিয়ে যেত। এভাবে ব্যবসায়িক সূত্র ধরে আরবীয়রা মুদ্রণ-শিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

হালাকু খাঁ বাগদাদ অধিকার করে রাজধানী স্থাপন করে তাবরিজে। ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাবরিজ শহর থেকে প্রথম চীনা ও আরবীয় অক্ষরে মুদ্রিত কাগজের নোটের প্রচলন করা হয়। হালাকু খাঁর পূর্বে কুবলাই খাঁ চীনে কাগজের মুদ্রার নোট চালু করেন। বিশ্বে প্রথম কুবলাই খাঁ কাগজের নোট চালু করেন। কুবলাই খাঁর প্রধানমন্ত্রী রশিদ উদ্দীন মঙ্গোলদের ইতিহাস রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ও কাঠের ব্লক দিয়ে মুদ্রিত হয়। প্রধানমন্ত্রী রশিদ উদ্দিনের লেখা থেকে প্রমাণিত হয় যে মুসলমানরা চীনাদের মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখত এবং এর ব্যবহার জানত। এ ছাড়াও মিশরের আল-ফাইউম এলাকায় খননকালে কয়েক লক্ষ টুকরা প্যাপীরাস পার্চমেন্ট কাগজ আবিস্কৃত হয়েছে। এগুলো *অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরী*তে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে রয়েছে নানা বর্ণের কাগজ, চীনা ও আরবী ভাষায় লেখা মুদ্রিত পৃষ্ঠা। এগুলো মুদ্রিত হয়েছিল ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং এর অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত এবং কুরান শরীফের আয়াত সম্বলিত[১]। আরবীয় মুসলমানরা চীনের মুদ্রণ সম্পর্কে ধারণা রাখতেন। শুধু তাদের নিজেদেরও মুদ্রণ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। যা চীনাদের নিকট থেকে আহরিত। এটি চীনা ও আরবীয় সাংস্কৃতির মিশ্রণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে।

চীনা সংস্কৃতি ও আরবীয় সংস্কৃতি এক নবযুগের সঞ্চার করে দীপালি উৎসবের আয়োজনের পালা সমাপ্ত করে। মুসলমানদের এই দীপালি উৎসবে দল-মত নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারত। তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ও জাতিগত প্রথার বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না। তাঁরা ছিলেন মুক্ত ও প্রশস্ত মনের অধিকারী। এক্ষেত্রে চীনাদের ও আরবীয় মুসলমানদের পারস্পারিক লেনদেন ছিল খুব গভীর ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

চীন থেকেই মুদ্রণ শিল্প বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চীনাদের কাঠ খোদাই করা প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাপানীরা জাপানী ভাষায় প্রথম মুদ্রিত করেন- *ধরণী সূত্র* নামে একটি জাপানী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি পৃথিবীর মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ। চৈনিক *হীরক সূত্র* ও জাপানী *ধরণী সূত্র* এর মধ্যে ব্যবধান ২০০ বছরের। চীনের পি. সেঙ ১০৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাটি দিয়ে আলাদা ছাঁচের হরফ তৈরী করেন। কিন্তু এই আলাদা আলাদা হরফ সাজিয়ে ছাপানো ছিল খুবই কষ্টকর। চীনারা কখনো থেমে থাকেনি। তাঁরা চেষ্টার পর চেষ্টা করে ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রোঞ্জের তৈরী 'মুভেবল টাইপ' আবিষ্কার করেন।

চীনা প্রযুক্তি জাপান হয়ে কোরিয়ায় যায়। ১৩৯২ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ানরা কাঠের বদলে ধাতু দিয়ে অক্ষর তৈরী করে ছাপানোর চেষ্টা করে। ১৫ শতকে কোরিয়ান মুদ্রাকরেরা পুরো পাতা ছবি ধাতুর উপর খোদাই করে ছাপানোর ব্যবস্থা করে। এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ এই প্রযুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তারা হাতের লেখা পাণ্ডুলিপির মাধ্যমেই সাহিত্যের গণ-চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছে। গণ-চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনেই পেশাগত 'লিপিকর শ্রেণী'র সৃষ্টি হয়েছে।

মহেঞ্জোদারোর সীলের ব্যবহারের পূর্বে মানুষ কাপড়ে ছাপ দিয়ে ব্যবহার করত। কলের তৈরী কাগজ বের হওয়ার পূর্বে এশিয়ায় কুটির শিল্পের মাধ্যমে কাগজ তৈরী করত। এ কাগজ হরিতালী, পুরু কাগজ, চোষ কাগজ, হাতি বা হরিতালি কাগজ নামে সমধিক পরিচিত ছিল। বরিশাল এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে আজও 'কাগজি পাড়া' সেই স্মৃতি বহন করে।

---

১ ক. ফজলে রাব্বি, ছাপাখানার ইতিকথা, বাংলা একাডেমী- ঢাকা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১-৩।
খ. চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত-'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশ-কলকাতা-১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পৃ . ১০ ।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়ায় বর্তমানে কয়েকটি পরিবার সেই অনুক্রম ধারায় গাছের পাতা, খড় মুদ্রণ ও বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ ও লতা, কচুরীপানা ইত্যাদি দিয়ে হাতের কাগজ তৈরী করে আসছে। এই অঞ্চল 'কাগজী পাড়া' নামে খ্যাত। তখনকার সময় মানুষ হাতে কাগজ তৈরী করে প্রয়োজনের ন্যূনতম অংশের চাহিদা মেটাতে পারত না। বিকল্প হিসাবে তখন ও কাগজ তৈরীর পূর্ববর্তী যুগ থেকেই মানুষ হাড় , গাছের বাকল, তালপাতা, চামড়া, ভোজপাতা, বাঁশের কঞ্চি, পাতলা তক্তা, খাগের পাটি, কলা পাতা, কাপড় ইত্যাদি উপযোগী বস্তুর উপর লিখে সাহিত্যের গণ-চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছে।

প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যেও সাহিত্যের পিপাসা ছিল। সেই পিপাসা ও তার ধারাবাহিকতা বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে স্থায়ী করার চেষ্টা করেছে। পৃথিবী একই অনুক্রমে বাঁধা থাকেনি। দিনের পর দিন, যুগের পরে যুগ, শতকের পর শতকে তার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। মানুষ প্রথমে চিত্রের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। পরে পাথরে খোদাই করে লিখেছে, তামার পাতে লিখেছে। তামারপাত সহজলভ্য না হওয়ায় মানুষ বিকল্প হিসাবে গাছের পাতা, তক্তা, গাছের বাকল, তালপাতা, কলাগাছের পাতা ও তৈরী করা কাগজে লেখার চেষ্টা করেছে।

ভারতবর্ষে সবচেয়ে পুরানো কাগজের লেখা পাওয়া যায় ১৪২৭ খ্রিস্টাব্দের *জৈন পুথি* প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার করলে হয়তো বা কাগজে লেখার চেয়ে আরো পূর্ববর্তী লোকসাহিত্যই ছিল সাহিত্যের গণ-চাহিদা মেটানোর এক বিশেষ উপায়। শ্রুতি-স্মৃতিতে ধারণ করে মানুষ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে 'আসর' জমিয়ে সাহিত্যের চর্চা করত। এদের মধ্য থেকে 'গায়েন শ্রেণী'র উদ্ভব হয়। লোকসাহিত্য থেকে সৃষ্টি হয়– বয়াতি, কবিয়াল, পেশাধারী বয়াতি, শায়ের ও কথক শ্রেণীর। এই বিশেষ শ্রেণী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ফিরে মানুষকে সাহিত্যকথা শুনাত ও সাহিত্যের চাহিদা মেটানোর প্রয়াস পেত। মুসলিম আমলের খলিফারা রাজকোষ থেকে বেতন ভাতা নিতেন না বা যা গ্রহণ করতেন, তা দিয়ে সংসার নির্বাহ করা সম্ভব হত না। তখন তাঁরা কাপড়ে বা হাতের তৈরী কাগজে, পশুর চামড়ায় কুরান শরীফ লিখে গ্রন্থাকারে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসার চালাতেন। কুরান শরীফের লিপিকর হিসাবে সুলতান নাসিরুদ্দিনের নাম সকলেই জানেন। শুধু পুণ্যের জন্যই তাঁরা ধর্মগ্রন্থ নকল করেননি। অর্থপ্রাপ্তিই ছিল মূল লক্ষ্য। কারণ এটি ছিল একটি সম্মানজনক পদ্ধতি। চীনাদের থেকে কাগজ পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরীর প্রযুক্তি রপ্ত করে। সবচেয়ে প্রাপ্ত পুরানো কাগজ আরবী কাগজ তা প্রায় এগার শত বছর পূর্বের। কাগজ আরব দেশ থেকে গ্রীসে এবং তৎপরে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে[২]। চীনাদের পরে আরবীয়রা ও তৎপরে ফ্রান্স কাগজ তৈরী করে। ইউরোপের অনেক পরে ইংল্যান্ড কাগজ তৈরী করে। কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে ইউরোপে কাঠ খোদাই তাস ১৫শ শতাব্দীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ধাতুর তৈরী 'মুভেবল' মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রণ-পদ্ধতি তৈরীর গৌরব জার্মানীর গুটেনবার্গের। তিনি ইংরেজী ২৬টি ধাতুর অক্ষর দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর বাহাদুর সেজেছেন। জোহান গুটেনবার্গ ১৩৯৭ খ্রিস্টব্দে জার্মানীর মেনজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ছিলেন তিনি স্বর্ণকার। স্বর্ণসূত্রের পথ ধরেই তিনি ধাতু দিয়ে অক্ষর তৈরী করেন। ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের মেনজ শহরে তিনি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকে ১৪৫৪–১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে গুটেনবার্গ প্রথম বাইবেল ছাপান। এই বাইবেলকে ছাপা শিল্পের বা মুদ্রণ-শিল্পের সূচনা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৪৫৪–১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় বছর 'আধুনিক ছাপাখানার সূচক হিসাবে'। সভ্যতার অগ্রগতিতে এক যুগান্তকারী ঘটনা যুক্ত হয়েছে। ইউরোপে রেঁনেসাসের ফলে মানুষের মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগ্রত হয়। সেই স্পৃহা অভাবনীয়রূপে রূপদান করে মুদ্রণযন্ত্র। ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে মেনজ শহরের ফুস্ট ও শ্যফার দু'জন মুদ্রাকর 'সেল্টার' ধর্মগ্রন্থ ছাপান। এই গ্রন্থে কালো রঙের লেখা ছাড়াও আরো দু'প্রকারের রঙিন লেখা ছাপানো হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *সেল্টার ধর্মগ্রন্থে* সর্বপ্রথম 'পুষ্পিকা'র ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে 'পুষ্পিকা'র ব্যবহারে সেল্টার এক

---

২ প্রাগুক্ত–পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই 'পুষ্পিকা'কে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'কলোফোন'[৩]। গুটেনবার্গ সর্বপ্রথম তার ছাপানো বাইবেলে 'ড্রপ-লেটার', 'ক্যালিগ্রাফি ও নকশা' ব্যবহার করেছেন।

জার্মানীর বাইরে প্রথম ছাপাখানা বসানো হয় ইটালীর সুবিয়াকো শহরের বেনেডিকটিন সম্প্রদায়ের একটি মঠে ১৪৬৫ খিস্টাব্দে। এই ছাপাখানা সোয়োইন হাইম ও প্রকারটজ নামে দু'জন জার্মান মুদ্রাকর স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের বাসল শহরে ছাপাখানা বসানো হয়। ১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডে দ্বিতীয় ছাপাখানা স্থাপিত হয়।

ইউরোপের নিকোলাস জেনসন ও আলডুস মানুটিউস নামে দুজন মুদ্রাকর ছাপাখানা, কলম আর বুরুশে আলাদা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে যন্ত্রেরও একটা ধর্ম আছে। ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দের পর ছাপাখানার ইতিহাসে হরফের বিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কয়েক শতাব্দী ধরেই ইউরোপসহ অন্যান্য দেশে টাইপোগ্রাফ, ডিসপ্লে, ইটালিক হরফের উদ্ভাবন হয়। 'ইটালিক টাইপ' নির্মাণে আলাডাস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইটালিক টাইপ নির্মাণ মুদ্রণ জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আলডাস তার জীবনে ২৫০০ খণ্ডে একশত মূল্যবান গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। তিনি ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

লুবেক থেকে জোহানস্নেল নামে এক মুদ্রাকর প্রথমে ডেনমার্ক এবং পরে সুইডেনে মুদ্রণশিল্প নিয়ে যান। তিনি ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্টকহল্ম থেকে একটি *নীতিকথা* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটির নাম ছিল– *Diologus Creatorum Moraliyatus*. এই বইটি সুইডেনের প্রথম প্রকাশিত বই। ১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডে, বেলজিয়ামের হাঙ্গেরীতে ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালে ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে, বুলগেরিয়ায় ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে, স্কটল্যান্ডের রুমানিয়ায় ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে, আয়ারল্যান্ডে ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে, রাশিয়ায় ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে ছাপাখানা বা মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়[৪]।

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর আমেরিকায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। রেভারেন্ড গ্লেভার একটি ছাপাখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ম্যাসাচুয়েটসের কেমব্রিজে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই কলেজের জন্যই ছাপাখানা ক্রয় করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বোস্টনে পৌঁছার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানার মুদ্রাকর ছিলেন মি. ডে ও তার দুই ছেলে। মি.রেভারেন্ড গ্লোভার আয়োজিত ছাপাখানা থেকে প্রথম মুদ্রিত হত পরীক্ষামূলকভাবে *Freeman's oath* নামে এক পৃষ্ঠার কপি। তারপর মুদ্রিত হয় *The Whole Booke of Psulmes, faithly translated into english metere* নামে একটি গ্রন্থ ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। এই বই আমেরিকার প্রথম মুদ্রিত বই।

মানুটিউস প্রথম *পকেট বুকের* প্রচলন করেন। তিনি কমা (,) সেমিকোলন (;) এর ব্যবহার করেন। এ ছাড়া তিনি পৃথিবীর দ্বিতীয় সম্পাদকের পদ অধিকার করেন। মানুটিউস দুস্প্রাপ্য গ্রীক ও রোমান ক্লাসিক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করার কাজ আরম্ভ করেন। পূর্ববর্তীদের বিজয়গাথা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপের প্রথম ব্যক্তি-যিনি গ্রীক ও রোমান ক্লাসিক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন। তাঁর এই সম্পাদনা বৈজ্ঞানিক রীতি-সিদ্ধ পদ্ধতির ছিল না।

১৪৭০–১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছাপাখানার স্থাপনা– স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড, অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পরে। ইংল্যান্ডে ক্যাকস্টন ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ছাপাখানা বসান। ক্যাকস্টন ভাল মুদ্রাকর ছিলেন না। কিন্তু একজন ভাল সম্পাদক ও অনুবাদক ছিলেন। তিনি গুটেনবার্গের হরফ কেটে ছেটে 'রোমান হরফ' তৈরী করেন। ইংল্যান্ডের পরে কোলোন, এসট্রাসবুর্গ ও লুবেগে মুদ্রণশিল্প বিস্তার করে। পরবর্তী কালে নুরেনবার্গ, অজুগবুর্গ, ব্যাসেলে প্রসারিত হয়। ক্যাকস্টন *Recuyell* গ্রন্থের ইংরেজীতে আক্ষরিক অনুবাদ করেন। তাঁর এই অনুদিত গ্রন্থখানি লেডি মার্গারেট অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। তাঁর আরো একটি অনুদিত গ্রন্থ *The Game and play of chess*. প্রকাশকের

---

৩ প্রাগুক্ত–পৃ. ১৬।

৪ ফজলে রাব্বি–ছাপাখানার ইতিকথা–বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা থেকে প্রায় ১০০টির মত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইংল্যান্ডের প্রথম মুদ্রিত বই *Dictes and saying of the philosophers* গ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন অলিভার। তাঁর দ্বিতীয় মুদ্রিত বই চসারের *Canterbury and saying of the philosophers*. ১৪৭০-১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছাপাখানা পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গুটেনবার্গ হরফ কেটে ছেঁটে 'রোমান হরফ' তৈরী করেন। ইংল্যান্ডের পরে কোলন, এসট্রাসবুর্গ ও লুবেগে মুদ্রণশিল্প বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী কালে নুরেনবার্গ, অজুনবুর্গ, ব্যাসেলে প্রসারিত হয় এবং রুমানিয়ায় ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে, আয়ারল্যান্ডে ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে এবং রাশিয়ায় ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সে সময়ের মুদ্রাকরেরা সহকর্মীদের নিয়ে হরফের পাঞ্চকাটা হরফ, ঢালাই, ছাপা, বাঁধাই, সব নিজেরা করতেন। একালের মত সেকালে বইছাপা বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ, বই বিক্রয় বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, বাঁধাই বিভাগ, কভার পলিমার বিভাগ, কম্পোজ বিভাগ ইত্যাদি বিভাগের কোন বিভাজন ছিল না। শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মুদ্রণশিল্পের বিভাজনকে তরান্বিত করেছে। যদিও এই বিভাজন বা আলাদা বিভাগগুলোর জন্য দক্ষ জনশক্তির সৃষ্টি হতে থাকে। দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে অনুষদের বা বিভাগের। এই অনুবাদ বা বিভাগগুলো থেকেই দক্ষ জনশক্তি বের হয়ে শ্রমবিভাগগুলোর যশ ও খ্যাতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

যন্ত্রযুগের আবিষ্কারের ফলে ছাপা বহুমুখী হয়ে পড়ে। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছাপার যন্ত্র ইউরোপ থেকে আমেরিকায় যায়। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে গুটেনবার্গের বাইবেল ছাপানোর ঠিক একশত বছর পরে আনুমানিক ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে গোয়ায় ছাপাখানা বসানো হয়। ইউরোপীয়দের গোয়ায় ছাপাখানা বসানোর একটা উদ্দেশ্য ছিল- দেশীয় ভাষায় খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারে সহায়তা করা এবং প্রচার বৃদ্ধি করা। আবিসিনিয়ায় খ্রিস্টান এক ধর্মযাজক ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে ছাপাখানা নিয়ে গোয়ায় অবস্থান করেন এবং তিনি ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোয়া থেকে ৩৪ টি বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথমদিকের পাঁচটি বইয়ের বিলুপ্তি ঘটেছে। গোয়ায় ছাপাখানার প্রথম মুদ্রিত বইটির নাম *কনক্লুসোয়েস এ উতরাস কয়সাস*। এটি একটি পর্তুগীজদের ধর্মগ্রন্থ। ১৫৬১ খিস্টাব্দে এই ছাপাখানায় মুদ্রিত যে বইটি পাওয়া যায় তার নাম *কম্পোন্ডিও স্পিরিচুয়াল ডা ভিডা খ্রিস্টা*। বইটির লেখকের নাম গ্যাসপার ডি লিয়াও। ভারতীয় তামিল ভাষায় সর্বপ্রথম ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে *দ্যুতরিনা খ্রিস্টা* নামে একটি বই মুদ্রিত হয়। গনসালভস নামে এক স্প্যানিশ মুদ্রাকর তামিল ভাষায় হরফ তৈরী করেছিলেন।

১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে ভীমাজি প্যারেখ এক গুজরাটি বিদেশ থেকে একটি মুদ্রণযন্ত্র আনয়ন করেন। এ জন্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভীমাজি প্যারেখের নিকট থেকে বাৎসরিক ৫০ পাউন্ড কর গ্রহণ করত। ভীমাজির উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষায় বই প্রকাশ করা। ১৬৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে বই ছাপা হয় কিন্তু তার কোন প্রমাণ অবশিষ্ট নেই। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইর ছাপাখানায় বুস্তম কারসেটজি নামে এক পারসী ভদ্রলোক *ক্যালেন্ডার ফর দি ইয়ার অফ আওয়ার লর্ড* বইটি ছাপান। এটি বোম্বাই ছাপাখানার প্রথম মুদ্রিত প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই ছাপাখানা থেকে 'বোম্বে গেজেট' এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে *ক্যারিয়ার* নামে দুটি পত্রিকা ছাপানো হয়। বোম্বাইর ছাপাখানায় প্রাপ্ত হেনরি বীচার লিখিত টিপু সুলতানের রাজ্যে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা কাহিনী।

ফারদুনজি মারজাবান ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় গুজরাটি ভাষার ছাপাখানা খোলেন। এই ছাপাখানা থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটি পাঁজি বের করেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তামিল ভাষার প্রচলিত ছাপাখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টান ও স্থানীয় জনগণের দ্বন্দ্বের কারণে ছাপাখানা বন্ধ হয়ে যায়। বারথোলেমিউ জিয়েগেনবালগ নামে এক তরুণ পাদ্রি ১৭ শতকের গোড়ার দিকে মাদ্রাজের এ্যাংকুএবার শহরে ছাপাখানা স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ডেনমার্ক থেকে জিয়েগেনবালগ আর গ্রুনভলাবের চিঠি মোতাবেক সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রিস্টীয়ান নলেজ ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে পর্তুগীজ বাইবেলসহ একটি ছাপাখানা ও একজন মুদ্রাকরকে এ্যাংকুএবারে পাঠানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ মুদ্রাকর পথিমধ্যে মারা যান জিয়েগেনবালগ একজন জার্মান মুদ্রাকরের মাধ্যমে চালু করেন। ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি কাগজের কল বসানো হয়।

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে স্যার আয়ার কুট ফরাসীদের কাছ থেকে পণ্ডীচেরী দখল করে নেয় এবং তারা সাথে সাথে ছাপাখানাটিও দখল করে মাদ্রাজে নিয়ে যায়। কিন্তু মুদ্রাকর না থাকায় চালাতে না পেরে তামিল পণ্ডিত ফাবরিসিউস এই ছাপাখানা থেকে একটা প্রার্থনা সঙ্গীত ও বিখ্যাত তামিল-ইংরেজী অভিধান মুদ্রিত করেন। ১৯ শতকের গোড়ায় মাদ্রাজ থেকে তেলেগু ও কানাড়ী ভাষায় বই মুদ্রিত হয়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গনে বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। সেই সময় ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে থাকে। এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাকে শাসন করার জন্য বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং একই সাথে একটা তাবেদার শ্রেণী তৈরীর গুরুত্ব অনুধাবন করে। এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস ও উলিয়াম জোনসের অনুপ্রেরণায় ইংরেজরা বাংলা, সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব চর্চায় ঝুঁকে পড়ে। উইলিয়াম জোনসের শিষ্য ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসী হ্যালহেড-হেস্টিংস এর নির্দেশক্রমে প্রাচ্য পণ্ডিতদের দ্বারা মনুসংহিতা, হিন্দু আইন ও দণ্ডবিধি সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে অনূদিত– *এ কোড অফ জেন্টু লজ* নামে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ইংরেজদের জন্য হ্যালহেড বাংলা ব্যাকরণ লেখেন *এ গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যাংগুয়েজ*। গ্রন্থটি ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রাকর ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ চার্লস উইলকিনস। চার্লস উইলকিনস বাংলা অক্ষরগুলি হাতে লিখে পাঞ্চ কেটে আলাদাভাবে ঢালাই করেন। বাংলা হরফ কেটে দেন পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাই মনোহর কর্মকার। মিশনারী পাদ্রীগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তায় কলকাতার শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। জন কেরী এই প্রেসে বাইবেল মুদ্রণের জন্য বাংলা অক্ষর নির্মাণ করান।

চার্লর্স উইলকিন্স বাংলা মুদ্রণশিল্পের জন্মদাতা ছিলেন। তাই তাকে বাংলার 'ক্যাক্সটন' বলা হয়। তিনি কেবল বাংলা মুদ্রাক্ষর নির্মাণকারীই নন; একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। মুদ্রাক্ষর নির্মাণের কৌশল বাঙালীকে শিখিয়ে দিয়েছেন। পঞ্চানন কর্মকার উইলকিন্সের ছাপাখানায় চাকুরী করতেন। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। ফলে জামাই মনোহরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে গ্রন্থ মুদ্রণ হতে শুরু করে। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রেস থেকে উনিশটি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই উনিশটি গ্রন্থের মধ্যে চারটি (৪) সম্পাদিত গ্রন্থ এবং ১৫টি মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রকাশিত গ্রন্থগুলো– *গীতগোবিন্দ, চৈতন্য-চরিতামৃত, নরোত্তমবিলাস, নারদসংবাদ, পদাঙ্কদূত, বিল্বমঙ্গল, রসপদাবলী, করুণানিধান বিলাস, আদিরস, রসমঞ্জরী, রতিবিলাস, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, চণ্ডী, মহিম্নস্তব, রামায়ণ, রামায়ণ (আদি কাণ্ড), রামায়ণ (অযোধ্যা কাণ্ড), মহাভারত*[৫]।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আলাদাভাবে পুস্তক ব্যবসায়ের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* [৬] কাব্য প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বাঙালী কর্তৃক প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। গঙ্গাকিশোরের ব্যবসায়িক সফলতা দেখে আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রথিতযশা ব্যক্তি প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রকাশনায় এগিয়ে আসেন।

কবি মালে মোহাম্মদ বিরচিত *ছেরাতুল-মুমেনিন* [৭] কলকাতা থেকে মহাম্মদ আপ্তাবদ্দিন ও এমাম বক্স, আমির হোসেন ১২৯৪ সালে (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশ করেন।

প্রকাশকত্রয় গ্রন্থটির পাঠ কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রহণ করেছেন কিনা তা পরিষ্কার করে বলেননি। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেয়েছেন? সে সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করেন নি। যদি

---

৫ ড. সুকুমার সেন–বটতলার বেসাতি–বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ–আশ্বিন–কলকাতা ১৩৫৫ সাল পৃ. ১৯।

৬ ক. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা–চট্টগ্রাম–১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।
খ. ভারতচন্দ্র বিরচিত-অন্নদামঙ্গল-শ্রীরামপুর মিশন–১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ।

৭ কবি মালে মোহাম্মদ বিরচিত–ছেরাতুল মুমেনিন-কলকাতা ১২৯৪ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি সম্পাদিত হত, তবে আমরা অনেক তথ্য পেতাম। মুসলিম রচিত সাহিত্যের পরিচয় ও ইতিহাস সম্পর্কে জানা যেত।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী সংগৃহীত আবদুল শুকুর বিরচিত *গোপীচন্দ্রের গান* [৮] ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী দিনাজপুরের বালুরঘাট থেকে একখানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে লৌকিক-পদ্ধতি (Vulgate method)-এ পাঠোদ্ধার করেন। তিনি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার করে আলোচনায় ব্যাপৃত হন। তাঁর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। তবে গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বানানে কিছু কিছু পরিবর্তন করে আধুনিক করেছেন। ফলে আজ তিনি ঐতিহাসিকবৃন্দের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব হারিয়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

নাগর আলি ও কবি মকছেদ আলি বিরচিত-*সাধন-মাহাত্ম্য* [৯] কলকাতা থেকে ১৩২৫ সালে (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গীয়-মুসলিম-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা প্রকাশ করে।

নাগর আলী ও কবি মকছেদ আলী গুপীচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে *সাধন-মাহাত্ম্য* রচনা করেন। প্রকাশদ্বয় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেলেন? সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য প্রদান করেন নি এবং কোন্ পদ্ধতিতে নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেছেন তা বলেননি। অনুমান করা যায় : প্রকাশকদ্বয় স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method)-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

সুকবি নারায়ণদেব ও পণ্ডিত জানকী নাথ বিরচিত *পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল* [১০] গ্রন্থটি নিউ এজ পাবলিকেশন ঢাকা থেকে দিলীপ রায় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশ করে।

প্রকাশক পদ্মাপুরাণের পাণ্ডুলিপি কোথায় কি অবস্থায় পেয়েছেন এবং কিভাবে তিনি গ্রন্থটির পাঠ কোন পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন – সে সম্পর্কে কোন ধারণা প্রদান করেননি? প্রকাশক কবিদ্বয়ের কোন পরিচয় দেননি। গ্রন্থটি সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল। প্রকাশক গ্রন্থের বহুল বিক্রয়ের জন্য তিন রঙের ছবি ব্যবহার করেছেন।

পূর্ণানন্দেনজী প্রণীত *পূর্ণজ্যোতি* [১১] রাধানাথ বোস লেন কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয় এবং মতিলাল সেন চকবাজার বরিশাল থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

পরম পরমেশ্বরকেই শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে প্রতিপন্ন করার মানসে মতিলাল সেন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তিনি কোথা থেকে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন-সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় প্রকাশক স্থানান্তর-পদ্ধতি (Transmitted Method)-তে এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

নিরঞ্জন মিশ্র কাব্যমীমাংসাতীর্থ প্রকাশ করেন *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা* [১২]। গ্রন্থটি ৩৮, বিধান সরণী কলকাতা থেকে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে (১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

গীতা পাঠ করার নিয়মাবলী মানুষকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রকাশক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। প্রকাশক কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন নি। তিনি কোন প্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে পাঠ গ্রহণ করে প্রকাশ করেন।

কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত *অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, সত্যপীরের কথা, চণ্ডীনাটক, নাগাষ্টক* [১৩] কাব্যগুলো ৩৮/২ ভবানী চরণ ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে নটবর চক্রবর্তী বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেশিন প্রেস ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করে।

---

৮ আবদুল শুকুর বিরচিত-গোপীচন্দ্রের গান-ঢাকা সাহিত্য পরিষদ- ১৩৩২ সাল।

৯ নাগর আলী ও কবি মকছেদ আলী বিরচিত-সাধন মাহাত্ম্য-বঙ্গীয়-মুসলিম-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা-১৩২৫ সাল।

১০ নারায়ণ দেব ও জানকী নাথ রায় বিরচিত-পদ্মাপুরাণ-ঢাকা ১৩৬৭ সাল।

১১ পূর্ণানন্দজী প্রণীত-পূর্ণজ্যোতি = চকবাজার-বরিশাল।

১২ নিরঞ্জন মিশ্র প্রকাশিত-শ্রীমদ্ভগবাদগীতা-কলকাতা ১৩৯৫ সাল।

১৩ কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত-অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, সত্যপীরের কথা, রসমঞ্জরী, চণ্ডীনাটক, নাগাষ্টক কলকাতা-১৩১২ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক নটবর চক্রবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি কোথায়, কি অবস্থায় পেলেন-সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় কবি ঈশ্বরগুপ্তের সংগ্রহ তিনি কাজে লাগিয়েছেন অথবা কোন প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে আলোচনা করেছেন। পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন-সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা প্রদান করেন নি। পাঠ গ্রহণের সময় কি কি ভুল-ত্রুটি ছিল তার বিস্তারিত আলোচনার সন্নিবেশন ছিল জরুরী? প্রকাশক স্থানান্তর-পদ্ধতি (Transmitted Method) এ গৃহীত পাঠ গ্রহণ করেছেন।

মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্ন প্রণীত *শ্রীধর্ম্মমঙ্গল* [১৪] চতুর্বিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ (তৃতীয় সংস্করণ) ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন প্রেসে মুদ্রিতাকারে নুটবর চক্রবর্তী ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

প্রকাশক নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থের ছয়টি নানাজাতীয় পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর যেটির পাঠ ভাল লেগেছে, তা তিনি গ্রহণ করেছেন। কোন প্রকার ভুল ও ত্রুটিকে শুদ্ধ করেন নি এবং প্রাপ্ত পাঠের অসঙ্গতিকে বর্জন করেন নি। তবে অনুমান করা যায় প্রকাশক লৌকিক- পদ্ধতি (Vulgate Method)-তে গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ গ্রহণ করেছেন।

কবি মোহাম্মদ দানেশ বিরচিত *চাহার দরবেশ* [১৫] ১১নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রিট কলকাতা থেকে মৌলবী মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন হাবিবী প্রেস হতে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

কোন প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে এর গৃহীত পাঠ নির্ণীত হয়েছে। কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। এটি একটি দোভাষী জাতীয় গ্রন্থ। এটি সম্পাদিত হলে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন মাযহাব ও সূফীবাদ সম্পর্কে বেশ তথ্য জানা যেত। কবির সময়কাল, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যেত। ইসলাম সর্ম্পকিত তথ্য সূত্রের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রকাশক স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি মোহাম্মাদ রজা বিরচিত *তমিমগোলাল চতুর্ন-ছিল্লান* [১৬] ৫৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মোহাম্মদ সোলেমান, আবতাফ উদ্দিন আহম্মদ ও কমরুদ্দীন আহম্মদ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে (১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

গ্রন্থটি দোভাষী জাতীয়। প্রকাশক কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন নি। প্রকাশক লৌকিক-পদ্ধতি (Transmitted Method)-তে গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থটির বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ও বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। প্রকাশিত গ্রন্থটি সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি।

কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রণীত *দাকায়েকুল হাকায়েক ও রুহনামা মউতনামা* [১৭] ৬৪/৩ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হাবিবী প্রেস কলকাতা থেকে মুন্সী আবদুল ফাতাহ সিদ্দিকী কর্তৃক ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক কোথায় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন এবং তিনি কিভাবে পাঠ গ্রহণ করেছেন-সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় প্রকাশক কোন প্রকাশিত সংস্করণকে অনুসরণ করে গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ লৌকিক–পদ্ধতি (Vulgate Mothed)-তে গ্রহণ করেছেন। দাকায়েকুল হাকায়েকের বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে এবং বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থটি সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি। গ্রন্থটি সম্পাদিত হলে নানা তথ্যের ও উপাত্তের সাথে কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে পরিচিত হওয়া যেত ।

---

১৪ ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত- শ্রীধর্ম্মমঙ্গল-কলকাতা ১৩১৮ সাল।

১৫ কবি দানেশ বিরচিত-চাহার দরবেশ-কলকাতা ১৩৩৬ সাল।

১৬ কবি মোহাম্মদ রজা বিরচিত-তমিমগোলাল চতুর্ন ছিল্লান-কলকাতা ১৩৫৫ সাল।

১৭ কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রণীত-দাকায়েকুল হাকায়েক ও রুহনামা- মউতনামা-কলকাতা ১৩৩৯ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

কবি গরীবুল্লাহ বিরচিত *দেলারাম*[১৮] কলকাতা থেকে ৫৩ নং লোয়ার সারকুলার রোডস্থ পুস্তকালয় হতে মোহাম্মদ সোলেমান, আবতাবুদ্দীন আহম্মদ ও কমরুদ্দীন আহম্মদ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশকত্রয়ের প্রকাশিত গ্রন্থেও পাণ্ডুলিপি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং কিভাবে পাঠ উদ্ধার করেছেন-তার কোন বিবরণ প্রদান করেন নি। এমন কি গ্রন্থটির ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি। গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ লৌকিক-পদ্ধতি (Vulgate Method)-তে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটি সম্পাদিত হলে আমরা অনেক অজানা তথ্য পেতাম। বাংলা সাহিত্যে কয়জন গরীবুল্লাহ আছে-সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেত। কবি গরীবুল্লাহর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত।

কবি মালে মহাম্মদ বিরচিত *ছেরাতল মুম্লেমিন*[১৯] কলকাতা থেকে মহাম্মদ আপ্তাবদ্দিন, এমামবক্স ও মুন্সি আমির হোসেন ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

কবি মালে মহাম্মদ বিরচিত ছেরাতল মুমেনিন গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির কোন সংগ্রাহক ও সংরক্ষিত কোন স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়নি। কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সম্যক ধারাবাহিক পরিচয় ও তাঁর সমগ্র রচনাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় নি। যদি গ্রন্থটি সম্পাদিত হত, তবে অনেক তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যেত। প্রকাশক স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transimitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি আলাওল বিরচিত *ছেকান্দার নামা*[২০] গ্রন্থটি ৬৪/৩ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট কলকাতা থেকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশক কোথায় পেলেন এবং কিভাবে পাঠ নির্ণয় করেছেন-সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে অনুমান করা যায় : প্রকাশক লৌকিক-পদ্ধতি (Vulgate Method)-তে গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*[২১] গ্রন্থটি রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের তত্ত্বাবধানে মৃণালকান্তি ঘোষ কলকাতা থেকে ৪৪০ গৌরাব্দে প্রকাশ করেন। তিনি স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method)-গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

প্রকাশক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায়, কি অবস্থায় পেলেন-সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি? প্রকাশিত গ্রন্থটির পাঠ কিভাবে গ্রহণ করেছেন তার কোন তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

কবি বৃন্দাবন ঠাকুর প্রণীত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*[২২] গ্রন্থটি কলকাতার ৭০ নং কলুটোলা স্ট্রীট থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

প্রকাশক তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। ভূমিকা,পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির তথ্য সূত্র প্রদান করেন নি। প্রকাশক কোন্ পদ্ধতিতে গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন তার কোন আলোচনা করেননি। প্রকাশক স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) এর গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি বৃন্দাবন ঠাকুর প্রণীত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত* কলকাতা থেকে রামদেব মিশ্র ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেছেন। কবির কাব্যের প্রাপ্তি ও পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন নি। প্রকাশক লৌকিক-পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছে।

কবি রামলোচন দাস বিরচিত *শ্রীকল্কি-পুরাণ*[২৩] গ্রন্থটি ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড কলকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় রামকমল সিংহ ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩ খিস্টাব্দ) মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থানুকুল্যে প্রকাশ করেন।

---

১৮ কবি গরীবুল্লাহ বিরচিত-দেলারাম-কলকাতা ১৩৫৪ সাল।

১৯ কবি মালে মহাম্মদ বিরচিত-ছেরাতল মুস্লেমিন-কলকাতা ১২৯৪ সাল।

২০ কবি আলাওল বিরচিত-ছেকান্দার নামা-কলকাতা ১৩৩৪ সাল।

২১ কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত-শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-কলকাতা ৪৪০ গৌরাব্দ।

২২ কবি বৃন্দাবন ঠাকুর প্রণীত-শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-কলকাতা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

২৩ কবি রামলোচন দাস বিরচিত-শ্রীকল্কিপুরাণ-কলকাতা ১৩২০ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংরক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটির পাঠ লৌকিক-পদ্ধতি (Vulgate Method)-তে গ্রহণ করেন। কবি রামলোচন দাস স্ব-রচিত গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন–

বিশ্বতে ব্যাপক পরগণে কাগমারি।
তেরখি নামেতে গ্রাম অধীন তাহারি।।
নদী তীরে এ নগরে বসতি প্রচুর।
মিশ্রিত ইহাতে গ্রাম সহদেবপুর।।
ব্রহ্মাণ্ডের ব্রাহ্মণ সকল এই স্থানে।
বিদ্যা ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে সর্ব্বত্র বাখানে।।
নানা জাতি বাস করে এইতো নগরে।
স্ব-স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম সকল আচরে।।
অম্বষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ আখ্যাত।
এ গ্রামে নিবাস নয়দাস সুবিখ্যাত।।
কবি কণ্ঠ হার করি কৃপা সু প্রকাশ।
কুলে কৈলা মর্য্যাদক এই নয়দাস।।
সেই বংশে শিব অংশে আবির্ভাব হন।
যশো সরোবরে ফুল্ল কমল যেমন।।
গুণেতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিকাশ।
পুণ্য কীর্ত্তিমন্ত শান্ত কৃষ্ণদান্ত দাস।।
তাঁহার তনয় অতি ঘোর মূর্খজন।
সর্ব্ব সাধারণে বলে শ্রীরামলোচন।। (পৃ. ৯০)

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত *অন্নদা-মঙ্গল* [২৪] কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ২য় সংখ্যায় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯২ বঙ্গাব্দের একখানা পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে গৃহীত পাঠ লৌকিক-পদ্ধতি (Vulgate Method)-তে নির্ণয় করেন।

প্রকাশক প্রচলিত মুদ্রিত সংস্করণের ভিত্তিতে গ্রন্থের পাঠান্তর নির্ণয় করেছেন।

কবি কৃত্তিবাস বিরচিত *রামায়ণ* [২৫] শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কলকাতা থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

রামায়ণ গ্রন্থটি প্রকাশকালে বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেন। মিশনারী পাদ্রিরা পাঠ সংশোধনে কোনরূপ যত্নবান ছিলেন না। যে অবস্থায় যে পাঠ পেয়েছেন তখন তা গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থেও পাদটীকায় টীকা, শব্দার্থ, ভুল ভ্রান্তির কোন সংশোধন পদ্ধতির প্রয়োগ দেখান নি। এমনকি ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি। তাঁরা লৌকিক-পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি বাল্মীকি বিরচিত *রামায়ণ* [২৬] গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের সাবেক অধ্যাপক অমরেশ্বর ঠাকুরেণ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

প্রকাশক গ্রন্থের পাদটীকায় টীকা শব্দার্থ ও পারিভাষিক শব্দ দিতে পারতেন। সে রূপের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। কোন্ রীতিতে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন-সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে তিনি স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

---

২৪ কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত-অন্নদামঙ্গল-কলকাতা ১৩৪৮ সাল।
২৫ কবি কৃত্তিবাস বিরচিত–রামায়ণ-শ্রীরামপুর মিশন কলকাতা ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ।
২৬ কবি বাল্মীকি বিরচিত-রামায়ণ-কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী তাজদ্দিন মহাম্মদ ও মুন্সী খাতের মহাম্মদ প্রণীত *ছহি কাছাছুল আম্বিয়া*[২৭] কলকাতা ৩৩৭/২ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরী ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থটি প্রকাশে কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি। পূর্ব মুদ্রিত সংস্করণকে অবলম্বন করেই প্রকাশ করেন। কবিদ্বয় *বাহারুল ওলুম* গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে কবিতাকারে প্রকাশ করেছিলেন। সেই প্রকাশিত সংস্করণই ছিল একমাত্র অবলম্বন। গ্রন্থটিতে কোন আলোচনা দেওয়া হয়নি। কবিদের সময়কাল ও কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। গ্রন্থটিতে অনেক ধর্মীয় মছলা-মাছায়েল স্থান পেয়েছে এবং একই সাথে বিভিন্ন সময় বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশকদ্বয় স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছে।

কবি বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত *জগন্নাথমঙ্গল* কলকাতা ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেশিন যন্ত্রে মুদ্রিত এবং নুটবর চক্রবর্তী ১৩১৩ বঙ্গাব্দ (১৯০৬ খ্রি:) প্রকাশ করে।[২৮]

প্রকাশক নটবর চক্রবর্তী গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি কবির বংশাবলীর পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং তাঁর শৈব ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের পাদটীকায় শব্দার্থ টীকা প্রদান করেন নি। প্রকাশক স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি দ্বিজ বংশীদাস বিরচিত *শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালী*[২৯] কলকাতা থেকে অক্ষয় লাইব্রেরী ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে (১৯৮২ খ্রি:) প্রকাশ করে।

অনাথবন্ধু কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ কবি দ্বিজ বংশীদাসের *বিষহরির পাঁচালী* সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা নেই। প্রকাশক স্থানান্তর পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

অজ্ঞাত কবির বিরচিত *বাঘাসুর বধ*[৩০] কলকাতা থেকে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নন্দেশ্বর চক্রবর্তী প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেলেন প্রকাশক সে সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করেন নি। এমন কি গ্রন্থে কোন ভূমিকা সংযোজন করেন নি। গ্রন্থটির কবি কে, কোথায় নিবাস ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যগুলো অজানা রয়ে গেল? প্রকাশক স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

মণীন্দ্রমোহন বসু *সহজিয়া সাহিত্য*[৩১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। তিনি স্থানান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি গোবিন্দ মিশ্র বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণ গীতা*[৩২] আসাম থেকে আসাম এজেঞ্চি কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী নন্দেশ্বর চক্রবর্তী প্রকাশ করে। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

প্রকাশক গ্রন্থ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। এমন কি ভূমিকাও লেখেন নি? তাই বিস্তারিত কিছু জানা গেল না। তিনি স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি মাধবাচার্য্য বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল*[৩৩] কলকাতা ৩৮/২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বঙ্গবাসী স্টীম মেশিন প্রেসে মুদ্রিত ও নুটবিহারী রায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পাণ্ডুলিপি কোথায় পেয়েছেন, কোন্ প্রক্রিয়ায় পাঠ গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। এমন কি ভূমিকা পর্যন্ত লেখেন নি। প্রকাশক স্থানান্তর পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

---

২৭ মুন্সি তাজদ্দিন মহাম্মদ ও মুন্সি খাতের মহাম্মদ প্রণীত- ছহি কাছাছুল আম্বিয়া-কলকাতা ১৩৩৩ সাল।

২৮ কবি বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত 'জগন্নাথমঙ্গল' কলকাতা-১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

২৯ কবি দ্বিজ বংশীদাস বিরচিত 'বিষহরির পাঁচালী' কলকাতা ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ (১৯৮২ খ্রি:)।

৩০ অজ্ঞাত কবির 'বাঘাসুর বধ', কলিকাতা।

৩১ অজ্ঞাত কবির 'সহজিয়া সাহিত্য' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।

৩২ কবি গোবিন্দ মিশ্র বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ গীতা' আসাম।

৩৩ কবি মাধবাচার্য্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কলকাতা, ১৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত *মনসামঙ্গল* কলকাতা ৩৮/২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বঙ্গবাসী ইলেকট্রা মেশিন প্রেসে মুদ্রিত ও নুটবিহারী রায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশক নুটবিহারী চক্রবর্তী মানভূম জেলার অন্তর্গত লাবড়া পাবড়া গ্রাম হতে *মনসামঙ্গলের* একখানি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিখানা অবলম্বন করে স্থানান্তর পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত *শিবায়ন* [৩৪] গ্রন্থটি ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেশিন প্রেস থেকে নুটবিহারী রায় ১৩১০ সালে (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

প্রকাশক তার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত পাঠ লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) নির্ণয় করেন। প্রকাশক তখনকার পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে গ্রন্থটি বর্ণাশুদ্ধি করিয়ে নেন।

কবি রামপ্রসাদ সেন বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* [৩৫] গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক কবি ঈশ্বরগুপ্তের সংগ্রহ নিয়েই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের গৃহীত পাঠ লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) নির্ণয় করেন। তবে ভূমিকায় প্রকাশক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনাংশ মূল্যবান।

কবি শঙ্কর দে বিরচিত *রামমালিকা* [৩৬] পশ্চিমবঙ্গের ধ্বলস্য যোবহাট থেকে বেরাকান্ত ডেকা অধিকারী ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেয়েছেন এবং কিভাবে গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন; সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এ গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণ করে প্রকাশ করেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত *গ্রন্থাবলী* [৩৭] কলকাতা থেকে বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির হতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন।

প্রকাশক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি। বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির হতে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশ সাল দেওয়া হত না। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন স্থান থেকে রামপ্রসাদ সেনের গীতগুলো সংগ্রহ করেন এবং লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) অভিপ্রেত পাঠ উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থে কোন পাদটীকা ব্যবহার করেন নি।

কবি রামপ্রসাদ সেন কবি দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রামদুলাল নন্দী, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত *সাধক উচ্ছ্বাস* [৩৮] কলকাতা থেকে বসুমতি সাহিত্য মন্দির প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি। বসুমতি-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে কোন প্রকাশ সাল ব্যবহৃত হত না। গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি কোথায় পেয়েছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। গ্রন্থের গৃহীত পাঠ লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গ্রহণ করেছেন।

কবি রসরাজ স্বামী তারকচন্দ্র সরকার প্রণীত *শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন* [৩৯] ফরিদপুর ওরাকান্দির ঠাকুর প্রেস থেকে ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক কোথায় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন– সে সম্পর্কে কোন ধারণা প্রদান করেন নি। এমন কি গ্রন্থের ভূমিকা লেখা থেকে বিরত থেকেছেন? প্রকাশক গ্রন্থের পাঠ লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) নির্ণয় করেছেন।

---

৩৪ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত–শিবায়ন কলকাতা ১৩১০ সাল পৃ. বিজ্ঞাপন-'মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষেরা মুদ্রিত করিবার জন্য যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, তদগত বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন জন্য সেই সকল পুস্তক তাঁহারা পণ্ডিতদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ গ্রন্থকারের লিখনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আত্মবুদ্ধি ও আত্মরুচি অনুসারে পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।'

৩৫ কবি রাম প্রসাদ সেন বিরচিত-বিদ্যাসুন্দর-কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ ।

৩৬ কবি শঙ্কর দে বিরচিত-রামমালিকা-কলকাতা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ।

৩৭ কবি রঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত-গ্রন্থাবলী-বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

৩৮ কবি রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রামদুলাল নন্দী, কমলকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত–সাধক উচ্ছ্বাস–বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

৩৯ কবি রসরাজ স্বামী তারকচন্দ্র সরকার প্রণীত–শ্রীশ্রী মহাসংকীর্তন–ফরিদপুর ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ।

Dhaka University Institutional Repository

কবি জ্ঞানদাস প্রণীত *পদাবলী* [৪০] বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা থেকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কোথায় বা কোন অঞ্চলে পেয়েছেন এবং কিভাবে গৃহীত নির্ণয় করেছেন; সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি? তবে অনুমান করা যায় প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এ পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি জ্ঞানদাস প্রণীত *বৈষ্ণবমহাজন পদাবলী* (তৃতীয় খণ্ড)[৪১] কলকাতা থেকে বসুমতি-সাহিত্য-মন্দিরের পক্ষে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।

অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ–পরিবর্জিত, পরিমার্জিত ও সংশোধিত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কবিকঙ্কণ চণ্ডী*[৪২] কলকাতা থেকে পূর্ণচন্দ্রশীল প্রকাশ করেন।

প্রকাশক গ্রন্থের বিস্তারিত কোন বিবরণ প্রদান করেননি।তবে অনুমান প্রকাশক কোন মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বন করে নির্ণীত পাঠ গ্রহণ করেন। গ্রন্থটিতে কোন ইনার পেইজ না থাকায় প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কবিকঙ্কণ চণ্ডী* [৪৩] কলকাতা–১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি ষ্ট্রীট থেকে বসুমতি প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থের বিস্তারিত কোন বিবরণ প্রদান করেন নি।ইনার পেইজ না থাকায় গ্রন্থের প্রকাশ সাল পাওয়া গেল না। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্ন বিরচিত *শ্রীধর্ম্ম–মঙ্গল* [৪৪] কলকাতার ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট থেকে নুটবিহারী ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক প্রাপ্ত ছয়খানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। প্রকাশক পাদটীকায় টীকা ও শব্দার্থ দিয়েছেন। তার ভূমিকার আলোচনাংশ মূল্যবান।

কবি গোবিন্দ দাস বিরচিত *পদাবলী* (চতুর্থ খণ্ড) [৪৫] বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা থেকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করে।

প্রকাশক ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে গোবিন্দ দাসের পদাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। প্রকাশক কোন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেননি। গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশ করে। বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশ সাল দেওয়া হত না। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

বসুরায় কালী হরদাস বিদ্যাবিনোদ বিরচিত *রত্নাকর* [৪৬] ইন্দ্রকুমার চৌধুরী ও মহেন্দ্র কুমার মজুমদার কলকাতা থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে। প্রকাশকদ্বয় বিভিন্ন প্রকাশিত সংস্করণ থেকে পদগুলো সংগ্রহ করে লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) পাঠ গ্রহণ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

কবি কাজী হায়াত মোহম্মদ প্রণীত *সর্বভেদের পুথি* [৪৭] মুন্সি কলিমুদ্দিন সরকার কলকাতা থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থের মূল উৎস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। কবি সম্পর্কেও নীরব থেকেছেন। গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করলে কবি হায়াত মাহাম্মদ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হত। দুই কবি

---

৪০ কবি জ্ঞানদাস প্রণীত–পদাবলী–বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

৪১ কবি জ্ঞানদাস প্রণীত–বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (তৃতীয় খণ্ড)–বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

৪২ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত–কবিকঙ্কণ চণ্ডী–কলকাতা।

৪৩ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত–কবিকঙ্কণ চণ্ডী–কলকাতা।

৪৪ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত–শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল–১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

৪৫ কবি গোবিন্দ দাস বিরচিত–পদাবলী চতুর্থ খণ্ড–বসুমতি সাহিত্য মন্দির–কলকাতা।

৪৬ বসুরায় কালী হরদাস বিরচিত–রত্নাকর–কলকাতা ১৩৪২ সাল।

৪৭ কবি কাজী হায়াত মোহম্মদ প্রণীত–সর্ব্বভেদের পুথি–কলকাতা ১৩২০ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা পাঠক সমাজ গ্রহণ করতে সক্ষম হত। প্রকাশক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কোথায় এবং কার কাছে পেয়েছেন সে সম্পর্কে কোন কিছুই লেখেননি। তিনি লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি মনোহর দাস বিরচিত *বৈদগ্ধ-বিলাস* [৪৮] ভারতের বৃন্দাবন থেকে দেবকীনন্দন ৪২২ চৈতান্যব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। হিন্দু ধর্ম জাগরণের জন্য প্রকাশক গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। গ্রন্থটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিশেষ স্থান পেয়েছে। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি আবদুল মালিক বিরচিত *প্রেমের দেওয়ানা* [৪৯] শ্রীহট্টের লামিয়া প্রেস থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করা হয়।

কবি সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর রচিত পদগুলো আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ছিল। তবে তীব্র বিরহের ভাবই প্রধান। দুঃখ নিবেদন ও বিলাপ তাঁর কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

আমায় আশা দিয়ে আইনে কুঞ্জে কেন সে চইলে গেল।
ও আমার কি দোষ দেখিয়া শ্যাম পায়েতে দলিল।।
সকাল থেকে বসে এবে সাঁঝ হইয়ে আসে –
চারিদিকে হইল ঘোর অন্ধকার চোখে কিছু না ভাসে –
তবে তবু না আইল শ্যাম আর ফিরে দেখা না দিলে –
এই দুঃখ মোর বলব কারে ভাসি আঁধার জলে।
আগে জদি জানতাম রে বন্ধু তোর পরান এত পাষাণ
প্রেম কইরিয়ে দিবে ফাঁকি ওরে নিদয় পাষাণ
ওরে প্রেম পিঞ্জিরে পুইরে দুহাত
বাঁধিয়ে রাখতাম তোর গলে
আমার কিসে বা কি হইল হায়রে
মোর এই ছিল কপালে।

কবি সৈয়দ আবদুল বারী বিরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলো *আবেগ* [৫০] নামক গ্রন্থে ১ম ও ২য় খণ্ডে যথাক্রমে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে এবং ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক গ্রন্থের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেননি। তবে অনুমান করা যায় প্রকাশক কোন এক উৎস থেকে লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি আসরাফ আলী বিরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলো *সমছুল ইসলাম আসিকে বারাম* [৫১] গ্রন্থটি সিলেট থেকে ইসলামিয়া প্রেস ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য পাওয়া গেল না। Vulgate Method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি উসমান বিরচিত *হকিকতে মারিফাত* [৫২] গ্রন্থটি ১৩৪২ বঙ্গাব্দে সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটির প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া গেল না। গ্রন্থটি দেহতত্ত্ব বিষয়ক। জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক হিসাবে কবি রাধা ও কৃষ্ণের নামোল্লেখ করেছেন। সূফীবাদ গ্রন্থে মুখ্য স্থান লাভ করেছে। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

---

৪৮ কবি মনোহর দাস বিরচিত–বৈদগ্ধ বিলাস–বৃন্দাবন ৪৪২ চৈতান্যব্দ ।

৪৯ কবি আবদুল মালিক বিরচিত–প্রেমের দেওয়ানা–শ্রীহট্ট ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

৫০ কবি সৈয়দ আবদুল বারী বিরচিত–আবেগ ১ম ও ২য় খণ্ড–সিলেট ১৩৩৯ ও ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

৫১ কবি আসরাফ আলী বিরচিত–সমছুল ইসলাম আসিকে বারাম–সিলেট ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৫২ কবি উসমান বিরচিত–হকিকতে মারিফত–সিলেট ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্যোত্তর বিভিন্ন কবির রচিত *চারটি সহজিয়াপুথি*[৫৩] ৬, রমানাথ স্ট্রীট-কলকাতার ভারতী বুক স্টল থেকে বারাণসীর কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পরিতোষ দাস ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সহজিয়া, বাউল-আউল, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নিকট থেকে বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপিগুলো সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত ও অনুলিখিত। প্রকাশক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (ক) আগমসার (খ) আনন্দভৈরব (গ) অমৃত রত্নাবলী (ঘ) অমৃতরসাবলী।

সহজিয়াদের সাধনা ছিল গুহ্যসাধন পন্থা। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এক অদ্বয়-পরতত্ত্বের তিনটি রূপ বা দিক নির্দেশ করেছেন। তিনটি রূপ পরস্পর অন্বিত। পুরুষোত্তমের এই তিনটি রূপ হল যথাক্রমে- নিখিল, ভুবন, মনবিমোহনকারী। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের সাধনাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন- (ক) প্রবর্ত (খ) সাধক (গ) সিদ্ধি। প্রবর্ত হল সহজ সাধনার প্রারাম্ভিক দশা। সাধক মধ্যদশা এবং সিদ্ধি চরমাবস্থা। সাধনার এই তিনটি স্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে সহজিয়া ধর্মে যোগীর তিনটি ধারায় স্নাত হবার বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত তিনটি ধারা হল যথাক্রমে- (ক) কারুণ্যামৃত (খ) তারুণ্যামৃত (গ) লাবণ্যামৃত। প্রকাশক লৌকিক-পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

আগমসার গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত *আগমগ্রন্থ* নামে একটি পাণ্ডুলিপি, নং ১১৪৪। পাণ্ডুলিপির কবির নাম যুগোল দাস। পাণ্ডুলিপিটির রচনাকাল ১০৭৫ বঙ্গাব্দ (১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ)।

আনন্দভৈরবের পাণ্ডুলিপিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটির ক্রমিক নং ৩৯২৬। পাণ্ডুলিপিটির রচনাকাল ১২৩৯ বঙ্গাব্দ। কবির নাম প্রেমদাস।

অমৃতরত্নাবলীর পাণ্ডুলিপিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপি নং ৫৯৫, গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। খণ্ডিত বিধায় রচনাকাল দেওয়া গেল না।

অমৃতরসাবলীর পাণ্ডুলিপিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। পুথি নং ৫৭৭, কবির নাম মুকুন্দদেব গোস্বামী।

প্রকাশক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে আগমসার ও আনন্দভৈরবের পাঠ লৌকিক পাঠ (Vulgate Method) গ্রহণ করেন। পরবর্তী অমৃতরত্নাবলী ও অমৃতরসাবলীর পাঠ ঐ একই নিয়মে গ্রহণ করেন। প্রকাশকের আলোচনাংশ মূল্যবান।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনুদিত *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ*[৫৪] ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন কলকাতা থেকে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এ্যান্ড সন্স ১লা আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন।

কবি নজরুল ইসলাম যুদ্ধে গিয়ে কবি হাফিজের রচনার সাথে পরিচিত হন একজন পাঞ্জাবী মৌলভীর মাধ্যমে। তাঁর কাছে কাজী নজরুল ইসলাম ফার্সী ভাষা রপ্ত করেন এবং 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' অনুবাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কবি হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ যেদিন শেষ হয়, সেদিনই তাঁর প্রিয় সন্তান বুলবুলের মৃত্যু হয়। তাই কবি শিরাজের বুলবুল কবি হাফিজের কথাতেই তাকে স্মরণ করেছেন কবি নজরুল ইসলাম-

'সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানায় না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিলরে বিধি
হায় কবরের শিয়রে তার'। (পৃ. ১)

---

৫৩ বিভিন্ন কবির রচিত-চারটি সহজিয়া পুথি-কলকাতা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

৫৪ কবি নজরুল ইসলাম অনুদিত-রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ - করকাতা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্থানান্তারিত পদ্ধতিতে (Translatted Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তিনি ফার্সী ভাষার ঝোঁক-প্রবণতা ঠিক রেখে অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ অংশ প্রশংসার দাবীদার–

"তোমার ছবির ধ্যানে প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে পথ,
পা চলেনা সে পথ ছাড়া।
হায় দুনিয়ার সবার চোখে,
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে।
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
শান্ত হল নয়ন-তারা।" (পৃ. ১)

কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত মুসলিম মনীষী বিজ্ঞানী, জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ ও বিশ্বনন্দিত কবি ওমর খৈয়াম বিরচিত *রোবাইয়াত*[৫৫] দেজ পাবলিশিং কলকাতা থেকে সুধাংশু শেখর দে আশ্বিন ১৩৯০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

অনুবাদক কান্তিচন্দ্র ঘোষ ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে আক্ষরিক অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রমথনাথ চৌধুরী। প্রমথনাথ চৌধুরী ভূমিকায় কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদের জোরালো প্রশংসা করেছেন– "অপরপক্ষে আমাদের দেশের রাজকবি ভর্তৃহরির মত–জেরুজিলমের রাজকবিরও মুখে Vanity of vanities all is vanity এ কাব্যের অর্থ জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইহুদী কবি দু'জনেই এই বিশ্বের অন্তরে এমন একটি সার সত্য, এমন একটি নিত্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন; যেখানে মানুষের মন দাঁড়াবার স্থান পায়, এবং যার সাক্ষাৎকার লাভ করলে মানুষ চির শান্তি–চির আনন্দ লাভ করে" (পৃ. ভূমিকা–২)। প্রমথনাথ চৌধুরী বিশ্বনন্দিত কবি ভর্তৃহরি ও জেরুজিলমের কবির স্থানে তুলনা করে কবি ওমর খৈয়ামকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন। কবি ওমর খৈয়ামের দর্শন হচ্ছে–

'এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর,
ভোগ সায়রে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশার ভোর।'

বলা বাহুল্য ওমরের মুখে একথা হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের–বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী। এ জীবনের যখন কোন অর্থ নেই,তখন যা ইন্দ্রিয়গোচর আর যা অনিত্য তাকেই বুকে টেনে নিয়ে আসা যাক–তাকেই উপভোগ করা যাক। কবি ওমরের পূর্বের অনেকে মানুষকে এই উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথার সঙ্গে ওমরের কথার অনেকটা প্রভেদ আছে (পৃ. ভূমিকা–৩)।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভাষায়– 'তোমার তর্জ্জমা পড়ে আমার একটা কথা বিশেষ করে মনে উঠেছে। সে হচ্ছে এই যে বাংলা কাব্যে ভাষার শক্তি এখন এত বেড়ে উঠেছে যে,অন্য ভাষার কাব্যের এই রসলীলা যে তুমি বাংলা ছন্দে এমন সহজে বহমান করতে পেরেছ–এতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।' সওগাত পত্রিকার সম্পাদক তরিকুল আলম কান্তিচন্দ্র ঘোষের রোবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কান্তিচন্দ্র ঘোষ মূল ফার্সী ভাষার ছন্দ মাধুর্য রক্ষা করতে পারেননি। তিনি ছন্দের মিল দেখিয়েছেন– ক ক, রূপে।

প্রয়াত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম*[৫৬] গ্রন্থটি পূর্বাচল কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ বসু ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ফার্সী সংস্করণকে অবলম্বন করে অনুবাদ করেন। কাজী নজরুল ইসলাম প্রাথমিক জীবন থেকেই আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষা রপ্ত করেছিলেন। ফার্সী ভাষার রূপ, রস, ছন্দ,

---

৫৫ সুধাংশু শেখর দে প্রকাশিত- রোবাইয়াত-ই ওমর খৈয়াম-কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

৫৬ রবীন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত-লুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম–করকাতা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্কার ও ভাব-ঐশ্বর্যকে রপ্ত করতে পেরেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি পারস্য কালচারের ঐশ্বর্যের অনুকরণে বাংলা ভাষায় গজল, গান, কাসীদা হামদ-নাত ইত্যাদি রচনা করে গণমানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এর পিছনে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের তৎকালীন মুসলমানদের রাজ্য শাসনের ইতিবৃত্ত ও দরবারকেন্দ্রিক আরবী-ফারসীর ব্যাপক চর্চা।

কবি মাধবাচার্য্য বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল* [৫৭] কলকাতার ৩৮/২নং ভবানীপুর দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেশিন প্রেস হতে মুদ্রিত হয়ে নুটবিহারী রায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক প্রকাশিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেননি। নুটবিহারী রায় গ্রন্থটির কোন ভূমিকা বা নিবেদন লেখেন নি। তিনি লৌকিক-পদ্ধতিতে (Vulgate Method)-গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত *শিবায়ন* [৫৮] কলকাতার ৩৮/২নং ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেশিন প্রেস হতে নুটবিহারী রায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোন ধারণা এবং গৃহীত পাঠ নির্ণয় পদ্ধতির কোন তথ্য প্রদান করেন নি। প্রকাশক শ্রীরামপুর মিশনারী পাদ্রিদের অনুকরণে গ্রন্থটির বর্ণাশুদ্ধি করিয়েছেন। তবে অনুমান করা যায় প্রকাশক স্থানান্তারিত-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি রামপ্রসাদ সেন বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* [৫৯] দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগৃহীত বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানির পাঠ স্থানান্তারিত-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গ্রহণ করে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তবে প্রকাশক গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন।

কবি বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত *জগন্নাথমঙ্গল* [৬০] কলকাতার ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট–বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন–যন্ত্রে নুটবর চক্রবর্তী ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

প্রকাশক নটবর চক্রবর্তী গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় এবং কোন অবস্থায় পেলেন– সে সম্পর্কে কোন ধারণা প্রদান করেন নি। গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রকাশক কবির বংশাবলীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বৈষ্ণব ভক্তির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রকাশক স্থানান্তারিত-পদ্ধতিতে (Transmintted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভ*াগবত [৬১] কলকাতার ৭০ নং কলুটোলা স্ট্রীট থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় ও কোন্ অবস্থায় পেলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। সে ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় প্রকাশক কোন মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে স্থানান্তারিত পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

কবি বৃন্দাবন ঠাকুর প্রণীত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত* [৬২] কলকাতার ৭৫নং কলুটোলা স্ট্রীট থেকে হিতবাদী স্টীম মেশিন যন্ত্রে মনোরঞ্জন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। প্রকাশক কোন প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে স্থানান্তারিত-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি শঙ্করদে বিরচিত *রাম মালিকা* [৬৩] পশ্চিম বঙ্গের ধ্বলস্য যোবহাট থেকে শ্রী বেরকান্তডেকা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

---

[৫৭] কবি মাধবাচার্য্য বিরচিত - শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল–কলকাতা ১৩১০ বঙ্গাব্দ।
[৫৮] কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত–শিবায়ণ–১৩১০ বঙ্গাব্দ।
[৫৯] কবি রাম প্রসাদ সেন বিরচিত–বিদ্যাসুন্দর–কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।
[৬০] কবি বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত–জগন্নাথমঙ্গল–কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।
[৬১] কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত–শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত–১৩৩২ বঙ্গাব্দ।
[৬২] কবি বৃন্দাবন ঠাকুর বিরচিত–শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত–কলকাতা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।
[৬৩] কবি শঙ্কর দে বিরচিত–রাম মালিকা–পশ্চিমবঙ্গ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক কোন প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে স্থানান্তারিত পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শরীয়ত পুরের দরবার শরীফে সংরক্ষিত *নুরেহক্ক গঞ্জেশ্বর* পাণ্ডুলিপিটি সাইয়েদ নুরে ইকবাল শাহ শরীফি আল সুরেশ্বরী-১৪০৯ বঙ্গাব্দ প্রকাশ করে। প্রকাশক স্থানান্তারিত পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। গ্রন্থটি সূফীবাদ বিষয়ক।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত* [৬৪] আদি-পর্ব বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা ৯ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) হরিদাস শর্ম্মা প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা থেকে Translated Method-এ গৃহীত গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদবাস প্রণীত *মহাভারত* [৬৫] প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড (আদি পর্ব) বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) হরিদাস শর্মা প্রকাশ করে।

প্রকাশক সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে গৃহীত পাঠ ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত* [৬৬] সভাপর্ব-৫ম খণ্ড, বিশ্ববাণী প্রকাশনী-কলকাতা-৯ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করে দ্বিতীয় সংস্করণ ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত* [৬৭] বন পর্ব-৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্ববাণী প্রকাশনী-কলকাতা থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। প্রকাশক ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রন্থের গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তবে প্রকাশক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদবাস প্রণীত *মহাভারত* [৬৮] বন পর্ব-৭ম খণ্ড, ৮ম খণ্ড, ৯ম খণ্ড, ১০ম খণ্ড, ১১তম খণ্ড ও ১২তম খণ্ড বিশ্ববাণী কলকাতা-৯ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ মাঘ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত করে।

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। প্রকাশক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত* [৬৯] উদ্‌যোগ পর্ব-১৩তম খণ্ড, ১৪তম, ১৫তম, ১৬তম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা থেকে ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। প্রকাশক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত* [৭০] ভীষ্ম পর্ব-১৭তম খণ্ড, ১৮তম খণ্ড, ১৯তম খণ্ড, ২০তম খণ্ড-বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

---

[৬৪] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত (আদি পর্ব)-কলকাতা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।
[৬৫] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড- কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৬৬] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত ৫ম খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৬৭] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত ৬ষ্ঠ খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৬৮] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত- মহাভারত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৬৯] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত- মহাভারত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৭০] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত ভীষ্ম পর্ব ১৭, ১৮, ১৯, ২০তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। প্রকাশক গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকাশক গ্রন্থটির কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৭১] ২১তম খণ্ড দ্রোণ পর্ব বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশিত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশক ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) অবলম্বন করেন। প্রকাশক গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৭২] দ্রোণ পর্ব ২২ খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রন্থটির গৃহীত নির্ণয় করেন। তবে প্রকাশক গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৭৩] দ্রোণ পর্ব ২৩তম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রহণ করেন। প্রকাশক গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'মহাভারত'[৭৪] (দ্রোণ পর্ব) ২৪তম খণ্ড ও ২৫তম খণ্ড বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে চৈত্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রন্থটির গৃহীত নির্ণয় করেন। প্রকাশক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত *মহাভারত*[৭৫] (দ্রোণ পর্ব) ২৫তম ও ২৬তম খণ্ড বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে শ্রীহরিদাস দেব শর্ম্মা চৈত্র-১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক ২৪ ও ২৫তম খণ্ডের গৃহীত পাঠ এবং কোন মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Transmitted Method) নির্ণয় করেন। তবে প্রকাশক গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত *মহাভারত*[৭৬] (কর্ণ পর্ব) ২৬তম খণ্ড বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে হরিদাস শর্ম্মা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন। প্রকাশক 'মহাভারত'(কর্ণ পর্ব) ২৩ ও ২৭তম খণ্ড এবং কোন সংস্কৃত ভাষার মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে Translated Method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। প্রকাশক গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের কৃতয়া ভারত ভাবদ্বীপ সমাধ্যায় টীকায়া মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায় টীকায় তৎকৃত বঙ্গানুবাদসহ *মহাভারত*[৭৭] শল্য পর্ব ২৮ ও ২৯তম খণ্ড বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯ থেকে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক কোন সংস্কৃত মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তিনি গ্রন্থটিতে কোন ভূমিকা লেখেন নি।

---

৭১ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত দ্রোণ পর্ব ২১তম খণ্ড- কলকাতা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৭২ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত দ্রোণ পর্ব ২২তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৭৩ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত দ্রোণ পর্ব ২৩ তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৭৪ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত দ্রোণ পর্ব২৪তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

৭৫ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত ২৫তম খণ্ড- কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

৭৬ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত ২৬তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

৭৭ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত-মহাভারত ২৮, ২৯ খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৭৮] সৌপ্তিক পর্ব ৩০তম খণ্ড কলকাতা–৯ থেকে বিশ্ববাণী প্রকাশনী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক হরিদাস দেব শর্ম্মা গ্রন্থের নিবেদনাংশে শুধু তার ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথাই বলেছেন কিন্তু কোথাও গ্রন্থের গৃহীত পাঠ সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৭৯] (স্ত্রী পর্ব) ৩১তম খণ্ড কলকাতা–৯ থেকে বিশ্ববাণী প্রকাশনী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশক হরিদাস শর্ম্মা সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। প্রকাশক ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৮০] (শান্তি পর্ব) ৩২তম খণ্ড, ৩৩তম খণ্ড, ৩৪তম খণ্ড, ৩৫তম খণ্ড, ৩৬তম খণ্ড, ৩৭তম খণ্ড কলকাতা–৯ থেকে বিশ্ববাণী প্রকাশনী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক হরিদাস দেব শর্ম্মা সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির পাঠ গ্রহণে ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) অবলম্বন করেন। প্রকাশক গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৮১] (অনুশাসন পর্ব) ৩৮তম খণ্ড, ৩৯তম খণ্ড, ৪০তম খণ্ড কলকাতা–৯ থেকে বিশ্ববানী প্রকাশনী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক হরিদাস শর্ম্মা সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করে ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ গ্রহণ করেন। প্রকাশক গ্রন্থের কোন ভূমিকা লেখেন নি।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসমেত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত *মহাভারত*[৮২] অশ্বমেধিক পর্ব ৪১তম খণ্ড, ৪২তম খণ্ড কলকাতা–৯ থেকে বিশ্ববাণী প্রকাশনী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ নির্ণয় করেন। প্রকাশক ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শ্রীমন্নীল কণ্ঠের টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত 'মহাভারত'[৮৩] আশ্রমবাসিক পর্ব ৪৩তম খণ্ড কলকাতা–৯ থেকে বিশ্ববাণী প্রকাশনী ১৩৪৫বঙ্গাব্দে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক হরিদাস শর্ম্মা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষায় ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গৃহীত পাঠ গ্রহণ করেন। গ্রন্থের কোন ভূমিকা প্রকাশক লেখেন নি।

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত *অন্নদামঙ্গল*[৮৪] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যায় কলকাতা থেকে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক মুদ্রিত সংস্করণ এবং ১২৯২ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত প্রতিলিপি অবলম্বনে গৃহীত পাঠ ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) নির্ণয় করেন। তিনি পাদটীকায় পাঠভেদ দেখিয়েছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাকবি বেদব্যাস বিরচিত *মহাভারত*-প্রথম খণ্ড[৮৫] তুলি কলম, কলেজ রোড কলকাতা–৯ থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে। কালীপ্রসন্ন সিংহ গ্রন্থটির উৎসস্থলের কোন পরিচয় প্রদান করেন নি। প্রকাশক ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*[৮৬] গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ তত্ত্বাবধানে কলকাতা থেকে শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৪৪০ গৌরাব্দে প্রকাশ করেন।

---

[৭৮] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত–মহাভারত ৩০তম খণ্ড–কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৭৯] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত–মহাভারত ৩১তম খণ্ড–কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৮০] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত–মহাভারত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭তম খণ্ড–কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৮১] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত–মহাভারত ৩৮, ৩৯, ৪০তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৮২] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাষ প্রণীত–মহাভারত ৪২তম খণ্ড–কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৮৩] শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত–মহাভারত ৪৩তম খণ্ড-কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
[৮৪] কবি ভারত চন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত–অন্নদা মঙ্গল–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।
[৮৫] কবি বেদব্যাস বিরচিত–মহাভারত (প্রথম খণ্ড)–কলকাতা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।
[৮৬] কবি বৃন্দাবন ঠাকুর বিরচিত–শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত–কলকাতা ৪৪০ গৌরাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক গ্রন্থটির পাঠ কিভাবে গ্রহণ করেছেন, সে সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করেন নি? তবে অনুমান করা যায় লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

বিভিন্ন কবির বিরচিত *পাঁচশত বছরের পদাবলী* [৮৭] বিমানবিহারী মজুমদার-১৩৩ এ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ কলকাতা–২৯ মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

বিমানবিহারী মজুমদার প্রকাশিত গ্রন্থটির কোথায় পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন তার কোন তথ্য প্রদান করেননি? ভূমিকায় পদাবলীর দার্শনিক তত্ত্ব, পদাবলীর রস, চৌষট্টিরসের কীর্তন, চৌষট্টি নায়িকা, পদাবলী সাহিত্যের ভাষাবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশক পদাবলী সাহিত্যের ভাষা বৈচিত্র্য নামক নিবন্ধে ৬৭, ৭৬, ৯৫, ১২৬ ও ২২২ সংখ্যক পদ কয়টি এবং একটি পরিশিষ্টও নতুন করে সংযোজন করেছেন। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাকবি বেদব্যাস বিরচিত *মহাভারত* (দ্বিতীয় খণ্ড)[৮৮] তুলি-কলম ১, কলেজ রোড-কলকাতা-৯ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির কোন তথ্য প্রদান করেননি। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শ্রীনিরঞ্জন মিশ্র কাব্য মীমাংসাতীর্থ "শ্রীমদ্ভাগবত"[৮৯] সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী কলকাতা-৬ থেকে ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে (১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

প্রকাশক গ্রন্থটির গৃহীত কিভাবে নির্ণয় করেছেন, তার কোন পরিচয় তুলে ধরেন নি। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত *অন্নদামঙ্গল* [৯০] গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যায় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করেন।

প্রকাশক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত সংস্করণ ও ১১৯২ বঙ্গাব্দের প্রাপ্ত একখানি প্রতিলিপির ভিত্তিতে প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ গ্রহণ করে *রামায়ণ* [৯১] মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করে। কোনরূপ পাঠ সংশোধন না করে প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

কাজী হায়াত মোহাম্মদ মরহুম সাহেব প্রণীত *সর্ব্বভেদ* [৯২] গ্রন্থটি কলকাতা থেকে শ্রীযুক্ত মুন্সি কলিমুদ্দিন সরকার ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করে।

প্রকাশক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কোথায় পেয়েছেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

কবি গোবিন্দ দাস বিরচিত *পদাবলী* (চতুর্থ খণ্ড)[৯৩] কলকাতা থেকে বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশ করেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে প্রকাশ সাল দেওয়া হত না।

প্রকাশক বিভিন্ন সূত্র থেকে গোবিন্দ দাসের পদাবলী সংগ্রহ করে লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

---

৮৭ বিমানবিহারী মজুমদার–পাঁচশত বছরের পদাবলী–কলকাতা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

৮৮ কবি বেদব্যাস বিরচিত–মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)–কলকাতা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

৮৯ শ্রীনিরঞ্জন মিশ্র – শ্রীমদ্ভাগবত–কলকাতা ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

৯০ কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত–অন্নদামঙ্গল–কলকাতা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

৯১ শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত–রামায়ণ–কলকাতা ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ।

৯২ কাজী হায়াত মোহাম্মদ প্রণীত–সর্ব্বভেদ–কলকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৯৩ কবি গোবিন্দ দাস বিরচিত–পদাবলী (চতুর্থ খণ্ড)–বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা অসম্পাদিত প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

(The list of unedited published books)

প্রকাশক	প্রকাশিত বই	সন	স্থান মুদ্রিত যন্ত্র
শ্রীরামপুর মিশন	গীতগোবিন্দ চৈতন্যচরিতামৃত নরোত্তম বিলাস নারদ সংবাদ পদাঙ্ক দূত বিল্বমঙ্গল রস-পদাবলী করুণানিধান বিলাস আদিরস রসমঞ্জরী রতি-বিলাস রতি-মঞ্জরী গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী চণ্ডী মহিম্নস্তব	১৮০২ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত	কলকাতা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস।
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	চণ্ডী	১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ	কলকাতা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস
ঐ	রামায়ণ	১৮৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দ	কলকাতা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস
রাধামোহন সেন	অন্নাপূর্ণামঙ্গল	১৮৩৩ খ্রিস্বাব্দ	ঐ
জয় গোপাল চর্কালঙ্কার	মহাভারত	১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
গৌরীশঙ্কর	মহাভারত	১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ	ঐ
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত অন্নদামঙ্গল	১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ	কলকাতা শ্রিরামপুর মিশন প্রেস
নাগর আলী ও মকসেদ আলী	সাধন মাহাত্ম্য	১৩২৫ বঙ্গাব্দ (১৯১৮ খ্রি.)	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পরিষদ কলকাতা
রঞ্জন বিলাস রায় চৌধুরী	বাঁশে লেখা ঠিকুজী	১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯১৫ খ্রি.)	বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষদ কলকাতা
রঞ্জন বিলাস রায় চৌধুরী	সত্যপীরের পুথি	১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯১৫ খ্রি.)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা কলকাতা
রমেশচন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়	রামায়ণ	১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯ খ্রি.)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা ৪র্থ বর্ষ কলকাতা
নিরঞ্জন মিশ্র	শ্রীমদ্ভগবদগীতা	১৩৯৫ বঙ্গাব্দ (১৯৮৮ খ্রি.)	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান স্মরণী কলকাতা
নুটবর চক্রবর্তী	কবি ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (তৃতীয় সংস্কারণ)	১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১৯১১ খ্রি.)	৩৮/২ ভবানী চরণ দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গ বাণী ইলেকট্রা মেশিন প্রেস। কলকাতা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	সীতার বারমাস (সপ্তদশ সংস্করণ)	১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ	সংস্কৃত যন্ত্র কলকাতা।
মৌলবী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন	চাহার দরবেশ	১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রি.)	মেছুয়া বাজার খ্রিষ্ট হুষী প্রেস কলকাতা
মোহাম্মদ সোলেমান, আবতান উদ্দীন মুহাম্মদ ফকরুদ্দীন আহম্মদ	তমিম গোলান চতুর্থ ছিল্লান	১৩৫৫ বঙ্গাব্দ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ	৫৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী আব্দুল ফাতাহ সিদ্দিকী	কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন বিরচিত দাফায়েকুল হাফায়েক ও রুহনামা খন্ডিত নামা	১৩৩৯ সাল (১৯৩২ খ্রি.)	৬৪/৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হাবিলী প্রেস কলকাতা
মোহাম্মদ সোলেমান আফতাবুদ্দীন আহম্মদ ফকরুদ্দীন আহম্মদ	কবি গরীবুল্লাহ বিরচিত দেলাররাম	১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১৯৪৭ খ্রি.)	৫৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড কলকাতা
মহাম্মদ আপ্তাবদ্দিন এমাম বক্স, মুন্সি আমির হোসেন	ছেরাতল মুমেনিন	১২৯৪ বঙ্গাব্দ (১৮৮১ খ্রি.)	কলকাতা
মুন্সী আবদল ফাতাহ সিদ্দিকী	কবি আলাওল বিরচিত ছেকান্দার নামা	১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ)	৬৪/৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট হাবিবী প্রেস, কলকাতা
মৃণাল কান্তি ঘোষ	কবি বৃন্দাবন ঠাকুর শ্রীশ্রী চৈতন্যভাবগত	৪৪০ গৌরাব্দ	কলকাতা
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি বৃন্দাবন ঠাকুর রচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত	১৩৩২ বঙ্গাব্দ (১৯২৫ খ্রি.)	৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট কলকাতা
রামদেব মিশ্র	কবি বৃন্দাবন ঠাকুর শ্রী চৈতন্য ভাগবত	১৩২০ বঙ্গাব্দ (১৯২৫ খ্রি.)	কলকাতা
রামকমল সিংহ	কবি রামলোচন দাস শ্রী কল্কিপুরাণ	১৩২০ বঙ্গাব্দ (১৯১৩ খ্রি.)	২৪৩/ ১ আপনার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা
দক্ষিণান রঞ্জন মিত্র মজুমদার	সুকবি বল্ল ভাদি রচিত পদ্ম পুরান	১৩১৩ বঙ্গাব্দ (১৯০৬ খ্রি.)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা কলকাতা
বিনোদন বিহারী	করি রামাই পণ্ডিত বিরচিত ময়নাপুরের যাত্রা সিদ্ধি	১৩১৩ বঙ্গাব্দ (১৯০৬ খ্রি.)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ২য় সংখ্যা কলকাতা
রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি ভারত চন্দ্র রায়গুনাকর বিরচিত অনন্দা মঙ্গল	১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৯৪১ খ্রি.)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ২য় সংখ্যা, কলকাতা
শ্রীরামপুর মিশন	কবি কীর্তিবাস বিরচিত রামায়ণ	১৮০৩ খ্রি.	শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, কলকাতা।
অমরেশ্বর ঠাকুর	বাল্মিকী বিরচিত রামায়ণ	প্রকাশ সাল দেয়া হল না	কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় প্রেস কলকাতা
মুন্সী আজাদ্দিন মহাম্মদ ও মুন্সী খাতের মহাম্মদ	কবি খাতের বিরেচিত ছবি কাচ্ছাছুল আম্বিয়া	১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ)	৩৩৭/ ২নং আপনার চিৎপুর রোডস্থ সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরী কলকাত
নটবর চক্রবর্তী	কবি বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত জগন্নাথ মঙ্গল	১৩১৩ বঙ্গাব্দ (১৯০৬ খ্রি.)	৩৮/২ ভবানী চরন দত্তের স্ট্রীট বঙ্গবানী ইলেক্ট মেশিন যন্ত্র। কলকাতা
অক্ষয় লাইব্রেরী	কবি দ্বিজ বংশীদাস বিরচিত শ্রী শ্রী পদ্ম পুরাণ বা বিষ হারির পাঁচালী	১৩৮৯ বঙ্গাব্দ (১৯৮২ খ্রি.)	কলকাতা
নান্দশ্বর চক্রবর্তী	অজ্ঞাত কবি বিরচিত বাঘাসুর বধ	প্রকাশসাল দেয়া গেল না	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা
মণীন্দ্র মোহন বসু	সহজিয়া সাহিত্য	১৯৩২ খ্রি.	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
নন্দেশ্বর চক্রবর্তী	কবি গোবিন্দ মিশ্র শ্রী কৃষ্ণ গীতা	প্রকাশ সাল দেয়া গেল না	আসাম আসাম এজেন্সি কোম্পানি
নুট বিহারী দত্ত	কবি মাধবাচার্য বিরচিত শ্রী কৃষ্ণ মঙ্গল	১৩১০ বঙ্গাব্দ	৩৮/ ২ নং ভবানী চরন দত্তের স্ট্রীট মেশিন প্রেস, কলকাতা
নুটবিহারী দত্ত	কবি প্রেমামাদ দাস বিরচিত মনসা মঙ্গল	১৩১৬ বঙ্গাব্দ	৩৮২ নং ভবানী বর কুন্ড ষ্ট্রীট বঙ্গালী ইলেকট্র মেশিন প্রেস কলকাতা
নুট বিহারী দত্ত	কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত শিবায়ন	১৩১০ বঙ্গাব্দ (১৯০৩ খ্রি.)	৩৮/২ নং ভবানী চরন দত্ত ষ্ট্রীট বঙ্গবাণী ষ্টীথ মেশিন প্রেস, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক	প্রকাশিত বই	কবি	সন	স্থান ও মুদ্রিত যন্ত্র
ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত	বিদ্যাসুন্দর (দ্বিতীয় সংস্করণ)	কবি রামপ্রসাদ সেন	১৩১৩ বঙ্গাব্দ	কলকাতা।
বেরকান্ত ডেকা অধিকারী	রাম মালিকা	কবি শঙ্করদে	১৯২৫ খ্রিব্দাব্দ	পশ্চিমবঙ্গ যোবহাট।
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী	কবি রঞ্জন রামপ্রসাদ-সেন	প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না।	বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।
অজ্ঞাত	সাধক উচ্ছাস	রামপ্রসাদ সেন দেড়য়ান রঘুনাই রায় রায় রাম দুলাল নদী কমলা কান্তভট্টার্য	প্রকাশ সাল দেয়া গেল না।	বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পদাবলী	কবি জ্ঞান দাস	প্রকাশ সাল দেয়া গেল না।	বসুমতি সাহিত্য মন্দির কলকাতা
পূর্ণচন্দ্রশীল	কবিকঙ্কণ চণ্ডী	কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	প্রকাশ সাল দেয়া গেল না।	কলকাতা
অজ্ঞাত	কবিকঙ্কণ চণ্ডী	কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	প্রকাশ দেয়া গেল না	১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট বসুমতি প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা
নুটবিহারী	শ্রীধর্মমঙ্গল	কবি ঘনরাম চক্রবর্তী	১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১৯১১ খ্রি.)	৩৮/২ ভবানীকরণ দত্ত ষ্ট্রিট কলকাতা
সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পদাবলী চতুর্থ খণ্ড	কবি গোন্দি দাস	প্রকাশ কাল দেয়া গেল না	বসুমতি সাহিত্য মন্দির কলকাতা
ইন্দ্রভূষণ চৌধুরী মহেন্দ্রকুমার মজুমদার	রত্নাকর	কালী হরদাস বিদ্যাবিনোদ	১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৫ খ্রি.)	কলকাতা
মুন্সী কলিমুদ্দীন সরকার	সর্কভেদের পুথি	কবি হায়াত মোহাম্মদ	১৩২০ বঙ্গাব্দ	কলকাতা
দেবকীপ্প নন্দন	বৈদ বিলাস	কবি মোহন দাস	প্রকাশ সাল দেওয়া গেল না	বৃন্দাবন

বাংলাদেশ থেকে অসম্পাদিত প্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থের তালিকা

প্রকাশক	প্রকাশিত বই	সন	স্থান ও মুদ্রিত যন্ত্র
নলিনীকান্ত ভট্টশালী	গোপীচন্দ্রের গান	১৩৩২ বঙ্গাব্দ (১৯২৫ খ্রি.)	ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা
দিলীপ রায়	পদ্ম-পুরাণ বা মনসামঙ্গল	১৩৬৭ সাল (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ)	নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
মতিলাল সেন	পূর্ণ জ্যোতি	প্রকাশ সাল দেয়া গেল না।	চকবাজার, বরিশাল
স্বামী তারক চন্দ্র	শ্রী শ্রী মহাসংকীর্তন	১৩৮৬ বঙ্গাব্দ (১৯৭৮ খ্রি.)	ফরিদপুর ওরাকান্দি ঠাকুর প্রেস।
লামিয়া প্রেস	কবি আব্দুল মালিক প্রেমের দেওয়া না	১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯) খ্রি.	শ্রীহট্ট লামিয়া প্রেস
সিলেট ইসলামিয়া প্রেস	কবি আসিফ আলী সমছুল ইছলাম বারাম	১৩৩৮ বঙ্গাব্দ	সিলেট ইসলামিয়া প্রেস
সিলেট	কবি উসমান হকিকতে সাহাদাত	১৩৪২ বঙ্গাব্দ	সিলেট
সতীশ চন্দ্র বন্দ্যো	কবি গোবিন্দ দাস বেরাচিত - পদাবলী (চতুর্থ খণ্ড)	প্রথম সাল দেয়া	কলকাতা
সাইয়েদ নূরে ইকবাল শাহ শরীফি আল সুয়েশরী	নূরে হক্ব গঞ্জেনুর	১৪০৯ বঙ্গাব্দ	ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অসম্পাদিত আলোচিত গ্রন্থের ভূমিকা ও বিবরণ–

সম্পাদনার পরিধিকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে আলোচনা অংশের আর্বিভাব হয়। আলোচিত অংশ সম্পাদনাকে প্রাঞ্জল, সাবলীল এবং অর্থবহ করে তুলতে পারে। অসম্পাদিত আলোচিত অধ্যায় একজন সম্পাদককে তার ভুল-ভ্রান্তি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে। ফলে সম্পাদক সংশোধিত হতে বাধ্য। সম্পাদক তার সম্পাদিত গ্রন্থে কি কি ধরনের ভুল করেন–তা পরিষ্কার তোলে অসম্পাদিত আলোচিত গ্রন্থ। কোন নিয়মে সম্পদক প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন–তার আলোচনাংশে সমালোচনা করে পরিষ্কার করে তোলেন। এবং পাদটীকা ও অর্থান্তরে কি কি ত্রুটি থাকে-তারও কঠোর সমালোচনা করেন আলোচক। এবং সম্পাদককে সংশোধনের পথ দেখাতে বাধ্য করেন। একজন দক্ষ সম্পাদকের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয় অসম্পাদিত আলোচনা গ্রন্থ। তাই অসম্পাদিত আলোচিত গ্রন্থের বিকল্প নেই। অসম্পাদিত আলোচিত গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই অধ্যায়ের সূচনা করেন পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তিনি প্রাচীন বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তাই অতিসূক্ষ্মভাবে পাঠ উদ্ধার করেছেন। আলোচক অনেক সম্পাদককে পরিশীলিত পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে আজ সম্পাদনার ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এই ধারার শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করেছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তিনি অনেক সম্পাদনার চেয়ে পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্পাদনার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। তাই তিনি এই ধারায় মুখ্যস্থান অধিকার করেছেন।

১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আলোচিত সুকবি বল্লভাদি বিরচিত *পদ্মপুরাণ* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা, কলকাতা থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পশ্চিমবঙ্গের দিঘাপাইত গ্রামের রাবিশস্তূপের মধ্য হতে *পদ্ম পুরাণ* [৯৪] নামক পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ এবং চণ্ডিমণ্ডপ মধ্যস্থ একটি পেটিকার মধ্য থেকে বাকী অংশ এবং অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি 'বেহুলার বারমাস্যা' উদ্ধার করেন।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে একাদশ জন কবির নাম উল্লেখ আছে– (১) সুকবি বল্লভ নারায়ণ দেব (২) চন্দ্রপতি (৩) দ্বিজ বংশীদাস (৪) বৈদ্য জগন্নাথ ও দ্বিজ জগন্নাথ (৫) দ্বিজ বলরাম (বিপ্র বলাই) (৬) বিপ্র জানকীনাথ (৭) দ্বিজ জয়রাম (৮) হরিদত্ত (৯) হৃদয় (১০) বিশ্বনাথ (১১) গুণাকর।

আলোচক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত শব্দসম্ভারের কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জন না করে যথাযথ পাঠ উদ্ধার করেন। পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে আলোচক Recensio Method-কে অবলম্বন করে পাঠ নির্ণয় করেন। তাঁর আলোচিত গ্রন্থটি তথ্যবহুল ও মুল্যবান। তিনি প্রতি পাতার নিচে দুর্বোধ্য শব্দের সংক্ষিপ্ত টীকা ও শব্দার্থ তুলে ধরেছেন। দক্ষিণারঞ্জণ মিত্র মজুমদার আলোচক না হয়ে যদি সম্পাদক হতেন ; তবে অনেক বেশী তথ্য পাওয়া যেত। তিনি অনেক সম্পাদকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। একজন দক্ষ সম্পাদকের সমস্ত গুণাবলী তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল।

---

[৯৪] দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আলোচিত একাধিক কবির রচিত–পদ্মাপুরাণ–বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা, কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

২. বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ আলোচিত *রামাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি*[৯৫] নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার ২য় সংখ্যা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

আলোচক বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ বাকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে একখানা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। প্রাপ্ত একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে স্থানান্তর-পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন। আলোচক শব্দার্থ, টীকা, পাদটীকা ব্যবহার করেননি। তাঁর আলোচনাংশ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায়নি। তবে গ্রন্থটি সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল।

রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী আলোচিত কবিবল্লভ বিরচিত *সত্যপীরের পুথির*[৯৬] বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচিত গ্রন্থটি কলকাতা থেকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ,পত্রিকার-১ম সংখ্যায় ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়।

কবিবল্লভ রচিত *সত্যপীরের পুথি* মুর্শিদাবাদ জেলার কোন এক গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনি গ্রন্থটির রচনাকাল ধরেছেন ১১৬২ বঙ্গাব্দ। কবিবল্লভ সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। এই পুথির বিশেষত্ব হল সত্যনারায়ণের নাম দিয়ে কবি সত্যপীরের পুথি লিখেছেন। এই সত্যপীর মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। মুসলমান ও হিন্দুদের সম্প্রীতি কেবল বাংলাদেশেই সম্ভব ছিল বলে অনুমান করা যায়। কবির ভাষায়–

ভরমে সিরনি যদি জমিনে গিরিবে।
চাটিয়া খাইলে সে নিয়ত হাসিল হবে।। (পৃ. ২৭)

রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী আলোচিত *বাঁশে লিখিত ঠিকুজী*[৯৭] উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। আলোচিত ঠিকুজীটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২২ বঙ্গাব্দে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বাঁশে লিখিত ঠিকুজীটি আলোচক চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছেন। এটি একটি জ্যোতিষ গণনা, জন্মের সময় কোন্ তিথি, কোন্ লগ্ন ও কোন্ রাশি হয় তা নির্ধারণ করার হিসাব। এই ঠিকুজি বাঁশের কঞ্চিতে বা শোলায় লিখিত হত।

শ্রী হরিস্মরণম্

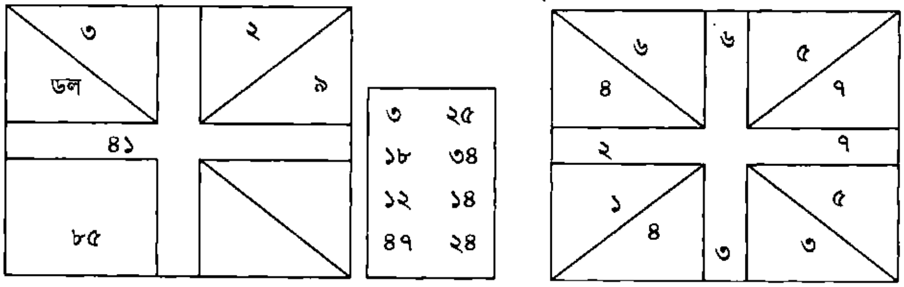

শাকে ১৭৭২ শ্রাবণস্য ২৪ দিবসে ৩ বছরে কৃষ্ণ পক্ষ ৪ যন্তিথৌ রাত ১৯/১০ মতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন ধৌবীর কন্যা ২৬২ মিনরাশি মাতা চন্দ্রার গর্ভে শ্রী রাজেশ্বরীর জং পীং বজ/২ শান্তিরাম।

---

[৯৫] বিনোদবিহারী আলোচিত কবি–রামাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ২য় সংখ্যা, কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

[৯৬] রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী আলোচিত কবি বল্লভ বিরচিত–সত্যপীরের পুথি–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা, কলকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

[৯৭] রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী আলোচিত–বাঁশে লিকিত ঠিকুজী'–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ক্ষেত্রের অর্থ জাতকের জন্মকালীন বৃষরাশিতে মঙ্গল (৩) ছিল এবং মিথুনরাশিতে শুক্র (৬) ছিল; কর্কটরাশিতে বুধ ও রবি (৪.১) সিংহরাশিতে রাহু ও বৃহস্পতি (৮.৫), কুম্ভরাশিতে কেতু (ন) এবং মীনরাশিতে চন্দ্র (২) ছিল।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জাতকের মঙ্গলবার (৩) জন্ম হয়েছিল। কৃষ্ণ তৃতীয় (১৮) এবং কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয় ২২ দণ্ড ৪৭ পল স্থিতি ছিল। নক্ষত্র ১৪ পল। জাতকের জন্ম হয়েছিল মাসের ২৪ তারিখে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে মেশ রাশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বৃষের অধিপতি শুক্র (৬), মিথুনের অধিপতি বুধ (৪), কর্কটের অধিপতি চন্দ্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১), কন্যা অধিপতি বুধ (৪), তুলার অধিপতি শুক্র (৬), বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল (৩), ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি (৫), মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহস্পতি (৫)। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্থানান্তর পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করে দিয়েছেন।

কবি শুকুর বিরচিত 'গোপীচন্দ্রের গান'[৯৮] ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাদেশ থেকে ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করে। গোপীচন্দ্রের আলোচক ছিলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। আলোচক দিনাজপুরের বালুঘাট থেকে প্রাপ্ত একখানা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

প্রয়াত অধ্যাপক মুফাখ্খারুল ইসলাম আলোচিত *ফকির বিলাস* গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ; প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate mothed) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচিত কবি গঙ্গারাম দত্ত বিরচিত 'রামায়ণ'[৯৯] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ৪৬ বর্ষ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

গঙ্গারাম দত্ত একজন পাণ্ডুলিপির দক্ষ সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড নিয়ে কাব্য রচনা করেন। তার লিখিত পাণ্ডুলিপির সাইজ ১৫/৩ ইঞ্চি তুলোট কাগজে লেখা। দুইখানি নিমকাঠের তক্তা দিয়ে চাপা দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। গঙ্গারাম খুলনা জেলার নলধার গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কবিত্ব শক্তির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গ্রন্থটির পাঠ উদ্ধারে স্থানান্তর পদ্ধতি (Transmitted Method) অবলম্বন করেন। গঙ্গারাম রামায়ণ ব্যতীত উষাহরণ, সুদামচরিত ও সত্য নারায়ণের পুথি রচনা করেছিলেন। রামায়ণ ব্যতীত গঙ্গারামের আর কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রবন্ধকার রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রেরিত অনেকগুলো পাণ্ডুলিপির সাথে উষাহরণ, সুদামচরিত ও সত্যনারায়ণের পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে সেগুলোর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

---

[৯৮] নলিনীকান্ত ভট্টশালী আলোচিত কবি আবদুল শুকুর বিরচিত–গোপীচন্দ্রের গান–ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

[৯৯] রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচিত কবি গঙ্গারাম দত্ত বিরচিত–রামায়ণ–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ৪৬ বর্ষ, কলকাতা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের অসম্পাদিত সঙ্কলন গ্রন্থ–

মধ্যযুগের অসম্পাদিত সঙ্কলন গ্রন্থ অধ্যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ইতিহাসে তথ্য সরবরাহের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। অসম্পাদিত সঙ্কলন গ্রন্থ যে পরিমাণ সন্নিবদ্ধ তথ্য প্রদান করতে পারে; তা অন্য কোন বিভাগ দিতে পারে না। তাই সঙ্কলন বিভাগ তথ্য প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সঙ্কলন বিভাগের তথ্যের যথেষ্ঠ মূল্যায়ন রয়েছে। এর ইতিহাসও চমৎকার। সঙ্কলনের ইতিহাস অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সপ্তম শতকের পূর্বে এর ইতিহাসের নজীর হাজির নেই।

মানুষ তার মনের ভাবকে স্থায়ী করার মানসে লেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। এ পথ ধরেই মানুষ প্রথমে শ্রুতি ও স্মৃতিকে প্রধান্য দিয়ে আসছে। ফলে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে প্রতীক যুগের সূচনা করে। প্রতীকের মাধ্যমে মানুষ তাদের গমনাগমনের বার্তা পৌছে দিত অন্য মানুষের কাছে। তখনকার মানুষ তাদের করণীয় পদ্ধতি প্রচার করত প্রতীকের মাধ্যমে। প্রতীক যুগের পর আসে লিখন যুগ। এ যুগে মানুষ ভারী বস্তু ও পাথরের উপর ছেনী দিয়ে কেটে কেটে লিখত। বিশেষ করে রাজ ফরমান ও অনুসাশনাবলী। এর পরের যুগ তাম্রযুগ। এ যুগের মানুষ বিভিন্ন ধাতব পত্রে খোদাই করে লিখত। তাম্রযুগের পর তাদের দৈনন্দিন দিনের কার্যাবলী ও মনের ভাব ব্যক্ত করত। তখনকার মানুষ আরো ভাবে ও চিন্তা করে সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের। এ পথ ধরেই মানুষ উদ্ভাবন করে লেখার সহজ পদ্ধতির। মানুষ গাছের ছাল, বাকল, পাতা, কলা পাতা, পশুর চামড়া, হাড়, তক্তা, বাঁশের চেরা, খাগের গড়া, কাপড় ইত্যাদির উপর লিখত। ঠিক এই সময় মানুষ হাতের তৈরী কাগজ আবিষ্কার করে। এই কাগজ ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা ও লালচে রঙের। এই কাগজকে 'হাতি কাগজ বা হরিতালি কাগজ' বলা হত। এর জন্য ছিল আলাদা 'কাগজী পাড়া'। কাগজীপাড়ায় ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কাগজ তৈরী করত। এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে শত শত বছরের। ঠিক প্রস্তর যুগের সময় থেকে 'সঙ্কলন যুগে'র ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ধর্মীয় গ্রন্থ সংরক্ষণের চিন্তা ভাবনাকে কেন্দ্র করেই সঙ্কলনের সূচনা হয়। আল-কুরান সংরক্ষণের চিন্তাভাবনা দিয়েই সঙ্কলনের সূচনা হয়।

১০৪ খানা আসমানী কিতাবের মধ্যে একমাত্র আল-কুরানে কোন প্রক্ষেপ নেই। এ ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোতে প্রক্ষেপের অভাব নেই। কারণ সেগুলোর লিখিত কোন রূপ নেই। আল-কুরান নাজিল হওয়ার সাথে সাথে নবী করিম (সঃ) লিপিকর দিয়ে লেখাতেন। আল-কুরানের চল্লিশজন লিপিকর ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজ শাহাদাৎ বরণ করলে কুরান সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হযরত আবু বকরের (রাঃ) নেতৃত্বে আল-কুরান সঙ্কলিত হয়। আল-কুরানের পর দ্বিতীয় সঙ্কলন গ্রন্থ *হাদীছ গ্রন্থ*। এর পরে পৃথিবীর অন্য ভাষাতে বিভিন্ন গ্রন্থ সঙ্কলন হয় যাকে বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সঙ্কলনের সূত্রপাত হয় *গোপীচন্দ্রের গান* নামক গ্রন্থ দিয়ে।

নীলফামারীর তৎকালীন মহকুমার হাকিম বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সঙ্কলিত *গোপীচন্দ্রের গান* [১০০] কলকাতা থেকে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। সঙ্কলক মহাশয় নীলফামারীতে চাকুরী করার সময় নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন যোগীদের ও মানুষের মুখ থেকে কাহিনী শুনে তা সংগ্রহ করেন।

তাঁর এ কাজটি ছিল খুবই দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল। তাঁর পক্ষে গ্রন্থটির 'আদিম পাঠ' নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। তিনি লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তার আলোচনাংশ মূল্যবান।

---

[১০০] বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সঙ্কলিত–গোপীচন্দ্রের গান–কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত *সীতার বনবাস*[১০১] সপ্তম সংস্করণ কলকাতা থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সীতার বনবাসের পদসমূহ বিভিন্ন স্থান থেকে ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে সঙ্কলন করেন। তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থে 'রূপজালাল' নামে একটি অংশ যুক্ত হয়েছে। তার সাথে সীতার বনবাসের কোন যোগ নেই। প্রক্ষিপ্তভাবেই এ অংশটি এসে স্থান লাভ করেছে। যদি গ্রন্থটি সম্পাদিত হত তবে অনেক তথ্য জানা যেত। সঙ্কলিত বিধায় কোন প্রকার তথ্য পাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। সঙ্কলিত গ্রন্থটিতে যতি চিহ্নের ব্যবহার করে কাব্যপাঠে সুষমা এনেছেন। তিনি ভাষান্তর পদ্ধতিতে (Translated Method) গ্রন্থটির পাঠ নির্ণয় করেন।

বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্কলিত কবি গোবিন্দদাসের *পদাবলী*[১০২] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সঙ্কলক বিমান বিহারী মজুমদার কবি গোবিন্দ দাসের ২৫ খানা পাণ্ডুলিপি বরাহনগর পাঠবাড়ীর গ্রন্থ মন্দির থেকে সংগ্রহ করেন। এ ছাড়াও তিনি গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তীর-'রস মঞ্জরী, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, ক্ষণদাগীত চিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয় পদামৃত, সমুদ্র পদকল্পতরু' সংগ্রহ করেন। তাঁর সঙ্কলন গ্রন্থের আলোচনাংশ মূল্যবান। সংকলক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

মদনমোহন গোস্বামী সঙ্কলিত 'ভারতচন্দ্র'[১০৩] সাহিত্য একাডেমী নিউদিল্লী থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সঙ্কলক মহাশয় বিভিন্ন প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে গ্রন্থটির পাঠ গ্রহন করেন। প্রকাশক স্থানান্তর পদ্ধতিতে (Transmited Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন।

মদনমোহন গোস্বামী কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত-'সত্যপীরের কথা, রসমঞ্জরী, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহবিবিধ বিষয়ক কবিতাবলী, নাগাষ্টক, চণ্ডীনাটক, গঙ্গাষ্টক'-ইত্যাদি প্রাপ্ত কবিতাবলী *ভারতচন্দ্র*[১০৪] নামে সঙ্কলন করেন। সঙ্কলিত গ্রন্থটি নিউ দিল্লী থেকে সাহিত্য অকাদেমী ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

ড. আহমদ শরীফ ও মুহম্মদ আবদুল হাই সঙ্কলন করেন *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা*[১০৫] নামে একটি গ্রন্থ। সঙ্কলিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে মাওলা ব্রাদার্স ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

সঙ্কলকদ্বয় প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ থেকে পদগুলো সংগ্রহ করেন। গ্রন্থটির আলোচনাংশ মুল্যবান। সঙ্কলকদ্বয় লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন কবির রচিত *বৈষ্ণব পদসমূহ*[১০৬] সঙ্কলন করেন। তার সঙ্কলিত গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপুস্তক পর্ষদ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করে।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন কবিদের রচিত বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ করেন। সঙ্কলক ভূমিকায় বৈষ্ণব পদ ও বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। সঙ্কলক স্থানান্তর পদ্ধতিতে (Transmitted Method) গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেছেন।

---

[১০১] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত-সীতার বনবাস-কলকাতা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

[১০২] বিমান বিহারী মজুমদার সঙ্কলিত-পদাবলী-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

[১০৩] মদোনমোহন গোস্বামী সঙ্কলিত-ভারতচন্দ্র-সাহিত্য অকাডেমী নিউ দিল্লী ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

[১০৪] মদনমোহন গোস্বামী সঙ্কলিত কবি ভারতচন্দ্র রচিত-ভারতচন্দ্র-সাহিত্য অকাদেমী নিউ দিল্লী ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

[১০৫] ড. আহমদ শরীফ ও আবদুল হাই সঙ্কলিত-মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা-ঢাকা ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।

[১০৬] দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত-বৈষ্ণব পদসমূহ-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

সম্পাদিত অমুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা ও বিবরণ

সম্পাদিত অমুদ্রিত গ্রন্থ সম্পর্কে কবির ভাষায় বলতে হয়-'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।' শিশুর পিতা শিশুর ভবিষ্যতের স্বপ্নের বুনিয়াদ তার হৃদয় সুপ্তাবস্থায় দেখেন। শিশুর পিতা পরিচর্যায় তাকে প্রকাশের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। তারপর তার প্রকাশ দিগন্ত রেখায় ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তেমনিভাবে অপ্রকাশিত গ্রন্থের প্রকাশ ও তথ্যসূত্র আমরা একজন যোগ্য সম্পাদকের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় দেখতে পাই। একজন যোগ্য সম্পাদক তাঁর বিকাশের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেন। তিনি যে কোন পুরানো পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যে নতুনত্ব এনে দিতে পারেন। এই নতুনত্ব আর কারো পক্ষে আনা সম্ভব নয়। এই নতুন তথ্য একটা জাতির ইতিহাস নির্মাণে সহয়াক ভুমিকা রাখতে পারে। একটা জনপদকে সমৃদ্ধির সোনালী যুগের পথ প্রদর্শন করে। একটা জাতীর প্রাচীনত্বের বীজ লুক্কায়িত থাকে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে। তাই প্রাচীন পাণ্ডুলিপিকে প্রত্নসম্পদ বললে অত্যুক্তি হবে না। যত বেশী প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হবে; তত বেশী আমরা নতুন মত পাব। যেমন বলা যায় কবি ভারতচন্দ্র সম্পর্কে। কবি ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ কবি বলে মত প্রচলিত হয়ে আসছে। কিন্তু অধুনা কবি হাফেজদ্দীন বিরচিত 'বসন্তের দুঃখ সম্পাদনা ও মূল্যায়ন'[১০৭] করায় প্রমাণিত হয়েছে কবি হাফেজদ্দীনই মধ্যযুগের শেষ কবি। কবি ভারতচন্দ্র মঙ্গল কাব্যিক যুগের শেষ কবি; মধ্যযুগের শেষ কবি নন। এভাবে যত বেশী প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদিত হবে, তত বেশী নতুন মত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় পাব। ফলে আমরা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে সমর্থ হব। বাংলা সাহিত্যে ৭০০০০ (সত্তর হাজার) পাণ্ডুলিপি এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে প্রায় ৩৪৮টি (তিনশত আটচল্লিশ) গ্রন্থ। ৩৪৮ টি গ্রন্থের মধ্যে একাধিকবার সম্পাদিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদনা করেন সায়্যিদ মুরতজা বিরচিত *যোগ কলন্দর* [১০৮] গ্রন্থটি। গ্রন্থটির প্রকাশের দায়িত্ব বরেন্দ্র রির্সাচ মিউজিয়ম গ্রহণ করলেও অদ্যাবধি অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ করতে পারেনি। পাণ্ডুলিপিটি বরেন্দ্র রির্সাচ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

সম্পাদক ড.মুহম্মদ এনামুল হক প্রাপ্ত ৯ (নয়) খানি পাণ্ডুলিপির পাঠ সমন্বয় করে যৌগিক পদ্ধতিতে (Composite Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। গ্রন্থটির আলোচনাংশ মূল্যবান।

ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদনা করেন কবি মুহম্মদ খান বিরচিত *মক্তুল হোসেন* [১০৯]। গ্রন্থটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। বাংলা একাডেমী ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করলেও অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ করতে পারেনি।

সম্পাদক সাহেব সম্পাদনায় ১১২ খানা পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ৩৬ খানা, বাংলা একাডেমীর সংরক্ষিত ৭২ খানা এবং জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত ৪ খানা পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি তিনি অবলম্বন করেন। ১১২ খানা পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির মধ্যে কোন একটিকে সম্পাদক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌগিক পদ্ধতিতে (Composite Method) গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেছেন। গ্রন্থটির রচনাকাল পেয়েছেন ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান।

---

[১০৭] মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি হাফেজদ্দীন বিরচিত-বসন্তের দুঃখ সম্পাদনা ও মূল্যায়ন-বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।

[১০৮] ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত কবি সায়্যিদ মুরতজা বিরচিত 'যোগ কলন্দর' রাজশাহী মিউজিয়াম (অপ্রকাশিত)।

[১০৯] ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত কবি মুহম্মদ খান বিরচিত-মক্তুল হোসেন-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি হাফেজদ্দীন বিরচিত *বসন্তের দুঃখ : সম্পাদনা ও মূল্যায়ন* [১১০] নামে। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে জমা দেন এবং ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তথ্য ও সূত্রের জন্য গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। গ্রন্থটির প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে বিশ্বপরিচয় প্রকাশনা।

সম্পাদক গ্রন্থটির সম্পাদনায় মাত্র একটি (১) পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন। সম্পাদক পাণ্ডুলিপিটি কুমিল্লা থেকে সংগ্রহ করেন। এ সংগ্রহের কাজে তাকে সাহায্য করেছে নুসরাত জাহান। সম্পাদক প্রাপ্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে, Higher Criticisam Method-এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। এই পদ্ধতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম গ্রন্থের স্থান অধিকার করেছে। বিশ্বসাহিত্যে গ্রন্থটি গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্যের পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ফলে গ্রন্থটি 'মাইল ফলক' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই পদ্ধতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে মো. হাবিবুর রহমান খান ছাড়া আর কেউ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন নি। গ্রন্থটি আরো বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থটি ও গ্রন্থের কবি মধ্যযুগের শেষ কাব্য ও শেষ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। কবি ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ কবি নন ; তিনি ছিলেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যিক ধারার শেষ কবি।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত *শীত ও বসন্ত* [১১১]। গ্রন্থটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি ; ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন হয়।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনায় ১টি পাণ্ডুলিপি ও ৩টি প্রতিলিপি ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত একটি প্রতিলিপি, সম্পাদক কর্তৃক কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত একটি পাণ্ডুলিপির ছায়ালিপি সাইজ দৈর্ঘ্যে ১৩ প্রস্থে ৮ ইঞ্চি। এ ছাড়া আরো দুটি প্রতিলিপি ব্যবহার করেন। প্রাপ্ত লিপিগুলোর মধ্যে সম্পাদক ছায়ালিপিকে বিশ্বস্ত মনে করেছেন। পাণ্ডুলিপিটির রচনাকাল ১৫১১ শকাব্দ। গ্রন্থ মধ্যে শকাঙ্কে রচনাকাল লিখেছেন– 'শুক্লপক্ষ সখী জেন নিত্য বিলি হয়' (পৃ. ৯)। ভাঙ্গালে হয় শুক্লপক্ষ = ১৫, সখী = ১, নিত্য = ১; তাতে হয় ১৫১১ শকাব্দ। সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই 'শীত ও বসন্ত' কাব্যটির পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত গ্রন্থটি Examinatio Method-এ গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কোন স্থানে 'অনুমিত পাঠ' গ্রহণ করেছেন। সম্পাদকের আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান। Examinatio Method-এ বাংলা সাহিত্যে প্রথম গ্রন্থ হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদনা করেন কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন বিরচিত *দাকাএকুল হাকায়েক* [১১২]। গ্রন্থটির সম্পাদনার কাজ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন করেন।

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে ৩২টি পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি এবং ১টি প্রকাশিত সংস্করণের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ২৪টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে–ক্রমিক ১৮৮।। পুথি ১৮২ সাইজ ১১´´×৭´´ (খণ্ডিত), ১৮৯।। পুথি ৬৮৬ সাইজ ১১.৫´´×৬.৫´´ (খণ্ডিত), ১৯১।। পুথি ৫৫১ সাইজ ১২´´×৬.৫´´(খণ্ডিত), ১৯২।। পুথি ৬০১ সাইজ ১১.৫´´×৭´´ (খণ্ডিত), ১৯৩।। পুথি ১৮৫ সাইজ ১৩´´× ৮´´ (সম্পূর্ণ), ১৯৭।। পুথি ৮৯৯ সাইজ ৮.৫´´×৬´´ (সম্পূর্ণ), ১৯৯।। পুথি ৭৭২ সাইজ ৮.৫´´× ৫´´ (খণ্ডিত), ২০০।। পুথি ৬৯০ সাইজ ১১.৫´´× ৭´´ (সম্পূর্ণ), ২০১।। পুথি ১৮০ সাইজ ১০.৫´´× ৬.৫´´ (সম্পূর্ণ), ২০২।। পুথি ৩৮৭ সাইজ ১১´´×৭´´ (সম্পূর্ণ), ২০৪।। পুথি ৬২৪ সাইজ ১১´´× ৭´´(সম্পূর্ণ), ২০৫।। পুথি ৪০১ সাইজ ৮´´×৬´´ (খণ্ডিত), ১৮৮।। পুথি ১৮২ সাইজ ১১´´× ৭´´(খণ্ডিত), ১৮৯।। পুথি ৩৮৬ সাইজ ১১.৫´´× ৬.৫´´(খণ্ডিত), ৬৯১।। পুথি ৫৫১ সাইজ ১২´´× ৬.৫´´(খণ্ডিত), ১৯২।। পুথি ৬০১ সাইজ ১১.৫´´×৭´´ (খণ্ডিত),

---

১১০ মো. হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি হাফেজদ্দীন বিরচিত–বসন্তের দুঃখ; সম্পাদনা ও মূল্যায়ন–২০০৭ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।

১১১ মোঃ হাবিবুর রহমান কান সম্পাদিত কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত–শিত ও বসন্ত–২০০৮ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।

১১২ মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন বিরচিত–দাকাএকুল হাকায়েক–২০০৯ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩।। পুথি ১৮৫ সাইজ ১৬´´ x ৮´´(খণ্ডিত), ১৯৭।। পুথি ৫০৯ সাইজ ৬.৩´´x ৫.৫´´ (খণ্ডিত), ১৯৮।। পুথি ৪৯৯ সাইজ ৮.৫´´x ৬´´(সম্পূর্ণ), ১৯৯।। পুথি ৭৭২ সাইজ ৮.৩´´x৫´´ (খণ্ডিত), ২০০।। পুথি ৬৯০ সাইজ ১১.৫´´x৭´´(খণ্ডিত), ২০১।। পুথি ১৮০ সাইজ ১০.৫´´x৬.৫´´ (খণ্ডিত), ২০২।। পুথি ৩৮৭ সাইজ ১১´´x ৭´´(সম্পূর্ণ), বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুথি–বা. এ. স–নং ২৫৬/সৈয়দ নুরুদ্দীন সাইজ ৯´´x৫.৫´´ (সম্পূর্ণ), বা. এ. স–নং ৩৬/সৈয়দ নুরু– সাইজ ১৩´´x৮´´ (খণ্ডিত), বা.এ.স–নং ৩৭/নুরু–সাইজ ১৫´´x৭´´ (খণ্ডিত), বা.এ.স –নং-৩৮/নুরু–সাইজ ১২´´x৭´´ (সম্পূর্ণ), বা. এ. স-নং-৩৯/নুরু-সাইজ ১০.৫´´x৭´´ (খণ্ডিত), বা. এ. স-নং-৪১´´/নুরু-সাইজ ১০.৫´´x৬.৫´´, কলকাতার বটতলারপ্রকামিত সংস্করণ অবলম্বনে সম্পাদনায় যুক্ত হন। সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত সংস্করণকে মোট ৬ (ছয়)টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বাংলা একাডেমীর বা. এ. স–নং ২৫৬/সৈয়দ নুরুদ্দীন–৯´´x ৫.৫´´ (সম্পূর্ণ) পাণ্ডুলিপিখানাকে আদর্শ হিসাবে এবং কলকাতার বটতলার প্রকাশিত সংস্করণকে সহযোগী হিসাবে বিবেচনায় এনে Huristices Method-এ সম্পাদনার গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। সম্পাদকের আলোচনঅংশ গুরুত্বপূর্ণ।

ড. এস. এম. লুৎফর রহমান সম্পাদনা করেন ত্রয়ী কবি বিরচিত-*সূর্য উজ্জল বিবির পুথি*[১১৩]। সম্পাদিত গ্রন্থটি অপ্রকাশিত। গ্রন্থটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনাকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান।

সম্পাদক লৌকিক পদ্ধতিতে (Vulgate Method) এ গ্রন্থটির গৃহীত পাঠ নির্ণয় করেন। তাঁর আলোচনায় পুথি সাহিত্য বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। পুথি সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের বেশ তাগিদ দিয়েছেন।

---

[১১৩] ড. এস.এম লুৎফর রহমান সম্পাদিত–সূর্য উজ্জল বিবির পুথি–২০১০ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

আবিস্কৃত হয়নি অথচ বিভিন্ন তথ্য-সূত্রে উল্লিখিত বাংলা পাণ্ডুলিপি সমূহের নাম ও মূল্যায়ন।

ভূমিকা- পাণ্ডুলিপিকে কালের দর্পণ বলা হয়। প্রতি যুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে যুগ-মানসে আসে পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের ছাপ রয়েছে-কবিদের, গায়েনদের, কাহিনীকারদের কাহিনীতে, গল্পাকারদের, নাট্যকারদের, ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিতে। সেই সৃষ্টিই আজ পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত হয়েছে। হাজার বা শত শত বছর পূর্বের যুগ-মানস ধৃত হয়েছে এই পাণ্ডুলিপিতে। দেশের ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা-জাদুঘরে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন লাইব্রেরী, বিভিন্ন একাডেমী, আর্কাইভস, মন্দির, দরবার শরীফ এবং ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে প্রায় ৭০ (সত্তর) হাজারের মত বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ঐ সমস্ত সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পাদিত হওয়া উচিত। আজ আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ-মানসকে প্রত্যক্ষ করি পাণ্ডুলিপির সম্পাদকদের সম্পাদিত গ্রন্থের মাধ্যমে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি, সমাজনীতি ও সামাজিক সংস্কার সমূহ আমরা জানতে পারি। তাই লুপ্তপ্রায় পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন তথ্য-সূত্রে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের জন্য সকল সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সাহিত্যপ্রেমী মানুষ এবং সংগ্রাহকদের সচেষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু বর্তমানে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের চেষ্টা এখন ঘুমন্ত। এখনো গ্রামে-গঞ্জে বহু পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পাণ্ডুলিপি যত বেশী সম্পাদিত হবে; তত বেশী তথ্য ও মতের পরিবর্তন আসবে। এবং সমাজে নতুন তথ্যপূর্ণ মত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের দেশে পল্লীর এখানে ওখানে অনেক মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি-প্রতিলিপি ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যথাসময়ে-সেগুলি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত না হলে হয়তো তা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক কারণে পাণ্ডুলিপির অবলুপ্তি ঘটে সত্য কিন্তু অনেকের অজ্ঞতা এবং অযত্নেও আমরা বহু মূল্যবান সম্পদ (পাণ্ডুলিপি) হারিয়েছি।

সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্রে অপ্রাপ্ত বা অবলুপ্ত গ্রন্থের সংবাদ পেয়ে থাকি – অনুদিত গ্রন্থ, প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থের নাম উল্লেখ, উদ্ধৃতি, টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি।

বিভিন্ন তথ্য-সূত্রে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির নাম ও পরিচয়-

(১) মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি হাফেজুদ্দীন রচিত *'বসন্তের-দুঃখ' সম্পাদনা ও মূল্যায়ন* [১১৪] গ্রন্থে- *জয়-বিনয়* নামে একখানা পাণ্ডুলিপির নাম উল্লেখ আছে। উক্ত প্রতিলিপির লিপিকর ছিলেন আবদুল আপিজ। কবির ভাষায়-

'আব্দুল আপিজ নাম মোর শোন মন দিয়া।
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর আমি অভাগিয়া।।'

অদ্যাবধি *জয়-বিনয়* পাণ্ডুলিপিখানা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে পাণ্ডুলিপিখানা উদ্ধার হবে।

(২) কবি মুহম্মদ জীবন বিরচিত *কামরূপ কুমার ও কুমারী কালাকাম* [১১৫] নামক দুখানি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ আছে। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি দুখানি অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং উদ্ধারের জন্য কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

---

[১১৪] মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি হাফেজুদ্দীন রচিত-বসন্তের দুঃখ : সম্পাদনা ও মুল্যায়ন-বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদালয় ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৪।

[১১৫] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ (দ্বিতীয় খণ্ড) – ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৮৩-'মরহুম মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মুহম্মদ জীবন সম্বন্ধে বলেন-এই কবি কামরূপ কুমার এবং কুমারী কালাকাম নামক দুইখানি পুথি রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনটিও পাওয়া যায় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কবি চুহর বিরচিত *মনোহর মধুমালতি, দিলারাম, সুজান চিত্রাবতী*[১১৬] নামক পাণ্ডুলিপিত্রয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু অদ্যাবধি উদ্ধার করা হয়নি।

(৪) মুহম্মদ মুকিম বিরচিত *কালাকাম, মৃগাবতী, আইউব নবীর কথা*[১১৭] নামক তিনখানা কাব্যের উল্লেখ আছে। উল্লেখিত পাণ্ডুলিপিত্রয় অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(৫) হাজী মুহম্মদ বিরচিত *সুরতনামা*[১১৮]। সুরতনামার পাণ্ডুলিপিটি অদ্যাবধি আবিষ্কার করা হয়নি।

(৬) ফাজিল নাসির মুহম্মদ বিরচিত *রাগনামা ও ধ্যানমালা*[১১৯]। রাগনামা ও ধ্যানমালা কাব্য দুটির পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।

(৭) আলি রাজা বিরচিত *ধ্যানমালা*[১২০]। ধ্যানমালার পাণ্ডুলিপিটি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি।

(৮) গঙ্গারাম দত্ত বিরচিত *সুদামচরিত, সত্যনারায়ণের পুথি ও উদাহরণ*[১২১]। পাণ্ডুলিপিত্রয়ের অদ্যাবধি কোনরূপ খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে পাণ্ডুলিপি কয়টি উদ্ধার হবে।

(৯) কবি দ্বিজ মুকুন্দ প্রণীত *ত্রৈলোক্যপীরের পাঁচালী* পুথিতে- *ত্রিভুজ কথা*[১২২] নামক পুথিতে উল্লেখ আছে। কিন্তু অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপিখানা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(১০) সৈয়দ হালু মিঞা রচিত *বড়ে খাঁ গাজীর কেরামতি*[১২৩] রচনার কথা ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপিখানা আবিস্কৃত হয়নি।

(১১) আবদুল করিম খোন্দকার রচিত *তমিম আনসারী*[১২৪] রচনার কথা ড. আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি *তমিম আনসারীর* পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি উদ্ধার করা হয়নি।

(১২) কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *জঙ্গনামার*[১২৫] পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি।

(১৩) কবি কৃত্তিবাস রচিত *রামায়ণ* অষ্টাদশ শতকের পূর্বে অনুলিখিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ২০৮ সংখ্যক (অধুনা) পুথিখানা[১২৬] পাওয়া যাচ্ছে না। এবং অদ্যাবধি আবিষ্কার হয়নি।

(১৪) কবি নিধিরাম গুপ্ত বিরচিত *কালিকা মঙ্গল*[১২৭] পাণ্ডুলিপিখানা অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(১৫) কবি বিষ্ণুপাল বিরচিত *মনসামঙ্গলের*[১২৮] পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কবির নিবাস ছিল বীরভুম জেলায়।

---

১১৬ ড. মুহম্মদ এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা পৃ. ২৯৫-'কবির চারিখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মাত্র 'আজব শাহ সমালুখ' নামক কাব্যখানির পাণ্ডুলিপিই পায়া গিয়াছে।

১১৭ ড. মুহম্মদ এনামুর হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা পৃ. ২৮৩ ।

১১৮ ড. মুহম্মদ এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা পৃ. ১৬৫-'কবি হাজী মুহম্মদ 'নুর-জামাল' ব্যতীত আরও একখানা কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহার নাম 'সুলতনামা'। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পুস্তকটি এখনও আবিস্কৃত হয় নাই।"

১১৯ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'রাগনামা ও পদাবলী' বাংলা একাডেমী পত্রিকা-সপ্তম বর্ষ-বৈশাখ-আষাঢ়, ঢাকা-১৩৭০, গ্রন্থ পরিচিতি পৃ.৬।

১২০ প্রাগুক্ত- পৃ.৬ ।

১২১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা-১ম সংখ্যা-৪৬ বর্ষ, কলকাতা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩৭-৪০ ।

১২২ ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া প্রণীত-পাণ্ডুলিপির তালিকা-১, পৃ, ২৭- পুথিশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২৩ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত-বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান-বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৮১.

১২৪ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত রোসাঙ্গ কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত-হ'জার মাছায়েল ও নুরনামা- বাংলা একাডেমী পত্রিকা-বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ৮

১২৫ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত রোসাঙ্গ কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত 'হাজার মসায়েল ও নুরনামা' বাংলা একাডেমী পত্রিকা; বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ পৃ. ৮ .

১২৬ কবি নসরল্লাহ খোন্দকার বিরচিত জঙ্গনামা-পৃ. ভূমিকা-১১-'এ জঙ্গনামা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ঝিয়ারী গ্রামে এক আমীর আলী চৌধুরীর বাড়িতে দেখেছিলেন। কবির পূর্ব পুরুষ পরিচিতির অংশটি লিখে এনেছিলেন। কারণ মালিক পুথি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। এরপর থেকে এ পুথি আজো অসংগৃহীত। অপ্রাপ্ত এবং সম্ভবত অপ্রাপ্যও।'

১২৭ ড. সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৪৩৬ -'নিধিরাম কবিচন্দ্রের কালিকা মঙ্গলের বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র পাওয়া গিয়েছে। অম্বিকা চরণ গুপ্ত সম্পূর্ন পুথি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই পুথি এখন নিখোঁজ।

১২৮ ড. মুহম্মদ শহীদল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা-দ্বিতীয় খণ্ড মধ্যযুগ-ঢাকা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৪০.

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) কবি কবিচন্দ্র ও গুণরাজ বিরচিত *ষষ্ঠীমঙ্গলের*[১২৯] পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(১৭) কবি বীরেশ্বর বিরচিত *সারদা মঙ্গলের*[১৩০] পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি আবিষ্কার হয়নি।

(১৮) কবি মাধব আচার্য বিরচিত *রায়মঙ্গলের*[১৩১] পাণ্ডুলিপিটি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি।

(১৯) কবি মুহম্মদ জীবন প্রণীত *কামরূপকুমার ও কুমারীকালাকামের*[১৩২] পাণ্ডুলিপি দুইটি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি।

(২০) কবি ষষ্ঠীবর বিরচিত *মনসা মঙ্গল*[১৩৩] গ্রন্থটির কোন পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়নি।

(২১) কবি ময়ূরভট্ট বিরচিত *হাকন্দপুরাণ/অনাদিমঙ্গল*[১৩৪] গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। তিনিই ধর্ম মঙ্গলের আদি কবি ছিলেন। হয়তো চেষ্টা করলেই পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেতে পারে।

(২২) কবি প্রাণরাম চক্রবর্তী বিরচিত *কালিকামঙ্গলের*[১৩৫] পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।

(২৩) কবি মাধবআচার্য বিরচিত *রায়মঙ্গল*[১৩৬] গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

(২৪) কবি সায়্যিদ সুলতান বিরচিত *দিবান* বা কুল্লীয়ৎ[১৩৭] গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।

(২৫) কবি কানাহরি দত্ত বিরচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যের[১৩৮] কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

(২৬) ময়মনসিংহ জেলার মহিলা কবি চন্দ্রাবতী প্রাচীনতম কবি। তিনি বিখ্যাত *মনসামঙ্গলের* কবি দ্বিজ বংশীর কন্যা। কবি চন্দ্রাবতী রচনা করেন *রামায়ণ*[১৩৯] কাব্য কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর রামায়ণের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

(২৭) অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মুকিম তাঁর *ফায়দুল মুকতাদী* গ্রন্থের আত্মবিবরণী অংশে *কালাকাম, মৃগাবতী ও আইয়ুব নবীর কথা*[১৪০] কাব্যত্রয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্য তিনটির কোন পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।

---

[১২৯] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্য যুগ-ঢাকা ১৯৯৯ পৃ ১৮৫-'কবিচন্দ্র ও গওণরাজের ষষ্ঠী মঙ্গলের পুথি পাওয়া যায়নি।

[১৩০] প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৫

[১৩১] প্রাগুক্ত-পৃ. ১৮৫-'কৃষ্ণরাম তাহার পূর্ববর্তী রায় মঙ্গলের কবি মাধব আচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাব্য পাওয়া যায় নাই।'

[১৩২] প্রাগুক্ত-পৃ.২৮৩-'মরহুম মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মুহম্মদ জীবন সম্বন্ধে বলেন। এই কবি 'কারূপ কুমার' ও 'কুমারী কালাকাম' নামক দুইখানি পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনটিই পাওয়া যায় না।

[১৩৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য-বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (ষষ্ঠ সংস্করণ)-কলকাতা ১৯৭৫ খ্রি. পৃ. ৩৮৯-'ষষ্ঠীবর যে সময় তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁহার কাব্যের প্রকৃতরূপ কি ছিল, আজ তাহা বলিবার উপায় নাই;-তাহাতে ভণীতাযুক্ত কোন পদ নাই, এমন কোন পুথি পাওয়া যায় নাই।

[১৩৪] প্রাগুক্ত-পৃ. ৮২৫ ।

[১৩৫] প্রাগুক্ত-পৃ. ৮৭৫- 'পুথিখানি মুদ্রিত হইয়া ১২৪৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু মুদ্রিত পুথিখানিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।'

[১৩৬] প্রাগুক্ত -পৃ. ৯৩১-'মাধব আচার্য যে কে তাহা জানিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত 'রায় মঙ্গলে'র পুথিও পাওয়া যায় না'।

[১৩৭] ড. মুহম্মদ এনামুল হক-'মুসলিম বাংলা সাহিত্য-ডাকা ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ১০৭-'দরবেশ কবি সায়্যিদ সুলতানও অসংখ্য 'মার'ফতী গান ' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গানের 'কুল্লিয়াৎ' জাতীয় কোন সংগ্রহ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।'

[১৩৮] ড. ওয়াকিল আহমদ-বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত-ঢাকা ২০০২ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৭৭-'মনসা মঙ্গলে'র প্রথম কবি কানাহরি দত্তের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।'

[১৩৯] ক্ষেত্রগুপ্ত-বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস-কলকাতা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৪৯-'চন্দ্রাবতী একটি রামায়ণ লিখেছিলেন। তাঁর পুথি পাওয়া যায় নি।'

[১৪০] ড. আবদুল কাইউম-পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা-চট্টগ্রাম ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ পৃ. ২০ - ২১ ।

প্রেমরস কাব্য কথা সুগন্ধি শীতল।
কালাকাম ভাঙ্গি কৈলু পয়ার নির্মাল।।
মৃগাবতী নামে আর পরীর নন্দিনী।
মিত্রজনে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী।।
মোরে আজ্ঞা দিলা পীর রচিতে পয়ার।
দেশী ভাষে রঙ্গ কথা লোকে বুঝিবার।।
আয়ুব নবীর কথা আছিল কিতাবে।
পয়ার না কৈলু তাহে মন্দ কহে সবে।।
সুরস কথন অতি দুক্ষ ব্যবহার।
কিঞ্চিৎ দেখিলুঁ তাহে প্রকাশি পয়ার।।

Dhaka University Institutional Repository

(২৮) কবি চুহর বিরচিত *মধুমালতি, দিলারাম ও সুজান চিত্রাবতী* [১৪১] কাব্যত্রয় রচনা করেছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত কাব্যত্রয়ের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

(২৯) কবি মোহাম্মদ জীবন বিরচিত *কামরূপ কুমার ও বানুহোছন বহরামগোর* [১৪২] কাব্যত্রয় রচনা করেছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি কাব্য তিনটির কোন হদিছ মেলেনি।

(৩০) ফজন্দীন বিরচিত *চন্দ্রখণ্ড* [১৪৩] গ্রন্থটি মধ্যযুগে লিখিত হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি গ্রন্থটির কোন পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়নি।

(৩১) আলি রাজা ওরফে কানু ফকীর বিরচিত *ষটচক্রভেদ* [১৪৪] নামে একখানা গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অদ্যাবধি গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির কোন হদিছ মেলেনি।

(৩২) জয়রামকৃত *গঙ্গামঙ্গল* [১৪৫] ১২৪৮ বঙ্গাব্দে লিখিত হয়। কিন্তু গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির কোন সন্ধান মেলেনি।

(৩৩) কবি আলাওল বিরচিত *শিরি খসরু* [১৪৬] নামক একখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার হয়েছিল কিন্তু এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

(৩৪) কবি আবদুল করিম খন্দকার বিরচিত *হাজারমসাইল ও তমীমআনসারী* [১৪৭] গ্রন্থের কোন পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(৩৫) কবি শ্রীআবদুল আলী বিরচিত *মনোহর মালতী* [১৪৮] গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই থানার জোরওয়ারগঞ্জে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দেখেছিলেন। এরপর আর উক্ত পাণ্ডুলিপিখানার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

---

[১৪১] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত–পুথি পরিচিতি–বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৫ (আজব শাহ ছমনরোখ)।

[১৪২] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি পরিচিতি' বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় – ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৪ ।

[১৪৩] সুলতান আহম্মদ ভূঁইয়া সম্পাদিত কবি ফৈজদ্দীন বিরচিত–শবে মেরাজ–বাংলা একাডেমী পত্রিকা পঞ্চবিংশ বর্ষ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ পৃ.৬।

[১৪৪] মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্র বিশারদ সম্পাদিত কবি আলি রাজা ওরফে কানু ফকীর প্রনীত–জ্ঞান সাগর–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩২৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ভূমিকা ৪–'এই সকল ভিন্ন তাহার রচিত ষটচক্রভেদ–গ্রন্থের কথাও শুনা যায়; কিন্তু আজ উহা আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই।'

[১৪৫] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি দ্বিজ মাধব প্রণীত–গঙ্গামঙ্গল–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পৃ ভূমিকা !০–৯০–'জয়রামকৃত 'গঙ্গামঙ্গল' আমরা দেখি নাই। উহা সন ১২৪৮ সনে লিখিত ও উহার শ্লোক সংখ্যা ৩৫০ বলিয়া কথিত। দুর্গাপ্রসাদ কৃষ্ণ নগরান্তর্গত উলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী'।

[১৪৬] ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ–আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য–ঢাকা ১৯৪০ খ্রি. পৃ.–'সম্প্রতি তাঁহার রচিত 'সিরি খসরু' নামক আর একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহা সংগ্রহের জন্য আমরা চেষ্টিত আছি। কিন্তু এ যাবৎ সফলকাম হই নাই।।

[১৪৭] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ–বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্য যুগ)-ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ.–'হাযার মাসাইল এবং তমীম আনসারীর' কোন পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পুস্তকগুলি অমুদ্রিত ছিল না।

[১৪৮] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুহম্মদ কবির বিরচিত–মধুমালতী–বাংলা একাডেমী , ঢাকা পৃ. ভূমিকা ছ– 'সন ১১০১ মঘীর (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে শ্রী আবদুল আলী সাং পরাগলপুর চট্টগ্রাম অনুলিখিত একখানা মধুমালতী কাব্যের পাণ্ডুলিপি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জোরওয়া রগঞ্জে দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ইহার শেষভাগের আবশ্যক অংশটুকু নকল করিয়া লইয়াছিলাম। অনেক চেষ্টা করিয়াও পুথিখানি হস্তগত করিতে পারি নাই। পুথিখানির শেষ অংশটুকু এই–

মনোহর মালতীর অকুল পিরীত।
গাহি সকল লোক মন হরষিত।।
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশি ভাষাএ মুঞি পঞ্চালী ভণিল।।
অন্ত অন্তে অন্ত রএ সিন্দু তার পাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজিরার পাছ।।
পণ্ডিত জনার ঘিন্না মূর্খের আহারী।
শিরে ধলি কাব্যকথা দিলুর সঞ্চারি।।
মোহাম্মদ সবিরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব শেষে এই কুল অইকুল।।

Dhaka University Institutional Repository

(৩৬) *৭৩, B ত্রিভুজ কথা* [১৪৯] নামক পুথিতে উল্লেখ আছে– পাণ্ডুলিপির নাম – *ত্রৈলোক্য পীরের পাঁচালী* কবি দ্বিজ মুকুন্দ - পাণ্ডুলিপিখানি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(৩৭) নারায়ন দাস ও বংশী দাস বিরচিত *মনসা পুথির* [১৫০] নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি বা প্রতিলিপিটি অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(৩৮) বিজয়গুপ্ত বিরচিত *ক্রিয়া যোগসার* [১৫১] পাণ্ডুলিপিটির নাম উল্লেখ আছে কিন্তু অদ্যাবধি উদ্ধার করা হয়নি।

(৩৯) চৈতন্য ও নিত্যানন্দ বিরচিত *আদিচিন্তামনি* [১৫২] নামক একখানা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু অদ্যাবধি উদ্ধার করা হয়নি।

(৪০) কবি সূদন রচিত *অশৌত সংক্ষেপ* [১৫৩] পাণ্ডুলিপির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করা হয়নি।

(৪১) কবি ভল্লব বিরচিত *মহাভারতের* (দ্রোণ পর্ব)[১৫৪] পাণ্ডুলিপিটির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু অদ্যাবধি উদ্ধার করা যায়নি।

(৪২) কবি বল্লভ বিরচিত *মহাভারতের* [১৫৫] (বন পর্ব) পাণ্ডুলিপিটির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধা করা হয়নি।

(৪৩) *১১৪০ নং পাণ্ডুলিপিটি* [১৫৬] নামহীন পুথি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।

(৪৪) *৬৩৫৬ নং পাণ্ডুলিপিটি* [১৫৭] নামহীন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় নি।

(৪৫) খুলনা জেলার নলধার গ্রামের অধিবাসী কবি গঙ্গারাম রচিত *উষাহরণ, সুদামচরিত ও সত্যনারায়ণের* [১৫৮] কাব্যের পাণ্ডুলিপি রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে খুঁজে সেই পাণ্ডুলিপিগুলোকে পাওয়া যায় নি।

---

[১৪৯] ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া কর্তৃক প্রণীত পাণ্ডুলিপি তালিকা–১ পৃ. ২৭ পুথিশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১৫০] ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া প্রণীত পাণ্ডুলিপি তালিকা–১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়–পুথিশালা পৃ. ৩৪৭।

[১৫১] প্রাগুক্ত–পাণ্ডুলিপির তালিকা–৩ , পৃ. ১২১৪ ।

[১৫২] প্রাগুক্ত–তালিকা-১ পৃ. ৯৯।

[১৫৩] প্রাগুক্ত–তালিকা-২ (ক) পৃ. ৪৭৮।

[১৫৪] প্রাগুক্ত–তালিকা-২ (ক) পৃ. ৪৯৪।

[১৫৫] প্রাগুক্ত–তালিকা-২ (ক) পৃ. ৫০৮।

[১৫৬] প্রাগুক্ত–তালিকা-২ (ক) পৃ. ৬২৯।

[১৫৭] প্রাগুক্ত–তালিকা–৬ .

[১৫৮] রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচিত কবি গঙ্গারাম দত্ত বিরচিত-রামায়ণ-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ৪৬ বর্ষ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি কি? এর উৎপত্তিকাল ও প্রকারভেদ। অনুলিখিত প্রতিলিপি ও অনুলিখনের ত্রুটির কারণ, প্রক্ষেপ, পুষ্পিকা এবং সংশোধন পদ্ধতি–

সাধারণত হাতের লেখা রচনাকে বাংলায় পাণ্ডুলিপি বলা হয়। ইংরেজীতে বলা হয় Manuscript. এই Manuscript কে ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে বলা হত 'কলমী পুথি'। এই কলমী পুথি সাধারণত খাগের বা পাখীর পালক বা অন্য কোন সূঁচালো দ্রব্য দিয়ে হাতে লেখা হত। এই কলমী পুথি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 'পাণ্ডুলিপি' নামে অভিহিত হয়ে আসছে। আবার অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পাণ্ডুলিপিকে 'পুথি' বলতে চান। মূলত পুথি ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

পুথি ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর রয়েছে। পাণ্ডুলিপি বলতে আমরা বুঝি হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ এবং পুথি বলতে বুঝায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের যাবনী মিশাল ভাষার রচনা যা সুরাকারে আসর জমিয়ে পড়া হত। বাংলা সাহিত্যে পুথির সূচনা হয় মোঘল আমলের শেষের দিকে। এই সময় সাধারণ মানুষ সাহিত্যের রস পিপাসা মিটানোর জন্য আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা, হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে কবিদের সৃষ্ট কাব্যের আসর জমিয়ে পাঠ করত। এই আসরে শ্রোতার সংখ্যা থাকত অনেক বেশী।

আধুনিক যুগে প্রাথমিক লিখিত খসড়াকে 'পাণ্ডুলিপি বা মুসাবিদা' বলা হয়। আধুনিক মুসাবিধা বা পাণ্ডুলিপি টাইপ করা বা কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে পাণ্ডুলিপি লেখা হত কাগজে, গাছের ছালে, বাকল, চামড়া, হাড়, তক্তা, ভোজ পাতা, তুলট কাগজ, তাল পাতা, তেরেট পাতা, খাগের গড়া, বাশেঁর চেড়া,কাপড় ইত্যাদিতে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পাণ্ডুলিপি ও পুথিকে এক করে দেখতে চান। আসলে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যে রকম পার্থক্য রয়েছে পুস্তক বা বই এবং পাণ্ডুলিপির মধ্যে। ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকের ব্যবধান তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন– 'মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিকে 'গ্রন্থ বা পুস্তক বা বই' বলা হয়। কোন কোন অভিধানে 'পাণ্ডুলিপি' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে 'প্রথম লিখিত খসড়া' বা 'মুসাবিদা'। এর অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ ছাপাখানায় যাবার পূর্বে একটি পাণ্ডুলিপি একবার কেন বহুবার পরীক্ষিত ও শোধিত হতে পারে। কিন্তু ছাপাখানা থেকে একবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হলে তা আর পাণ্ডুলিপি থাকে না–গ্রন্থ নামেই পরিচিতি পায়। এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকের মধ্যে একটি স্থূল পার্থক্য রয়েছে। ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক সংক্ষেপে বলেছেন– 'পাণ্ডুলিপি মুসাবিদা এবং শোধিত সাপেক্ষ, অপরদিকে গ্রন্থ যথাসাধ্য শোধিত এবং অনেককাল অপরিবর্তনীয়'[১]। এ প্রসঙ্গে জয়ন্ত গোস্বামী অভিমত দিয়েছেন–'আমরা পুঁথি বলতে বুঝি তালপাতা বা তুলট কাগজে ভূষো কালিতে হাতে লেখা গ্রন্থ। এগুলো প্রাক মুদ্রণ যুগের বই'[২]। জয়ন্ত বাবুর বক্তব্য সঠিক বলতে আপত্তি আছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনেক প্রাচীন এবং মধ্যযুগ অবধি বিস্তার। কাগজ আবিষ্কারের পরও প্রতিলিপি লেখা হত। পুথি মধ্যযুগের শেষভাগে- 'যাবনী মিশাল' ভাষায় লেখা হত। অর্থাৎ আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত হত এবং সেই পুথি সুরাকারে পড়া হত। শ্রোতা ছিল সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশে এই পুথি সাহিত্যের উৎপত্তি মোগল আমলে। কারবালার প্রান্তরে হযরত হাসান ও হোসেনের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই পুথি সাহিত্যের উদ্ভব। এর বিস্তার ছিল ইংরেজ আমল পর্যন্ত। সাধারণত কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছে– রোমান্টিক কাহিনী, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লৌকিক কাহিনী, অতি–লৌকিক কাহিনী। এর যথেষ্ঠ সাহিত্যিক মূল্যায়ন রয়েছে। কোন কোন পুথিতে কবিত্বের সাথে পাণ্ডিত্যের ব্যবধান পরিলক্ষীত হয়।

---

[১] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক– পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা– ২০০০খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৯।

[২] জয়ন্ত গোস্বামী– প্রাচীন পুঁথি গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ– কলকাতা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৭– 'আমরা পুঁথি বলতে বুঝি তালপাতা বা তুলট কাগজে ভূষো কালিতে হাতে লেখা গ্রন্থ'।

Dhaka University Institutional Repository

পুথি সম্পর্কে ড. কল্পনা ভৌমিক পুঁথিকে পুস্তকের সমার্থক শব্দ বলেছেন[৩]। আসলে তার মতকে মেনে নেয়া যায় না। কারণ উভয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশে মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে পুথির ব্যবহার পাওয়া যায়। এই সময় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের রচিত *গুলে বকাওলী, ইউসুফ জুলেখা, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, সোনাবান, আমীর হামজা, গাজী কালু চম্পাবতী, সত্যপীরের পাঁচালী, হিন্দু* কবিদের রচিত *নিমাই সন্ন্যাস, রাধাকৃষ্ণ, সত্য নারায়ণের পুথি, কুকির হামলা* ইত্যাদি পুথিসমূহ গণ–মানুষের সাহিত্যের রস পিপাসা নিবারণ করেছে। কোন কোন পণ্ডিত এই পুথিকে দোভাষী পুথি বলেছেন।

ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে গোটা পৃথিবীর যে কোন ভাষার বা যে কোন সাহিত্যের বাহন ছিল পাণ্ডুলিপি। বাংলা সাহিত্য এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার কবিবৃন্দ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন– তা পাণ্ডুলিপি নামে পরিচিতি পেয়েছে। কারণ তাঁদের লেখা ছিল হাতে। এবং ঐ সমস্ত লিখিত গ্রন্থগুলো প্রতিলিপির মাধ্যমে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, কাল থেকে কালে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয় শাসনকার্য, ধর্মকার্য, দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজেও পাণ্ডুলিপির বেশ ব্যবহার ছিল। রাষ্ট্রীয় ফরমান পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে জারী হত। মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনে ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করত। বলতে গেলে প্রত্যেক ঘরেই পাণ্ডুলিপির ব্যবহার ছিল। পাণ্ডুলিপির ব্যবহার একটা নিয়মিত কালচার হিসাবে প্রচরিত হয়।

কেন এই পাণ্ডুলিপি–

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের রস পিপাসা নিবারণের জন্যই পাণ্ডুলিপির ব্যবহার হত না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা, রাষ্ট্রীক অনুশাসন, ধর্মীয় আদেশ–নিষেধ ও উপদেশাবলী, সামাজিক কালাকানুন, অর্থনৈতিক হিসাব–নিকাশ, উৎসব–উৎসর্গ ইত্যাদি পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করা হত। পাণ্ডুলিপিই ছিল তখনকার সভ্যতার একমাত্র বাহন।

পাণ্ডুলিপির উৎপত্তি যে কখন হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে প্রাচীনকালের কোন এক সময় থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। সৃষ্টির প্রথমেই মানুষ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন নি।

শত শত বছরের প্রচেষ্টায় মানুষ লিপির রীতি পেয়েছে। প্রথমে চিত্রলিপি তারপর ভাবলিপি, অক্ষরলিপি এবং শেষে বর্ণলিপি পেয়েছে। লিপি সহজ ও সরল রৈখিক নয়। পৃথিবীর নানা ধ্বংস্তুপের বিভিন্ন পর্বতগাত্রে, গুহাগাত্রে, ধাতব পাত্রে, মৃতফলকে, চামড়ায় ও প্যাপীরাসে চিত্রিত, উৎকীর্ণ ও লিপিকৃত দুর্বোধ পাঠসমূহ মানুষ কঠোর সাধনায় উদ্ধার করে আধুনিক যুগে মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

পৃথিবীর অসম্ভব কাজ ছিল প্রাচীনলিপির পাঠোদ্ধারের সাথে প্রাচীন সাঙ্কেতিকলিপির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। যুগের পর যুগ তারা করেছেন– অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কঠোর সাধনা। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে আবিস্কৃত মিশরের রেজেটা স্টোনের পাঠ নির্নয়ে জ্যাঁ ফ্রাঁসোয়া শ্যাপেলিয় 'প্রাচীন গ্রিক ও ডেমোটিক' লিপির সাহায্যে 'হিয়োরোগ্লিফিক' লিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের প্রচেষ্টায়। ড. রোজনি ক্রিটিয় পাঠোদ্ধারে ফিনিশীয় প্রত্ন-ভারতীয় ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা লিপির সাহায্যে গ্রহণ করেছেন।

প্রাচীন লিপির পাঠ উদ্ধার কোন দিক থেকে আরম্ভ করবে– তা ছিল এক বিরাট সমস্যা। কোন কোন পণ্ডিত উল্টোদিক থেকে পাঠ করেছেন– ফলে পাঠোদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছেন। ড. রোজনিই পাঠোদ্ধারের সফল ব্যক্তি।

ড. রোজনি পাঠ করলেন বাম থেকে ডানদিকে। ক্রিটীয় দু-একটি অভিলিখনের মাঝে বা শেষে ছবি দেয়া থাকত। এ ছবিগুলো স্বাধীন দেশের নির্দেশ করত। এ থেকে গবেষকগণ সিংহাসন চিত্র এবং অভিলিখনের প্রাপ্তীস্থান মিলিয়ে একটি দেশের নাম আবিষ্কার করার সূত্র পেলেন। আবার ফিনিশিয় 'থ' বর্ণের সাথে ক্রিটীয় 'থ' বর্ণের সাদৃশ্য থাকায় সাদৃশ্যগত সূত্র পেয়েছিলেন ড. রোজনি। তিনি কাছাকাছি আরো কিছু লিপি ও ভাষার সাহায্যে ক্রিটীয়লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

---

[৩] ড. কল্পনা ভৌমিক – পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা – বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৭ – 'এই পুস্তক শব্দ থেকে উদ্ভব হয় পুথি শব্দ।'

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত ব্রিটিশ পুরা-অ্যাশিরিয় তত্ত্ববিদ এইচ, সি, রলিংসন মিশরীয় বাণমুখ লিপির সবচেয়ে দুরূহ স্তরের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন। বাণমুখলিপির পাঠোদ্ধারের একটি সহায়ক উপাদান মিলেছিল নেবুকাদনেজারের অভিধান আবিষ্কারের ফলে। এ্যাশিরিয় রাজা মেথুকাদনেজারের আমলের (খ্রি.পূ. ৭৫০ অব্দ) শতাধিক মৃৎফলকে উৎকীর্ণ অভিধান পাওয়া গেছে। এই অভিধানে সুমেরিয় বাণমুখলিপি বা কিউনিফর্মলিপির সেমেটিক অর্থ দেয়া ছিল। সেই সূত্র ধরে বাণমুখলিপির পাঠোদ্ধার সহজ হয়েছিল।

অনেক পণ্ডিত ও গবেষকবৃন্দ বিভিন্ন উপায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাধনায় পৃথিবীর আদিম সভ্যতার ইতিহাস উদ্ধোরের প্রয়াসে বিচিত্র সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধার সফল হয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে রলিংসন প্রভৃতির সাফল্য পরীক্ষার জন্য ব্রিটিশ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যগণ একটি গোপনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর চারজন বিখ্যাত সঙ্কেতলিপিবিদের নিকট একটি নব আবিষ্কৃত এ্যাশিরিয় কিউনিফর্মলিপির একই পাঠের চারটি অনুলিপি গোপনে সিলমোহর করে পাঠোদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। এই চার জনের নাম–রবিলিংসন, তালবুত, হিংক্স এবং ওপার্ট। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে যাঁর যাঁর মতো করে প্রেরিত পাঠের অর্থোদ্ধার করে পুনরায় সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। সোসাইটির কমিশন চারটি পাঠ পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখেন, প্রত্যেকের উদ্ধারকৃত পাঠ সম্পূর্ণ নির্ভুল, যথাযথ এবং অভিন্ন। এ ঘটনায় শুধু রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি নয়, তাবৎ পৃথিবীর পণ্ডিতবর্গ হতবাক হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্ধারকৃত পাঠ বিস্তারিত বর্ণনাসহ পরে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। আর এর বছর দশেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল এ্যাশিরিয় ভাষার ব্যাকরন। এঁদের গবেষণা কর্মের পাশাপাশি আরো অনেক পণ্ডিত এগিয়ে এসেছেন। ই.এ.ওয়ালিস রচনা করেন–Egyptain Language Easy Lessons in Egyptain Hieroglyphics. এসব আলোচনা ও গবেষণার বিবরণ কিউনিফর্মলিপির পাঠোদ্ধারকে সহজ এবং ত্বরান্বিত করেছে। ফলে Today Countless students are able to read Cuneiform Writing.

পাশ্চাত্যে এখন বিপুল সংখ্যক সঙ্কেত লিপিতত্ত্ববিদ আছেন। জ্ঞানের এ শাখা–প্রশাখার আরো ব্যাপ্তী ঘটেছে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে একেকটি শাখার উপর কাজ করে নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ আবির্ভূত হয়েছেন। প্রাচীনলিপির পঠন–পাঠনে চার প্রকার ধারার সৃষ্টি হয়েছে– (১) প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বর্ণনামুলক তালিকাগ্রন্থ (২) প্রাচীনলিপির পাঠোদ্ধার পদ্ধতির শাস্ত্র (৩) প্রাচীন ভাষা ও লিপিসমূহের অভিধান গ্রন্থ (৪) প্রাচীন ভাষা লিপির ব্যাকরণশাস্ত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বেশ এগিয়ে রয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে – সে সবের ব্যাপক পঠন পাঠন অদ্যাবধি শুরু হয়নি। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠানিক চর্চায় সে সব লিপিশাস্ত্র প্রায় অনুপস্থিত।

এশিয়ায় চীনের তুর্কিস্থানে 'তুংহুয়াং' নামে একটি শহর ছিল। এই শহরের উপকণ্ঠে আছে 'হাজার বুদ্ধের গুহা'। পাহাড় কেটে গুহাগুলো নির্মান করা হয়েছিল। মূলত এই গুহায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন। তাঁদের বিধি বিধান যা লেখা হত, তা এখানে রক্ষিত থাকত। এই গুহায় পাওয়া গেছে বর্তমান বিশ্বের প্রথম ও প্রাচীন মুদ্রিত বই। গুহাগুলো ছিল বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র তীর্থ। এখানে অনেকগুলো গুহা আছে। তন্মধ্যে দুটি গুহায় পাওয়া গেছে বুদ্ধদেবের বিশাল প্রতিকৃতি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চাঁদা তুলে গুহাগুলোর সংস্কার করানোর সময় ৯ (নয়) বর্গফুট আয়তনের একটি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়। উক্ত গুহা থেকে প্রায় পনেরো হাজার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। পাণ্ডুলিপিগুলো পঞ্চম থেকে দশম শতকের মধ্যে সংগৃহীত হয়।

ড. অরেন স্টেইন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে ১৫০০ (পনেরো শত) পাণ্ডুলিপির রোল সংগ্রহ করেন এবং তা তিনি ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো এশিয়ার সবচেয়ে পুরাতন পাণ্ডুলিপি। এশিয়ার দ্বিতীয় পুরাতন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন নেপালের রাজদরবারের লাইব্রেরী থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* ; এগুলো লেখা হয়েছিল ৬৫০–১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে *হাজার বছরের পুরাণো বাঙ্গালা ও দোহাকোষ* নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে সম্পাদনাকারে প্রকাশ করেন। *দোহাকোষখানি* প্রফেসর ব্যান্ডেল জাপানে নিয়ে যান। *দোহাকোষখানির* পাণ্ডুলিপিখানা জাপানের (টোকিও) জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এশিয়ার তৃতীয় পুরাতন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের কাকিল্যা গ্রাম থেকে। পাণ্ডুলিপিটির লেখক ছিলেন কবি বড় চণ্ডীদাস; গ্রন্থটির নাম ছিল

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের লিখিত ও লিপিকরের অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো আবিস্কৃত হতে থাকে। এই পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে রয়েছে আমাদের জাতীয় পরিচয় এবং জাতীয় ইতিহাসের তথ্যসূত্র। এই পাণ্ডুলিপিগুলো তৎকালীন মানুষের সাহিত্যের রস পিপাসা মিটাতো।

পাণ্ডুলিপির প্রকারভেদ–

পাণ্ডুলিপি সাধারণত দুই প্রকার। যথা–

(১) রচয়িতার স্ব-হস্তলিখিত (Autugraphy)

(২) প্রতিলিপি (Transmited)

জয়ন্ত গোস্বামী প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির শ্রেণীভেদ করেছেন ৯ (নয়) প্রকার। যথা– (১) উপকরণগত (২) অবয়বগত (৩)চরিত্রগত (৪) উদ্দেশ্যগত (৫) অঞ্চলগত (৬) কালগত (৭) রচনাকালগত (৮) অঙ্গগত (৯) ধারাগত [৪]।

জয়ন্ত গোস্বামীর এই শ্রেণীভেদ মানা সম্ভব নয়। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বলেছেন তিন প্রকার। যথা–

(১) স্ব–হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।

(২) প্রতিলিপি।

(৩) তস্য প্রতিলিপি।

ড. আবদুল কাইউম তিন প্রকার বললও প্রধানত দুই প্রকারের উপর জোর দিয়েছেন। কারণ প্রতিলিপি থেকে উদ্ভব হয় তস্য প্রতিলিপির। তস্য প্রতিলিপি অবলম্বনে লিখিত অনুলিখিত প্রতিলিপিকে আমরা কি বলব? অনুকরণমূলক প্রতিলিপি না অনুলিখিত প্রতিলিপি। প্রতিলিপি, তস্যপ্রতিলিপি ও অনুকরণমূলক প্রতিলিপি লিখনে কোন ব্যবধান নেই। ফলে এ ধরনের প্রতিলিপিকে অনুকরণমূলক প্রতিলিপি বলব।

স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি–

প্রাচীন ও মধ্যযুগে কাগজ আবিস্কৃত না হওয়ায় কবি বা লেখক সম্প্রদায় বিভিন্ন বস্তুতে লিখতেন। লিখন কার্যে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ব্যবহার করা হত। তাঁরা লিখতেন সাধারণত–পাথর, তামার পাত, চামড়ায়, হাড়, তুত পাতা, নোনা পাতা, ভোজ পাতা, তাল পাতা, কলা পাতা, তেরেট পাতা, গাছের বাকল,বাশের কঞ্চি, খাগের গড়া, কাপড়, হাতের তৈরী কাগজে। এগুলির নির্দিষ্ট কোন আকার প্রকার ছিল না। এজন্যে দেখা যায় উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিগুলো বিভিন্ন সাইজের। পাণ্ডুলিপিগুলো বিভিন্ন দ্রব্যের উপর লেখা হত।

শিলা–

ভারতীয় উপ মহাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পাথরে বা বিভিন্ন শিলায় লিখিত শিলা লিপির প্রচলন ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে এদেশে লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এবং সে সভ্যতা ছিল তাদের নিজস্ব সভ্যতা। মহেনজোদারো ও হরপ্পার সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন–তা প্রমাণ করেছে। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীল মহরগুলো কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার পূর্বে : লিখন পদ্ধতির প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করে। এ প্রসঙ্গে জন মার্শালের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ–তিনি বলেন "মাটির ফলক বা সীলমোহরের বাইরে সিন্ধু লিপির ব্যবহারের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া না গেলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে ভূর্জপত্র, তালপাতা, চামড়া, কাঠ বা কাপড়ে সিন্ধুলিপি লিখিত হয়েছিল। কিন্তু সে উপকরণগুলি অপেক্ষাকৃত কম টেকসই হওয়ায় তা কালের অতলে হারিয়ে গেছে[৫]।"

[৪] জয়ন্ত গোস্বামী–প্রাচীন পুঁথি গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ–কলকাতা পৃ. ৩৫

[৫] Marshall Mohenyo doro and the Indus Civilization 1931 Vol- I Page 40.

Dhaka University Institutional Repository

লিখনকার্যে পাথর, শিলা ব্যবহার হত। শিলালিপিতে রাষ্ট্রীয় ফরমানসহ সাহিত্যকীর্তিও খোদাই করে লিখিত হত। *ললিত বিগ্রহরাজ* নাটকটি শিলালিপিতে লিখিত হয়েছিল বলে জানা যায়। *জৈন স্থলপুরাণের* লিখিত নিদর্শন শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

ধাতব পদার্থ –

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধাতব পদার্থে লিখনের প্রচলন ছিল। বিশেষ করে রাজকীয় ফরমান, দানপত্র ও বৈষয়িক দলিল দস্তাবেজ ধাতব পাত্রে খোদাই করে লিখিত হত। ধাতব পদার্থের মধ্যে তাম্র পত্র বা ফলকের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। তক্ষশিলায় বৌদ্ধস্তুপে খরোষ্ঠি লিপিতে লিখিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পত্রের বেশ কয়েকটি নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে[৬]। ফা-হিয়েন আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দের এক বিবরণীতে বুদ্ধের বিভিন্ন আকারের তাম্রপাত্রের ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন আকারের তাম্রপত্রের ব্যবহার ছিল। জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে– বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে গুপ্ত, পাল, সেন আমলের বিভিন্ন তাম্রপাত্র[৭]। এগুলো সে আমলের ইতিহাস–ঐতিহ্য এবং প্রাচীন লিপির নিদর্শন।

শিলা বা পাথর–

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন আকারের পাথরে লেখা হত। পাথরে চিকন ছেনি দিয়ে খোদাই করে লেখা হত। শিলালিপিতে রাজকীয় ফরমানসহ সাহিত্যকীর্তি লেখা হত। *ললিত বিগ্রহরাজ* নাটকটি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে জানা যায়। এমন কি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ জৈন স্থলপুরাণের নিদর্শন পাওয়া গেছে[৮]। কুমিল্লা রামমালা রির্সাচ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে শেরশাহের আমলে একখানা খোদাই করে লিখিত কষ্টি পাথর। ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে অনেকগুলো শিলালিপি।

ইট–

মোঘল আমলে বিশেষ বড় বড় মসজিদ তৈরী করে তার স্থাপিত স্থান ইটের উপর উৎকীর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশে এমন নজীরের অভাব নেই। এ ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (ভারতের) ইটের গায়ে উৎকীর্ণ কতকগুলো বৌদ্ধ সূত্রের নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। কাষ্ঠের উপর লিখনের পরে তার উপর ইট তৈরী করা হত। বিশেষ করে ইটের উপরে ফার্সী হরফের ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

ভোজপাতা –

ভোজগাছের গাছের বাকলেও পাতায় লেখার প্রচলন অনেক পূর্ব থেকেই ছিল। ভোজ গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Betule otilis। গাছগুলো বেশ লম্বা হয়। ভারত, জাপান, আফগানিস্থানে এ গাছ জন্মে। রোগ নিরাময়ে আর্য়ুবেদীয় শাস্ত্রে এর চমৎকার ব্যবহার রয়েছে। তাই সংস্কৃত ভাষায় একে সুচর্যা বা চর্মদ্রুম বলা হয়[৯]।

আলেকজান্ডারের পাক-ভারত বিজয়কালে তার অধীনস্থ সেনাপতি কার্টিয়াস এ দেশে ভোজপাতায় লেখার প্রচলন দেখেছিলেন। ভোজপাতায় লিখিত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি *খরোষ্ঠীধর্ম্মপদ* [১০]। যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে ভোজপাতায় লিখিত *রাধাকৃষ্ণ* বিষয়ক একখানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে তাবিজ লেখার কাজে ভোজপাতা ব্যবহৃত হয় (হুযুর, ফকীর, খোনকার, বৈদ্যরা এর ব্যবহার করে থাকে)।

সূতি কাপড় –

সুতি কাপড়ে বিশেষ করে রাজা-বাদশারা ফরমান লিখে পাঠাতেন। মধ্যযুগে দলিল লিখনের কাজে সূতির কাপড়ের ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সূতিকাপড়ের উপর তেতুল গাছের বীচি বেটে প্রলেফ দিয়ে তার

---

৬ Cultural Heritaage of Pakistan Department of Archaelogy in Pakistan 1966 Plate Ixiv.

৭ ড. আবদুল কাইউম–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা–চট্টগ্রাম ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ পৃ. ৪।

৮ প্রাগুক্ত–পৃ. ৫।

৯ জয়ন্ত গোস্বামী–প্রাচীন পুঁথি গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ–কলকাতা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯।

১০ প্রাগুক্ত–পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে সাদা বা কালো কালি দিয়ে লেখা হত। মোঘল ও পাঠান এবং নবাবী আমলের অনেক ফরমান কাপড়ে লিখিতাকারে পাওয়া যায়। কুমিল্লা রামমালা রির্সাচ লাইব্রেরীতে মোগল আমরের শেষের দিকে কাপড়ে লিখিত ফরমান সংরক্ষিত আছে।

কাষ্ঠ ফলক বা তক্তা –

কাষ্ঠ ফলকে লেখার প্রচলন ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল। কুমিল্লার রামমালা রির্সাচ লাইব্রেরীতে কাষ্ঠ ফলকে বা তক্তায় লেখা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। কাষ্ঠ ফলকে লেখা একটি পাণ্ডুলিপির প্রাচীন নিদর্শন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি আসাম থেকে সংগৃহীত হয়েছিল[১১]।

তালপাতা –

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে ভারতবর্ষে লিখনকার্যে তালপাতার ব্যবহার ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ শতকেও তালপাতার ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। নেপালে রাজকীয় অভিলেখায় চর্যাপদের তালপাতায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। ঢাকায় আর্কাইভসে অনেকগুলো তালপাতার পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালা, বাংলা একাডেমী, যশোর কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, কুমিল্লার রামমালা রির্সাচ লাইব্রেরীতে বেশ কিছু সংখ্যক তালপাতার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাক–ভারতে ব্যবহৃত তালপাতার বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। (ক) ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে তালপাতায় কালি দিয়ে লেখা হত। তারপর তাতে কালো কালি দিয়ে রং করা হত। (খ) তালপাতায় লিখিত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থসূত্রের সাহায্যে পত্রমালিকায় গ্রথিত হত। তালপাতার পরম্পর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। গ্রন্থসূত্র শব্দটি বর্তমানে ভিন্নার্থক হলেও পাণ্ডুলিপির যুগে বিশেষ করে তালপাতার পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থসূত্র ব্যবহার হত। তালপাতার ঠিক মাঝ বরাবর লোহার শলাকা দিয়ে ছিদ্র করা হত। ছিদ্রের আশেপাশে কিছু অংশ খালি রাখা হত। যাতে পাতা ছিদ্র করার সময় কোন অক্ষর ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো প্রায় একই প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলো পাতার মাপে কাঠের বাক্সের মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিশেষ করে হিন্দু পাণ্ডুলিপিগুলো পূজা–পদ্ধতিতে ব্যবহার হত। বিশেষ করে তালপাতা, তেরেট পাতা, তুতপাতা, লোনা ও বটগাছের বাকলেও পাণ্ডুলিপি লেখার প্রচলন ছিল। কুমিল্লার কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কলাপাতায় লিখিত বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

চামড়া –

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত অন্যান্য পাণ্ডুলিপির ন্যায় পশুর চামড়ায় লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখা যায়। তবে তার সংখ্যা খুব কম। বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর বেশীরভাগ চামড়ায় লিখিত হত। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বিশেষ করে আল কুরানের আয়াতগুলোর কিছু সংখ্যক চামড়ায় লিখিত অবস্থায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের আরকাইভসে সংরক্ষিত আছে এবং ইরানের কালচারাল একাডেমীতেও আল কুরানের আয়াত চামড়ায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে চামড়ায় লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলির অধিকাংশই খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। কিন্তু পণ্ডিতগণের মধ্যে 'খরোষ্ঠী' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ গাধার চামড়া। কোন কোন। ঐতিহাসিক, আগাষ্টাস সীজারের নিকট জনৈক ভারতীয় রাজকর্মচারী কর্তৃক প্রেরিত চামড়ার পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করে থাকেন[১২]। বাংলাদেশে প্রাপ্ত চামড়ার পাণ্ডুলিপি 'হরিণের চামড়া'য় লিখিত।

---

[১১] ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা–চট্টগ্রাম ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ পৃ. ৩।
[১২] প্রাগুক্ত – পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশের কঞ্চি –

বাংলাদেশে বাঁশের কাঞ্চিতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ে সংরক্ষিত এই ধরনের একটি পাণ্ডুলিপি আছে। বাঁশ কেটে তা ছেঁচে চ্যাপটা করে লিখিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায় বাঁশের কাঞ্চিতে লেখা একটি *ঠিকুঁজী* রয়েছে। যা গণনার কাজে ব্যবহার করা হত। এটি একটি গণনা শাস্ত্রের উদাহরণ।

খাগের গড়া –

খাগের গড়ায় লেখা পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। কাগজ আবিষ্কার না হওয়ায় তখনকার মানুষ শন জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ কেটে তা সিদ্ধ করে কেটে রশি দিয়ে ঠাস বুনন করা হত। তারপর কালি দিয়ে লেখা হত। কুমিল্লার রামমালা রির্সাচ লাইব্রেরীতে খাগে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

কাগজ –

আধুনিক বিশ্বে লিখনকার্যে কাগজ ব্যবহার হচ্ছে। ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে কাগজে লিখিত কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে বিভিন্ন উদ্ভিদের সাহায্যে হাতে তৈরী করা হত তুলোট কাগজ। কাগজগুলো হত সাধারণত চৌকা সাইজের। চৌকা সাইজের কাগজগুলোকে দু'ভাজ করে নেয়া হত। অনেকে দু'ভাঁজ রেখেই সেই অবস্থায় সামনে পিছনে–অর্থাৎ দুই পৃষ্ঠাতেই লিখতেন। অনেকে আবার দু'ভাঁজ কাগজ কেটে নিয়ে মসৃন অংশে লিখতেন। বাংলাদেশে এ দুই অবস্থায় পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত দু'রকমের পাণ্ডুলিপি আছে। কাগজগুলো বিভিন্ন সাইজের হত ১০ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি, সাড়ে ষোল ইঞ্চিও সাড়ে চার ইঞ্চি। ইত্যাদি প্রকারের।

গ্রন্থচ্ছদ বা গ্রন্থপট্ট বা গ্রন্থাচ্ছাদন –

ধুলা বালি, পোকা মাকড় ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য তৎকালীন মানুষেরা গ্রন্থাচ্ছদ ব্যবহার করতেন। এই গ্রন্থাচ্ছদকে কথ্য ভাষায় 'পট' বলে থাকেন। এগুলি চতুষ্কোনাকৃতি হত এবং বেশ পুরু করা হত। পাণ্ডুলিপিকে গ্রন্থচ্ছদ দিয়ে পেছিয়ে বেঁধে রাখা হত।

কালি –

পাণ্ডুলিপি লেখা হত হাতে বানানো কালি দিয়ে। হাতে বানানো কালি সংরক্ষণের জন্য দোয়াতের ব্যবহার ছিল। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত দোয়াতকৃতি পাত্র প্রমাণ করে– সে যুগে কালি তৈরী করে দোয়াতে সংরক্ষণ করা হত এবং মৃতপাত্রের দোয়াতের ব্যবহার ছিল প্রমাণীত হয়েছে। বিভিন্ন উপায়ে তৎকালীন মানুষেরা কালি তৈরী করতেন। বাংলার প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কালি সম্পর্কিত কবিতা রয়েছে। এ জাতীয় দুটো ছড়া ড. আবদুল কাইউম তুলে ধরেছেন –

(১) তিন ত্রিফলা শিমুল ছালা।
ছাগদুগ্ধ দিয়া তেলা।।
লোহা দিয়া লাহাই ঘাসি।
ঘসী বলে অকাট বসি।। (পৃ. ৫)

(২) লোধ লাহা লোহার গুড়ি।
অর্কাঙ্গার যবার কড়ি।।
গাবের ফল হরিতকী।
ভৃঙ্গার্জ্জুন আমলকী।।
বাবলা ছাল জাঁটির রস।
ডালিম সেছে করিবে কষ।।
ভেলায় কর‍্যা এক আলি।
চারি যুগলা উঠবে কালি।। (পৃ. ৬)

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় বিভিন্ন উপকরণে প্রস্তুত এই কালির রং হত কালো ঘন ও দীর্ঘস্থায়ী। কালি দেখা যায় ৩০০/৪০০ বছর পূর্বের লিখিত পাণ্ডুলিপির কালির রং এখন উজ্জল রয়েছে। পাণ্ডুলিপির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রংয়ের কালি ব্যবহৃত হত এবং পাণ্ডুলিপির চর্তুপার্শে আলপনা এঁকে দিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে। তা কখনো কখনো লাল কালিতে দেয়া হত। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার Artistic Degin এ দেয়া হত।

পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে ভুলের প্রক্রিয়া –

স্ব-হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি দু'প্রকার। যথা –

(ক) পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি

(খ) খন্ডিত পাণ্ডুলিপি।

লেখকের স্বহস্থলিখিত পাণ্ডুলিপি সাধারণত অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ধরনের পাণ্ডুলিপিতে পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপিতে কবির নাম, লেখার সন ও তারিখ পাওয়া যায়।

কোন স্ব-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে লিখিত হয় প্রতিলিপি। প্রতিলিপি লিখনে লিপিকর মনের অজান্তে অনেক ভ্রান্তি করে বসেন এবং কোন কোন অংশ লিখতে ভুলে যান অথবা বাদ দিয়ে লিখে যান। এই ধরণের পাণ্ডুলিপিকে বলা হয় খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশী। লিপিকরকৃত অনুলিখিত প্রতিলিপিই খণ্ডিত হবে; সে কথা সম্পূর্নরূপে বলা যাবে না। লেখকের স্ব-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি লেখার পর সংরক্ষিত অবস্থায় যে কোন কারণে কিছু অংশ হাড়িয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। তখন এ ধরনের পাণ্ডুলিপিকে খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি বলা যাবে। তবে অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিতে ভুলের সংখ্যা বেশী থাকে।

পাণ্ডুলিপি নকল করা সেকালে একটি অভিজাত পেশা ছিল। হাতের লেখা ভাল হলে যে কোন মানুষ লিপিকর হতে পারতেন। এখানে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকলেই এ পেশা গ্রহণ করতে পারতেন। পাণ্ডুলিপি যারা নকল করতেন তাঁদেরকে বলা হত লিপিকর। আধুনিক বাংলায় বলা যায় "অনুলেখক"। এটি একটি সম্মানজনক পেশা ছিল। মধ্যযুগের অনেক মুসলিম নরপতি 'লিপিকরে'র পদ গ্রহণ করে বাড়তি আয় করতেন। এবং সে আয় দ্বারা সংসারধর্ম নির্বাহ করতেন। সুলতান নাসিরুদ্দিনের নাম এ প্রসঙ্গে এসে যায়।

প্রাচীনকাল থেকেই এ পেশা চলে এসেছে। ড. আবদুল কাইউমের মতে–চর্তুদশ শতকে পেশাদার পাণ্ডুলিপির অনুলেখকচক্র 'লিপিকর' নামে আত্মপ্রকাশ করেন। এর পূর্বের অনুলেখক সৌখিন লেখক হিসাবে বিবেচিত হত। কালের পরিবর্তনে 'লিপিকর' শ্রেণীর নামে পরিবর্তন হয়। সপ্তম, অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত 'দিবিরপতি' নামে পরিচিতি লাভ করে। অষ্টমশতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত 'দিবিরপতি' 'কায়স্থ' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে লিপিকরের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়– করণক, করণিক, শাসনিক, ধর্মলেখনি প্রভৃতি[১৩]।

লিপিকরেরা মূল পাণ্ডুলিপি অনুসরণে লিখতে গিযে বানান ভুল করত। এই ভুল হত অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিজাত ভ্রম। অঞ্চলভেদে বানানের ভুল হত, বর্ণচ্যুতি, অযত্নজাত বর্ণ বিকৃতি, পূর্বলেখার অস্পষ্টতা, বর্ণ বিপর্যয় ইত্যপ্রকার ভুল হত। এই ভুল সংশোধনের জন্য এক শ্রেণীর পাঠকের সৃষ্টি হয়। পাঠক পাঠ করে পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির ভুল সংশোধন করে দিত। এ জন্য এ শ্রেণীকে সংশোধক বা পাঠক বলা হয়। এই পাঠক শ্রেণী পাণ্ডুলিপি পাঠ করে নিজ পরিচয় দিত। যেমন –

> সাড়ে তিন প্রহর সমএ সমাপ্ত হইল।
>
> পাঠক শ্রী মাধব চন্দ্র সঁ তাতি।।
>
> (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পুথি নং -১৭৫ পৃ. ৫৫০)

পাণ্ডুলিপির কোন পাঠক না সংশোধক নেই। কারণ মূল কবি লিখেন- তাই তা আদিম পাঠরূপে অভিহিত হয়েছে। এখানে ভূলের সংখ্যা নিতান্ত কম এবং পাণ্ডুলিপিতে কোন প্রক্ষেপের স্থান নেই।

---

[১৩] প্রাগুক্ত – পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপি দেখে লিপিকার যা লিখেন তা 'প্রতিলিপি' নামে আখ্যয়িত। এই প্রলিপিতে নানা কারণে ভুলের বিস্তার ঘটে। এই ভুল সংশোধনের জন্য 'পাঠকশ্রেণী বা সংশোধক শ্রেণী'র আবির্ভাব হয়েছে। এই পাঠক শ্রেণীরা ছিল উচ্চাভিলাসী। তারা প্রতিলিপির ভুলের সংশোধন করতে গিয়ে মহাভুলের অবতাড়না করেছেনে। অনেক সময় তারা মূল কবির নাম বাদ দিয়ে লিপিকরকে কবি বানিয়েছেন। কবীন্দ্র মহাভারত এবং কবি সঞ্জয়ের মহাভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেই পাঠকশ্রেণীর কীর্তিকলাপ প্রত্যক্ষ করা যাবে। কারণ এরা প্রতিলিপিতে ভুলের জগত তৈরি করেছেন। যদি ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম এই পাঠক শ্রেণীকে স্বচ্ছ মনে করেছেন। তিনি যদি প্রতিলিপি পাঠ করতেন–তবে তাদেরকে স্বচ্ছ বলতেন না। এবং তাদের সংশোধনকৃত প্রতিলিপিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন না।

পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য 'মালিক' শ্রেণীর উদ্ভব হয়। স্ব-হস্ত পাণ্ডুলিপি দেখে লিপিকর লিখতেন। তিনি তার নাম ঠিকানা ও রচনার তারিখ এবং প্রতিলিপির মালিকের নাম লিখে দিতেন। যেমন–

{পুস্তকের মালিক শ্রীজুত সাধিবর ওলদে সাং জলদি লেখীলং শ্রীহিন মাহাম্মদ বছির ওলদে শ্রীজুত ছোট ঠাকুর।}

পুস্তকের মালিক জে সেই মোহাজন।
'আছিল পুরুষ বর ছিরি হারি ধন।
শ্রীজুত ঠাকুর নামে তাহান নন্দন।।
তান শ্রেষ্ঠ তনএ ইনুচ মোহামতি।
দেআঙ্গ সহরে জান তাহান বসতি।।
তাহান অনুজা সভানের সিস্য হএ।
পতিম বছির নাম সর্ব্ব জনে কএ।।
অতিসাত ধর্ম্মহীন বালক বএস।
শ্রোতের শ্রোতালি ন বোজে বিশেষ।।
পুরাণি লিখক নহে সিক্ষুক নবিন।
বল শক্তি বুদ্ধি সুদ্ধি সাদু মতিহিন।।
মোঞি অপরাদি দুস খেমিয়া পড়লক।
আখি জুগে জথা দৃষ্টি লেখীল পুস্তক।।
চারুতল রমাসৃল নামে জলদি গ্রাম।
মোহা ২ মনুস্য বেসএ সেই ঠাম।।
সে দেশে পুরুসবর আব্দুল আজিত।
সর্ব্বগুণে বিসারদ প্রভু ভাবে নিত।।
তান সুতন এ নামে ছিরি সাধিবর।
ছিরি কালাগাজি তান কনিষ্ঠ সোদর।।
লেখিল পুস্তক আমি তাহার কারন।।[১৪]

[ইতি ১১১৮ সন মঘি তারিখ সাহে ৫ মাগ রোজ ষুক্রবার বেলি অবশেষ পুস্তক সমাপ্ত।]

ভুল মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি মানুষের ক্রিয়া কর্মের মধ্যে, লিখনেও হয়ে থাকে। পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি লিখনে এর ছাপ রয়েছে। ড. আবদুল কাইউম এ ধরণের ভুলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা–

(১) অক্ষর, শব্দ বা চরণের ভুল লিখন।
(২) অক্ষর, শব্দ, চরণ বা অনুচ্ছেদের পরিবর্জন।
(৩) অক্ষর, শব্দ, চরণ বা অনুচ্ছেদের সংযোজন।

---

[১৪] যুথিকা বসু ভৌমিক–বাংলা পুথি পুষ্পিকা–কলকাতা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৬১ .

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপিতে এই ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়া অশোকলিপি থেকে চলে এসেছে। অশোক লিপিতে সংশোধিত শব্দ বা অক্ষর–চরণের নীচে বা উপরে সংযোজিত হতো। কিন্তু সে সংশোধনের চিহ্নটি কোন চরণের কোন অক্ষরে তার কোন নির্দেশ থাকতো না। পরবর্তীকালে সংশোধন নির্দেশক চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা হত।

(ক) কোন অশুদ্ধ শব্দ, অক্ষর বা চরণ সংশোধন করা হত, অশুদ্ধ অংশের উপরে বা নীচে বিন্দু বা অপর কোন চিহ্ন দিয়ে বুঝাত। সংশোধিত অংশটি লেখা হত সংশ্লিষ্ট চরণের উপরে তথা নীচে বা জায়গার অভাব হলে পাশে লেখা হত।

(খ) বর্জন বা বিচ্যুতিজাত ভুল সংশোধনের জন্য কাকপদ, স্বস্তিকা, কাটা চিত্র, যোগচিত্র, তারকাচিহ্ন, হংসপদ প্রভৃতি চিহ্ন দিয়ে বুঝাত। এ ক্ষেত্রে সংযোজিত শব্দ বা অক্ষর বা চরণ সংশ্লিষ্ট ভুল শব্দটির পাশে, উপরে বা নীচে লেখা হত।

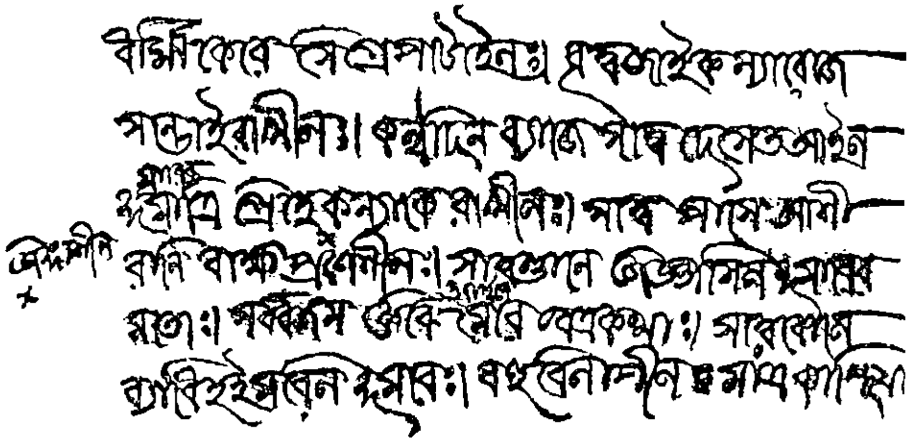

অনুলিখিত প্রতিলিপির ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ–

কবির বা লেখকের স্ব-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়া পাণ্ডুলিপির পাঠ সমালোচনায় দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হচ্ছে প্রতিলিপি বা অনুলিপি। প্রতিলিপি হচ্ছে স্ব-হস্তলিখিত লিপির পরবর্তী স্তরের প্রমাণ্য দলিল। এই প্রতিলিপিগুলো বিভিন্নভাবে অনুলিখিত হয়ে থাকতে পারে। এভাবে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পর পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপি এবং প্রতিলিপির পর প্রতিলিপি অনুলিখনের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি পাঠের বিস্তার লাভ করেছে। ফলে আমরা পাণ্ডুলিপি > প্রতিলিপি > তস্যপ্রতিলিপি ইত্যাদি নামের সাথে পরিচিত হচ্ছি। এই পরিচয়ের সাথে আমরা নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথেও সম্যক ধারণা লাভ করছি এবং তার সমাধানের পথও পাচ্ছি।

আধুনিক যুগে ফটোকপির মাধ্যমে প্রতিলিপির সৃষ্টি করার সহজ উপায় বের হয়েছে। এটি হচ্ছে যথার্থ আলোকচিত্র বা প্রতিকৃতি। এই পদ্ধতিতে ভুলের আশঙ্কা নেই বলা যায়। কারণ এটি হাতের অনুলিপি নয়। লিপিকর যে পাণ্ডুলিপি দেখে নকল করে তা আদর্শ পুথি বা Exemplar নামে পরিচিত। সে রকম আদর্শ পুথির সাথে হুবহু মিলবে না। লিপিকৃত অনুলিপিতে ভুল–ভ্রান্তির অবকাশ থাকে।

পাঠ বিকৃতির কারণ –

বাংলাদেশে কেন এর বাইরেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের হাতে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের অনুসরণে পেশাদার লিপিকরগণ একাধিক অনুলিপি তৈরী করতেন। অনুলিপি পরম্পরায় ভুলের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলত। সুতরাং একটি বিশেষ গ্রন্থের যদি দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং তাদের লিপিকালের ব্যবধান যদি দুশো বছর বা তার চেয়ে কিছু কম সময়ের পূর্বে হয়। এই দুটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভুলের ব্যবধান কম বেশি হবে। এবং পাঠ বিকৃতির সংখ্যা কম-বেশী হবে। এখানে দেখা যাবে পূর্বের পাণ্ডুলিপির চেয়ে পরের লেখা প্রতিলিপিতে ভুলের সংখ্যা এবং পাঠ বিকৃতি বেশী। একাধিকবার লেখা পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে ভুল ও পাঠ বিকৃতির কারণ রয়েছে। যথা –

Dhaka University Institutional Repository

(১) দৃষ্টিজনিত ভুলের কারণে ভুল ও পাঠ বিকৃতি হতে পারে (Visual Error)।
(২) মনস্তাত্ত্বিকজনিত ভুল (psychological Error)।
(৩) মূল পাণ্ডুলিপি পাঠের অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা (Incomprehnsibility)।
(৪) অনেক সময় বর্ণ, শব্দ বা চরণের পারস্পারিক স্থান পরিবর্তন (Anagrammatism)।
(৫) দ্বি-লিখনজনিত কারণ (Dittagraphy)।
(৬) ছাড় (Lipography)।
(৭) চরণবাদ পড়া বা ছাড় (Line of lipography)।
(৮) ভুলক্রমে শব্দ বাদ পড়া (Word of lipography)।
(৯) কোন বস্তুর কারণে অক্ষর বা শব্দের অস্পষ্টতা (Indistinctness of Word or letters)।
(১০) অঞ্চলিকতার প্রভাব (Regional influence on hand or scribe)।
(১১) বর্ণাগম (Accession of letter)।
(১২) শব্দের বিভাজন জনিত ভুল (Misullocation of alphabet)।
(১৩) মহাপ্রানীভবন (Aspiration)।
(১৪) অল্পপ্রানীভবন (Deaspiration)।
(১৫) পাঠের সময় সাদৃশ্যজাত বর্ণের দৃষ্টি (Letteral similarity of text)।
(১৬) রেফ-ফলাজনিত ভুল (Rhotacism)।
(১৭) ধর্মীয় ও পরিবেশজনিত প্রভাব (Influence of religions atmosphere on scribe)।
(১৮) নাসিক্য উচ্চারণজনিত ভুল (Nasalization)।
(১৯) শব্দ - বিভ্রাটজনিত ভুল উচ্চারণজনিত ভুল (Mislection)।
(২০) পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির পাতার রংয়ের পরিবর্তনজনিত কারণ (Change the colour page of Manuscript)।
(২১) পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত কালির পরিবর্তনজনিত কারণ (Utilized the ink of manuscript)।

আদর্শ পুথির পাঠ অনেক সময় দুস্প্রাঠ্য হয়ে যাওয়ার কারণে –

(১) পাণ্ডুলিপির বহুল ব্যবহারজনিত কারণ (Rough Useing of Manuscript)।
(২) স্যাঁতসেঁতে ও খারাপ আবহাওয়াজনিত কারণ (Mixed Weather)।
(৩) অংশ বিশেষের ছিন্নপ্রাপ্তি (Fragment of Letters)।
(৪) পাতার স্থানচ্যুতিজনিত কারণ (Lopped of Page)।
(৫) পাতার মধ্যে অধ্যায়ের পরিবর্তনজনিত কারণ (Alternate the lesson of page)।
(৬) অনেক সময় সংকেত গোচরীভূত না হওয়াজনিত কারণ (Selep of Cognizance signal)।
(৭) শিল্পজনিত বোধশক্তির অভাব (Want of Artistic Skill)।

অনেক সময় লিপিকর আদর্শ পাণ্ডুলিপি দেখে লেখার সময় দেখে এক আর লেখে আর এক। এ ধরনের ভুল সাধারণত লিপিকরেরা করেছেন। অনুলিখনে এ ধরনের ভুলের অবতারণা হয়ে থাকে। আদর্শ পাণ্ডুলিপি লেখার সময় লিপিকর নিজের যে কোন ভুলকে শুদ্ধ মনে করার প্রবণতায় এ ধরনের ভুলের সৃষ্টি হয়েছে। যখন কোন লিপিকর কোন পাণ্ডুলিপিকে অনুসরন করে প্রতিলিপি লিখছেন। লিপিকরের অনুসৃত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির কোন শব্দ বা অক্ষর গ্রহণ করেন। লিপিকরের গৃহীত এই শব্দ বা অক্ষর বুঝতে না পেরে তার বদলে তারই আদলে কোন শব্দ বা অক্ষর গ্রহণ। যেমন– শেখ চাঁদ ১৬৫০–১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'রসুল বিজয়' কাব্যের পাঠে পাওয়া গেছে 'দর্ব্ব' শব্দ এবং অন্য পাঠে পাওয়া গেছে 'ধম্ভ'।

এক পাঠে আছে –

'টাটির উপরে কোন দর্ব্ব আছে সার।'

অন্য পাঠে আছে –

'টাটির অন্তরে কোন ধম্ভ আছে সার।'[১৫]

প্রথম চরণে শব্দটির প্রকৃত পাঠ হবে 'দ্রব্য' কিন্তু লিপিতে 'দর্ব্ব' হওয়ায় পরবর্তী লিপিকর তা বুঝতে না পেরে 'ধম্ভ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে আর একটি উদ্ভট রকমের ভুল শব্দ তৈরী হয়েছে।

---

[১৫] ড. খোন্দকার মুজাম্মিল হক–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা–ঢাকা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিলিপি প্রস্তুত করার সময় লিপিকরের সচেতনতার অভাবে চরণ আগে লেখে; আগের চরণ পরে লেখে। এ রকম নিদর্শন প্রতিলিপিতে প্রচুর পাওয়া যায়। এরূপ চরণের পারস্পারিক স্থান পরিবর্তন হয়ে থাকে। যে কোন প্রতিলিপিতে চরণ আগে পরে লিখিত হওয়ার কারণে পাঠ-বিভ্রাটের অন্যতম কারণ। মহাকবি আলাওলের 'সতিময়না-লোর চন্দ্রানী' কাব্যের প্রস্তুতি খন্ডে একটি পাঠ পাওয়া যায় –

'শত বিংশ আয়ু হোক পুরাউক যশ,
দেব আর শক্র হোউক তোহ্মা প্রেম বশ।'

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির এই পাঠটি অপর আর একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। নিচের চরণ উপরে আর উপরের চরণ নিচে –

'দেব আর শক্র হোক তোহ্মা প্রেম বশ।
শত বিংশ আয়ু হউক পুরাউক যশ[১৬]।'

প্রতিলিপি লেখার সময় লিপিকর অমনোযোগী হওয়ায় পরের চরণ আগে এবং আগের চরণ পরে লিখিত হয়েছে।

লিপিকর কর্তৃক প্রতিলিপি লিখনে অনেক সময় মনের অজান্তে যে কোন চরণের বর্ণ বা শব্দ আগে পরে লিখিত হয়ে থাকে। এ রকম বর্ণ বা শব্দের স্থান পরিবর্তন হয়ে থাকে। মধ্যযুগের প্রাপ্ত প্রতিলিপিতে এর প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। যেমন– কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের এক পাঠে আছে–

'শক্র হৈল নৃপতি দেশেত নাহি ঠাঁই।'

সৈয়দ আলী আহসান এর শুদ্ধ পাঠান্তর দেখিয়েছেন–

'নৃপতি হৈলে ক্রোধ দেশেত নাহি ঠাঁই[১৭]।'

প্রাপ্ত প্রতিলিপিতে ভুলক্রমে একই বর্ণ, শব্দ, বাক্যাংশ; এমন কি স্তবক বা পৃষ্ঠা পযর্ন্ত দুবার লেখা হয়ে থাকে। এ ধরণের লেখাকে ড. আহমদ শরীফ বলেছেন 'দোকর'। অনেক মনীষীগণ একে বলেছেন 'দ্বি- লিখন'। একাধিক প্রতিলিপির সাহায্যে এ জাতীয় ভুলের সংশোধন করা সম্ভব। যেমন–

'ভালা হইয়া পুত্র তান পোছে পুত্র স্থানে[১৮]।'

অপর এক প্রতিলিপিতে পাওয়া যায় –

'ভালা হইয়া পিতাএ পুছে পুত্র স্থানে[১৯]।'

দেখা যাচ্ছে উপরের চরণে প্রথমে যে 'পুত্র' শব্দটি লেখা হয়েছে তা অবাঞ্চিত। তার স্থলে 'পিতাএ' পাঠটিই শুদ্ধ।

লিপিকর প্রতিলিপি তৈরীর সময় মনের অজান্তে অসর্তক হয়ে পড়েন। এরূপ অবস্থায় গৃহীত পাঠ থেকে বর্ণ, শব্দ, চরণ এমন কি পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাদ পড়ে যায়। এরকম ছাড় পাণ্ডুলিপির পাঠে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। ফলে পাঠ গ্রহণ কালে সম্পাদককে বিরম্বনায় পড়তে হয়। তবে একাধিক পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির সাহায্যে পাঠ পূর্ণগঠন করা সম্ভব। যেমন–

'আছৌক মনিষ্য যে ফিস্তা লোভ করে[২০]।'
'আছৌক মনিষ্য যে ফিরিস্তা লোভ করে[২১]।'

এখানে ফিরিস্তা 'র ও ি' অক্ষরটি বাদ পড়েছে। সমাপদক কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য পাণ্ডুলিপির সাহায্যে 'রি' অক্ষরটি গ্রহণ করে পুর্ণাঙ্গ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

কখনো কখনো প্রতিলিপি লেখার সময় লিপিকরের অনিচ্ছায় চরণ বাদ গেছে। প্রথম চরণের সঙ্গে পরবর্তীচরণের ভাবগত বা ছন্দগত মিল না থাকায় বুঝা যায় এখান থেকে কিছু হারিয়ে গেছে। প্রথম

---

[১৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ক্রমিক নং-৪৪৭।। পুথিনং ২২৩।
[১৭] সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত পদ্মাবতী- ঢাকা ১৯৬৮ খ্রি. পৃ. ২৬২ ও ২৭০।
[১৮] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক-পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা-ঢাকা ২০০০ খ্রি. পৃ. ৫৬।
[১৯] প্রাগুক্ত-পৃ. ৫৬।
[২০] প্রাগুক্ত-পৃ. ৫৮।
[২১] প্রাগুক্ত-পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

চরণের সঙ্গে পরবর্তী চরণের ভাবগত বা ছন্দগত মিল না থাকায় বুঝা যাচ্ছে এখান থেকে কিছু একটা হারিয়ে গেছে। অনেক সময় অনুলিখক স্বীকার করেন–মূলে বা চরণে নেই: কাজেই লেখা সম্ভব নয়। যেমন– রসূল বিজয়–

(১) রসূলের স্থানে জাও আমার আজ্ঞাতে ,
আসলে নাহিক পদ লিখিব কি মতে[২২] ।
(২) সর্ব ঘটে আছে প্রভু না হএ বেকত,
আসলে নাহিক পদ লিখিব কিমত [২৩] ।

উদ্ধৃত চরণের দ্বিতীয়টি লিপিকরের অর্থাৎ মূল 'পাঠে' একটি চরণ 'ছাড় বা বাদ' পড়েছিল বলে লিপিকর তা উদ্ধার করতে না পেরে সোঁজাসুজি বলে দিয়েছেন।

'আসলে নাহিক পদ লিখিব কিমত ।'

অনেক সময় প্রতিলিপি লিখনের সময় লিপিকরের অসর্তকতার কারণে দু'একটি শব্দ বাদ পড়ে যায়। পাঠ যেমন–

'রসূল বিজয়' কাব্যে দেখা যায়–
'হেন -- - - - পতি আইল কথাএ গেল জিঙ্গাসিল[২৪] ।'

অপর আর একটি প্রতিলিপিতে পাওয়া যায়–

'হেন কালে পতি আইল কথা গেল জিঙ্গাসিল[২৫] ।'

পাঠ মিলালে বুঝা যায়– প্রথম চরণে 'কালে' শব্দটি 'ছাড় বা বাদ' পড়েছিল। পাঠ মেলানো ছাড়া এ জাতীয় ছাড় বা বাদ পরা অংশে অর্থগত অসঙ্গতীর সৃষ্টি করে।

অঞ্চলভেদে পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে বিশেষ কিছু বর্ণের বা শব্দের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। লিপিকরের অজান্তে আঞ্চলিকতার কারণে বর্ণের পরিবর্তন ঘটে। ফলে পাঠে বানানের ত্রুটি দেখা যায়। নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলে 'ল' স্থলে 'ফ' হয়। কুমিল্লায় প্রাপ্ত শেখ চাঁদের 'রসূল বিজয়' এরূপ দেখা যায়–

'আছৌক মনিষ্য যে পিরিস্তা লোভ করি ।'

পাঠান্তরে দেখা যায়– 'আছৌক মনিষ্য যে পিরিস্তা লোভ করি।
শরা মাফিক নবি নিকা করিলেন ।'

পাঠান্তরে দেখা যায়– 'সরার মানিক্য নবি বিবাজে করিল[২৬] ।'

সুতরাং প্রতিলিপির পাঠ সংশোধনকালে আঞ্চলিকতার কথা মনে রাখলে চলবে না। তাই পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির প্রাপ্তিস্থান বিবেচনায় নিতে হবে।

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে বা প্রতিলিপিতে ভুলবশত অতিরিক্ত বর্ণযোজন হয়ে পাঠে বিভ্রাট ঘটতে পারে। অন্য পুথির পাঠের সঙ্গে মিলালে যা সনাক্ত করা সহজ। শেখ চাঁদের 'রসূল বিজয়ে'র একটি পুথির পাঠে আছে–

'রমণ করহ হাতে জোরে করে ধর ।'

অপর পুথিতে আছে– 'রণ করহ হাতে জোরে করে ধর ।'

এখানে 'রণ' শব্দটিই বজ্রনীয় ; মধ্যখানে 'ম' এর বর্ণাগম ঘটেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিতে হাতের লেখার শৃঙ্খলা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। বর্ণগুলো পরস্পর সাঁজানো থাকত। কখনো বা এক শব্দের বর্ণ অন্য শব্দের সঙ্গে লিখিত হয়ে উদ্ভট শব্দে পরিণত হত। এ

---

[২২] কবি শেখ চাঁদ - রসূল বিজয়–ঢাকা পৃ. ৩১৫।
[২৩] প্রাগুক্ত–পৃ. ৩১৫।
[২৪] প্রাগুক্ত–পৃ. ৩১৫।
[২৫] প্রাগুক্ত–পৃ. ৩১৫।
[২৬] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক – পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা–ঢাকা ২০০০ খ্রি. পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শব্দের পাঠ নির্ণয় যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। পার্শ্ববর্তী শব্দ ও প্রসঙ্গসূত্র বিবেচনা করে এ জাতীয় শব্দ শনাক্ত করা যায়। যেমন– শেখ চাঁদের 'রসূল বিজয়' কাব্যের এক প্রতিলিপি পাঠে পাওয়া যায়–

'আকাশের চন্দ্র যদি সেতারা দেখিল।'

অপর প্রতিলিপিতে আছে–

'আকাশের চন্দ্র যদি ছেতারা দেখিল[২৭]।'

এখানে 'সে–তারা' শব্দটি একত্রে লিখিত হওয়ায় ভিন্ন অর্থ সৃষ্টি করেছিল। অন্য লিপিকর বিভ্রান্তিকর শব্দটির বানান শুদ্ধ করতে গিয়ে লিখছেন 'ছেতারা' শব্দ তৈরী করে বাদ্যযন্ত্র অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

অনেক সময় লিপিকরের আবেগ বা উচ্চারণগত অভ্যাসের কারণে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয় এবং লিপিতে তার প্রভাব পড়ে। এরূপ বিভ্রাট পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির পাঠকে দুরূহ করে তোলে।

ব > ভ – আমি হেন দুখি জন কিসোকে ভরিলা [বরিলা]।

ব > ভ – ত্রিতিয় বৎস্বর তথা ছিল পএগাম্ভর [পএগাম্ভর]।

ব > ভ – দশক্রোশ যেতি তার গাভীর ভাতান [বাথান][২৮]।

কখনো কখনো আঞ্চলিকতার প্রভাবে, উচ্চারনের দোষে বা শ্রম লাঘবের প্রয়াসে মহাপ্রাণ ধ্বনিকে অল্পপ্রাণ ধ্বনিরূপে তার স্বাক্ষর রয়েছে নানান প্রতিলিপিতে।

ভ > ব – বাই (ভাই) দেখি মাইন্য করি তোমা রাজ্য দিল।

ভ > ব – ত্রি বুবনে (ভূবনে) জত চিজ শ্রীজন আমার [২৯]।

অনেক লিপিকরের হস্তাক্ষরে কয়েকটি প্রায় একই রূপ লাভ করে। 'ল, ন' অনেক প্রতিলিপিতে একইরূপে স্থান পেয়েছে। 'ম, খ, য, স, ষ' কখনো সমরূপে দেখা যায়। 'উ, ড়, ড' এর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে অনুলিখনের সময় পাঠে বিভ্রান্তি ঘটে। এই বর্ণগত সাদৃশ্য এবং এই সাদৃশ্য থেকে তৈরী বিভ্রান্তিপূর্ণ পাঠ উভয়ই বাধা হয়ে দাড়ায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' একটি শব্দ আছে যার পাঠ বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের মতে 'ডগর', তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতে 'উগর' বুৎপত্তি বিচারে তিনি দেখিয়েছেন সংস্কৃত উগ্র (গাছ) থেকে উগর এসেছে, এর মানে শোভাঞ্জন বৃক্ষ অর্থাৎ সজনে গাছ। সে হিসেবে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের নির্ণীত পাঠ হচ্ছে–

রবি লোধ ছাতীঅন ভান্টি দুধিআ কনক

সাল পিয়াল উগরে[৩০]।

মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে 'রেফের' বিচিত্র ব্যবহার ছিল। রেফ-যুক্ত বর্ণের পূর্বে একটি হসন্ত 'ব' উচ্চারণ করতে হয়– এ ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিতে বা প্রতিলিপিতে। ঋ = ফলার ভগ্ন ব্যবহার (= ইর) লক্ষ্য করা যায়। যেমন– 'নৃপ' স্থলে 'নির্প', অনুরূপ 'মৃত্যু' স্থলে 'মির্তু', মির্গ' স্থলে 'মৃগ' ইত্যাদি। আবার যুক্তবর্ণের উপর অকারণে 'রেফের' ব্যবহার হত তা হত ডিজাইনরূপে অর্থাৎ পংথির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। যেমন–

'হার্স্যমুর্ক্ষ হয় জেন ধর্ম ব্যবহার[৩১]।'

'সৈর্জ হৌক মোর সঙ্গে যুর্দ্ধ করিবারে[৩২]।।'

'জেন মতে মর্ক্কার মহিমা বিবরণ[৩৩]।'

যুক্তাক্ষর নিদের্শের জন্য রেফের যখন বহুল ব্যবহার শুরু হল; তখন দেখা গেল শুধু এক বর্ণের উপর রেফ ব্যবহার করে বর্ণটির যুগ্ম বা যুক্তরূপ বোঝানো হচ্ছে। যেমন– অর্স (অশ্ব), রার্জ (রাজ্য), সর্কল (সকল) ইত্যাদি।

---

[২৭] প্রাগুক্ত–পৃ. ৬৩।

[২৮] প্রাগুক্ত–পৃ. ৬৩।

[২৯] প্রাগুক্ত–পৃ. ৬৩।

[৩০] তারাপদ মুখোপাধ্যায়–শ্রীকৃষ্ণকীর্তন–কলকাতা ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৬৫।

[৩১] প্রাগুক্ত।

[৩২] বাংলা একাডেমী পুথি নং–ইবলিসনামা।

[৩৩] আবদুল করিম খোন্দকার–দুররা মজলিশ–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি নং ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময় পূর্ব´ বর্ণের ঋ-ফলা ও র-ফলা বোঝাতে পরবর্তী বর্ণে রেফ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- বের্তা (বৃথা), দর্ব্ব (দ্রব্য) ইতাদি। যেমন-

'দেখ হের আজমুদ্দা নবির বের্তা (বৃথা) না হইব[৩৪]।'

'টাটির উপরে কোন দর্ব্ব (দ্রব্য) আছে সার[৩৫]।'

রেফের এ জাতীয় ভুল প্রয়োগ সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে এসেছে বলে ধারনা করা যায়। অর্থাৎ রেফের যুক্তাক্ষরমূলক [র্ম, র্জ, র্প] ব্যবহার থেকে পরে যুক্তাক্ষর নির্দেশে বিচিত্রভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। রেফের (´) এই বহুমুখী প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন না হলে মধ্যযুগের কাব্য পাঠ বিঘ্নিত হবে।

সম্প্রদায় বিশেষে পারিভাষিক শব্দ ও আচার অনুষ্ঠানে স্বভাবতই কিছু পার্থক্য থাকে। তাই লিপিকরের সম্প্রদায়গত প্রভাব ফল পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে পড়া বিচিত্র নয়। মুসলমান লিপিকর যদি 'দাফন' শব্দের ব্যবহার করেন, হিন্দু লিপিকর তদস্থলে 'দাহন' শব্দ ব্যবহার করবেন; এটাই স্বাভাবিক। তবে এ জাতীয় বিভ্রাট সব সময় সম্প্রদায়গত নাও হতে পারে। বরং তা নিছক লিপিগত ভুলও হতে পারে। যেমন-

'সকলে মিআ [মিলিয়া] তানে করিল ধাফন [দাফন] [৩৬]।'

অন্য প্রতিলিপিতে পাওয়া যাচ্ছে-

'সকলে মিআ [মিলিআ] তানে করিল দাহন[৩৭]।'

মধ্যযুগের অনেক পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপিতে নাসিক্যভবণ ধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়। সেকালের কাব্য পাঠ আবৃত্তি নির্ভর ছিল ফলে গায়েনরা কাব্যে ধ্বনি ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। পাঠককে উদগ্রীব রাখার জন্যই সম্ভবত এই প্রক্রিয়ার প্রচলন ছিল। যেমন-

'জলভরে বামাগণে জেহেন দ্রোপন্দে [৩৮]।'

[দৌপদী > দ্রোপন্দে]

মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে অনেক সময় শব্দ ও ধ্বনিগত বিভ্রাট এমন রূপ নেয় যা শব্দের পর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় যা রীতিমত পাঠককে মুশকিলে ফেলে। যেমন-

'অষ্টাপরী দুই বাঘে লইল দুই হাতে[৩৯]।'

অপর পাণ্ডুলিপিতে আছে-

'অষ্টপরী দুই ভাগে লইল দুই হাতে[৪০]।'

এখানে 'বাঘে' শব্দটি অর্থহীন। লিপিকর ভুলবশত 'ভাগে' স্থলে 'বাঘে' লিখে ফেলেছেন।

স্ব-হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি অধিক ব্যবহারের ফলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই অনেক পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন পাতার উপরের বা নীচের চরণ লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী কালের প্রতিলিপিতে আদর্শ পুথির এ সকল বাহ্যিক ত্রুটি পাঠ বিকৃতির অন্যতম কারণ হয়ে দাড়ায়।

আমাদের দেশের আবহাওয়া সাধারণত স্যাঁতসেতে। এই স্যাঁতসেতে আবহাওয়া ও জোলো আবহাওয়ার কারণে পাণ্ডুলিপির পাতার কালার নষ্ট হয়ে অক্ষরের অবয়ব ক্রমশই অস্পস্ট হয়ে উঠে। ফলে প্রতিলিপিতে পাঠ বিকৃতি ঘটে।

অনেক সময় পাণ্ডুলিপি এমন অবস্থায় অরক্ষিত থাকে; যখন যে কোন দ্রব্যের ঘর্ষণে তার পাতা ছিড়ে যেতো। এভাবে একটি পূণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি অরক্ষিত অবস্থায় অনেক পাতা হারিয়ে যায়। যা থাকে তা অংশ বিশেষের ছিন্নপত্র। ছিন্নপত্র পাঠ বিকৃতির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির ছিন্ন ভিন্ন অংশ একত্রে থাকায়-যখন লিপিকর কর্তৃক লিখিত হয়। তখন বাছ-বিচার করেন না। ফলে এক পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ লেখা ভিন্ন এক প্রতিলিপিতে স্থান পায়। যেমন-

---

[৩৪] শেখ চাঁদ প্রণীত-রসূল বিজয়-পুথি নং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃ. ৩১৫।
[৩৫] প্রাগুক্ত-পৃ. ৩১৫।
[৩৬] প্রাগুক্ত-পৃ. ৩১৫।
[৩৭] প্রাগুক্ত-পৃ. ৪৩২।
[৩৮] আলাওল প্রণীত-পদ্মবতী-পুথি নং ৯ (২) আ-২। পৃ. ২।
[৩৯] প্রাগুক্ত-৪৩২।
[৪০] প্রাগুক্ত-৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মো: হাবিবুর রহমান খান সংগৃহীত নবী বংশের পাণ্ডুলিপির মধ্যে রামায়ণের অংশ বিশেষ ভাবে অনুলিখিত হয়েছে। এই স্থানচ্যুতি পাঠ-বিকৃতির একটি বিশেষ কারণ হতে পারে।

প্রতিলিপি চার রকমের হয়ে থাকে–

(১) **অনুমোদিত বা সংরক্ষিত প্রতিলিপি (Licensed or protected transmission)**– গ্রন্থকার বা তাঁর প্রতিনিধি কোন বিদগ্ধ পাঠক বা মালিকের তত্ত্বাবধানে বা রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রস্তুত প্রতিলিপিকে অনুমোদিত বা সংরক্ষিত প্রতিলিপি বলা হয়। এ জাতীয় প্রতিলিপি বিশস্ততম। কারণ এর পাঠ প্রায় নির্ভুল হয়ে থাকে। লেখকের স্ব-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ন্যায় এ জাতীয় প্রতিলিপির দুর্লভ।

(২) **বিশৃঙ্খল প্রতিলিপি (Haphazard or Unlicensed transmission)**– কাঁচা বা অজ্ঞ লিপিকর লিপিকরের দ্বারা অযত্নে, অসর্তকতায় লিখিত প্রতিলিপিই বিশৃঙ্খল প্রতিলিপি নামে অভিহিত। এই জাতীয় প্রতিলিপি প্রচুর পাওয়া যায়। বিশৃঙ্খল প্রতিলিপিতে পাঠ বিকৃতি ও পাঠ বিচ্যুতির পরিমান খুব বেশী। বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত হিন্দু প্রতিলিপির অধিকাংশ বিশৃঙ্খল প্রতিলিপি।

(৩) **সংশোধিত প্রতিলিপি (Revised transmission)**– যে সমস্ত প্রতিলিপির পৃষ্ঠার চারপাশে বা পংক্তির মধ্যস্থ জায়গায় চরণের অশুদ্ধি বা বিচ্যুতির সংশোধন থাকে। সংশোধিত প্রতিলিপি স্বয়ং লিপিকর অথবা অপর কোন সংশোধক দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। চরণের আশেপাশে অশুদ্ধি সংশোধন ছাড়াও লিখিত বর্ণ, শব্দ বা বাক্যের উপর কলম চালিয়ে (over writing) পাঠ সংশোধন করা হয়।

এ ধরনের প্রতিলিপি থেকে যে প্রতিলিপি তৈরী করতে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পরবর্তী লিপিকর সচেতন ও সাবধানী হন, তবে সুষ্ঠ পাঠ পাওয়া যাবে। আর যদি তিনি অসাবধানী হন তবে অদ্ভুত পাঠ বিকৃতির সৃষ্টি হবে।

(৪) **পাঠমধ্যস্থ শুন্যস্থান বিশিষ্ট প্রতিলিপি (Transmission With lacunal gaps)**– কিছু কিছু প্রতিলিপিতে লিপিকরের অযত্নে, অজ্ঞতায় শুন্যতার সৃষ্টি হয়। লিপিকরের আদর্শ পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হলে এ জাতীয় শুন্যতা হয়।

(৫) **লিপ্যন্তর (Translated or Transliteration)**– কোন কোন পাণ্ডুলিপি প্রথমে যে লিপিতে লিখিত হয়, পরবর্তীতে অন্য লিপিতে লিখিত হয়েছে। এমন নজীর হাজির রয়েছে। মালিক মুহম্মদ জায়সী তাঁর পদুমাবত কাব্যটি লিখেছিলেন ফার্সী 'নাস্তালিক' লিপিতে। এই লিপি দুবোর্ধ্য হওয়ায় পরবর্তীকালে হিন্দী লিপিতে প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে[৪১]। এই প্রতিবর্ণীকরণের ফলে হিন্দী পাণ্ডুলিপির পাঠ অসম্ভব রকমের বিকৃতি লাভ করেছে।

(৬) **হরফের স্টাইল (Style of latters)**– কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে।

পরবর্তীতে লিপিকরের হাতে নকশা প্রাপ্তি হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা হরফ আরবী হরফের ন্যায় লিখিত হয়েছে। আরবী ভাষায় ভাল দখল না থাকলে, মূল কি লিপিতে লিখিত হয়েছে–

উদ্ধারকারীর পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ফলে যথার্থ রূপ দেয়া উদ্ধারকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি আরবী হরফে বাংলায় লেখা সংরক্ষিত আছে।

প্রক্ষেপ কি এবং কেন?

প্রক্ষেপ মানেই অতিযোজন বা অতিরিক্ত পাঠ। যে কোন পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে লিপিকর কর্তৃক অতিরিক্ত কবিতাংশ বা অধ্যায় লিখিত হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে তখন তাকে প্রক্ষেপ বা প্রক্ষিপ্ত পাঠ বলে।

---

[৪১] সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত – পদ্মাবতী – ঢাকা পৃ. ২১ .

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্ষিপ্ত পাঠের শুরু কখন হয়েছে– তা দিন ক্ষণ, তারিখ মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে খৃস্টপূর্বাব্দ থেকেই এর প্রচলন শুরু হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। মানুষের এ চেষ্টা সৃষ্টির লগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে।

মানুষ প্রথমে যা কিছু সৃষ্টি করত– তা মুখে মুখে বা স্মৃতিতেই স্থান পেত। মানুষ তখনও জানত না লিখন পদ্ধতি। তাই মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য মানুষ স্মৃতিতে ধরে রাখত এবং প্রচার করত। যারা স্মৃতিতে ধরে রাখত, অনেক সময় তারাই কিছু রচনা করে তার সাথে যোগ করে দিত। এভাবে তারাও কবি নামে পরিচিতি পেতে থাকে। নিজেরা কোন নাম-ধাম ব্যবহার করত না। একই নামে চলে যেত। অনেক সময় তারা নিজেরা কবির নামের স্থানে নিজ নাম ব্যবহার করে দিত। প্রক্ষেপও এক প্রকার তাদের সৃষ্টি। মূল কবির রচনা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপের সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে।

পৃথিবীতে প্রক্ষেপের জন্ম হয়েছে–ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসে আমরা ১০৪ খানা ধর্ম গ্রন্থের নাম পেয়ে থাকি। তার শ্রেষ্ঠ চারখানা হচ্ছে– তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও আল-কোরান। এই শ্রেষ্ঠ চারখানা আসমানী কিতাবের মধ্যে একশত তিনখানাতেই প্রক্ষিপ্তপাঠের অনুপ্রবেশ রয়েছে। এই অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের জন্য আসমানী কিতাবগুলো মূল ধারা হারিয়েছে। ফলে তা বিকৃত হয়েছে। তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ যুগ হতে লেখ্য যুগের পূর্ব পর্যন্ত প্রক্ষেপের অনুপ্রবেশের সময় সীমা ছিল। লেখ্য যুগের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ তাদের রচিত সাহিত্য ও আসমানী কিতাবের অবতীর্ণাংশ স্মৃতিতে ধরে রেখে প্রচার করত। ধীরে ধীরে স্মৃতিকারকরা মর্যাদার ও প্রতিপত্তি লোভে নিজেদের রচিতাংশ মূলের সাথে সংযোজন করে প্রচার করতে থাকে। ফলে আজ আমরা তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিলের মূলটুকু পাচ্ছি না এবং কোনটা যে মূল এবং কোনটা যে প্রক্ষেপ তাও বলার কোন উপায় নেই। কারণ কোন মূলের কপি হাজির নেই। ইঞ্জিল অবতীর্ন হওয়ার পর থেকেই মানুষ লেখার চেষ্টা করেছে এবং হরফ তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। আল-কুরান নাজিল হওয়ার সাথে সাথে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) অবতীর্ন আয়াত সমূহ লেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাই আল-কুরান অবিকৃত রয়েছে। এখানে প্রক্ষেপের কোন অনুপ্রবেশ নেই।

ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যতিরেকে আমরা যদি বিশ্ব সাহিত্যের দিকে তাকাই : তাহলেও সেখানে এ সত্য প্রত্যক্ষ করা যাবে। হোমারের ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত প্রক্ষিপ্তের ভারে ভারাক্রান্ত। হোমার ছিলেন অন্ধ কবি, তিনি লিখতে জানতেন না। মুখে মুখে রচনা করতেন। তাঁর রচনা যারা মুখস্ত করেছেন, তারাই তাতে নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন। ফলে ইলিয়ড, ওডিসির আয়তন বৃহৎ হয়েছে এবং পারম্পারিক সাযুজ্য নেই।

আমরা যদি মহাভারতের দিকে তাকাই, সেখানে এ সত্য প্রত্যক্ষ করা যাবে। কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস যা রচনা করেছেন– তার চেয়ে অনেক বেশী মহাভারতে স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ প্রক্ষিপ্তের কারণে মহাভারতের আয়তন মহাভারতের সমান হয়েছে। শুধু প্রাচীনকালে হয়েছে তা নয়; অর্বাচীনকালেও হয়ে চলেছে। আজ মূল পাঠের সাথে প্রক্ষিপ্ত পাঠের স্থান পাচ্ছি এবং তার সমাধানের পথ উদঘাটনের পথ বের হচ্ছে। এও এক ইতিহাসের অংশ হিসাবে সম্পূরকের দাবীদার। বাংলা সাহিত্যে কেন ; পৃথিবীর সকল সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত পাঠের অবাধ গতি রয়েছে। প্রক্ষিপ্ত পাঠ বিচার করে– মূল কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের বিচার করা যাচ্ছে। এর গুরুত্ব রয়েছে বলে আজ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার ইতিহাসে একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক প্রক্ষিপ্ত পাঠের দু'প্রকার শ্রেণী বিন্যাস করেছেন[৪২]।

আসলে প্রক্ষিপ্ত পাঠের শ্রেণী বিন্যাস দু'প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রক্ষিপ্ত পাঠ কয়েক প্রকার হতে পারে। যথা–

(১) লিপিকর কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(২) অনুবাদক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(৩) গায়েন কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(৪) সংশোধক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(৫) উচ্চাকাঙ্খিত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।

[৪২] প্রাগুক্ত–পৃ. ৭১ .

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ধর্মযাজক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(৭) অন্য কবি কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ঠ প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(৮) ব্যাখ্যাকরণভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(৯) সামাজিকীকরণ প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(১০) যোজনাগত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(১১) আবেগপ্রবণ প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(১২) সমস্যা সমাধানভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ।
(১৩) স্থানচ্যুতিগত প্রক্ষিপ্ত পাঠ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এক জটিলরূপ ধারণ করে প্রক্ষিপ্ত পাঠ। এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ১৩ (তের) প্রকার প্রক্ষিপ্ত পাঠের পরিচায়ণ করা হয়েছে। যথা–

(১) লিপিকর কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে যখন লিপিকর প্রতিলিপি তৈরী করেন। তখন তাঁর নামের ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতির জন্য তিনি কয়েক লাইন বা অধ্যায় রচনা করে মূল কবির নামে চালিয়ে দেন। এ জাতীয় রচনাই লিপিকর কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ। মধ্যযুগের অনুলিখিত প্রতিলিপিতে এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

ক. মোহাম্মদ খান বিরচিত 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' গ্রন্থে লিপিকরের যোজনা বন্দনার যে অংশ এখানে তা অন্য কোন প্রতিলিপিতে দেখা যায় না। সে বিচিত্র প্রক্ষিপ্ত বন্দনাটি নিম্নরূপ–

'মক্কা আদি বন্দি কহিমু মদিনা সহর।
জেইখানে হইল বিবি খতিজার কবর।।
কোরান কিতাব বন্দম প্রভুর জবানি।
প্রিথিবিতে জিব্রাইলে জোগাইল আনি।।
প্রভুর দরবার বন্দম কিতাব কোরান।
তার মৈদ্ধে এহি চারি কিতাব প্রধান।।
ইঞ্জিল নামিল ইছা পএগাম্বর তরে।
তরুত যে পাইলেন্ত মুছা পএগাম্বর।।
জবরুদ কিতাব দাউদ নবিবর।
ফোর্কান মোহাম্মদ মস্তবা গোচর।।
ইহা এয়াকুব বন্দি কহিমু দাউদ ছোলেমান।
প্রভুর জথেক সখা আছিল প্রধান।।
দ্বিতিএ বন্দিয়া কহিমু মুছা পএগাম্বর।
প্রভু সঙ্গে দেখা হইল পাহাড় ভিতর।।
পাড়ে বন্দিয়া কহিমু পাড়ে সরদার।
যে পাহাড়ে পাইছে মুছাএ আল্লার দিদার।।
আছমান বন্দি কহিমু তথাএ আল্লার।
জমিন বন্দিয়া কহিমু তান দোয়াকার।।
চাটিগ্রাম বন্দি কহিমু বদর আলাম।
তাহান চরণে আমার হাজার সেলাম।।
সাহা আবদুল ওহাবকে করম বন্দম।
সাহা ভিকারি তানে বোলে সর্ব্বজন।।
রঙ্গে ঢঙ্গে [অঙ্গে বঙ্গে] কলিঙ্গে পূজন্ত জার পদ।
আল্লার আলাম [কালাম] হএ জার কণ্ঠ গত।।

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্র সূর্য্য বন্দি কহিমু খ্রিতি দিপ্তি মএ।
চান্দ সোভা তারা বন্দম করিয়া বিনএ।।
পোবন বন্দিয়া কহিমু খ্রি হইব খল।
প্রভু আদ্দপ পাই জেবা শ্রিষ্টি করিব তল।।
পশ্চিমে বন্দিয়া কহিমু সিঙ্গা জার হাতে।
আখেরে পুরিব সিঙ্গা রোজ কেয়ামতে।।
পূর্ব্বে বন্দিয়া কহিমু পূর্ব্ব দিবাকর।
পূর্ব্বে উলে ভানু জে পশ্চিমে জাএ ঘর।।
উত্তরে বন্দিয়া কহিমু হেমন্ত কেদার।
যার হিমে ডঃসে নাগে সএয়াল সংসার।।
দক্ষিণে বন্দিয়া কহিমু খির নন্দি সাগর।
চৈদ্ধ ডিঙ্গা লইয়া ভাসে সাধু সদাগর।।
চতুর দিগ বন্দি মুঞি সির কৈলুম স্থির।
সিরের পরে বন্দি কহিমু নব্বেই হাজার পীর।।
নিসান বন্দিয়া কহিমু আলি মোহাসএ।
জে নিসান দেখিলে লোকের পাপ হইব খএ।।
নাকড়া বন্দম মুঞি ফুলের গোথনি।
চান্দয়া বন্দম মুঞি মোকাম ঢাকনি।।
মোকাম বন্দিয়া কহিমু বিবির আসন।
চেরাগ বন্দম মুঞি মোকাম রোসন।।
মায় বন্দম সর্ব্ব স্তিতি বাপ বন্দম দাতা।
প্রিতিবি বন্দিয়া কহিমু থাক বসুমাতা।।
ওস্তাদের পায় বন্দম করিয়া ভকতি।
তাঞি বিনে প্রিথিবিতে আর নাহি গতি।।
ডাইনে বন্দি সরস্বতি বামে বিদ্ধাধর।
গলাএ তুলিয়া দেএমা কুকিলের সর।।
বন্দম সমাপ্ত হৈল সুন কহি আর।
মোহাম্মদ খানে কহে পাইবা উদ্ধার[৪৩]।।'

খ. গ্রন্থ আরম্ব–

বিচমিল্লা প্রভুর নাম স্মরণ সে অনুপাম
হির্ররহমানির্রহিম আর।
আরম্ব প্রথম যেই আদ্য মূল শির সেই
শোভিত উত্তম জান সার।।
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার স্মরি
জীব দানে স্থানে যে সংসার।
করিল পর্ব্বত আদি জুতির প্রকাশ যদি
করিলাম গঠে পরে আর।।

[৪৩] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত–পুথি পরিচিতি–বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ ক্রমিক ৩৫৭।। পুথি ২৮৬ পৃ. ৪০৪–৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ শেষ–

গ্রন্থ করিতে জগ্য [যোগ্য] না ছিল আমার।
ভ্রাতা অনুমতি শিরে রচিল পয়ার।।
গুণিগণ শ্রীচরণ প্রণামি বিস্তর।
আর্শীবাদ কর বিধি তরিতে হাশর।।

সহস্রেক শত রাম চন্দ্র হিজরীতে।
গ্রন্থ হইল শেষ মকর দধিতে।।
অহে প্রভু করতার ভরসা তোমার।
গুনা খাতা মাপ কর আমি কমিনার।।

আরবী 'তারিখ-ই-উসমানি' গ্রন্থের পয়ারের পরিবর্তে আনুবাদকের রচিত কবিতাংশ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থ রচনা শেষ হয় ১১৩১ হিজরী বা ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে।

(২) অনুবাদক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

অনুবাদের সময় অনেক অনুবাদক নিজ মেধা, বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে মূল রচনার পরিবর্তে বা অতিরিক্ত তিনি রচনা যোজনা করেন। আবার অনেক সময় মূলের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন বিষয় বা উপাখ্যান যুক্ত করে থাকেন। এ জাতীয় রচনা অনুবাদক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ। মোহাম্মদ উজির আলী বিরচিত 'নসলে ওসমান ইসলামাদ বা শাহনামা'। কবির জবানীতে–

'তওয়ারিখ ওচসানী জেই আরবী জবান।
গদ্য হন্তে পদ্য কৈল নছলি ওচমান[৪৪]।।' (পৃ. ৭৬–খ)

(৩) গায়েন কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

অনেক গায়েন লিপিকর ছিলেন। গায়েনরা আসর মাতিয়ে গান করতেন। স্বাভাবিকভাবে আসর জমানোর জন্য মূল উপাখ্যানের সাথে সমসাময়িক প্রসঙ্গ যোজনা করে থাকেন।

এরূপ অংশই গায়েন কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট প্রক্ষিপ্ত। গায়েনদের সংযোজিত অংশ লিপিকাররা অনুলিখন করবে– এই তো স্বাভাবিক। এই অনুলিখিত প্রতিলিপি যারা নকল করবে, সেখানে প্রক্ষিপ্ত পাঠও প্রবেশ করবে। যেমন– সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' কাব্যটি একাধিক লিপিকররা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কাব্যে 'সীতার বনবাস' অংশটি অতিরিক্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ কাব্যের শেষ লিপিকর ছিলেন– বন্দে আলী মজুমদার। তিনি ১০৫ পৃষ্ঠায় 'সীতার বনবাস' অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন[৪৫]।

(৪) সংশোধক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

অনেক সময় প্রতিলিপি সংশোধনের জন্য সংশোধক নিয়োগ করা হয়। সংশোধকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুল সংশোধন করা। এ ধরনের প্রতিলিপি বিশ্বাসযোগ্য বলে অনেক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী তাই হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা গেছে সংশোধক প্রতিলিপিতে নিজ রচিত বাক্যাংশ জুড়ে দিয়েছেন। এ ধরণের প্রতিলিপিই সংশোধক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠের অর্ন্তভুক্ত। মধ্যযুগের বিশেষ হিন্দু ধর্ম বিষয়ক পাণ্ডুলিপিতে এ ধরনের প্রক্ষিপ্ত পাঠ পাওয়া যায় বেশি। হিন্দুদের 'পূজা পদ্ধতি' সম্পর্কিত তথ্য সংশোধক অনেক সময় পুরোহিতের ভাষ্যে হিতোপদেশ বাক্যরূপে তুলে দিয়েছেন।

(৫) উচ্চাকাঙ্খিত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

সামাজিক ক্ষেত্রে নাম বিস্তারে উচ্চাবিলাসী ব্যক্তি বা লিপিকর কর্তৃক ছন্দবদ্ধ পদ্য রচনা করে নিজেকে রাজা/বাদশা সেজে মূল রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন। এইরূপ রচনাই উচ্চাকাঙ্খিত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ। মধ্যযুগের অনেক প্রাপ্ত প্রতিলিপিতে এ রকম বহু প্রক্ষিপ্ত পাঠ রয়েছে। যেমন– কবি মুহম্মদ

[৪৪] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত–পুথি পরিচিতি–বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৯০।
[৪৫] সৈয়দ সুলতান বিরচিত–নবী বংশ–পৃ. ১০৫ (মৎ কর্তৃক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত)।

Dhaka University Institutional Repository

চুহর রচিত আজব শাহ ছমনরোখ। কবি উপ্যাখানটি ফারসী থেকে অনুবাদ করেছেন। যেমন–

নৃপ জাফর আলি সাধু জ্ঞানমন্ত দাতা।
কুশলে রাখৌক কর্ত্তা শিরে স্বর্ন ছাতা।।
তান আজ্ঞা পাই হীন দুঃখিত চুহর।
ভাঙ্গিয়া ফারছি ভাষা রচিল পয়ার।। (পুথি পরিচিতি পৃ. ১০)

প্রতিলিপিখানি বাঁশখালি থানার অর্ন্তগত ইজ্জত নগর গ্রামবাসী মুনসী জাফর আলীর আদেশে রচিত হয়। জাফর আলী জজের উকিল ছিলেন। কবি উপাধিধারী লিপিকর তাকে নৃপতি সাঁজিয়েছেন। কবির সুদীর্ঘ বর্ননা আছে।

কবির আত্ম-পরিচয় অংশে সৈয়দ সুলতান, আলাওল, শারিবিদ খান ও মোহাম্মদ জীবন। এই চারিজন কবির নামোল্লেখ করেছেন–

চাটিগ্রাম ঢাকা আদি ভ্রমি নানা স্থান।
কলিকাতা ঠাকশালে লেখাইল নাম।।
ভাগ্যবলে কোম্পানীর উকীল হইয়া।
পুনরপি চাটিগ্রামে আইল পলাটিয়া[৪৬]।। (পুথি পরিচিতি পৃ. ১৪)

(৬) **অন্য কবি কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ঠ প্রক্ষিপ্ত পাঠ–**

কোন বিখ্যাত কবির রচনাংশ অন্য কোন কবি তার রচনাংশে লুফে নিয়ে কবিত্বেরও দাবীদার হন। এইরূপ প্রাপ্ত পাঠই অন্য কবি কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ঠ প্রক্ষিপ্ত। যেমন– শেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত গোরক্ষ বিজয়ের পংক্তি বা চরণ কবি ভীমদাস বিরচিত 'গোরক্ষ বিজয়' স্থান লাভ করেছে–

'কহে সেক ফয়জুল্লাহ বিচারি মন পাঁজি।
ত্রিরির বিষম মাএয়া জানে হাসি বাঁজি।।'

অন্য চরণদ্বয়–

'কহি ভিম দাস মনে অনুমানি।
সুনিআ রচিল তবে সিদ্ধা সরের কাহিনী[৪৭]।।'

(৭) **ব্যাখ্যাকরণভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ–**

কোন কোন কবি তাঁর অনুসৃত কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। জায়সীর 'পদুমাবতে' কাকুনুছ পক্ষির বর্ণনা আছে।

'যেমন করে ককনু পক্ষী, আপনার চিতা সজ্জিত করে'
রাজা তেমনি করে তাঁর চিতা সাঁজালেন[৪৮]।

কবি আলাওল এ কথাটুকু অনুবাদ করে তাঁর চিতা সাঁজালেন। তিনি ফরিদউদ্দিন আত্তারের 'মমতেকুত–তায়েব' নামক পক্ষি বিষয়ক গ্রন্থ থেকে 'কাকনুছ পক্ষি'র বয়ান সংগ্রহ করে অতিরিক্ত চৌত্রিশ চরণের এক রচনা সংযোজন করেছেন।

'ককুনুছ নামে এক মহাপক্ষিবর
হিন্দুস্থান দেশে থাকে পর্ব্বত কন্দর
নির্মল শ্যামল অঙ্গ চরণ রাতুল
দীর্ঘ পুচ্ছ আঁখি যুগ মানিক্য সমকুল
হীরা জিনি চঞ্চু তার সব বন্ধমএ
আহার করিতে বায়ু সমুখে রহএ[৪৯]।'

এভাবে অনুবাদক বা লিপিকর বা গায়েন কর্তৃক প্রক্ষেপ যুক্ত হয়।

---

[৪৬] ড. আহমদ শরীফ–পুথি পরিচিতি–বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়–১৯৫৮ খ্রি. পৃ. ১৩–১৪।
[৪৭] প্রাগুক্ত–পৃ. ১৩০।
[৪৮] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা–ঢাকা ২০০০ খ্রি. পৃ. ৭৪।
[৪৯] প্রাগুক্ত–পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) সামাজিকীকরণ প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

যে কোন গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক কবি অনেক কিছু পরিবর্তন করে থাকেন। কবি আলাওল 'পদ্মাবতী'র কাব্যানুবাদ করতে গিয়ে 'পদ্মাবতী রূপক' কাব্যকে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে পরিণত করেছেন। মূল কাব্যে বিবাহ প্রসঙ্গে জায়সী রূপকের আশ্রয় বলেছেন–

'চাঁদ কে হাত চিহ্ন জয়মালা
চাঁদ আনি সূরুজ গিউমালা।'

আলাওল মালা বদলের কথা অন্যভাবে বলেছেন। সেই সঙ্গে এনেছেন বোনের বিদায়ে ভাইয়ের সহৃদয়তার কথা, যা আদৌ মূলে নেই। যেমন–

'পুষ্পবৃষ্টি সম্বরিয়া   গিম হস্থে মালা লইয়া
          কন্যা গলে দিলেক রাজন।
পুষ্প হোন্তে পুষ্পমালা   দুই করে লইয়া বালা
          পতিগলে করিল স্থাপন।
ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি   মুকপট দূর করি
          বলে সমদৃষ্টি হের বালা।
মুখচন্দ্রিমা কাল   সমদৃষ্টি অতি ভাল
          জন্মে জন্মে হৌক সুখ মেলা[৫০]। (পৃ. ৭৩)

(৯) আবেগপ্রবণ প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

কোন কোন লিপিকরের আবেগের কারণে পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রক্ষিপ্ত হয়। 'পদ্মাবতী' কাব্য অনুবাদ করতে গিয়ে কবি আলাওল আবেগের আশ্রয় নিয়েছেন–ফলে পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। জায়সী তার 'পদুমাবত' কাব্যে লিখিছেন–

'পতি লীন্হি লেই সীস চঢ়াবা
দীঠি চকোর চন্দ জস পাবা।'

অর্থাৎ তিনি হাত পেতে চিঠিটি নিয়ে মাথার কাছে রাখলেন। তিনি যেন চকোর, সে তার দৃষ্টিতে চাঁদকে পেয়েছে। মূলের সংবাদকে আলাওল আবেগ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রিয়ার পত্র প্রাপ্তির ব্যাপারটিকে তিনি এত সংক্ষেপে বর্ণনা করে তৃপ্তি পাননি। তিনি দুটি চরণকে দীর্ঘায়িত করে চৌদ্দ চরণে স্থান দিয়েছেন।

যেমন–

'প্রিয়তমা পত্র সত্য অর্ধ দরশন।
হৃদের উপরে থুইলা করিয়া যতন।।
অগ্নিসম উষ্ণ হৈল হৃদয় আনলে।
দহন তরাসে থুইল নয়নের জলে।।
নয়নের জলে পত্র অক্ষর নষ্ট হয়।
তথাত হৈতে পুনি থুইল হৃদয়।।
এহিমতে পুনি পুনি হৃদয় নয়নে।
প্রিয় পত্র রাখিলেন্ত পরম যতনে।।
মস্তক উপরে থুইলে দেখন না যায়।
পরম যতনে প্রান মাঝে থুইতে চায়।।
প্রাণের উপর থুইতে পন্থ না পাইয়া।
মস্তকে রাখিল পত্র মনেত ভরিল।।' (পৃ. ৭৩)

[৫০] প্রাগুক্ত–পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) সমস্যা সমাধানভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

কোন মূল রচনার অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক কোন প্রসঙ্গের সমস্যা দেখতে পান। তখন তিনি স্বতস্ফুর্তভাবে ঐ সমস্যার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন। এ রকম প্রাপ্ত পাঠই সমস্যা সমাধানভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ। কবি আলাওল 'তোহফা' গ্রন্থে লিখেছেন–

'না যাও আদিত্য শুক্রে পশ্চিমের ভিত।
সোম শনি পূর্বে না য়াইঅ কদাচিত।।
উত্তরে মঙ্গল বুধে বড় অমঙ্গল।
বৃহস্পতি দক্ষিণেত নাহিক কুশল।।' (পৃ. ৭১)

শেখ ইউসুফ গদার ফারসি 'তুহফা-ই-নাসাঈ' গ্রন্থে যাত্রাগত শুভাশুভ সম্পর্কে উক্ত বর্ণনা করেছেন। আলাওল এই গ্রন্থেরই অনুবাদ করেছেন। কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি শুধু যাত্রাগত অকুশল বর্ণনা করেই শেষ করেননি। দেশীয় সংস্কার থেকে যাত্রার 'ঔষধ রহস্য' ও সংযোজন করে মূলের পাঠকে প্রক্ষিপ্ত করেছেন। যেমন–

'রহিতে না পার যদি যাইবা অবশ্য।
মন দিয়া শুন তার ঔষধ রহস্য।।
শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিবা রাই।
বৃহস্পতি দক্ষিণে যাইবা গুড় খাই।।
উত্তরেত মঙ্গলে ধনিআ মুখে দিবা।
দর্পণ হেরিআ সোমে পূর্বেত চলিবা।।
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিবা মুখে।
বাহাঙ্গ ভক্ষিআ শনি পূর্বে চল সুখে।।
দধি ভক্ষি উত্তরে চলিবা বুধবারে।
কোনো বিঘ্ন না হইব কহিলু সবারে।। (পৃ. ৭২)

সুতরাং অনুবাদমূলক রচনা হলে প্রক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য মুলের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। লিপিকর এ কাজটি করতে পারেন। তখন ভাষার বিচার অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কারণ মূল কবির রচনা ও লিপিকরের রচনার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে। লিপিকরের চেয়ে কবির রচনায় কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের ছাপ লক্ষণীয় হবে।

(১১) যোজনাগত প্রক্ষিপ্ত পাঠ --

অনুবাদক কবি অনুবাদের সময় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংযোজন করে কাহিনীর ধারা বা বিষয়বস্তুকে আরো রসঘন ও আকর্ষণীয় করে তুলেন। কবি আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্যে চৌগান খেলার বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু জায়সীর 'পদ্মাবতী'তে চৌগান খেলার বিষয় নেই। কবি আলাওল রত্নসেনের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য চৌকষ চৌগান খেলোয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ নায়ক হবে সর্বগুণে গুণান্বিত। তাই মোগলের আচরণে নায়ক রত্নসেনকে বড় করে তুলেছেন। এ অংশটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত। তিনি ছিলেন রাজানুগৃহীত কবি। ফলে রাজপরিবারের সব কিছু অবলোকন করার সুযোগ তাঁর ছিল। 'চৌগান খেলা'র খটি তাঁরই একটি অংশ–

নৃপ আরোহণ হয় আনিলা তুরিতে
অনুমতি দিলা রাজা অশ্বে আরোহিতে
নৃপতির আরতি বুঝিয়া রত্ন সেনে
চড়িয়া ফিরাএ অশ্ব বিবিধ বিধানে[৫১]। (পৃ. ৭৩)

অলাওল ১৭২ চরণ বিশিষ্ট প্রক্ষিপ্ত পাঠের মাধ্যমে চৌগান খেলার দৃশ্য ও প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন। কবি আলাওল ব্যক্তিগত জীবনে রোসাঙ্গের রাজ সৈনিকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। এবং রাজকীয় চৌগান খেলা শিখেছিলেন–তারই প্রাণবন্ত বর্ণনা তাঁর পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

---

[৫১] সৈয়দ আলি আহসান সম্পাদিত–পদ্মাবতী–ঢাকা ১৯৬৮ খ্রি. পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) ধর্মযাজক কর্তৃক লিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

ধর্মবোধ থেকে ও ধর্মের প্রচারের মাধ্যমেই পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির উদ্ভব ও বিস্তার লাভ করেছে। আমার মতের সাথে আশা করি সকলেই একমত পোষণ করবেন। পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্মের বিধি বিধান লিখে 'তুয়াং হুয়াং' পর্বত গুহায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংরক্ষিত করে। এখানে প্রায় ১৫০০০ (পনেরো হাজার) পাণ্ডুলিপির রোল আবিস্কৃত হয়। পৃথিবীতে ধর্মীয় বিধি বিধানের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির এটি সর্ব প্রাচীন। এগুলির মধ্যে অনেক প্রক্ষেপের অনুপ্রবেশ রয়েছে। হিন্দু ধর্মের বেশ বিধি-বিধান অনুলিখিত হয়েছে। একই বিষয়ের একাধিক প্রতিলিপি পাওয়া যায়। কিন্তু একটির সাথে অন্যটির মিলের অংশ খুবই কম। অর্থাৎ প্রক্ষেপের ভারে ভারাক্রান্ত। এমন কি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসমূহ ও পূজা-পদ্ধতির বিধি বিধানে প্রক্ষেপের বেশ উদাহরণ রয়েছে।

(১৩) লিপিকর কর্তৃক অনুলিখিত [দুই কবির রচনা এক রচনায়] প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

যখন কোন লিপিকর একাধিক কবির রচনাংশ সাঁজিয়ে রাখেন। কিন্তু অনুলিখনের সময় ভুল করে একই কবির রচনায় অন্য কবির রচনাংশ প্রবিষ্ট হয়। এরূপ রচনাকে লিপিকর কর্তৃক অনুলিখিত প্রক্ষিপ্ত পাঠ বলে। যেমন– ইমাম চুরি (ক্রমিক ২৫।। পুথি ৫০৬) অজ্ঞাত কবির রচিত হযরত মুহম্মদের (সঃ) দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের বাল্যকালে অপহৃত হবার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এই কাব্যের শেষে কবি মোহাম্মাদ খানের মুক্তল হোসেন' প্রতিলিপির কয়েক লাইন লিখিত হয়েছে।

অজ্ঞাত কবির রচনাংশ–

'দুই ভাই খরিদ কৈলুম মদিনা শহর।।
শুনিছি তোমার ঘরে নাহিক ফর্জ্জন।
তেকারনে খরিদ কৈলুম বালক দুইজন।।

যার পুত্র তার কোলে দিল নিরঞ্জন।
এহি ভাবে আল্লা রছুল বোল সর্ব্বজন।।
এহি ইমাম চুরি পুথি হইল সমাপ্ত হইল।'

অথচ শেষ পাতায় আছে কবি মোহাম্মদ খানের 'মুক্তল হোসেন' প্রতিলিপির কিছু অংশ–

'আর এক কথা কহি সুন নরগণ।
স্বর্গে যদি চলি গেলা আমীর হোসন।।
তবে কথ দিন পাছে হেন দৈবগতি।
রসিছন্ত জাফর ছায়াদ সন্ততি [৫২]।।'

(১৪) অনুকরণভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

লিপিকর কোন পাণ্ডুলিপির সাথে যদি অন্য কোন পাণ্ডুলিপির খন্ডাংশ থাকে–লিপিকরণের সময় লিপিকর তা যাচাই বাচাই না করে লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপ প্রাপ্ত পাঠই অনুকরণভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ। যেমন– সৈয়দ নুরুদ্দিন বিরচিত 'দাকাএকুল হাকায়েক' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং– ক্রমিক ২০৪।। পুথি ৬২৪। এই প্রতিলিপিতে প্রথমে অর্থাৎ পুস্তক আরম্ভের পূর্ব্বে দুইটি পৃষ্ঠায় কতকগুলি চানক্য শ্লোকের সানুবাদ লিখিত হইয়াছে। যথা–

'প্রথমে নাজ্জিঅ বিদ্যা' ইত্যাদি। মলাটে আছে–
'অমাবস্যা পূর্ণমাসী অষ্টমী দিবসে।
রমিলে এ তিন দিন আয়ু হয় শেষে।।'

এই প্রতিলিপির শেষে ৫টি পাতায় আর একখানি পুথি লিখিত হয়েছে। তাতে আদম সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। কোথাও ভণিতা নেই।

---

[৫২] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত–পুথি পরিচিত–বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আরম্ভ এরূপ–

তাহা শুনি জিব্রাইল ফিরিয়া যে গেল।
প্রভুর নিকটে গিয়া সকল কহিল।।
তাহা শুনি করতাএ মন স্থির করি।
নিকাইল পাঠাইল আনিবারে ধরি।।
তাহা শুনি মিখাইল গেলেক চলিয়অ।
দরিয়ার কুলে খাক দেখিলেক গিয়া।।
মিকাইল দেখি খাক চিন্তা বড় পাইল।
আল্লা মোহাম্মদ নবি কহিতে লাগিল।।

মধ্যস্থলে–

'কলভুত মন জবরুত নাছুত দিয়া।
এ সপ্ত সমুদ্র প্রভু তনেত রাখিয়া।।
কেরামিন কাতেবিন দূই কান্ধেত রাখিলা।
নেকি বদি দুই জনে লেখিতে লাগিল।
তার মাঝে মনুরাএ করে নানা কেলি।
অনুদিন কালা কালু তথা আছে মিলি।।

শেষ–

ছুলতান মোহাম্মদ পাইয়া বারতা।
একাদশ দিন সব পন্থে গেল তথা।।
তুরুক তারিক আর আজম পন্থে দিয়া।
একিধা করিয়া গেল কিতাব শুনিয়া।।

শুন্য অবয়ব তার প্রান তমা টানে।
শতবার বিচারিলে না পাইবা যমে[৫৩]।।'

(১৫) বিভ্রান্তিমূলক প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

পাণ্ডুলিপিতে কবিগণ ঈশ্বর ও দেব-দেবীর বন্দনা করে থাকেন। মুসলমান রচিত কাব্যে বিভিন্ন পীর মাশায়েক, নবী-রাসুল ও আল্লার বন্দনা করে থাকেন। রচনা মৌলিক হলেও তাতে প্রক্ষেপ থাকতে পারে। এসব রচনায় বন্দনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সহায়তা লাভ বা অনুগ্রহ লাভ। মূল কাজটি কবিরা করে থাকেন। পরবর্তীতে লিপিকরগণ তাদের আরাধ্য দেব-দেবীর বন্দনায় পূর্বনাম পরিবর্তন করে থাকেন। স্থল বিশেষে মূলের বন্দনাস্থলে গায়েন লিপিকরদের বন্দনাই প্রতিলিপিতে স্থান পেয়ে থাকে। কবি কঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন অনুলিপিতে মহাদেব বন্দনা, চণ্ডী বন্দনা (দ্বিতীয়), গঙ্গা বন্দনা, শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা < দিগ দেবতা বন্দনা, দিগ বন্দনা, শুকদেব বন্দনা, সূর্য বন্দনা ইত্যাদি রচনাংশ পাওয়া যায়[৫৪]। এ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন– "এমন পদ গায়েনদের ব্যবহার্যে রচিত। যে অঞ্চলের পুঁথি সে অঞ্চলের প্রধান প্রধান গ্রাম, দেব-দেবীর উল্লেখ থাকিবেই[৫৫]।"

এ কারণেই চণ্ডীমঙ্গলের সম্পাদকবৃন্দ গায়েন ও লিপিকরদের এসব প্রক্ষিপ্ত পাঠ বর্জন করেছেন। আঞ্চলিক বন্দনা বলেই একেক প্রতিলিপিতে একেক রকম। তাই বন্দনাগুলি প্রক্ষিপ্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

(১৬) তথ্য বৈচিত্রপূর্ণ প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

প্রাপ্ত অনেক প্রতিলিপিতে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা অন্য একটি তথ্যের সততা সম্পর্কে

[৫৩] প্রাগুক্ত–পৃ. ২২৯।
[৫৪] ক্ষুদিরাম সম্পাদিত–কবি কঙ্কণ চণ্ডী–কলকাতা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৭০ – ২৭৮।
[৫৫] ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি কঙ্কণ বিরচিত–চণ্ডীমঙ্গল–নিউ দিল্লী ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সন্দিহান করে তোলে। কবি বিপ্রদাস পিপলাই বিরচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে রচনাকাল জ্ঞাপক চরণ পাওয়া যাচ্ছে। যথা–

'সিন্দু ইন্দু বেদ শশী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।'

তাহলে ভাঙ্গালে বামা গতিতে রচনাকাল হয়– সিন্দু + ৭, ইন্দু + ১, বেদ = ৪ , শশী = ১ = ১৪১৭ শকাব্দ। অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ। গৌড়ের প্রধান হুসেন শাহা বলতে আলাউদ্দিন হুসেন সাহাকে বুঝানো হয়েছে[৫৬]। অথচ প্রতিলিপিতে নবম ও দশম পালায় কলকাতা, নিমাইতীর্থ, হুগলী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। যা উক্ত সময়ের অনেক পরে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এ জন্য এ পাঠটিকে প্রক্ষিপ্ত পাঠ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

(১৭) প্রসঙ্গভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

মধ্যযুগের কবিগণ যখন কাব্য লেখা শুরু করতেন, কাব্যের বিষয় সমূহের পদভাগ ভূমিকারে তুলে ধরতেন। কিন্তু কাব্য রচনার সময় তাঁরা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন না। ভূমিকাংশে উল্লেখিত পদভাগ ব্যতিরেকে অনেক নতুন অধ্যায়ের যোজনা করতেন। ফলে কাব্যের ব্যাপ্তি ও পরিধি বৃদ্ধি পেত। এই নতুন অধ্যায়কে প্রসঙ্গভিত্তিক প্রক্ষিপ্ত পাঠ বলা যাবে। আবদুল হাকিম বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনার সময় ইউসুফ-জোলেখা প্রেমকথা বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছিলেন ভূমিকায়। কিন্তু দেখা গেল তাঁর বর্ণিত বর্ণনাংশের বাইরে তিনি জুলেখার সন্তান লাভ, দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর ভাইদের আগমন ও সাহায্য, পিতা-পুত্রের মিলন, ইউসুফের দুই পুত্রের বিবাহ প্রসঙ্গ রয়েছে। কবির স্বীকৃত উক্তির বাইরে এ অংশ অতিরিক্ত। কবি আবদুল হাকিমের পূর্ববর্তী কবি শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জুলেখা'য় বাড়তি অংশ নেই। লিপিকর যখন প্রতিলিপি লিখেন– তখন তারা মনে করেছেন শাহ মুহম্মদ সগীরের রচনাংশ সম্পূর্ণ নয়। তারা আবদুল হাকিমের ইউসুফ জোলেখার রচনাংশ নিয়ে শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা'র সাথে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনাংশ প্রক্ষিপ্ত[৫৭]।

(১৮) অতিরিক্ত সংযোজনমূলক প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

কবিদের ভণিতা ব্যবহারকে লক্ষ্য করে অনেক লিপিকর প্রতিলিপির শেষে নিজ নামে ভণিতা ব্যবহার করতেন। ভণিতায় বাড়তি কিছু লিখে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ পেতেন। কিন্তু মূল কবির রচনার ন্যায় তা হৃদয়গ্রাহী হত না বরং আড়ষ্ট থাকত। এ অতিরিক্ত সংযোজন অংশই প্রক্ষিপ্ত পাঠের নামান্তর। সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর আলি বিরচিত 'জেবলমূলক সামারোক' কাব্যের প্রতিলিপিতে পাওয়া যায়। যেমন-

আরম্ভ–

রাত্রকালে আমি তোমার মাথা মুরাইব।
ডোর গলে দিআ তোরে দেসে ভ্রমাইব।

ভণিতা–

মোহাম্মদ আকবরে কহে পঞ্চালির ছন্দ।
খন্ডাইবে কেবা পারে যে আছে নিবন্ধ।।

লিপিকরও মধ্যে মধ্যে স্বনামে ভণিতা যোগ করেছে–

হীন ছপদর আলি কহে খন্ডিবেক দুখ।
ভজরে প্রভুর পদে সদিষ্টি সমুখ।।

শেষ–

জেবল মুল্লুক ভাবে এহার প্রকার।
বাহিরে আইল বির করিতে বিচার[৫৮]।।

(১৯) বিশেষ রকমের প্রক্ষিপ্ত পাঠ–

পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে ছন্দগত আদর্শের হঠাৎ বিচ্যুতি-চরণের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে :

---

[৫৬] সুখময় মুখোপাধ্যায়–মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম–করকাতা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৫–৬।

[৫৭] বাংলা একাডেমী পুঁথি নং–১১৭–শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত– 'ইউসুফ-জোলেখা'।

[৫৮] ক. সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি–জেবল মুলুক সামারোক–ক্রমিক ১৩৫।। পুথি ৫৬৬।
খ. ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত–পুথি পরিচিতি–বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৬০ ক।

Dhaka University Institutional Repository

এমন কি বর্ণ বৈষম্য ঘটার কারণে–বিশেষ রকমের প্রক্ষিপ্ত পাঠ সঞ্চার হয়। বিশেষ রকমের প্রক্ষিপ্ত পাঠের অনুকূলে ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক বলেছেন– "কোনক্রমে কোন দুর্বল বা অবাঞ্ছিত রচনা মূল রচয়িতার রচনা বলে পাঠের অর্ন্তভূক্ত হয়ে গেলে তা রচয়িতার কাব্য মূল্যায়নে বিরূপ ভুমিকা রাখবে এবং প্রক্ষিপ্ত পাঠ কবির কাব্যে রসাভাসও ঘটাবে। ফলে পাঠক হবেন প্রবঞ্চিত আর রচয়িতা বইবেন ব্যর্থতার দায়ভার[৫৯]।" ড. হক সত্যনিষ্ঠ কথা বলেছেন। বিশেষ রকমের প্রক্ষিপ্ত দ্বিরুক্তি ও চরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন– "মুকুন্দরাম ফুল্লার বারমাসী অংশে প্রতিটি মাসের জন্য ছয় ছয়টি চরণ ব্যবহার করেছেন এবং প্রতি পঞ্চম চরণে দ্বিরুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয় (যেমন– বৈশাখ হল বিষ, বৈশাখ হল বিষ বা পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস)। 'নারীদের পতিনিন্দা' অংশেও মুকুন্দরাম প্রত্যেক ক্ষেত্রে চার চারটি চরণের ব্যবহার করে গোদা পতি, দন্তহীন পতি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। উভয় ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত পাঠে নির্দিষ্ট পংক্তি বিন্যাস অনুসৃত না হলে তা প্রক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে[৬০]।"

কবি শকাঙ্ক ও পুষ্পিকা–

কবি শকাঙ্ক ও পুষ্পিকা একই ভাব সংখ্যাবাচক অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকাশের ধরন ও মাধ্যম এক নয়। কবি শকাঙ্ক হেয়ালীর মাধ্যমে সংখ্যাবাচকে প্রকাশ করে। কবি না সন–তারিখ আর পুষ্পিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন লিপিকর। প্রতিলিপি লেখার সময়, প্রহর, দিন, ক্ষণ, কোন দিক, স্থান। এখানেই কবি ও লিপিকরদের আলাদা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। কবি শকাঙ্ক 'হেয়ালী'র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এর ফলে আমরা কবির পাণ্ডিত্য ও গভীরতা উপলদ্ধি করতে সক্ষম হই। পুষ্পিকা অপেক্ষাকৃত হালকা ও চটুল কথায় প্রকাশ করা হয়। এখানে কথার গভীরতা নেই।

কবি শকাঙ্ক ব্যবহার করেন কোন কাব্য বা গ্রন্থের রচয়িতারা। তাঁরা পাঠকবর্গকে জ্ঞানের রাজ্যের গভীরে নিয়ে যান এবং বিভিন্ন অর্থব্যঞ্জনার মাধ্যমে তাদের বর্ণিতব্য সংখ্যাবাচক শব্দটিকে পাঠকবর্গকে উদ্ধার করে নিতে হয়। তারা কখনো সরাসরি বলেছেন বামাগতিতে; কখনো ডানাগতিতে এবং অবজ্জাদ রীতিতে আবার কখনো হিজরী সালে। অর্থাৎ কবিগণ পাঠকমণ্ডলীকে হেয়ালীর মাধ্যমে কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যকে উপলদ্ধি করার সুযোগ দিয়েছেন। পাঠকমণ্ডলী কবিদের ব্যবহৃত শব্দাবলীকে যাচাই–বাচাই করে কাব্যের রচনাকাল বা রচনাসাল নির্ণয় করেছেন। ফলে তাদেরকে রচনাসাল নির্ণয় করতে সমার্থক শব্দ, পারিভাষিক শব্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় শব্দাবলীর অনুশীলন করতে হতো। কেবলমাত্র মধ্যযুগের কবিরাই কবি শকাঙ্ক ব্যবহার করেছেন।

পুষ্পিকা ব্যবহার করতেন মুল কাব্যের অনুলেখকরা বা লিপিকরেরা। লিপিকরগণ পুষ্পিকার মাধ্যমে গ্রন্থ অনুলেখকের সন, তারিখ, দিন, প্রহর, কোন দিকে মুখ করে লেখেছেন, ঘরে, লেখে কি পুরুস্কার পেতেন, কাছারী, বারান্দায় ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করতেন। তাঁরা কখনো সরল কবিতার ছন্দে, আবার কখনো গদ্য ছন্দে লিখেছেন। কবি শকাঙ্ক ও পুষ্পিকার ব্যবহার লক্ষ্য করেই আমরা সহজে কবি ও লিপিকরদের চিহ্নিত করতে পারি। একই সাথে তাদের কবিত্ব শক্তি ও পাণ্ডিত্য শক্তির পরিচয় সম্পর্কে ধারণা নেয়া সম্ভব হতো। শকাঙ্ক ও পুষ্পিকা দিয়ে অনেক লিপিকর কবি সেঁজেছেন। এই রীতির তুলনার ইতিবৃত্ত ধরে তাদেরকে চিহ্নিত করে মুল কবির রচনাকে উপলদ্ধি করা সম্ভব।

কবি শকাঙ্কের ব্যবহারে কবিদের চিন্তা প্রণালী ও প্রবৃত্তিতে বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষণধর্মীর গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। রহস্যময় সৌন্দর্যে বিজড়িত এক জগৎ যার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে শুধু রোমান্টিক উচ্ছ্বাসই প্রকাশ পায়নি। উপলদ্ধির গভীরতার সন্ধান দিয়েছে–দেশ কাল পাত্র এবং জীবনী সাহিত্যের অচেনা শব্দসম্ভারকে এবং এর ব্যবহারে বিশেষ করে আধুনিক সমীক্ষা ও সন। ধ্যানের জগতে গবেষকের–পাঠকের স্থান দরবারে। ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা ও আনুকুল্যেই অতীতের আবরণ উন্মোচনে জ্ঞান–মননের অনুশীলনের ইঙ্গীত দিয়েছে তা রসাত্মক বটে। এই জন্য ড. খোন্দকার মুজাম্মিল হক–কবি শকাঙ্ককে "কবিত্ব প্রকাশের প্রেরণায় এবং পাঠককে ধাঁধাঁয় ফেলে কৌতুক করবার বাসনা" বলে উল্লেখ করেছেন[৬১] (পৃ. ১২০)। ড. মোহাম্মাদ আবদুল কাইউম একে 'হেয়ালীমূলকশ্লোক বলেছেন'[৬২] (পৃ. ৬৬)।

---

[৫৯] প্রাগুক্ত–পৃ. ৭৬।

[৬০] ড. মোহাম্মদ.আবদুল কাইউম–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা–চট্টগ্রাম ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ পৃ. ৯৭।

[৬১] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা–ঢাকা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের লিখিত গ্রন্থের ভণিতায় নিজেদের নাম বা উপাধি ব্যবহার করতেন। গ্রন্থশেষে হেয়াঁলীমূলক কবিতার মাধ্যমে কাব্যের গ্রন্থকাল লিখে দিতেন। আবার কখন কখন সংখ্যাবাচক শব্দে রচনাকাল লিখে দিতেন।

হেয়াঁলি কবিতার মাধ্যমে গ্রন্থ রচনার সন বা সাল তারিখ–এ রীতির ইতিহাস প্রাচীন বটে তবে নির্দিষ্ট কোন সন তারিখ নেই। প্রাচীনকালের জ্যোতিষশাস্ত্রের বার তিথির উল্লেখের সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। জ্যোতিষ গ্রন্থ থেকেই শকাঙ্কের উদ্ভব বলে অনেক পণ্ডিতগণ একমত পোষণ করেন[৬৩]। কবি বিদ্যাপতি বিরচিত অবহট্ট ভাষায় রচিত একটি পদে সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন। যেমন–

'অনল রন্ধকর লক্কন পরিবই
সক সমুদ্দকর আগনি সসী।'(পৃ. ৬৬)

'অনল', 'রন্ধ (রন্দ্র) এবং 'কর' এই তিনটি বিশেষ্য শব্দের গাণিতিক অর্থ–যথাক্রমে ৩, ৯ এবং ২। সংস্কৃত গ্রন্থে সাল গণনার একটি বিশেষ রীতি ছিল– 'অঙ্কস্য বামাগতি'–অর্থাৎ সংখ্যাশব্দ দক্ষিণ থেকে বামে পড়তে হয়।

সে রীতি অনুযায়ী উপরের 'অনল রন্ধকর' কথাটির অর্থ দাড়ায় ২৯৩ লক্ষ্মনাব্দ। দ্বিতীয় চরণে 'সমুদ্র', 'কর', 'অগ্নি', ও 'শশী'র অর্থ বামাগতিতে ১৩২৪ শকাব্দ।

শুধু বামাগতিতে কবি শকাঙ্ক প্রচলন তা নয় , ডানাগতিতেও এর প্রচলন ছিল। ডানাগতির আর একনাম 'দক্ষিণা গতি'। কোন কোন কবি দক্ষিণা গতি অনুসরণ করেছেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবায়ণ' গ্রন্থে রচনাকাল দিয়েছেন। যেমন–

'শকে হল্য চন্দ্রকলা বাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।' (পৃ. ৬৭)

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সর্বপ্রথম এই শ্লোকটির সমাধান দিয়েছেন– চন্দ্রকলা–১৬, রাম–৩, করতল–২। অঙ্কাস্য বামাগতিতে হয় ২৩৬১। কিন্তু শ্লোকের ডানাগতি বা দক্ষিণাগতিতে হয় ১৬৩২ শকাব্দ। কবি নিজেই দ্বিতীয় চরণে বামাগতি অচলনামা দিয়েছেন– বিধিকান্ত অর্থাৎ প্রচলিত বামাগতির নিয়ম অচল[৬৪]।

আবজাদ রীতিতে কবি সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর তাঁর 'জেবলমুলক সামারোখ' কাব্যে হেয়ালীর মাধ্যমে গ্রন্থের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন। যথা–

'লিখন সমাপ্ত হইল কাকে ডিম্ব দিল,
আরবা আনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল।'

আরবা আনাছের অর্থৎ (اربعص عناصو আরবী হরফ হবে) আরবা আতু উনাস্বের বর্ণগুলোর মান হচ্ছে- । - ১, - ২০০, ٤٠٠ ت ,٧٠ ع ,٢ ب, এবং ٥٠ ت ,٧٠ ع । - ১, ص ٩٠ এবং ٢٠٠ ـ এখানে সব বর্ণের মান যোগ করলে হয় ১০৮৪ হিজরী বা ১৬৭২ – ৭৩ খ্রিস্টাব্দ[৬৫]।

মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিতে শকাঙ্ক ব্যবহারের প্রচলিত তিনটি রীতিরই উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমান কবিগণ সব ধরনের শকাঙ্কই ব্যবহার করেছেন। হিন্দু কবিরা বামাগতি ও দক্ষিণাগতিতে শকাঙ্ক ব্যবহার করেছেন। এর একটি ঐতিহ্যগত কারণ আছে। কবি শকাঙ্ক পাণ্ডুলিপির বয়স কবি ও লিপিকরের বয়সের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মধ্যযুগের মুসলমান ও হিন্দু কবিরা কবি শকাঙ্ক ব্যবহার করেছেন। মুসলমান কবিরা অনেকেই শকাব্দের পরিবর্তে হিজরী ও মঘী সাল হেয়ালীর মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। মুদম্মদ কবীর প্রণীত

---

[৬২] ড. মোহাম্মাদ আবদুল কাইউম–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা–চট্টগ্রাম ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ৬৬।
[৬৩] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ–সাংকেতিক শব্দ–ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দ পৃ. ৭২০।
[৬৪] প্রাগুক্ত – পৃ. ৬৭।
[৬৫] ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা–ঢাকা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

'মধুমালতী'র এক প্রতিলিপিতে সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম রচনাকাল জ্ঞাপক একটি হেয়ালী উদ্ধার করেছেন। যথা–

'অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিন্ধ তার কাছ।
পঞ্চালি ভণিতে হৈল হিজরীর পাঁচ।।'

সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম উদ্ধারকৃত পংক্তি দুটির 'বিশুদ্ধ পাঠ' ড. মুহম্মদ এনামুল হক নির্ণয় করেছেন। যথা–

'অঙ্গ সঙ্গে রহে রস বিন্ধু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরীর পাঁচ।।'

ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'অঙ্গ' শব্দের অর্থ করেছেন 'আট'। তার মতে মধুমালতীর রচনাকাল 'অঙ্গ = ৮, রস = ৯, বিন্ধু = ০, তাহলে মোট হয় ৮৯০ হিজরী অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ[৬৬]। হিন্দু শাস্ত্রের অস্টাঙ্গ প্রণাম বা যোগের কথা চিন্তা করে অঙ্গ শব্দের এ অর্থ নির্নয় করেছেন।

দেহের অস্ট অবয়ব বা অংশ হচ্ছে– জানু, পদ, পানি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য, দৃষ্টি প্রভৃতি সহাযোগেই সাষ্টঙ্গ (স + অষ্টাঙ্গ) প্রণামের ব্যবস্থা[৬৭]। কবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণে পাওয়া যায়–

'সাষ্টাঙ্গ লোটায়ে ছলে করিল প্রণাম[৬৮]।'

যোগেরও অঙ্গ আটটি – যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমধি[৬৯]।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'অঙ্গ' শব্দের এ অর্থ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন– 'অঙ্গ' শব্দের কোন গাণিতিক অর্থ নেই[৭০]। তিনি মুহম্মদ কবীরের পংক্তিটির পাঠ নির্ণয় করেছেন–

'অঙ্গ সঙ্গে অঙ্ক রহে সিন্দু তার পাছ।'

এতে হয় ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

মঘীসন হেয়ালীমূলক কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি ওয়াজুদ্দিন চৌধুরী। তাঁর বিরচিত 'গরবিকর বচন' কাব্যে।

যেমন–

'ভাস্কর দক্ষিণ পানে গেল বসাইয়া।
তার ডাইনে বসু রাখি জত্তন করিআ।।
ঋতু বসু দিন জান বিশ্চিক মাসের।
লিখন সমাপ্ত রোজ শুর অশুর[৭১]।।

এতে হয় ভাস্কর = ১২ , নেত্র = ৩ , বসু = ৮, মোট = ১২৩৮ মঘী সন।

লেখক ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গ্রন্থের শুরুতে বা অধ্যায় শেষে বা গ্রন্থশেষে নিজ আত্মবিবরণীমূলক এবং গ্রন্থ সম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থের রচনাকাল বা অনুলিপিকাল সম্পর্কে যে অংশটি লিখেন। সে অংশই পুষ্পিকা নামে অভিহিত।

পুষ্পিকা কেবলমাত্র লিপিকরেরা ব্যবহার করতেন। মূল কবিরা ব্যবহার করতেন শকাঙ্ক। মধ্যযুগের সব পাণ্ডুলিপিতে কবি শকাঙ্ক লেখা হত না। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে শকাঙ্কের পরিবর্তে মঘীসন, হিজরীসন, পারিগাণিতিক সন, ত্রিপুরাব্দ, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, সম্বৎ, মল্লাব্দ, লক্ষ্মনাব্দ, পালাব্দ ইত্যাদি সনের প্রচলন অনুযায়ী লেখা হত। বিভিন্ন অব্দে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং জ্যোতিষীয় শব্দে রচিত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমেই লিপিকাল লেখা হত। অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ প্রতিলিপিতে পুষ্পিকা লেখা হত। যে সময়ে যে অব্দ প্রচলিত ছিল– সেই অব্দে লিপিসাল 'পুষ্পিকা'য় লেখা হত বুদ্ধিনির্বানাব্দ, কলিযুগ সংবৎ, বীরনির্বাণ সংবৎ, চৈতন্যাব্দ, গুপ্ত সংবৎ, ইলাহীসন, উত্তরী ফসলীসন, দক্ষিণীসন, চানুক্য বিক্রমসংবৎ, কলচুবি

---

[৬৬] ড. মুহম্মদ এনামুল হক–মুসলিম বাংলা সাহিত্য–২য় মুদ্রণ পৃ. ৯৭।
[৬৭] কীর্তিবাসী রামায়ণ–বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃ. ২৯১।
[৬৮] ড. মোহাম্মাদ আবদুল কাইউম–পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা–চট্টগ্রাম ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ পৃ. ৭২।
[৬৯] জ্ঞানেন্দ্র মোহন–অভিধান ১ম খন্ড–কলকাতা পৃ. ১৫৯।
[৭০] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ–বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খন্ড)–পৃ. ১১৯।
[৭১] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি–বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সংবৎ, হর্ষ সংবৎ, ভাটিক সংবৎ, বিলায়তীসন, শাহুরসন, আমলিসন, জমিদারীসন, দানিশাব্দ, নসরৎশাহী সন, নেপাল সংবৎ, নৃপশক, রাজড়াসন, রাজসন, সদরসন, ইংরেজীসন, যবন নৃপতি শকাব্দ, রত্নপীঠস্য নৃপতি শকাব্দ[৭২]।

কিছু কিছু প্রতিলিপিতে পুষ্পিকা গ্রন্থের শেষে গদ্যাকারে লেখক নিয়ম প্রচলিত ছিল– এমন উদাহরণ কম নয়। যেমন– 'ইতি মক্তুল হোসেন পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্যাপি ভবেত ভ্রম মুনিরপি। জথা দিষ্টি– তথা লেখিতং লীলীক নাস্থিক দোসং লেখীতং অক্ষ্যর শ্রীহিন মাহাম্মদ ফাজীল নস্য হক মালিক শ্রী সেক মাহাম্মদ আবজল ওং মাং ফাজীল মৌং হুলাইন ইতি সন ১১৪১ মাহে ২৯ অগ্রহায়ণ রোজ রবিবার আমলে শ্রীযুত সামনর ফেরাঙ্গি দেবান শ্রীমদন হালদার[৭৩]।

কবি শাহ মোহাম্মাদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের প্রতিলিপিতে লিপিকর ফাজিল নাসির মোহাম্মাদ হেয়ালীমূলক কবিতায় লিপিসাল ও লিপিকরের দীর্ঘ আত্ম পরিচয় দিয়েছেন। যেমন–

লিপিসাল–পুস্তক লিখন সন–কহি তার বিবরণ–

'সকাব্দ সহিতে মঘিগত।
মঘি পরিমান ছহি সহস্রেক চৌরান্নই।
সকাব্দা চোরপন্ন সোলমত।।
বি পারিখ একাদস হরষুত মিত্র মাস।
দসদণ্ড ভৃগুসুত বার।।
শুক্কলা অষ্টমি তিথি খেত্র গত বৃহস্পতি
ধনু লগ্নে সমাপ্ত পএয়ার[৭৪]।।'

অতএব ১০৯৪ মঘী বা ১৬৫৪ শকাব্দ তথা ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে অনুলিপিকাল। লিপিকারগণ অনেক সময় সংখ্যাবাচক শব্দে লিপির সাল লিখে দিতেন। এমন নজীরের অভাব নেই। যেমন–

'সন ১২০৪ মঘী যে আছিল।
সপ্তমতে আমার তারীখ তুলী দিল।।
রোজ সমবার দশঘরি রাতে।
জমাদিল আউল চান্দে বাড় তারিখএ[৭৫]।।'

অর্থাৎ লিপিকর ১২০৪ মঘী সনে গ্রন্থটি প্রতিলিপিকরণ করেছেন। তখন আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ রোজ সোমবার রাত ১০ টায় গ্রন্থটির লিখনকার্য সমাপ্ত হয়। ঐ দিন ছিল জমাদিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ। কবি হোসেন ফকীর বিরচিত 'রাশি গণনা'র পুথির লিপিকর ছিলেন শরাফতুল্লাহ। লিপিকর শরাফতুল্লাহ গ্রন্থটির অনুলিপিসাল তুলে ধরেছেন– 'সন ১২৭১ হিজরী ৩ মাহে জুমাদীউআল শোআকর শ্রী শরাফতোল্লা মহরের পীছরে হযরত সাহা ছপী আলী রজা মস্তান কদছলৰা হোছের রুহুল আজিজ নিবাস ওসখাইল ফান্ডিএ আনোয়ারা চাকলে দেবগ্রাম জিলে চট্টগ্রাম[৭৬]।।'

বাংলা সনে প্রতিলিপি প্রতিলিখনের তারিখ লিপিকর তুলে ধরেছেন–

'হিন সেক ফাজীলে লেখে পুস্তক পরিআ দেখে
তবে জান আখেরের গতি।
এ ঘোর নরক হতে মুক্তি পাপি তরিতে
এহি মাগম চরণে তোম্মার।

---

[৭২] ড. কল্পনা ভৌমিক–পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা–বাংলা একাডেমী ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৬৮।
[৭৩] প্রাগুক্ত–পৃ ৭২।
[৭৪] ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত–পুথি পরিচিতি–বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৫–১৬।
[৭৫] হায়দর আহমদ বিরচিত–এলমাজ বাদশার পুথি–পৃ. ৪২।
[৭৬] হোসেন ফকির বিরচিত–রাশি গণনার পুথি–পৃ. ৪৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ইতি সন ১১৩৮ এঘারসহ আটতেইস সন তারিখ ১০ আগ্রণ রোজ সুক্রবাড়। পুস্তক মালিক শ্রী ফাজিল মাহাম্মদ[৭৭]।

নৃপতি বিশ্বসিংহের রাজত্বের সময় 'বিশ্বসিংহ শকে'র প্রচলন করেন। এই সময়ে রচিত সাহিত্যে উক্ত সারের বিবরণ প্রতিলিপিতে পাওয়া যায় হেয়ালীমূলক কবিতায়। যেমন–

'অতঃপর কহী সুন সন বিবরণ।
গোপালের পীষ্ঠে অম্বর সোভন।।
দক্ষিণেতে গ্রহ করিয়া সাজন।
সিংহ রায্যে পুথি সাঙ্গ সুন সর্ব্বজন।।
রুদ্রান্তক রোজ হইল কি বলিব আর।
কুহান্তক হইয়া প্রতিপদ সার[৭৮]।।'

ভাঙ্গালে হয়–

'গোপাল = ১২ , অম্বর = ০, গ্রহ = ৯, রুদ্রান্তক = ১২,

কুহান্তক = শুক্লপক্ষ। তাহলে হয় ১২০৯ সালের শুক্লপক্ষের ১২ তারিখে প্রতিলিপি লিপিকরণ করা হয়েছে।

পুষ্পিকা ও শকাঙ্কের ব্যবহারকে লক্ষ্য করে আমরা কবি ও লিপিকরকে চিহ্নিত করতে পারি। অনেক কবির জন্মস্থান নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসনে পুষ্পিকা ইঙ্গিত বহন করে। সিলেট নিবাসী শাহ মিনা ওরফে সৈয়দ সুলতান কবি না হয়েও নবী বংশের রচয়িতা বলে যে দাবী উঠেছে, তার স্ব-পক্ষে অনেক মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সিলেট অঞ্চল থেকে শাহ মিনা ওরফে সৈয়দ সুলতান বিরচিত কোন পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি উদ্ধার হয়নি। অথচ চট্টগ্রামের লস্করপুর নিবাসী কবি সৈয়দ সুলতানের বিরচিত নবীবংশের বেশ কয়েকটি প্রতিলিপি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাপ্ত প্রতিলিপিতে লিপিকরগণ প্রতিলিপিকরণের তারিখ ও সন মঘী সনে লিখেছেন। অতএব প্রচলিত মঘীসন থেকে প্রমাণীত হয়। কবি সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কারন ঐ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও মঘী সনের ব্যবহার নেই। অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন সন বা অব্দের প্রচলন ছিল। চট্টগ্রামের কবি সৈয়দ সুলতানের জন্মের পূর্বেই সিলেটের শাহ মিনা ওরফে সৈয়দ সুলতান মৃত্যুবরণ করেন[৭৯] এবং অদ্যাবধি তার লিখিত কোন গ্রন্থ আবিস্কৃত হয়নি। পুষ্পিকা থেকে এ রকম অনেক জটিল সমস্যার সমাদান মিলে।

কবি শকাঙ্ক হেয়ালীমূলক কবিতার মাধ্যমে জ্ঞানের গভীর রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ এনে দেয় এবং শব্দাবলীকে ভাঙ্গালে নির্দিষ্ট সনের তথ্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। পুষ্পিকায় ঐতিহাসিক ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সমাজ-শিক্ষা, ধর্ম, মনস্বতাত্তিক, পদবী, উপাধি-জাতি বৈচিত্র্য ও লিপিকাল, পক্ষ ইত্যাদির অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

পুষ্পিকায় লিপিকরগণ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন– "লিখিত শ্রী রামস্বরণ শীংহ সাকীম বলিয়া পরগণে ধাওয়া সরকার ওড়ম্ব বাঙ্গালা য়ামলে ইঙ্গরেজ কুম্পানী ইতি সন ১১৯৮ সন এগার সও আটানব্বই সাল। এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম যে ইহা চুরি করিবেক তাহার সত্যনাষ হইবেক মিতি তারিখ ৬ বৈশাখ দিতিয় প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল[৮০]।"

লিপিকর শ্রী রামস্বরণ সিংহ তার সাকিম সরকার ওড়ম্বরের অর্ন্তগত ধাওয়া পরগনার বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন অনেক মেহনতে এই পুস্তক অনুলেখনের কালে বাংলদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্ব চলছে। সম্রাট আকবরের আমলে সরকার ওড়ম্বরের মধ্যে ছিল রাজমহল মহকুমা উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরে ছিল বীরভুম।

লিপিকরগণের ব্যবহৃত পুষ্পিকায় তৎকালীন অর্থনৈতিক সমাজের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তৎকালীন

---

[৭৭] মোহাম্মদ আকিল বিরচিত–মুসানামা–পৃ. ৩৮৪।
[৭৮] শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য–বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়–পৃ. ৩৭৬।
[৭৯] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ–বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খন্ড–ঢাকা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৯৭–১০৩।
[৮০] ড. যুথিকা বসু ভৌমিক–বাংলা পুথির পুষ্পিকা–কলকাতা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়াসমূহ পুষ্পিকায় ফুটে উঠেছে। পুথি নকল করা ছিল তখনকার দিনের এক সম্মানজনক পেশা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে এ পেশা গ্রহণ করতে পারত। যেমন–

"এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রী গোবিন্দরাম রায়ের একোয়ান পত্র অঙ্ক সাতশত উনব্বই পাতে সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অন্নসত্রে পরিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম, তারপর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আগ্যাঁ হইল। শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৩৬ ইতি সন ১১২১ তারিখ ২৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত[৮১]।"

এখানে লিপিকরের অর্থসংস্থান প্রণালী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিলিপির অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন অবস্থাসম্পন্ন। ফলে অনুগ্রহে থেকে লিপিকর পুথি লিখনের কাজ করছেন। একদিকে তিনি পেয়েছেন দক্ষিণা এবং অন্যদিকে পেয়েছেন অন্নের সরবরাহ ও সমস্ত বছরের রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে।

লিপিকরদের লিখিত পুষ্পিকায় গ্রামীন বাংলার সমাজ জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বহু বিচিত্র খুঁটিনাটি বিবরণ পাঠক ও মালিকের নাম, প্রতিলিপি লিখনের সাল-তারিখ, দিন-ক্ষণ ইত্যাদির তুচ্ছতম ঘটনা আপন সুখ দুঃখ, ভালোলাগা, মন্দোলাগা, স্নেহ-প্রেম, ভালোবাসা, দয়া-মায়া, আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদির বিচিত্র নিদর্শন রয়েছে। যেমন–

'শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল নবখণ্ড সমাপ্ত।
শকাব্দ ১৫৯২ সন ১০৭৮ সাল
সম্বত ১৭২৭ ফাল্গুন বদী ৭
রোজ রবিবার ফাল্গুন
কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি।
দ্বাদশ দন্ড রাত্রি
সম্পূর্ণ চৈতন্য মঙ্গল পুথি
স্বাক্ষর শ্রী জনমোহন দাস কায়স্থ।
মোকাম চন্দ্রকোনার-মোকাম
যদি তুমি সত্য হও চৈতন্য ভগবান।
অচিরাতে দেহ প্রভু ধর্ম্ম অর্থ জ্ঞান।
তবেত কপট মনে-বিশ্বাস
যে বিড়ম্বিল তারে জেন
হৈলে সুপ্রকাশ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে জদি কৈল দিব্যজ্ঞান
চৈতন্য চৈতন্য করি আন।
পতিত তারিতে প্রভু লইলে
অবতার
মোরে ভক্তি দেহ প্রভু চরণে তোমার।
বড়ই অধম আমি দীনহীন জনে
শুনিয়া তোমার নাম পতিত পাবনে।
অন্নবস্ত্রের দুঃখ প্রভু ঘুচাহ সড়রে
------ লইল --- কুকরে।
ধন জন গেলা প্রভু প্রান মাত্রে সার
তিন ভাই আছি অন্ন
ভক্ষণ নাহি তার।
----- আছেন দুই নামে দুর্যোধন
সভারে দুঃখ প্রভু ঘুচাহ ---- [৮২]।'

এখানে লিপিকর চৈতন্য দেবের কাছে ধর্মজ্ঞান ও অর্থপ্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে প্রার্থনা করেছেন। অন্ন-বস্ত্র মানুষের মৌলিক অধিকার তা নিবারণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। লিপিকরের পরিবারের দুঃখ-

---

[৮১] ড. যূথিকা বসু ভৌমিক–বাংলা পুথির পুষ্পিকা–কলকাতা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৪০।
[৮২] প্রাগুক্ত–পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

দুদর্শার ছবি ভেসে উঠেছে তা যেন আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। লিপিকরের যে শত্রু ছিল–তাও উল্লেখ করেছেন। আমরা যেন কোন ছবি প্রত্যক্ষ করছি।

লিপিকর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেছেন। এই অপার্থিব প্রেমের আদর্শকে পৃথিবীতে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই হিন্দু সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করে। তাদের জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান-চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, বিশ্বাস ও তার পূজাই বৈকুণ্ঠলাভের উপায়। যেমন–

সংক্ষেপে কহিলাম অর্জ্জুন সংবাদ।
এ সকল দোষ কিন্তু না লবে অপরাধ।।
গতি কৃষ্ণ মতি গতি বৃন্দাবনে।
জীবন মরনে কৃষ্ণ বলহ সকলে।
রাধাকৃষ্ণ ভজ মন জন্মি এ পৃথিবীতে।
পার্শ্ব সব সমান হইয়া চলে বৈকুন্ঠেতে।।
জন্মে জন্মে আমি হরি আশা করি।
বদন বলিয়া সভে বল হরি হরি[৮৩]।।'

মানুষ পারে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং এই সৃষ্টি যে চিরন্তনরূপে বেঁচে থাকে–এই কামনাই ছিল মানুষের। প্রতিলিপির লিপিকরদের ভূমিকা ছিল প্রানান্তকর। যেন সৃষ্টির মধ্যেই তাঁরা বেঁচে থাকেন। তাই তারা পুথির দীর্ঘ জীবন কামনা করেছেন। পুথি যারা চুরি করবে– তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। লেখক, পাঠক, মালিক সকলের মঙ্গল কামনা করে এক জীবন্ত মনোজগতের সৃষ্টি করেছেন। যেমন–

'অতি বৃদ্ধ মুঞি নিকটে মরণ।
লোভে মাত্র লিখি কিছু না জানি মরম।।
যদি জন্ম হয় পুনঃ সংসার ভিতর।
ইহাতেই লোভ যে থাকে নিরন্তর[৮৪]।।'

লিপিকরগণ জ্যোতিষশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। কোন কোন লিপিকরের গণনা একদম নির্ভুল ছিল। তারা ভবিষ্যত পাঠকদের জন্য হেয়ালীপূর্ণ কবিতার মাধ্যমে দিন, সন, তারিখ, মুহূর্ত ইত্যাদির পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেমন–

"প্রসাদের চরিত্র এ অপূর্ব কথন।
অনেক প্রসঙ্গ ইতে বুঝে বিজ্ঞজন।
পূন্যবান জন ইহা করয়ে শ্রবণ।
ধনবান দু ( )ত নাহিক ইথে ভিন্ন।
যাহার গুরুর দয়া দৃঢ় রূপে হয়।
লিখিলা পুস্তক দণ্ড সদাসিব দাস।
আদরসে করিয়া দৃষ্ট লিখিলাম পুথি।
ভিম হেন ক্ষেত্র তাঁর রণে ভঙ্গ হয়।
সর্ব্বেতে সকলে বিজ্ঞ নাহিক সংসারে।
কৃষ্ণরামপুরে ঘর বর্ণ্যে সুতকার।
ভক্তি মার্গ সতন্তর স্বভা হৈতে নয়।
লিখাইলা প্রহ্লাদ চরিত্র ভক্তি করি।
রুদ্র পিঠে সমুদ্র সমুদ্র পিঠে বান।
ধনুমাসের এয়োদস দিনে দ্বি-প্রহর।
আক্ষাণ তাহার মুখময় শুভঙ্কর।
জেষ্ঠ যুত শ্রী চৈতন্য মধ্যম জুগল।
সর্ব্বানুজ ইশ্বরি এ ভাই চারিজন।

[৮৩] প্রাগুক্ত–পৃ. ৬০–৬১।
[৮৪] প্রাগুক্ত–পৃ. ৬৩–৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

চারিপুত্রে ভাগ্যবান শ্রী সুখময় দাস।
সুনিলে কলুসনাশ বিঘ্ন বিমোচন।
মুর্খ ইহা কি বুঝিব ভারত কথন।
পাপ ধ্বংসে হয়্যা হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
যে বুঝে ইহার মর্ম সেই জন ধন্য।
সেই সে বুঝিতে পারে অন্য হৈতে নয়।
সংপ্রতি কৃষ্ণরামপুরে নকুন্ডে নিবাস।
শোধন করিবে লিপি দোস থাকে জদি
মুনির মনে ভ্রম হয় সাস্ত্রে হেন কয়।
লিখিলাম আপনার জ্ঞান অনুসারে।
কৃষ্ণভক্ত পৃয় সদা স্বভাব তাহার।
ভক্তিতে প্রবিন সুওকারের তনয়।
পুস্তক সংপূর্ণ হৈল বল হরি হরি।
সনের গণনা এই বুঝ সমাধান।
গ্রন্থ পূর্ন্ন হৈল সভে ভজ হরিহরে।
শ্রী শ্রী জাকর।।
বড় ভাগ্যবান তাঁর চারিটি কোঙর।
তসানুজ কী সোরে সর্নদ অনুবল।
চারিজনে সর্ব্বার্থে রক্ষীবে নারায়ন।
পূর্ণকর গোবিন্দ তাহার অভিলাস[৮৫]।'

কবি শকাঙ্কের ব্যবহার মধ্যযুগেই দেখা যায়। কবিগণ হেয়ালিপূর্ণ কবিতার মধ্যে কৌশলে সন তারিখ লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণত দু'চারটি চরণের মধ্যেই কবির নির্দিষ্ট সন তারিখটি লুকায়িত থাকে। কথার সংকেত ধরে তার রহস্যভেদ করতে হয়। এটা ছিল তাদের একটি প্রথাবদ্ধ-রীতি। পুষ্পিকার ব্যবহার মধ্যযুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লিপিকরগণ গদ্যছন্দেও কবিতায় এবং হেয়ালীপূর্ণ কবিতার মাধ্যমে সন তারিখ, দিন, ক্ষণ, কোন দিকে মুখ করে লিখেছেন ইত্যাদি আরো বিষয় এর অঙ্গীভুত ছিল। এর পরিধি দু/চার লাইনের মধ্যে সীমিত ছিল না। অনেক বেশী প্রবলম্বিত হত।

কবি শকাঙ্ক ও পুষ্পিকার মাধ্যমে আমরা কবি ও লিপিকরদের চিহ্নিত করতে পারি। অনেক সময় ভুয়া কবি পুষ্পিকার মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে। শকাঙ্কের ইতিহাস, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় চেতনা বহন করে না। কিন্তু পুষ্পিকা এগুলিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়। পুষ্পিকা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বহন করে। সর্ব মানুষের সামাজিক অবস্থান সর্ম্পকে ধারনা প্রদান করে। এমন কি ধর্মীয় গোড়ামী ও ধর্মীয় সম্প্রসারণবাদেরও সাক্ষ্য বহন করে। শকাঙ্ক আমাদেরকে জ্ঞানের গভীর রাজ্যের পরিশীলিত একটা ভাষার শব্দ ভান্ডারের সাথে পরিচয় প্রদান করিয়ে দেয়। এ ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না। শকাঙ্কের মাধ্যমে কবি হেয়ালীর ভাষায় শুধু সালের কথা বলেন কিন্তু কোন সাল, তা পরিষ্কার করে বলেন না। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরগণায় বিভিন্ন সালের প্রচলন ছিল। সালের সেই বিভিন্নতা লিপিকরদের পুষ্পিকায় পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়। লিপিকরের প্রতিলিপিতে ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক মূল্য বহন করে। এবং একই সাথে অব্দগুলোর ব্যবহার দেখে কোন অব্দের ও কোন অঞ্চলের কবি হতে পারেন–তা অনুমান করা যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদকের দায়িত্ব-কর্তব্য–

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা অত্যন্ত আনন্দ ও বিস্ময়ের কাজ। এখানে রয়েছে নিবিড় আনন্দ এবং মনের খোরাক। এ নিবিড় আনন্দের অভ্যন্তরে পৌছাতে অনেক সাধনা করতে হয়।

[৮৫] প্রাগুক্ত–পৃ. ৭০–৭১।

Dhaka University Institutional Repository

যারা সাধনার সিড়ি অতিক্রম করতে পেরেছেন। তাঁরাই এ নিবিড় আনন্দকে উপভোগ করতে পেরেছেন। যারা সাধনার সিড়ি অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁদের কাছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনা অত্যন্ত দুরুহ ও জটিল[৮৬] কাজ। অজ্ঞতাকে জটিলতার পাকে ফেলে অনেকেই পার পেতে চান। অথচ পাণ্ডুলিপি আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতকে উন্মোচন করে দেয়।

প্রথমত–কোন ব্যক্তি যদি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় এগিয়ে আসেন, তখন তাকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে–তিনি কোন বিষয়ের, কোন যুগের, কোন কবির উপরে কাজ করবেন। সম্পাদকের অভিষ্ট কবির প্রণীত কাব্য নির্বাচন করতে হবে এবং কোথায় কোথায় সে প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে–তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিতে হবে। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচয় দিতে হবে। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর পুর্ণাঙ্গ ও খণ্ডিত প্রতিলিপিগুলোর প্রাচীনত্ব অনুক্রমে সাঁজাতে হবে। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির বংশ তলিকা তৈরী করতে হবে।

দ্বিতীয়ত–সম্পাদক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপিগুলোর বংশ তালিকা দিবেন। গ্রন্থটির প্রতিলিপি লিখনে কতজন লিপিকর লিখেছেন তার আনুপার্বিক পরিচয় ছকের মাধ্যমে দেখাতে পারেন।

তৃতীয়–প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে কবি কর্তৃক শকাঙ্ক ও প্রতিলিপিতে লিপিকর কর্তৃক পুষ্পিকা দেয়া আছে কিনা, তা সম্পাদক তুলে ধরবেন। পুষ্পিকার মাধ্যমে সম্পাদক সালের অনুক্রম চিহ্নিত করে তুলে ধরতে পারেন। অর্থাৎ অনুলিপির সাল পুষ্পিকায় স্পষ্ট থাকে।

চতুর্থ–পুষ্পিকা শুধু সম্পাদককে তুলে ধরলেই চলবে না। তাঁকে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিগুলোতে কবি কোন ব্যবহৃত সন তুলে ধরেছেন। তা পরিষ্কার করে বলতে হবে। যদি শকাঙ্ক থাকে তাহলে তার সাংকেতিক আংকিক চিহ্নগুলো ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে। সম্পাদককে সমার্থক শব্দের ব্যবহার জানতে হবে।

পঞ্চম–পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত শঙ্কাকের মাধ্যমে স্থান নির্বাচন ও তৎকালীন শাষক শ্রেণীর পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। তা বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোন কোন অব্দ কোথায় কোথায় প্রচলিত তার আনুক্রমধারার পরিচয় তুলে ধরবেন।

ষষ্ঠ–সম্পাদককে ঐতিহাসিক ও নৃ-তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অঞ্চলগত বা ভূ-খণ্ডের ইতিবৃত্ত জানা আবশ্যক। তা না হলে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না। একজন দক্ষ সম্পাদককে যথেষ্ট আত্ম–সচেতন থাকতে হবে।

সপ্তম–সম্পাদককে সম্পাদনার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী থাকতে হবে। তিনি কোন রীতিকে গ্রন্থ সম্পাদনায় অবলম্বন করলেন– সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা দিতে হবে। সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ কিভাবে গ্রহণ করলেন এবং কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হলেন তার প্রযোজনীয় ব্যাখ্যা দিবেন। যদি সম্পাদক সম্পাদনার রীতি-পদ্ধতি না জানেন; তবে তার পক্ষে গ্রন্থ সম্পাদনা না করাই উত্তম। কারণ তিনি গবেষক ও পাঠক সমাজকে কিছুই দিতে পারবেন না। একজন রীতি-সিদ্ধ সম্পাদকের অনেক গুণাবলীর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। একজন গুণজ্ঞ সম্পাদকের কাছ থেকে দেশ-সমাজ ও জাতি এবং বিশ্ব অনেক কিছু আশা করে। যদি কেউ কিছু দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার পক্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থ সম্পাদনা না করাই উত্তম বলে বিবেচিত? কারণ সমাজে ভার বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। একজন দক্ষ সম্পাদকের গুণাবলী অর্জন করেই এ পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

অষ্টম–সম্পাদকের অভিষ্ট কবি কয়টি পাণ্ডুলিপি লিখেছেন–তা উল্লেখ করবেন। কবির লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়টি পাওয়া যায় এবং কয়টি পাওয়া যায় না–সে সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বর্ণর্না করবেন। যদি তথ্যে বিভ্রান্তি হয় তবে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যার গ্রহণযোগ্যতা নেই, তার কোন মুল্যমানও নেই।

নবম–সম্পাদক তাঁর অভিষ্ট কবির বংশতালিকা প্রণয়ন করতে বাধ্য থাকবেন। এবং এই ধারায় কয়জন কবি আছেন তাঁর তালিকা প্রণয়ন করবেন।

---

[৮৬] ড. কল্পনা ভৌমিক–পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা–বাংলা একাডেমী , ঢাকা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

দশম–সম্পাদক তাঁর ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে বা প্রতিলিপিতে লিপিকর, পাঠক বা সংশোধক ও মালিকের নাম–ঠিকানা উল্লেখ করবেন। লিপিকর কি কি সুবিধা পেলেন তা উল্লেখ করবেন? কারণ সামাজিক ইতিহাস নির্ণয়ে এ তথ্যগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক হতে পারে।

একাদশ–সম্পাদকের অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিতে বা প্রতিলিপিতে কবি কি কি ধরনের ক্যালিওগ্রাফি ব্যবহার করেছেন এবং কোন ধরনের তা ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। ফলে আমরা সম্পাদকের কাছ থেকে অঞ্চলগত কালচারের অনুসরিত ধারাক্রম জানতে পারব।

দ্বাদশ–সম্পাদককে প্রতি শতাব্দীতে বর্ণ বা অক্ষরের যে পরিবর্তন হয়েছে তা তাঁকে জানতে হবে। একই সাথে জানতে হবে আগন্তক শব্দ ও পারিভাষিক শব্দাবলীকে। যদি এ সম্পর্কে সম্পাদকের কোন ধারণা না থাকে তবে তাঁর পক্ষে নিখুঁত সম্পাদনা করা সম্ভব হবে না।

ত্রয়োদশ–মধ্যযুগের ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে ও প্রতিলিপিতে 'রেফ–ফলা'র (´) ব্যবহার ছিল। যদি কোন সম্পাদক এ 'রেফ–ফলা'র (´) অর্থ ধরে কাব্যের বিশ্লেষণ করে; তবে তার কোন অর্থ পাওয়া যাবে না। কারণ এ রেফ–ফলার ব্যবহার ছিল অকারণ। তবে অনুমান করা যায় কবিগণ সাধারণত দুটি প্রয়োজনে 'রেফ–ফলা'র ব্যবহার করেছেন–(১) চলমান লাইনগুলোর দুরত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করেছেন(২) নকশা (Artistic Deaign) হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

চর্তুদশ–সম্পাদক তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিসমূহকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি শ্রেণীতে সাঁজাতে পারেন। এই অনুক্রমের মধ্যে কোনটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন তা উল্লেখ করবেন।

এবং কেন করেছেন তার বর্ণনা করবেন। অন্যান্য শ্রেণীগুলোর কোন্ কোন্‌টির কাছাকাছি এবং একেকটির থেকে আরেকটির কি কি পাঠ-বৈষম্য রয়েছে তা উল্লেখ করবেন?

পঞ্চদশ–একজন সম্পাদককে এ্যানথ্রোপলজি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তারিখবিহীন ও খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির বয়স নির্ণয়ে এ্যানথ্রোলজিকাল টার্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাণ্ডুলিপির বা প্রতিলিপির বয়স নির্ণয়ের কি কি রিয়াজন ব্যবহার করা হয়। তার ব্যবহার প্রয়োজনে জানতে হবে। অনুমানের উপর নির্ভর করে একজন সম্পাদক কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন না। ফলে তাঁর শ্রমলব্ধ মতবাদ প্রশ্নের সনুখীন হতে বাধ্য হয়। শুধু পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি নয়- ফসিল, মাটির স্তরের বয়স নির্ণয়ের সাথে পাণ্ডুলিপির বা প্রতিলিপির খুব কাছাকাছি সম্পর্ক না থাকলেও খুব দূরত্ব সম্পর্ক নেই। ফসিল ও মাটির স্তরের বয়স নির্ণয়ের সাথে পাণ্ডুলিপির বয়সের একটা দূর সম্পর্ক রয়েছে। এই তথ্য জ্ঞান যদি একজন সম্পাদকের না থাকে তবে তার পক্ষে নিয়ম-সিদ্ধ সম্পাদনা সম্ভব নয়। সুতরাং অলিক বা ভৌতিক সম্পাদনা করে বিভ্রান্তি ছড়ানো উচিত হবে না।

ষোড়শ–একজন সম্পাদককে ভৌগোলিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তা না হলে পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির কবি বা লিপিকরের জন্মস্থান জানা সম্ভব হবে না। কারণ ভৌগোলিক জ্ঞান একজন সম্পাদককে স্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় অন্য কোন দেশ থেকে কোন্ পাণ্ডুলিপি কিভাবে এসেছে তা নির্ণয় করার আবশ্যক। সঠিক সিদ্ধান্ত না দিতে পারলে একজন সম্পাদককের উপস্থাপিত তথ্যাবলী ভ্রান্ত ও অনুমান ভিত্তিক বলে চিহ্নিত হবে। যার কোন মূল্যবান নেই। যেমন ধরা যাক-পাকিস্তানের পাঞ্জাবের কবি সুলতান বাহু বিরচিত 'মজময়ায় আবিয়াতে'র পাণ্ডুলিপিটি কেমন করে বাংলাদেশের এসেছে। এ সম্পর্কে জানতে হলে সম্পাদককে ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হবে। মোগল আমলে পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলের কিছু সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশের 'মাহালুম' হিসাবে ব্যবসা করতে আসতেন। সেই মাহালুমদের হাত হয়ে কবি সুলতান বাহুর 'মজময়ায় আবিয়াত' বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। আরো বলা যায় 'কাছছাসুল আম্বিয়ার' পাণ্ডুলিপিটি আরবীয় বনিকদের মাধ্যমে চর্তুদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভৌগোলিক পরিবৃত্ত একজন সম্পাদক যদি না জানেন তবে তার পক্ষে পাণ্ডুলিপির উৎসের যথার্থতা তার পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়
পাণ্ডুলিপির সংগ্রহের ইতিহাস

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ:) এবং প্রথম মানবী বিবি হাওয়া। তাঁরা মনের ভাব প্রকাশের জন্যে কথাবার্তা বলতেন। তাঁদের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ছিল মৌখিক আরবী ভাষা। তাঁদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় কথাবার্তা হত- (ক) মনের ভাব প্রকাশের (খ) ফেরেস্তা কর্তৃক বিধি-নিষেধ (গ) বিধি-নিষেধ উপেক্ষার জন্য শয়তান বা আজাজিল কর্তৃক প্ররোচিত। এই ত্রিপক্ষীয় কথাবার্তা শ্রুতি ও স্মৃতিতেই ধারাবাহিকতা পেয়েছে।

আল্লাহতায়ালার বিধি-নিষেধ পালন এবং শয়তান কর্তৃক তা উপেক্ষার জন্য প্ররোচিত করার প্রত্যয় নিয়ে মানব সভ্যতার সূত্রপাত হয়। তখনকার শ্রুতি ও স্মৃতির ধারাবাহিকতা নিয়েই হযরত আদম (আ:) এর বংশাবলীর প্রবৃদ্ধির দ্বার উন্মোচন হয়।

হযরত আদম (আ:) এর সন্তানদের মধ্যে শয়তানের প্ররোচনায় হাবিল-কাবিলের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় এবং কাবিল কর্তৃক হাবিল হত হয়[১]। এই হত ব্যক্তিকে নিয়ে কাবিল কি করবে? এমনি সময় আল্লাহ তায়ালার হুকুমে দুটি কাক কাবিলের সামনে এসে মারামারি করতে থাকে।

এক পর্যায়ে কাক দুটির একটির আঘাতে অপরটি নিহত হয়। জীবিত কাকটি ঠোঁট ও পা দিয়ে মাটি খুড়ে গর্ত করে মৃত কাকটিকে মাটি চাপা দেয়[২]। এই দৃশ্য কাবিল প্রত্যক্ষ করে; কাকের অনুকরণে মৃত হাবিলকে দাফন করে। পৃথিবীর মানুষের এটিই হল মৃত মানুষের প্রথম কবর। এই 'অনুকরণবাদ'কে কেন্দ্র করেই মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার শুরু।

হযরত আদম (আঃ) এর সন্তানদের মধ্যে হাম ও সাম মধ্যপ্রাচ্য থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। হাম চলে যায় পশ্চিম দিকে এবং সাম চলে যায় পূর্ব দিকে। এই ব্যক্তিদ্বয়কে কেন্দ্র করেই দুটি বংশধারার নাম হয়-হেমেটিক ও সেমেটিক জাতি।

হযরত আদম (আঃ) এর প্রত্যেক ছেলেই ভিন্ন ভিন্ন বংশ ধারার জন্ম দেয় ভিন্ন ভিন্ন বংশধারার কারণে তাদের মধ্যে বব্যহৃত ভাষায় ভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সৃষ্টি হতে থাকে।

ড.আহমদ শরীফ সম্পাদিত–নবী বংশ–বাংলা একাডেমী ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

[২] সৈয়দ সুলতান বিরচিত–নবীবংশ–পৃ.

খ. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী–তফসীরে আশরাফী (ষষ্ঠ পারা, সুরা মায়েদা–আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১)-৪র্থ মূদ্রন ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ৬৭–৭০–হযরত (আঃ) ঔরস্যে মা-হাওয়ার গর্ভে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিত –একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। প্রথমবারের পুত্র এবং দ্বিতীয়বারের পুত্র এবং প্রথমবারের কন্যাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিতেন। (হযরত আদমআঃ এর শরীয়তে সময়ের আবশ্যকানুযায়ী গর্ভের বিভিন্নতাকে বংশের বিভিন্নতাকে বংশের বিভিন্নতা বলিয়া গণ্য করা হইত।) এই পরম্পরায়ে দুইটি পুত্র ভূমিষ্ট হইল। একজনের নাম রাখা হইল হাবিল এবং অন্যজনের নামকরণ হইল কাবিল। উভয়ের সঙ্গেই একজন করিয়া কন্যা জন্মিয়াছিল। সে সময়কার বিধানুযায়ী হাবিলের বিবাহ কাবীলের ভগ্নির সহিত এবং কাবীলের বিবাহ হাবীলের ভগ্নীর সহিত নির্ধারিত হইল। কাবীলের ভগ্নি ছিল অপেক্ষাকৃত সুন্দরী।

অতএব সে নিজেই তাহার ভগ্নির বিবহের প্রার্থী হইল। অতএব সে নিজেই তাহার ভগ্নির বিবাহের প্রার্থী হইল।হযরত (আঃ) তাহাকে বহু প্রবোধ দিলেন। কিন্তু সে মান্য করিল না এবং পরিশেষে হযরত আদম (আঃ) তাহার মুখ বন্দ করার জন্য এই মীমাংসা করিলেন যে, উভয়ে আল্লাহর নামে কিছু মান্তত কর। যাহার মান্নত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হইবে সে-ই এই কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। ওহী দ্বারা হযরত আদম ইহা স্থির নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হাবীলই সত্যপন্থী, তাহারই মান্নত কবুল হইবে।এই জন্যই তিনি এই মীমাংসা করিলেন যেন পরে কাবীলের ঝগড়া-বিবাদের ও কথা বলিবার স্থান না থাকে। ইহার অর্থ এই নহে যে, কাবীলের পক্ষে তাহার ভগ্নী হালাল হইবার সম্ভাবনা ছিল। মোটকথা, উভয়ের স্ব-স্ব মান্নত উপস্থিত করিল হাবীল তো একটি সুন্দর দুম্বা আনয়ন করিল এবং কাবীল আনয়ন করিল কতকগুলি শস্যের খোসা। তাহা আনিয়া এক স্থানে রাখিয়া দিল। আকাশ হইতে এক আগ্নিশিখা আসিয়া হাবীলের মান্নত সেই দুম্বাটিকে পোড়াইয়া দিল। সেই সময় ইহাই কবুল হওয়ার আলামত ছিল। এই মীমাংশায় যখন কাবীল হারিয়া গেল–তখন হাবীল তাহার প্রাণের শত্রু হইল।

একদিন কাবীল হাবীলকে নিহত করিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহা বুঝিতে পরিচালনা যে তাহার লাশ কি করিয়া লুকাইবে যেন হযরত আদম (আঃ) জানিতে না পারেন।অবশেষে ববববকেটি কাকের দ্বারা তাহাকে দাফন করিবার প্রণালী শীক্ষা দেওয়া হইল। ইতঃপর আল্লাহতায়ালা একটি কাক প্রেরণ করিলেন। সে চঞ্চু এবং পায়ের নখ দ্বারা মাটি খুড়িতেছিল এবং খুড়িয়া তাহা কর্তৃক নিহত অন্য কাকটিকে এই গর্তের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর মাটি চাপা দিয়া রাখিতেছিল। যেন সে (কাক) তাহাকে (অর্থাৎ কাবীলকে) শিক্ষা প্রদান করে যে, স্বীয় ভ্রাতা (হাবীল) এর লাশ কিভাবে লুকাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক যুগের মানুষগণ তাদের নিত্য কর্মপ্রবাহে অনুকরণবাদকে গ্রহণ করে। এই অনুকরণবাদের মাধ্যমে তৎকালীন মানুষজন তাদের মনের ভাব ও নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যাবলীর আদান প্রদান করতে থাকে। মানুষের ব্যবহৃত তৎকালীন ভাষার নিদ্দির্ষ্ট কার্য কারণে রূপ আবিষ্কার হয়নি।

মানুষের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য হচ্ছে তার ভাষা। ভাষা হচ্ছে মনোভাব ব্যক্তের বাহন। মানুষ সৃষ্টির আদিতে বাগযন্ত্র নিয়ে পৃথিবীতে এলেও এর সুষ্ট প্রয়োগে হাজার হাজার বছর সময় লেগে যায়। হঠাৎ করেই ভাষার সার্বিক কৌশল সে আয়ত্ব করতে পারেনি। অঙ্গ-ভঙ্গি ও আকার ইঙ্গীতের মাধ্যমে ভাষার কাজ চালাবার পর মানুষের মুখে ফুটে উঠে ধ্বনি। তারপর সেই ধ্বনিকে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মানুষ ভাষা ও লিপি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। এককেটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ দিয়ে এককেটি বস্তু বা ভাব প্রকাশক শব্দ তৈরী করেছে। কালক্রমে তার সঙ্গে সর্বনাম, ক্রিয়াপদ যুক্ত হয়ে ভাষার নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলে। Edgar H.Shurtevant এর ভাষা সংক্রান্ত সংজ্ঞায় বলেন–A Language is a Syestem of arbitrary Vocal Symbols by Which members of a Social Group co-operate and interact[৩] অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ উচ্চারিত আত্মনির্দেশক ধ্বনি বা প্রতীক যা অযৌক্তিভাবে বা খাম-খেয়ালি রকমে নির্ধারিত হলেও সমাজ মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সেটি স্বীকৃত পদ্ধতি। ভাষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন। শুধু জৈবিক প্রয়োজনের জন্যই মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে– এমন মনে করার কোন কারণ নেই। মানুষের চিন্তা ও বিবেকের নিরন্তর প্রেরণা কাজ করেছে ভাষা সৃষ্টিতে।

হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া পৃথিবীতে আসার সাথে সাথেই ভাষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষার কোন রূপ–বৈচিত্র্য ছিল না। শ্রুতি ও স্মৃতিই ছিল তার বাহন। কাবিল কর্তৃক হাবিলের হত্যা ও কাক কর্তৃক কাকের হত্যা এবং মাটি চাপা দেয়ার ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেই কাবিল কর্তৃক অনুকরণবাদ গ্রহণে ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস শুরু হয়।

ভাষা সৃষ্টির পর মানুষের সামনে দুটি সমস্যা দেখা দেয়– (ক) উচ্চারিত কথাকে ধরে রাখার উপায় (খ) মনের কথা প্রকাশের উপায় কি? এই আত্ম-জিঙ্গাসাই মানুষ ভাষাকে দৃশ্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছে। অনুকারবাদই হল দৃশ্যরূপের প্রাথমিক প্রয়াস। তারপর যুগ যুগ অতিক্রম করে মানুষের ভাবনা থেকে জন্ম নিতে শুরু করেছে ভাষার প্রকাশ রূপ; যার পরিণতিতে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লিপি পাই।

মানুষ তার জীবন চলার পথে অনুকরণবাদকে গ্রহণ করে। এরপর মানুষ তার কাজের বৃত্তান্তকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য গুহাচিত্র অংকন করে। তাদের মনের ও জীবন চলার পথকে প্রকাশ করে। গুহাচিত্রগুলোর বেশীর ভাগ ছিল পশু-পাখি শিকার সংক্রান্ত। এসব চিত্র-কর্মবৃত্তান্ত মুদ্রিত করে রাখার জন্যই নয়। এর মধ্য দিয়ে শিকারের প্রেরণা ও পদ্ধতি শিক্ষার ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। তাছাড়া চিত্রগুলো হয়ত সদৃশ যাদুবিদ্যার কাজ করত। অর্থাৎ সফল শিকারের চিত্র দেখে শিকারে বের হইলে সাফল্য লাভ করা যাবে এবং কোন পথে যেতে হবে–তারও হয়ত নির্দেশ থাকত। গুহাচিত্রগুলো আদিম মানুষের মনের কথারই দৃশ্যরূপ। গুহাচিত্র (pictogram) আবিস্কৃত হয়েছে– ফ্রান্স, স্পেন, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া এবং ভারতবর্ষে। সবচেয়ে প্রাচীন গুহাচিত্র আলতামিরা গুহাচিত্র। এই গুহাচিত্রের বয়স আনুমানিক তিরিশ হাজার বছর বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছেন।

গুহাচিত্রের পর তৃতীয় পর্যায়ে আমরা পাই 'শব্দলিপি' (Logogram) প্রাচীন গুহাবাসী মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য (জীবন চলার পথে) বিভিন্ন শব্দ করে বুঝাত। এই উচ্চারিত শব্দকে Logogram বা শব্দলিপি বলে।

শব্দলিপির পর চতুর্থ পর্যায় প্রাচীন মানুষেরা Ideogram এর মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য কয়েকটি চিত্রের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ভাব ভঙ্গি, আকার প্রকার প্রকাশ করত।

---

[৩] Hedgar sturtevant-an introduction to linguistic science .new haven; yale university press. 1949 ch-1.

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন মানুষের তাদের মনোভাব ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের হিসাব, রাজার নির্দেশ, ঘটনার বিবরণ, কর্তব্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি হিসাবে কোন কোন অঞ্চলে বা দেশে গ্রন্থিলিপির (knot writing) প্রচলন ছিল। দাড়িতে গিট দিয়ে গ্রন্থিলিপি তৈরী করা হয়। দড়ির রকম ও রং গিঠের ধরন ও সংখ্যা–এসব দেখেই বুঝতে হত কর্তার মনোভাব, নির্দেশ কিংবা কর্তব্য। রশির বর্ণ লাল হলে যুদ্ধ বা স্বর্ন নির্দেশ করত। আবার সাদা হলে শান্তি বা রৌপ্য নির্দেশ করত। পেরুতে গ্রন্থিলিপির নাম কুইপাস বা কুইপু (Quipu hf Quipu Writing).

দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া ও পলিনেশিয়ার আদিম মানুষের মধ্যে, টাঙ্গানাইকার লোকদের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। প্রাচীন চীন ও গ্রন্থিলিপি ব্যবহার করত। এমনকি ভারতের সাঁওতাল পরগণা ও আসামের আদিবাসীদের মধ্যেও কুইপু-পদ্ধতি এখনো চালু আছে। বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায়ের বৃদ্ধরা তাদের দৈনন্দিন খরচের হিসাব এবং জমির পরিমাণ রঙ্গীন রশি ও সাদা রশিতে গিঠ দিয়ে হিসাব রাখত। অবশিষ্টের পরিমাণ-বিশেষ কৌশলে সাদা রশিতে গিট দিয়ে হিসাব রাখত। এছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের আদিবাসীদের হাতের পাঞ্জার ছাপ, গাছের ডালে নেকড়া বাঁধা প্রভৃতি ভাষার ও অঞ্চলের প্রকাশরীতির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত।

অক্ষর বা বর্ণ আবিষ্কারের পূর্বে তৎকালীন মানুষেরা লাঠিতে নানা রকম দাগ কেটে কথার ধরন ও প্রকাশের ব্যবস্থা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর নাম দণ্ডলিপি। আবার উত্তর-আমেরিকার ইয়োকোয়ার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে ওয়ামপুর পদ্ধতির লিপি। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের পুঁতি গেঁথে প্রকাশ করা হত বক্তব্য। আর সেই পুঁতির বেল্ট প্রয়োজনে বেঁধে রাখা হত কোমরে। গ্রন্থলিপিগুলোর একটি সুবিধা ছিল; যা প্রয়োজনবোধে স্থানান্তর করা যেত। কিন্তু গুহাচিত্রগুলো মনের ভাব প্রকাশক হলেও তা স্থানান্তরযোগ্য না হওয়ায় মানুষকে ছোট ছোট ফলকে, পত্রে, ছবি এঁকে লেখার কাজ চালাতে হত। এভাবে তৈরী হয় চিত্রলিপি। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি চিত্র কোন বস্তুর প্রতীকরূপে আঁকা হত। আবার কখনো পর পর চিত্র একটি ফলকে সুবিধামতো সাঁজিয়ে দিয়ে একটি বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা হত।

ছবিতে মনের ভাব প্রকাশ করা সহজ ছিল না। কারণ রেখার টানের বিভিন্নতায় বিভিন্ন রকম অর্থ প্রকাশ করত। পারস্য সম্রাট দারাউস সাইথিয়া আক্রমন করলেন। কিন্তু সেখানকার দূত সম্রাটকে যে ছবি লিপি এনে দেয়। তা দেখে সম্রাট দারাউস ভেবেছিলেন সাইথিয়ানদের আত্মসম্পর্ণের কথা। ফলে আক্রমণ থেকে তারা নিবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু রাতে তিনি উল্টোভাবে আক্রান্ত হলেন সেই ছবি লিপিতে আঁকা ছিল পাখী, ব্যাঙ, ইদুর ও তীর। এর অর্থ হচ্ছে– ব্যাঙের মতো যদি না লুকাও; তবে তীরের সাহায্যে শায়েস্তা করা হবে[৪]।

চিত্রলিপির এই বিভ্রান্তি ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করার জন্যই মানুষ ভাবলিপি বা Ideogram তৈরীর চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। ভাবলিপি যখন এল তখন চিত্রলিপি একেবারে বিদায় নেয়; এমন নয় ছোট খাটো বিশেষ প্রয়োজনে চিত্রলিপি তো এখনো আমরা ব্যবহার করি। P.D.B.র চিত্র দুখানা হাড়ের আড়াআড়ি চিত্রের উপর নরমুন্ডের চিত্র , যা বিপজ্জনক বোঝায়। সেনাবাহিনীর ব্যাজ তরবারির আড়াআড়ির চিত্র। যা যুদ্ধ ও সাহসের প্রতীক; রাস্তায় বসানো পথ চলাচলের জন্য বিভিন্ন প্রতীক গাড়ীর চলাচলের বিধি-নিষেধ ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

ভাবলিপিগুলোর মধ্যে সুমের ইয়েক শহরে আবিষ্কার হয়েছে কীলকলিপি বা Cuneiform লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিউনিফর্ম শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'কিউনাম' থেকে, এর মানে হচেছ পেরেক বা কীলক। অক্ষরগুলোর আকৃতি অনেকটা পেরেকের মতো দেখতে–তাই এই নাম। একে বাংলায় বাণমুখলিপি বলা হয়।

পাঁচ হাজার বছরেরও আগে এই লিপির প্রচলন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিউনিফর্ম লিপিতে দু'হাজারেরও বেশি চিহ্ন ব্যবহার করা হত। পরে এর সংখ্যা কমিয়ে পাঁচশত সত্তর করা হয়েছিল। এই লিপি-অক্ষর আবিষ্কারের পর আর এগুতে পারেনি।

---

[৪] শামসুল হক – বই পড়া ভারি মজা-বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

এতগুলো স্তর পেরিয়ে পরবর্তীকালের লিপিতে বিভিন্ন চিহ্ন শব্দের সমগ্র ধ্বনি সমষ্টিকে না বুঝিয়ে বিভিন্ন অক্ষর বা লিপিকে নিদের্শ করতো। এই লিপিই Sylabgram বা অক্ষরলিপির রূপলাভ করে।

ইরানের বেহিস্থান পাহাড়ের তিনশত ফুট উচ্চে পঁচিশ–পঞ্চাশ ফুট আড়ে ; পাশের এক মোটা পাথর পেয়েছিলেন জগৎ বিখ্যাত লিপিবিদ স্যার ক্রেসউইক রলিংনসন। এতে কিউনিফর্ম লিপির যে পাঠ ছিল, তিনি বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তার মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এই প্রস্তরে প্রাচীন ফার্সী, ইলামাইট ও ব্যাবিলনিয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল।

ভাবলিপি মিশরের হিয়েরোগ্লিফিক লিপি (Hierogliphic) নামক এই শব্দটি গ্রিক ভাষার, এর মানে পবিত্রলিপি। এই লিপির বয়স খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে চার হাজার বছরের কিছু বেশি বলে মনে করা হয়। এ লিপিতে চিহ্নের সংখ্যা প্রথমে চব্বিশ ছিল, পরে তা পঁচাত্তরে উন্নীত হয়। এই লিপি আরবী-উর্দু–ফারসী–হিব্রু লিপির মতোই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখিত হত। অনেকের ধারণা ছিল হিয়েরোগ্লিফিক লিপি ধ্বনি-লিপির কাছাকাছি এসেছিল।

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মিশরের রোজেটা বা রশিদ নামক স্থানে প্রকান্ড ব্যাসল্ট পাথরের এক বিরাট অভিলিখন (Inscription) আবিস্কৃত হয়। এই পাথরে হিয়েরোগ্লিফিক, ডেমোটিক ও গ্রিক লিপিতে খোদিত এক পাঠ পাওয়া গেছে। ফ্রান্সের বহুভাষী লিপিবিদ পণ্ডিত জ্যাঁ ফ্রাসোয়া স্যাপোলিয় তেইশ বছর গবেষণা করে উক্ত হিয়োথোগ্লিফিক লিপির পাঠ উদ্ধার করতে সমর্থ হন। এই অভিলিখনটি 'রোজেটা স্টোন' নামে পরিচিত[৫]।

মিশরে প্যাপিরাস বৃক্ষের গুড়ি লম্বা ও পাতলা করে চিরে এক ধরনের দীর্ঘ পত্র তৈরী করা হত। প্যাপিরাস থেকেই পরবর্তীকালে ইংরেজী 'পেপার' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। এই উপকরণ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মিশরের লিপিতেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। হিয়েরোগ্লিফিক থেকে ঈষৎ সরলীকৃত এই লিপির নাম হিয়েরেটিক (Hieratic) লিপি। এর অর্থ হল পুরোহিতলিপি। পরবর্তী সময়ে এই লিপি আরো সরলীকৃত হয়ে ডেমোটিক লিপিতে উন্নীত হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় একটি দ্বীপে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। সে দ্বীপটির নাম ক্রিট। ক্রিটের নিকটবর্তী দেশ গ্রীস। গ্রিস এখান থেকে সভ্যতার আলোক পেয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ক্রিটে হিয়েরোগ্লিফিক লিপির দুটি রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনটি লিপির নিদর্শন রয়েছে– (ক) হিয়েরোগ্লিফিক (খ) রৈখিক লিপি-এ (Learner-A) (গ) রৈখিক লিপি-বি (Learner-B)। এ লিপিগুলো অক্ষর ভিত্তিক ভাবলিপি। খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর হচ্ছে– এ লিপির প্রথম স্তরের প্রচলনকাল। শেষেরটি প্রচলিত ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ পযর্ন্ত। রোজনি ক্রিটালিপির পাঠোদ্ধারে যথাযথ সাফল্য অর্জন করেছেন[৬]।

এশিয়া মাইনরের হিট্টাইটরা কিউনিফর্ম এবং হিয়েরোগ্লিফিক এই দুই লিপিই ব্যবহার করত। সিরিয়ার হানায় প্রস্তর অভিলিখনে হিট্টাইট লিপির নিদর্শন মেলে। এই লিপি বাঁ থেকে ডানে গিয়ে পুনরায় ডান থেকে বায়ে লিখিত হত- হিট্টাইট ও ভাবলিপি।

সিরিয়ার রাম-সামরা গ্রামে এক সুরঙ্গ ও নিকটস্থ কবরখানায় এক বড় পাথর পাওয়া গেছে। সে পাথরের নিচেই পাওয়া গেছে চার হাজার বছরের পুরাণো সভ্যতার নিদর্শনসমূহ। কিউফর্ম প্রভাবিত এই লিপির নাম ইউগারিট লিপি। সিরিয়ার বিব্লস শহরে আবিস্কৃত লিপির নাম বিব্লসলিপি। এখানকার রাজা অহিরামের সমাধিস্থানে আবিস্কৃত হয়েছে এক প্রস্তরফলক। এই প্রস্তরফলকের বর্ণমালা হিয়েরোগ্লিফিক লিপির। এর প্রচলন ছিল চার হাজার বছরের পূর্ববর্তী।

বিব্লসলিপির অনুসরণে এবং তাকে সহজতর করে ফিনিশিয় লিপি। গ্রীক লিপির সঙ্গে ফিনিশিয় লিপির বেশ সাদৃশ্য আছে। সিরিয়া, প্যালেষ্টাইনের উত্তর পশ্চিমের ক্ষুদ্র দেশ ফিনিশিয়ায় প্রাচীন সেমেটিক জাতির বসবাস ছিল। পাঁচ হাজার বছরের পূর্বেই তারা এই সভ্যতার পত্তন করে।

---

[৫] ড. খন্দকার মোজাম্মেল হক – পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা– ঢাকা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৪৬।

[৬] Bedrich Hrozny – Ancient History of Western Asia India & Crete – New York 1953 P. 198-211.s

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিতেরা মনে করেন উত্তর সেমেটিক বর্ণমালার ঠিক পূর্বের বর্ণমালা প্রেট্রো-সেমেটিক বর্ণমালা। এই প্রেট্রো-সেমেটিক বর্ণমালাই পৃথিবীতে প্রথম ব্যবহৃত হয়-যার আবিষ্কার কর্তা সিরিয়ার ও প্যালেস্টাইনের মানুষ। তার সময়কাল ছিল ১৭৩০-১৫৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। প্রেট্রো-সেমেটিক বর্ণমালার সঙ্গে অন্যান্য উত্তর সেমেটিক বর্ণমালার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। উত্তর-সেমেটিক বর্ণমালা হচ্ছে- আব্দো, শালাওবাল, আসদ্রবাল, য়েখিমিলক, আলিবাল, মোয়াবাইট ইত্যাদি[৭]।

হরপ্পা মহেনজোদাড়োরায় পাওয়া গেল এক ধরনের লিপি। প্রায় তিনশ প্রকারের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা পাঠ উদ্ধার করতে পারেননি। এ লিপির নাম সিন্দুলিপি। উইলিয়াম হান্টারের মতে- সিন্দুলিপি থেকে ফিনিশিয়লিপি ও সাইপ্রাসের প্রাচীন সাইপ্রিনেট বর্ণমালার উদ্ভব ক্রিটীয় অনেক লিপি-চিহ্নের সঙ্গে প্রেটো-ইন্ডিয়ান লিপির বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের আরো দুটি প্রাচীন লিপি হচ্ছে ব্রাহ্মীলিপি ও খরোষ্টিলিপি। ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব নয়শত বছর আগে। আড়াই হাজার বছর আগের ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত বৌদ্ধধর্মের একটি বইয়ে 'অক্ষরিকা' নামে একটি খেলার নাম পাওয়া যায়। রাজা বিরিসারের আমলে তৈরী এ লিপির নামকরণ ব্রাহ্মীলিপি করা হয়েছিল। এ লিপির পাঠ উদ্ধার করেন জেমস প্রিন্সেস। তিনি খরোষ্টিলিপির পাঠও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মীলিপি কোন্ লিপি থেকে এসেছে সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। তবে ফিনিশিয় ও আরাসিকলিপির কথাই বলা যায়। আবার কারো কারো মতে এটি স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছিল। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন- 'ব্রাহ্মী বর্ণমালার লিপিগুলি সরল ও মাত্রাহীন। স্বরবর্ণের আ-কার, ই-কার, উ-কার এর বিশেষ চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে বা মাথায় লাগানো হয়। এ রীতি আজও ভারতীয় লিপিতে চালু আছে[৮]।

ব্রাহ্মীলিপির নমুনা পাওয়া যায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পাথুরে অনুশাসনে, নেপালের পিপ্রাওয়া গ্রামের স্তূপে পাওয়া পাত্রে, পাহাড়ে-পাথরে লেখা সম্রাট অশোকের অনুশাসনে, গোরক্ষপুরে প্রাপ্ত তামার পাত্রে, সৌগর জেলায় প্রাপ্ত প্রাচীন মূদ্রায়[৯]।

খরোষ্টিলিপির নমুনা পাওয়া যায় দু'হাজার বছরের পুরাণো ভারতীয় মুদ্রায় এবং অশোকের অনুশাসনে। ভারত-আফগানিস্থানের সীমান্ত শহর শাহবাজগারহির শিলালিপিতে, নিয়ালৌলান ও পুর্ব - তুর্কি স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফলকে, পাত্রে ও মুদ্রায়। খরোষ্টিলিপির বৌদ্ধগ্রন্থ পৃথিবীর অনেক স্থানে পাওয়া গেছে একাধিক। এই লিপি বিশেষত চালু ছিল পাঞ্জাবে ও গান্ধারে। এ লিপি ডান থেকে বাঁয়ে বা বাম থেকে ডানে দু'ভাবে লেখা চলত। এ লিপি আরামিকলিপির আদর্শে গড়ে উঠেছিল বলে অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত ভাষার জন্য মূলত কোন লিপি ছিল না। যে অঞ্চলে যে লিপি চালু ছিল; তার উপর নির্ভর করেই সংস্কৃত ভাষা চলত। দেবনাগরিতে লেখার চল ও চালু হয়েছে অনেক পরে।

ব্রাহ্মীলিপি উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় এ দু'ধারায় বির্বতিত ছিল। বিন্ধাপর্বতের উত্তরে যা প্রচলিত ছিল, তার নাম কুষাণলিপি এবং তার দক্ষিণে চালু ছিল দক্ষিণ ভারতীয়লিপি। কুষাণলিপির পরে ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে আসে গুপ্তলিপি। গুপ্তলিপির পর ৬ষ্ট-৯ম শতাব্দীতে পাওয়া যায় কুটিললিপি। এই কুটিললিপি থেকে আসে নাগরিলিপি ও শারদালিপি। পালবংশীয় রাজা নারায়ণ পালের আমলে ভাগলপুরের কাছে পাওয়া যায় তাম্রশাসনের অনুশাসনলিপি। তাম্রশাসনের কিছু লিপির সঙ্গে বাংলালিপির মিল পাওয়া যায়।একাদশ শতকের রাজা বিজয় সেনের আমলে দেবপাড়ার লিপিতে-এ, ঐ, ও, ঔ, ক ত, ম, ল, য প্রভৃতি অক্ষরের সঙ্গে বাংলা অক্ষরের মিল রয়েছে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদিঘি ও বৈজুদেবের কসৌলিতে পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকের লেখায় বাংলার যে সমস্ত হরফ পাওয়া যায়-তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা হরফের বেশ মিল রয়েছে।

---

[৭] ড.খন্দকার মুজাম্মিল হক - পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা-ঢাকা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৪৭।

[৮] অশোক কুমার মিত্র- হরফ নিয়ে লেখা, পুনশ্চ-কলকাতা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৭০।

[৯] রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর-সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস-বাংলা একাডেমী ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার জন্ম একদিনে হয়নি–অনেক সময় ধরে, অনেক পূর্বে হয়েছে। সৃষ্ট বাংলা ভাষা আটপৌঢ়ে ছিল না-ছিল সমৃদ্ধ। সহজ, সরল, সাবলীলও প্রাঞ্জল ছিল তৎকালে প্রচলিত বাংলা ভাষা। সময়ের অজুহাত ও বারবার রাজা পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষায় যা লেখা হয়েছিল–তা প্রায় হারিয়ে গেছে। রাজ পরিবারের ধ্বংসের সাথে সাথে; ধ্বংস হয়ে গেছে অনেক কিছু। বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাথমিক যুগের ১ম স্তরের কোন লিখিতরূপ অবশিষ্ট নেই। তাই প্রাচীন যুগের প্রথম স্তরের কোন পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়নি।

তখন বাংলা ভাষাভাষীদের উপর নির্যাতন চলেছে। যারা বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে–তাদের সাথে থাকা সম্বলমাত্র কিছু পাণ্ডুলিপি বিদেশ ভূঁইয়ে স্থান পেয়ে কালের সাক্ষী হিসাবে অবশিষ্ট রয়েছে।

পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার অক্ষরলিপি আবিষ্কারের পর কিছু কিছু লিখিত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রাথমিক যুগের কোন লেখাই অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগের পর যা কিছু লিখিত হয়েছে– তার কিছু কিছু লিখিত রূপের পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া গেছে।

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়েছে চীনের তুর্কিস্থানের 'তুয়াংহুয়াং' শহরের উপকণ্ঠে হাজার বুদ্ধের গুহায়। উক্ত গুহা থেকে প্রায় পনেরো হাজার পাণ্ডুলিপির রোল আবিস্কৃত হয়। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো পঞ্চম শতক থেকে দশম শতকের মধ্যে সংগৃহীত। ড. অরেন স্টেইন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট থেকে তিন হাজার রোল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে তিনি তা লন্ডনে পাঠিয়ে দেন[১০]। এটি পৃথিবীর প্রথম আবিস্কৃত পাণ্ডুলিপি।

সপ্তম শতকেই আরবদেশে পাওয়া যায় আল কুরানের পাণ্ডুলিপি। আল কুরান নাজিলের সময় থেকেই আয়াতগুলো হাড়, চামড়া ও পাথরের উপর[১১] লিখিত হত। আল কুরানের পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর দ্বিতীয় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি। আল কুরানের লিপিকর ছিলেন প্রায় চল্লিশজন। আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল কুরানের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেন। আল কুরানের পাণ্ডুলিপিতে কোন প্রক্ষেপ নেই।

বাংলা ভাষার জন্ম প্রাগৈতিহাসিক কালে হয়েছে। সন তারিখ মিলিয়ে জন্ম সাল নির্ণয় করা যায় না। ভাষা নদীর প্রবাহের মত–ভিন্ন ভিন্ন খাতে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ভাষা প্রবাহের মধ্যে একটি নতুন ভাষার নতুন নামকরণ হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার সৃষ্টি থেকে হয়তো কিছু কিছু রচিত হয়েছে। কিন্তু তার কোন কিছুই রক্ষিত হয়নি। কারণ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলা ভাষার উপর বিভাষী ভাষাগুলোর আগ্রাসনি মনোভাব ছিল। আগ্রাসনের ফলে সৃষ্টি যা হয়েছিল তা রক্ষিত হয়নি। প্রমাণ স্বরূপ বৈদিক সাহিত্যে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার নামোল্লেখ আছে। অর্থবেদে 'অঙ্গ ও মগধের' নাম পাওয়া যায়। বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ-বগধচের জনপদ' অধিবাসীদের প্রতি গালাগালির প্রয়োগ[১২] দেখা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলা ভাষার উপর ব্রাহ্মণরা ও বিদেশী নরপতিরা খড়গহস্থ ছিল। এ ভাষাভাষীরা যা চর্চা করেছে– তা অবশিষ্ট থাকেনি। ব্রাহ্মণেরা বঙ্গ ও মগধের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করত। সোমপূরী বিহারে আবিস্কৃত প্রস্তরফলক থেকে জানা যায় বাঙ্গালা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। বাংলার সভ্যতা অনেক প্রাচীন। প্রত্নতাত্তিক আবিস্কারের ফলে প্রমাণীত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ শতাব্দী বাংলা সভ্যতার প্রাচীনত্ব। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তী আবিষ্কার-কেশবিণ্যাস বর্তমানকালের হিসাবে অদ্ভূত মনে হয় এবং এর মুখচ্ছবি স্থানীয় (বর্তমানের) স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ[১৩]। এতে প্রমাণীত হয় বাঙ্গালীদের সভ্যতা অনেক প্রাচীন।

---

[১০] ফজলে রাব্বি – ছাপাখানার ইতিকথা – বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১–৩।

[১১] মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম–তফসীরে নুরুল কোরআন (প্রথম পারা)-ঢাকা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৭–'হযরত জায়েদ বিন সাবেত বলেন- হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর নিকট ওহী নাজিল হবার পর-আমি হাড় বা অন্য কোন বস্তুর অংশের উপর তা লিপিবদ্ধ করতাম।-ওহী লিপিবদ্ধ হবার কাজ শুধুমাত্র হযরত জায়েদই করতেন না এ মহান দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশজন–তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ক) হযরত আবু বকর (রাঃ), (খ) হযরত ওমর (রাঃ), (গ) হযরত ওসমান (রাঃ), (ঘ) হযরত আলী (রাঃ), (ঙ) হযরত উবাহ বিন কা'ব, (চ) হযরত আবদুল্লাহ বিন সারাহ, (ছ) হযরত খোবায়ের বিন আওয়াম, (জ) হযরত খালেদ বিন সাঈদ, (ঝ) হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, (ঞ) হযরত খাঁরেদ বিন সাইদ, (ট) হযরত মুগীরা শো'বা, (ঠ) হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান।

[১২] ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত–বাঙ্গালার ইতিহাস–কলকাতা ১৩৭০ বঙ্গাব্দ পৃ. ১ বৈদিক সাহিত্যে বাঙ্গালাদেশের নামোল্লেখ আছে। যেমন অর্থবেদে পাওয়া যায় অঙ্গ ও মগধের নাম,বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ 'পুনড্র' জাতির উল্লেখ আর ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ-বগধের' অধিবাসীদের গালাগালির প্রয়োগ।

[১৩] ড.ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত–বাঙ্গালার ইতিহাস-কলকাতা ১৩৭০ বঙ্গাব্দ পৃ. ৭–'তাহলে বর্তমান সময়ে যাদের বাঙ্গালী বলা হয়-সেই লোকদের সভ্যতা কত প্রাচীন তাহা

Dhaka University Institutional Repository

বাৎসায়ন (খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক) তাঁর 'কামসূত্রে' ভারতের প্রাচ্য বিভাগের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের উল্লেখ করেছেন। নবাবিষ্কৃত 'আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' পুস্তকে বর্দ্ধমানের 'রোক' রাজবংশের উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত প্রবর জয়সয়াল এর সময় নির্ধারণ করেছেন খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন– 'এই বংশ নিশ্চয়ই গুপ্তযুগের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিল।

তৃতীয় শতকের প্রায় সমসাময়িক সময়ে সম্ভবত বাঙ্গালায় 'বর্ধন' নামে এক রাজবংশ ছিল এবং সে সময় খ্রিস্টীয় ২৪০–৩২০ নাগবংশীয়েরা বাঙ্গালায় রাজত্ব করছিল। নাগেরা বাংলায় সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরাভ্যুদয়ের জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। সে সময় থেকে গৌড়ীয়দের রাজধানী বিধর্মী ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠে[১৪]। ভানভট্টের হর্ষচরিতে উল্লেখিত আছে, যে কোন এক অতীতকালের সুহ্মের (রাঢ়) রাজা দেবসেনকে তাঁর রাণী দেবের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে হত্যা করেছিলেন। আবার মিশুনীয়া পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ আছে পুষ্করণার রাজা চন্দ্রের নাম।

এ থেকে প্রমাণিত হয় বাংলা ভাষাভাষীদের উপর ব্রাহ্মণ ও শাসকরা খড়গহস্ত ছিল। তাঁরা যে কোন মতে বাঙ্গালী সভ্যতাকে স্বাধীনভাবে চলার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। প্রচলিত বাংলা ভাষাকে কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। তখনকার সময় যা চর্চা হয়েছে, তা বাঙ্গালীরা শ্রুতি ও স্মৃতিতে ধরে রেখেছে।

উল্লিখিত শাসকদের শাসনে বাঙ্গালায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। গুপ্তামলে বাঙালীদের উপর নির্যাতন ও নীপিড়ন পূর্বের রাজাদের মত কট্টর ছিল না। তবে গুপ্ত আমল ছিল বলতে গেলে যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ। গুপ্তযুগের পর পঞ্চম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের স্বাধীন রাজা জয়নাগের নাম তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। সমাচাররা ছিলেন ঘোর শৈব বিরোধী। ফরিদপুর থেকে প্রাপ্ত তাম্রলিপিসমূহে রাজা ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলায় শশাঙ্কের রাজত্বের কাল উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক সম্পর্কে আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বর্ণিত আছে– 'তিনি দুষ্ট বুদ্ধির লোক সুন্দর বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করিবেন–তৎপরে মঠ, চৈত্যসমূহ এবং জৈনদের বিশ্রামাগারগুলি বিধ্বংস করিবেন। বৈশ্য জাতীয় রাজ্যবর্ধন নিহত হলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সুবিখ্যাত সোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাযাত্রা করেন'[১৫]। শশাঙ্ক অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীয় ; সেই কারণেই তিনি বৌদ্ধ ও জৈন দলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ, জৈন ও শৈবরা ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী। অত্যাচার-নির্যাতন, হত্যা, গুম, দেশ ত্যাগের ফলে তাঁরা তাদের সভ্যতার স্বাক্ষর সংরক্ষণ করতে পারেন নি।

শশাঙ্কের রাজত্বকাল থেকেই বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে–তা আর বলার অবকাশ নেই। বাঙ্গালীদের সভ্যতা অনেক প্রাচীন অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু প্রমাণ ভিত্তিক লিখিত ঐ সময়ের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। বৌদ্ধ-সভ্যতার সকল স্মৃতি শাসকরা ও ব্রাহ্মণেরা লুপ্ত করে দিয়েছিল। সেন রাজারা ছিল আরো কঠোর হস্থ। তাঁরা আইন করে প্রচার করে দিয়েছিল–'যারা বাংলা ভাষার চর্চা করবে, তাদের কানে সীসা গলিয়ে এবং জিহ্বা কেটে দেয়া হত'। সংস্কৃত ভাষার চর্চা করা ছিল বাধ্যতামূলক।

বাংলায় সেনরাজ বংশের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব রাজবংশ ও তার সঙ্গে অভিজাতবর্গের ধ্বংস সাধন–এই সময় থেকে আরম্ভ হয়[১৬]। নিম্নশ্রেণীর জৈন, শৈব ও বৌদ্ধরা তাদের তল্পিতল্পা নিয়ে নেপালে বা তার পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যায়। ফলে বাংলা সাহিত্যের প্রাপ্ত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয়। তৎকালীন শাসকরা তাঁদের নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। শোষিতরা বাঁচার তাগিদে চারদিকে পালাতে থাকে। ঠিক এই সময় দেশীয়দের আমন্ত্রণে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ইসলামের সাম্যবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে অত্যাচারী রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে জয় করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন[১৭]। বিনাযুদ্ধে গৌড়

বিস্ময়ের বস্তু।

[১৩] প্রাগুক্ত – পৃ. ১১।

[১৪] K.P.Jayaswal an imperial History of India – London Page 50 51.

[১৬] ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত – বাঙ্গালার ইতিহাস–কলকাতা ১৩৭০ বঙ্গাব্দ পৃ. ৪৫।

[১৭] প্রাগুক্ত – পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের করতলগত হয়ে যায়। এবারে শোষিতশ্রেণী শাসকদের নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে নিস্কৃতিলাভ করে। রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের রুস্মা'–নামক কবিতায় তা বিধৃত হয়েছে–

'জাজপুর পুরবাদি
সোল শঅ ঘর বেদি,
বেদি লয় কন্নএ নগুন।
দক্ষিণা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞি পায়,
শাপ দিয়া পোড়ায় ভূবন।।
মালদহে লাগে কর ন চিনে আপন পর,
জালের নহিক দিশপাশ।
বলিষ্ট হইআ বড় দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ।।
বেদে করি উচ্চাবণ বেরুাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ।।
এইরুপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহরণ,
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেত পাইআ মর্ম,
মায়াত হইল অন্ধকার।।
ধর্ম হৈলা জবন রূপী মাথায়েত কার টুপি,
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভএ
খোদাএ বলিআ এক নাম।।
(নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলএ দম্বদার।
জথেক দেবতাগণ সভে হৈয়্যা এক মন
আনন্দেত পরিলা ইজার।।)*
ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হইল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইলা গাজী কার্তিক হইলা কাজী
ফকীর হইলা জথ মুনি।।
তেজিআ আপন ভেক নারদ হইলা শেক,
পুরন্দর হইলা মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলে বাজাএ বাজনা।।
আপনি চন্ডিকা দেবী তিঁহ হৈঞলা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈলা বিবি ন্যুর।

Dhaka University Institutional Repository

জথেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল্।
ধরিআ ধর্মের পাএ রামাঞি পন্ডিত গাএ
ই বড় বিসম গন্ডগোল[১৮]।।'

এখানে সেন রাজাদের মাত্রারিক্ত নির্যাতন ও নিপীড়নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেন রাজার পতনের পর মুসলমান রাজত্বের শুরু হয়। বঙ্গে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী। তিনি লক্ষ্মাবতীসহ উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ স্থান দখল করে নেন। তিনি তাঁর রাজধানী দেবকোটে স্থাপন করেন। তাঁর সালতানাত দিল্লীর অধীনে ছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুঁহম্মদ বখতিয়ার খিলজী নামে একজন আমীরের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

আলী মর্দান খিলজী নিহত হওয়ার পর সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খিলজী ক্ষমতা দখল করেন। তিনি বঙ্গের রাজধানী দেবকোট হতে লক্ষ্মণাবতীতে স্থানান্তর করেন ১২২০ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় বাংলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলার বিদ্রোহ দমন করার জন্য সুলতান ইলতুৎমিশ শাহজাদা নাসিরুদ্দীনকে পাঠান। তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ খিলজীকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেন ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা থেকে দিল্লীর দূরত্ব অনেক থাকায় এই অঞ্চলের শাসকগণ বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। এই জন্য এই নগরীর নাম হয় 'বিদ্রোহী নগরী বা বুলগপুর'।

দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে তুঘরিল খান বিদ্রোহী হন। অবশেষে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লীর সম্রাট তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা করে দিল্লী প্রস্থান করেন ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে। দিল্লীর বাদশার মৃত্যুর পর ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন নাম ধারন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১ খ্রি.) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এই সময় ত্রিবেণীর জাফর খান গাজী এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তিনি ইতিহাসে দরাফ খাঁ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁর পরে সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ দেহলভী বাংলা একুশ বছর (১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং বাংলা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের এই গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করেন দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলুক। গিয়াসুদ্দীন তুগলুগ বাংলাদেশ আক্রমণ করে দখলে নেন। এবং এর শাসনভার তাঁর পালিত পুত্র বাহরাম ওরফে তাতার খানের হস্তে ন্যস্ত করেন। বাহরাম খানের সময় এই রাজ্যের সীমানা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তার বর্মবাহক ফখরুদ্দীন ওরফে ফুকরা খাঁ সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুবারক শাহ্ নাম ধারণ করে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্বে বঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কদর খানের মৃত্যুর পর তাঁর কর্মচারী আলী মুবারক আলাউদ্দীন আলী শাহ্ নাম ধারণ করে লক্ষ্মণাবতীর স্বাধীন বাদশা হয়ে ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পাণ্ডুয়ার নতুন নামকরণ করেন ফিরোজাবাদ।

আলী শাহের ধাত্রীপুত্র হাজী ইলিয়াস দিল্লী থেকে পালিয়ে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হাজী ইলিয়াস ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আলী শাহকে হত্যা করে উত্তরবঙ্গ অধিকার করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ নাম ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ধারণ করে রাজত্ব করতে থাকেন।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ শত্রুশূন্য হয়ে অতিরিক্ত সাত বছর সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁ রাজত্ব করেন ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর রাজত্বকালে ইবনে বতুতা বাংলাদেশে পরিভ্রমণে আসেন এবং তিনি সিলেটের পীর জালালুদ্দীনের (রঃ) সাক্ষাৎলাভ করেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ উত্তর-বঙ্গের নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা

' ড. মুহম্মদ এনামুল হক - মুসলিম বাংলা সাহিত্য - ঢাকা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করে দিগ্বিজয়ে বের হন। তিনি ত্রিহুত, উড়িষ্যা ও কাশী পর্যন্ত জয় করেন। কিছুদিন পরে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের উত্তরাধিকারী পূর্ব-বঙ্গের সুলতান ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের (১৩৪৯–৫২খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যু হলে শামসুদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করে নেন এবং দক্ষিণ বঙ্গে রাজ্য বিস্তার করেন। এরপর তিনি কামরূপ, শ্রীহট্ট, বারাণসী ও উত্তর-পূর্ব-বঙ্গ অধিকার করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ বাংলায় ইলিয়াস শাহী রাজবংশের ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন।

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী থেকে শুরু করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ পর্যন্ত সময়কাল ছিল মূলত 'যুদ্ধ-বিগ্রহের' কাল। এই সময় বাংলা সাহিত্যের যে চর্চা হয়নি–এমন কথা বলা যায় না। (১) ইসলামী সাংস্কৃতি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের মনোজগতে এনে দিল আমূল পরিবর্তন। বাঙ্গালীর মনোরাজ্যে এল বেশ পরিবর্তন। এই পরিবর্তন বাঙ্গালীদের নব জীবনকে বিপ্লবমুখী করে তুলল। একদিকে ইসলাম ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে পূর্বে প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের আচার-ব্যবহারে সাংস্কৃতিক জগতে এল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের রূপ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের রুস্মা'য় বিধৃত হয়েছে।

আবিস্কৃত (৬৫০–১২০০ খ্রিস্টাব্দ) চর্যাপদের পাণ্ডুলিপিতে বাংলা ভাষার সমসাময়িক অবস্থা স্থান পেয়েছে। চর্যাপদে বাংলা বৈশিষ্ট্যময় অপভ্রংশ–তুর্কী আমলে পরিবর্তিত হয়ে বেশী মাত্রায় বাংলা হয়ে উঠেছে। 'প্রাকৃত–পৈঙ্গল' নামক অপভ্রংশে রচিত প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রাকৃতি বিধৃত হয়েছে চর্তুদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হয়েছিল[১৯]। বাংলা ভাষায় অনুরূপ কয়েকটি নমুনা পাওয়া যায়–সেগুলি বাংলাদেশেই রচিত এবং তুর্কী আমলের গোড়ার দিকের বলে ধারণা করা যেতে পারে। কারণ এগুলির সাথে চর্যাপদের অন্তরঙ্গ মিল–বিন্যাস রয়েছে। (২) চাচা কাহিনী তার প্রকৃষ্ট আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছে। যেমন–

'তরুণ তরণি তবই ধরণি
পবন বহ্ খরা।
লগ নহি জল বড় মরুখল
জন জীবন–হরা।।
দিসই বলই হিঅঅ দুলই
হামি একলি বহু।
ঘর নহি পিঅ সুনহি পহিঅ
মন ঈচ্ছাই কহু।।'

এই অংশটি প্রাকৃতে রচিত হলেও মূলত বাংলা। এর ছন্দ লঘু ত্রিপদী এবং প্রাকৃত আবরণের মধ্যে বাংলার রূপ ফুটে উঠেছে।

এরূপ আর একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় 'শেখ শুভোদয়া'র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে। এই সংস্কৃত গদ্যের মূল কাঠামো এবং বাগভঙ্গী বাংলা এতে শেখ জালালুদ্দীন তবরীজীর অলৌকিক কাহিনী লিখিত আছে। পুস্তকটি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের রচনা। শেক শুভোদয়া খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রচনা বরে অনুমিত হয়।

'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থের সঙ্গীতটি মধ্যযুগের (প্রথম পাদের) বাংলা ভাষার নিদর্শন।

যেমন– (ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়থে)
'হঙ যুবতী পতিএ হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন।।
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।

[১৯] ড. মুহম্মদ এনামুল হক – মুসলিম বাংলা সাহিত্য – ঢাকা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২০–২৬ >

Dhaka University Institutional Repository

বায়ু ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ।।
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড়।।
হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান।।
বড় সে বিপাক আছে উপাএ।
সাজিয়া গেইলে বাঘে ন খাএ।।
পুন পুন পাএ পড়িআ মাঙ্গো দান।
মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ।।
শ্রীখন্ড চন্দন অঙ্গে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহএ আনল।।
পীন পয়োধর বাঢ়ে আগ।
প্রান ন জায় গেল বহিঞাঁ ভার।।
নয়ান বহিঞাঁ পড়ে নরি নিতি।
জীএ ন জায় প্রাণী পলাএ ন ভীতি।।
আশে পাশে স্বাস করে উপহাস।
বিনা বায়ুতে ভাঙ্গে তালের গাছ।।
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিল রেখা।
চলি জাহ সখি পলাইল শঙ্কা[২০]।।'

বাংলায় সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় ইলিয়াস শাহী রাজবংশীয়েরা বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় হিন্দু মুসলমান উভয় কবিরা একই ভাব ধারায় পৃথক পৃথক সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন। ইলিয়াস শাহী রাজবংশের আমল থেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চর্চার সূত্রপাত হয় এবং মুসলিম সাংস্কৃতিক জাগরণের এক নবযুগের সূচনা হয়। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে আরম্ভ করে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দায়ূদ খাঁর পতন পর্যন্ত গৌড়ীয় শাহী দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে।

বাংলা সাহিত্য ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করে মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ফলে বহু স্থানীয় আচার-ব্যবহার এবং কিংবদন্তী তাদের সাথে মুসলিম সমাজে স্থান করে নিয়েছে।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নীরব অভিযানের আরো এক ধাপ রচিত হয়। তিনি শুধু পারস্যের কবি হাফিজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করে ক্ষান্ত হন নি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বাংলার কবি মুসলিম শাহ মুহম্মদ সগীরকেও অনুগৃহীত করেছিলেন।

বাংলা স্বাধীনতালাভের প্রথম শতাব্দীর শেষ ২৮ বছর (১৪১৪-১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ) বাঙ্গালী সুলতান কর্তৃক শাসিত হওয়ার ফলে বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে যেমন বৈপ্লবিক মর্যাদা লাভ করেছিল। তেমনি বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আসে বৈপ্লবিক মর্যাদা। ইতপূর্বে বাংলা সাহিত্য ও ভাষা 'শাহী' অনুগ্রহ লাভ করেছিল সত্য কিন্তু প্রকাশ্যে শাহী দরবারে কদর ছিল না। বাংলা ভাষা ও তৎসূত্রে বাংলা সাহিত্যকে গৌড় দরবারে স্বীকৃতি লাভ করে গৌরব অর্জনের বাসনা যাঁর মনে উদয় হয়েছিল-তিনি 'রামায়ণ' রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস। গৌড়েশ্বর তাকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই স্বীকৃতি কোন একক ঘটনা নয়। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই বাঙ্গালী পরিবারের তৃতীয় সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহের দরবারে চণ্ডীদাসকে নিমন্ত্রিত হয়ে রাজসভায়

---

[২০] প্রাগুক্ত-পৃ ২৯ - ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

গান গেতে গিয়েছিলেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলার বাইরে আরাকানের রাজদরবারেও বাংলা সাহিত্যের চর্চার প্রতিপত্তি ছিল।

ইলিয়াস শাহী বংশের চারিজন সুলতান মোট পয়তাল্লিশ বছর বাংলাদেশ বছর শাসন করেছিলেন। এই সময় গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দৃঢ় ভীত রচিত হয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মালাধর বসু জৈনুদ্দীন ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের আবির্ভাব।

১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পযর্ন্ত ধরে মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। গৌড়েশ্বর তাকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন। সুলতান য়ুসুফ শাহের অনুগ্রহে সিক্ত হয়ে কবি জৈনুদ্দীন 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেছিলেন। সুলতান জালালুদ্দীন 'ফৎহ-ই-শাহের (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সময় ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁর মহাবংশাবলী রচনা করেন।

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে আলাউদ্দিন হুসৈন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার ইতিহাসে হুসেনী বংশের রাজত্বকালে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা-সুখ শান্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং বিস্তৃতির জন্য যা করেছেন-তা ইতিহাসে বিরল। বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের মুখবন্ধে হুসৈন শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেই তাঁর কৃতিত্ব ছিল তা নয়। অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাঁর সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত পাঁচালী' রচনা করেছেন। বাংলায় সর্বপ্রথম 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনী' তাঁর আমলে রচিত হয়। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে কবি কঙ্ক 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী রচনা করেছিলেন।

হুসৈন শাহের উত্তরাধিকারী নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩১ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা সাহিত্য চর্চার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর আদেশে মহাভারতের অনুবাদ হয়েছিল। শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন' উপাধি ধারক বিদ্যাপতি নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন। তিনি 'ব্রজবুলি পদ' রচনা করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৫৮৯-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে কবি শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস (১৫০৬-১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ) চৈতন্য ভাগবত এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে লোচন দাস 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। এই সময়ে বিখ্যাত বৈষ্ণবকর্তা বংশীবদনও আবির্ভূত হন।

বাংলা ভাষার ব্যাপক অনুশীলন ছিল বলেই শের শাহের কামানের উপরে বাংলা অক্ষরে তাঁর নাম ও উপাধি লেখা ছিল। ঈশা খাঁর কামানের গায়ে বাংলা হরফে 'শ্রীইছা খাঁ' নাম লেখা আছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী সমগ্র উত্তর ভারতে হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতি সমন্বয়ের যুগ। সেই সময় উত্তর ভারতে কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি হিন্দু মুসলিম সাধকদের আবির্ভাব হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশেও সত্যপীরের আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরের কাহিনী কাব্য এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে। এই ধারার হিন্দু মুসলিম উভয় ধারার কবি রয়েছেন। এই ধারার প্রাচীনতম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। তিনি ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'সত্যপীরের' কাব্য রচনা করেছিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সমন্ধীয় কাব্য রচনার প্রাথমিক কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রাপ্য। কবি মোজাম্মিলের 'সায়াৎনামা ও নীতিশাস্ত্রবার্তা' এই শ্রেণীর রচনা। সঙ্গীত শাস্ত্রেও মুসলমানদের খ্যাতি ছিল প্রসিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত সংগীতশাস্ত্র শেখ ফয়জুল্লার 'রাগমালা' উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যটি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত।

বাংলায় মুঘল আমলের স্থায়িত্বকাল (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় একশত আশি বছর। মুঘল আমলের পূর্বে দেশের রাজধানী গৌড়ই ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র। এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা। এই সূচনার তোড় মুঘল বিজয়ের সাথে সাথে মুঘল মহামারীতে গৌড়ের উজ্জ্বলতা ধ্বংস হয়ে যায়। গৌড় নগরী যে শুধু ধ্বংস হল তাই নয়-তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যও চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই মহামারী বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও আফগান সুলতান সুলেমান কররানীর রাজত্বকালে (১৫১৫-১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ) গৌড় হতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গৌড়ের বিতাড়িত ফকীর-দরবেশ, আলিম, উলামা, আমীর, উমরা এবং পণ্ডিত–আচার্য যারা ছিলেন; তারা মোঘল তাণ্ডবে গৌড় ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাণ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। গৌড়ে প্রায় ১২০০০০০ (বারো) লক্ষ লোকের বাস ছিল। তাঁদের প্রায় সবই মোঘলদের হাতে হত হন[১১]। স্বাধীন বাংলার রাজধানীর রাজদরবারে পূর্ব উল্লিখিত কবিদের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল– মোঘলদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সেই সমস্ত পাণ্ডুলিপি রক্ষা পায়নি। ফলে কোন রাজদরবার থেকে কোন পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়নি। রাজদরবারগুলোর অবস্থা ছিল 'রাবণের চিতার' মত। সব সময় দাবানলের মত অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত থাকত। এই দাবানলের হাত থেকে মসজিদ-মন্দির, জীবন, পাণ্ডুলিপি, ইমারত কোন কিছুই রক্ষা পায়নি।

গৌড় ধ্বংসের পরও প্রায় কুড়ি বছর তাণ্ডায় বাংলার মুঘল রাজধানী ছিল কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোন প্রাধান্য দেখা দেয়নি। এই সময় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। তন্মধ্যে উত্তর বঙ্গে কোচবিহার রাজ্য, দক্ষিণে আরাকান রাজ্য। এই সমস্ত প্রত্যন্ত আঞ্চলিক রাজ্যে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চর্চার ধারা অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু বাংলার মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে সাহিত্যচর্চার সঞ্জীবনী শক্তি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। এই সময় বাংলার এই সমস্ত অঞ্চলে সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য নতুন ধারার প্রবর্তন হয়নি। প্রত্যন্ত আঞ্চলিক রাজ্য ত্রিপুরা ও আরাকান গৌড়ের প্রচলিত স্মৃতি কিছুটা রক্ষা করেছে। প্রকৃতপক্ষে মোঘল অধিকারের প্রথম দিককার মোঘল দরবারে কোন শান্তি ছিল না। ১৫৯৪–১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দক্ষিণ রাঢ়ের দুঃখ-দুদর্শার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা দক্ষিণ রাঢ়ের একার নয় বরং বাংলার মোঘল অধিকৃত অংশের একটি নিঁখুত চিত্র। কবির ভাষায়–

'উজির হৈল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইল অরি।
কোনে কোনে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।
সরকার হৈল কাল খিল ভূমি লেখে নাল
বিনি উপকারে লিখায় ধুতি।
পোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় তঙ্কা প্রতি।।
মিথ্যা হে জগতি ভণ্ড তার দ্রব্য করে দণ্ড
ডাকা দেই দিবস দুপুরে।
বিষম রাজ্যের লোক পরদ্রব্য খাইতে জোঁক
দেখিতে দেখিতে নিত্য হরে॥
কোটালিয়া বড় পাপ সজ্জনের কালসাপ
কড়ির কারণে বহু মারে।
আখালি ফাথালি কড়ি লৈখা জোখা নাহি দেড়ি
খত দিয়া যেবা নিতে পারে।
জমাদার প্রতি নাছে প্রজারা পারায় পাছে
দুয়ারে চাপিয়া দেই থানা।
প্রজারা ব্যাকুল চিত্ত বেচে ধান্য গরু নিত্য
টাকাকের দ্রব্য দশ আনা।।'

---

[১১] ড. মুহম্মদ এনামুল হক–মুসলিম বাংলা সাহিত্য–ঢাকা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা সাহিত্যের কিছু উন্নতি হয়েছে বলে এমন কোন প্রমাণ নেই। কেবল পশ্চিম বঙ্গের সপ্তগ্রামের কবি মাধব আচার্য ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। উক্ত কাব্যের আত্মবিবরণীতে সম্রাট আকবর সম্বন্ধে উক্তি পাওয়া যায়।

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাশ্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার।।
প্রতাপে তপন সম বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে তার তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি।।'

উক্তিটিতে কবির কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক কোন তথ্য নেই। বরং এখানে সম্রাট আকবরের অসাধারণ ক্ষমতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজানুগ্রহের কোন কথা নেই। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হলেন বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য এমন কিছু করেছেন– তার কোন প্রমাণ নেই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান দিল্লীর অধিপতি হলেন। তাঁর শাসনামলেই ছিল শিল্প-সুষমায় সমৃদ্ধ বিভবে মুঘল আমলে আদর্শস্থানীয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কবি গদাধর দাস ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাতে তিনি সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

'রাজচক্রবর্তী শাহজাদা দিল্লীপতি।
ধর্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতি।।
রাজ্যের হৈল পতি সন পঞ্চদশ।
মহান প্রতাপী হয় বৈর জয় যশ।।'

কবি এখানে সম্রাট শাহজাহানের ধর্মপরায়ণতা ন্যায়পরায়ণতা ও প্রবল প্রতাপের কথা বলেছেন। বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

সম্রাট শাহজাহানের সুসাশনের ফলে দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূলে ছিল। বাংলা এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্রাট ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল (১৬৫৮–১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত। এমন কি তারপর প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত (১৭০৭–১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) বিরাজমান ছিল। কোন শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গলে' উল্লেখ করেছেন। যেমন– কবির ভাষায়–

'আরং শাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে।
নবাব শায়িস্তা খাঁ অধিকারী সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে।।'

এখানে কবি বাদশা আওরঙ্গজেবের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতাপের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কোন শাখায় পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁর কোন ভূমিকা নেই।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে তাঁর পৌত্র আজীমু-শ-শান (১৬৯৭–১৭১২ খ্রিস্টাব্দ) যখন ঢাকার সুবাদার, তখন মুর্শিদ কুলী খান বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত ছিলেন। ১৭০৩–১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলার নায়েব সুবাদার ছিলেন। বাংলার সুবাদার আজীমু-শ-শানের সাথে মুর্শিদ কুলী খানের বিবাদের ফলে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা হতে দেওয়ানী কার্য বিভাগ মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীতে তিনি অপসারিত হলে মুর্শিদকুলী খার নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় মুর্শিদাবাদ। এই মুর্শিদাবাদ মুঘল সাংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়ে উঠে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহ আলম (১৭০৭–১৭১২ খ্রিস্টাব্দ) দিল্লীর সম্রাট হন। তিনি বিনয়ী, নম্র, উদার প্রকৃতির ছিলেন। তার রাজত্বকাল

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই সময় তিনি তাম্রমুদ্রার এক পৃষ্ঠে বাংলা হরফে 'এক পাই সিক্কা' কথাটি মুদ্রিত করিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ মোঘল আমলে এই একমাত্র বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মুর্শিদ কুলি কার মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব হন। সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯-১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাবরূপে সুবেদারের শাসন করেন। অতঃপর বিহারের সুবাদার সরফরাজ খাঁ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কিভাবে বাংলার নবাব হলেন, কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বর্ণনা করেছেন-

শূজা খা নবাব সূত সরফরাজ খাঁ।
দেওযান আলমচন্দ্র রায় রায় রায়া ॥
ছিল আলিবর্দ্দীখাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেন তায়।।
তদবধি আলিবর্দ্দী হইলা নবাব।
মহবৎ জঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব।।

আলবির্দ্দী খাঁ ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নবাব সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলবির্দ্দী খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দৌহিত্র মির্জা মুহম্মদ সিরাজ্জুদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর স্থালাভিষিক্ত হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন মুর্শিদাবাদের পলাশী প্রান্তরে যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হন। বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয় এবং মুসলিম শাসনের অবসান হয়।

বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিন্তু তার কোন লিখিত রূপের নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতি অনেক প্রাচীন। মৌর্য শাসনামলে বাংলা ভাষার চর্চা হয়নি। বরং জৈন, শৈব ও বৌদ্ধদের উপর এক অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসায় তারা স্বীয় ভাষার চর্চা থেকে বিরত থেকেছে। পাল আমলে বাংলা ভাষার চর্চা কিছুটা হয়েছে। কিন্তু তার কিছু নিদর্শন লোক সাহিত্যের ছড়ায়, বচন ও গীতিতে পাওয়া যায়। যা পাওয়া যায় তা অতি সামান্য। পরের যুগের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালীদের সকল চিহ্ন মুছে দিয়েছে। হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বৌদ্ধ রাষ্ট্রিক প্রাধান্যের যে সব প্রমাণ ছিল তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টান্ত। দশম শতাব্দীতে এই সংগ্রাম-ধর্ম সংগ্রামরূপে প্রকাশ পায়। এই সময়ের ইতিহাস বৌদ্ধ দলনের ইতিহাস। রাঢ় দেশের শুরেরা এবং পূর্ব বঙ্গের বর্মণেরা বিদেশাগত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধ দলন শুরু করে। তারা বাঙ্গালীদের গলায় লোহার শিকল পরাতে আরম্ভ করে। আর সেন রাজারা এসে তার পরিসমাপ্তি করে। এখন যারা অধঃপতিত সে সময়ে তারাই ছিল উচ্চবর্ণের। এই বাংলার সামাজিক পট সেন যুগ হতে পরিবর্তিত হয়ে আকারে প্রকারে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। সেই নির্মাতাদের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই[২২]।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গে' একই কথা বলেছেন। সে যুগে অমুসলিম বাঙালী কর্তৃক বৌদ্ধ বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিনাসের উল্লেখ রয়েছে- ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপূজা বিধান" এর ভূমিকায়। হরিদাস পালিত তার 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থে। সে সব আলোচনায় জানা যায় সেকালের বৌদ্ধ বিদ্বেষী সামন্ত পুরোহিত শ্রেণীর হিন্দুরা বহু বৌদ্ধ উপাদানের রূপ পাল্টে দিয়ে হিন্দু ধর্ম ও সাংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মপূজার রূপান্তর সাধন সম্পর্কে বলেছেন- 'ক্রমে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ একেবারে লোপ করিয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের দেব দেবীর মধ্যে ধর্মঠাকুরকে বসাইয়া তাহার পূজা চলিতে লাগিল।---- ইহারই অনুকরণে ভেট দেশেও যম, কুবের প্রভৃতি

[২২] সাহিত্যের প্রগতি -কলকাতা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. আঠারো - উনিশ।

Dhaka University Institutional Repository

নানা দেব দেবীর সহিত ঢাক-ঢোল ও শিঙ্গা বাঁজাইয়া বুদ্ধদেবের পূজা হয়। এইরূপে বুদ্ধদেবের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিয়া দিয়া, ধর্মকে হিন্দুয়ানীর মধ্যে আনিবার জন্যই এই চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে-তাহাও কি আবার বলিতে হইবে'[২৩]?

জৈন বৌদ্ধদের আবাস ভূমিতে তাঁদের কোন কীর্তি-কর্মের কোন নিদর্শন নেই। সেই সামন্তদের দ্বারাই এদেশের বৌদ্ধ-জৈন সমষ্টির কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পদদলিত হয়েছে। পাল, সেন-বর্মণ যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যের কোন নিদর্শন-ই সংরক্ষিত হয়নি। গানের দেশ, ধানের দেশ–বাংলাদেশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি। যা পাওয়া গেছে-তা নেপালের রাজপাঠাগারে। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের কোন পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি। মধ্যযুগের যে সমস্ত সম্রাটরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন–তাঁদের দরবার থেকেও কোন বাংলা পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয় নি।

ভারতবর্ষে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয় ইংরেজদের প্রশাসনিক বলয় স্থায়ী করার মানসে। স্থায়ী প্রশাসন ব্যবস্থার বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ শুরু করলেও প্রাচ্যবিদ্যাসমূহ আয়ত্ত করার স্পৃহা ও উদ্যোগ বেনিয়া শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশ ও ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন গবেষণা হয়েছিল। এ গবেষণার কাজ ছিল অবৈজ্ঞানিক। ষোড়শ শতক থেকে প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপীয়দের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে। এই আগ্রহের মূলে ছিল অগাধ সম্পদের সন্ধান ও ক্ষমতা দখল–বিদ্যাচর্চার বিষয়টি এসেছে পরবর্তী অনুষঙ্গরূপে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ফলে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা একটি নির্দিষ্ট রূপরেখার দিকে অগ্রসর হয়। উইলিয়াম জোন্স ভারতবর্ষে আসার পথে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই জাহাজে বসেই ভারতীয় ও এশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিল্প অনুসন্ধান বিষয়ে একটি স্মারকলিপি ও তালিকা তৈরী করেন। এতে ছিল (১) হিন্দু ও আইন (২) প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস (৩) ধর্মশাস্ত্রের মান ও ব্যাখ্যা (৪) প্লাবন বিষয়ক কিংবদন্তী ও অনুমান (৫) হিন্দুস্থানের আধুনিক রাজনীতি ও ভূগোল (৬) বাংলাদেশ শাসন করার পন্থাসমূহ (৭) এশীয়দের গণিত, জ্যামিতি ও মিশ্র বিজ্ঞান (৮) ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন, শল্যবিদ্যা ও শরীরতত্ত্ব (৯) ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ (১০) এশীয়দের কবিতা, ছন্দ ও নীতিশাস্ত্র (১১) পূর্বদেশীয় জাতিসমূহের সঙ্গীত (১২) চীনাদের ৩০০টি গাথাকাব্য (১৩) তিব্বত ও কাশ্মীরের বিশদ ইতিহাস (১৪) ভারতীয় ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষি ব্যবস্থা (১৫) মোঘল শাসন–ব্যবস্থা (১৬) মারাঠাদের শাসন–ব্যবস্থাসহ ১৬টি বিষয়[২৪]।

ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলাসমূহ মানবসৃষ্ট তাবৎ বিদ্যার অনুসন্ধান ও চর্চার কথা উইলিয়াম জোন্স ভেবেছিলেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ২৫ সেপ্টেম্বর জোনস কলকাতা এসে পৌছেন। এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরুণ অফিসারদের মধ্যে চার্লস উইলকিনস, ন্যাথালিয়ান ব্রাসি হ্যালহেড, জন শোর, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, জন কর্নাক, জোনাথান ডানকান প্রমুখ ব্যক্তি প্রাচ্যবিদ্যার জ্ঞানান্বেষণে যথার্থ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেড Gentoo laws প্রকাশ করেন। তার দুই বছর পরে প্রকাশিত হয়-A Grammar of the Bengal Language.

এই মহৎ ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানাবিধ সীমাবদ্ধতায় ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিত মহলে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। তৎকালীন বাংলাদেশের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় বিদ্যাসমূহের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে তাঁর জোরালো সমর্থন ছিল। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুযারী কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকক্ষে জোন্সের সভাপতিত্বে ত্রিশজন সদস্যের উপস্থিতিতে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস সোসাইটির প্রথম সভাপতি মনোনীত হন।

---

[২৩] ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়–ধর্মপূজা বিধান ভূমিকা–কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৫।

[২৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী–গবেষণাকর্মঃ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য এবং ইতিহাস–কলকাতা পৃ. ১৪৭–১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রথম কাজ ছিল বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিতে বিদ্যাচর্চার পরিবেশ তৈরী করে। এজন্য সোসাইটি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ও আইন বিষয়ে পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞ নিয়োগ দান করে। দ্বিতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল 'পুথি সংগ্রহ' করা। জোন্সের প্রথম দিকে কাজ ছিল এদেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতা গ্রহণ করা। তাঁদের মধ্যে মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন প্রথম দিকের। মাণিক্যচন্দ্র সম্ভবত জোন্সের Ordinances of Manu (1794 Bc) গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করেছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করেছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম সভাপতি (১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ) নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্বে তিনি সোসাইটর সাথে দশ বছর কর্মসূত্রে জড়িত ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে যখন রাজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে আসেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; তখন তিনি সোসাইটির সহ-সভাপতি। এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার যে পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে রাজেন্দ্রলাল তার মধ্যমণি ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এখান থেকেই তাঁর তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (1) Antiquities of orissas (first part)-1885 (2) An Introduction to Lalita Vistara -1877Bc. (3) Buddha Gaya,the hermitage of sakya Muni -1878 Bc.

এছাড়াও ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'বিবলিওথেকা ইন্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বৈদিক ও বৌদ্ধবিদ্যার এই আটটি দুরূহ ও জটিল গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন। যথা-

(১) কবি কর্ণপূরকৃত-চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-১৮৫৩-১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ।
(২) সায়ন ভাষ্যসহ যজুর্বেদীয় -তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (তিন খণ্ড)-১৮৫৯, ১৮৬২, ১৮৯০ খ্রি.।
(৩) সায়ন ভাষ্যসহ-তৈত্তিরীয় আরণ্যক-১৮৬৪ -১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ।
(৪) অথর্ববেদীয়-গোপথ ব্রাহ্মণ-১৮৭০ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ।
(৫) ত্রি ভাষ্যরত্ন টীকাসহ-তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ।
(৬) অগ্নিপুরাণ তিন খণ্ড-১৮৭৩,১৮৭৬,১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ।
(৭) সায়ন ভাষ্যসহ-ঐতরেয় আরণ্যক-১৮৭৫-১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ।
(৮) ললিতবিস্তার - ১৮৫৩-১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

ইউরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতমহলে রাজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠীত ও খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন হরপ্রসাদের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে রাজেন্দ্রলালের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই পরিচয়ই সমাজে তাঁকে পরিচিত করে তোলে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদের শাস্ত্রীর সহায়তায় রাজেন্দ্রলালের-The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধবিদ্যার সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রত্যক্ষ পরিচয় এখান থেকেই ঘটে[২৫]। এখান থেকেই তিনি রাজেন্দ্রলালের পাশাপাশি পুথি সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই পুথি সংগ্রহের সুন্দর একটা ইতিহাস আছে।

পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ইতিহাস জানা যায় ইংরেজ আমল থেকে। এর পূর্বে যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে তার কোন ইতিহাস জানা যায় না। ইংরেজ শাসনামলে পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংহের রাজ পুরোহিত মধুসূদনের পুত্র রাধাকিষ্ণ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গর্ভনর জেনারেল লর্ড লরেন্সকে ব্রিটিশ-ভারতের সকল ভাষার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের আবেদন জানিয়ে পত্র লিখেন। লরেন্স প্রাদেশিক গভর্নদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাৎসরিক চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। বাংলা ভাষার ভাগে পড়ে বত্রিশ শত টাকা। এশিয়াটিক সোসাইটিকে এই টাকা দেয়া হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাহায্যে বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ব্যবস্থা শুরু করেন। তিনি আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন। তদস্থলে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায়

---

[২৫] প্রাগুক্ত - পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। ইতোমধ্যে তিনি মানিক গাঙ্গুলির–ধর্মমঙ্গল : রামাই পণ্ডিতের–'শুন্যপুরাণ; ময়ুর ভট্টের–'ধর্মমঙ্গল'–প্রভৃতি কাব্যের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে সমর্থ হন। বাংলা পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের পথ ধরেই বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়।

এই সময় নেপালে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭–১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দুবার নেপালে যান এবং কিছু সংস্কৃত পুথি দেখতে পান। তিনি এ অভিযানের বিবরণে বলেছেন– এসব সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির "মধ্যে মধ্যে একরূপ নতুন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে তাহার–ই প্রমাণ স্বরূপ অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। 'ডাকার্ণব' নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নতুন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুণিয়াই আমি মনে করিলাম , সেগুলি ডাক পুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আমি পড়িয়া দেখি সে বাংলা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নাম 'সুভাষিত সংগ্রহ'। উহারও মধ্যে একটি নতুন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে। এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা'[২৬]।

এগুলোর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী–'ডাকার্ণব ও দোহাকোষ পঞ্জিকা' কপি নকল করিয়ে নিয়ে আসেন। 'সুভাষিত সংগ্রহে'র কপি নকল করিয়ে নেন প্রফেসর বেন্ডেল। তিনি 'দোহাকোষ' খানির নকল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছ থেকে ধার নেন। কিন্তু তা আর ফেরৎ দেননি। এই পাণ্ডুলিপিটির মূল কপি এখন জাপানের টৌকিও মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুনরায় নেপালে যান। এবার তিনি যে সকল পাণ্ডুলিপি দেখেন। তার একখানির নাম–'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'। এতে কতগুলি কীর্তনের গান আছে ও তার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলো বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত গানের নাম 'চর্যাপদ'। আর একখানি পুস্তক পেলেন তার নাম দোহাকোষ–গ্রন্থাকারের নাম সরোরুহবর্জ্য, টীকাটি সংস্কৃত, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আর একখানি পুস্তক পেলেন–তার নাম দোহাকোষ, গ্রন্থাকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য; তারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।'চর্যাপদ ও ডাকার্ণব' বিহারের দ্বারভাঙ্গার মহারাজার গ্রন্থাগারের পুথি। সেগুলি এখন নেপালের রাজ দরবারের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। বাকি দুখানির মধ্যে 'সরহের দোহাকোষ', পাণ্ডুলিপিখানা মহারাজার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষাণাগারের অধ্যক্ষ বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উপহার দেন। কৃষ্ণাচার্য্যের 'দোহাকোষ' খানির প্রতিলিপি করিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে দিয়ে দেন। মূল পাণ্ডুলিপিখানা এখন জাপানে সংরক্ষিত আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে ফিরে এসে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পত্রিকা'য় সংক্ষিপ্তাকারে পাণ্ডুলিপির সংগ্রহের তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায়– "চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, ডাকার্ণব, সরোহবজ্রের–দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্য্যের–দোহাকোষ" একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলকাতা থেকে প্রকাশ করে। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান' পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ঐ লাইব্রেরীর সংগৃহীত বাংলা পাণ্ডুলিপি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। তখন হতে তিনি সোসাইটির পণ্ডিতদিগকে মফস্বল ভ্রমণ করার সময় বাংলা পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করেন। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া স্কুলের তদানীন্তন হেড মাষ্টার স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার বিষয় নিয়ে পত্রালাপ হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সোসাইটির পণ্ডিত বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থকে কুমিল্লায় প্রেরণ করেন। তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের সহায়তা ও পরামর্শে কুমিল্লা এবং ত্রিপুরা হতে প্রায় ৪০০ খানা পাণ্ডুলিপি/প্রতিলিপি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির

---

[২৬] ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী–পুথির কথা–প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩২১ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৪৯-১৫০।
খ. ড. এস এম লুৎফর রহমান–বৌদ্ধচর্যাপদ–ঢাকা ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।
গ. মৌলভী আলী আহম্মদ–বাংলা কলমী পুথির বিবরণ–ঢাকা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সংগ্রহ করেন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ৪০০ খানার মধ্য থেকে ৩৬৭ খানা বাংলা পাণ্ডুলিপি নিয়ে একখানা ক্যাটালগ প্রকাশ করে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বাংলা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৪০০০ হাজারের বেশী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্যস্থতায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি উদ্ধারের যে বীজ বপন করেছিলেন; তারই ফলস্বরূপ আজ পল্লীর নিভৃত কোন হতে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সংগ্রহের ইতিহাস বিশেষ গতি পেল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাকুড়ার গোয়াল ঘর হতে আবিষ্কার করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর পাণ্ডুলিপি।

ইতোমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগ্রহীত ৩০০০ (তিন হাজার) পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেন। পাত্যসায়ের নিবাসী রামকুমার দত্ত ও তৎপত্র অবিনাশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জন্য প্রায় ১০০০ (এক হাজার) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। বীরভূম জেলার সুরী নিবাসী বাবু শিবরতন মিত্র কিছু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। মেদিনীপুর নিবাসী বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা বাবু সনৎকুমার রায় ২০০০ (দুই হাজার) পাণ্ডুলিপি ও হরিদাস পালিত সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০০০ (সাত হাজার) বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বাড়ীর কর্মচারী রামকুমার দত্তকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং দিয়েছিলেন। রামকুমার দত্তের চেষ্টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন রামকুমারকে দেশবন্ধু মহাশয়ের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন। স্বদেশ প্রেমিক-স্বজাতি বৎসল দেশবন্ধু দাস রামকুমারকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করে প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করান। রামকুমার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে দান করেন। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন রামকুমারকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহী কর্মী ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হতে রামকুমার কিছু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। এভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) মতান্তরে ৩১০০ (তিন হাজার এক শত) + ২০০০ = ৬০০০ বা ৫১০০ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

স্বর্গীয় বাবু শিবরতন মিত্র 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক' নামক গ্রন্থ লিখতে গিয়ে তার উপাদানের জন্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) বাংলা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়। ঐ পাণ্ডুলিপি শিবরতন বাবুর প্রতিষ্ঠিত বীরভূমের রতন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকার জাতীয় যাদুঘরের কিউরেটর থাকা অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ২২০০ (দুই হাজার দুই শত) পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত ২২০০ পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রদর্শনশালার গ্যালারীতে মাত্র ৩৩টি পাণ্ডুলিপি শোভাবর্ধন করছে। বাকী পাণ্ডুলিপিগুলো জাতীয় যাদুঘরের গোডাউনে বস্তায় সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে জাতীয় যাদুঘরের পাণ্ডুলিপির দায়িত্বে রয়েছেন ড. রেজাউল করিম। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক হিসাবে ড. রেজাউল করিমের সাথে যোগাযোগ করি এবং সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা করার জন্য। ড. রেজাউল করিমের কাছ থেকে আমি কোন প্রকার সহযোগিতা পাইনি। এই বিষয় নিয়ে আমি জাতীয় জাদুঘরের মহা পরিচালক জনাব মাহমুদুল হকের সাথে দেখা করি এবং কথা বলি। তিনিও বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বলেন– এ ব্যাপারে তাঁদের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন প্রকার বরাদ্দ নেই। তাই দেখানো হল না। কারো কোন প্রকার সহযোগিতা না পেয়ে বিষণ্ণ মনে চলে আসি।

ঢাকার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রায় শ'খানেক (১০০) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। মিস্টার জিল্লুর রহমান ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি শাখার দায়িত্বে আছেন; আমি তার সাথে নিয়ম মাফিক দেখা করি কিন্তু তিনি পাণ্ডুলিপিগুলো দেখালেন না। তিনি জানালেন এগুলো দেখানোর কোন অনুমতি নেই। ঐ লাইব্রেরীর একজন মহিলা কর্মকর্তা যে আলমারীতে সংরক্ষিত আছে– সেই আলমারিটা দেখালেন মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার পাটুয়াটুলিতে ছিল ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের লাইব্রেরী[২৭]। এই লাইব্রেরীতে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে এই লাইব্রেরীর কোন অস্বিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানী বর্বর বিমান বাহিনী উক্ত লাইব্রেরীর উপর বোমা বর্ষণ করে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়। এখানে যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি ছিল তা লুটপাট হয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের পর লাইব্রেরীটি কোন সংস্কার হয়নি। পরবর্তীকালে সুযোগ-সন্ধানী ভূমিদস্যুরা বা রিফুজীরা ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের ভূমি গ্রাস করে ফেলেছে। আজ কাগজের পাতায় এর উল্লেখ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ত্রিপুরা-সাহিত্য-পরিষদ বিভাগোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেও বেশ কিছু বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে[২৮]।

পুরানো ঢাকার জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) প্রফেসর স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা থেকে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিগুলো তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত ছিল। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০০ (আঠার শত)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় কলেজটি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এ সময় বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি লুট হয়ে যায়। আর বাকী যা অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা ভাত রেঁধে খেয়েছে। এখন এখানে কোন পাণ্ডুলিপি অবশিষ্ট নেই।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে থেকে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী একত্রীকৃত হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাংলা বোর্ডের সংগৃহীত যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাদি বাংলা একাডেমীর দুর্লভ সম্পদে পরিণত হয়। পাণ্ডুলিপিগুলো কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বগুড়া, রাজশাহী, নোয়াখালী, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল জেলা হতে সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন– তাদের নাম আব্দুস ছত্তার চৌধুরী, আবদুল মুনাফ চৌধুরী, আবু বকর সিদ্দিক, আব্দুল লতিফ চৌধুরী, মৌঃ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, আবুল কালাম, নুরুল হক মোল্লা, আব্দুল জব্বার, মোঃ বদিউজ্জামান, মোহাম্মদুর রব জাহেদ, মৌ.আব্দুল হামিদ, সিদ্দিকুর রহমান এবং কাজীমুদ্দিন মুন্সীর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। জনাব সুকুমার বিশ্বাস পুথি পরিচয় নামে বাংলা একাডেমীর পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রণয়ন করেছেন বিভিন্ন বিভাগে–

(ক) মুসলিম পুথি সংখ্যা ৫৮১.
(খ) হিন্দু পুথি সংখ্যা ৫০৪.
(গ) কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড সংগৃহীত পুথির সংখ্যা ১১৬.
(ঘ) বিবিধ পুথি ৩০০.
(ঙ) পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র সংখ্যা ৩৫.
মোট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১৫৩৬ খানা[২৯]।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ–বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু করে অনেক পূর্ব থেকে। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার জমিদার স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরীর সংগৃহীত প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। চট্টগ্রামের কীর্তিসন্তান আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ৬০০ (ছয় শত) পাণ্ডুলিপি দান করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয় ১৯২৫–১৯২৬ শিক্ষাবর্ষে। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য একটি উচ্চ কমিটি গঠন করা হয়।এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন (১) ড. সুশীলকুমার দে এবং (২) নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কমিটির অন্যান্য সদ্যসরা ছিলেন (৩) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, (৪) রাধাগোবীন্দ বসাক (৫) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (৬) এন.জি.ব্যানার্জী ও (৭) ফখরুদ্দীন আহমদ। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি শাখার কাজ শুরু করা হয়। ১২৫০টি পাণ্ডুলিপি নিয়ে পাণ্ডুলিপি শাখা খোলা হয়। ১৯২৫-১৯২৬ শিক্ষবর্ষে এই কমিটি সংস্কৃত ও বাংলা মিলে আরো ২২৫০টি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ

---

[২৭] মৌলবী আলী আহমদ–বাংলা কলমী পুথির বিবরণ–ঢাকা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ১০।

[২৮] প্রাগুক্ত–পৃ. ।)

[২৯] সুকুমার বিশ্বাস–পুথি পরিচয়–বাংলা একাডেমী ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ভূমিকা– ১–১৬।

Dhaka University Institutional Repository

করে। ১৯২৭-১৯২৮ শিক্ষাবর্ষে আরো ১০০০০ (দশ হাজার) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। পরবর্তী সময় এই কমিটি ভারতীয় উপ-মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে এজেন্ট নিয়োগ করেন। এজেন্ট ছিলেন বাবু সুবোধচন্দ্র ব্যানার্জী, সৈয়দ জাফর হোসাইন, রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা। তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নলিনীকান্ত ভট্টশালী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য দেশব্যাপী একটি গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ফলে ভারত ও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, এছাড়া আসাম, নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলি, ত্রিপুরা থেকে প্রায় ১৭০০০ (সতের হাজার) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

উর্দু, ফারসী, আরবী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটির সদস্য ছিলেন- ফার্সী ও উর্দু বিভাগের প্রধান জনাব ফিদা খান, মারগুফ আহমদ তৌফিক, আরবী বিভাগের অধ্যাপক জাফর হোসাইন আজাদ, ফার্সী বিভাগের একজন অধ্যাপক ও ড. সুশীল কুমার দে (বিভাগীয় প্রধান সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ। এই কমিটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে প্রায় ৩০০টি (তিন শত) উর্দু-ফার্সী ও আরবী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া বলিয়াদির জমিদার পরিবারের সদস্য খান বাহাদুর চৌধুরী কাজীমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হাকিম জনাব হাবিবুর রহমান সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির এক বিরাট অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এবং উক্ত কমিটি কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ক্রয় করেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত কমিটি কোন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক আলী আহমদকে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে গ্রন্থাগারে বদলি করা হয়। প্রয়াত অধ্যাপক সৈয়দ আলি আহমদ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বহুমুখী ও বিপ্লবাত্মক সাফল্য নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে পাণ্ডুলিপি শাখাকে নতুন করে ঢেলে সাঁজিয়েছেন।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট ফাউন্ডেশনের ৭০ কোটি টাকার অর্থানুকূল্যে 'পাণ্ডুলিপি উন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, ও উন্নততর পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ পরিচায়ন, তালিকাকরণ, প্রশিক্ষণ এবং পাণ্ডুলিপি শাখাকে একটি গবেষণাগারে পরিণত করা। এ প্রকল্পের অর্থানুকুল্যে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের দানকৃত টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করলে আরো অনেক কাজ করতে পারত। প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেই এই সংগ্রহের কাজ থেমে যায়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ থেকে ৫০টি (পঞ্চাশ) পাণ্ডুলিপি, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার বৌদ্ধ বিহার এবং কক্সবাজারের রামু বৌদ্ধ মন্দির থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ড. আহমদ শরীফের পরিবার থেকে প্রায় ৪৬০ টি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দান করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুফাখ্খারুল ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে ৮০ টি (আশি) পাণ্ডুলিপি ও পুস্তক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় প্রায় ৩৫ (পয়ত্রিশ) হাজার পাণ্ডুলিপি[৩০] সংরক্ষিত আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মনিরুজ্জামান ও ড. রফিকুল ইসলাম যৌথ উদ্যোগে বাংলা বিভাগে সংরক্ষিত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁদের এই ধ্বংসাত্মক কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন প্রয়াত ড. আহমদ শরীফ ও ড. কাজী দীন মুহম্মদ। তাঁদের এ কাজ বাংলা পাণ্ডুলিপির ইতিহাসে একটা কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে গ্রামে-গঞ্জে পুথি সংগ্রহ করেননি কিন্তু পুথির গুরুত্ব এবং সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সাধনা পত্রিকায় প্রাচীন পুথি উদ্ধার বিষয়ে তিনি এক নিবন্ধ রচনা করেন। এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়ে তিনি সেখানকার পুথি সংরক্ষণে যত্নবান হন এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠা হলে রবীন্দ্রনাথ তার সহ-

---

[৩০] মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া-আর্লা আহমদ (জীবনী গ্রন্থ)-বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।
ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত-পুথি পরিচিতি-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
আলী আহমদ সঙ্কলিত-বাংলা কলমীপুথির বিবরণ(১ম ভাগ)।
An Alphabetical Index of Bengali Manuscripts part 1.
Annul Report of Dhaka University Libarary (1925-74)

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি পুথি সংগ্রহের জন্য বেতনভিত্তিক লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন নিয়ে ভাবতে থাকেন এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হলে রবীন্দ্রনাথ এটিকে প্রাচ্যবিদ্যার পীঠস্থানরূপে গড়ে তুলতে চাইলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন প্রাচ্যবিদ্যার সমস্ত উৎস নিহিত আছে পুরাতন পুথির মধ্যেই এবং এতে বাংলা ভাষাতত্ত্বের প্রকৃত উপাদান লুকিয়ে আছে।

প্রাচীন পুথিতেই এই উপলব্ধি থেকেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দ্বিতীয় পর্যা'য়ের কাজ শুরু হয়। তিনি পুথি সংগ্রহের একটি জাত নিরপেক্ষ প্রয়াস গ্রহণ করেন। সমগ্র ভারতের সকল জাতির সকল ভাষার পুথি পুস্তক দিয়ে তিনি তাঁর সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয় বলিদ্বীপ (ইন্দোনেশিয়া), পারস্য, চীন, জাপান, নেপাল প্রভৃতি দেশের সংরক্ষিত বাংলা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করানোর ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর সংগ্রহে প্রায় ৭০০০ (সাত হাজার) বাংলা পাণ্ডুলিপি, ২০০ (দুই শত) আরবী-ফার্সী পাণ্ডুলিপি, ৫০ (পঞ্চাশ) হিন্দী পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া বিপুলসংখ্যক সংস্কৃত ও ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার পুথি[৩১] রয়েছে।

মৌলবী আলী আহমদ কুমিল্লা জিলাস্কুল ও ত্রিপুরায় শিক্ষক হিসাবে চাকুরীকরাকালীন কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী থেকে ৬০০ (ছয় শত) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। মৌলভী আলী আহমদ সংগৃহীত ৩৫৬ (তিনশত ছাপান্ন) খানা পাণ্ডুলিপির বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন 'বাংলা কলমীপুথি' নামে। ড. আবদুল গফুর সিদ্দকী অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক মিল্লাতে 'সহীহ খামেসনামা' ও মাসিক মোহাম্মাদীতে 'ইমাম চুরি' নামক দুখানা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বীরভূম জেলার নিম্নড়া গ্রামের মুসলিম অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক স্থাপিত লাইব্রেরীতে কিছু সংখ্যক পুথি সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে 'আদ্যবেকত' নামক পাণ্ডুলিপিখানি সম্বন্ধে মাসিক মোহাম্মাদীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কুমিল্লা পোষ্ট অফিসের কর্মচারী বাবু শরবিন্দু কর কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন[৩২]। তবে সেগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। অনেক চেষ্টা করেও তার স্থায়ী ঠিকানা পাওয়া গেল না।

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়। এ পরিষদে প্রচুর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। চেষ্টা করেও আমি সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর সংখ্যা নিরূপণ করতে পারিনি। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের যে তালিকা বের করেছেন তাতে মাত্র ৪৮০ (চারশত আশি) খানা পাণ্ডুলিপির বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে[৩৩]।

রামমালা রিসার্চ লাইব্রেরী স্বনামধন্য ব্যবসায়ী স্বর্গীয় মহেশ ভট্টাচার্য তাঁর মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ও দেশবাসীর উপকারার্থে প্রতিষ্ঠিত করেন। লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক রাসমোহন চক্রবর্তীকে কেন্দ্র করে লাইব্রেরীটি গড়ে ওঠে। এই লাইব্রেরীতে প্রায় ৮৫০০ (সাড়ে আট হাজার) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে ২৫০০ (আড়াই হাজার) বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিগুলো তালপাতায়, খাগের গড়ায়, ভোজ পাতায়, মোটা কাগজ, তুলট কাগজ, কাপড়ে লেখা।

সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরীতে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পাক বাহিনীর বিমান হামলায় উক্ত লাইব্রেরীটি ধ্বংস হয়ে যায়। বিমান হামলার পর যা অবশিষ্ট ছিল তা কুখ্যাত রাজাকর ও আল-বদর বাহিনী উক্ত লাইব্রেরীর বই-পত্র, সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি পুকুরের পানিতে ফেলে দেয়। এভাবে বর্বর হানাদার ও তাদের দোসর রাজাকার ও আল-বদর বাহিনীর হাতে লাইব্রেরীটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে এই লাইব্রেরীতে কোন পাণ্ডুলিপি নেই।

ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে অনেক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। তবে মজার ব্যাপার হল-এই লাইব্রেরীতে কোন সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়নি। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ আরবী, ফার্সী, উর্দুর পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এছাড়া এখন পর্যন্ত দ্বিতীয়টি মেলেনি।

---

[৩১] বিশ্বনাথ রায়-প্রাচীন পুথি উদ্ধার, রবীন্দ্র উদ্যোগ-কলকাতা ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

[৩২] প্রাগুক্ত পৃ-!!)০

[৩৩] নন্দলাল শর্মা- শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের ইতিকথা-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার নলচিড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একখানা (১) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিখানি দৈর্ঘ্যে ১৫ প্রস্থে ৩ ইঞ্চি, সংস্কৃত বাংলায় লেখা। পাণ্ডুলিপির লিপিকর ছিলেন দুজন (১) শ্রীচিন্তামণি অধিকারী (২) অমৃতসূদন ঘোষ। পাণ্ডুলিপিটি (খণ্ডিত) আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র ও ঔষধ সেবন প্রণালী বিষয়ক। এই দুর্লভ পাণ্ডুলিপিটি রক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। যেনতেন ভাবে দুটি তক্তা চাপা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বর্তমান টেকনিক্যাল যুগে এটি স্কানিং করে রাখা উচিত। তাহলে হাজার বছরেও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু নলচিড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তিতে তা ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই এ প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া উচিত।

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। স্কুলটি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অনন্ত সেন মজুমদার প্রতিষ্ঠিত করেন। স্থানীয় উদ্যোক্তারা বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী ও কুখ্যাত রাজাকার বাহিনী স্কুলটিতে ঘাঁটি করে। ঐ সময় সংরক্ষিত প্রত্ন-সম্পদ,পাণ্ডুলিপি ও বই-পত্র সবই পানিতে ফেলে ধ্বংস করে দেয়।

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীতে 'ইউসুফ জুলেখার' একখানা (১) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত ও পুরানো। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান খান ও নুসরাত জাহান সংগ্রহ করে অত্র লাইব্রেরীকে দান করেন। বরিশাল বি.এম. স্কুল লাইব্রেরীতে বেশ কিছু (প্রায় ৫০-৫৫টি) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মহাভারতের একখানা বিশাল আকৃতির পাণ্ডুলিপি আছে এবং সংরক্ষিত আছে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু যত্নের অভাবে কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সংরক্ষিত বইগুলো ফ্লোরে স্তূপ করে রেখেছে। যে শিক্ষক দায়িত্বে রয়েছেন : তিনি দায়িত্বহীন, হেড মাস্টার এ সম্পর্কে কিছু জানেন না।

বরিশাল বি.এম. কলেজের বাংলা বিভাগে ৩৬ (ছত্রিশ) খানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিগুলো খণ্ডিত। পাণ্ডুলিপিগুলো সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ৫ (পাঁচটি) শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক, ৬ (ছয়টি) আর্য্যুবেদীয়শাস্ত্র বিষয়ক, বাকীগুলো সংস্কৃত। একখানাও বাংলা পাণ্ডুলিপি নেই।

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার শাখারীকাঠী গ্রামের নিবাসী অজয় বৈরাগীর নিকট (১) একখানা 'রাধাকৃষ্ণ'-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি আছে। তিনি রোজ, চন্দন ও ফুল দিয়ে পাণ্ডুলিপিখানাকে পূজা করেন। তৈল, চন্দনে পাণ্ডুলিপিটির উপর মাটির স্তরের মত প্রলেপ পড়েছে। পাণ্ডুলিপিটি দৈর্ঘ্যে ১৫ ইঞ্চি প্রস্থে ৬ ইঞ্চি।

পটুয়াখালী জেলার মৃজাগঞ্জ থানাধীন কিসমৎ শ্রীনগর নিবাসী মো: হাবিবুর রহমান খানের নিকট ৭টি (সাত) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে- 'শীত বসন্তের একখানা, ইব্লিসনামা একখানা, নবীবংশের একখানা, মনসার একখানা, মন্ত্রের একখানা, বসন্তের দুঃখ একখানা, রামায়ণের পাণ্ডুলিপি'। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রামের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংরক্ষণ করে গেছেন। তা আজ অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আবদুল সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ৬০০ (ছয়শত খানা) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার ১ম সংখ্যা থেকে ৮৭টি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। অতিরিক্ত সংখ্যায় ৮৮ থেকে ৩০৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। দ্বাদশ বর্ষের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৩০৮ থেকে ৪৩৩ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রথম খণ্ড-দ্বিতীয় সংখ্যায় ৪৩৪ থেকে ৬০০ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১২০০ (বারোশত) পাণ্ডুলিপি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ৬০০ খানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। পরবর্তীতে বরেন্দ্র মিউজিয়ামে ৩৩৮ (তিন শত আটত্রিশ) খানা দান করে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এখানে কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. খোন্দকার মুজাম্মিল হক। আকস্মিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা বিভাগ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মণ্ডলী ও স্থানীয় সাহিত্য-প্রেমিকদের সহায়তায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি শাখায় বাংলা, উর্দু, আরবী ও ফার্সী সংস্কৃত ভাষায় রচিত ৫৫০টি পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে বাংলা পাণ্ডুলিপি ২৫০টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ৫০টি উর্দু, আরবী, ফার্সী এবং বর্মী ভাষায় রচিত ২৫০টি এবং ছাপা পুথি ২০২টি সংরক্ষিত আছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে আরবী, ফার্সী, বাংলা, উর্দু ও সংস্কৃত মিলে প্রায় ২০০ পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি।

সিলেটের এক কৃতী সন্তান পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি ব্যক্তিগতভাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ৩০০ (তিন শত) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। কিন্তু পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধির স্থায়ী ঠিকানা না পাওয়ায়; তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন তালিকা করা গেল না। সিলেট তথা উত্তারাঞ্চলে বৌদ্ধ আমল থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের অনেক পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনুসন্ধান করলে হয়ত বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার হবে। সিলেটের আর এক কৃতী সন্তান কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী 'বৈদিক পুরাবৃত্ত'-নামে ২০০ (দুই শত) বছর পূর্বের হস্তলিখিত (১) একখানি কুলগ্রন্থ উদ্ধার করেন। কুলগ্রন্থটি অনেক ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ।

আসামের ভূতপূর্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত তাঁরই বংশের পূর্ব পুরুষ কবি গোপীনাথ দত্তের রচিত (২৫০ বছর পূর্বে) বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপিগুলো–'মহাভারত (দ্রোণ পর্ব), নারীপর্ব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড, রুক্মিনীনারদ সংবাদ, দত্তবংশাবলী'। কবি গোপীনাথ দত্ত খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী ছিলেন।

বাংলাদেশের জাতীয় আরকাইভস দেশের একটি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। দেশের সরকারী-বেসরকারী, ব্যক্তিগত দলিল, নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও বইয়ের সংরক্ষণাগার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশে আরকাইভসের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। মানুষের জ্ঞানের বিস্তার ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহারের রূপ পায়। ফলে আধুনিক আরকাইভস প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বিভিন্ন দেশে। আধুনিক আরকাইভসের জন্ম হয় ফরাসী বিপ্লবের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জাতীয় আরকাইভস প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন ও বিধিসঙ্গতভাবে ফ্রান্সে আরকাইভসের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় উপ-মহাদেশে জাতীয় আরকাইভস ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার 'ইম্পেরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট' নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ডিপার্টমেন্টই পরবর্তীকালে 'ন্যাশনাল আরকাইভস অব ইন্ডিয়া' নামে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর 'ডাইরেক্টরেট অব আরকাইভস এ্যান্ড লাইব্রেরীজ' এর অধীনে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে করাচীতে 'ন্যাশনাল আরকাইভস অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'আরকাইভস' ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর অধীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে–'বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস'। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে 'মনসা-মঙ্গলের' একখানা পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তালপাতার বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সংস্কৃতে লেখা কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পত্রিকায় পরিষদের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বিজ্ঞাপন দিয়ে পাণ্ডুলিপির তালিকা সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করেন মালদাহ জেলার মকদুমপুর গ্রামের নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবলাল অধিকারী। পাণ্ডুলিপিগুলো তাঁর আলয়ে সংরক্ষিত আছে। গড়রগাউ নিবাসী শ্রীমান রাজীবলোচন দাস তাঁর সহকারী শ্রীমান কোটিমনি নাথের মাধ্যমে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করান। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় মাত্র ৯ (নয়) খানা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে[৩৪]।

রঙ্গপুর (রংপুর) সাহিত্য-পরিষদ উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ত্ব প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষিশিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুথি উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্তিরক্ষা, বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থে বঙ্গীয়-সাহিত্য- পরিষদ, রঙ্গপুর শাখা স্থাপিত হয়। পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত পূর্ণানেন্দুমোহন সেহানবীশ ৪ (চার) খানা পাণ্ডুলিপি, শশিমোহন অধিকারী ১০ (দশ) খানা পাণ্ডুলিপি, প্রমথনাথ দাস ১৫ (পনের) খানা পাণ্ডুলিপি, শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব ২ (দুই) খানা পণ্ডুলিপি, প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ২০ (বিশ) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে পরিষদে সংরক্ষণ করেন[৩৫]। এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় বেশ কিছু সংখ্যক সংগ্রহ করে, অত্র লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত করেন।

মুর্শিদাবাদ কান্দি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিহারী ঘোষ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ফিরে ১৮ (আঠারো) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। মুর্শিদাবাদের কিশোরী মোহন সিংহ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেন। কিন্তু তাঁর স্থায়ী ঠিকানা না পাওয়ায় পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা করা সম্ভব হয়নি। চুঁচুরার শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল ও শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে শ্রীশিবচন্দ্র শীল ২৪ (চব্বিশ) খানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেন। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্যারিসের Bibliotheque Nationale চণ্ডীমঙ্গলের একখানি (১) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিখানি দু'খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের পত্র সংখ্যা ১৭৬; দ্বিতীয় খণ্ডের পত্র সংখ্যা ১২৪। এই দু'খণ্ডের নম্বর ৭৪৭, ৭৪৮ (Indian - 102, 103). পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় আছে সন ১১৯১ (এগার শত একানব্বই সাল তারিখ ২৭ অগ্রহায়ণ। লিখিতং শ্রীরামদাস সেন পরগণে জাহানাবাদ নিবাস গোঘাট[৩৬]। এখানে এছাড়া আরো বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

পশ্চিম বঙ্গের শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ২৮টি (আটাশ) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় ২য় সংখ্যা ১৩২০ বঙ্গাব্দে তালিকা প্রণয়ন করেন[৩৭]। শ্রী ব্রজেন্দ্রসুন্দর সান্যাল পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ১০টি (দশ) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন[৩৮]। শ্রী জীবেন্দুকুমার দত্ত সূর্যের পাঁচালীর বেশ কিছু সংখ্যক প্রাচীন পদ উদ্ধার করে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পত্রিকার ২য় সংখ্যা–১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু ৭১ (একাত্তর) খানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে তার তালিকা পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করেন[৩৯]।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. কাজী দীন মুহম্মদ ব্যক্তিগতভাবে অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে কলাবাগানস্থ বাসভবনে সংরক্ষিত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি স্বাধীনতা বিরোধী কেসের তালিকায় আসামী হন ও জেলে অন্তরীণ থাকেন। এই সময় তাঁর বসতবাড়ী বেদখল হয়ে যায়। এই সময় আওয়ামী লীগ নামধারী কতিপয় দুস্কৃতিকারীরা আসবাবপত্রের সাথে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলো লুট করে নিয়ে যায়।

---

[৩৪] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পত্রিকা – ১৩০৮ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৮ – ৪৮।
[৩৫] প্রাগুক্ত – ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৪–১৫–৫১।
[৩৬] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পত্রিকা ৩য় সংখ্যা–৪১শ বর্ষ–১৩৪৯ বঙ্গাব্দ পৃ. ৯১।
[৩৭] প্রাগুক্ত ২য় সংখ্যা–১৩১০ পৃ. ১১৭–১২৫।
[৩৮] প্রাগুক্ত–পৃ. ১২৬–১২৮।
[৩৯] প্রাগুক্ত–তৃতীয় সংখ্যা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৬১–১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা একাডেমীর কর্ণধার প্রয়াত অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই অমূল্য সম্পদ 'সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্টে' দান করে যান। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দুই ছেলে সম্পত্তি ও ট্রাস্ট বিক্রয় করে ফেলে। একজন আমেরিকায় পাড়ি জমায়; অন্যজন ঢাকার উত্তরার ১১নং সেক্টরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। সেখানে হয়তো কিছু মালামাল রয়েছে কিন্তু দায়িত্বে রয়েছে তারই শ্যালক। আমি যোগাযোগ করলাম অথচ ঐ শ্যালক আমাকে কোন সময় দিতে পারেনি। এভাবেই সৈয়দ আলী আহসান ট্রাস্ট ও ট্রাস্টের মূল্যবান সম্পদ দায়িত্বহীনতার আড়ালে হারিয়ে গেল।

অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন আহমদ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি অনেক পাণ্ডুলিপি নিজ হাতে নকল করে দিয়েছেন। এমন গুণী মানুষের সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন হদিস নেই। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়েদের দায়িত্বজ্ঞান না থাকায় অমূল্য সম্পদগুলো নষ্ট ও হারিয়ে গেছে।

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারককুমার সেন কবিরাজ–চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বার্মা ও সন্নিকট অঞ্চল থেকে ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে নিজ বাসভবনে সংরক্ষিত করেন। শ্রীযুক্ত তারককুমারের মৃত্যুর পর উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে পাণ্ডুলিপিগুলো কালের অতলে হারিয়ে গেছে। নওগাঁ জেলার চাকরাইলে অবস্থিত রিজওয়ান লাইব্রেরীতে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। কিন্তু রিজওয়ান লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত ঢাকার বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের একখানা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। সুকুমার দত্তের স্থায়ী ঠিকানা না পাওয়ায়-তার সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন তালিকা প্রণয়ন করা গেল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বেই স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে তিনি ভারতে চলে যান। তাঁর বাংলাদেশ ত্যাগের সাথে সাথেই সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর প্রাপ্তির আশা আমাদেরকে ত্যাগ করতে হল।

নড়াইল নিবাসী শ্রীকুমার দত্ত নিজ অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো পরবর্তী সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করে যান। তাঁর দানকৃত পাণ্ডুলিপিগুলো এখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পদ।

চট্টগ্রামের কীর্তি সন্তান ড. মুহম্মদ এনামুল হক দেশ বিদেশে অবস্থানকালে অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে দান করেন। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে'র সম্পদ। চট্টগ্রামের চাতরী নিবাসী মিন্নত আলী সিকদার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

মিন্নত আলী সিকদারের মৃত্যুর তাঁর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। মিন্নত আলী সিকদারের নিকট থেকে আবদুল সাহিত্য বিশারদ 'আমীরজঙ্গে'র পাণ্ডুলিপিখানা গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার ডোমরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আমির আলি চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলা ও বার্মার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২০০ (দুই শত) পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে সংরক্ষণ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ পাণ্ডুলিপি নং ৮০৯৪–জঙ্গনামা তাঁর সংরক্ষণাগারে প্রত্যক্ষ করেছেন[৪০]।

চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালা অন্তর্গত ছনহরা গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ পাণ্ডুলিপি নং– ৮১০১ তাঁর গৃহে দেখেছেন[৪১]। তার মৃত্যুর পর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির কোন হদিস মেলেনি।

---

[৪০] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ– প্রথম খন্ড, অতিরিক্ত সংখ্যা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পৃ. ৩৬ – ৩৯।

[৪১] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ–বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পত্রিকা ১৩১০ বঙ্গাব্দ পৃ. ৯৪ –৯৫। প্রথম খণ্ড, অতিরিক্ত সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম জেলার কদম রসুল নিবাসী হামিদুল্লাহ চট্টগ্রাম ও বার্মার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৩০০ (তিন শত) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছিলেন। হামিদুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তিনি কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তিকে দান করে যাননি। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া নিবাসী আবু ইছাহাক চৌধুরীর নিকট প্রায় ২০০ (দুই) শত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। তিনি চট্টগ্রাম ও বার্মা থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করেন।

বাকুরা জেলার কালিকাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালী কৈলাস বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংরক্ষণাগারে পাণ্ডুলিপি নং ৮১৩৪ সংরক্ষিত আছে। তার সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির পরিমাণ ৪০০ (চারশত)।

বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কাটোরা থেকে পাণ্ডুলিপি নং- ৮১৮৫ সংগ্রহ করেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিখানা তিনি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে পাঠিয়ে দেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সহযোগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সেন ও তাঁর প্রিয় ছাত্র শ্রীমান শশীকুমার নন্দী ও নলিনীকান্ত সেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন। রজনীকান্ত সেন পাণ্ডুলিপি নং-৮১৯৬ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে পাঠিয়ে দেন। নলিনীকান্ত সেনের নিকট পাণ্ডুলিপি নং-৮১৯৭ সংরক্ষিত আছে।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশীকুমার চৌধুরীর বাড়ীতে কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ পাণ্ডুলিপি নং-৮২০৫ তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম জেলার মুনসেফ আদালতের উকিল ও অর্ঘ্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী নন্দী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন। পাণ্ডুলিপি নং-৮২২৬ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে দান করেছেন।

চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার পাণ্ডুলিপি নং-৮২৮২ (যামিনী বাহাল) সীতাকুণ্ডু থেকে সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে "যামিনী বাহাল" পাণ্ডুলিপিখানা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে পাঠিয়ে দেন। তিনি পাণ্ডুলিপিখানা সংরক্ষণ করেন।

যশোরের স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যশোর পাবলিক লাইব্রেরী। এটি আয়তনে ছিল ক্ষুদ্র ও চালাঘরে অবস্থিত। ভারতীয় উপমহাদেশে এটিই প্রথম লাইব্রেরী; দ্বিতীয় লাইব্রেরী মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসুর প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে আর.সি. রেকস যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং এর অবয়ব বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে যশোর পৌরসভার কাজ শুরু হয়- যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার পূর্ব স্থান থেকে বর্তমান স্থানে পাবলিক লাইব্রেরীর স্থানান্তর করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লোহাগড়ার জমিদার অবিনাশ চন্দ্র সরকার যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য ৭.৫০ (সাড়ে সাত একর) জায়গা দান করেন। তাঁর পিতার নামে লাইব্রেরীর জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করান-এ ভবনের নামকরণ করা হয় বিশ্বনাথ লাইব্রেরী হল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এই লাইব্রেরীতে যে কোন মুসলমানের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে মুসলমানদের প্রবেশের ফলে যেন লাইব্রেরী তার নিজস্ব গতি ফিরে পায়। এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে চলা শুরু করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীকে ১১ (এগার) হাজার টাকা বার্ষিক মঞ্জুরী দেওয়া হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন দ্বিতল ভবন নির্মাণ করিয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে ভাষা আন্দোলনের সময় পুলিশি নির্যাতনে এই লাইব্রেরীর গতি শ্লথ হয়ে আসে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর পুনরায় লাইব্রেরীটি চলার গতি পায়। খুলনা বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৭-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৮ (আট) লাখ ৯১ (একানব্বই) হাজার টাকা অনুদান। বাংলাদেশ সরকারের গণপাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১৯৭৭-৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১ (এক) লাখ ৮৭ (সাতাশি) হাজার টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ফটোকপির মেশিন ক্রয়ের জন্য ১ (এক) লাখ টাকা প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

যশোর পাবলিক লাইব্রেরীকে ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা প্রদান করেন। এভাবে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অফিস ও রাষ্ট্র কর্তৃক দানের প্রাপ্ত অর্থে যশোর পাবলিক লাইব্রেরী বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীরূপে মাথা উচু করে আছে। যশোর পাবলিক লাইব্রেরীকে আধুনিকীকরণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন অধ্যাপক শরীফ ও তাঁর কর্মী বাহিনী।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে উদ্যামী তরুণ মশিউল আযম যশোর, নড়াইল ও ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২০০ (দুশো) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই দুশো পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৬৮ খানা বাংলা পাণ্ডুলিপি, বাকীগুলো সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। এই লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির এক উল্লেখযোগ্য অংশ দান করেন লোহাগড়ার রামনারায়ণ সরকার পাবলিক লাইব্রেরী।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার রুদুরানিবাসী শ্রীমান অখিলচন্দ্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ পাণ্ডুলিপি নং-৮৩২২ শ্রীমান অখিলচন্দ্রের কাছে প্রত্যক্ষ করেছেন; কিন্তু পাণ্ডুলিপিখানা খণ্ডিত।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বিশ্বাস 'গোরক্ষ বিজয়ে'র একখানি পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরার চৌদ্দগ্রাম থানা থেকে সংগ্রহ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ 'গোরক্ষ বিজয়ে'র পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বিশ্বাসের কাজ থেকে সংগ্রহ করেন। এছাড়াও শ্রীযুক্ত বেণী মাধব দাসগুপ্ত ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু কানুনগো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন। কলকাতার বিশ্বকোষ কার্যালয় থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮ খ্রি.) পুথি সংগ্রহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ১০০০ (এক হাজার) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন[৪২]।

শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ ভারতের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। বৃটিশ শাসনামলে ফরাসীস ডাক্তার P. Cordier তাঁর কর্মের ফাঁকে ফাঁকে অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো তিনি দেশে নিয়ে যান। প্রফেসর ব্যান্ডেল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং ব্যান্ডেল সাহেব তা দেশে নিয়ে যান। নেপালের বিষ্ণুপ্রসাদ তাল পাতায় লেখা প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল প্রায় ৩৫০ (তিন শত পঞ্চাশ) পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এঁদের অনেকেই সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করে যান। শ্রীরাজচন্দ্র দত্ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো কোথায় কার কাছে রেখেছেন, তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

আবদুল আউয়াল চট্টগ্রাম থেকে 'মৃগাবতী' কাব্যের ১ (এক)টি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত; প্রথম দিকে দুটি পাতা নেই। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীরাজীব লোচন দাস, মোহন সিংহ, শ্রীপূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁদের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়[৪৩]।

ভারতের শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। চট্টগ্রাম নিবাসী কবি রামজীবনকৃত 'সূর্যের পাঁচালী' নামক কয়েক খণ্ড প্রতিলিপি ও একখানি 'মনসামঙ্গলে'র পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। তাঁর উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ অফিসে সংরক্ষিত আছে। শ্রীবিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদ ময়নাপুর থেকে 'রামাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি' নামে একখানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। শ্রীহরগোপালদাস কুণ্ডু একজন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭১ (একাত্তর) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করে যান।

---

[৪২] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত-পদ্মাবতী-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. সাত।

[৪৩] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পত্রিকা প্রথম সংখ্যা-কলকাতা ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।
প্রাগুক্ত অস্টাদশ ভাগ ১ম সংখ্যা-কলকাতা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
প্রাগুক্ত ১ম সংখ্যা-কলকাতা ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে সংগৃহীত হয়েছে ১৮ (আঠারো) খানা পাণ্ডুলিপি। মণীন্দ্রনাথ সমাজদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী হিসাবে পাণ্ডুলিপি শাখায় কর্মরত ছিলেন। তিনি সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম-সাহিত্য-সংসদের সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রণয়নে ১৮টির স্থলে ১৬টি লিখেছেন। বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করে। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ২০২ (দুই শত দুই); সবই সংস্কৃত পুথি।

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে– 'শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাবলী' নামে ১ (এক) খানা পাণ্ডুলিপি দান করেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৭ (সতের) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং তা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেন। বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৭ (সাতাশ) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৫ (পনেরো) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন স্থান থেকে ৪ (চার) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে তা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেন। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন স্থান থেকে ১০ (দশ) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং তা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেন। শ্রী মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ১ (এক) খানা, শ্রীযুক্ত শতদলবাসিনী বিশ্বাস ১ (এক) খানা, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১ (এক) খানা, শ্রীযুক্ত শচীপতি বন্দোপাধ্যায় ১ (এক) খানা, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন ৮ (আট) খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেন[৪৪] মোট ৯৬ (ছিয়ানব্বই) খানা সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলার গৈড়লা নিবাসী শ্রীযুক্ত দিগম্বর সেন পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি বার্মা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি পাণ্ডুলিপি নং–৮৩৬৮ 'সতীময়না লোরচন্দ্রাণী' আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে দান করেছিলেন। তবে তিনি মোট কতটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন তার কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রামের বৈরাগ মাদ্রাসার মৌলভী একাজোল্লা একজন পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক ছিলেন। পাণ্ডুলিপি নং–৮৪০১ 'সৃষ্টি পত্তন' মৌলভী একাজোল্লার কাছে সংরক্ষিত ছিল। চট্টগ্রামের আরো একজন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন শশাকুমার নন্দী। তিনি পাণ্ডুলিপি নং–৮৪০৭ 'স্বপ্নাধ্যায়' চট্টগ্রামের সাধনপুর থেকে সংগ্রহ করেন এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে দান করেন। শশাকুমার নন্দী ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের ছাত্র[৪৫]।

ভূতপূর্ব আলো পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় বাবু নলিনীকান্ত সেন মীরসরাই নিবাসী শ্রীমান দলিলুর রহমানের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন পাণ্ডুলিপি নং–৮৪১৫। এই পাণ্ডুলিপিখানা তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে দান করেছিলেন আলোচনার জন্য।

খুলনা জেলার বলধার গ্রামের অধিবাসী শ্রীঙ্গারাম দত্ত একজন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। শ্রীঙ্গারাম দত্ত খুলনা ও অন্যান্য জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সে সব মূল্যবান পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিসমূহ শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসীর কাছে বিক্রয় করেন[৪৬]। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে নগেন্দ্রবালা দাসী আত্মহত্যা করেন। তার আত্মহত্যার পরে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর কোন হদিস পাওয়া গেল না।

---

[৪৪] ড. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত–বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, কার্য বিবরণী–কলকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ পৃ. ১–১৩।
প্রাগুক্ত–১৩২০ বঙ্গাব্দ পৃ. ৮–৯।
[৪৫] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, অতিরিক্ত সংখ্যা–কলকাতা ১৩০৯ বঙ্গাব্দ পৃ. ১১৭।
[৪৬] ড. শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কৃত্তিবাস বিরচিত–রামায়ণ (আদি কাণ্ড)–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৯০– 'হারাধন দত্ত ঐ সকল পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ত্ব শ্রীমতি নগেন্দ্রবালা দাসীকে বিক্রয় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা শহর থেকে বারো মাইল পশ্চিমে বড়কামতা গ্রামের নিবাসী শ্রীগকুলচন্দ্র শীল পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। সংগ্রহ ছাড়াও তিনি অনেক পাণ্ডুলিপি ক্রয় করেছিলেন[৪৭]। বিক্রমপুর সোনারঙ্গ নিবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি অদ্ভুতাচার্য্যের 'রামায়ণের' পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পাণ্ডুলিপির আকার ছিল ১৬.৫০ × ৫ ইঞ্চি। শ্রীযুক্ত মুরারী মোহন চৌধুরী পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা নামক জায়গা থেকে 'রামায়ণে'র একখানি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের প্রদর্শনশালায় বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে[৪৮]। ভারতের বৃন্দাবনের ব্রজমণ্ডপে কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি রয়েছে। পাণ্ডুলিপিগুলোর অধিকাংশ 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে'র। পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এখানেই করা হয়েছে[৪৯]।

চট্টগ্রাম জেলার নিবাসী ডাক্তার কানাইলাল সেনের নিকট মুক্তারাম সেনের একখানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে[৫০]।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী মিহির কালিন্যা পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি 'রাধাকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব পদাবলী'র বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন[৫১]।

শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি বাইশ কবির প্রণীত 'মনসা মঙ্গলের' পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন[৫২]। শ্রীমান বিজিতকুমার দত্ত পাণ্ডুলিপির একজন দক্ষ সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি কবি দ্বিজ রামদেব বিরচিত 'অভয়ামঙ্গলে'র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পাণ্ডুলিপিটির লিপিকাল ১১৮৫ সাল বা বঙ্গাব্দ[৫৩]। শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি একটি 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের'[৫৪] গ্রন্থাবলীর একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি অনেক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেন।

পশ্চিম বঙ্গের নিবাসী শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কভূষণ ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। এঁদের উভয়ের কাছে কিছু সংক্ষক 'বিবিধবৈষ্ণব বিষয়ক'[৫৫] পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিবাসী কয়াল পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁর কাছে 'সত্যনারায়ণের দুইখানি পাণ্ডুলিপি এবং মানিক পীরের' একখানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল[৫৬]।

বাংলা পাণ্ডুলিপির এক বিরাট সংগ্রহশালা উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভুবনেশ্বরের প্রদর্শনশালায় সংরক্ষিত আছে। এখানে বিভিন্ন ভাষার পাঁচ (৫) সহস্রাধিক পাণ্ডুলিপি[৫৭] সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে বাংলার প্রায় ১৫০০ (পনের শত) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে Additional - 1389 মৎপ্রণীত 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী' লিপিকাল ১৩৫৪ সাল। সিদ্ধা কবি কানুপা বিরচিত 'শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকাযোগ' লিপিসাল ১২০০ খ্রিস্টাব্দ; কানুপা বিরচিত 'যোগরত্নমালা' লিপিকাল ১২০০ খ্রিস্টাব্দ এবং কবিকঙ্কণ রচিত একটি 'পাণ্ডুলিপি' লিপিকাল ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ[৫৮]।

---

[৪৭] প্রাগুক্ত–পৃ. ২৯০–'শ্রী উমাকান্ত চৌধুরী বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুল সিল।মুর্ষ ৫ পাঁচ টাকা মাত্র। সাং বড়কামতা গ্রামস্ত।'

[৪৮] ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত দ্বারিকা দাস বিরচিত–মনসামঙ্গল– কলকাতা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ভূমিকা পুথি পরিচয়–"উড়িষ্যা রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভুবনেশ্বরের প্রদর্শন শালায়-সংগ্রহের মধ্যে কিছু বাংলা পুথিও আছে যদিও তার সংখ্যা খুব বেশী নয়।"

[৪৯] সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত–শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত–কলকাতা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. সম্পাদকীয় মন্তব্য–'বৃন্দাবনে রচিত এই গ্রন্থের অসংখ্য পুথি ব্রজমণ্ডপে কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লেখা বহু পুথিও পাওয়া গেছে।

[৫০] সারদা মঙ্গল ভূমিকা–পৃ. ৯০।

[৫১] ড. সুকুমার সেন–বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)–কলকাতা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৭৮।

[৫২] প্রাগুক্ত–পৃ. ২৪৭।

[৫৩] প্রাগুক্ত–পৃ. ২৭৭।

[৫৪] প্রাগুক্ত–পৃ. ২৭৯।

[৫৫] প্রাগুক্ত–পৃ. ১৬৯–১৭০।

[৫৬] প্রাগুক্ত–পৃ. ৪১২–৪১৩।

[৫৭] ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত দ্বারিকা দাস বিরচিত–মনসা মঙ্গল–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ভূমিকা।

[৫৮] সৈয়দ আলী আহসান–চর্যাগীতি প্রসঙ্গ–ঢাকা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

লন্ডনস্থিত ব্লুমহার্ডের ইন্ডিয়ানা অফিস লাইব্রেরীতে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত করে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। জাপানের টোকিও জাতীয় যাদুঘরে কয়েকটি বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিগুলো বৌদ্ধধর্মবিষয়ক 'চর্যাগীতি'র একটি অনুলিপি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে।

নেপালের রাজদরবারের জাতীয় অভিলেখায় চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপি (তালপাতায় লেখা) সংরক্ষিত আছে। এখানে শুধু চর্যাপদেরই নয়; আরো অনেক মূল্যবান বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। যা এখনো প্রকাশ পায়নি। কেবল গবেষকগণই এ বিষয়ের দ্বার উন্মোচন করতে পারবেন বলে আশা রাখি। এ ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। সরকারের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এসব দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মেদনীপুর জেলার অর্ন্তগত ঘাঁটাল মহকুমার বেঙ্গরাল গ্রামনিবাসী কবির বংশধর শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যকে কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ১ (এক) পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছিলেন[৫৯]।

বর্ধমান জেলার চকদীঘি গ্রামের রাঢ় মিউজিয়ামে বেশ কিছু সংখ্যক বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। তন্মধ্যে কবি মুকুন্দ মিশ্র বিরচিত 'বাসুলীমঙ্গলে'র একটি পাণ্ডুলিপি আছে।

কলকাতার রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপি ছাড়াও প্রাচীন প্রকাশিত গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন[৬০]। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনার ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রচুর সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন, ৬১ খানা। বর্তমানে সেগুলির কোন হদিস পাওয়া গেল না। পাবনা জেলার প্রয়াত অধ্যাপক মনসুরুদ্দিন পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি মূলত লোক সাহিত্যের সংগ্রাহক ছিলেন। লোক সাহিত্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর হেফাজতে বাসায় সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে মেয়েরা তা সংরক্ষণ করতে পারেনি। তিনি জীবদ্দশায় কিছুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। তাঁরই হাতের লেখা আজ স্মৃতি হয়ে প্রমাণ বহন করছে।

তাঞ্জুরে সংরক্ষিত পুথি সংগ্রহের মধ্যে 'সরহে'র একুশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ষোলটি গ্রন্থ অপভ্রংশ থেকে ভেট ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে[৬২]। 'শবর পা'র বিরচিত ষোলটি গ্রন্থ তাঞ্জুরে সংরক্ষিত আছে (পৃ. ১৩)। 'দারিক পা'র বিরচিত দশটি গ্রন্থ তাঞ্জুরে সংরক্ষিত আছে (পৃ. ১৩)। 'কম্বলাম্বর পা'র বিরচিত ১১ টি গ্রন্থ তাঞ্জুরে সংরক্ষিত আছে (পৃ. ১৩)। গ্রন্থগুলোর মধ্যে তিনটি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। 'কুক্কুরী পা'র বিরচিত ষোলটি গ্রন্থ তাঞ্জুরের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে (পৃ. ১৭)। 'মীন পা'র রচিত কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় (তাঞ্জুরে) গ্রন্থগুলোর বাহ্যন্তর বোধিচিত্ত বঙ্গোপদেম নামে (পৃ. ১৭)।

'জালন্ধর পা'র সাতটি গ্রন্থ তাঞ্জুরের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বসন্ত তিলক', 'বজ্রগীতি', 'দোহাকোষ (পৃ.১৮)'। মহীধর পা বিরচিত 'বায়ুতত্ত্ব', দোহাগীতিকা' তাঞ্জুরের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে (পৃ. ১৮)। বিরুপা বিরচিত ১৩টি গ্রন্থ তাঞ্জুরের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে (পৃ. ২০)[৬৩]।

---

[৫৯] শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য-বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৫৭৩- 'মেদেনীপুর জেলার অর্ন্তগত ঘাটাইল মহকুমার বেঙ্গরাল গ্রামনিবাসী কবির বংশধর শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী --সৌজন্যে পুথিখানি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। পুঁথিখানির বিষয়ে পূর্বে আমি নিজেও কিছু অবগত ছিলাম না।'

[৬০] নির্মেলেন্দু খাসনবীস সম্পাদিত শ্রীস্বরূপ দামোদর বিরচিত-কচড়া-কলকাতা ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

[৬১] মুহম্মদ আবু তালিব-মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটি সমীক্ষা-এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩৬৩।

[৬২] সৈয়দ আলী আহসান-চর্যাগীতি প্রসঙ্গ-বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৩।

[৬৩] প্রাগুক্ত পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। চট্টগ্রাম নিবাসী কবি জীবন কৃত 'সূর্যের পাঁচালী' নামক কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ও একখানি 'মনসামঙ্গল' কাব্যের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। তাঁর উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা অফিসে সংরক্ষিত আছে। শ্রী বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ময়নাপুর থেকে 'রামাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রা সিদ্ধি' নামে একখানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপিখানা তার কাছে সংরক্ষিত আছে। শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু একজন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭১ খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী নবদ্বীপ ব্রজবাসী এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্র পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংখ্যক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন[৬৪]। পরবর্তী সময় তাঁরা পাণ্ডুলিপিগুলো কোথায় রেখেছেন বা দান করে গেছেন– তার কোন হদিস পাওয়া যায় নি। ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, আরবী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষপাতমূলক বিধি নিষেধের কারণে পাণ্ডুলিপির পরিমাণ ও তালিকা করা সম্ভব হল না।

বার্মার জাতীয় যাদুঘরে ও বার্মার বিভিন্ন স্থানে বাংলা ভাষায় লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। আসাম ও মেঘালয় ও ত্রিপুরার বিভিন্ন লাইব্রেরীতে এবং ব্যক্তিদের নিকট বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

পাকিস্তানের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লাহোর যাদুঘরে বাংলা বিষয়ক বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে[৬৫]।

নেপালের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে,মন্দিরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রাচীন যুগের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। বিশেষ করে (1) Royal Archives for Manuscripts Kathmundu (2) Asha Archive - Private Collection Mostly in Newari, Kathmundu (3) Libarary of Newwari university, Kathmundu.

ভুটানের বিভিন্ন স্থানের লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্দিরে বাংলার প্রাচীন যুগের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। যথা – National Libarary thimphu.It Contains cloo tibetan, Bhutanese and other books both manuscripts and xylographs and a Collection of 3000 printing boards[66].

হাসনা মওদুদ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন– Athough a systematic and Continuous search has never been Conducted it is belived that bengali Manuscripts may be found in different libraries temples and private Collection in many Countries in Cluding Bangladesh, India, Nepal, Bhutan and china(page-17).

কুমিল্লা নিবাসী শ্রীশরবিন্দু কর একজন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয় থেকে অনেক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির তালিকা পাওয়া যায় নি।

শ্রীহট্টের (পঞ্চখণ্ড) নিবাসী শ্রীঅনি পণ্ডিত পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি এবং দান করা বই নিয়ে 'অনিপণ্ডিত লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি ও বই

---

[৬৪] শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত–শ্রী পদামৃত মাধুরী–কলকাতা ভূমিকা পৃ. ০ –'উভয়ের নিকট হইতে ইনি বহু হস্তলিখিত পুথি প্রাপ্ত হয়ে।'

[৬৫] Cataloge of bengali Assamese and Oria Manuscripts 1905 Page 3(025349 foll 58).

[৬৬] Hasna jashimuddion Modud-A thousand year old bengali Mystic poetry 1992 dhaka-other literature of the same period. page no 17.

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে লাইব্রেরীর সমৃদ্ধি আনয়ন করেন। অনি পণ্ডিত লাইব্রেরীতে কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম-সাহিত্য-সংসদে সংগৃহীত হয়েছে ১৮টি পাণ্ডুলিপি। এই ১৮টি পাণ্ডুলিপিগুলো সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বাংলাভাষায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি নেই। মণীন্দ্রনাথ সমাজদার ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী থাকাকালীন যখন সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম-সাহিত্য-সংসদে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তখন ভুলক্রমে ১৮টির স্থলে ১৬টি লিখেছেন। মূলত ঐ লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ১৮টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুখাখখারুল ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে ৮০ খানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত করেন। তা মূলত সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তিনি তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় দান করে যান। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা-২০২। ২০২ খানা সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি সবই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। সিলেটের সচ্চিন্দানন্দ সংগ্রহশালায় বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

নয়াখলা, দেবীদ্বার, কুমিল্লার অধিবাসী কৈলাসচন্দ্র সূত্রধর পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির একজন সংগ্রহক ছিলেন; তিনি কুমিল্লার বিভিন্ন স্থান থেকে 'জ্ঞান-চৌতিশা'র প্রতিলিপি সংরক্ষণ করেন। প্রতিলিপিগুলো লিপিকাল ছিল ১২১০ মঘী সন। তিনি প্রতিলিপিগুলো বাংলা একাডেমীতে দান করেন।

মাগুরা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক আবদুল গফুর পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি 'ভক্তিযোগ'-গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং বাংলা একাডেমীতে দান করেন।

কুমিল্লার আবদুল্লাহ খান পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি কুমিল্লা থেকে 'স্মৃতিকল্পদ্রুম'-এর একটি প্রতিলিপি সংরক্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমীতে প্রতিলিপিটি দান করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে স্থাপিত রতন লাইব্রেরীতে মধ্যযুগের ২০০০ (দুই হাজার) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ভারতের আসাম প্রদেশের শিলচর নর্মাল স্কুল লাইব্রেরীতে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার সরকারী সংগ্রহশালায় বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে। ত্রিপুরার সরকার ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করান। পাণ্ডুলিপিগুলো বেশ মূল্যবান।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীশ্রী সংগ্রহশালায় বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করেন। ভারতের আরেকটি সংগ্রহশালার নাম মোক্ষদা সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালায় ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো বেশ মূল্যবান।

পর্তুগীজরা ভারতবর্ষ থেকে বেশ কিছু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি তাঁদের দেশে নিয়ে যায়। তাঁরা সেগুলো লিসবন জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত করে রেখেছেন[৮৭]। লিসবন থেকে কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে এক চিঠি প্রদান করে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বাংলা একাডেমীকে প্রদান করেন। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক মনসুর মুসা প্রেরিত পুথির জেরক্সকৃত নমুনাপাতাগুলো লিপিবিশারদ ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়াকে দিয়ে পরীক্ষা করান। ড. শাহজাহান এসব পুথির গুরুত্ব সর্ম্পকে লিখিত রিপোর্ট দেন। অধ্যাপক মনসুর মুসা প্রাচীন লিপিবিদ্যাবিশারদ নন। তবু তিনি ড. শাহজাহান মিয়ার বদলে নিজেই পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে যাওয়ার জন্য গোপনে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু তিনি প্রাচীন লিপিবিদ্যাবিশারদ না হওয়ার কারণে অধ্যাপক মনসুর মুসার পক্ষে আর লিসবন যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। ফলে লিসবন থেকে বাংলা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের প্রক্রিয়া মনসুর মুসার হাতেই থেকে যায়।

[৮৭] ড. যুথিকা বসু ভৌমিক–বাংলা পুথির পুষ্পিকা কলকাতা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পৃ. পুষ্পিকা সংগ্রহ সূচী।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক বাংলা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির একমাত্র নিদর্শন চর্যাগীতির ফটোকপি সংরক্ষিত আছে[৬৮]। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাসনা মওদুদ- 'A thousand year old Bengali Myestic poetry. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। আমেরিকার University of Pennsylvania - depertment of south Asia Studies এ সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে। - Ayesha a Irani - New come fellow woodrow wilson Foundation. এর অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা করছেন।

রংপুরের কালিকান্ত বিশ্বাসের সংগ্রহে ৯ (নয়) খানি মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে। শরীয়তপুর জেলার সুরেশ্বর দরবার শরীফে ৭ (সাত) খানি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। সাতখানি সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে "নুরে হক্ক গঞ্জেনুর" নামে একটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ হুলাইন গ্রামের নিবাসী জনাব মোঃ ইসহাক চৌধুরী পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রহক। তাঁর ২২০ (দুইশত বিশ) খানার মত মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেকশন অফিসার' পদে চাকুরী করছেন। তার পিতা আবদুস ছাত্তার চৌধুরী ও পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁর সংগৃহীত অনেক পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে দান করেছেন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে ইসহাক চৌধুরী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে বাড়ীর ঘরটাকে ছোটখাট একটা মিউজিয়মে পরিণত করেছেন। সময়ের অভাবে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর তালিকা প্রদান করতে পারলাম না।

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির উপজেলার বক্তপুর গ্রামের মোহাম্মদ তকীর ঘাটের দক্ষিণে জনৈক আবদুল ওহাবের কাছে একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি (নামহীন) এবং দুই খণ্ডে বিরচিত, আমীর হাসনাত, এক বিশাল প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে।

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার ইয়াছিন নগর গ্রামের অধিবাসী জনৈক অধ্যাপকের পিতার কাছে নবী বংশের ১ (এক) টি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপকগণ বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৫০ খানা পুথি সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো রাজশাহীর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপিশালায় সংরক্ষিত আছে। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও অত্র মিউজিয়মের মহাপরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি দান করেন। অত্র মিউজিয়মে প্রায় ১২৫০ খানি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির মালিকগণের তালিকা-

ভূমিকা : পাণ্ডুলিপিকে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ বলা হয়। কারণ এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে যে কোন জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বীজ। তাই পাণ্ডুলিপিকে কালের দর্পণ বলা হয়। পাণ্ডুলিপিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে।যথা-

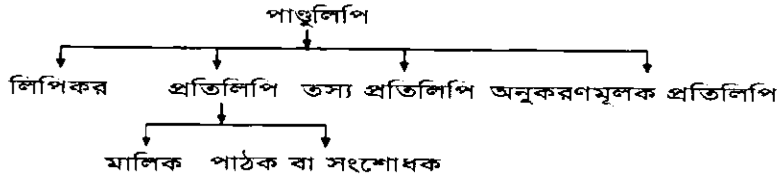

---

* Hasna moudud A Thousand year of old bengali Mystic poetry- page dadication.

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালিক শ্রেণী। এই মালিক শ্রেণী বিভিন্ন কবির লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন। লিপিকর দিয়ে লেখাতেন এবং এ দিয়ে সাহিত্যের পিপাসা নিবারণ হত। মালিক শ্রেণী 'লিপিকর' শ্রেণীকে লেখার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মাসিক ও বাৎসরিক মাসহারা দিতেন। তাঁরা পাণ্ডুলিপি বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যে-দায়িত্ব পালন করে বর্তমান প্রকাশকরা। মালিকের পরিচয় গ্রন্থশেষে লিপিকর পুষ্পিকায় লিখে দিতেন। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি ইতিহাসের ধারায় মালিক শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই মালিক শ্রেণীর জন্যেই পাণ্ডুলিপি প্রতিলিপির মাধ্যমে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মালিকদের পূর্বেই লিপিকরের উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তী সময়ে লিপিকরেরা মালিকদের অধীনে অর্থ বা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে লিখনকার্য অব্যাহত রেখেছে।

মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপির মালিকদের তালিকা –

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির নাম	কবি	অনুলিখন সাল	মন্তব্য
১	সৃষ্টিচরণ দাস	নূর আন্দাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
২	ঐ	নতুন দক্ষযজ্ঞ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৩	শ্রীযুত জবরদস্ত খাঁ	পদ্মাবতী	আলাওল	১১০৯ মঘী সন	নাই
৪	শ্রীষষ্ঠীচরণ চক্রবর্তী	প্রসাদসঙ্গীত	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ	অজ্ঞাত	নাই
৫	শ্রীফকির চান্দ	বাইশ কবির মনসামঙ্গল	অজ্ঞাত	১২১৩ মঘী সন	নাই
৬	শ্রীরামতনু	ভারত সাবিত্রী	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৭	আন্তরফ খাঁ	ভারত সাবিত্রী	সঞ্জয়	১২১৭ মঘী সন	নাই
৮	শ্রীলুধি ঠাকুর	মল্লিকার হাজার ছওয়াল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৯	পুরুষোত্তম দাস	মোহমুদগার	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	নাই
১০	নলিনীকান্ত সেন	যামিনী বাহাল	করিমুল্লা	অজ্ঞাত	নাই
১১	শ্রীনাদের আলী	রাগমালা	অজ্ঞাত	১১৭৪ মঘী সাল	নাই
১২	শ্রীরামশরণ সেন	রাধিকার বারোমাস	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
১৩	শ্রীমহাম্মদ আছিয়ার রহমান	রাহাতুল কুলুপ	ছৈদ নুরুদ্দিন	১১৮১ মঘী সাল	নাই
১৪	শ্রীবেছারি মোহন দাস	রুক্মিণীহরণ	অজ্ঞাত	১২০১ মঘী সাল	নাই
১৫	শ্রীদরবেশ আলি	লালমনের কেচ্ছা	কবি আরিফ	১১১৯ মঘী সন	নাই
১৬	শ্যামল কয়াল, গোবিন্দ চন্দ্র	শিশুবোধক	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	নাই
১৭	শ্রীমাহমুদ	সিরাজকুলুব	আলি রাজা	১২১৫ মঘী সাল	নাই
১৮	বৈদ্যজগন্নাথ	নৈষদ পুস্তক	রাম নারায়ণ ঘোষ	অজ্ঞাত	নাই
১৯	শ্রীজমির মোল্লা	আলিবন্দ	নজিব ও মোশারফ	১২৪৭ মঘী সন	নাই
২০	হাসেম আলী	আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত	মোহাম্মদ ফসীহ	১২২২ মঘী সন	নাই
২১	শ্রীওআইজ আলী পীচরে চান গাজী	লালমনের কেচ্ছা	আরিফ	১২৩২ মঘী সন	নাই
২২	শ্রীআবদুল বারী	ইমাম চুরি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
২৩	শ্রীমোসারপ য়ালি নৈস্য	অছিয়ত নামা	সোলেমান	১২১৩ মঘী সন	নাই
২৪	শ্রীমাগন চৌধুরী	ওফাত-ই-রসুল	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	নাই
২৫	শ্রীজুগীচান্দ	ওফাত-ই-রসুল	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
২৬	ফিদিবি আরহামল্লা উরূপে বাকর আলী	কিফায়েতুল মুসল্লিন	শেখ মুতালিব	১১৯১ মঘী সন	নাই
২৭	বুদ্ধ মিয়াজি	কিফায়েতুল মুসল্লিন	ঐ	১১৮০ মঘী সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির নাম	কবি	অনুলিখন সাল	মন্তব্য
২৮	শ্রীআজগর আলী	কিফায়েতুল মুসল্লিন	শেখ মুতালিব	১২২৪ মঘী সন	নাই
২৯	শ্রীহামিদল্লা	কাশেমের লড়াই	মোহাম্মদ খান	১২০৫ মঘী সন	নাই
৩০	মোহাম্মদ ওয়ালী	গুলে বকাউলি	মোহাম্মদ মুকিম	১২১৮ মঘী সন	নাই
৩১	শ্রীভেচিরাম দাস ও শ্রী পরাণ ভঙ্গরাত্র	গোরক্ষ বিজয়	শেখ ফয়জুল্লাহ	১১৮৪ মঘী সন	নাই
৩২	শ্রীহামিদুল্লা	গোরক্ষ বিজয়	ফয়জুল্লাহ	অজ্ঞাত	নাই
৩৩	শ্রীলস্কর গাজী ওরফে য়ালাম গাজী	ছায়াৎনামা	মুজাম্মিল	১২৬২ মঘী সন	নাই
৩৪	শ্রীইচমতোল্লা পীছরে খোন্দকার ননু মিআজি	মুক্তুর হোসেন জারীর ঘোসা	অজ্ঞাত	১২১৬ মঘী সন	নাই
৩৫	শ্রীহাছন আলী	জ্ঞান সাগর	আলীর যদা ওরফে কানু ফকীর	১২১৭ মঘী সন	নাই
৩৬	শ্রীহেনয়খর শ্রী ফাজীল মহম্মদ	জ্ঞান প্রদীপ	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	নাই
৩৭	শ্রীরুস্তম বহরদার	জ্ঞান চৌতিশা	১৬৪৬ শকাব্দ	অজ্ঞাত	নাই
৩৮	শ্রীআমজত আলি	তমিমগোলাল চতুন্নছিলাল	মোহাম্মদ আলি রাজা	১২০৯ মঘী সন	নাই
৩৯	মহ কারকুন	তালনামা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৪০	ছত্র নারায়ণ আইচদাস	তালনামা	ঐ	১১৯০ মঘী সন	নাই
৪১	শ্রীভোলাগাজী দরজী	তোহফা	আলাউল	১১৭২ মঘী সন	নাই
৪২	শ্রীহিণ্য রমজান আলী	দর্জ্জালনামা	মোহাম্মদ খান	১২১৫ মঘী সন	নাই
৪৩	শ্রীমাহাং সাম	দর্জ্জালনামা	মোহাম্মদ খান	১২০৩ মঘী সন	নাই
৪৪	শ্রীইছপ আলি	দর্জ্জালনামা	মোহাম্মদ খান	১২১২ মঘী সন	নাই
৪৫	শ্রীআরিস খাঁ	দরবেশী পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৪৬	শ্রীদেবান আলী	নুরনামা	আবদুল করিম	১২০৩ মঘী সন	নাই
৪৭	শ্রীমহম্মদ হাসিম	নুরফারামিলনামা	আবদুল করিম	১২২১ মঘী সন	নাই
৪৮	নছিরল্লা	নিকাহ মঙ্গল	অজ্ঞাত	১২২৩ মঘী সন	নাই
৪৯	আবদুল হাকিম	নামহীন পুথি	আবদুল হাকিম	১২৩২ মঘী সন	নাই
৫০	শ্রীজাফর আলি	পদ্মাবতী	আলাউল	অজ্ঞাত	নাই
৫১	শ্রীমুনসি হাএদর য়ালি	পদ্মাবতী	আলাউল	অজ্ঞাত	নাই
৫২	শ্রীডোমর মহরি	পদ্মাবতী	আলাউল	১১৫৬ মঘী সন	নাই
৫৩	শ্রীফাজীল সাং	ফক্কর নামা	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	অজ্ঞাত	নাই
৫৪	শ্রীফাজীল মোহাম্মদ	মুসানামা	মোহাম্মদ আকীল	১১৩৮ মঘী সন	নাই
৫৫	শ্রীসেক মহম্মদ আবজল	মক্তুল হোসেন	মোহাম্মদ খান	১১৪১ মঘী সন	নাই
৫৬	গোলাম হোছন তালুকদার	মোহাম্মদ হানিফের লড়াই	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	নাই
৫৭	শ্রীজান মহম্মদ	মল্লিকার হাজার সওয়াল	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	১২৩২ মঘী সন	নাই
৫৮	শ্রীমিআ নেছারুল্লা	মিছিরী জামাল	মোহাম্মদ আলি রাজা	১২০৯ মঘী সন	নাই
৫৯	শেখ মাগন মাঝি	যোগকলন্দর	সৈয়দ মর্ত্তুজা	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির নাম	কবি	অনুলিখন সাল	মন্তব্য
৬০	মোহাম্মদ অলি	যোগকলন্দর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১	আজগর আলী	যোগকলন্দর	ঐ	১১৮৫ মঘী সন	নাই
৬২	শ্রীআলি মদ্দিন	যোগকলন্দর	ঐ	১২৩৭ মঘী সন	নাই
৬৩	তিতাগাজী	রসুল বিজয়	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	নাই
৬৪	শ্রীহাচনআলি মাজি	লালমতি সয়ফুল মুলুক	আবদুল হাকিম	১২৬৭ মঘী সন	নাই
৬৫	দৌউলত সাহি	শাহ্‌দৌলা পীর বা তালনামা	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	নাই
৬৬	শেখ কামদর আলী	শহীদে কারবালা	জাফর	অজ্ঞাত	নাই
৬৭	শ্রীরামধন	সতী ময়না-লোর চন্দ্রানী	কাজী দৌলত	১১৯৮ মঘী সন	নাই
৬৮	সাহাং দানিস	সতী ময়না-লোর চন্দ্রানী	কাজী দৌলত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯	তোনা আলি	সবে মেরাজ	সৈয়দ সুলতান	১১২২ মঘী সন	নাই
৭০	শ্রীছফর আলী	সবে মেরাজ	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	নাই
৭১	শ্রীনুর বকশ	সপ্ত পয়কর	আলাউল	অজ্ঞাত	নাই
৭২	শ্রীগোলাম কাদের চৌধুরী	সয়ফুলমূলুক	বদিউজ্জামাল	আলাউল	নাই
৭৩	শ্রীফাজীল মহম্মদ	সোপন্দার নামা	আলাউল	অজ্ঞাত	নাই
৭৪	নচিরওল্লা মজকুর	সিরাজ ছবিল	সৈয়দ নাসির	১২২২ মঘী সন	নাই
৭৫	সৈদ বারি	সুলতান জমজমা	অজ্ঞাত	১২০৭ মঘী সন	নাই
৭৬	সৈদ বারি	ঐ	মোহাম্মদ কাসিম	১২০৭ মঘী সন	নাই
৭৭	শ্রীসামাদ আলী নস্য	সতীময়না-লোরচন্দ্রানী	কাজী দৌলত	অজ্ঞাত	নাই
৭৮	শ্রীমোসারপ য়ালি নৈস্য	অছিয়তনামা	সোলেমান	১২১৩ মঘী সন	নাই
৭৯	শ্রীজমির মোল্লা	আলিবন্দ	নজিব মোসাররফ	১২৪৭ মঘী সন	নাই
৮০	সোহরার খাঁ	আরবি ত্রিশ হরফে মোনাজাত	মোহাম্মদ ফসীহ	১২২২ মঘী সন	নাই
৮১	বুদ্ধ মিয়াজি	কিফয়তুল মুসল্লিন	শেখ মুতালিব	১১৮০ মঘী সন	নাই
৮২	কাছিম আলি	জঙ্গনামা	মোহাম্মদ এয়াকুব	১৭৮০ মঘী সন	নাই
৮৩	শ্রী খলিলুর রহমান	জহরনামা	মোহাম্মদ সুলতান	অজ্ঞাত	নাই
৮৪	ছত্রনারায়ণ, আইচ দাস	তালনামা	ফাজিল নাসির মুহম্মদ	১১৯০ মঘী সন	নাই
৮৫	শ্রীভোলাগাজি দরজী	তোহফা	আলাউল	১১৭২ মঘী সন	নাই
৮৬	রমজান আলী	দাজ্জালনামা	মোহাম্মদ খান	১২১৫ মঘী সন	নাই
৮৭	শ্রীইছফ আলি	দাজ্জালনামা	মোহাম্মদ খান	১২১২ মঘী সন	নাই
৮৮	শ্রীইছফ আলি	দাকায়তুল হাকায়েত	সৈয়দ নুরুদ্দীন	১১৯৭ মঘী সন	নাই
৮৯	শ্রীদেবান আলি	নুরনামা	আবদুল করিম	১২০৩ মঘী সন	নাই
৯০	শ্রীজাফর আলি	পদ্মাবতী	আলাউল	১২০০ মঘী সন	নাই
৯১	শ্রীমুনসি হায়দর য়ালি	পদ্মাবতী	আলাউল	অজ্ঞাত	নাই
৯২	শ্রীডোমর মহুরী	পদ্মাবতী	আলাউল	১১৫৮ মঘী সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির নাম	কবি	অনুলিখন সাল	মন্তব্য
৯৩	শ্রীলুবি ঠাকুর	ফাতেমার সুরৎনামা	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	অজ্ঞাত	নাই
৯৪	শ্রীবকরয়ালি	মোহাম্মদ হানিফার লড়াই	জামাল উল্লাহ	অজ্ঞাত	নাই
৯৫	শ্রীমিয়া নেছারুল্লাহ	মিছরী জামাল	আলি রাজা	১২০৯ মঘী সন	নাই
৯৬	শ্রীইছম তোল্লা	মুক্তুল হোসেন	অজ্ঞাত	১২১৬ মঘী সন	নাই
৯৭	গোলাম হোচেন তালুকদার	মোহাম্মদ হানিফার লড়াই	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৯৮	শ্রীওআইজ আলী	লালমনের কেচ্ছা	আরিফ	১২৭৬ মঘী সন	নাই
৯৯	শ্রীহাসিমল্লা	শাহ্‌দৌলা পীর বা তলিবনামা	শেখ চান্দ	১২১৪ মঘী সন	নাই
১০০	শ্রীনেজিম খলিফা	সত্যকলি বিবাদ সংবাদ	মোহাম্মদ খান	১২৪৪ মঘী সন	নাই
১০১	শ্রীমতিউল্লা জমাদার	সপ্তজান প্রদীপ	শেখ চান্দ	১৮৪৬ মঘী সন	নাই
১০২	শ্রীআসরাফ	সতী ময়না লোর চন্দ্রানী	কাজী দৌলত	অজ্ঞাত	নাই
১০৩	মাহাং দানিস	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
১০৪	শ্রীছফর আলী	সবে ফেরাজ	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	নাই
১০৫	হরু পাওছি	সপ্ত পয়কর	আলাউল	১১৬২ মঘী সন	নাই
১০৬	শ্রীগোলাম কাদের চৌং	সয়ফুলমূলুক বদিউজ্জামাল	আলাউল	অজ্ঞাত	নাই
১০৭	নাছিরওল্লা	সিরাজ ছবিল	আলাউল	১২২২ মঘী সন	নাই
১০৮	সৈদ বারি	সুলতান জমজমা	গোলাম মাওলা	১২০৭ মঘী সন	নাই
১০৯	শ্রীসামাদ আলী নস্য	সতী ময়না লোর চন্দ্রানী	অজ্ঞাত	১৭৭০-৮০ খ্রি.	নাই
১১০	আজগর আলি	যোগ কলন্দর	সৈয়দ মর্ত্তুজা	অজ্ঞাত	নাই
১১১	শ্রীআলিমদ্দিন	যোগ কলন্দর	সৈয়দ মর্ত্তুজা	অজ্ঞাত	নাই
১১২	শ্রীহেনরখর	জ্ঞান প্রদীপ	আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর	অজ্ঞাত	নাই
১১৩	শ্রীরুস্তম বহরদার	জ্ঞান চৌতিশা	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	নাই
১১৪	মহম্মদ আজগর হোসেন	ত্রানপথ	মহম্মদ হামিদুল্লাহ খাঁ	অজ্ঞাত	নাই
১১৫	শ্রীরাধারাম কাপালিক	মহাভারত (আদিপর্ব)	সঞ্জয়	১২৩২-৩০ ত্রিপুরাব্দ	নাই
১১৬	লড়াই	জয় মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী	অজ্ঞাত	১২৫৫ মঘী সন	নাই
১১৭	অন্নদা চরণ চক্রবর্ত্তী	ধর্ম্ম ইতিহাস	গুণরাজ খাঁ	১২১৫ মঘী সন	নাই
১১৮	সৃষ্টিচরণ দাস	নতুন দক্ষযজ্ঞ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
১১৯	শ্রীযুত জবরদস্ত খাঁ	পদ্মাবতী	আলাওল	১১০৯ মঘী সন	নাই
১২০	ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী	প্রসাদ সঙ্গীত	রামপ্রসাদ	অজ্ঞাত	নাই
১২১	শ্রীফকীর চান্দ	মনসামঙ্গল	বাইশ কবি	১২১৩ মঘী সন	নাই
১২২	বন্দে আলি মজুমদার	নবীবংশ	সৈদ সুলতান	১২৮৭ সাল	নাই
১২৩	ফারুকন্নেছা	বসন্তের দুঃখ	হাফেজদ্দীন	১২০১ সাল	নাই
১২৪	তারাম চন্দ্র	শীত ও বসন্ত	বিশ্বেশ্বর ধর	১১৬৭	নাই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির লিপিকরগণের নাম

— মুসলিম —

ক্রমিক নং	লিপিকর	সন	পাণ্ডুলিপির নাম
১.	শ্রীবধুগাজী	১২৪০ সন	পুস্তক সৈমতী ও বিচান্দ নং - ৩৮২
২.	শ্রীবুধাগাজী	১২৪০ সন	পুস্তক সৈমতী গু বিচান্দ নং - ৩৮৩
৩.	শ্রীমুহম্মদ মুনাইম	১২১০ সাল	গুরুভক্তি নং - ৩৫৯
৪.	শ্রীসফরদ্দিন	১২৪৬ ত্রিপুরাব্দ	গোবিন্দ বিজয় নং - ৭১
৫.	শ্রীশেখ মাহতাব আলী	সোনা গাজী	অজ্ঞাত নং - ১৬১
৬.	আবুল হুচন	১২৬৩ সাল	রসূল বিজয়
৭.	খোসাল মাহাম্মদ	অজ্ঞাত	ছেবলমুল্লুক শ্যামারোক
৮.	সমন গাজী	১২২৭ সাল	রসূল বিজয়
৯.	জিয়া গাজী	১২১৭ সাল	ওফাতে রসূল
১০.	শ্রীমাহাতাপ গাজী	অজ্ঞাত	রামায়ণ নং - ২০৬
১১.	মহাম্মদ জমসের	১২১২ সাল	হানিফার লড়াই
১২.	শ্রীকাছু মহাম্মদ	×	জয়াক্তনের পুঁথি
১৩.	শ্রীদুখী মহাম্মদ	১২১৪ সাল	গদামল্লিকা
১৪.	শ্রীবেচর গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫.	পিয়ার মাহমুদ	১২৪১ সাল	সিরাজুল কুলুব
১৬.	শ্রীরসুল শাহেদা	১২১৬ ত্রিপুরাব্দ	লালমতি ছয়ফুলমুল্লুক
১৭.	শ্রীলস্কর গাজী	১২৫১ ত্রিপুরাব্দ	জেবলমুল্লুক শ্যামারোক
১৮.	শ্রীসমসর গাজী	১২২৮ ত্রিপুরাব্দ	জখামার বুদ্ধ
১৯.	রসুল শাহেদা	অজ্ঞাত	কাছিম ও আলী একাব্বরের যুদ্ধ
২০.	শ্রীদুলাল গাজী	×	বিবি হানিফার যুদ্ধ
২১.	আলি মহাম্মদ	১২২২ ত্রিপুরাব্দ	অজ্ঞাত (কারবালা যুদ্ধ)
২২.	মাহাম্মদ	১২০৩ সাল	অজ্ঞাত
২৩.	মির্জা গাজী হীন্য, সাত্রক হেন্দর নন্দন হির্ন্য কালা সমন গাজী, এক ডেঙ্গু হিন্য সাএনদ্ধি	অজ্ঞাত	রসূল বিজয়
২৪.	শ্রীসত্রক ডেঙ্গু	অজ্ঞাত	সবেমেরাজ
২৫.	শ্রীআছ মাম্মদ	১২০৯ সন	ওফাতে রসূল
২৬.	শ্রীশেখ মসদদে আলী মিঞ্জাজী	১২৭২ সন	রসূল বিজয়
২৭.	শেখ রোসন	১২৭ সন	শ্যামারোক জেবের মুল্লুক
২৮.	শ্রী মাহাম্মদ আজিমদ্দিন	অজ্ঞাত	সাহারনামা
২৯.	আজিমদ্দিন	অজ্ঞাত	রুসুর বিজয়
৩০.	সাদা গাজী	অজ্ঞাত	রুসূল বিজয়
৩১.	শ্রীসএক ডেঙ্গু	অজ্ঞাত	ঐ
৩২.	শ্রীহাসিম	অজ্ঞাত	জেবেরমুল্লুক শ্যামারোক
৩৩.	শ্রীআজমত	অজ্ঞাত	রসূল বিজয়
৩৪.	শ্রীনাগাড় খলিফা	অজ্ঞাত	মুক্তল হোসেন
৩৫.	কালা গাজী	অজ্ঞাত	রসূল বিজয়
৩৬.	শ্রীসাত্রেক লস্কর	১২০৫ সন	দরজ্জালনামা
৩৭.	শ্রীসেক আব্বাছ গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং - ৪৮
৩৮.	তফুমিএ্যজী	অজ্ঞাত	ছেরাতল মোমেনিন নং - ৫৪
৩৯.	শ্রীহিন রোখন আলী	১২৪৭ সন	অজ্ঞাত নং - ৫৮
৪০.	শ্রীগোপাল চন্দ্র রক্ষিত	অজ্ঞাত	কন্তিল বা কন্দিলনামা নং - ৫৯
৪১.	গোপালচন্দ্র রক্ষিত, নেজামদ্দিন	১২৫১ ত্রিপুরাব্দ	অজ্ঞাত নং - ৬০
৪২.	মোহাম্মদ আলী	১৮৬৫ ইং	জেবেরমুল্লুক শ্যামারোক নং - ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৪৩.	মোহাম্মদ কামিল	১২৯৩ সন	গোলআচমা ও আব্দুল রহিমের পুথি নং - ৬৪
৪৪.	শ্রীরহমত গাজী	অজ্ঞাত	তমিমগোপাল চতুন্যছিলাল নং-৬৬
৪৫.	শেখ মসনদ আলী	১২৬৪ সন	নুরনামা নং - ৬৬
	দোস্তমহম্মদ	অজ্ঞাত	জঙ্গনামা নং - ৮০
	মোহাম্মদ আনিস আবদুল পাচিত	১২৪৩ মঘী সন	মুক্তল হোসেন (খ)
৪৬.	শ্রীরহমত আলী	১২০৮ সন	জন্ম অছিয়তনামা নং - ৭৪
৪৭.	শ্রীলাল মহাম্মদ ওরফে চান্দগাজী ইবেন মহব্বত গাজী	১২৬৩ ত্রিপুরাব্দ	ইউসুফ জোলেকা - ৭৫
৪৮.	রজ্জব আলী	অজ্ঞাত	সুরুজ্জামাল ও ভানুবতী কন্যার পুথি নং - ৭৬
৪৯.	শ্রীটোনাগাজী	১২২৫ ত্রিপুরাব্দ	নুরনামা নং - ৮০
৫০.	আমানদ্দিন	অজ্ঞাত	তমিম গোলাল চতুন্য ছিলাল নং - ৮২
৫১.	মোহাম্মদ আজিজ	১২৬৪ সন	মন্ত্রের পুথি - ৮৩
৫২.	শ্রীআমান উল্লাহ	১২৮২ সাল	বদিয়জ্জমাল - ৮৯
৫৩.	শ্রীআশরাফ আলী	অজ্ঞাত	বদিয়জ্জমাল - ৯০
৫৪.	শেখ বাহারাম	১২৮১ সন	শ্যামারোক জেবলমুল্লুক - ৯২
৫৫.	আবদুর রহমান	১৩০৯ সাল	রছুল বিজয় - ৯৩
৫৬.	শ্রীমোহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (ধর্ম সম্বন্ধীরয়) - ৯৪
৫৭.	বছরদ্দিন	অজ্ঞাত	গদামল্লিকা - ৯৫
৫৮.	আপ্তাবদ্দীন	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় - ১০০
৫৯.	মোহাম্মদ আলম	১২৫৬ সন	ইউসুফ জোলেখা - ১০১
৬০.	শ্রীজমিরদ্দীন	অজ্ঞাত	গদামল্লিকা - ১০৪
৬১.	শ্রীমুনশী মিঞা	১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ	পুস্তক সাইদৌলা - ১০৯
৬২.	শ্রীচান্দ গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (ধর্ম সঙ্গীয়) - ১১৮
৬৩.	শেখ বাহরাম, চান্দগাজী	অজ্ঞাত	শ্যাস্যারাক জেবলমুল্লুক -১১৯
৬৪.	সাদেক হোসেন মিঞাজী	১২৬৮ সন	হানিফার লড়াই -১২১
৬৫.	শ্রীনূরবক্স	১৩১৪ সন	ছয়ফুল মুল্লুক বদিরউজ্জামাল-১২২
৬৬.	শ্রীমোহাম্মদ হোচন	১২৭৬, ১২৭৭, ১২৭৮ সন	জেবলমুল্লুক ও শ্যামারোক নং - ১২৪
৬৭.	শ্রীমোহাম্মদ রওসন	১২৬৫ সন	জেবমুলক ও শ্যামারোক - ১২৬
৬৮.	শ্রীসেক হোচন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত ১২৯
৬৯.	ইউসুফ আলী মুনশী	১২৯৪ সন	শ্লোক ও মন্ত্রা নং - ১৪০
৭০.	শ্রীহেজোবালি সরদার	অজ্ঞাত	মাহতার বাদশাহ - ১৫০
৭১.	শ্রীহিন্দ্য হাসান গাজী আজিমন্দি, নাছির মাবুদ	১২১০ সন	রছুল বিজয় - ১৬৩
৭২.	পচাগাজী আবজাল মিজী	অজ্ঞাত	লালমতি ছয়ফুলমুল্লুক - ১৬৫
৭৩.	আবজাল মিঞাজী	অজ্ঞাত	তমিমগোলাল চৈতুর্ন্যছিলাল - ১৬৬
৭৪.	শ্রীমোহাম্মদ রৌওসন	১২৬২- ৫৩- ৫৪ সন	রছুল বিজয় - ১৬৭
৭৫.	শ্রীমোহাম্মদ রোওসন	অজ্ঞাত	সাহারনামা - ১৬৮
৭৬.	শ্রীমিজী মোহাম্মদ রফি	অজ্ঞাত	গদামল্লিকা - ১৬৯
৭৭.	শ্রীওসন আলী	অজ্ঞাত	চক্ষাতগামা - ১৭০
৭৮.	শ্রীদুখি মাহাম্মদ	১২১৪ ৭ই পৌষ	কেয়ামতনামা - ১৭২
৭৯.	শ্রীদোকড়ি	১২২৮ সন ২০ মে আশ্বিন	ছিরাজল কুলুব নং -১৭৬
৮০.	শ্রীসুজা গাজী	১২০১ সন	মুক্তাল হোসেন নং - ১৭৭
৮১.	শ্রীকামাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (কারবালা স্বরন্দী) - ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৮২.	শেক রহমততুল্যা	১২২৩ সন	গদামল্লিকা নং -১৮২
৮৩.	শ্রীহাছন আলী	১২৭৮ বা ১২৮০ সন	রছুল বিজয় নং-১৮৫ (অজ্ঞাত নামা - ১৮৬)
৮৪.	শ্রীহীন ফাজিল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (কারবালার যুদ্ধ) -১৮৮
৮৫.	গাওআছ উদ্দীন খন্দকার	১২৬০ সন	রছুল বিজয় - ১৯০
৮৬.	শেখ ইদিল	১২৪৬ বা ১২৪৭ সন	জেবেরমুল্লুক শ্যামারোক - ১৯১
৮৭.	শ্রীশেখ ইদিল ও শ্রী সেক আইনাদ্দি	১২৪০ সন	অজ্ঞাত নং - ১৯৪
৮৮.	মিনুতুল্লাহ	১২৪১ মঘী সন	রুহনামা (খণ্ডিত)
৮৯.	আবদুল মালী	১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ	তোহফা (খণ্ডিত)
৯০.	মিএ্রজান	১১৯৯ মঘী সন	তোহফা (খণ্ডিত)
৯১.	বোবল হোসেনও মিরাজুদ্দিন	অজ্ঞাত	সতীময়নার বারমাসী (রিহ খণ্ড)
৯২.	শ্রীশেখ চাড়	১২০৯ সন	অজ্ঞাত নং - ১৯৬
৯৩.	শ্রীদোকড়ি মিজী	১২৩০ সন ৪ঠা ফাগুন	অজ্ঞাত নং - ১৯৮
৯৪.	শ্রীমোহাম্মদ শরীফ	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ২০৫
	শ্রীমীর্জা গাজী	অজ্ঞাত	নেয়ামতনামা নয় - ২০৬
৯৫.	শ্রীজাফার মোহাম্মদ ওলদে শেখ লস্কর	১১৮১ সন	শবেমেরাজ নং - ২০৭
৯৬.	শ্রীশেখ বাকার	অজ্ঞাত	নিরাঞ্জনে নুরনামা নং - ২০৮
৯৭.	শ্রীনওয়াব আলী	১২৮৬/১২৯১ সন	রছুল বিজয় নং - ২০৯
৯৮.	বন্দে আলি মজুমদার	১১৮৭ সাল	নবী বংশ
৯৯.	শ্রীমালে মাহাম্মদ	১২১৬ সন ১৬ শে শ্রাবণ	সাহারানামা - ২১১
১০০.	শ্রীনিজামদ্দিন	১২৬৬ সন	ছয়মুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমান
১০১.	শ্রীইমামদ্দিন	অজ্ঞাত	চতুণ্য ছিলাল নং - ২১৪
১০২.	শ্রীমোহাম্মদ আলী	১২৭৮-৭৯ ত্রিপুরাব্দ	জেনেরমুল্লুক সামারোক নং - ২১৫
১০৩.	শ্রীরজ্জব আলী, আক্রাম আলী	অজ্ঞাত	রসূল বিজয় নং - ২১৮
১০৪.	শ্রীহাইদার আলী	অজ্ঞাত	রসূল বিজয় নং- ২২২
১০৫.	শ্রীআব্দুল জব্বার	অজ্ঞাত	গদামল্লিকা নং - ২২৪
১০৬.	শ্রীসেক বিনদ ,সেক আকবর	১২৪৬/৪৭ বাংলা সন	রছুল বিজয় নং - ২২৫
১০৭.	শ্রীধন গাজী	অজ্ঞাত	মুক্তাল হোসেন নং - ২২৬
১০৮.	শ্রীকানাই শেখ	১২১০ বাংলা সন	রছুল বিজয় নং - ২২৯
১০৯.	শ্রীচান্দ গাজী	১২৭৪ সন	বদিয়জ্জমাল নং - ২৩০
১১০.	শ্রীআমির মোহাম্মদ	১২৫০/৫১ সন	রছুল বিজয় নং- ২৩২
১১১.	শ্রীমোহাম্মদ আজিম	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ২৩৩
১১২.	শ্রীশেখ কানাই	১২১২ সন ১৫ইং আষাঢ়	রছুল বিজয় নং - ২৩৪
১১৩.	শ্রীফতে মোহাম্মদ আকন ও শ্রীকানাই	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং- ২৩৫
১১৪.	শ্রীহিলাল গাজী মিয়াজী	১২৫৯ ত্রিপুরাব্দ ১৭ইং কার্তিক	গদামল্লিকা নং- ২৪২
১১৫.	শ্রীসত্রক হেঙ্গুর নন্দন ও কালা গাজী	১২২২ সন	রছুল বিজয় নং - ২৪৪
১১৬.	শ্রীআরবান সাহদা	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ২৪৫
১১৭.	শ্রীগোলাম নবী	১২৩২ সন বাং ১৯ শ্রাবণ	লাল গাহর নং -২৪৩
১১৮.	শ্রীচান্দ গাজী	১২৪৪ সন	জেবলমুল্লুক সামারোক নং- ২৪৭
১১৯.	শ্রীমেহেন্দি আলী	অজ্ঞাত	ছয়াফুলমুল্লুক বদিয়জ্জামান নং- ২৪৭
১২০.	শ্রীপিজ্জা গাজী ,শ্রী ভাগন গাজী	অজ্ঞাত- জয়গুনের	পুথি নং - ২৬২
১২১.	শ্রীবেচর গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং - ২৬৩
১২২.	শ্রীআন আর গাজী	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং- ২৬৪
১২৩.	শ্রীপীর্জা গাজী	অজ্ঞাত	রসুল বিজয় নং- ২৭০
১২৪.	শ্রীশেখ মামুদ্দি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং - ২৭০

Dhaka University Institutional Repository

১২৫.	শ্রীহোসন গাজী	অজ্ঞাত	গোরক্ষ বিজয় নং - ২৭৮
১২৬.	শ্রীশেখ বাহরাম ও শ্রীআলাদি হিন্য	১২৪০/৪৭/ ৪৮	রছুল বিজয় নং - ২৮০
১২৭.	শ্রীসেকদার মাহাম্মদ	১২২৭ সন	নবীবংশ নং - ২৭৫
১২৮.	শ্রীশেখ নাছির	১২১১ সন	রছুল বিজয় নং - ২৮০
১২৯.	শ্রীবক্তার গাজী	১২২৪ ত্রিপরাব্দ	সবে মেরাজ নং - ২৮৭
১৩০.	শ্রীসোনা গাজী	অজ্ঞাত	লাল গহর নং - ২৯২
১৩১.	শ্রীআলা বক্স	১২৪৩ সন	রছুল বিজয় নং - ২৯৪
১৩২.	শ্রীশেখ মহাম্মদ অধি	১২৪৭/১২৪৯ সন	রছুল বিজয় নং- ২৯৮
১৩৩.	শ্রীশেখ ভাগন	১২৩৭ ত্রিপুরাব্দ	গদামল্লিকা নং - ২৯৯
১৩৪.	শ্রীমইধর গাজী শ্রী হির্ন্য আমির	১২৩৬ সন	অজ্ঞাত নং - ৩০০
১৩৫.	শ্রীনাতুল্যা	অজ্ঞাত	কেয়ামতনামা নং - ৩০৪
১৩৬.	তোরাবুদ্দিন আহম্মদ	১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ	জেবলমুলক সয়ফুলমুলুক
১৩৭.	চুনু মিয়া	১৬৪৬ খ্রি.	মুক্তল হোসেন
১৩৮.	মোহাম্মদ উল্লাহ মাস্টার	১২৯৩ মঘীসন	মৌলভীসদা হোসেনের বংশ পরিচয়
১৩৯.	শ্রীডঙ্গু হির্ন্য	অজ্ঞাত	কেয়ামতনামা নং - ৩০৪
১৪০.	শ্রীনইমদ্দিন মিজী	১২ (---) ত্রিপুরাব্দ	মুক্তাল হোহন নং - ৩০৬
১৪১.	শ্রীমোহাম্মদ কাবিল	অজ্ঞাত	নবীবংশ নং - ৩০৭
১৪২.	শ্রীআমান উল্ল্যা	অজ্ঞাত	রসুল বিজয় নং - ৩০৯
১৪৩.	শ্রীআসক গীজা	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং- ৩১১
১৪৪.	আবির মামুদ	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৩১১
১৪৫.	শ্রীবছরদ্দীন	১২৬০ সাল	শবে মেরাজ নং - ৩১২
১৪৬.	শ্রীআমিন উল্ল্যা	১২৯৫ সন ১৭ই চৈত্র	ছয়ফুলকুল্লুক বদিয়জ্জামাল নং-৩১৪
১৪৭.	শ্রীদৌলত গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (কারবালা) নং - ৩১৮
১৪৮.	শ্রীআজাদ খাঁ	অজ্ঞাত	সবেমেরাজ নং - ৩১৯
১৪৯.	শ্রীদোনা গাজী	অজ্ঞাত	রসূল বিজয় নং - ৩২৩
১৫০.	শ্রীনওয়াজ আলী	১২৬৯ সন	রছুল বিজয় নং - ৩২৬
১৫১.	শ্রীমোহাম্মদ আশক	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৩৩৮
১৫২.	শ্রীআসক মিজী	১২১২ ত্রিপুরাব্দ	রুছুল বিজয় নং - ৩৩৮
১৫৩.	শ্রীআছু মাহাম্মদ	অজ্ঞাত	সবেমেরাজ নং- ৩৪১
১৫৪.	শ্রীদানিস মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	সবেমেরাজ নং- ৩৪১
১৫৫.	নূরবক্‌শ	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৩৬১
১৫৬.	শ্রীদোকড়ি মাহাম্মদ ও শেখ গাজী মাহাম্মদ	১২২৩ সন	অজ্ঞাত নং - ৩৬৭
১৫৭.	শ্রীসফরদ্দিন	১২৯৯ সাল	রসূল বিজয় নং - ৩৬৯
১৫৮.	শ্রীসেকলাল মাহাম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং - ৩৭১
১৫৯.	শ্রীআজি মাহাম্মদ	অজ্ঞাত	সবেমেরাজ নং - ৩৭৪
১৬০.	জিন্নত আলী ও আব্দুল সরকার	১২৯২ সন	দোরমজলিশ নং - ৩৭৮
১৬১.	শ্রীরহমত আলী	১৩০৬ সন	রসুল বিজয় নং - ৩৭৯
১৬২.	শ্রীশেখ কানাই	অজ্ঞাত	রসূল বিজয় নং - ৩৮৫
১৬৩.	শ্রীমাহামদমিয়া জমিরদ্দিন	১২৪৪ সন	রছুল বিজয় নং - ৩৮৬
১৬৪.	শ্রীসুন্দর আলী	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং- ৩৮৭
১৬৫.	শ্রীপানাউল্লা	১২৯৬ সন	সবেমেরাজ নং - ৩৮৮
১৬৬.	শ্রীপত্তাব (দ) সাহেদা	১২১০ সন	অজ্ঞাত নং - ৩৯৩
১৬৭.	শেখ উজিরদ্দি	অজ্ঞাত	সুদখীরনামা নং - ৪০৪
১৬৮.	শ্রীপাঠান গাজী	অজ্ঞাত	সুদখীরনামা নং- ৪০৪
১৬৯.	শ্রীটোকান গাজী	১২২০ সন	মুক্তাল হোসেন নং - ৪০৫
১৭০.	শ্রীশেখ বাঙালি ইবনে বকতিয়ার খাঁ	১২	রুছুল বিজয় নং- ৪১৯

Dhaka University Institutional Repository

১৭১.	শ্রীপাঠান মিজী	১২১১ সাল	লালমতি ছয়ফুলমুল্লুক নং - ৪২৬
১৭২.	শ্রীইসমাইল	১৩০৪ সন ২৮ শে শ্রাবণ	রছুল নামা নং - ৪৩২
১৭৩.	শ্রীচান্দ বক্স	অজ্ঞাত	রছুল মিয়া নং - ৪৩৬
১৭৪.	ছৈয়দ আলী	অজ্ঞাত	গদা মল্লিকা নং - ৪৩৮
১৭৫.	শ্রীচান্দ বক্স	অজ্ঞাত	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামান নং - ৪৪১
১৭৬.	সাকির মোহাম্মদ	১৩০৩ সাল	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল নং - ৪৪৪
১৭৭.	খোদা বক্স	অজ্ঞাত	রসুল বিজয় নং- ৪৫২
১৭৮.	হির্ন্য খোসাল মাহামুদ	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৪৪৯
১৭৯.	শ্রীসেক আলাদি-হিন	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৪৫২
১৮০.	শেখ রহমত সরকার	১৩১০ সাল	গদামল্লিকা নং - ৪৫৬
১৮১.	মাগন জমাদ্দার	১২৬৮ মঘী সাল	সতীময়নার পুথি ছাগনের অংশ
১৮২.	নোয়াজিম পণ্ডিত	১৬৬৩-৬৪ খ্রি.	তোহফা (খণ্ডিত)
১৮৩.	শেখ রহমত সরকার	অজ্ঞাত	গদামল্লিকা নং - ৪৫৮
১৮৪.	সরাফত আলী	১৯০৭ প্.	অজ্ঞাত (দদাফল্লিক) নং - ৪৬০
১৮৫.	সরাফত আলী	১৯০৭ প্.	অজ্ঞাত (গদাফমিল্লক) নং - ৪৬০
১৮৬.	শ্রীএবাদুল্লাহ	অজ্ঞাত	ছত্রফুলমুল্লুক বদিউজ্জমাল নং - ৪৬৩
১৮৭.	নোত্তাব আলী	১১৮০ সন	অজ্ঞাত (ছ.মু.ব.) নং - ৪৬৪
১৮৮.	শ্রীমান লালবক্স	অজ্ঞাত	সনিওল বেদাত নং - ৪৬৫
১৮৯.	শ্রীমাহামদ ওয়ারিশ	১২২৪ ত্রিপুরাব্দ	অজ্ঞাত নং - ৪৬৬
১৯০.	শ্রীছায়েদ আলী	১২৯৩	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জমাল নং - ৪৬৭
১৯১.	শ্রীমোকসেদ আলী	অজ্ঞাত	জেবেরমুল্লুক সামারুক - ৪৬৮
১৯২.	শ্রীজাহাবীন ,শ্রীসেফ আইনাদ্দিন	১২৯৩ সন	অজ্ঞাত নং - ৪৭১
১৯৩.	ছুরত আলী	অজ্ঞাত	গদামল্লিকা নং - ৪৭২
১৯৪.	শ্রীছাদত আলী	অজ্ঞাত	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামা নং- ৪৭৬
১৯৫.	শ্রীনোয়াব আলী	অজ্ঞাত	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জান নং - ৪৭৬
১৯৬.	শ্রীছুদু মিঞা	১৩০৪ সন	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জমাল নং - ৪৭৭
১৯৭.	আবেদ আলী	১২৯৯ সন ১১ইং মাঘ	রছুল বিজয় নং - ৪৭৯
১৯৮.	শ্রীশেখ হানিফ	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৪৮০
১৯৯.	হীরা গাজী	অজ্ঞাত	রুছুল বিজয় নং - ৪৮৩
২০০.	শ্রীশেখ করিম	অজ্ঞাত	জেবেরমুল্লুক সামারুক নং - ৪৮৬
২০১.	শ্রীগোল বক্স	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (কুকির কাটাকাটি) নং - ৪৮৭
২০২.	শ্রীছেলিউল্লা আহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	তমিমগোলাল চতুন্যছিলাল নং - ৪৮৮
২০৩.	শ্রীখোসাল মাহামুদ মিয়াজী	১২৬৫ সন ১৯ শে বৈশাখ	সিরাজল্য কুলুপ নং - ৪৯১
২০৪.	শ্রীটুরা মাহাম্মদ	১২৯২ সাল	অজ্ঞাত (সত্যপীরের পুথি) নং - ৪৯২
২০৫.	শ্রীসাহা আরিফ	অজ্ঞাত	ইমাম সাগর নং - ৪৯৫
২০৬.	দেওয়ান গাজী	১২০৯ সন	নিতিশাস্ত্র বার্তা নং - ৪৯৮
২০৭.	মোহাম্মদ খাতীব উদ্দীন	অজ্ঞাত-	অজ্ঞাত নং - ৪৯৮
২০৮.	হোসনদ্দি নিজামদ্দিন	১৩১১ সালে	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জমান নং -৫০০
২০৯.	শ্রীযুক্ত দরবার আবদুর রহমান	১৩০৪ সন	গাদামল্লিকা নং- ৫০৬
২১০.	ইমাম বশর দ্দিন	১২৯২ সন ২২ শে চৈত্র	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল নং-৫০৭

Dhaka University Institutional Repository

২১১.	শ্রীশ্রীসামারুক আলায়দ্দিন	১২৯১ সন	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জমাল নং-৫০৮
২১২.	শ্রীশ্রীএলাবক্স	১২৪২ সন	অজ্ঞাত নং - ৫১১
২১৩.	কেরামত আলী	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৫১২
২১৪.	আমিনদ্দিন, আলায়দ্দিন, শ্রীনোয়াব আলী শ্রীআব্দুল হামিদ	১৩১১ সন	রছুল বিজয় নং-৫১৩
২১৫.	ইমাম বক্স	১২৮২-১৩০২ সন	রছুল বিজয় নং- ৫১৫
২১৬.	শ্রীমাহামুদ আলী	অজ্ঞাত	রছুল বিজয় নং - ৫১৯
২১৭.	শ্রীজিন্নত আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং - ৫২০
২১৮.	জাফর আলী	১৩১১ সাল	রছুল বিজয় নং - ৫২৫
২১৯.	শ্রীমনোহর আলী	১২০৪- ৬ সাল	সেকান্দারনামা নং- ৫২৬
২২০.	তৈয়বুল্লাহ পোমরা	১৬৮৬- ৮৭ খ্রি.	নবী বংশ (খণ্ডিত)
২২১.	আকাসুদ্দিন	অজ্ঞাত	মনিউল বেদায়াত
২২২.	বখতিয়ার মজুমদার	১২৩৫ বঙ্গাব্দ	নবী বংশ (খণ্ডিত)
২২৩.	আকাসুদ্দিন	অজ্ঞাত	মনিউল বেদায়েত
২২৪.	শ্রীকমরদ্দীন	-১৩১৩ সাল	অজ্ঞাত নং - ৫২৮
২২৫	শ্রীআলি মোহাম্মদ	১১৩৩ সন	মৃগলুব্ধ নং - ১২৯
২২৬.	শ্রীশেখ হালিম	অজ্ঞাত	আলী ও রামের যুদ্ধ নং - ৫৪৫
২২৭	শ্রীআলি মোহাম্মদ	১১৩৩ সন	মৃগলুব্ধ নং - ১২৯
২২৮.	মোহম্মদ আহলুল্লাহ	অজ্ঞাত	নারীনামা বা নসিহতুন্নেছা - ৫৪৭
২২৯.	আবদুস সামান	অজ্ঞাত	উপাখ্যান রত্নাবলী নং- ৫৫২
২৩০.	শ্রীছাহি মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	গোরক্ষ বিজয় নং - ৫৫৩
২৩১.	ব. শ্রীনেবুতুন স. শ্রীনিয়ামত উল্লাহ	১১৫৩ সাল	আম্বিয়াবাণী নং - ৫৫৮
২৩২.	মোহাম্মদ ফরিদ	অজ্ঞাত	জেবলমুল্লুক শ্যামারোক- ৫৬০
২৩৩.	শ্রীআবদল হোসেন	অজ্ঞাত	রসুল বিজয় নং- ৫৬৪
২৩৪.	শ্রীছমির উদ্দীন মিঞা	১২৯০ সাল ১লা বৈশাখ	আম্বিয়াবানী নং - ৫৬৫
২৩৫.	শ্রীদেয়ান উল্লা	১২৭৫ সাল ১৫ই শ্রাবন	আম্বিয়াবাণী নং- ৫৬৫
২৩৬.	শ্রীআরবান আলী	অজ্ঞাত	স্বপ্ননামা নং - ৫১৭
২৩৭.	শ্রীগোলাম হোসেন সফর আলী	অজ্ঞাত	মুক্তল হোসেন নং - ৫৬৮
২৩৮.	আবদুল্লাহ সরকার	১৩১৫ সাল	কালানামা নং - ৫৭০
২৩৯.	শ্রীসেক রহমত উল্লা	১২০৭ সাল	রসুল বিজয় নং ৫৭১
২৪০.	শ্রীমিছর	১১৫৩	অজ্ঞাত নং - ৫৭২
২৪১.	শ্রীমাগন জমাদার	অজ্ঞাত	জেবেলমুলুক শামারোখ- ৫৭৩
২৪২.	শ্রীসেখ ওসমান ও শ্রী গফুর সরকার	১২৬৩	মনসামঙ্গল নং - ৪৬৬

— হিন্দু —

নং	লিপিকর	সন	পাণ্ডুলিপির নাম
১.	শ্রীদোকড়ি মিস্ত্রী	অজ্ঞাত	ইমামচুরি
২.	শ্রীরাম নারায়ণ দেত্ত দাস	১২০৭ সন ২০ মে আষাঢ়	নবীবংশ - ২১০
৩.	শ্রীদাগন দাস	১১৯৩ সন ১৩ই কার্ত্তিক	মুক্তল হোসেন নং - ৩১৭
৪.	শ্রীদাগারাম দাস	১২৩১ সন	সাহারনামা নং - ৩৮২
৫.	শ্রীদোকড়ি আখন	১২৩৪ সন	ছিরাজল কুলুব নং - ৩৮৩
৬.	শ্রীনিত্যানন্দ	১২১৩ সাল ১০ই ফাল্গুন	নবীবংশ নং - ৫২৭
৭.	গৌর সোন্দর নারা	১২৫৯ সাল	রামের স্বর্গারোহণ নং-১
৮.	শ্রীগকুলচন্দ্র দাস	১২৩০ ত্রিপুরাব্দ	মহাভারতের বিবেকের যুদ্ধ-২
৯.	শ্রীরামগতি শীল	১২৬০ ত্রিপুরাব্দ	রামায়ণ- ৩
১০.	শ্রীশিবচরণ দে	অজ্ঞাত	সীতা উদ্ধার-৪

Dhaka University Institutional Repository

১১.	শ্রীদোকড়ি-নাথ	অজ্ঞাত	মহাভারত পাণ্ডববিজয়-১১(১)
১২.	শম্ভুচরণদত্ত দাস	১২৬০ সন	শ্রীপতির স্তব-১৮
১৩.	শ্রীকালীচরন দেব শম্মর্নন	১২২৬ সন	নৈষদ বিজয়- ১৯
১৪.	শ্রীবলরাম দাসদে	১২১৩ ত্রিপুরাব্দ	মৃগলুব্ধ নং- ২১
১৫.	শ্রীপ্রতাপ নারায়ন দে	অজ্ঞাত	দোলমঙ্গল নং- ২৩
১৬.	গোবিন্দচরণ ঘোষ	১২২১ ত্রিপুরাব্দ	মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব- ২৭
১৭.	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব শর্ষণ	শাকে ১৭৯৪	সত্যনারয়নের পাঁচালী- ২৮
১৮.	শ্রীগৌরীপ্রসাদ সূত্র দাস	১২২১ সন	সত্যপীরেরপাঁচালী- ২৯
১৯.	পঞ্চানন দেয় দাস	১১৪২ সন ১০ই বৈশাখ	অশ্বমেধ-৩৩
২০.	শ্রীরাম	অজ্ঞাত	প্রহলদচরিত- ৩৬
২১.	শ্রীরামনারায়ন	অজ্ঞাত	শ্রীরামের ইতিহাস নং- ৩৭
২২.	শ্রীরঞ্জিত রাম দেত্ত	অজ্ঞাত	পারিজাত হরণ নং - ৩৯
২৩.	শ্রীকৃপারাম দৈব	১১৮৫ সাল ২০ শে আশ্বিন	লক্ষ্মীর চরিত্র নং- ৪০
২৪.	রামদাস	অজ্ঞাত	বৈষ্ণব বন্দনা নং- ৪১
২৫.	শ্রীবিষ্ণু কান্ত	১২২০ সাল	মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নং - ৪৩
২৬.	শ্রীবিষ্ণুপ্রাসাদ সিং	অজ্ঞাত	রামায়ণ নং- ৪৪
২৭.	শ্রীহরিরাম	১১৭৯ সন	শক্তিশেল পুস্তক নং- ৫০
২৮.	শ্রীপ্রতাপ	অজ্ঞাত	কুকিল সম্বাদ নং- ৪৯
২৯.	শ্রীরামকান্ত চন্দস্য	১১৯৭ সন	শক্তিশেল পুস্তক নং - ৫০
৩০.	শ্রীঅর্জ্জুন দেবদাস	১১৯০ সন অগ্রহায়ণ	লবকুশ উপাখ্যান- ৫২
৩১.	শ্রীরাজজ্ঞ দাস	১২০৬ সন ১১ পৌষ	সন্ন্যাস গ্রহন- ৫৩
৩২.	শ্রীলক্ষ্মী নারায়ন চন্দ	১১৯৬ ত্রিপুবোব্দ/১৭১১ সন	শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল- ৫৬
৩৩.	শ্রীজগমোহন দেয়	অজ্ঞাত	মনসার পাঁচালী- ৫৯
৩৪.	শ্রীকানাই পণ্ডিত	১২৫৩ ত্রিপুরাব্দ	অযোধ্যা কাণ্ড-৬০
৩৫.	শ্রীরামকালী পণ্ডিত	১২৫৩ ত্রিপুরাব্দ	অরণ্য কাণ্ড পুস্তক- ৬১
৩৬.	শ্রীনীলমনি বর্দ্ধন	১৭২৯ শকাব্দ	শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক দিগ্বিজয়
৩৭.	শ্রীগোলক চন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	কৃষ্ণঅর্জ্জুন সংবাদ- ৬৪
৩৮.	শ্রীশঙ্কর দাস	১২৪৪ সন	মহাভারতে ভারত সাবিত্রী- নং -৭২
৩৯.	শ্রীরামদাস চন্দ্রদাস	১২৪৬	ত্রিপুরাব্দ- কোকিল সম্বাদ- ৭৩
৪০.	শ্রীরামশঙ্কর দে দাস	১২৬৪ সন	মহাভারতে সভাপর্ব-৭৭
৪১.	শ্রীহরিনারায়ন	অজ্ঞাত	মহাভারতে সভাপর্ব- ৭৮
৪২.	শ্রীগাদাধর দাস	১২১২ মঘীসন	আশ্রামিক পর্ব- ৯৪
৪৩.	শ্রীশ্যাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং -৯৬
৪৪.	শ্রীশেখ আশরাফ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং- ৯৮
৪৫.	হরেকষ্ণ দত্ত	অজ্ঞাত	রামের স্বর্গারোহণ নং-৯৯
৪৬.	শ্রীশিবরাজ জাল	১২৪২ ত্রিপুরাব্দ	নৌকাখণ্ড নং- ১০১
৪৭.	শ্রীরামকৃষ্ণ শম্মা	১২৪২ ত্রিপুরাব্দ	গুনে চৌতিশা-১০৪
৪৮.	শ্রীকালিদাস শমর্না	১২৭৯ ত্রিপুরাব্দ	মৃগলুব্ধ- ১০৫
৪৯.	শ্রীনরসিংহ দে	১২৪০ ত্রিপুরাব্দ	লক্ষ্মীর চত্রিত্র-১০৭
৫০.	শ্রীঅনিরুদ্র পাল	অজ্ঞাত	অযোধ্যাকাণ্ড নং-১০৮
৫১.	শ্রীছাড়ুনাত	-১২৬৯ ত্রিপুরাব্দ	নিমাইচান্দের বারমাস নং ১০৯
৫২.	শ্রীজয় নারায়ন দাস	১১৯৪ সন-	শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক নং - ১১৯
৫৩.	শ্রীসূর্য মনি দাস	অজ্ঞাত	রামায়ণ নং- ১২২
৫৪.	শ্রীবাসিরাম	-১২২২ সন	শ্রীকৃষ্ণার্জন সংবাদ নং-১২৫
৫৫	শ্রীমনোহর	অজ্ঞাত	রতিশাস্ত্র নং- ৫৩১
৫৬.	শ্রীশিবনারায়ন	অজ্ঞাত	নিমাইসন্ন্যাস নং - ১৩৯
৫৭.	শ্রীরামপ্রসাদ	অজ্ঞাত	রামচন্দ্র স্বর্গারোহনণনং- ১৫৩
৫৮.	শ্রীরামজয় দাস	১২৬৯ ত্রিপুরাব্দ	ধর্ম ইতিহাস নং- ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

৫৯.	শ্রীদেব চন্দ্র আদিত্য	অজ্ঞাত	মহাভারত বনপর্ব নং- ১৫৭
৬০.	শ্রীপার্বতী চরণ দাস	১২৬৪ সন	রাম-ভরত-শত্রুঘ্ন বিজয় নং - ১৫৮
৬১.	শ্রীমাধবচন্দ্র দেব শর্মন	১৩০৫ সাল	পদ্ম-পুরাণ নং - ১৫৯
৬২.	শ্রীনন্দকিশোর দেব শর্মন	অজ্ঞাত	পদ্ম-পুরান নং- ১৬০
৬৩.	শ্রীক্ষরোদচন্দ্র দাস	১২৯৯ সন	মৃগলুব্ধ নং - ১৬৩
৬৪.	শ্রীউদয়চন্দ্র দেব	১২৬২ সন	অশ্বমেধ পর্ব নং-১৬৫
৬৫.	শ্রীরামকেশর দত্ত	১২১১ সন	শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক নং- ১৬৬
৬৬.	শ্রীরামকেশ	১২৩৩ সন	সত্যনারায়ন পাঁচালী নং-১৬৮
৬৭.	শ্রীকৃষ্ণরাম দাস	১২৪৩ সন	বৈষ্ণবামৃত গীতাতত্ত্বসার নং- ১৬৯
৬৮.	শ্রীযুগলকৃষ্ণ দেয়	১২৯৪ সাল	অথলঙ্কাকাণ্ড রামায়ণ নং- ১৭১
৬৯.	শ্রীভালনাথ দাস	অজ্ঞাত	উত্তরকাণ্ড রামায়ণ নং- ১৭২
৭০.	শ্রীরামমোহন	১২১০ সন	সত্যপীরের পাঁচালী নং - ১৭৫
৭১.	শ্রীশিবরাম	১৬৯৭ বঙ্গাব্দ	শ্রী রামচন্দ্রের স্বর্গারোহন- ১৭৭৭
৭২.	শ্রীরুদ্রদেব শর্ষন	১৭০৫ বঙ্গাব্দ	রামায়ণ- ১৮৩
৭৩.	শ্রীশিবচন্দ্র দেব শর্মন	১২২৫ ত্রিপুরাব্দ	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়- ১৮৪
৭৪.	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পাল	১২৪৫ সন	পদ্ম-পুরাণ নং - ১৮৬
৭৫.	কাশীরাম দে	অজ্ঞাত	শ্রীরামের ইতিহাস নং- ১৮৭
৭৬.	শ্রীজয়কৃষ্ণ দেব শর্ষন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নঙ - ১৯০
৭৭.	শ্রীতপস্বীরাম দত্ত	ঐ	লক্ষ্মীধরের বিবাহ নং- ১৯৩
৭৮.	শ্রীলোকমনি শীল দাস	১২০০ সন	শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্নারোহন নং - ১৯৬
৭৯.	শ্রীরামসিংহ	অজ্ঞাত	রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড) নং- ২০৩
৮০.	শ্রীগোবিন্দরাম দাস	১২০০ সন	লক্ষ্মীরপাঁচালী নং- ২০৩
৮১.	শ্রীশিবচন্দ্র দাস	১৭২৬ বঙ্গাব্দ	শ্রীরামের ইতিহাস নং - ২১০
৮২.	শ্রীবাসিরাম সিংহ	১২৫৩ সন	সত্যপীরের পাচালী নং - ২১১
৮৩.	শ্রীরঘুনাথ সিংহ	১২৪১ সন	সত্যপীরের পাঁচালী নং - ২১১
৮৪.	শ্রীইন্দ্র নারায়ন দেব শর্মন	অজ্ঞাত	শ্রীরামের ইতিহাস নং - ২১৬
৮৫.	শ্রীরামচন্দ্র দাস	১২৫৪ সন	শনিরপাঁচালী নং - ২২৫
৮৬.	শ্রীচন্দ্র মনি দাস	অজ্ঞাত	সত্যদেবের পাঁচালী নং - ২৩০
৮৭.	শ্রীরাম কেশব দাস	অজ্ঞাত	রামায়ণ নং - ২৩৪
৮৮.	শ্রীরামগতি মালদাস	অজ্ঞাত	প্রেমতরঙ্গিনী নং - ২৩৬
৮৯.	শ্রীনকড়ি দাস	১২১৮ সন	সত্যদেবপাঁচালী নং -২৪১
৯০.	শ্রীদেবীপ্রসাদ ধর	অজ্ঞাত	রামায়ণ নং - ২৪২
৯১.	শ্রীরামচন্দ্র নাহা	অজ্ঞাত	সত্যদেবের পাঁচালী নং - ২৪৩
৯২.	শ্রীদয়ারাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং - ২৪৪
৯৩.	শ্রীকেধর নাথ	১১৮৩ সন	শ্রীকৃষ্ণবিজয় নং- ২৪৯
৯৪.	শ্রীবৈদ্যনাথ দেব শর্ষন	১৭২৬ বঙ্গাব্দ	হরগৌরীসংবাদে-প্রেমতরঙ্গিণী নং - ২৫২
৯৫.	শ্রীরঘুনাথধর দাস	১২১৪ সন	সত্যনারায়নের পাঁচালী নং - ২৫৫
৯৬.	শ্রীশিবরাম দাস	অজ্ঞাত	লেখিকা মোহন নং - ২৫৭
৯৭.	শ্রীভিকন দাস	১১৯৩ সন	অজ্ঞাত নং - ২৫৮
৯৮.	শ্রীরামকমল দাস	১২৮০ সাল	প্রেমতরঙ্গিনী নং - ২৬৩
৯৯.	শ্রীরামকান্ত দেব শর্মন	অজ্ঞাত	জগন্নাথ মঙ্গল নং - ২৬৪
১০০.	শ্রীরামস্মরণ	১২৩২ সন	ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে কৃষ্ণ–অর্জুন সংবাদ
১০১.	শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত	১২৪১ সন	হরিবংশ নং ২৬৭
১০২.	শ্রীগোকুলচন্দ্র শর্মা	১২৮২ ত্রিপুরাব্দ	রাস বাগিনী প্রথম নং - ২৭৯
১০৩.	শ্রীউদরামদেয় দাস	১১৫৭ মঘি সন	সত্য পীরের পাচালী নং - ২৭৪
১০৪.	শ্রীউদরাম দেয় দাস	১১৫৭ মঘী সন	রাধাকৃষ্ণ অভিলাষ নং - ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

১০৫.	শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণ	১১৪৩ মঘীসন	রাধাকৃষ্ণ অভিলাষ নং- ২৭৯
১০৬.	শ্রীঅনন্তরামচন্দ্র দাস	১২৫৯ ত্রিপুরাব্দ	মহিরাবন বধ নং ২৮৫
১০৭.	শ্রীরঘুরাম দাস	অজ্ঞাত	ইন্দ্রজিৎ বধ পুস্তক নং - ২৮৬
১০৮.	শ্রীরামলোচন দাস	১২৬৩ ত্রিপুরাব্দ	মহিরাবন বধ নং - ২৮৭
১০৯.	শ্রীমনিদেয় দাস	১৭০৩ বঙ্গাব্দ	শ্রীরাম চন্দ্রাভিষেক নং - ২৮৯
১১০.	শ্রীচন্দ্রশেখর শর্ম্মন	১৭৬৪ শতাব্দ	বামায়ণ নং - ২৯০
১১১.	শ্রীসেখপরাণ	১২০৫ সন	অযোধ্যা-কাণ্ড নং - ২৯৩
১১২.	শ্রীরামদেব দে	১২৫৮ ত্রিপুরাব্দ	বিপুলা যুরনী নং- ২৯৪
১১৩.	শ্রীদাগন ধর	১২৬২ ত্রিপুরাব্দ	বিপুলা যুরনী নং- ৩০৬
১১৪.	শ্রীরামধন দেব শর্ম্মন	১২২৬ ত্রিপুরাব্দ	পদ্ম-পুরাণ নং - ৩০৬
১১৫.	হরিরামদেব শর্ম্মন, সীতারাম দেব শর্ম্মন	১১৯৩ সন	সত্যদেবের পুথি নং- ৩১১
১১৬.	শ্রীগোবিন্দ রাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং - ৩১৪
১১৭.	রাধাকান্ত দেত্ত	১২৫১ সন	অর্থ চম্পক গ্রন্থ নং- ৩১৭
১১৮.	শ্রীরামমোহন দাস	অজ্ঞাত	মনসামঙ্গল নং- ৩৩৪
১১৯.	শ্রীশোভারাম দাস	১১৮৭ সাল	রামায়ণ (আদি কাণ্ড) নং ৩৪৬
১২০.	শ্রীরামমানিক্য দেব	অজ্ঞাত	পদ্ম -পুরান নং - ৩৫২
১২১.	শ্রীনরোত্তমরুদ্র পাল দাস	১২৫৪	সুধন্বার স্তব নং ৩৫৯
১২২.	শ্রীরামকান্ত দাস	১২৩০ সন	পুষ্পদান গ্রন্থ নং- ৩৫৭
১২৩.	শ্রীহরেকৃষ্ণ ঠাকুর	১২৭২ সন	হরিবংশ নং - ৩৬১
১২৪.	শ্রীগঙ্গাদাস দেয়স্য	১২০৯ প্রগণাতি সাল	রাধাপরীক্ষা পুস্তক নং - ৩৬২
১২৫.	শ্রীমাধনানন্দ দে শর্ম্মন	১২১২ মঘী সন	তত্ত্ব নিরুপন নং ৩৬৫
১২৬.	শ্রীকৈলাশচন্দ্র দে মজুমদার	১২৯৫ সন	পদ্মাপুরাণ নং - ৩৬৯
১২৭.	শ্রীগনেশ দেত্ত	১২০৪ সন	রামায়ণ (বীর বাহাদুর বধ) - ৩৭৩
১২৮.	শ্রীপদ্মারাম আচার্য	১২০৪ সন	মৃগলুব্ধ নং- ৩৮৪
১২৯.	শ্রীপ্রতাপনারায়ন ঘোষ-দাস - ১২১১ সন	রামযুদ্ধ পুস্তক নং - ৩৮৫	বানযুদ্ধ পুস্তক নং - ৩৮৫
১৩০.	শ্রীজগন্নাথ দেব শর্মা	১২৯২ সন	শ্রীভারতের পাণ্ডববিজয় স্বর্ণরোহণ নং - ৩৮৯
১৩১.	শ্রীপুর্ণানন্দ যুগী	১২৫৫ সন	রামায়ণ (অশ্বকাণ্ড)– নং - ৩৯০
১৩২.	শ্রীকেবল কৃষ্ণ নাথ	অজ্ঞাত	বাল্মীকি পুরাণ স্বারোহণ নং- ৩৯১
১৩৩.	শ্রীআত্তারাম বাবাজী	১১৮৩ সন	চান্দ্রগ্রন্থ নং - ৪০১
১৩৪.	সুধারাম দেয় দাস	১১৯৯ সন	সত্যনারায়ন পাঁচালী নং - ৪০২
১৩৫.	শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস	১২৩০ সন ১৩ই আশ্বিন	অর্থসার প্রহস্থ নং - ৪০৩
১৩৬.	শ্রীরামলোচন দাস	অজ্ঞাত	নৈষদবিজয় নং ৪০৪
১৩৭.	শ্রীব্রজমোহন শর্মা	১২২২ সন	কলঙ্ক-ভঞ্জন নং - ৪০৫
১৩৮.	শ্রীঅভয় চরণ দাস, শ্রীরাম কানাই	১২৭৯ সন	পদ্ম-পুরাণ নং - ৪০৮
১৩৯.	দেবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত নং
১৪০.	শ্রীবিষ্ণুরাম চৌধুরী	১২০৪ সাল ২১ শে মাঘ	রামইতিহাস কথা নং ৪১৪
১৪১.	শ্রীরামদুলর্ভ সেন	১২০৪ সন	অজ্ঞাত নং - ৪১৫
১৪২.	শ্রীসুবলরাম, শ্রী কাশীনাথ দেব	অজ্ঞাত	রামায়ণ নং- ৪১৭
১৪৩.	শ্রীঘোসাল চন্দ্র দাস	১৭৩৬ বঙ্গাব্দ	শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত নং ৪২৫
১৪৪.	শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত ,শ্রী রাধাধন দত্ত	১২৩১ সন	রামায়ণ নং - ৪২৭
১৪৫	কিনু্য প্রামাণিক	১৩৩১ সাল	মক্কা গঠন কথা নং ৫৪৬
১৪৬.	শ্রীযুদিষ্টী সাহা	১২৩৪, ২৫ শে শ্রাবণ	আনন্দ লহরী - ৪৬৭
১৪৭.	শ্রীব্রজমোহন বৈরাগী	১২২৯ সন	লক্ষ্মীগোবিন্দের সংবাদ নং - ৪৬৮

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮.	শ্রীবিষ্ণুরাম দেব শর্মন	অজ্ঞাত	স্মৃতিকল্পদ্রুম নং - ৪৭৯
১৪৯.	শ্রীমহেশচন্দ্র রায়	১২৩৫ সন	মহাভারত নং - ৪৮২
১৫০.	শ্রীকৃষ্ণদাস	১১৮৬ সন ৯ই শ্রাবণ	পদ্ম-পুরাণ নং ৪৮৫
১৫১.	শ্রীমহাদেব দাস	১২০৬ সন	মঙ্গলচণ্ডিকার গীতি নং - ৪৮৮
১৫২.	শ্রীরামআচার্য	১২৫৪ মঘি সন ২৫ শে কার্তিক	শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্নারোহনণ- ৪৯৩
১৫৩.	শ্রীকুঞ্জবেহারী দাস	অজ্ঞাত	মহাভারত নং - ৪৯৬
১৫৪.	শ্রীরামলোচন দত্ত	১১৯৩ মঘী সন	অনোধ্যকাণ্ড নং - ৪৯৭
১৫৫.	শ্রীপরিকিশোর দাস	১২৪৪ সন ৭ই আশ্বিন	গোবিন্দমঙ্গল নং - ৫০৩

বিবিধ পুথি বাংলা একাডেমী [মুসলিম লিপিকর]

নং	লিপিকর	সন	পাণ্ডুলিপির নাম
১.	কাদের বকস্	অজ্ঞাত	পদ্মাবতী নং - ২/৯২
২.	আবদুস ছোবাহান	অজ্ঞাত	পদ্মাবতী নং ৪/৯৪
৩.	আবুল হোচন	অজ্ঞাত	পদ্মাবতী নং ৫/৯৫
৪.	নজির আহমদ	অজ্ঞাত	পদ্মাবতী নং ৬/৯৫
৫.	আসযুত আলি	অজ্ঞাত	সপ্ত পয়কর নং ১১/মপ ১
৬.	শেখ ফয়জুল্লা	অজ্ঞাত	সপ্তপয়কর নং ১১/ সপ ২
৭.	আব্দুল হামিদ	অজ্ঞাত	ঐ নং ১৫/ সমৃত
৮.	কছিউল্লা	১২১৮ মঘী সন	ঐ নং ১৫
৯.	আরমান আলি	অজ্ঞাত	ঐ নং ২৬/ সমু ৪
১০.	জিন্নাত আলি	অজ্ঞাত	সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল, মুক্তল হোসেন নং - ১৭
১১.	নোয়াজিস	অজ্ঞাত	সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল নং - ২৪
১২.	সানাউল্লা	১২৩২ মঘী সন	দাকায়েকুল হাকায়েক নং - ৩৬
১৩.	ছদর আলি	১২৪৬ সাল	ঐ নং ৩৭
১৪.	রহিমুন্নিছা	অজ্ঞাত	লায়লী মজনু নং - ৪৬
১৫.	গবফর আলী	১২৩৫ মঘী সন	লায়লী মজনু নং - ৫০
১৬.	মইজুল্লা	১২০৬ মঘী সন	নীতিশাস্ত্রের কথ রতিশাস্ত্র নং - ৫৪
১৭.	কাছিম আলী	অজ্ঞাত	মক্তুল হোসেন নং - ৬২
১৮.	রামমোহন	১১৭৫ মঘী সন	মক্তুল হোসেন নং - ৬৯
১৯.	মাছুক আলি	অজ্ঞাত	মক্তুল হোসেন নং - ৬৯
২০.	বছিউদ্দিন	১২১৭ মঘী সন	ওলেবকাওলী সপ্তপয়করের প্রথম অংশ
২১.	আমাজ আলী	অজ্ঞাত	কিফয়াতুল মুসল্লিন নং ৭৩
২২.	উজির আলী	অজ্ঞাত	ঐ নং ৭৪
২৩.	আব্দুল জব্বার	ঐ	নং - ৭৬
২৪.	উজির আলি	১৮৬৮ মঘী সন	ঐ - ৭৭
২৫.	নুরুল্লাহ খোন্দকার	১২৪৪ মঘী সন	ঐ নং - ৮০
২৬.	আছহাব উদ্দিন	১২৪৪ মঘী সন	নং - ৮০
২৭.	সপর আলী	১২১৮ মঘী সন	জ্ঞান সাগর নং -৮৬
২৮.	শের জামাল খাঁ	১২১৫ মঘী সন	জ্ঞান সাগর নং ৮৭
২৯.	আব্দুল আজিজ	অজ্ঞাত	সৃষ্টিপতন কেতাব নং - ৮৮
৩০.	নজীর আহাম্মদ	অজআত	জ্ঞান প্রদীপ নং -৯০
৩১.	মোশারফ আলি	১২৩১ মঘী সন	হাজার মাসায়েল নং - ৯৬
৩২.	আহামদ আলি	১২১৩ মঘী সন	বেদারুল গাফেলিন নং - ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৩.	শোকর আলী	১২৫৯ মঘী সন	জ্ঞান প্রদীপ নং - ১০০
৩৪.	মনু মিঞা	অজ্ঞাত	ইবলি নামা নং - ১০৩
৩৫.	খোন্দকার সুলতান	অজ্ঞাত	ঐ নং - ১০৫
৩৬.	ঘোসপ আলী	অজ্ঞাত	নবী বংশ নং - ১১০
৩৭.	আহম্মদ আলী	১২২৩ মঘী সন	রসুল চরিত্র নং ১১৩
৩৮.	এয়াকুব আলী	অজ্ঞাত	হানিফা নং - ১৪০
৪০.	আহছাস আলী	অজ্ঞাত	শরিয়তনামা নং - ১৭৪
৪১.	মুনসুর আলী	অজ্ঞাত	সয়ফুলমুলক নিজ্জামাল নং - ১৭৭
৪২.	আবদুর রহমান জামী	অজ্ঞাত	কিফায়েতুল মুসল্লিন নং - ১৯৭
৪৩.	ফয়জুর রহমান	অজ্ঞাত	কিফায়েতুল মুসল্লিন নং - ১৯৭
৪৭.	সৈয়দ আমির উদ্দিন- ১২৭১ সাল	চন্দ্রাবলী কন্যার	পুথি নং - ২১৫
৪৯.	তমিজ উদ্দিন	অজ্ঞাত	রসূল বিজয় নং- ২২৭
৫৩.	নওয়াজ আরী খাঁ	অজ্ঞাত	গাজীর পুথি - ২৫৫
৫৪.	শ্রীজেয়াবদ্দিন	১২৩০ মঘী সন	দাকায়েকুল হাকায়েক নং - ২৫৬
৫৫.	শ্রীঅজগর আলী শ্রী মুনসুর আলী	অজ্ঞাত	দাজ্জাল নামা নং ২৫৬
৫৬.	করিমুল্লা	১১৮৯ মঘী সন	যোজনমঞ্জিল এবং স্বপ্ননামা ২৫ নং
৫৭.	শ্রীআমানুল্লা সরকার	১২৮৮ সাল	মনসার ভাষাণ নং ২৮৪
৫৮.	শ্রীআমানুল্লা সরকার-	১২৮৮ সাল	মনাসর ভাষাণং ২৬৪
৬০.	শ্রীঅপর্নাচরণ মজুমদার	১২৫১ মঘী সন	সরোদয় নং - ২৬৭
৬১.	কেরমত আলী	অজ্ঞাত	সয়ফুলমুলুক বদিজ্জামাল নং ২৬৯
৬৩.	হীন দৌলত	অজ্ঞাত	শাহাবুদ্দীন হাকিম নং - ২৭৫
৬৪.	শ্রীশরিয়ত উল্ল্যা সরকার	১২৭১ সন	চন্দ্রাবলী নং ২৯৩
৬৫.	লষ্কর	অজ্ঞাত	রসুল বিজয় নং ২৯৭
৬৬.	শ্রীপা আছি	১২০৯ মঘী সন	কীলবনামা নং আলোক চিত্র - ১৭
৬৭.	শ্রীতুফান আলী মিয়াজি	১২১১ মঘী সন	তালিবনামা নং - ১৮
৬৮.	শ্রীআহাম্মদ আনিচ	১২১৪ সন	শহাদৌলতপীর কলিবনামা আ. চি. ২২
৬৯.	শ্রীযুত কাদি ছদ্ধার	১২০৪ মঘী সান	কায়দানী কিতাব
৭০.	আর হামুল্লা	১১৯৩ মঘী সন	মুসুনামা
৭১.	শ্রীফাজিল মাহাম্মদ	১১৩৮ মঘী সন	মুসানামা

বৌদ্ধ লিপিকর

১.	শ্রীকেয় পুরু	অজ্ঞাত	বুদ্দরঞ্জিকা
২.	জয় চান্দ বড়ুয়া	১২০৯ মঘী সন	মৃগলুদ্ধ নং ২৩৫
৩.	খংসু ঠাকুর	১২০৮ মঘী সন	নল দময়ন্তী নং ২৬৬
৪.	শ্রীক্ষেজচাং	১১০৭ মঘী সন	রামচন্দ্রের দশমুণ্ড

মহিলা লিপিকর

১.	আকলাতুন	অজ্ঞাত	মন্ত্রের পুথি নং ১৫৯
২.	তাপসী রাণী দত্ত	১১৯৫ বঙ্গাব্দ	লক্ষীর পাঁচালী
৩.	রহিমুন্নেচ্ছা	অজ্ঞাত	লাইলী মজনু

Dhaka University Institutional Repository

পুথি পরিচয় বাংলা একাডেমী - [হিন্দু লিপিকর]

১.	শ্রীকৃষ্ণবল্লভ শর্ম্মন	১৬২৫ বঙ্গাব্দ	চৈতন্যতত্ত্ব- প্রদীপ
২.	শ্রীবৈদ্যানাথ দত্ত	১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ	সত্যনারায়নের পাঁচালি নং - ২২৪
৩.	শ্রীরামধন শর্মা	অজ্ঞাত	কিফায়েতুল মুসল্লিন নং - ১৯৭
৪.	রামচন্দ্র চৌধুরী	১২১২ মঘী সন	একাদশীর পাঁচালী নং - ২০৫
৫.	শ্রীরাধামোহন দাস	অজ্ঞাত	পদ্ম-পুরান নং - ২১৪
৬.	শ্রীযুক্ত অন্নদারচন চৌধরী	অজ্ঞাত	বারমাসী নং - ১৭২
৭.	শ্রীগঙ্গধর আচার্য	১৭৮৩ মৃড়	মহাসুদার নং - ২৭০
৮.	শ্রীকালিদাস	১২১৩ মঘী সাল	অছিয়তনামা নং - ৩২ পুথি ৫৯
৯.	কানাই	১২১৩ মঘী সাল	অছিয়তনামা নং - ৩২ পুথি ৫৯
১০.	শ্রীকীলদাস নন্দী	অজ্ঞাত	ইমামচুরি নং - ২১ পুথি ১০০
১১.	ভীমদাস, জ্ঞানদাস	অজ্ঞাত	গোরঙ্গ বিজয় নং - ১০৮ পুথি ৩০৬
১২.	শ্রীডেমেন পট্টরি	অজ্ঞাত	গোরক্ষ বিজয় নং - ১০৮ পুথি ৩০৬
১৩.	শ্যাম দাস সেন	১২৬৭ মঘী গোরাঙ্গ বিজয়	নং - ১১৪ পুথি ৩১৫
১৪.	শ্রীকোনথা	১১৫৮ মঘী সন	রাগমালা নং - ৪১৩ পুথি ৫১২
১৫.	কাশীনাথ দে দাস	১১৮৫ মঘী সন	রাগমালা নং - ৪১৩ পুথি ৫১২
১৬.	শ্রীছত্র নারায়ন	১১৯০ মঘী সন	অজ্ঞাত নং - ৫০১ পুথি ৫৭৫
১৭.	শ্রীস্বরূপ দাস	১৭৫৫ সাল	ভাগবত নং - ২০৮
১৮.	রামদয়াল শর্ষন	১২৫২ সন	চিঠি নং - ৬২০৭
১৯.	রামদয়াল শর্ষন	১২৫২ সন	চিঠি নং - ৬২০৭
২০.	কায়াস্থ গয়াকর	১২০০ সন ১৪ই ভাদ্র	শ্রী দেবত্র পণ্ডিতকায়েন রত্নমালা
২১.	শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ শশর্নন	১৬২৫ বঙ্গাব্দ	চৈতন্যতত্ত্বাচীপ
২২.	শ্রীমল্লিক প্রামাণিক	১২৯০ মঘীসন	মৃগলুব্ধ নং - ২৩৫

[তথ্য সূত্র - ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি - ১৯৫৬ পৃ.]
[তথ্য সূত্র - ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত চৈতন্য তত্ত্বপ্রদীপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৮৫]
[তথ্য সূত্র - ড. শাহজাহান মিয়া কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকা ২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]
[তথ্য সূত্র - ড. শাহজাহান মিয়া প্রণীত - পাণ্ডুলিপির তীলকা ৬ ঢা. বি.]
[তথ্যসূত্র - কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত, বাংলা সাহিত্যর তথা ১ম খণ্ড পর্য. ৩৪. ৬শ.]
[তথ্য সূত্র - ড. আহমদ বারীক সম্পাদিত ব্রজমোহন দাস বিরচিত চৈতন্য তত্ত্ব প্রদীপ, সাহিত্য পত্রিকা ১৩৮৫ সাল পৃ. ৫]
মুসলিম লিপিকার
[তথ্য সূত্র - ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহাম্মদ আকিল বিরচিত মুসামামা বাংলা একাডেমী ০২- ৩৭- ৩৮]
২৩২. মুন্সী মচকুচ - ১২২৬ মঘীসন - রেজওয়্যান শাহ উপাখ্যান।
[তথ্য সূত্র - ড. আ. শ সম্পাদিত এর শা. উ. বাংলা একাডেমী পৃ. - ২]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো সম্পাদনা হচ্ছে না। অনেকেই এখানে না এসে আধুনিক যুগের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ প্রাচীন লিপিবিদ্যায় তারা অজ্ঞ। আর যাঁরা আছেন তাঁরা অনেকেই এখানে চোট খাচ্ছেন। আধো আধো বোল দিয়ে সম্পাদনার কাজ চালিযে যাচ্ছেন। এ অভাব আজকের নয়, প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ফলে অনেকেই সম্পাদনা করেছেন পূর্ব সম্পাদকের গৃহীত পাঠকে অবলম্বন করে। শুধু ভূমিকায় দু'চারটা লাইন পরিবর্তন করে নতুন সম্পাদক হয়েছেন। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিপিবিদ্যাবিশারদ নাই বললেই হয়। যার অভাব আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজসমূহে দেখতে পাচ্ছি। কোন সরকারী কলেজে লিপিবিদবিশারদ হিসেবে একজন শিক্ষক নেই। এই 'পদ' বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে শূন্য রয়েছে। যা দু-একজন আছেন তারা আধো আধো বোল দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে যাচ্ছেন। অপূর্ণতা পূরণের জন্য একটি নতুন বিভাগ চালু হওয়া উচিত। বর্তমান যাঁরা লিপিবিদ্যাবিশারদ আছেন তাঁদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

প্রাচীন লিপিবিদ্যাবিশারদ

নং	মুসলিম	নং	হিন্দু
১.	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ	১.	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
২.	ড. মুহম্মদ এনামুল হক	২.	ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৩.	অধাপক আলী আহমদ	৩.	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪.	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৪.	বসন্তরঞ্জন রায়
৫.	আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা	৫.	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬.	সৈয়দ আলী আহসান	৬.	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৭.	সুলতান আহম্মদ ভূইয়া	৭.	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৮.	ড.মযহারুল ইসলাম	৮.	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
৯.	আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া	৯.	ব্যোমকেশ মুস্তফী
১০.	ড. আহমদ শরীফ	১০.	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
১১.	ড. ময়হারুল ইসলাম	১১.	অক্ষয়কুমার
১২.	ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম	১২.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৩.	ড. মোহাম্মদ খন্দকার মোজাম্মিল	১৩.	ড. সুকুমার সেন
১৪.	ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	১৪.	ড. দীনেশচন্দ্র সেন
১৫.	অধ্যপক আবুল ফজল	১৫.	অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬.	মোঃ হাবিবুর রহমান খান	১৬.	ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭.	নুসরাত জাহান	১৭.	ড. আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
		১৮.	ড. সতীশচন্দ্র রায়
		১৯.	ড. ক্ষেত্রগুপ্ত
		২০.	ড. নীলরতন সেন
		২১.	জয়ন্ত গোস্বামী
		২২.	ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
		২৩.	ড. যুথিকা বসু ভৌমিক
		২৪.	ড. কল্পনা ভৌমিক

বিদেশী বাংলালিপিবিদ্যা বিশারদ (খ্রিস্টান)

নং			
১.	স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন		

প্রাচীন বাংলালিপিবিদ্যাবিশারদ (বর্তমান)

নং	মুসলিম	নং	হিন্দু
১.	ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম	১.	জয়ন্ত গোস্বামী
২.	ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	২.	ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৩.	আবুল ফজল	৩.	ড. যুথিকা বসু ভৌমিক
৪.	মোঃ হাবিবুর রহমান খান	৪.	ড. কল্পনা ভৌমিক
৫.	নুসরাত জাহান (ইটালীতে অবস্থান করছেন)		

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত বাংলা পাণ্ডুলিপির তালিকা :

সংখ্যা	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	জন্মস্থান	লিপিসাল	লিপিকর	অনুলিপি সাল
১.	ক্রমিক ৩২।। পুথি ৫৯ (খণ্ডিত) অছিয়ত নামা	সোলেমান	ভুলুয়া (নোয়াখালী)	১২১৩ মঘী সাল (১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ)	শ্রী কালিদাস নন্দী	২০০ বছর পূর্বের লেখা
২.	ক্রমিক ৫৭৬।। পুথি ৬৬৮ অজ্ঞাত (ধর্মীয় গ্রন্থ ও তফসির)	আইন উদ্দিন	চট্টগ্রাম	অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ	ইব্রাহীম	×
৩.	ক্রমিক ১।। পুথি ৬০৭ আমীর হামজা ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″ ইঞ্চি (ফারসী থেকে অনুদিত)	আব্দুল নবী	চট্টগ্রাম (ছিলিমপুর)	১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বের লেখা
৪.	ক্রমিক ২।। পুথি ৩৪২ আমীর হামজা ১৯ × ১২ আঙ্গুল (ফারসী থেকে অনুদিত)	আব্দুল নবী	চট্টগ্রাম (ছিলিমপুর)	অজ্ঞাত	আলিমদ্দিন	১২২১ মঘী সাল ২৮ কার্তিক রোজ রাবিবার
৫.	ক্রমিক ৩।। পুথি ৩৩৮ আমীর হামজা ২০ × ১২ আঙ্গুল (উর্দু থেকে অনুদিত)	ফকীর গরীবউল্লাহ	অজ্ঞাত	১৭৬০-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	আনুঃ ১০০ বছর পূর্বে
৬.	ক্রমিক ৪।। পুথি ১২৯ পৈর্জ্জ্যায় (সংস্কৃত থেকে অনুদিত)	নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে লেখা
৭.	ক্রমিক ১০।। পুথি ৭১১ আমীর হামজা ১৬ × ১৯ আঙ্গুল	সৈয়দ হামজা	হুগলী জেলার ভুরসুট -পরগণার উদনা গ্রাম	১৭৮৮-১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে লেখা
৮.	ক্রমিক ৫।। পুথি ৫১৮ পর্জা ১৮ × ১০ আঙ্গুল	ছা'দত আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কানাই	শতাধিক বছর পূর্বে লেখা
৯.	ক্রমিক ৬।। পুথি ৬২০ আবু সামার পুথি ১৮ × ১০ আঙ্গুল	অধম ফকীর বা ফকীর গরীবউল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	জয়নাল আবেদীন	১২৬২ সাল, ২৭ চৈত্র রোজ মঙ্গলবার
১০.	ক্রমিক ৭।। পুথি ৯৬ আলিবন্দ ১৪ × ১৮ আঙ্গুল	নজিব মোশাররফ	অজ্ঞাত	১২৪৭ সাল ফাল্গুন ১৮, রোজ এক প্রহর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১.	ক্রমিক ৮।। পুথি ৮৭ আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত (আরবী। হরফে বাংলা) ১১ × ৬ আঙ্গুল	মোহাম্মদ ফসিহ্	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	হাসেম-আলী	১২২২ মঘীসাল বা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬ আষাঢ়, ২৬ আষাঢ়, রোজ রবিবার, বেলা দেড়প্রহর (পুষ্পিকা আছে।)
১২.	ক্রমিক ৯।। পুথি ১৪৬ আগম (প্রথম ভাগ)	আলীরেজা ওরফে কানু-ফকির	চট্টগ্রামের ওশখাইন গ্রাম	১৫৭০-১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অর্বাচীন কালের লেখা
১৩.	ক্রমিক ১১।। পুথি ৩৫৮ আজব শাহ ছমন রোখ ২৪ × ১২ আঙ্গুল (ফারসী থেকে অনুবাদ করেন)	মুহম্মদ চুহর	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে অনু লিখিত
১৪.	ক্রমিক ৫৬৩।। পুথি ১৫১ আজগরের বারমাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫.	ক্রমিক ১২।। পুথি ১২৫ ইউসুফ জোলেখা ২৮ × ১০ আঙ্গুল	শাহ মোহাম্মদ সগীর	চট্টগ্রাম	১০৯৪ মঘী সাল বা ১৬৫৪ শকাব্দ	ফাজিল নাসির মোহাম্মদ	১৭৩২ খ্রিস্টাব্দ
১৬.	ক্রমিক ১৩।। পুথি ২২৬ সাইজ ইউসুফ জোলেখা ১৩ × ১০ আঙ্গুল	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	২০০ বছরের অধিক পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

১৭.	ক্রমিক ১৪।। পুথি ৩১৪ সাইজ ইউসুফ জোলেখা ১৭ × ১০ আঙ্গুল	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	১০০ বছরের অধিক পূর্বে অনুলিখিত
১৮.	ক্রমিক ১৫।। পুথি ৪১৬ সাইজ ইউসুফ জোলেখা ১৮ × ১০ আঙ্গুল (ফারসী থেকে অনুদিত)	আবদুল হাকিম	নোয়াখালী	১২১০ মঘী সাল	আকবর আলী চট্টগ্রাম জেলার পাটিয়া থানার ইসলামপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন	শতাধিক বছর পূর্বের লেখা
১৯.	ক্রমিক ১৬ পুথি ইউসুফ জোলেখা ৩০২।। সাইজ ১১ × ৭ আঙ্গুল	আবদুল হাকিম	নোয়াখালী জেলার সুধারাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ
২০.	ক্রমিক ২৪৯।। পুথি ৪০৯ আবদুল্লার হাজার সওয়াল	ব্রতিম আলম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৩৫ খ্রী.
২১.	ক্রমিক ৩৩৬ আমছেপারা মাহাত্ম্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৭২ খ্রী.
২২.	ক্রমিক ৫৬৩।। পুথি ১৫১ আজগরের বার মাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৪৩ খ্রী.
২৩.	ক্রমিক ১৭।। পুথি ৫৫৭ ইউসুফ জোলেখা সাইজ ১১" × ৬$\frac{১}{২}$"	ফকীর গরীবউল্লাহ	পশ্চিমবঙ্গ	১৭৬০-৮০ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী আছন আলী	১২১৯ হিজরী
২৪.	ক্রমিক ১৫।। পুথি ৬৫ সাইজ ইমাম চুরি ২২ পুথি ৬৬ সাইজ ৭$\frac{১}{২}$" × ৬"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শতাধিক বছরের অধিক পূর্বে লিখিত
২৫.	ক্রমিক ২১।। পুথি ১০০ ইমাম চুরি ক্রমিক ২২ পুথি ৬৬ সাইজ ৬$\frac{১}{২}$" × ৫"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী কালিদাস নন্দী	শতাধিক বছরের অধিক পূর্বে লিখিত
২৬.	ক্রমিক ২৩।। পুথি ইমাম চুরি ৩০০ সাইজ ৭" × ৫$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	সন ১১৮১ মঘী, তারিখ ১১ আগ্রাণ সমাপ্ত হয়	জাফর ছায়াদ	শতাধিক বছরের অধিক পূর্বে লিখিত
২৭.	ক্রমিক ২৬।। পুথি ইউনান দেশে পুথি ৪৬৬ সাইজ ১১$\frac{০}{২}$" × ৬$\frac{১}{২}$"	মুজাফফর	অজ্ঞাত	১১৯৮ মঘী সাল বা ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮.	ক্রমিক ২৭।। পুথি ৬৭ ইউনাল দেশের পুথি ১০$\frac{১}{২}$" × ৭"	ঐ	অজ্ঞাত	১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ বা ১১৮৫ মঘী সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৯.	ক্রমিক ২৮।। পুথি ৪৭৪ ইউ. দেশের পুথি সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৭"	ঐ	ঐ	১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ বা ১১৮৭ মঘী সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩০.	ক্রমিক ৩১/৩২ পুথি ৫৮ ইব্রিছনামা সাইজ ১১" × ৬$\frac{১}{২}$"	নোনা গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ বা ১২১৩ মঘীসাল
৩১.	ক্রমিক ৩৩।। পুথি ৬৭৮ ইব্লিস নামা মতান্তরে কিয়ামত নামা সাইজ ১১" × ৬"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১। ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত– পুথি-পরিচিতি–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

৩২.	ক্রমিক ৩৪।। পুথি ৬৫২ ইব্লিস নামা সাইজ ১৯" × ৬"	নানা গাজী	ঐ	ঐ	ঐ	শতাধিক বছরের অধিক অনুলিখিত
৩৩.	ক্রমিক ৩৪।। পুথি ৬৬৬ ইব্লিস নামা সাইজ ৯" × ৭"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আচমত –উল্লা মিয়াজী	১২১৮ মঘী সাল
৩৪.	ক্রমিক ৩৬।। পুথি ২৬৯ ইব্লিস নামা সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৬"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানার চক্রশালা গ্রামের অধীবাসী ছিলেন।	ষোড়শ শতক	অজ্ঞাত	১৮০০ খ্রিস্টাব্দ
৩৫.	ক্রমিক ১৯০।। পুথি ৩৮৬ ইব্লিসের কিসসা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৬.	ক্রমিক ৪৯৩।। পুথি ৬১২ ইউনান দেশের পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৭.	ক্রমিক ৩৮।। পুথি ৮৯ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৬$\frac{১}{২}$"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রামের অধীবাসী	১৫৮৪-৮৬ খ্রিস্টাব্দ গ্রহশত বস যুগে অব্দ টাঙ্গাইল	* দেবান আলী	১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ বা ১২০১ মঘী সন
৩৮.	ক্রমিক ৩৯।। পুথি ২০০ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৭"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৩৯.	ক্রমিক ৪০।। পুথি ১৩৪ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৬"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রামের অধীবাসী	ঐ	অজ্ঞাত	১০০ বছরের পূর্বে লেখা
৪০.	ক্রমিক ৪১।। পুথি ১৩৮ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৭"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	ঐ	কালীদাস নন্দী	১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ (পুষ্পিকা লিপিকার অনুলিপির সন দিয়েছে)
৪১.	ক্রমিক ৪৩।। পুথি ১৯৯ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ৮" × ৬$\frac{১}{২}$"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শতাধিক বছরের প্রাচীন
৪২.	ক্রমিক ৪১।। পুথি ১৬৬ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১১" × ৭"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১১ মঘী বা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ
৪৩.	ক্রমিক ৪৪।। পুথি ১২১১ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৬"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬৫ বছরের পূর্বে অনুলিখিত
৪৪.	ক্রমিক ৪৫।। পুথি ১১২ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৬$\frac{১}{২}$"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২০০ বছরের পূর্বের অনুলিখিত

২। পুষ্পিকা পৃ. ৪৬, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫.	ক্রমিক ৪৬।। পুথি ৬৩১ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৭"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	অজ্ঞাত	শ্রী মোহাম্মদ সাহি নৈস্য	১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ অনুলিখিত
৪৬.	ক্রমিক ৪৭।। পুথি ৬৩১ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৬"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	অজ্ঞাত	হীন আবদুল্লাহ	১২০ বছর পূর্বের অনুলিখিত
৪৭.	ক্রমিক ৪৮।। পুথি ৪৮০ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ৭" × ৫$\frac{১}{২}$"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	অজ্ঞাত	ফয়জুল্লাহ	১৪০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৮.	ক্রমিক ৪৯।। পুথি ৪৮০ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ৭" × ৫$\frac{১}{২}$" পুথি	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
৪৯.	ক্রমিক ৫০।। পুথি ৫৭৯ওফাত-ই-রসুল সাইজ ৭" × ৫$\frac{১}{২}$"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫০.	ক্রমিক ৫১।। পুথি ৩৬৩ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১৭" × ৭"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫১.	ক্রমিক ৫২।। পুথি ৪৭৮ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১৫" × ৫"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৬১ মঘী তারিখ ১৯ আগস্ট রোজ সোমবার এক প্রহর উদনে সমাপ্ত পুষ্পিকা
৫২.	ক্রমিক ৫।। পুথি ৭০৮ ওফাত-ই-রসুল সাইজ ১৫" × ৬"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম জেলার পাঠিয়া থানা চক্রশালা গ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৩.	ক্রমিক ৩৭।। পুথি ৩৫০ এলমাছ বাদশার পুথি সাইজ ৭" × ৫$\frac{১}{২}$" (ফার সী থেকে অনুদিত)	হায়দার আহমদ বা হাদর আহামদ	চট্টগ্রাম	এআর আলী	অজ্ঞাত	১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ বা ১১০৪ মঘী সন
৫৪.	ক্রমিক ৬৭।। পুথি ৫৫০ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ৭" × ৫$\frac{১}{২}$"	শেখ মুতালিব	সীতাকুণ্ড	মুহম্মদ ইউসুফ	অজ্ঞাত	১১৮০ মঘী সন
৫৫.	ক্রমিক ৫৪।। পুথি ৫৫০ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ৭" × ৫ $\frac{১}{২}$" (আরবী হতে অনুদিত)	শেখ মুতালিব	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড	অজ্ঞাত	১০৪৮ হিজরী বা ১৬৩৮-৩০ খ্রিস্টাব্দ	প্রায় ২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬.	ক্রমিক ৫৫।। পুথি ৪৯৮ কিফায়তুল মুসল্লিন খন্ডিত সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৬$\frac{১}{২}$"	শেখ মুতালিব	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড নিবাসী ছিলেন।	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী কালিদাস নন্দি লেখিতং শ্রী কালিদাস পীং মধুরাস সন্দি মিত সাং ধলঘাট। ইতি সন ১২১৮ মাঘী তাং ২২-য়াসীন।

N.B.: প্রক্ষেপ শেষের ৯ পৃষ্ঠায় কোরআনের ত্রিশ হরফের কথা আছে। পুথি নং ১৭৬ এ কোন হরফ কোরআনে কয়বার ব্যবহৃত হয়েছে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

৫৭.	ক্রমিক ২৫০।। পুথি ৩১০ ওয়াত-ই-রসুল	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম, পটিয়া, চক্রাশালা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৮.	ক্রমিক ৪৮৯।। পুথি ২৯৯ ওয়াত-ই-রসুল খণ্ডিত	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম, পটিয়া, চক্রাশালা	অজ্ঞাত	তোনা আলি হেনস্যা	১৬৮২ হিজরী বা ১১২৩ মঘী সন বা ১৭৬১ খ্রী.
৫৯.	ক্রমিক ৫৫০।। পুথি ৪১৫ ওয়াত-ই-রসুল খণ্ডিত	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম, পটিয়া, চক্রাশালা	অজ্ঞাত	আকবর আলী পণ্ডীত	অজ্ঞাত
৬০.	ক্রমিক ৫৬।। পুথি ১৬৯কিফায়তুল মুসল্লিন খন্ডিত সাইজ ৯" × ৭"	শেখ মুতালিব	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড নিবাসী ছিলেন।	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১.	ক্রমিক ৫৭।। পুথি ১১৭ কিফায়তুল মুসল্লিন সাইজ ১৬" × ৫$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২.	ক্রমিক ৫৮।। পুথি ১৭৯ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৮" (উর্দূ থেকে অনুদিত)	শেখ মুতালিব	সীতাকুণ্ড	অজ্ঞাত	ফয়জুল্লাহ	১১৭২ মাঘী সন বা ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ পূর্বের চক্রসালা
৬৩.	ক্রমিক ৫৯।। পুথি ৫১৩ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$" × ৭"	শেখ মুতালিব	ঐ	মজরউল্লা মিয়াজী	অজ্ঞাত	১২১৫ সাল
৬৪.	ক্রমিক ৬০।। পুথি ১৭১ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ১২" × ৭"	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯১ মঘী সন বা ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ
৬৫.	ক্রমিক ৬১।। পুথি ১৭১ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$" × ৭"	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ
৬৬.	ক্রমিক ৬২।। পুথি ৪৬ কিফায়তুল মুসল্লিন সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৬"	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শতেক বছর পূর্বে অনুলিখিত
৬৭.	ক্রমিক ৬৩।। পুথি ৫১০ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ১১" × ৭"	শেখ মুতালিব	সীতাকুণ্ড	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	দুইশত বিশ বছরের পূর্বে অনুলিখিত
৬৮.	ক্রমিক ৬৪।। পুথি ৬৩৯কিফায়তুল মুসল্লিন খণ্ডিত সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৮"	ঐ	সীতাকুণ্ড	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্রায় শত বছরের পূর্বে অনুলিখিত
৬৯.	ক্রমিক ৬৫।। পুথি ৬৬০ কিফায়তুল মুসল্লিন খণ্ডিত সাইজ ৩$\frac{১}{২}$" × ৬$\frac{১}{২}$"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭০-৮০ বছরের পূর্বে অনুলিখিত
৭০.	ক্রমিক ৬৬।। পুথি ১৭০ কিফায়তুল মুসল্লিন সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৬$\frac{১}{২}$"	ঐ	ঐ	ঐ	কালিদাস নন্দী	১১৯৪ মাঘী সাল বা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ
৭১.	ক্রমিক ৭৩।। পুথি ১৭৫ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) ১১$\frac{১}{২}$" × ৭"	ঐ	ঐ	ঐ (পুষ্পিকা আছে (পৃ. ৭৬)	শ্রী আছদ আলী	ঐ

৩। পুষ্পিকা পৃ. ৪৬, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি-পরিচিতি, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ সাল।

৭২.	ক্রমিক ৭৪।। পুথি ১৭৬ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) ৬" × ৯"	ঐ		(পুষ্পিকা আছে (পৃ. ৭৬)	ফতে মুহম্মদ	১১৭৩ মঘী সাল বা ১৮১২ খ্রী.
৭৩.	ক্রমিক ৬৯।। পুথি ৫৭৮ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) ১১" × ৬"	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	পুষ্পিকা আছে (পৃ. ৭১)	শ্রী মজরল্লা	১২২৪ মঘি সন
৭৪.	ক্রমিক ৭০।। পুথি ৫০২ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) ১২" × ৮"	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মৌলভী রহমতুল্লা	১২৮৯ বঙ্গাব্দ
৭৫.	ক্রমিক ৬৭।। পুথি ১৭৫-৭৬ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) ১১" × ৭"	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	পুষ্পিকা আছে (পৃ. ৬৮)	মুহম্মদ ইউসুফ	১১৮০ মঘী সন
৭৬.	ক্রমিক ৭১।। পুথি ৫০২ কিফায়তুল মুসল্লিন খণ্ডিত সাইজ $11\frac{1}{2}$" × $7\frac{1}{2}$"	শেখ মুতালিব	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৭.	ক্রমিক ৭২।। পুথি ৬২৫ কিফায়তুল মুসল্লিন সাইজ ১১" × ৬"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮.	ক্রমিক ৭৩।। পুথি ১৭৫ কিফায়তুল মুসল্লিন সাইজ $11\frac{1}{2}$" × ৭"	শেখ মুতালিব	সীতাকুণ্ড	অজ্ঞাত	শ্রী আহদ আলী	ঐ
৭৯.	ক্রমিক ৭৪।। পুথি ১৭৬ কিফায়তুল মুসল্লিন সাইজ ৬" × ৯"	ঐ	ঐ	পুষ্পিকা আছে পৃ-৭১	ফতে মুহম্মদ	১১৭৩ মাঘী সাল বা ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ
৮০.	ক্রমিক ৭৫।। পুথি ১২৫	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৪০ বছর পূবে অনুলিখিত
৮১.	ক্রমিক ৭৬।। পুথি ৬৭১ কিফায়তুল মুসল্লিন (খণ্ডিত) সাইজ ১১" × ৬"	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৮২.	ক্রমিক ৫৮০।। পুথি ১৭৫ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১" × ৭"	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	আসদ আলী	অজ্ঞাত
৮৩.	ক্রমিক ৪২।। পুথি ১১২ কিফায়তুল মুসল্লিন (খণ্ডিত) সাইজ $11\frac{1}{2}$" × ৭"	ঐ	ঐ	পুষ্পিকা আছে পৃ-৮১	শ্রী আচমত আলী	১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ বা ১২০৪ মঘী সাল
৮৪.	ক্রমিক ১৯৪।। পুথি ১৮৬ কায়দানি কেতাব	শেখ মুতালিব	ঐ	অজ্ঞাত	ছদর কাজী (পৃ-২১৫)	অজ্ঞাত
৮৫.	ক্রমিক ৯৯।। পুথি ৫১৯ গরকির বচন সাইজ ৮" × ৬"	ওয়াজুদ্দিন চৌধুরী	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ বা ১২৩৮ মঘী সন রীতিতে রচনাকাল দেয়া আছে। (পৃ-১১৭)
৮৬.	ক্রমিক ১০৬।। পুথি ৫৭৩ গদা মল্লিকার পুথি সাইজ ১৭" × $3\frac{2}{3}$"	শেখ সাদী	ত্রিপুরা জেলা	১৭১১ খ্রিস্টাব্দ বা ১১২২ ত্রিপরাব্দ। (পৃ-১২৬)	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বের লিখিত
৮৭.	ক্রমিক ১০৩।। পুথি ৫৮৪ গানের পুথি সাইজ ১০" × ৬"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নজীর উল্লা	১২২৩ মঘী সন বা ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ

দোকর : একই লেখার দু'বার লেখাকে দোকর বলা হয়। অত্র পাণ্ডুলিপির লিপিকর ৭২-৯৭ পর্যন্ত লেখা দুইবার লিখেছেন। যার ফলে এই পাণ্ডুলিপিকে দোকর বলা হয়।

৪। দোকর পৃ. ৬৬ ড. আহমদ শহীদ সম্পাদিত পুথি-পরিচিতি বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬ সাল।

৮৮.	ক্রমিক ১০৪ ।। পুথি ৫৮৫ গানের পুথি সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মাহাছুম আলী	১২২৫ মঘী সন বা ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
৮৯.	ক্রমিক ৮২ ।। পুথি ১১২ কায়দানি কেতাব ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	শেখ মুত্তালিব	চট্টগ্রাম, ইলশাহ্	পুষ্পিকা আছে ৮১	আচমত আলী	১২০৪ মঘী সন
৯০.	ক্রমিক ১০০ ।। পুথি ৪১৮ গানের পুথি সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	নওয়াজিস খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৯১.	ক্রমিক ১০১ ।। পুথি ৪১৯গীতাঞ্জলী (খন্ডিত) সাইজ ৬″ × ৯″	নওয়াজিস খাঁ	চট্টগ্রাম	১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ লিখিত	আকবর	১২৩৮ মঘী সন
৯২.	ক্রমিক ১০২ ।। পুথি ৪২০ গীতাঞ্জলী (খন্ডিত) সাইজ ৮″ × ৬″	নওয়াজিস খান	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৯৩.	ক্রমিক ১০৭ ।। পুথি ৩০৬ গোরক্ষ বিজয় সাইজ ১৬″ × ৬″ (খণ্ডিত)	শেখ ফয়জুল্লাহ	রাঢ়ের অধিবাসী	ষোড়শ শতকের কবি	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৯৪.	ক্রমিক ১০৮ ।। পুথি ৩০৬ গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	ষোড়শ শতকের কবি	অজ্ঞাত	২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৯৫.	ক্রমিক ১০৯ ।। পুথি ৩১৭ গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৬″	ঐ	ঐ	* অজ্ঞাত	ভীমদাস ,জ্ঞান দাস	২৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৯৬.	ক্রমিক ১১০ ।। পুথি ৩১৬ গোরক্ষ বিজয়(সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	শ্রী দেবেন পাট্টরি	১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ
৯৭.	ক্রমিক ১১১ ।। পুথি ৫৪৪ গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮১ মঘী সন বা ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৯৮.	ক্রমিক ১১২ ।। পুথি ৩০৪ গোরজ বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৫$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্রায় ২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৯৯.	ক্রমিক ৪১০ ।। পুথি ১৬২ গীতাবলী	আকবর আলী মনসুর আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০০.	ক্রমিক ১১৩ ।। পুথি ৩০৫ গোরজ বিজয় সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১০১.	ক্রমিক ১১৪ ।। পুথি ৩১৫ গোরজ বিজয় সাইজ ১৪″ × ৪″	ঐ	ঐ	ষোড়শ শতক	শ্যাম দাস সেন	১২৬৭ মঘী সন বা ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ
১০২.	ক্রমিক ১১৫ ।। পুথি ৬০২-৩ গোরজ বিজয়(খণ্ডিত) সাইজ ৮″ × ৬$\frac{১}{২}$″	দয়াল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	সাজুদ্দিন গরিব মিচকিন	১২২৩ মঘী সন বা ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩.	ক্রমিক ১০৫।। পুথি ৬৭৭ গুলিস্তাঁর অনুবাদ (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬ ১/২″	আবদুস ছাদাম	চট্টগ্রাম সুলুক শহর	অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে লিখিত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১০৪.	ক্রমিক ৫৮৫।। গুল সুনুবরের উপখ্যান	মোহাম্মদ আকবর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৫.	ক্রমিক ৯৭।। পুথি ৪১৭ গুলে বকাউলী (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ মুকীম	চট্টগ্রাম	১৭৭০-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২১৮ মঘী সন বা ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ
১০৬.	ক্রমিক ৯৮।। পুথি ৪২৭ গুলে বকাউলী সাইজ ১৪″ × ৬″	মোহাম্মদ নওয়াজিস খান	চট্টগ্রাম সুখছড়ি গ্রাম	১০০০-১১২৭ মঘী সনের মধ্যে লিখিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭.	গুলে বকাউলী (কয়েকটি গান)	এরাদৎ হোসেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮.	চারি মোকামের ভেদ	আবদুল হাকিম	নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯.	ক্রমিক ১২০।। পুথি ১২২ ছায়াৎ নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৫ ১/২″	মুজাম্মিল	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১১০.	ক্রমিক ১২৩।। পুথি ৭০৩ ছায়েদ কুমারের পুথি (খণ্ডিত) সাইজ ৯ ১/২″ × ৬″	উজীর আলী মুন্সী	চট্টগ্রাম	উনবিংশ শতাব্দী	অজ্ঞাত	৮০ বা ৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১১১.	ক্রমিক ১২৪-১২৫।। পুথি ৩-৪ সাইজ ছখিনার বিলাপ ১৬″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ওয়াজদ্দিন	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১১২.	ক্রমিক ১২৭।। পুথি ৮১(খণ্ডিত) সাইজ ১৯১″ × ৭″	কাজী বদিউদ্দিন	ছিফাৎ-ই-ইমান চরসুড	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০২ মঘী বা ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ
১১৩.	ক্রমিক ১২৮।। পুথি ১৭ ছিফৎ-ই-ইমান (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	কাজী বদিউদ্দিন	হালিশহর বা খিতাবচর	অজ্ঞাত	আবদুল নবী	৮০৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১১৪.	ক্রমিক ১২২।। পুথি ৪০৫ ছিফাৎ নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬ ১/২″	নুরুল্লাহ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১১৫.	ক্রমিক ১২৬।। পুথি ৪০৪ (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আজমত উল্লাহ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৪০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১১৬.	ছনবরের কেচ্ছা (খণ্ডিত) ৯″ × ৫″	মোহাম্মদ আকবর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭.	ছামউন নবীর কেচ্ছা	শেখ শেরবাজ চৌধুরী	রোসা	অজ্ঞাত	শ্রী ফাজিল নাছির মোহাম্মদ	১১৯৭ মঘী সন
১১৮.	ক্রমিক ১২৯-৩০।। পুথি ১৩০-৩১ জহর মহরা	মোহাম্মদ সুলতান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই	১২৪৫ মঘী সন বা ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ
১১৯.	ক্রমিক ১৩১।। পুথি ৫৫৮ জহর মহরা (খণ্ডিত) সাইজ ৭″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	৯০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১২০.	ক্রমিক ১২০।। পুথি ১২২ ছাহাৎনামা (খণ্ডিত) ১০″ × ৭″	মুজাম্মিল	শ্রীপুরা, বঞ্জাব্যজ	(পুষ্পিকা আছে ১৪৬)	হিন্য বকলমিস শ্রীরোসন মিয়াজি ওলদে মাহাতাব সরদ্ধার মতুপা	১২৬২ মঘী সন

Dhaka University Institutional Repository

১২১.	ক্রমিক ১২০।। পুথি ১২২ ছাহাৎনাম (খণ্ডিত) সাইজ ১০"× ৭	মুজাম্মিল	অজ্ঞাত	১৬ শতাব্দীর	অজ্ঞাত	২৫০ বছর পূর্বে হস্তলিখিত
১২১.	ক্রমিক ১৩২।। পুথি ৫৮৯ জহর সহরা(খণ্ডিত) সাইজ ৭"×৬"	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
১২২.	ক্রমিক ১৩২।। পুথি ৫৮৯ জহর সহরা (খণ্ডিত) সাইজ ৭"×৬"	মোহাম্মদ এয়াকুব	ছোট পেতেরৎ চব্বিশ পরগনা	১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১২৩.	ক্রমিক ১৫১।। পুথি ৬৪১ জয়কুম রাজার লড়াই(খন্ডিত) সাইজ ১০"×৬"	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১২৪.	ক্রমিক ১৫৭।। পুথি ৬৫৫ জগদীশ্বর স্তোত্র (সম্পূর্ণ) সাইজ ৯"×৭"	মোহাম্মদ জিন্নত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫.	ক্রমিক ৪০৯।। পুথি ১৬১ জহর মহরা	মোহাম্মদ সুলতান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ বা ১২১৬ সন মঘী
১২৬.	ক্রমিক ৪৮১।। পুথি ৩৪৮ জৈগুনের পুথি	সারিবিদ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৭.	ক্রমিক ১৪৭।। পুথি ১৩৫ জৈগুনের পুথি(খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$"×৭"	সৈয়দ হামজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শতেক বছরের পূর্বে অনুলিখিত
১২৮.	ক্রমিক ১৪৮।। পুথি ৩৪১ জৈগুনের পুথি (খন্ডিত) সাইজ ৮$\frac{১}{২}$"×৬"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৪০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১২৯.	ক্রমিক ১৫০।। পুথি ৪২২ জোরওয়ার সিং কীর্তি (খন্ডিত) সাইজ ৮$\frac{১}{২}$"×৫$\frac{১}{২}$"	নওয়াজিস খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৩০.	ক্রমিক ১৩২।। পুথি ৫৮৯ জহর মহরা ৭"×৬"	মোহাম্মদ সুলতান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১.	ক্রমিক ।। পুথি জহরনামা-	মোহাম্মদ সুলতান রহমান	অজ্ঞাত	পুষ্পিকা আছে	শ্রী বলিলু	অজ্ঞাত
১৩১.	ক্রমিক ৩৭৮।। পুথি ৫১৬ জয়নরে বিলাপ (খণ্ডিত) সাইজ ১১"×৪"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৩২.	ক্রমিক ১৩৪।। পুথি ১৮০ জেবলমূলক সামারোখ (খন্ডিত) সাইজ ৯"×৫"	সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৩৩.	ক্রমিক ১৩৫।। পুথি ৫৬৬ জেবলমূলক সামারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$"×৬"	সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ছপদর আলি	প্রায় ১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৩৪.	ক্রমিক ১৩৬।। পুথি ১২৬ জেবলমূলক সামারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১১"×৬০"	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৫.	ক্রমিক ১৬৭।। পুথি ১২৬ জেবলমূলক সামারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১১"×৬"	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৬.	ক্রমিক ১৩৮।। পুথি ৫০৮ জেবলমূলক সামারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১১"×৭"	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ

বি. দ্র. মূল পাণ্ডুলিপিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী পুথিশালায় সংরক্ষিত।

১৩৭.	ক্রমিক ১৩৯।। পুথি ৫৭২ জেবলমূলক সামারোখ সাইজ ১০১/২″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৮.	ক্রমিক ১৪১।। পুথি ৪৮ সাইজ ১৯″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৯.	ক্রমিক ১৪২।। পুথি ৫১৮ জেবলমূলক সামারোখ সাইজ ১৪″ × ৮″	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ
১৪০.	ক্রমিক ৫৮।। পুথি ৫৬৬ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (খন্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪১.	ক্রমিক ১৬০।। পুথি ৬৩৭ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪২.	ক্রমিক ১৬১।। পুথি ৬৩০ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (খন্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪৩.	ক্রমিক ১৬২।। পুথি ৫৭৩ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	অজ্ঞাত	১২০১ মঘী সন বা ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ
১৪৪.	ক্রমিক ১৬৩।। পুথি ৪৯৭ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬১/২″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	কালিদাস নন্দী	১৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪৫.	ক্রমিক ১৬৪।। পুথি ৫৪ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (খন্ডিত) সাইজ ১১১/২″ × ৬″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	কালিদাস নন্দী	১৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪৬.	ক্রমিক ১৬৫।। পুথি ১১৯ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪৭.	ক্রমিক ১৬৬।। পুথি ১১৮ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	নিয়ামত আলী	৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪৮.	ক্রমিক ১১৭।। পুথি ৫৬৩ গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) ৭″ × ৫১/২″	ফয়জুল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৪৯.	ক্রমিক ১২৪।। পুথি ৩ ছখিনা বিলাপ (খণ্ডিত) ৯″ × ৫১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অষ্টাদশ শতক (পুষ্পিকা আছে)	ওয়াজউদ্দিন পীছরে আফতাবদ্দিন খোন্দকার	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৫০.	ক্রমিক ১৬৭।। পুথি ৫২৪ তমিম গোলান চতুন্নছিনাল (খন্ডিত) সাইজ ১১১/২″ × ৬১/২″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	অজ্ঞাত	১২০৩ মঘী সন বা ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ
১৫১.	ক্রমিক ১৬৮।। পুথি ৩৬৮ (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ আলী রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ	অজ্ঞাত	প্রায় ১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৫২.	ক্রমিক ১৭৩।। পুথি ৬৩৫ তন্বিয়তন্নেছা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮″ × ৬১/২″	মালে মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩.	ক্রমিক ৮৬৬।। পুথি ২৩৫ তালনামা	চম্পাগাজী, বকশা গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪.	ত্রানপথ	মুহম্মদ হামিদুল্লাহ খাঁন	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	মির আহাম্মদ আলি	১২৭৭ সাল পুষ্পিকা আছে
১৫৫.	ক্রমিক ১৭৭।। পুথি ৭০০ তাসতাগাই বচন সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (বি. দ্র. বৈদিক চিকিৎসা শাস্ত্র)	অজ্ঞাত	শতাধিক বছরের পূর্বে অনুলিখিত
১৫৬.	ক্রমিক ১৭৮।। পুথি ৪৪৮ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৪″	শ্রীমাহাম্মদ কারকন	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৫৭.	ক্রমিক ১৭০।। পুথি ৪৪৮ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	ফাজিল নাসির মুহম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৫৮.	ক্রমিক ১৮০।। পুথি ১৮০ তালনাম (খন্ডিত) সাইজ ১৩″ × ৮″	দানিশ কাজি ও মোহাম্মদ আজিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৯.	ক্রমিক ১৮১।। পুথি ৪৭২ তালনাম (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	জীবন আলী ও ভবানন্দ তনু	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	মাল্লব দেব	শতাধিক বছরের পূর্বে অনুলিখিত
১৬০.	ক্রমিক ১৮২।। পুথি ৬৫ তালনাম (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	বকসা আলী ও দানিশ কাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ মঘী সন বা ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ পূর্বে অনুলিখিত
১৬১.	ক্রমিক ১৮৩।। পুথি ৩৫১ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ বকসা রামতনু পঞ্চানন, রাম গোপাল	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৬২.	ক্রমিক ১৮৪।। পুথি ৪৫২ তালনাম সাইজ ৭″ × ৫″	ফাজিল নাসির মুহাম্মদ	চট্টগ্রাম	১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী মাহাং আকবর	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৬৩.	ক্রমিক ৪৬৬।। পুথি ২৩৫ (খণ্ডিত) তালনামা	চম্পাগাজী ও বকসা রজব আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪.	ক্রমিক ১৭১।। পুথি ৬৯৪ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	শেখ চান্দ	কোদালা কারগনার ডুকগ্রাম	১৬/১৭ শতকে	শ্রী পাঅছি	১২০৯ মঘী সন
১৬৫.	ক্রমিক ১৭২।। পুথি ৬৩৪ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	শেখ চান্দ	ঐ	১৬/১৭ শতকে [বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে।]	শ্রী হিন তুছান, আলি মিঅাজী	১২১১ মঘী সন বা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে অনুলিখিত
১৬৬.	ক্রমিক ১৭০।। পুথি ৩৮৯ তুতিনামা সাইজ ১২″ × ৬″	মোহাম্মদ নকি	চট্টগ্রাম	১৬৭৫-১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	শতাধিক বছরের পূর্বে অনুলিখিত
১৬৭.	ক্রমিক ১৬৯।। পুথি ২৮৭ তোতি ময়না (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৬″	সলিম উদ্দীন	চট্টগ্রাম	উনিশ শতকের শেষার্ধে	অজ্ঞাত	৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৬৮.	ক্রমিক ১৮৫।। পুথি ৬৫৯ তোহফা (খণ্ডিত) সাইজ ৮″ × ৬″	আলাউল	চট্টগ্রাম	সপ্তদশ শতক	অজ্ঞাত	৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

পুষ্পিকা-পৃ. ৩১০ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি-পরিচিতি বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯.	ক্রমিক ১৮৬।। পুথি ৬৪৪তোহফা (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৬″	ঐ	চট্টগ্রাম	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ বা ১০৭৩ হিজরী	ভোলাগাজি দরজী	১১৭২ মঘী সন বা ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে অনুলিখিত
১৭০.	ক্রমিক ১৮৭।। পুথি ৬৪৩ তোহফা (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	ঐ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	সৈয়দ ওয়াশীল	শতাধিক বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭১.	ক্রমিক ১৮৮।। পুথি ১৮২ দাকায়েকুল হাকায়েক (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭২.	ক্রমিক ১৮৯।। পুথি ৩৮৬ দাকায়েকুল হাকায়েক সাইজ ১১ ১/২″ × ৬ ১/২″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	শতাধিক বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭৩.	ক্রমিক ১৮৯।। পুথি ৩৮৬ দাকায়েকুল হাকায়েক সাইজ ১১ ১/২″ × ৬ ১/২″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭৪.	ক্রমিক ১৯১।। পুথি ৫৫১ দাকায়েকুল হাকায়েক সাইজ (খণ্ডিত) ১১″ × ৬ ১/২″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭৫.	ক্রমিক ১৯২।। পুথি ৬০১ দাকায়েকুল হাকায়েক (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭৬.	ক্রমিক ১৯৩।। পুথি ১৮৫ দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৩″ × ৮″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭৭.	ক্রমিক ১৯৭।। পুথি ৫০৯ দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) সাইজ ৬ ১/৩″ × ৬ ১/২″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১২১১ মঘী সন বা ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ
১৭৮.	ক্রমিক ১৯৮।। পুথি ৮৯৯ (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮ ১/২″ × ৬″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৭৯.	ক্রমিক ১৯৯।। পুথি ৭৭২ দাকায়েকুল হাকায়েক (খণ্ডিত) সাইজ ৮ ১/২″ × ৫″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৮০.	ক্রমিক ২০০।। পুথি ৬৯০ দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

১৮১.	ক্রমিক ২০১।। পুথি ১৮০ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১০ ১/২″ × ৬ ১/২″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	শতাধিক বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৮২.	ক্রমিক ২০২।। পুথি ৩৮৭ দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৭″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	কালিদাস নন্দী	১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ অনুলিখিত
১৮৩.	ক্রমিক ২০৪।। পুথি ৩৮৭ দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৭″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	আজিজুর রহমান	১২২৮ মঘী সন বা ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ
১৮৪.	ক্রমিক ২০৫।। পুথি ৪০১ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ৮″ × ৫″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন		৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৮৫.	ক্রমিক ২০৬।। পুথি ২১৯ দর্জ্জাল নামা সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রমজান আলী	১২১৫ মঘী সন বা ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ
১৮৬.	ক্রমিক ২০৭ক।। পুথি ৬১০ সাইজ দর্জ্জাল নামা ১১″ × ৮″ আঙ্গুল	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৮৭.	ক্রমিক ১৫৬।। পুথি ৬৪৮ জ্ঞান-বসন্ত বাণী (খণ্ডিত) ১১ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ দানিশ	চট্টগ্রাম সুলুপবহর	আঠার শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮.	ক্রমিক ১৫৭।। পুথি ৬৫৫ জগদীশ্বর স্তোত্র (খণ্ডিত) ৯″ × ৭″	মোহাম্মদ জিন্নত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯.	ক্রমিক ১৫৮।। পুথি ৬৬৬ তমিমগোলাল-চতুন্নছিলাল (খণ্ডিত) ১০″ × ৬″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০.	ক্রমিক ১৫৯।। পুথি ১১৭ তমিমগোলাল-চতুন্নছিলান (খণ্ডিত) ৯ ১/২″ × ৫ ১/২″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দী	অজ্ঞাত	দেড়শত বৎসরের প্রাচীর
১৯১.	ক্রমিক ১৬০।। পুথি ৬৩৭ তমিমগোলাল-চতুন্নছিলান (খণ্ডিত)	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯২.	ক্রমিক ১৬১।। পুথি ৬৩০ তমিমগোলান-চতুন্নছিলাল (খণ্ডিত) ১২″ × ৭″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৩.	ক্রমিক ১৬২।। পুথি ৫৭৩ তমিমগোলাল-চতুন্নছিলান (সম্পূর্ণ) ১১ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দী	শ্রী আমজত আলী পীচরে মহাম্মদ সাদক	১২০৯ মঘী সন
১৯৪.	ক্রমিক ২০৮।। পুথি ৩২৬ দর্জ্জাল নামা (খণ্ডিত) সাইজ ৩ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫.	ক্রমিক ২০৯।। পুথি ২২২ দর্জ্জাল নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১০ $\frac{১}{২}$″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	ঐ	১১৯৭ বাংলা সন	দেবান আলী পুষ্পিকা আছে	১২০৩ মঘী সন বা ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ
১৯৬.	ক্রমিক ২১০।। পুথি ৬১১ দর্জ্জাল নামা (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৫″	মোহাম্মদ খান	ঐ	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	দেড়শত বছর পূর্বে লিখিত
১৯৭.	ক্রমিক ২১১।। পুথি ৫৭৭ দর্জ্জাল নামা সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	ঐ	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১২১২ মঘী সন বা ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ
১৯৮.	ক্রমিক ১৮৮।। পুথি ১৮২ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	সৈয়দ নুরুদ্দিন আরবী থেকে অনূদিত	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
১৯৯.	ক্রমিক ১৮৯।। পুথি ৩৮৬ দাকায়েকুল হাকায়েক সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৬ $\frac{১}{২}$″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২০০.	ক্রমিক ১৯১।। পুথি ৫৫১ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬ $\frac{১}{২}$″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২০১.	ক্রমিক ১৯২।। পুথি ৬০১ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২০২.	ক্রমিক ১৯৩।। পুথি ১৮৫ দাকায়েকুল হাকায়েক সাইজ ১৬″ × ৮″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২০৩.	ক্রমিক ১৯৭।। পুথি ৫০৯ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ৬ $\frac{১}{৩}$″ × ৫ $\frac{১}{২}$″ আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১২১১ মঘী সন
২০৪.	ক্রমিক ১৯৮।। পুথি ৪৯৯ দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮ $\frac{১}{২}$″ × ৬″ (আরবী থেকে অনুদিত)	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২০৫.	ক্রমিক ১৯৯।। পুথি ৭৭২ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ৮ $\frac{১}{৩}$″ × ৫″ (আরবী থেকে অনুদিত)	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

খণ্ডপ্রণীত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৫০ পৃ. ১ম খণ্ড ১ম সংসথা পূর্ণিমা সাহিত্য সংহিতা ও সাহিত্য প্রক্রিয়া স্থান পেয়েছে।]

Dhaka University Institutional Repository

২০৬.	ক্রমিক ২০০।। পুথি ৬৯০ দাকায়েকুল হাকায়েক সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$" × ৭" (আরবী থেকে অনুদিত)	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১৮৬০খ্রিস্টাব্দ
২০৭.	ক্রমিক ২০১।। পুথি ১৮০ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১০ $\frac{১}{২}$" × ৬ $\frac{১}{২}$" (আরবী থেকে অনুদিত)	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২০৮.	ক্রমিক ২০২।। পুথি ৩৮৭ দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$" × ৬ $\frac{১}{২}$" (আরবী থেকে অনুদিত)	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	শ্রী কালিদাস নন্দী (পুষ্পিকা আছে)	১২১৫ মঘী সন
২০৯.	ক্রমিক ২০৪।। পুথি ৬২৪ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১" × ৭" আরবী থেকে অনুদিত	সৈয়দ নুরুদ্দিন	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বাংলা সন	আজিজুর রহমান (পুষ্পিকা আছে)	১২২৮ মঘী সন
২১০.	ক্রমিক ২০৫।। পুথি ৪০১ (খণ্ডিত) সাইজ ৮" × ৫"	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২১১.	ক্রমিক ২১২।। পুথি ৭০৯ খিজ নন্দিনী সাইজ ১০" × ৯"	আসাদ আলী চৌধুরী	চট্টগ্রাম বান্দুনিয়া	উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ	শ্রী চুনু মিঞা (পুষ্পিকা আছে)	১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ অনুলিখিত
২১২.	ক্রমিক ২১৩।। পুথি ৬৫৯ দরবেশী পুথি (খন্ডিত) সাইজ ৮ $\frac{১}{২}$" × ৬ $\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আরিফ খাঁ (পুষ্পিকা আছে)	শ্রী মহবরত আলী
২১৩.	ক্রমিক ২১৪।। পুথি ৪৩৫ দরবেশী পুথি সাইজ ৬ $\frac{১}{২}$" × ৫"	মহোম্মদ নৈস্যা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২১৪.	ক্রমিক ২২৫।। পুথি ৩২৩ দুল্লা মজলিস (খণ্ডিত) সাইজ ২০" × ৮" ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ	আবদুল করিম খন্দকার	অজ্ঞাত	১২০০ হিজরী	অজ্ঞাত	১৪০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২১৫.	ক্রমিক ২১৬।। পুথি ৪৩১ দরবেশী সঙ্গীতমালা সাইজ ১৬" × ৬"	হজরত, আসক, মানিকদাস, খমর্জা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬.	ক্রমিক ২৩৮।। পুথি ৪০২ নছিয়তনামা (খন্ডিত) সাইজ ১৫" × ৫ $\frac{১}{২}$"	আবদুল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২১৭.	ক্রমিক ১৯৩।। পুথি ১৮৫ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১৩" × ৮"	সৈয়দ নুরুদ্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০-৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত আরবী হরফে বাংলায় লেখা
২১৮.	ক্রমিক ১৯৪।। পুথি ১৮৬ কায়দানী কেতাব (খণ্ডিত)	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯.	ক্রমিক ২৩৮।। পুথি ৪৪ নছিব নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১৫" × ৫ $\frac{১}{২}$"	মরদন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬২২-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ রচনা করেন	১২৮০ মঘী সন বা ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ

পুষ্পিকা পৃ. ২২৩ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি-পরিচিতি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫ সাল।

২২০.	ক্রমিক ২৪৪।। পুথি ৩১০ নছিয়তনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১২″ × ৭$\frac{১}{২}$″	সোলেমান	ভুলুয়া (নোয়াখালী)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ মঘী সন
২২১.	ক্রমিক ২৪৬।। পুথি ৪০৬ নছিয়তনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আবদুল হাকিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২২২.	ক্রমিক ১২৫।। পুথি ৪ নছিয়তনামা (খন্ডিত) সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	সোলেমান	ভুলুয়া (নোয়াখালী)	অজ্ঞাত	শ্রী ফকীর ছুফী মোহাম্মদ	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২২৩.	ক্রমিক ১৯৫।। পুথি ১৮৬ নামাজ মাহাত্ম্য	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪.	ক্রমিক ২৩৯।। পুথি ১৮৯ নামাজ মাহাত্ম্য সাইজ ১২″ × ৭$\frac{১}{২}$″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৪ মঘী সন বা ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ
২২৫.	ক্রমিক ২৪০।। পুথি ৭৬ নামাজের কেতাব সাইজ ১০″ × ৬$\frac{১}{৩}$″	কাজী বদিউদ্দীন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০-৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২২৬.	ক্রমিক ২৪১।। পুথি ৬৬১ নামাজের কিতাব সাইজ ৮$\frac{১}{৩}$″ × ৬$\frac{১}{৩}$″	জনাব আলী	ধসা	উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ	হীন মহব্বত আলী	১২৩০ মঘী সন
২২৭.	ক্রমিক ২৪২।। পুথি ৬৮৩ নামাজের কেতাব (খন্ডিত) সাইজ ১৪″ × ১২″	আজমত আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২২৮.	ক্রমিক ২৪৩।। পুথি ৭৬ নামাজের কেতাব (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৬″	কাজী বদিউদ্দীন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৬০-৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২২৯.	ক্রমিক ২৫১।। পুথি ৫৯০ নিকাহ মঙ্গল সাইজ ১০″ × ৫$\frac{১}{২}$″	আইন উদ্দিন, মুসলিম ফকীর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নছিবল্লা	১২২ মঘী সন বা ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ
২৩০.	ক্রমিক ২৫২।। পুথি ৫৯১ নিকাহ মঙ্গল সাইজ ৭″ × ৫″	রবিয়দ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৩১.	ক্রমিক ২৩৭।। পুথি ২১৪ নীতিশাস্ত্র বার্তা (খন্ডিত) সাইজ ৬$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	মুজাম্মিল ও ইউসুফ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	শ্রী মাংয়ালি নৈস্য	১১৮০ মঘী সন
২৩২.	ক্রমিক ২৫৪।। পুথি ৪১নামহীন পুথি (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ জমির উদ্দিন	অজ্ঞাত
২৩৩.	ক্রমিক ২৫৫।। পুথি ৭৩৩ নামহীন পুথি সাইজ ১৫″ × ৮″	মোহাম্মদ খাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৩৪.	ক্রমিক ২৫৬।। পুথি ৫৬০ নামহীন পুথি সাইজ ১৩″ × ৭$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ হোসেন	ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৩৫.	ক্রমিক ২৫৭।। পুথি ৩১২ নামহীন পুথি (খণ্ডিত) সাইজ ১৯″ × ৬″	মোহাম্মদ নেয়াজ	অজ্ঞাত	১৬ শতাব্দীর শেষার্ধ বা ১৭	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

২৩৬.	ক্রমিক ২৫৮ ।। পুথি ৪০ নামহীন পুথি (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৫ $\frac{১}{২}$″	আবদুল হাকিম	নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ
২৩৭.	ক্রমিক ২৫৯ ।। পুথি ১২৮ নামহীন পুথি (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৫ $\frac{১}{২}$″	শেখ সেলিম ও সোলেমান	ভুলুয়া (নোয়াখালী)	ষোড়শ শতক	আবদুল নবী চৌধুরী	২২০ বছর পূর্বে অনলিখিত
২৩৮.	ক্রমিক ২৫৩ ।। পুথি ৬৭৫ নমলে ওসমান ইসলাম সাইজ ৯″ × ৫ $\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ উজীর আলী	চট্টগ্রাম	১৭২০ খ্রিস্টাব্দ (শকাব্দে সন তারিখ লিখিত আছে।)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯.	ক্রমিক ৪০৪ ।। পুথি ৫৪৬ নুর নামা সাইজ ৮″ × ৫″	দেবান আলী	অজ্ঞাত	১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০.	ক্রমিক ২৩১ ।। পুথি ২৯৯ নুরনামা সাইজ ৮″ × ৫″	আবদুল হাকীম	নোয়াখালী	১৭ শতকের শেষার্ধ বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে	শ্রী সোনাউল্লা	২২০
২৪১.	ক্রমিক ২৩৩ ।। পুথি ৫১৯ নুরনামা সাইজ ১১″ × ৭″	আবদুল করিম	ত্রিপুরা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ মঘী সন
২৪২.	ক্রমিক ২৩২ ।। পুথি ৭০ নুরনামা সাইজ ৭″ × ৫ $\frac{১}{২}$″	আবদুল করিম	ত্রিপুরা (বি.দ্র. প্রক্ষিপ্ত আছে)	অজ্ঞাত	মহম্মদ আলী	১২১১ ত্রিপুরাব্দ
২৪৩.	ক্রমিক ২৩৫ ।। পুথি ১৯৬ নুরনামা সাইজ ৯″ × ৬″ (খণ্ডিত)	মোহাম্মদ সফী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৪৪.	ক্রমিক ২৩৬ ।। পুথি ১৪৩ নুরনামা সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″ (খণ্ডিত)	মীর মোহাম্মদ সফী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৬ মঘী সন
২৪৫.	ক্রমিক ২৫২ ।। পুথি ৪১৭	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৬ মঘী সন
২৪৬.	ক্রমিক ৯৫ ।। পুথি ১৯৪ নুরনামা (খণ্ডিত) সাইজ ৬ $\frac{১}{২}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	শেখ পরান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী চান্দ	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৪৭.	ক্রমিক ৫৬ ।। পুথি ১৯৫ নুরনামা (খণ্ডিত) সাইজ ৬ $\frac{১}{২}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ সফি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৪৮.	ক্রমিক ২৩৬।। পুথি ১৪৩ নুরকন্দিল (খণ্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৪৯.	ক্রমিক ২১৭।। পুথি ৩৯০ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১৪ $\frac{১}{২}$″ × ৫ $\frac{১}{২}$″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ ৯৯৪ হিজরী	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫০.	ক্রমিক ২১৮ ।। পুথি ৬১৬ নবী বংশ (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৫″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫১.	ক্রমিক ২১৯।। পুথি ২০৭ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫২.	ক্রমিক ২২০।। পুথি ৫৭৪ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১১৮″ × ১১″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	কালীদাস নন্দী	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

২৫৩.	ক্রমিক ২২১।। পুথি ৯০ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫৪.	ক্রমিক ২২২।। পুথি ৬৫৬ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৫″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	মোহাম্মদ আনিচ (পুষ্পিকা আছে)	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫৫.	ক্রমিক ২২৩।। পুথি ৪২৬ নবীবংশ সাইজ ১৫″ × ৫″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫৬.	ক্রমিক ২২৪।। পুথি ৬৪৭ নবীবংশ সাইজ ১২″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫৭.	ক্রমিক ২২৫।। পুথি ৬৫৭ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮.	ক্রমিক ২২৬।। পুথি ৫৫২ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৬ ১/২″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী মির্জ্জা রহমত বেগাটিস্য	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৫৯.	ক্রমিক ২২৭।। পুথি ৫৬৮ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০.	ক্রমিক ২২৮।। পুথি ৮৯৪ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬ ১/২″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৬১.	ক্রমিক ২২৯।। পুথি ৪২৬ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	ফাজিল মোহাম্মদ চৌধুরী	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৬২.	ক্রমিক ২৩০।। পুথি ৭৩৭ নবীবংশ (খণ্ডিত) সাইজ ১৭ ১/২″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম চক্রশালা	১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ	মোহাম্মদ চৌধুরী	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৬৩.	ক্রমিক ১৭৪।। পুথি ৬৩৬ নেক বিবির বয়ান	মুন্সী গরীবুল্লা	ঢাকা রহমতগঞ্জ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ

প

২৬৪.	ক্রমিক ২৬৬।। পুথি ৫৯৩ পদ্মাবতী (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৬৫.	ক্রমিক ২৬৭।। পুথি ৪৬১ পদ্মাবতী (খণ্ডিত) সাইজ ১৭ ১/২″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী মোহাম্মদ সতী	অজ্ঞাত
২৬৬.	ক্রমিক ২৬৮।। পুথি ১৬৫ পদ্মাবতী (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪০ মঘী সন
২৬৭.	ক্রমিক ২৬৯।। পুথি ২৫২ পদ্মাবতী সাইজ (খণ্ডিত ১১″ × ৬ ১/২″)	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

পুষ্পিকা পৃ. ৩৬২ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

২৬৮.	ক্রমিক ২৭০।। পুথি ৩০৬ পদ্মাবতী সাইজ ১০″×৬ ১/২″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৬৯.	ক্রমিক ২৭১।। পুথি ৪৬৮ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১০ ১/২″×৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭০.	ক্রমিক ২৭২।। পুথি ৬০৬ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১৩ ১/৪″×৬ ১/৪″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১০০-১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭১.	ক্রমিক ২৭৩।। পুথি ৬৯৬ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১৩ ১/৩″×৬ ১/২″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭২.	ক্রমিক ২৭৭।। পুথি ২৮২ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১″×৬ ১/২″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭৩.	ক্রমিক ২৭৮।। পুথি ২৫০ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১০ ১/২″×৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭৪.	ক্রমিক ২৭৯।। পুথি ২৫৯পদ্মাবতী (খণ্ডিত) সাইজ ১২″×৭ ১/২″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭৫.	ক্রমিক ২৮০।। পুথি ৬৮৮ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″×৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭৬.	ক্রমিক ২৮১।। পুথি ২৭৮ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১৬″×৫ ১/২″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১১০৯ মঘী সন
২৭৭.	ক্রমিক ২৮২।। পুথি ২৯০ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১৮″×৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৭৮.	ক্রমিক ২৮৩।। পুথি ২৯১ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১৮″×৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	শ্রীযুগয়াগন্তর য়ালি (পুষ্পিকা আছে)	১১৮৪ মঘী সন
২৭৯.	ক্রমিক ২৮৪।। পুথি ৫৬৭ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১″×৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১১৮৪ মঘী সন
২৮০.	ক্রমিক ২৮৫।। পুথি ৩৩৬ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১২″×৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৮১.	ক্রমিক ২৮৬।। পুথি ২২৫ পদ্মাবতী সাইজ ১১″×৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	নাগর আলী	২০০০ মঘী সন
২৮২.	ক্রমিক ২৮৭।। পুথি ২৩৮ পদ্মাবতী সাইজ ১২″×৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী ওয়াশীল	১২০০ মঘী সন
২৮৩.	ক্রমিক ২৮৯।। পুথি ২৬৭পদ্মাবতী (খণ্ডিত) সাইজ ১৩″×৮″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৮৪৯ সালে অনুলিখিত

২৮৪.	ক্রমিক ২৮২।। পুথি ২৯০ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী আগর আলী (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	অজ্ঞাত
২৮৫.	ক্রমিক ২৯০।। পুথি ৭০৬ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ৯″ × ৫$\frac{১}{৩}$″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	সদন	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৮৬.	ক্রমিক ২৯১।। পুথি ২৩৯ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৮৭.	ক্রমিক ২৯২।। পুথি ২৫৬ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৮৮.	ক্রমিক ২৯৩।। পুথি ৮৮ পদ্মাবতী (খণ্ডিত) সাইজ ১০৯″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৮৯.	ক্রমিক ২৯৪।। পুথি ২৬৩ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১০″ × ৫″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০০ বঙ্গাব্দ
২৯০.	ক্রমিক ২৯৫।। পুথি ৬৩৩ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১২১৫ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত পুষ্পিকা আছে	১৪০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৯১.	ক্রমিক ২৯৬।। পুথি ২৫২ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৯২.	ক্রমিক ২৯৭।। পুথি ২৬১ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৯৩.	ক্রমিক ২৯৮।। পুথি ৪৮১ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০০ বঙ্গাব্দ
২৯৪.	ক্রমিক ২৯৯।। পুথি ২৫৪ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৯৫.	ক্রমিক ৩০০।। পুথি ২৪৪ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	৮০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
২৯৬.	ক্রমিক ৩০১।। পুথি ২৬০ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৬$\frac{১}{৩}$″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী কোনথা বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে	১১৫৮ মঘী সন
২৯৭.	ঐ	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৯৮.	ঐ	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৯৯.	ঐ	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩০০.	ঐ	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩০১.	ঐ	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩০২.	ঐ	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

৩০৩.	ঐ	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩০৪.	ক্রমিক ২৬৫।। পুথি ৩০১ পদ্মাবতী (খন্ডিত) সাইজ ৭$\frac{১}{২}$" × ৬"	আলাউল	চট্টগ্রাম বোয়ালমারী	ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ	করম আলী	১০০-১১০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩০৫.	ক্রমিক ২৬৪।। পুথি ৪১৫ পদ্মাবতী ও বদিউজ্জামালের রূপ বর্ণনা (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৭"	আলাউল	খাতেয়াবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩০৬.	ক্রমিক ২৬৪।। পুথি ৫৭ পদ্মাবতী রূপবাখান সাইজ ৭$\frac{১}{২}$" × ৬"	আলাউল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	বংশ্রীচানে মিঞা	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩০৭.	ক্রমিক ২৬১।। পুথি ৪২১ পাঠান প্রশংসা(খন্ডিত) সাইজ ১৮" × ৭"	নওয়াজিস খাঁ	চট্টগ্রাম (বি.দ্র. প্রক্ষেপ আছে)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩০৮.	ক্রমিক ৫৮৪।। পুথি ৫৩১ পদ সংগ্রহ (খন্ডিত) সাইজ ১৮" × ৫$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩০৯.	ক্রমিক ৩০২।। পুথি ১৩৩ ফাতেমার সুরৎনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১" × ৬"	শেখ তনু	চট্টগ্রাম	১৮ শতক	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩১০.	ক্রমিক ৩০৩।। পুথি ১৩২ ফাতেমার সুরৎনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৭"	শেখ তনু	চট্টগ্রাম	১৮ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩১১.	ক্রমিক ৩০৪।। পুথি ৫৩৪ ফাতেমার সুরৎনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১" × ৬"	শেখ তনু	চট্টগ্রাম	১৮ শতক	অজ্ঞাত	১২৯৬ মঘী সাল
৩১২.	ক্রমিক ৩০৫।। পুথি ১৪৪ (খন্ডিত) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$" × ৮"	আবদুল গনি	রোসাঙ্গানিবাসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩১৩.	ক্রমিক ৩০৬।। পুথি ১৪৫ ফালনামা (খন্ডিত) সাইজ ১৩" × ৮"	উমর মোজাম্মেল মোহাম্মদ রফি সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ ছিরাজ	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩১৪.	ক্রমিক ৩০৭।। পুথি ৫২৮ কেফায়তুল মুকতাদি (খন্ডিত) সাইজ ১১" × ৭"	বালক ফকির	অজ্ঞাত	১৮ শতক	শাহাবুদ্দিন কাজী	১২০৭ মঘী সাল (বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে।)
৩১৫.	ক্রমিক ৩০৮।। পুথি ৫২৮ ফরায়েজ নামা সাইজ ১৩" × ৮" ফারসী থেকে বাংলায় অনুদিত	ইসমাইল	রোয়াঙ্গ	অজ্ঞাত	আলিমদ্দিন ত্রয়াকুব পণ্ডীত	১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ
৩১৬.	ক্রমিক ৩০৯।। পুথি ৪১১ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়ান (খন্ডিত) সাইজ ১২" × ৭"	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩১৭.	ক্রমিক ৩১০।। পুথি ৫৪৯ যাককরনামা বা মল্লিকার হাজার সওয়ান (খন্ডিত) সাইজ ৯" × ৫$\frac{১}{২}$"/৭" × ৫$\frac{১}{২}$"	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	শ্রী রাহাতুল্লা (বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে।)	১২১৫ মঘী সাল

ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬ মাল।

৩১৮.	ক্রমিক ৩১১।। পুথি ৪০৩ যাককরনামা বা মল্লিকার (খন্ডিত) সাইজ ৯″ × ৬″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩১৯.	ক্রমিক ৩১২।। পুথি ৩৬৭ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৭″ × ৬$\frac{১}{৩}$″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	নাস্তিক সেন	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২০.	ক্রমিক ৩১৩।। পুথি ৫২ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{৩}$″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২১.	ক্রমিক ৩১৪।। পুথি ৬৩ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৮″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩২২.	ক্রমিক ৩১৫।। পুথি ৬২ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২৩.	ক্রমিক ৩১৫।। পুথি ১২৬ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৬″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	মোহাম্মদ	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২৪.	ক্রমিক ৩১৭।। পুথি ২৮২ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৬″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২৫.	ক্রমিক ৩১৮।। পুথি ৪২৯ যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২৬.	ক্রমিক ৩১৯।। পুথি ৮৭৮যাককর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৬″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	বৈদ্য উমর	১৯৫ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২৭.	ক্রমিক ৩৬৩।। পুথি ১২৪ ফাতেমার সুরৎনামা	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১২৪ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২৮.	ক্রমিক ৩৭১।। পুথি ১৭২ ফাতেমার সুরৎনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭$\frac{১}{২}$″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	কালীদাস নন্দী	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩২৯.	ক্রমিক ৩৭২।। পুথি ১৭৩ ফাতেমার সুরৎনামা (খন্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৬″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৩০.	ক্রমিক ৩৭৩।। পুথি ৫১১ ফাতেমার সুরৎনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	কালীদাস নন্দী	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৩১.	ক্রমিক ৩৭৪।। পুথি ৫২৩ ফাতেমার সুরৎনামা সাইজ ১০″ × ৬″ (খণ্ডিত)	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

৩৩২.	ক্রমিক ৩৭৫।। পুথি ১১০ ফাতেমার সুরৎনামা (খণ্ডিত) সাইজ ৭$\frac{১}{২}$″ × ৫″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	১৭ শতক	সএখ সরফদ্দীন	১২৩২ মঘী সন
৩৩৩.	ক্রমিক ৩৭৬।। পুথি ৫১৭ ফাতেমার সুরৎনামা সাইজ ১২″ × ৪″	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৩৪.	ক্রমিক ৫৫৪।। পুথি ৪১৯ বদিউজ্জামালের বারমাস	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১১৯৮ মঘী সন
৩৩৫.	ক্রমিক ২।। পুথি ৪ সাইজ ১৮″ × ৭″ (খণ্ডিত)	অজ্ঞাত	ভাটিয়ারী	অজ্ঞাত	হিন-য়ালি রজা	১২৩৮ মঘী সন
৩৩৬.	ক্রমিক ৩২০।। পুথি বিদ্যাসুন্দর (খণ্ডিত) ১২$\frac{১}{২}$″ × ৮″	সারিবিদ খাঁ	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৩৭.	ক্রমিক ৩২১।। পুথি ৫২০ ঝড় তুফানের অনুপাতের কবিতা (খণ্ডিত) ৮″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৯ মঘী সন বা ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ
৩৩৮.	ক্রমিক ৩২২।। পুথি ৬৮২ বাজেকবিতা (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নওয়াজিস খাঁ	মগদনগর চাটিগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৩১৮ ত্রিপুরাব্দ বা ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৩৯.	ক্রমিক ৩২৩।। পুথি ৬৭৬ বিচিত্র উপদেশ (খণ্ডিত) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৮$\frac{১}{২}$″	আমিন উদ্দীন	ত্রিপুরা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৩১৮ ত্রিপুরাব্দ বা ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৪০.	ক্রমিক ৩২৪।। পুথি ৫৩৩ সাইজ বার মাসীর পুথি ১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৪১.	ক্রমিক ৩২৫-৩১।। পুথি ৬৯৯-৭০৫ বারমাসী সংগ্রহ ৯″ × ৫$\frac{১}{৩}$″	শ্রীধন, নাসিম, আমান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৪২.	ক্রমিক ৩৩২।। পুথি ৫৩৫ বিবি হানিফার যুদ্ধ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৪৩.	ক্রমিক ৩৩৪।। পুথি ৩৬৪ বেনজীর বদর-ই-মুনীর (খণ্ডিত) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৬″	সৈয়দ মুহম্মদ নাসির	হাওড়া	১৮ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৪৪.	ক্রমিক ৩৩৫।। পুথি ৬৪২ বিবিধ বিষয়ক পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৭ মঘী সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৪৫.	বাব উপক্ষিবা বয়ান	নওয়াজিস খান	অজ্ঞাত	১০৬৫ মঘী সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৪৬.	ক্রমিক ৩৬৭।। পুথি ৬২০ বিবি ফাতেমার বিবাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৪৭.	ক্রমিক ৩৩৬।। পুথি ৩৮৯, জয়লাভ সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	খোন্দকার মোহাম্মদ শামসদ্দিন সিদ্দিকী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ মঘী সন

৩৪৮.	ক্রমিক ৩৮২।। পুথি ৫৩৭ মর্সিয়া (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৪৯.	ক্রমিক ৩৮৩।। পুথি ৫২৭ খণ্ডিত নামা সাইজ ১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″ *	তমজ উদ্দিন	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৫০.	ক্রমিক ৩৮১।। পুথি ২৮৪ মিছির জামাল সাইজ ১২″ × ৭$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ আলিরাজ	চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি	১৬৯১-১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ	মাজফেজা নেছারুল্লা	১২০৯ মঘী সন
৩৫১.	ক্রমিক।। পুথি ৫০৫ মাহাম সুন্দরী ও মনিরের কেচ্ছা সাইজ ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	মনিরুদ্দিন	ঢাকা	১৯ শতক	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৫২.	ক্রমিক ৩৬৮।। পুথি ১৭৫ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	আমান উল্লাহ	চট্টগ্রাম	১৮ শতকের শেষার্ধ	তিতল সারঙ্গ	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৫৩.	ক্রমিক ৩৬৯।। পুথি ৯৩ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	আবদুল হালিম, আলিম	কক্সবাজার	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	খাএরজামাল	১২৯০ মঘী সন বা ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৫৪.	ক্রমিক ৩৭০।। পুথি ৯৩ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই (খন্ডিত) সাইজ ৭″ × ৫″	আবদুল হালিম, আলিম	কক্সবাজার	১৭ শতক	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৫৫.	ক্রমিক ৩৫৮।। পুথি ৬১৯ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৫৬.	ক্রমিক ৩৬৫।। পুথি ৬৮৬ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আবদুল হাকিম	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	হীন ছদর আলী	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৫৭.	ক্রমিক ৩৬৬।। পুথি ২২০ ক মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	কালিদাস নন্দী	১২০১ মঘী সন বা ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ
৩৫৮.	ক্রমিক ৩১৭।। পুথি ৬১৯ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ৮$\frac{১}{২}$″ × 5$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	মুহাম্মদ মুনাফ	১১৬৮ মঘী সন
৩৫৯.	ক্রমিক ৩৬৮।। পুথি ৬১৯ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	শ্রী সহাং আকবর আলী	১২০১ মঘী সন
৩৬০.	ক্রমিক ৫৫১।। পুথি ৪১৬ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	শ্রী মাথং আকবর আলী	১২০১ মঘী সন
৩৬১.	ক্রমিক ৩৫৭।। পুথি ২৮৬ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	মোহাম্মদ আশরাফ	১১৩৪ মঘী সন বা ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

৩৬২.	ক্রমিক ৩৫৮।। পুথি ৬১৯ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ১৬″ × ৫ $\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৬৩.	ক্রমিক ৩৫৯।। পুথি ২৬২ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই (খণ্ডিত) সাইজ ১৩ $\frac{১}{২}$″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	মুসা খাঁ	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৬৪.	ক্রমিক ২৭৬।। পুথি ৬৩৮ মুছিশল মুমেনীন	আতাউল্লা	রঙ্গপুর (রংপুর)	উনবিংশ শতকের শেষ কবি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৬৫.	ক্রমিক ৩৩৭।। পুথি ৬৭ মুসার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	খোন্দকার নুরুল্লাহ খাঁ	চট্টগ্রাম বাহারছরা	১৬ শেষ বা ১৭ শতকের প্রথম ভাগ	কালিদাস নন্দী (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৬৬.	ক্রমিক ৩৩৮।। পুথি ৬৮ মুসার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	খোন্দকার নুরুল্লাহ খাঁ	চট্টগ্রাম বাহারছরা	১৬ শেষ বা ১৭ শতকের প্রথম	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৬৭.	ক্রমিক ৩৩৯।। পুথি ৬৯ মুসার সওয়াল সাইজ ১৫″ × ৬″	খোন্দকার নুরুল্লাহ খাঁ	চট্টগ্রাম বাহারছরা	১৬ শেষ বা ১৭ শতকের প্রথম	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৬৮.	ক্রমিক ৩৪০।। পুথি ৭৮ মুসার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭৮″	খোন্দকার নুরুল্লাহ খাঁ	চট্টগ্রাম বাহারছরা	১৬ শেষ বা ১৭ শতকের প্রথম	শ্রী আরজা মল্লা	১১৯১ মঘী সন
৩৬৯.	ক্রমিক ৩৪১।। পুথি ৩৭০ মুসার সওয়াল (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬ $\frac{১}{৩}$″	মোহাম্মদ আকিল	অজ্ঞাত	১৬ শেষ বা ১৭ শতকের প্রথম	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৭০.	ক্রমিক ৩৪২।। পুথি ৩৭১ মুসার সওয়াল সাইজ ১৮″ × ৬″	মোহাম্মদ আকিল	অজ্ঞাত	১৭ শতক	শ্রীসেখ ফাজিল (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১১৩৮ মঘী সন
৩৭১.	মুসা নামা	মোহাম্মদ আকিল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৭২.	ক্রমিক ১৩০।। পুথি ১৩১ মক্তুল হোসেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৭৩.	ক্রমিক ৩৪৩।। পুথি ২২৩ মক্তুল হোসেন (খণ্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২১৬ মঘী সন
৩৭৪.	ক্রমিক ৩৪৪।। পুথি ২২৪ মক্তুল হোসেন (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী মাং লুথি মুন্সী (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ বা ১১৮৯ মঘী সন
৩৭৫.	ক্রমিক ৩৪৮।। পুথি ৫৫৬ মক্তুল হোসেন (খণ্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{৩}$″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৭৬.	ক্রমিক ৩৪৫।। পুথি ৪৩০ মক্তুল হোসেন (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	শ্রীগআজ মাহাম্মদ (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ

১. পুষ্পিকা ৪৩০, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
২. পুষ্পিকা ৪১৮, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
৩. পুষ্পিকা ৪১৩, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
৪. পুষ্পিকা ৪১৪, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৭.	ক্রমিক ৩৪৭।। পুথি ৫৫৫ মক্তুল হোসেন (খন্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭ ১/২″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৭৮.	ক্রমিক ৩৪৯।। পুথি ৫৮৭ মক্তুল হোসেন (খন্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৭৯.	ক্রমিক ৩৫০।। পুথি ৫৯৩ মক্তুল হোসেন সাইজ ১০ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৮০.	ক্রমিক ৩৫১।। পুথি ৫৯৪ মক্তুল হোসেন সাইজ ১৫″ × ১″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৮১.	ক্রমিক ৩৫২।। পুথি ৫৯৫ মক্তুল হোসেন (খন্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৮২.	ক্রমিক ৩৫৩।। পুথি ৩৮০ মক্তুল হোসেন (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৬″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১১৬৭ মঘী সন
৩৮৩.	ক্রমিক ৩৫৪।। পুথি ৬০৪ মক্তুল হোসেন (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৬″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৮৪.	ক্রমিক ৩৫৫।। পুথি ৬৪০ মক্তুল হোসেন (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৮৫.	ক্রমিক ৩৫৬।। পুথি ৬৪৩ মক্তুল হোসেন (খন্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৮৬.	ক্রমিক ৫৭০।। পুথি ১১০ মল্লিকার সওয়াল (খণ্ডিত)	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৩৮৭.	ক্রমিক ৫৫৩।। পুথি ৪১৮ মুরশিদের বারমাস	মিসকিন নুরুদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী আকবর আলী মিআজী	অজ্ঞাত
৩৮৮.	ক্রমিক ৩৬০।। পুথি ৫৪৮ (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮″ × ৬ ১/২″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	উমেদ আলি (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৮৯.	ক্রমিক ৩৬১।। পুথি ২০২ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২১৭ মঘী সন বা ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ
৩৯০.	ক্রমিক ৩৬৪।। পুথি ২৫ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই (খন্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭ ১/২″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১১৮৬ মঘী সন
৩৯১.	ক্রমিক ৩৯৬।। পুথি ৪৪৯ রাগনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৮ ১/২″ × ৭″	ফাজিল নাসির মোহাম্মদ	সুলতানপুর	১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ	আমজাদ আলি	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৯২.	ক্রমিক ৩৯৭।। পুথি ৪৭০ রাগনামা (সম্পূর্ণ) ১০ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ পরান ও আলাউল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৬০-৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

১. পুষ্পিকা ৪১২, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
২. পুষ্পিকা ৪১১, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
৩. পুষ্পিকা ৪১০, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
৪. পুষ্পিকা ৩৮০, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
৫. পুষ্পিকা ৩৮৫, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

৩৯৩.	ক্রমিক ৩৯৮।। পুথি ৪৫৪ রাগনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$" × ৭"	চম্পাগাজী বকসা আলী ও আলীরজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১৪০-১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৯৪.	ক্রমিক ৩৯৯।। পুথি ৪৪৪ রাগনামা (খণ্ডিত) সাইজ ৯" × ৬"	দানিশকাজী আলিরজা চম্পাগাজী, আলাউল, আকবর শাহ্	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৭০-৭৫ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৯৫.	ক্রমিক ৪০০।। পুথি ৫২১ রাগনামা সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$" × ৬"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৯৬.	ক্রমিক ৪০১।। পুথি ৪৫৩ রাগনামা (খণ্ডিত) সাইজ ৭" × ৬"	ফাজিলনাসির মুহাম্মদ, আলাউল, দানিস কাজী, তাহির মাহমুদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৯৭.	ক্রমিক ৪০২।। পুথি ৪৪৬ রাগনামা (খণ্ডিত) সাইজ ১১" × ৬ $\frac{১}{২}$"	ফাজিল নাসির মোহাম্মদ, দ্বিজরাম তনু, খানিক দ্বিজরাম গোবিন্দ, আলাউল, বকসা আলী, চম্পাগাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৩৯৮.	ক্রমিক ৪০৩।। পুথি ৫৪৫ রাগনামা সাইজ ৭ $\frac{১}{২}$" × ৬"	শেখ ফয়জুল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী ফছমজরি	১২০০ মঘী সন
৩৯৯.	ক্রমিক ৪০৫।। পুথি ৬৯৮ রাগনামা সাইজ ৭" × ৫"	চম্পাগাজী দ্বিজ রামতনু	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪০০.	ক্রমিক ৪০৬।। পুথি ৬৯৯ রাগনামা	মোহাম্মদ শাহ ফকীর, ও আলাউল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪০১.	ক্রমিক ৪০৭।। পুথি ১৫৯ রাগনামা ও তালনামা (খণ্ডিত) সাইজ ১১" × ৬"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৬ মঘী সন
৪০২.	ক্রমিক ৪০৮।। পুথি ১৬০ রাগনামা ও তালনামা (খণ্ডিত)	দ্বিজ রামতনু আলাউল চম্পাগাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৪০৩.	ক্রমিক ৪১২।। পুথি ৫১২ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১১" × ৬"	দেবানআলি আলাউল, দ্বিজ রামতনু, বকসা আলি, ভবান্দ তনু ও আলি রাজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪০৪.	ক্রমিক ৪১৩।। পুথি ৪৪৭ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১২" × ৭"	চম্পাগাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	কাশীনাথ দে দাস	১২৮৫ মঘী সন বা ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ

১. পুষ্পিকা ৩৯২, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
২. পুষ্পিকা ৩৯৫, ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি
পুষ্পিকা পৃ. ৩৯৭ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
" " ৪০৭ " " " " " " " "
" " ৪১৭ " " " " " " " "
" " ৬২০ " " " " " " " "
" " ৬২২ " " " " " " " "

Dhaka University Institutional Repository

৪০৫.	ক্রমিক ৪১৪।। পুথি ৪৩২ রাগতালনামা সাইজ ১৭″ × ৬$\frac{১}{২}$″ (খণ্ডিত)	ফাজিল নাসির মুহম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	গোলাম আলী	২ শত বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪০৬.	ক্রমিক ৪১৫।। পুথি ৪৪৫ রাগমালা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪০৭.	ক্রমিক ৪১৬।। পুথি ৪৭১ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৪$\frac{১}{২}$″	গোল মোহাম্মদ খলিফা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪০৮.	ক্রমিক ৪১৭।। পুথি ৬৮৮ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৭″	ফাজিল নাছির মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী ওআইজ মোহাম্মদ	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪০৯.	ক্রমিক ৪১৮।। পুথি ২৪ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	দ্বিজ ভবানন্দ তনু ও রামতনু	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪১০.	ক্রমিক ৪১৯।। পুথি ২৪ রাগমালা	দ্বিজ রামতনু	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪১১.	ক্রমিক ৪২০।। পুথি ২৪ রাগমালা (খণ্ডিত)	দ্বিজ রামতনু সন্তু খাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪১২.	রাগমালা (এলোমেলো পুথি) (খণ্ডিত)	রামতনু ভনিতা সম্বলিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪১৩.	ক্রমিক ৪৩৭।। পুথি ৬৯২ রাহাতুল কুলুব (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″ (আরবী-ফারসী গ্রন্থ অবলম্বন লিখিত)	সৈয়দ নুরুদ্দিন,	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পাওছি	১২০৯ মঘী সন বা ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ
৪১৪.	ক্রমিক ৩৮-৩৯।। পুথি ৪৯-৫০ রাশি গণনার পুথি (খণ্ডিত) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	হোসেন ফকির	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত (বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে)	শরফে তুল্লাহ	১২১৬ মঘী সন বা ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৪১৫.	ক্রমিক ৪৮২।। পুথি ৩৪৯ রাগমালা (খণ্ডিত)	আলাউল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪১৬.	ক্রমিক ৫৫৫।। পুথি ৪২০ রাগমালা	ফাজিল নাসির মোহাম্মদ আলীরাজা, আলাউল, চম্পাগাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৭ মঘী সন বা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ
৪১৭.	ক্রমিক ৫৬৪।। পুথি ৬৮৮ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭″	ফাজিল নাসির মুহাম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মতিউল্লাহ	১২০৫ মঘী সন বা ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ
৪১৮.	রাধার সংবাদ রিতের বারমাস	কমর আলী	অজ্ঞাত	১৭ শতকের প্রথমার্ধ	কালিদাস নন্দী	১১৮৭ মঘী
৪১৯.	ক্রমিক ৪২৩।। পুথি ৫৯৪ রসুল বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	জয়নুদ্দিন	অজ্ঞাত	১৪৭৪-৮১ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১৫০-৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২০.	ক্রমিক ৪২৪।। পুথি ১৩৮ রসুল বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	১৬ শতক	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২১.	ক্রমিক ৪২৫।। পুথি ৩২৩ রসুল বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	শেক চান্দ	ত্রিপুরা	১৬ শতক	মোহাম্মদ আশরাফ	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

৪২২.	ক্রমিক ৪২৬।। পুথি ৬০৩ রসুল বিজয় (খণ্ডিত) ১৫″ × ৫″	শেক চান্দ	ত্রিপুরা	১৬ শতক	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২৩.	ক্রমিক ৪২৭-২৮।। পুথি ২১০-১১ রসুল চরিত ওফাত (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রাশালা)	৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২৪.	ক্রমিক ৪২৯।। পুথি ২৮০ রসুল চরিত সাইজ ১৭″ × ৪″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রাশালা)	৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ	শ্রীনজর মহাম্মদ হিনস্য	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২৫.	ক্রমিক ৪৩০।। পুথি ৬১৪ রসুল চরিত সাইজ ১৭″ × ৫″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রাশালা)	৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২৬.	ক্রমিক ৪৩১।। পুথি ৬৬৭ রসুল চরিত (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রাশালা)	৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২৭.	ক্রমিক ৪৩২।। পুথি ৬৭০ রসুল চরিত (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রাশালা)	৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২৮.	ক্রমিক ৪৩৩।। পুথি ৪৫১ রসুল চরিত (খণ্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম (চক্রাশালা)	৯৯২ হিজরী বা ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ	ফাজিল মোহাম্মদ	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪২৯.	ক্রমিক ৪৩৪।। পুথি ৩৭৭ রসুল বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৯″ × ৭″	সবিরিদ খান	চট্টগ্রাম (চক্রাশালা)	১৫১৭-১৫০০ মধ্যে লিখিত	গোলাম আলী	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৩০.	ক্রমিক ৪৩৫।। পুথি ৭০৪ রসমঞ্জুরী (সম্পূর্ণ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	পণ্ডিত মোশারফ আলী মুরাদপুরী	চট্টগ্রাম	১২৩২ মঘী সন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৩১.	ক্রমিক ৪৪০।। পুথি ৪৬২ রতন কলিকা সাইজ ১৬″ × ৬″ (খণ্ডিত)	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	গোলাম আলী	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৩২.	ক্রমিক ৪৩৬।। পুথি ৪২ নামাযের হাদিস নামা (খন্ডিত) সাইজ ৯″ × ৬″	অজ্ঞাত	রাজশাহী (গাবগাছি)	১২৪৭ সাল	গোলাম আলী	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
ল			ল			
৪৩৩.	ক্রমিক ১৯।। পুথি ১৯৮ লালমনের কেচ্ছা সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আরিফ	চট্টগ্রাম	১২৪৭ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪৩৪.	ক্রমিক ৪৪৯।। পুথি ৫২৯ লালমনের কেচ্ছা (খন্ডিত) সাইজ ৯″ × ৫″	আরিফ	চট্টগ্রাম	১২৪৭ সাল	অজ্ঞাত	১২৭৬
৪৩৫.	ক্রমিক ৪৫০।। পুথি ৫৪২ লালমনের কেচ্ছা সাইজ ১২″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আরিফ	চট্টগ্রাম	১২৪৭ সাল	হাসন আলী	১২২০ মঘী সন বা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ

পুষ্পিকা পৃ. ৪৬২. ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পুষ্পিকা পৃ. ৪৬৩. ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : পুষ্পিকা পৃ. ৪৯২ ড. আহমদ শরীফ সম্মাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪৩৬.	ক্রমিক ৪৫১।। পুথি ৬৫১ লালমতি তাজমুলুক (খন্ডিত) সাইজ ৯″ × ৭″	তমিজী	অজ্ঞাত	১৮ শতকের প্রথমার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪৩৭.	ক্রমিক ৪৪৫।। পুথি ৪৭ লালমতি সয়ফুল মুলুক (খণ্ডিত) ৯″ × ৭″	শরীফ শাহ	অজ্ঞাত	১৭ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪৩৮.	ক্রমিক ৪৪৬।। পুথি ১২০ লালমতি সয়ফুল মুলুক (খণ্ডিত)	শরীফ শাহ	ধোপাঘাঠ মালীক রাউজান কেখদ	১৭ শতক	শ্রী মোহবল্লা খোন্দকার (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	অজ্ঞাত
৪৩৯.	ক্রমিক ৪৪৭।। পুথি ৪২১ লালমতি সয়ফুল মুলুক (খন্ডিত) সাইজ ১৯″ × ৬$\frac{১}{২}$″	শরীফ শাহ	ধাপাঘাঠ মালীক রাউজান কেখদ	১৭ শতক	শ্রী মোহবল্লা খোন্দকার (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৪০.	ক্রমিক ৪৪৮।। পুথি ৩২১ লালমতি (খন্ডিত) সাইজ ১৯″ × ৬$\frac{১}{২}$″ ফরসী অনুবাদ সয়ফুল মুলুক।	আবদুল হাকিম	অজ্ঞাত	১৭ শতক	গোল বকস (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২৫৭ ত্রিপুরোব্দ বা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
৪৪১.	ক্রমিক ৪৪১।। পুথি ৪৩৬ লায়লী মজনু (খন্ডিত) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	দৌলত উজীব বাহরাম খান	চট্টগ্রাম জাফরাবাদ	১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১০৯১ মঘী সন বা ১১৯১ মঘী বা ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ
৪৪২.	ক্রমিক ৪৪২।। পুথি ২২৪ লায়লী মজনু সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	দৌলত উজীব বাহরাম খান	চট্টগ্রাম জাফরাবাদ	১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৪৩.	ক্রমিক ৪৪৩।। পুথি ২২৭ লায়লী মজনু (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	দৌলত উজীব বাহরাম খান	চট্টগ্রাম জাফরাবাদ	১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪৪৪.	ক্রমিক ৪৪৪।। পুথি ৬৫৪ লায়লী মজনু (খণ্ডিত) সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	দৌলত উজীব বাহরাম খান	চট্টগ্রাম জাফরাবাদ	১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
শ				শ		
৪৪৫.	ক্রমিক ৪৫২।। পুথি ১৯০ শাহদৌলা পীর বা তালিব নামা সাইজ ১২″ × ৭″	শেখ চান্দ	চট্টগ্রাম জাফরাবাদ	১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২১৪ মঘী সন বা ১৮৫২
৪৪৫.	ক্রমিক ৪৫৩।। পুথি ৪৫৯ শাহদৌলা পীর বা তালিব নামা সাইজ (সম্পূর্ণ) ১০″ × ৬″	শেখ চান্দ	চট্টগ্রাম জাফরাবাদ	১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২২২ মঘী সন বা ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ
৪৪৬.	ক্রমিক ৪৫৫।। পুথি ৫১৮ শাহদৌলা পীর বা তালিব নামা (খণ্ডিত) সাইজ ৬$\frac{১}{২}$″ × ৫″	শেখ চান্দ	চট্টগ্রাম জাফরাবাদ	১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী মাহাম্মদ আনিচ (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২১৪ বাংলা বা ১২১৯ ত্রিপুরাব্দ
৪৪৭.	ক্রমিক ৪৫৬।। পুথি ২০৪৫ (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আবদুল হাকিম (বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২১৩ মঘী সন বা ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ
৪৪৮.	ক্রমিক ৪৫৭।। পুথি ৪৩৪ শাহদৌলা পীর বা তালিব নামা (খন্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৬″	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ চৌধুরী	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৪৯.	ক্রমিক ৪৫৯।। পুথি ৬১৫ শহীদে কারবালা (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৮″	জাফর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আমজাদ চৌধুরী (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

৪৫০.	ক্রমিক ৪৬০।। পুথি ৫৬৯ শ্রীনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮″ × ৬″ (ফারসী কেতাবের অনুবাদ)	কাজী শেখমনসুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৮ মঘী সন বা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ
৪৫১.	ক্রমিক ৪৫৮।। পুথি ৬৪৯ মাহপরীর নেছা সাইজ ১৪″ × ৫″ ক (পেরাগল) (নিজাবীর ফারসী কেতাবের অনুবাদ	পেরাগল	অজ্ঞাত	১৭ শতক বা ১৮ শতকের প্রথমার্ধ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

স

৪৫২.	ক্রমিক ২০৩।। পুথি ৩৮৮ সিরজ কুলুব	আলি রাজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী ন্যামত য়ালি	১২১৪ মঘী সন বা ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ
৪৫৩.	ক্রমিক ৩৭৭।। পুথি ৫১৫ সখিনার বারমাস সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৮″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪৫৪.	ক্রমিক ৩৮৫।। পুথি ৩৯৩ সত্য কলি বিবাদ সংবাদ সাইজ ১৬″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ শকাঙ্ক	গোলাম আলি	১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ বা ১১৪৪ মঘী সন
৪৫৫.	ক্রমিক ৩৯০।। পুথি ৯৮৭ সপ্তজ্ঞান প্রদীপ (খণ্ডিত)	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	অজ্ঞাত	শ্রী মেজকরজ বরকন্দাজ	১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ ২২ জানুয়ারি বা ১০৭ মঘী সন
৪৫৬.	ক্রমিক ৪৫৯।। সখিনার বিলাপ (খণ্ডিত)	কবি জাফর	অজ্ঞাত	১৮ শতক	আমজাদ আলী	অজ্ঞাত
৪৫৭.	ক্রমিক ৪৬১।। পুথি ৪৬৯ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮	কালী দাস নন্দী (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১১৯৮ মঘী সন বা ১৩৬ খ্রিস্টাব্দ
৪৫৮.	ক্রমিক ৪৬২।। পুথি ২৩৭ সতীময়না লোবচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিস্টাব্দ	কালীদাস নন্দী	১১৯৮ মঘী বা ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ
৪৫৯.	ক্রমিক ৪৬৩।। পুথি ৩০৯ সতীময়না লোবচন্দ্রানী (খণ্ডিত) ১১″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪৬০.	ক্রমিক ৪৬৪।। পুথি ৩০৯ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিস্টাব্দ	কালীদাস নন্দী	১১৬৭ মঘী সন বা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ
৪৬১.	ক্রমিক ৪৬৫-৬৬।। পুথি ২৩৪-৩৫ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৬২.	ক্রমিক ৪৬৭।। পুথি ৪৭৭ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৬$\frac{১}{২}$″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিস্টাব্দ	কালীদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৬৩.	ক্রমিক ৩৬৮।। পুথি ২২৯ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ৮″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৬৪.	ক্রমিক ৪৬৮।। পুথি ২২৯ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ৮″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

পুষ্পিকা পৃ. ৪৯৯ ড. আহম্মদ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
" " ৫০৩ " " " " " " "
" " ৫০২ " " " " " " "

Dhaka University Institutional Repository

৪৬৫.	ক্রমিক ৪৬৯।। পুথি ৫১৭ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ৯ ১/২″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৬৬.	ক্রমিক ৪৭০।। পুথি ২৩০ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬ ১/২″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	কালীদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৬৭.	ক্রমিক ৪৭১।। পুথি ১১৬ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৪৬৮.	ক্রমিক ৪৭২।। পুথি ২৯৩ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৬৯.	ক্রমিক ৪৭৩।। পুথি ২৯৪ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭০.	ক্রমিক ৪৭৪।। পুথি ২৩৫ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	নুরুজ্জামান	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭১.	ক্রমিক ৪৭৫।। পুথি ৬১৭ সাইজ ৯″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	বোচা মিয়া (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২৫৬ মঘী সন বা ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ
৪৭২.	ক্রমিক ৪৭৬।। পুথি ২২৩ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	কালীদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭৩.	ক্রমিক ৪৭৭।। পুথি ৩৬১ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫ ১/২″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১০৭ মঘী সন বা ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ
৪৭৪.	ক্রমিক ৪৭৮।। পুথি ২৩৬ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ৮″ × ৫″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭৫.	ক্রমিক ৪৭৯।। পুথি ২৯৯ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬ ১/২″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	সালেহ মোহাম্মদ আখন্দ	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭৬.	ক্রমিক ৪৮০।। পুথি ৩৪৭ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৭″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	সাকর আলী	৮০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭৭.	ক্রমিক ৪৮৩।। পুথি ২৯৫ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৫″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭৮.	ক্রমিক ৪৮৪।। পুথি ৯ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৭৯.	ক্রমিক ৪৮৫।। পুথি ৪৯৬ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ২৩″ × ৭ ১/২″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	আব্দুর রহমান শ্রী মহাং হোচন	১২৪৩ মঘী বা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পূর্বে লিখিত
৪৮০.	ক্রমিক ৪৮৬।। পুথি ৩৪৬ সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) সাইজ ২০″ × ৬″	কাজী দৌলত	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	সাছি পুষ্পিকা আছে	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

পুষ্পিকা পৃ. ৫২৪ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
" " ৪৪০ " " " " " " " "
" " ৫২৪ " " " " " " " "

Dhaka University Institutional Repository

৪৮১.	ক্রমিক ৪৯০।। পুথি ৪৩৩ সবে মেরাজ (খণ্ডিত) সাইজ ২০″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	শ্রী হায়ধিওল্লা (পুষ্পিকা আছে)	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৮২.	ক্রমিক ৪৯১।। পুথি ৪৯৯ সবে মেরাজ (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৮৩.	ক্রমিক ৪৯২।। পুথি ৬২১ সবে মেরাজ সাইজ ১৭″ × ৭১/২″	সৈয়দ সুলতান	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	আজিজুর খান	১২২৩ মঘী বা ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ
৪৮৪.	ক্রমিক ৪৯৪।। পুথি ৬৬৯ সবে মেরাজ সাইজ ১১″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৪৮৫.	ক্রমিক ৪৯৫।। পুথি ৬৭২ সবে মেরাজ সাইজ ১৬″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ পূর্বে লিখিত
৪৮৬.	ক্রমিক ৪৯৬।। পুথি ৬১৮ সপ্ত-পয়কর (খণ্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ পূর্বে লিখিত
৪৮৭.	ক্রমিক ৪৯৭।। পুথি ৫৩৮ সপ্ত-পয়কর সাইজ ১০″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	এলার আরী	৮০০ পূ. লি
৪৮৮.	ক্রমিক।। পুথি ২৭২ সপ্ত-পয়কর সাইজ ১২″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী নুরবক্স	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৪৮৯.	ক্রমিক ৪৯৯।। পুথি ৬৪৭ সপ্ত-পয়কর সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	হিনপিছরে মহাম্মদ	১১৬২ মঘী সন
৪৯০.	ক্রমিক ৫০০।। পুথি ২১৪ সপ্ত-পয়কর সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	আতাকুল্লা	১২০৯ মঘী সন
৪৯১.	ক্রমিক ৫০১।। পুথি ৫৭৫ সপ্ত-পয়কর সাইজ ১১১/২″ × ৬১/২″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী ছত্র নারায়ণ (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১১৯০ মঘী সন
৪৯২.	ক্রমিক ৫০২।। পুথি ৬৮০ সপ্ত-পয়কর (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৪৯৩.	ক্রমিক ৫০৩।। পুথি ২৪৭ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খন্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৪৯৪.	ক্রমিক ৫০৪।। পুথি ২৪৭ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খন্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৪৯৫.	ক্রমিক ৫০৫।। পুথি ৬০৫ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১১১/২″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৪৯৬.	ক্রমিক ৫০৬।। পুথি ২৪৫ সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১১″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৪৯৭.	ক্রমিক ৫০৭।। পুথি ৬২৩ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৪৯৮.	ক্রমিক ৫০৮।। পুথি ২৭৮ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খন্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	ছৈয়দ মুসা	প্রায় ২ শত বছর পূর্বে লিখিত

পুষ্পিকা পৃ. ৫৩৪ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
" " ৫৩৭ " " " " " " " "
" " ৫৩৯ " " " " " " " "
" " ৫৪৫ " " " " " " " "

৪৯৯.	ক্রমিক ৫০৯।। পুথি ২৪৩ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	পুষ্পিকর লিপিকর (বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫০০.	ক্রমিক ৫১০।। পুথি ৩৩৪ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫০১.	ক্রমিক ৫১১।। পুথি ৩৩৪ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৫০২.	ক্রমিক ৫১২।। পুথি ৫৮৩ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫০৩.	ক্রমিক ৫১৩।। পুথি ১৭৪ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১০০″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৫০৪.	ক্রমিক ৫১৬।। পুথি ২৪৮ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১৮″ × ৬০″ (খণ্ডিত)	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৫০৫.	ক্রমিক ৫১৭।। পুথি ৫০৪ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫০৬.	ক্রমিক ৫১৮।। পুথি ১১৯ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	মকবুল আলি (বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫০৭.	ক্রমিক ৫১৯।। পুথি ২৪৯ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১৪″ × ১২″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	হাসন আলি	১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ
৫০৮.	ক্রমিক ৫২০।। পুথি ২৪১ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১২″ × ৪″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত		১২০৫ মঘী সন বা ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ
৫০৯.	ক্রমিক ৫২১।। পুথি ৫০৩ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫১০.	ক্রমিক ৫২২।। পুথি ১৭৯ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	শ্রী তোফর আলী	১২২৯ মঘী সন বা ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ
৫১১.	ক্রমিক ৫২৩।। পুথি ১১৯ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫১২.	ক্রমিক ৫২৪।। পুথি ৩১৯ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	দোনাগাজী চৌধুরী	ত্রিপুরা (দোল্লাই)	১৬ শতক মতান্তরে ১৮ শতক	শ্রীহীন সোনা উল্লা	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫১৩.	ক্রমিক ৫২৫।। পুথি ৩৩৫ সেকান্দারনামা (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত

পুষ্পিকা পৃ. ৫৪৮ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
" " ৫৪৯ " " " " " " " "
" " ৫৫৫ " " " " " " " "

Dhaka University Institutional Repository

৫১৪.	ক্রমিক ৫২৬।। পুথি ৩২৭ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫১৫.	ক্রমিক ৫২৭।। পুথি ৫৩১ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	আজগর আলি	১২০-২৫ বছর পূর্বে লিখিত
৫১৬.	ক্রমিক ২৮৩।। পুথি ১০ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০-২৫ বছর পূর্বে লিখিত
৫১৭.	ক্রমিক ৫২৯।। পুথি ২৯২ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্রায় ২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫১৮.	ক্রমিক ৫৩০।। পুথি ৩৬৬ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৫১৯.	ক্রমিক ৫৩১।। পুথি ৫৩২ সেকান্দারনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১২১৭ মঘী সন বা ১৮৫৫ক খ্রিষ্টাব্দ
৫২০.	ক্রমিক ৫৩২।। পুথি ২৭৫ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫২১.	ক্রমিক ৫৩৩।। পুথি ২৭৩ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫২২.	ক্রমিক ৫৩৫।। পুথি ৬৯০ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫২৩.	ক্রমিক ৫৩৫।। পুথি ৬৯০ সেকান্দারনামা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	শ্রী মগল চান্দ নৈস্য	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫২৪.	ক্রমিক ৫৩৬।। পুথি ৬০০ সিরাজ ছবিল (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬ ১/২″	আলাউল	জালালাবাদ	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	নাসির উল্লাহ	১২২২ মঘী সন বা ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ
৫২৫.	ক্রমিক ৫৩৭।। পুথি ৮২ সৃষ্টি পত্তন (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″	মুহম্মদ হারি	চট্টগ্রাম	১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	আরহামল্লা (বি. দ্র. পুষ্পিকা আছে)	১১৯১ মঘী সন বা ১৭ই কার্তিক
৫২৬.	ক্রমিক ৫৩৮।। পুথি ৫৭০ সোনোভান সাইজ ১০ ১/২″ × ৬″	ফকীর গরীবুল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭.	ক্রমিক ৫৩৯।। পুথি ১২ সুলতান জমজমা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৬ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	বকর আলী	৯০-১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫২৮.	ক্রমিক ৫৪০।। পুথি ৯২ সুলতান জমজমা (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ কাসিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রোসন খেওয়াজী	১২৬২ সাল
৫২৯.	ক্রমিক ৫৪১।। পুথি ১২৭ সুলতান জমজমা (খন্ডিত) সাইজ ১৯″ × ৬″	মোহাম্মদ কাসিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৩০.	ক্রমিক ৫৪২।। পুথি ৩৪৩ সুলতান জমজমা (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৬ ১/২″	মোহাম্মদ কাসিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	হেসাম উদ্দীন	৯০-১০০ বছর পূর্বে লিখিত

পুষ্পিকা পৃ. ৫৬৩ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পুষ্পিকা পৃ. ৫৪৮ ড. আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
" " ৫৪৯ " " " " " " " "

৫৩১.	ক্রমিক ৫৪৫।। পুথি ৫৩৯ সুলতান জমজমা (খন্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	গোলাম মাওলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	হেসাম উদ্দীন	১২৪ মঘী সাল
৫৩২.	ক্রমিক ৫৪৬।। পুথি ১২ সুলতান জমজমা সাইজ ১১″ × ৬″	গোলাম মাওলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	হেসাম উদ্দীন	১২৩৫ মঘী সন বা ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ
৫৩৩.	ক্রমিক ৫৪৭।। পুথি ৩২ সুলতান জমজমা সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	গোলাম মাওলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	বকর আলী	১২০৭ মঘী সন বা ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ
৫৩৪.	ক্রমিক ৫৪৮।। পুথি ৪৩ সরুপের লড়াই সাইজ ১১″ × ৬″	আলী আহমদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আকবর আরী	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৩৫.	ক্রমিক ৫৪৯।। পুথি ৫৪৯ অমিনার চৌতিশা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৬.	ক্রমিক ৫৭৫।। পুথি ৬৮১ সাতখানা খন্ডিত পুথি সাইজ ১১″ × ৬″	মুহাম্মদ আলী, মোজাম্মিল, নছহু আকবর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	অজ্ঞাত
৫৩৭.	ক্রমিক ৫৭৭।। পুথি ২৩২ সতীময়না লোর চন্দ্রাণী সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	কাজী দৌলত	সুচক্রদণ্ডী	অজ্ঞাত	কাদির রজা	১৭৭০-৮০ খ্রিষ্টাব্দ
৫৩৮.	ক্রমিক ৫৭৮।। পুথি ৪৯৭ সতীময়না লোর চন্দ্রানী (খন্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কাজী দৌলত	সুচক্রদণ্ডী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৩৯.	ক্রমিক ৫৭৯।। পুথি ২৭১ সপ্ত পয়কর সাইজ ১২″ × ৭$\frac{১}{২}$″	আলাউল	জালালাবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৪০.	ক্রমিক ৫৩৯।। পুথি ৪৬২ সত্যপীর (খন্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫″	লেংটা ফকির	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১.	ক্রমিক ৫৫৬।। পুথি ৫৫৯ (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫″	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফকির সিং	১২৩৩ বাংলা সন
৫৪২.	ক্রমিক ৫৫৭।। পুথি ৬৬২ হাদিস বাণী (খণ্ডিত) সাইজ ৮$\frac{১}{২}$″ × ৬″	আস্কর আলী	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ আলী ও আস্কর আলী	১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৪৩.	ক্রমিক ৫৫৮।। পুথি ৬৪৬ হায়রাতুল ফেকাহ সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৪৪.	ক্রমিক ৫৫৯।। পুথি ১৪০ হিতোপদেশ (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	মোহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৪৫.	ক্রমিক ৫৬০।। পুথি ১৪০ হাদিছ কালাম বাণী (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	লোকমান আলী	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	আস্কর আলী	৯০-১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৪৬.	ক্রমিক ৫৬১-৬৩।। পুথি ১৪৯-৫১ হাদিসের কথা সাইজ ১১″ × ৬″	আকবর আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০১ মঘী সন

পুষ্পিকা পৃ. ৬০২ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বি.দ্র. ১৩ক পাতায় প্রক্ষিপ্তভাবে শ্রী বাবর আলী নামে একজন লিপিকরের নাম পাওয়া যায়

৫৪৭.	ক্রমিক ৫৬৫।। পুথি ৬৮৯ হেদায়তুল ইসলাম	খোন্দকার নুরুল্লাহ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮.	ক্রমিক ৫৬৭।। পুথি ৪৯৫ হায়রাতুল ফেকাহ সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	১৮ শতক	খোন্দকার রইছদ্দিন	১২০০ মঘী সন
৫৪৯.	ক্রমিক ৫৬৯।। পুথি ১০৯ হাজার মাসায়েল	আবদুল করিম খোন্দকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
			য			
৫৫০.	ক্রমিক ৩৮৬।। পুথি ৫৪৩ যোগ কলন্দর (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮″ × ৬″	সৈয়দ মতুর্জা	চট্টগ্রাম	১৬ শতাব্দী	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৫১.	ক্রমিক ৬২৬।। পুথি ১১৯ সুলতান জমজমা (খণ্ডিত)	কবির মোহাম্মদ কাছিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আমির	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৫২.	ক্রমিক ৩৮৮।। পুথি ৩০৭ যোগ কলন্দর (সম্পূর্ণ) সাইজ ৯″ × ৫$\frac{১}{২}$″	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৫৩.	ক্রমিক ৩৮৯।। পুথি ৯৭ যোগ কলন্দর সাইজ ১০″ × ৬$\frac{১}{২}$″	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	শ্রীমেকরাজ বরকন্দাজ	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৫৪.	ক্রমিক ৩৯১।। পুথি ৮৬ যোগ ালন্দর (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৫৫.	ক্রমিক ৩৯২।। পুথি ২০৬ যোগ কলন্দর সাইজ ১১″ × ৬″	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৫৬.	ক্রমিক ৩৯৩।। পুথি ৩০০ যোগ কলন্দর সাইজ ৯″ × ৬″	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	আলিম উদ্দীন	১১৩৫ মঘী সন বা ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ
৫৫৭.	ক্রমিক ৩৯৪।। পুথি ৫৪৭ যোগ কলন্দর সাইজ ১৩″ × ৮″	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	আব্দুল আলি	১২৩৭ মঘী সন বা ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ
৫৫৮.	ক্রমিক ৩৯৫।। পুথি ৫৪৩ ক যোগ কলন্দর সাইজ ৭$\frac{১}{২}$″ × ৬″	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	পিয়ার মোহাম্মদ	১২৯১ মঘী সন বা ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ
৫৫৯.	ক্রমিক ৪৫৪।। পুথি ৪৬০ যোগ কলন্দর (খণ্ডিত)	সৈয়দ মর্তুজা	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
			জ্ঞ			
৫৬০.	ক্রমিক ১১৬।। পুথি ৬০৩ জ্ঞান চৌতিশা	দয়াল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীমন্ত ছয়ার আলী	১২২৩ মঘী সন বা ১৯ কার্তিক
৫৬১.	ক্রমিক ১৪৩।। পুথি ৫০০ জ্ঞান সাগর (খণ্ডিত) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	আলীরজা ওরফে কানু ফকির	চট্টগ্রাম	অষ্টাদশ শতাব্দীর	শাহদুল্লাহ সিঞ্জি	৮০-৯০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৬২.	ক্রমিক ১৪৪।। পুথি ১৩৯ জ্ঞান সাগর সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬″	আলীরজা ওরফে কানু ফকির	চট্টগ্রাম	অষ্টাদশ শতাব্দী	অজ্ঞাত	১২১৭ মঘী সন বা ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

পুষ্পিকা পৃ. ৬২৬ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পুথিখানির রচনা ১১৯৭ বাংলা সনে শুরু হয় এবং ১২০৩ বাংলা মনে সমাপ্ত হয়। কবির নিবাস 'নহোঁর নন্দন ধার্য' উল্লেখ করেছেন। লিপিকর কালিদাস নন্দীর আদর্শ পুথির লিপিকরের নাম আমির, কবি মুহম্মদ কাসিম "সুলতান জমজমা" পুথির ও রচয়িতা।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬৩.	ক্রমিক ১৪৫।। পুথি ১৩৯ জ্ঞান সাগর সাইজ ১০″ × ৬ ১/২″	আলীরজা ওরফে কানু ফকির	চট্টগ্রাম	অষ্টাদশ শতাব্দীর	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৬৪.	ক্রমিক ১৪৬।। পুথি ১৪৭ জ্ঞান সাগর সাইজ ১০″ × ৬ ১/২″	আলীরজা ওরফে কানু ফকির	চট্টগ্রাম	অষ্টাদশ শতাব্দীর	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৬৫.	ক্রমিক ১৫২।। পুথি ৩৬৫ জ্ঞান সাগর (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৭″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম সুলতানপুর	অষ্টাদশ শতাব্দীর	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৬৬.	ক্রমিক ১৫৩।। পুথি ৩৬৬ জ্ঞান চৌতিশা	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম সুলতানপুর	৯৯৪ হিজরী বা ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৬৭.	ক্রমিক ১৫৪।। পুথি ৩৩৯ জ্ঞান প্রদীপ সাইজ ৮″ × ৬″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৬৮.	ক্রমিক ১৫৫।। পুথি ২০৮ জ্ঞান প্রদীপ (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম সুলতানপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৬৯.	ক্রমিক ১৫৬।। পুথি ৬৪৮ জ্ঞান প্রদীপ (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ দানিশ	চট্টগ্রাম (সুলুপবহর)	অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭০.	ক্রমিক ২৬২।। পুথি ২৭৫ জ্ঞানপথ	মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৭ মঘী সন বা ২০ কার্ত্তিক
৫৭১.	ক্রমিক ৭৭।। পুথি ৩০৩ কেয়ামত নামা সাইজ ১৬″ × ৬″	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭২.	ক্রমিক ৭৮।। পুথি ৩৩৭ কেয়ামত নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৪″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭৩.	ক্রমিক ৭৯।। পুথি ৩৫১ কেয়ামত নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬ ১/২″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কালিদাস নন্দী	১৫০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭৪.	ক্রমিক ৮০।। পুথি ৫০১ কেয়ামত নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	১৮ শতক	অজ্ঞাত	১৬০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭৫.	ক্রমিক ৮১।। পুথি ৫২৬ কেয়ামত নামা (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৮″	সৈয়দ নুরুদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭৬.	ক্রমিক ৮৬।। পুথি ৫৫ কোরাণের কায়দা সাইজ ১১″ × ৭″	আবদুন নবী	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭৭.	ক্রমিক ৮৭।। পুথি ৫৯২ কোরাণের পাঠের ফল (সম্পূর্ণ) সাইজ ৭ ১/২″ × ৬″	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৭৮.	ক্রমিক ৮৮।। পুথি ২৪৮ কুকি কাটার পুথি সাইজ ১১″ × ৮″	গুলবকস	নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৮০-১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৭৯.	ক্রমিক ৮৯।। পুথি ৫৯২ সখিনার বারমাস সাইজ ১১″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে লিখিত

পুষ্পিকা পৃ. ৪৪৬ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পুষ্পিকা পৃ. ৫৪৯ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৫৮০.	ক্রমিক ৯০-৯১।। পুথি ২১৭-২১৮ কাশেমের লড়াই সাইজ ৭" × ৬"	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত (বি.দ্র. পুষ্পিকা আছে)	অজ্ঞাত	১২০৫ মঘী সন বা ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ
৫৮১.	ক্রমিক ৯২।। পুথি ৪৬৪ কাসিমের যুদ্ধ সাইজ ১৫" × ৫$\frac{১}{২}$"	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৮২.	ক্রমিক ৯৩।। পুথি ১৯২ কোরানে ত্রিশ হরফের বয়ার্ন (খণ্ডিত) সাইজ ৬$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৮৩.	ক্রমিক ৯৪।। পুথি ১৯৩ কায়দানি কেতাব (খণ্ডিত) সাইজ ৬$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	শেখ পরাণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে লিখিত
৫৮৪.	ক্রমিক ১৭৫।। পুথি ৬৩৭ কলিকালের আওরাতের বয়ান	মুন্সী গরীবুল্লাহ	(রহমতগঞ্জ) ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৮৫.	ক্রমিক ১৯৪।। পুথি ১৮৬ কায়দানি কেতাব	শেক মুতালিব	সীতাকুণ্ড	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৮৬.	ক্রমিক ৫৮১-৮৩।। পুথি ৭১৩-১৫ কানুর ও মুরশীদের বারমাস এবং বাজে কাগজ সাইজ ১২" × ৭"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০২ মঘী সন বা ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ
৫৮৭.	ক্রমিক ১৭৫।। পুথি ৬৩৭ কলিকালের আওরতের বয়ান	মুন্সী গরীবুল্লাহ	রহমতগঞ্জ ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৮৮.	ক্রমিক ৫৭৪।। পুথি ৬৭৪ খণ্ডিত পুথি সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৬"	মুন্সী গরীবুল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৮৯.	ক্রমিক ৫৭২।। পুথি (২) খণ্ডিত পুথি	৬ জন কবি ১৮ খান অনুলিপির খন্ডাংশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৯০.	ক্রমিক ৫৭১।। পুথি (১) খণ্ডিত পুথি	বিভিন্ন কবি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৯১.	৪ চৈতন্যচরিতামৃত ৩য় খণ্ড (খণ্ডিত)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৮ বঙ্গব্দ
৫৯২.	৭ নৈষদপুস্তক	রামনারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৯৩.	৯ গৌরাঙ্গসন্ন্যাস গ্রহণ	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৯৪.	১০ গোবিন্দমঙ্গল	দুঃখী শ্যামাদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৯৫.	১১ অভায়মঙ্গল	দ্বিজ মোহন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭২৬ শকাব্দ
৫৯৬.	১২ কালিকাপুরাণ (স)	দ্বিজ দূর্গারাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৪ বঙ্গাব্দ
৫৯৭.	১৩* পূরাণ	বিদ্যাপতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৯৮.	১৫ রাধাকৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৯৯.	১৬ মহাভারত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০০.	১৭ মহাভারত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০১.	১৮, ছত্রনারায়ণ	গুনরাজ খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০২.	১৮, লক্ষ্মীর চরিত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০৩.	১৮, গ ডাকের বচন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

পুষ্পিকা পৃ. ৮৮ ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি পরিচিতি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬০৪.	১৮, F সুধন্দা সংস্থার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০৫.	১৮, H বৈধ মাহাত্ম্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০৬.	১৮, I বৈদ্যক সূচী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০৭.	১৮, K দূর্বকার পারণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০৮.	১৮, L স্যমন্তক হরন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০৯.	১৮, M আপদ উদ্ধার কথা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১০.	১৮, O শ্রী মদ্ভাগবতগীতা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১১.	২০, A স্বরূপ নির্ণয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১২.	২১, A শ্রী মদ্ভাগবতগীতা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১৩.	২১, B শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১৪.	২১, C উজ্জ্বল রস কথা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১৫.	২১, D হরিভক্তি উদ্দীপন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১৬.	২১, ভ কৃষ্ণলীলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১৭.	২২ লালমতির কথা	আবদুল হাকিম	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১৮.	৪৪ I সাবিত্রী সত্যবান	কবিচন্দ্র		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬১৯.	৪৬, C (খ) শিবরামের যুদ্ধ (রামলীলা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২০.	৪৬, D লক্ষ্মী চরিত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২১.	৪৬, E একাদশী মাহাত্ম্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২২.	৫১, K হরপার্বতী কোন্দল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২৩.	৫৯, A কপিলামঙ্গল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২৪.	৫৯, B সত্যনারায়ণ কথা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২৫.	৫৯, B সত্যনারায়ণ কথা (সত্য পীর)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২৬.	৫৯, D শিবরামের যুদ্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২৭.	৬০, A মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৬ সাল
৬২৮.	৬০, B (খ) মহাভারত (বিরাট পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬২৯.	৬০, C (খ) মহাভারত (পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩০.	৬০, D মহাভারত (নঈই পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩১.	৬১, A মহাভারত (শল্য পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩২.	৬১, B মহাভারত (সভাপর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩৩.	৬১, C মহাভারত (বর্ণ পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩৪.	৬১, D মহাভারত (শান্তি পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩৫.	৬১, E মহাভারত (শান্তি পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩৬.	৬২, A একাদশীর পাঁচালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩৭.	৬২, B নন্দ বিদায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩৮.	৬২, C মনসার ভাষাণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৩৯.	৬২, D লক্ষ্মীমঙ্গল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪০.	৬২, E অঙ্গদ রায়বার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪১.	৬২, F রামায়ণ (আদ্যকাণ্ড)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪২.	৭১, সহস্রগিরি বধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪৩.	৭২, সত্যপীরের পুস্তক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪৪.	৭৩, A সুধন্যার স্তব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪৫.	৭৩, B ত্রিভুন কথা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

৬৪৬.	৭৪, ত্রৈলোক্য পীরের পাঁচালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪৭.	৭৫, শীত-বসন্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪৮.	৭৬, রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৪৯.	৭৭, কালিকাপুরাণ হরগৌরীর বিবাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫০.	৭৮, সত্যপীরের পাঁচালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫১.	৭৯, B সত্যনারায়ণের পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫২.	৭৯, A মহিহরণ (কৃষ্ণ বিজয় কথা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫৩.	৮০, ইতিহাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫৪.	৮১, শ্রীকৃষ্ণ অবতার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫৫.	৮২, রামচরিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫৬.	১০১, A বিদ্যাসুন্দর	ভারতচন্দ্র	বর্ধমানের ভুরিশিট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫৭.	১০১, B ব্যবস্থা কবিতা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫৮.	১০২, মহাভারত	পরাগল খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৫৯.	১০৩, ইন্দ্রজাল বিজয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬০.	১২৪, B বিষ্ণুচক্র মাহাত্ম্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬১.	৭৩, B ত্রৈলোক্যপীরের পাঁচালী	কবি দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬২.	১২৪, C গান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬৩.	১২৬, রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড)	অদ্ভুত স্বার্থক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬৪.	১৫৩, F (স) হাড়খালা (হর গৌরী সংবাদ)	দ্বিজ সত্রুঘ্ন	অজ্ঞাত	১৯৯৫ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬৫.	১৫৩, P (স) খনার বচন	লীলাবতী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬৬.	১৮৯, C চিকিৎসা সংগ্রহ (খ)	বৈদ্যক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬৭.	২০০, I বর্ষপঞ্জি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬৮.	২০২, O (খ) জ্যোতিষ বচন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৬৯.	২০৩, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (নৌকা খণ্ড)	শ্রী জীবন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৭০.	২০৪, চৈতন্যমঙ্গল (খ)	কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৭১.	২০৫, চৈতন্য মহাভারত (খ)	বৃন্দাবন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৭২.	২০৭, চৈতন্যচরিতামৃত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৫৭ সাল
৬৭৩.	২০৮, ভাগবত (অনুবাদ গ্রন্থ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী স্বরুপ দাস	১৭৫৫ সাল
৬৭৪.	২০৯, মহাভারত (আদিপর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ সাল
৬৭৫.	২১০, বিদ্যাসুন্দর (খ)	ভারত চন্দ্র	বর্ধমান ভুরশুট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ সাল
৬৭৬.	২১২, রতিশাস্ত্র	অজ্ঞাত	বর্ধমান ভুরশুট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৩ সাল
৬৭৭.	২১৪, সত্যপীরের পাঁচালি	রসময়	বর্ধমান ভুরশুট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ সাল
৬৭৮.	২১৫, সত্যপীরের পাঁচালি (খ)	কচি শংকর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৭৯.	২১৬, জৈমিনি ভারত	অনন্ত মিশ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৮০.	২১৭, শতাকাদ রাবন বধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৮১.	২১৮ গোবিন্দমঙ্গল (স)	দুঃখী শ্যামদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮২০ খ্রিস্টাব্দ
৬৮২.	২২০ হিন্দুধর্ম (স) (সংকলন)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৮৩.	২৩৯, A বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড	শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৮৪.	২৪০, ই শাক্তাভিষেক বিধি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৮৫.	২৭৭ উপসনা তত্ত্ব (সা)	নিত্যানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

সূত্রঃ ঢা. বি. পাণ্ডুলিপি তালিকা-১ পৃ, ২৭,.৬. শাহজাহান কর্তৃক প্রনীত।

ড. মু. শাহজাহান কর্তৃক প্রণীত পাণ্ডুলিপির তালিকা-১. পৃ. ২৭. পুথি শালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চৈতন্য ও নিত্যানন্দ বিরচিত আদি চিন্তামনি নামক পাণ্ডুলিপির উল্লেখ আছে কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি অদ্যাবর্ধি পাওয়া যায়নি। পৃ, ৯৯ তালিকা-১ ঢা. বি।

Dhaka University Institutional Repository

৬৮৬.	২৯৮ A চৈতন্যচরিতামৃত (আদি কাণ্ড)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৮৭.	৩২৪, V প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৮৮.	৩২৪, W, অমৃত রত্নাবলী	শ্রী মুকুন্দদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৭ সাল
৬৮৯.	৩২৫, X পদ-সংগ্রহ	চন্ডীদাস, নরোত্তম দাস, বিদ্যাপতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯০.	৩২৬, T জ্যোতিষ ও খনার বচন	লীলাবতী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ সাল
৬৯১.	৩৩৩, G সুন্দরের শব সাধনা (খ)	অবগত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯২.	৩৭৪, পদ্মাপুরাণ	দ্বিজ বংশী দাস, পণ্ডিত জননী নাথ ও সুকবি নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ সন
৬৯৩.	৩৯৮ H সত্যদেব পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ সন
৬৯৪.	৪৪২, O কলিলক্ষণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৫.	৪৪২ R সাগতমঞ্জুরী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৬.	৪৪৩, শ্রীকৃষ্ণের ভিক্ষা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৭.	৪৪৫, H আত্মা নিরূপন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৮.	৫৪০ A সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৯.	৫৪০ B বিদ্যাসুন্দর (খ)	ভারতচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০০.	৫৪০, C ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০১.	৫৪২, ণ, ক মুষ্টিযোগ	অজ্ঞাত	বর্ধমান ভুরশুট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০২.	৫৫৯, A জাগরণ পুঁথি (খ)	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০৩.	৫৭১ পদ্মাপুরাণ পাঞ্চালিকা	দ্বিজ বংশীদাস	অজ্ঞাত	১৭৫১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০৪.	৬০৮, ২ আগমনী ১$\frac{১}{২}$" × ১৬$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০৫.	৬১৯, B সীতা পরিণয় (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০৬.	৬২২, Q ক্রিয়া যোগসার (স)	অনন্তরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০৭.	৬৩৬, V (খ) কুমারীপূজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০৮.	৬৩৬, V (গ) ভূত প্রতিকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭০৯.	৬৩৬, V (ঘ) রোগীরক্ষা মন্ত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭১০.	৬৩৬, V (ঙ) সাধন ক্রম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭১১.	৬৪৭, G শনিরপাঁচালী কথা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭১২.	৬৬৫, E চিকিৎসার্নর (স) বৈদ্যক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭১৩.	৬৬৫, G রসায়ণ ঔষধ সংগ্রহ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭১৪.	৬৬৭, ঝ যাত্রাদি নিরূপন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

পাণ্ডুলিপির তালিকা-২ (ক)

৭১৫.	৬৭২ কপিলামঙ্গল (স)	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭১৬.	৬৭৩ চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৭ সাল
৭১৭.	৬৭৪ আগম পুরাণ (স)	হৃদয়রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৮২ বঙ্গাব্দ
৭১৮.	৬৯১ লাক্ষীর জাগরণ (বনবাস পালা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

ড. মু. শাহাজাহান প্রণীত পাণ্ডুলিপির তালিকা-২ (ক) পুথিশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৭১৯.	৭১১ বেতাল পঞ্চবিংশতি (খ)	কালিদাস, দিগম্বর দাস, রামেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭২০.	৭১২ প্রেমভক্তি রত্নাবলী (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৮ সাল
৭২১.	৭১৩ দশ অবতার (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৭ বঙ্গাব্দ
৭২২.	৭১৪ দণ্ডিকা পুরাণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭২৩.	৭১৫ কম্বমুনির পালা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৭ বঙ্গাব্দ
৭২৪.	৭১৬ শিবায়ণ (খ)	দ্বিজ রামেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭২৫.	৭১৭ মহাভারত (শান্তি পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৫৭ সাল
৭২৬.	৭১৮ ভাগবত (স)	জগনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭২ বঙ্গাব্দ
৭২৭.	৭১৯ ধ্রুবচরিত্র (স)	জয়নন্দ কবি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৩ বঙ্গাব্দ
৭২৮.	৭২০ মহাভারত (মধ্য পর্ব) (স)	কাশীরাম কবি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
৭২৯.	৭২১ বিরাটগীতা (স)	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ
৭৩০.	৭২২ মহাভারত (নারী পর্ব)	কাশিরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৪ বঙ্গাব্দ
৭৩১.	৭২৩ রামায়ণ (খ)	কীর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৩২.	৭২৪ রামায়ণ	কীর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৩৩.	৭২৫ কৃষ্ণলীলামৃত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৩৪.	৭২৬ অমর কোষ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৩৫.	৭৩৭ পদ্ম পুরাণ	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৩৬.	৭৪০ রামায়ণ	লোকনাথ সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩২ বঙ্গাব্দ
৭৩৭.	৭৪১ রামায়ণ (অরণ্য কাণ্ড)	লোকনাথ সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ বঙ্গাব্দ
৭৩৮.	৭৪২ ঐ (লবকুশের যুদ্ধ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৩৯.	৭৪৩ পদ্মপুরাণ (স)	রায়-বিনোদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ
৭৪০.	৭৪৪ গোবিন্দ বিজয় (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮১ বঙ্গাব্দ
৭৪১.	৭৪৫ মনিহরণ (স)	* অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৮ বঙ্গাব্দ
৭৪২.	৭৪৬ অদ্ভুত রামায়ণ (আদিকাণ্ড) (স)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ
৭৪৩.	৭৪৭ A ক সত্যনায়ণের পাচালী	বিদুবর ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩১ বঙ্গাব্দ
৭৪৪.	১৪৭, A খ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৬ বঙ্গাব্দ
৭৪৫.	৭৪৭, B ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
৭৪৬.	৭৪৮ মহাভারত (কর্ণপর্ব) (স)	পরমেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৬ বঙ্গাব্দ
৭৪৭.	৭৪৯ মহাভারত ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৩ বঙ্গাব্দ
৭৪৮.	৭৫০ ঐ (বিরাট পর্ব)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৪৯.	৭৮৩ শনিরপাচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৫০.	৮২৮ একাদশী মাহাত্ম্য (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৫১.	৮২৯ মহাভারত (নরীপর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
৭৫২.	৮৩০ ঐ (শান্তি পর্ব)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
৭৫৩.	৮৩১ ঐ (*পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৫৪.	৮৩২ ঐ (মুষল পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
৭৫৫.	৮৩৩ ঐ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহন (স)	মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
৭৫৬.	৮৩৪ জগন্নাথমঙ্গল (স)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৮ বঙ্গাব্দ
৭৫৭.	৮৩৫ নৈষধ পর্ব (নল উপাখ্যান)	নারায়ণ, পার্বতী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৫৮.	৮৩৬ মহাভারত (শূন্য পর্ব)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১২১ বঙ্গাব্দ
৭৫৯.	৮৩৭ ঐ সৌপ্তিক পর্ব (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
৭৬০.	৮৩৮ মহাভারত (মূল পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
৭৬১.	৮৩৯ পাষণ্ড দলন (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
৭৬২.	৮৪০ মহাভারত (ঐষিক পর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
৭৬৩.	৮৪১ প্র* চরিত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ

নারায়ণ দাস ও বংশী দাস বিরচিত মনসার পুথির নাম উল্লেখ আছে কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি অদ্যবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পৃ. ৩৪৭, তালিকা ১, ঢা. বি।

ড. মু. শাহাজাহান প্রণীত পাণ্ডুলিপির তালিকা-২ (ক) পুথিশালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৭৬৪.	৮৪২ শ্রীকৃষ্ণের দোলপূজা (স)	সংকর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৬৫.	৮৪৩ তুলসী মাহাত্ম্য (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১২৩ বঙ্গাব্দ
৭৬৬.	৮৪৪ হরিবংশ (স)	দীন ভবান্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৮ বঙ্গাব্দ
৭৬৭.	৮৪৬ সন্ন্যাস গ্রহণ (স)	হরিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ
৭৬৮.	৮৪৭ ক্রিয়াযোগসার (স)	অনন্তরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
৭৬৯.	৮৫৩ রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (স)	দত্তকুমূদ ও দাস ভবানী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৭০.	৮৫৪ প্রেম্ব তরঙ্গ	ভাগবত আচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
৭৭১.	৮৫৫ চানক্যশ্লোক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৭২.	৮৫৬ মহাভারত (ভীষ্ম পর্ব) স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ
৭৭৩.	৮৫৭ রতিশাস্ত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৭৪.	৮৫৮ রতিশাস্ত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
৭৭৫.	৮৬০ ভাগ্য গণনা চিত্রাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	
৭৭৬.	৮৬১ রতিশাস্ত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৭৭.	৮৬২ শ্রীরামচন্দ্রের দিগ্বিজয় (স)	জয়চন্দ্র নরপতি ভবানীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৭৮.	৮৬৪ মহাভারত (দ্রোনপর্বা (স)	কবি বল্লভ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৭৯.	৮৪৫ ঐ (কর্ণপর্ব) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
৭৮০.	দ্রোনপর্ব (কর্ণপর্ব) (স)	কবি ভারতী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮১.	৮৬৬ হরিশচন্দ্র (স)	দীন ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮২.	৮৬৭ রতিশাস্ত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৩.	৬৬৮ K রামায়ণ (আদিকাণ্ড) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৪.	৬৬৮ B ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৫.	৮৬৮ B ক অভিমুন্য বধ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৬.	৮৬৮ B ক অভিমুন্য বধ (স) C সত্যনারায়ণের পাঁচালী	গোপীদাস দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৭.	৮৬৮ C সত্যনারায়ণের পাঁচালী	মনোহর সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৮.	৮৬৯ মহাভারত (বিরাটপর্ব) (স)	দ্বিজ ভানুনায়ন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৯.	৮৭০ A জৈমিনি ভারত (দ্রোন পর্ব)	গোপীনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯০.	৮৭০ B জগন্নাথ মঙ্গল (স)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯১.	৮৭০ C জৈমিনি ভারত (দ্রোন পর্ব) (স)	গোপীনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯২.	৮৭১ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (স)	গুনরাজ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৩.	৮৭৩ A মহাভারত (স্বর্গারোহণ পর্ব)	কবি চন্দ্র	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৪.	৮৭৩ B জৈমিনি ভারত (অশ্বমেধ পর্ব) (স)	সুবুদ্ধি রায়	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৮ বঙ্গাব্দ
৭৯৫.	EXTva দ্রোনপর্ব	কবি ভারতী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৫.	৮৭৩ C রামায়ণ (আদিকাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৬.	৮৭৩ D শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (স)	গুনরাজ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৭.	৮৭৪ A মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (স)	কাশীদাস নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭১ বঙ্গাব্দ
৭৯৮.	৮৭৪ B রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৯.	৮৭৪ C রামায়ণ	সঞ্চয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০০.	৮৭৪ D পারিজাত হরণ (স)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০১.	৮৭৪ E শনিদেবের পুস্তক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ
৮০২.	৮৭৪ F মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী (স)	কাশীদাস নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৫ বঙ্গাব্দ
৮০৩.	৮৭৪ G চানক্য শ্লোক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০৪.	৮৭৪ H সত্যদেবের পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০৫.	৮৭৪ I অক্ষর চৌতিশা পুস্তক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

* সূদন বিরচিত অশৌত সংক্ষেপ পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়নি পৃ. ৪৭৮ তালিকা, ২ (ক)

ড. মু. শাহাজাহান প্রণীত পাণ্ডুলিপির তালিকা ২ (ক) পুথিশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৮০৬.	৮৭৪ J কৃষ্ণচন্দ্র ষতনামা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ
৮০৭.	৮৭৪ K ভারত সাবিত্রী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৯২ বঙ্গাব্দ
৮০৮.	৮৭৪ L রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড)	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৬ বঙ্গাব্দ
৮০৯.	৮৭৪ M কলঙ্কভঞ্জন (স)	মদনচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১০.	৮৭৪ N রামমাহাত্ম্য (স)	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
৮১১.	৮৭৪ O অক্ষয় চণ্ডীর পাঁচালী (স)	কালাচন্দ্র	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ
৮১২.	৮৭৪ P জন্ম যোগলীলা (স)	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১৩.	৮৭৪ Q রামায়ণ (কিস্কিণ্ডাকাণ্ড)	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১৪.	৮৭৪ R মহাভারত (সভাপর্ব)	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
৮১৫.	৮৭৪ S শতস্কন্ধ বধ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১৬.	৮৭৪ T পদাবলী (খ)	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১৭.	৮৭৪ V মঙ্গল চণ্ডিকার পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ
৮১৮.	৮৭৪ X পদ্ম পুরাণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১৯.	৮৭৫ মহা মুদগর (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮২০.	৮৮১ কৃষ্ণ মঙ্গল (আক্রুর সংবাদ) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
৮২১.	৮৮২ মহাভারত (সভাপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮২২.	৮৮৩ শ্রীরামের স্বর্গারোহণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮২৩.	৮৮৪ বীরবাহুর যুদ্ধ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৩ বঙ্গাব্দ
৮২৪.	৮৮৫ বিবেকের যুদ্ধ (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
৮২৫.	৮৮৬ পদ্মা-পুরাণ (স)	সুকবি নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ
৮২৬.	৮৮৭ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮২৭.	৮৮৮ ক চৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮২৮.	৮৮৮ খ সত্যনারায়ণ পাঁচালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮২৯.	৮৯০ মণি হরণ (স)	গুনরাজ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৩০.	৮৯১ শিবরাত্রি ব্রতকথা (খ)	দ্বিজরতিদেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৩১.	৮৯২ তিরাঙ্গ পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
৮৩২.	৮৯৩ মহীষারাবন বধ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৩৩.	৮৯৪ কিষ্কিন্দাকাণ্ড (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৩৪.	৮৯৫ অরণ্য কাণ্ড (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৩৫.	৮৯৭ রামায়ণ	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯১ বঙ্গাব্দ
৮৩৬.	৮৯৮ মহাভারত (শান্তিপর্ব) (স)	ভানু নারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ
৮৩৭.	৮৯৯ মনসার পাঁচালী	জানকীনাথ		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৩৮.	৯০০ মনসার পাঁচালী (স)	জানকীনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৩৯.	৯০১ B সাবিত্রী সত্যবান (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৪০.	৯০১ C ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৪১.	৯০২ ষষ্ঠীব্রত পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৪২.	৯০৩ A মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৪৩.	৯১০ B মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪৮ শকাব্দ
৮৪৪.	৯১০ C নিয়ত মঙ্গল চণ্ডী পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৩ শকাব্দ
৮৪৫.	৯১০ D মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালী (স)	কবি জনার্দ্দন, ভবানী প্রসাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৪৬.	৯১৫ মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালী (স)	দ্বিজ জনার্দ্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ শকাব্দ
৮৪৭.	৯২৭ মহাভারত (আদি পর্ব) (খ)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৪৮.	৯৪১ গোবিন্দ বিজয় (স)	গুনরজ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৪৯.	৯৪২ ঊষাহরণ (খ)	গুনরজ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৫০.	৯৪৪ C মহাভারত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০১ শকাব্দ
৮৫১.	৯৪৪ D ক্রিয়া যোগসার (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

৮৫২.	৯৪৫ রামায়ণ	দ্বিজ ভবানী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৩৭ শকাব্দ
৮৫৩.	৯৪৬ A অক্ষর চৌতিশা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৮৯ শকাব্দ
৮৫৪.	৯৪৬ B মহাভরত (বনপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪১ শকাব্দ
৮৫৫.	৯৪৭ মহাভারত (বনপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ শকাব্দ
৮৫৬.	৯৪৮ গৌরীমঙ্গল (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ শকাব্দ
৮৫৭.	৯৪৯ শনির পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৬ শকাব্দ
৮৫৮.	৯৫০ রাইরজা	বংশীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২১ শকাব্দ
৮৫৯.	৯৫১ কোকিল সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৬০.	৯৫২ বংশী সংবাদ (খ)	অকিকাঞ্চন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৬১.	৯৫৩ মহা মুদগর (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৬২.	৯৫৪ রাধিকার বারমাসী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৬৩.	৯৫৫ শ্রীকৃষ্ণ অষ্টোত্তর শতনাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ শকাব্দ
৮৬৪.	৯৫৬ সত্যনারায়ণ পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ শকাব্দ
৮৬৫.	৯৫৭ রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড) (খ)	অদ্ভুতচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৬৬.	৯৫৮ লক্ষণচন্দ্র কলাবিবাহ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৬৭.	৯৫৯ রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড) (খ)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩২ শকাব্দ
৮৬৮.	৯৬০ নিমাই সন্ন্যাস (খ)	ত্রিলোচন দাস বাসুদেব ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ শকাব্দ
৮৬৯.	৯৬১ রামায়ণ (খ)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪১ শকাব্দ
৮৭০.	৯৬২ স্বপ্নকথা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৭১.	৯৬৩ যোগসার (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৬ শকাব্দ
৮৭২.	৯৬৪ A জ্ঞানচৌতিশা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ শকাব্দ
৮৭৩.	৯৬৪ B লক্ষ্মীচরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ শকাব্দ
৮৭৪.	৯৬৫ শ্রী সত্য নারায়ণ পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০৪ শকাব্দ	অজ্ঞাত	১২০৮ শকাব্দ
৮৭৫.	৯৬৬ রামায়ণ (খ)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৭৬.	৯৬৭ মহাভারত (সভাপর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৭৭.	৯৬৮ সুদামচরিত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৭৮.	৯৬৯ A সুদামচরিত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৭৯.	৯৬৯ B মনসামঙ্গল (খ)	জানকীথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৮০.	৯৬৯ R মহাভারত (অনুশাসন পর্ব)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	১৭০১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৮১.	৯৭৯ পদ্ম-পুরাণ (খ)	মৈত্রজীবন	উঅজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৮২.	৯৯৫ F ইন্দ্রজাল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৮৩.	১০৬৭ H শ্রী সত্য নারায়ণের পাঁচালী (খ)	দ্বিজ কিশোর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৩ শকাব্দ
৮৮৪.	১০৯৭ মহাভারত (বিরাট পর্ব) (খ)	কাশীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১১৯ শকাব্দ
৮৮৫.	১০৯৮ দাতা করে পালা (খ)	দ্বিজ কবি চন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৭ শকাব্দ
৮৮৬.	১০৯৯ বৃহন্নগমন (খ)	ত্রিলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ শকাব্দ
৮৮৭.	১১০০ A মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব) (খ)	কাশীদাস	অজ্ঞাত	১০৭৮ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৮৮.	১১০০ B ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ শকাব্দ
৮৮৯.	১১০১ A মোহবাণী কণ্ঠ মোচন (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৮ শকাব্দ
৮৯০.	১১০১ B দোঁহাস্বরূপ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৯১.	১১০২ মহাভারত (প্রান পর্ব)	কাশীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৯২.	১১০৩ A অম্বিকামঙ্গল (খ)	কবি চন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৯৩.	১১০৩ B সমুদ্রমঙ্গল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮৯৪.	১১০৩ C মনসামঙ্গল (খ)	সীতারাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২১ শকাব্দ
৮৯৫.	১১০৪ পাণ্ডব দলন (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ শকাব্দ
৮৯৬.	১১০৫ নারদ বিজয় (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ শকাব্দ

ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া প্রণীত পাণ্ডুলিপির তালিকা ২ পুঁথিশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৮৯৭.	১১০৬ A প্রার্থনা পদাবলী (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১০০ বঙ্গাব্দ
৮৯৮.	১১০৬ B ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১০০ বঙ্গাব্দ
৮৯৯.	১১০৬ C গুরু দক্ষিণা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১১০০ বঙ্গাব্দ
৯০০.	১১০৬ E উষাহরণ পালা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১০০ বঙ্গাব্দ
৯০১.	১১০৭ A শ্রীচৈতন্যচরিত (খ)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১০০ বঙ্গাব্দ
৯০২.	১১০৭ C ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৯ বঙ্গাব্দ
৯০৩.	১১০৭ D ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭০ বঙ্গাব্দ
৯০৪.	১১০৭ E ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ
৯০৫.	১১০৭ F ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৮ বঙ্গাব্দ
৯০৬.	১১০৭ G গুরু দক্ষিণা (খ)	কবি ভূষণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৮ বঙ্গাব্দ
৯০৭.	১১০৭ H রামায়ণ (খ)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
৯০৮.	১১০৮ কপিলামঙ্গল (খ)	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	১১০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
৯০৯.	১১০৯ ভাগবত (খ)	জগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
৯১০.	১১১০ A মহাভারত (যদি পর্ব) (খ)	কাশীদাস	অজ্ঞাত	১০৮৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
৯১১.	১১১০ B ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
৯১২.	১১১০ C ঐ	নিত্যানন্দ ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
৯১৩.	১১১০ D প্রসাদ চরিত্র (খ)	শ্রী কবিচন্দ্র দ্বিজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
৯১৪.	১১১০ E গুরু দক্ষিণা (খ)	শ্রী কবিচন্দ্র দ্বিজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
৯১৫.	১১১০ F গোবিন্দমঙ্গল (খ)	শ্রী কবি ভূষণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
৯১৬.	১১১০ G সুদাম চরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
৯১৭.	১১১২ মহাভারত সদাপর্ব) (খ)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯১৮.	১১১৩ A দুল্লাঙ্গসার (খ)	লোচনানন্দ দাস	অজ্ঞাত	১০৮৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯১৯.	১১১৩ B ঐ	লোচনানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ
৯২০.	১১১৩ C তত্ত্ব মঞ্জরী (খ)	মসুব দাস	অজ্ঞাত	১১৭৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ
৯২১.	১১১৩ D রাধিকামঙ্গল (খ)	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
৯২২.	১১১৩ E প্রসাদ চরিত্র	ঐ	অজ্ঞাত	১১৬৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯২৩.	১১১৪ ভক্তিচিন্তা বানি (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯২৪.	১১১৫ শ্রীরূপ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯২৫.	১১১৬ চৈতন্যচরিতমৃতের অংশ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯২৬.	১১১৭ রসময় গ্রন্থ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯২৭.	১১১৮ করচা (খ)	স্বরূপ দামেদর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯২৮.	১১১৯ আশ্রয় নির্ণয় (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯২৯.	১১২০ সুদাম চরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
৯৩০.	১১২১ (খ) ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩১.	১১২৩ * নির্ণয়	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩২.	১১২৪ প্রেমভক্তিচরিত (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩৩.	১১২৫ জোরকপিন বহির্বাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩৪.	১১২৯ (খ)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ
৯৩৫.	১১৩০ সরলন্তিতা গ্রন্থ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩৬.	১১৩২ হরিনাম কবচ (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩৭.	১১৩৩ প্রেম বিলাস (খ)	নিত্যানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩৮.	১১৩৬ ভক্তিচিন্তাণ (খ)	নিত্যানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৩৯.	১১৩৭ হরিনাম কবচ (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১৭৬১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪০.	১১৩৮ স্বরণমঙ্গল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪১.	১১৩৯ গোরাঙ্কলীলার সখিগণের নামের তালিকা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪২.	১১৪১ রসচন্দ্রিকা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

৯৪৩.	১১৪২ প্রেমভাবচন্দ্রিকা (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬১ বঙ্গাব্দ
৯৪৪.	১১৪৪ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪৫.	১১৪৫ A একাদশ শ্লোক (খ)	বৈষ্ণব চরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪৬.	১১৪৫ B বৈষ্ণব কবিতা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪৭.	১১৪৭ সহজিয়া মতের গ্রন্থ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪৮.	১১৪৮ হাট বান্দনা (খ)	বামানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৪৯.	১১৪৯ বস্তু তত্ত্ব (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৭ বঙ্গাব্দ
৯৫০.	১১৫০ প্রার্থনা (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৫১.	১১৫১ চৈতন্য চরিতামৃত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৫২.	১১৫২ ঐ (মধ্য খণ্ড) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৫৩.	১১৫৩ প্রেম বিলাস গ্রন্থ (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৫৪.	১১৫৪ পদ সংগ্রহ (খ)	বিদ্যাপতি নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৫৫.	১১৫৫ পদ সংগ্রহ (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৫৬.	১১৫৬ পদাবলী (খ)	কবি শেখর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৫৭.	১১৫৭ পদাবলী (খ)	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৫৮.	১১৫৮ ঐ (খ)	গোবিন্দদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৫৯.	১১৫৯ নৈষধ চরিত্র (খ)	সধুসুদন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
৯৬০.	১১৬০ উজ্জ্বল কিরণ (খ)	যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬১ বঙ্গাব্দ
৯৬১.	১১৬১ চৈতন্যরস করিকা (খ)	কৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৬২.	১১৬২ পদাবলী (খ)	বংশী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৬৩.	১১৬৩ ঐ (খ)	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৬৪.	১১৬৪ ঐ (খ)	গোবিন্দদাস				অজ্ঞাত
৯৬৫.	১১৬৫ বৈষ্ণব বন্দনা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৬৬.	১১৬৬ রাধামঙ্গল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৩ বঙ্গাব্দ
৯৬৭.	১১৬৭ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ (খ)	কীর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৩১০ বঙ্গাব্দ
৯৬৮.	১১৬৮ অঙ্গদ রায়বার (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৬৯.	১১৬৯ প্রসাদ চরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭০.	১১৭০ বৈষ্ণব বন্দনা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭১.	১১৭১ শতস্কন্দবধ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭২.	১১৭২ A রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭৩.	১১৭২ B জগন্নাথ মঙ্গল (খ)	শ্রী দ্বিজহর গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৫০ বঙ্গাব্দ
৯৭৪.	১১৭৩ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭৫.	১১৭৪ জগন্নাথ মাহাত্ম্য (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ বঙ্গাব্দ
৯৭৬.	১১৭৫ প্রসাদ চরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭৭.	১১৭৬ মহাভারত (ভীষ্মপর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭৮.	১১৭৭ জগন্নাথ মাহাত্ম্য (খ)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৭৯.	১১৭৮ মন ও আত্মার সংবাদ (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৮০.	১১৭৯ ভ্রমরগীতা (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৮১.	১১৮০ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ)	অদ্ভুত আচার্য্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ
৯৮২.	১১৯০ তরণীসেনের যুদ্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
৯৮৩.	১২৩১ হরিভক্তি বিলাস	কাসজি দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৮৪.	১২৩২ জগন্নাথ বিজয়	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৯ বঙ্গাব্দ
৯৮৫.	১২৩৩ স্বরূপ বর্ণন	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৪ বঙ্গাব্দ
৯৮৬.	১২৩৫ একান্নপদ	শ্রী গোবিন্দ দাস ঠাকুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৩ বঙ্গাব্দ
৯৮৭.	১২৩৬ শ্রীচৈতন্য	শ্রীলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৮৮.	১২৩৭ ভক্তি উদ্দীপনা	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৫ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

৯৮৯.	১২৩০ কিফায়তুল মুসল্লিন ১১" × ৭"	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছরের প্রাচীন
৯৯০.	১২৩৮ প্রেম কল্পতরু	রঘুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ
৯৯১.	১২৩৯ চম্পক কলিকা	শ্রী জীব গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ
৯৯২.	১২৪০ পদাবলী	কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম দাস, চন্ডীদাস, নরহরি বিদ্যাপতি, লোচন দাস, বংশী বদন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭০ বঙ্গাব্দ
৯৯৩.	১২৪২ বৈষ্ণব ধর্ম্ম	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৬ বঙ্গাব্দ
৯৯৪.	১২৪৩ A বৈষ্ণব লীলামৃত	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৯৫.	১২৪৪ রূপ সনাতন সংবাদ	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৪ বঙ্গাব্দ
৯৯৬.	১২৪৫ প্রেম ভক্তি চন্দিকা	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ
৯৯৭.	১২৪৭ G খ তত্বগান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ
৯৯৮.	১২৪৯ পদ্মাপুরাণ	জগন্নাথ দ্বিজ, বংশী দাস, নারায়ণদেব, বিজ গুপ্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৯৯৯.	১২৫০ কালিকামঙ্গল	হরিশচন্দ্র বসুদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ
১০০০.	১২৫১ G ডাকের (বারেন্দ্র)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০০১.	১২৫১ K সুদন্না উপাখ্যান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৫ বঙ্গাব্দ
১০০২.	১২" × ৯" অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০০৩.	১২৫১ L কলির কবিতা	অজ্ঞাত				১২১৩ বঙ্গাব্দ
১০০৪.	১২৫১ M সিদ্ধেশ্বরীর পাদপদ্ম (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১১ বঙ্গাব্দ
১০০৫.	১২৫১ O তুলসী মাহাত্ম্য (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০০৬.	১২৫১ P মহাভারত (আদি)	কাশীরামদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০০৭.	১২৫১ Q নিমাই সন্ন্যাস (স)	ত্রিলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০০৮.	১২৫১ N রামায়ণ	ত্রিলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০০৯.	১২৭৮ A অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১০.	শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (স)	গুণরাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ
১০১১.	১২৭৮ B কুমার সম্ভব (খ)	দেবীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১২.	১২৮০ কুশ উপাখ্যান (খ)	সুবুদ্ধিরায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১৩.	১২৮১ শ্রীরামের স্বর্গারোহণ (খ)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৩৫ শকাব্দ
১০১৪.	১২৮২ শতস্কন্দ ধর্ম (খ)	কৃর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১৫.	১২৮৭ A অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১৬.	রামায়ণ কথা (কিষ্কিন্দ কাণ্ড)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১৭.	১২৮৭ B লঙ্কাকাণ্ড রামায়ণ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১৮.	১৩০২ দীক্ষা শিক্ষা উপাসনা তত্ত্বনিরূপণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০১৯.	১৩০৩ মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (খ)	কৃষ্ণদেব দ্বিজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫০ বঙ্গাব্দ
১০২০.	১৩০৪ চৈতন্যমঙ্গল (খ)	অভয় দাস, শ্রীহরিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ বঙ্গাব্দ
১০২১.	১৩০৫ ভারত সাবিত্রী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৬ বঙ্গাব্দ
১০২২.	১৩০৬ অক্ষর চৌতিশা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০২৩.	১৩০৭ অক্ষর চৌতিশা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০২৪.	১৩০৮ হাট বন্দনা (খ)	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০২৫.	১৩০৯ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা (খ)	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৬ বঙ্গাব্দ
১০২৬.	১৩১১ মহামুদগর ও পাণ্ডব পাঁচালী (খ)	শ্রী গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০২৭.	অজ্ঞাত	শ্রী গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৪ বঙ্গাব্দ
১০২৮.	১৩১৩ সত্যদেবের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৯ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১০২৯.	১৩১৬ সত্যদেবের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৩ বঙ্গাব্দ
১০৩০.	জাতিভেদ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৩১.	তিনলক্ষ শীবের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৩২.	১৩২৩ কৃষ্ণনামা মৃত	শঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৩৩.	১৩২৫ বৈদ্যশাস্ত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৩৪.	১৩২৮ নৈষধ চরিত্র (খ)	শ্রী সুদন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৫ বঙ্গাব্দ
১০৩৫.	১৩২৯ মহাভারত (বিরাট পর্ব	দ্বিজ রামচন্দ্র ভানু নারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৬ বঙ্গাব্দ
১০৩৬.	১৩৩০ বৈদ্যনাথ মঙ্গল (ঘ)	মুকুন্দরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি তালিকা-২-ক (৬২৭-১৭৫৩ পর্যন্ত)						
১০৩৭.	১৩৩১ A মহাভারত (আশ্রমিক পর্ব) (খ)	কাশীরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২০ বঙ্গাব্দ
১০৩৮.	১৩৩১ B মহাভারত (শৈল্য পর্যন্ত) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ
১০৩৯.	১৩৩১ C ঐ (সৌপ্তিক পর্ব)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১১ বঙ্গাব্দ
১০৪০.	১৩৩১ D (ঐষিক পর্ব)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ
১০৪১.	১৩৩২ ঐ (কর্ণ পর্ব)	দ্বিজ রামচন্দ্র, বানু নারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ
১০৪২.	১৩৩৩ ঐ (আদি পর্ব) (খ)	রামেশ্বর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ
১০৪৩.	১৩৩৪ শতস্কন্দের যুদ্ধ	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯০ বঙ্গাব্দ
১০৪৪.	১৩৩৫ ঐ (গদা ও সৌপ্তিক পর্ব)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৬ বঙ্গাব্দ
১০৪৫.	১৩৩৬ শতস্কন্ধ যুক্ত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০১ বঙ্গাব্দ
১০৪৬.	১৩৩৭ A রামায়ণ (আদিকাণ্ড)	গুনরাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
১০৪৭.	১৩৩৭ B রামায়ণ (অরণ্য কান্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৪৮.	১৩৩৭ C রামায়ণ (কিষ্কিন্ধা কান্ড) (খ)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
১০৪৯.	১৩৩৭ D রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড)	অদ্ভুত আচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
১০৫০.	১৩৩৭ E ঐ (লঙ্কাকাণ্ড) (স)	কীত্তিবাস অদ্ভুত আচার্য রাজকিশোর দত্ত, যাদবেন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
১০৫১.	১৩৩৭ G শ্রী রাম চন্দ্রের স্বর্গারোহণ (উত্তর কাণ্ড) (খ)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৯ বঙ্গাব্দ
১০৫২.	১৩৩৭ H রামায়ণ (উত্তর কান্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৫৩.	১৩৩৭ I রাম চৌতিশা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৮ বঙ্গাব্দ
১০৫৪.	১৩৩৮ B মনসার পাঁচালী (স)	সুকবি নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৮ বঙ্গাব্দ
১০৫৫.	১৩৩৯ A হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৫৬.	১৩৩৯ B সত্য নারায়ণের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৫৭.	১৩৪০ রামায়ণ (খ)	মনোহর সেন কৃত্তিবাস, অদ্ভুত আচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৫৮.	১৩৪১ ক্রিয়া যোগসার (খ)	রামেশ্বর নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১০৫৯.	১৩৪৮ A ওঙ্কার মন্ত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৬০.	১৩৫৬ ভূত সাধন (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৬১.	১৩৫৬ H বৈষ্ণব প্রেম সুধা বরিষণ (খ)	জ্ঞানদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৬২.	১৩৫৮ হরিবংশ	ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১০৬৩.	১৩৬৬ গুরুতত্ত্বসার (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৬৪.	১৩৬৭ স্মরণমঙ্গল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৬৫.	১৩৬৮ ভক্তিরত্ন (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১০৬৬.	১৩৬৯ শ্রীগুরুভক্তি চিন্তামনি	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ সাল
১০৬৭.	১৩৭০ মীরাবাইর শিক্ষা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৬৮.	১৩৭১ অমৃতরসময় চন্দ্রিকা (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১২৫৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৬৯.	১৩৭৩ ঘোরচণ্ডীর পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৩১ বঙ্গাব্দ
১০৭০.	১৩৭৮ A হরিনাম কৃষ্ণ মন্ত্রসার (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ
১০৭১.	১৩৭৮ রাধারস কারিকা (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭২.	১৩৮৮ পূর্নান্দগীতা (স)	শ্রী নিধিরাম কবিরত্ন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭৩.	১৩৮৯ চৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭৪.	১৩৯০ শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত (অন্তখন্ড) (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭৫.	১৩৯১ শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত (অন্তখন্ড)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭৬.	১৩৯২ (অন্তখণ্ড)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭৭.	১৩৯৩ সিদ্ধিপঞ্চতন্ত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৮০ বঙ্গাব্দ
১০৭৮.	১৪০৮ রাসলীলা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৭৯.	১৪১৫ A প্রার্থনা	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮০.	১৪১৫ B প্রার্থনা	লক্ষণ দাস	অজ্ঞাত	১১৯৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮১.	১৪১৬ গান সংগ্রহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮২.	১৪২৫ চৈতন্য কথা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮৩.	১৪২৭ ভাগবত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮৪.	১৪৩০ C বৃন্দাবন বর্ণনা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮৫.	১৪৩১ হংসলোচন পদ্মলোচন যুদ্ধ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ
১০৮৬.	১৪৩৩ মহাভারত (আদিপর্ব) (খ)	রামেশ্বর নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৬ বঙ্গাব্দ
১০৮৭.	১৪৫৬ A ঘোর চণ্ডীর পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮৮.	১৪৫৬ B ঘোর চণ্ডীর পাঁচালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪৬ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৮৯.	১৪৫৮ পদ্মাপুরাণ	শ্রী পণ্ডিত, ভানুরায়, দ্বিজ হরিদ্রাস ষষ্ঠীধর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯০.	১৪১৬ C মানুষ বদল পত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০৭৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯১.	১৪৬২ B হিতোপদেশ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯২	১৪৮৬ সম্পদ নারায়ণ কথা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯৩.	১৪৮৭ A শ্রীদ্বিজ মাধবকৃষ্ণ মঙ্গল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯৪.	১৪৮৭ B লক্ষ্মীর চরিত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯৫.	১৪৮৭ C অক্রুর সংবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯৬.	১৪৮৭ D প্রহ্লাদ চরিত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯৭.	১৪৮৭ E কলঙ্ক ভঞ্জন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯৮.	১৪৮৭ F কোকিল সংবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১০৯৯.	১৪৮৭ G শতস্কন্দ বধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১০০.	১৪৯৫ ষড়ঙ্গযোগ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭২৭ বঙ্গাব্দ
১১০১.	১৫১৩ সত্যনারায়ণ পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৩ বঙ্গাব্দ
১১০২.	১৫৫০ (১ম খন্ড) মহাভারত (আদি পর্ব)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩২-৩৩ ত্রিপুরাব্দ
১১০৩.	১৫৫০ মহাভারত (২য় খণ্ড)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
১১০৪.	১৫৫০ ঐ	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৩-৩৫ বঙ্গাব্দ
১১০৫.	১৫৫০ মহাভারত (৩য় খণ্ড)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৩ বঙ্গাব্দ
১১০৬.	১৫৬৪ মনসামঙ্গল (খ)	বিজয়গুপ্ত	গৌরনদী গৈলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১০৭.	১৫৬৫ A যোগ প্রকরণ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১০৮.	১৫৭৮ L ভাগ্য গণনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১০৯.	১৫৮৪ B সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭২৩ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১১০.	১৫৮৯ পদাবলী	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১১১.	১৫৯০ ঐ	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১১১২.	১৫৯৩ মনসামঙ্গল (খ)	কালিদাস	অজ্ঞাত	১৬১৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ
১১১৩.	১৫৯৪ কৃষ্ণমঙ্গল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১১৪.	১৫৯৬ A রামায়ণ (আদি কান্ড) (খ)	অদ্ভুত আচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১১৫.	১৫৯৬ B রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১১৬.	১৫৯৬ C মনসামঙ্গল (খ)	কালিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১১৭.	১৫৯৭ প্রেম তরঙ্গিণী (খ)	ভাগবত আচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ
১১১৮.	১৫৯৮ সিদ্ধান্ত তন্ত্রোদা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১১৯.	১৫৯৯ গোবিন্দমঙ্গল (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
১১২০.	১৬০০ স্বরূপ কল্পতিক	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৩ বঙ্গাব্দ
১১২১.	১৬০১ স্বরণ দর্শন (স)	রামচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১২২.	১৬০৩ বৃন্দাবন যাত্রা পরিক্রমা	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১২৩.	১৬০৪ সত্যনারায়ণের পাঁচালী	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১২৪.	১৬১৪ ষষ্ঠীব্রত পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১২৫.	১৬১৫ সাবিত্রীব্রত পাঁচালী (স)	সাগর বসু	অজ্ঞাত	১২৭৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১২৬.	১৬১৬ মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৫০ শকাব্দ
১১২৭.	১৬১৭ C কৃষ্ণকীর্তন (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১২৮.	১৬১৮ A জোতিষ সংগ্রহ (খ)	শ্রীদ্বারকানাথ	অজ্ঞাত	১২৩২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১২৯.	১৬৫২ ভৌতিক চিকিৎসা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩০.	১৬৫৩ তালেবনামা (জাতক)	হজরত শেখ মাহামুদ খোন্দকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩১.	১৬৫৭ A রামায়ণ মহাভারত সভাপর্ব (খ)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৮ বঙ্গাব্দ
১১৩২.	১৬৫৭ মহাভারত সভাপর্ব (খ)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩৩.	১৬৭৩ শ্রীচৈতন্য তত্ত্বপ্রদীপ	শ্রীব্রজমোহন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩৪.	১৬৮৬ ফলচিন্তা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩৫.	১৭০৬ গোবিন্দ বিজয় (খ)	যদুনন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩৬.	১৭১১ মঙ্গলাচরণ শ্লোকার্থ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩৭.	১৭১২ চৈতন্য ভাগবত (মধ্য খণ্ড) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৪৭ বঙ্গাব্দ
১১৩৮.	১৭১৩ কাশীখণ্ড (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৩৯.	১৭১৬ গোবিন্দ বিলাস	শ্রী যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৪০.	১৭১৭ চৈতন্য চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	১৫৩৭ শকাব্দ	অজ্ঞাত	১৬৯৯ শকাব্দ
১১৪১.	১৭১৯ ঐ (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত		অজ্ঞাত
১১৪২.	১৭২৬ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৪৩.	১৭২৭ চৈতন্যমঙ্গল (আদি খণ্ড)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৪৪.	১৭২৮ ঐ	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৪৫.	১৭২৯ ঐ (স)	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৪৬.	১৭৩০ কালকা পুরাণ	দ্বিজ দুর্গারাম	অজ্ঞাত	১২২৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৪৭.	ক্রমিক ১১২৩।। পুথি ১৬৫৭ B জৈমিনি মহাভারত (সভাপর্ব) (খ)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৪৮.	১৭৩১ রাগ মাহাত্ম্য (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
১১৪৯.	১৭৩২ সহজ	তারাদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৫০.	১৭৩৩ যোগতত্ত্ব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
পাণ্ডুলিপির তালিকা-২ (খ) (১১৫৪-৭৭৬)						
১১৫১.	১৭৫৮ সত্যদেবের কথা (স)	দ্বিজ রাম কৃষ্ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৫২.	১৭৫৯ সুদাম চরিত্র (স)	দ্বিজ পরশুরাম	অজ্ঞাত	১১৭৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৫৩.	১৭৬০ হরিদাসের কথা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

তথ্য সূত্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি তালিকা-২-ক

১১৫৪.	১৭৬২ সাধক সিদ্ধান্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৫৫.	১৭৬৩ সত্যদেবের কথা	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	১২২৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৫৬.	১৭৬৪ শ্রীজীব মঞ্জরী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৫৭.	১৭৬৬ (ক) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৫৮.	১৭৬৬ (খ) পদাবলী	প্রেমানন্দ, দেবীদাস, বিদ্যাপতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ বঙ্গাব্দ
১১৫৯.	১৭৭০ নিমাই সন্ন্যাস (খ)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
১১৬০.	১৭৭২ নল দয়মন্তী কথা (স)	পার্ব্বতী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২০ বঙ্গাব্দ
১১৬১.	১৭৭৪ একাদশী পাঁচালী (খ)	শ্রীধর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ
১১৬২.	১৭৭৬ সুদাম চরিত্র (খ)	দ্বিজ-পরশুরাম	অজ্ঞাত	১১৮৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৬৩.	১৭৭৮ পদাবলী (খ)	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৬৪.	১৭৭৯ চৈতন্যচরিতামৃত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ বঙ্গাব্দ
১১৬৫.	১৭৮০ রাগানুগ শ্রীরূপ গোস্বামী কথা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৬৬.	১৭৮২ পদাবলী (খ)	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৬৭.	১৭৮৩ প্রেমভাব চন্দ্রিকা (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৬৮.	১৭৮৪ স্বরূপ বর্ণনা (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৬৯.	১৭৮৫ নিমাই সন্ন্যাস	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৭ বঙ্গাব্দ
১১৭০.	১৭৮৬ পদাবলী (খ)	চণ্ডী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭১.	১৭৮৭ A শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড) (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭২.	১৭৮৭ B চৈতন্যভাগবত (অন্তখন্ড) (খ)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭৩.	১৭৮৯ চৈতন্যভাগবত (আদি)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭৪.	১৭৯৯ শ্রীজীবমুক্তি (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭৫.	১৭৯২ জৈমিনি মহা ভারত (অশ্বমেধ পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭৬.	১৭৯৪ শ্রীরামকীর্ত্তন (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭৭.	১৭৯৫ নিমাই সন্ন্যাস (খ)	রূপদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭৮.	১৭৯৭ চৈতন্যচরিতামৃত (আদি খণ্ড)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৭৯.	১৭৯৮ বস্ত্রহরণ (খ)	রুদ্রদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৮০.	১৭৯৯ রুক্মিনী হরণ (খ)	গুনরাজ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ
১১৮১.	১৮০০ সত্যদেবের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৮২.	১৮২২-ক মহাভারত	গঙ্গাদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৮৩.	১৮২২-খ কঙ্কণচণ্ডী	কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৮৪.	১৮৬৫ A ভাগবত (খ)	ভাগবতাচার্য	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৮৫.	১৮৬৫ B ঐ (১০ সহ) (খ)	ঐ	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১১৮৬.	১৮৬৫ C ঐ	ঐ	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১১৮৭.	১৯১০ K ওঝার মন্ত্র	অজ্ঞাত	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১১৮৮.	১৯১০ L রাগ-মন্ত্র	অজ্ঞাত	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১১৮৯.	১৯৪২ সত্য নারায়ণের পাঁচালী (খ)	দ্বিজ বিশ্বনাথ	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১১৯০.	১৯৮৩ A গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী (খ)	দুর্গা প্রসাদ	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১১৯১.	১৯৮৩ B ঐ	ঐ	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১১৯২.	১৯৮৩ C ভাগ্য গণনা	অজ্ঞাত	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১১৯৩.	২০০৯ মহাভারত (খ)	কাশীরাম দাস	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
১১৯৪.	২০১০ অধ্যাত্ম রামায়ণ (খ)	পন্ডিত ভবানী নাথ	সিলিমাবাজ	১১২৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
১১৯৫.	২০১১ বিদ্যাসুন্দর (খ)	ভারত চন্দ্র	বর্ধমান ভুরশুট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
১১৯৬.	২০১২ সহস্র শির রাবণ বধ (খ)	অজ্ঞাত	বর্ধমান ভুরশুট	১১৮৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
১১৯৭.	২০১৩ বীর বাহুর যুদ্ধ (স)	দ্বিজ দুর্গারাম	বর্ধমান ভুরশুট	১১৮৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
১১৯৮.	২০১৪ সুন্দর কাণ্ড	কৃর্ত্তিবাস	বর্ধমান ভুরশুট	১১৮৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ

১১৯৯.	২০১৫ উত্তর কাণ্ড (খ)	কৃত্তিবাস	বর্ধমান ভুরশুট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
১২০০.	২০১৬ সাবিত্রী সত্যবান কথা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৩ বঙ্গাব্দ
১২০১.	২০১৭ নল দয়মন্তী কথা (খ)	পার্ব্বতীনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২০২.	২০১৮ মনসামঙ্গল (খ)	কবি গঙ্গাধর, কবি ষষ্ঠীর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২০৩.	২০২০ নল দয়মন্তী কথা (খ)	পার্ব্বতীনাথ	অজ্ঞাত	১২৫৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২০৪.	২০২১ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ)	গুণরাজ খান	চট্টগ্রাম	১২৫৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৫৪ বঙ্গাব্দ
১২০৫.	২০২৩ লক্ষ্মীর চরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২০৬.	২০২৪ A মহাভারত (আদি পর্ব) (খ)	কবীন্দ্র	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২০৭.	২০২৪ B ঐ (সবাপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২০৮.	২০২৪ C ঐ (বনপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২০৯.	২০২৪ D ঐ (বিরাট পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১০.	২০২৪ E ঐ (উদ্যোগ পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১১.	২০২৪ F ঐ (ভীষণ পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১২.	২০২৪ G ঐ (দ্রোনপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১৩.	২০২৪ H ঐ (উনপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১৪.	২০২৪ I ঐ (শল্যপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১৫.	২০২৪ J ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১৬.	২০২৪ K ঐ (অভিষেক পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১৭.	২০২৪ L (ক ও খ) (অশ্বমেধ ও আশ্রম বাসিক পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১৮.	২০২৪ L মহাভারত (মুষল পর্ব) (খ)	শ্রীকর নন্দী	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২১৯.	২০২৪ L-খ মহাভারত (স্বর্গরোহণ পর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২০.	২০২৫ A মহাভারত (খ)	শ্রীকর নন্দীও পরমেশ্বর নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২১.	২০২৫ B ঐ (বর্ণপর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২২.	২০২৫ C-ক ঐ (বিরাট পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২৩.	২০২৫ C-খ ঐ (উদ্যোগ পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২৪.	২০২৫ D ঐ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২৫.	২০২৫ E ঐ (দ্রোনপর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২৬.	২০২৫ F ঐ (কর্ন পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২৭.	২০২৫ G ঐ (শৈল্য পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২৮.	২০২৪ H ঐ (গদাপর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২২৯.	২০২৫ I ঐ (সৌপ্তিক পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩০.	২০২৫ J ঐ (ঐষিক পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩১.	২০২৫ K ঐ (স্ত্রী পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩২.	২০২৫ ঐ (অভিষেক পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩৩.	২০২৫ n, (ক ঐ (অনুশাসন পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩৪.	২০২৫ N-খ ঐ (পরীক্ষিত পর্ব)	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩৫.	২০২৫ P-খ ঐ (আশ্রমবাসিক ও মৌষল পর্ব) (খ)	শ্রীকর-নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩৬.	২০২৫ Q মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর-নন্দী	অজ্ঞাত	১৬১১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩৭.	২০২৬ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত	ঐ	অজ্ঞাত	১৭৩২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩৮.	২০২৮ (উৎসব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৩৯.	২০৩০ মহাভারত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪০.	২০৩১ A ঐ (বিরাট পর্ব) (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১২৪১.	২০৩১ B ঐ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪২.	২০৩২ A কীর্ত্তিবাস, পন্ডিত, সানন্দ খান, ভাবনী গঙ্গারাম, ষষ্ঠীবর, জগন্নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮০২ বঙ্গাব্দ
১২৪৩.	২০৩২ B সহস্র শিররাবন (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৯৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪৪.	২০৩৩ A রামায়ণ (খ)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪৫.	২০৩৩ B অরণ্য কাণ্ড, (খ)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪৬.	২০৩৩ C রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪৭.	২০৩৩ D লঙ্কা কাণ্ড)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪৮.	২০৩৩ E রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৪৯.	২০৩৪ প্রেমতরঙ্গিনী (সম্পূর্ণ)	ভাগবতাচার্য	অজ্ঞাত	১১৮৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫০.	২০৬৮ A অশৌক ব্যবস্থা (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫১.	২০৬৮ B মঙ্গল চন্ডিকা পাঁচালী (সম্পূর্ণ)	জনার্দ্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫২.	২০৭০ পদ্ম পুরাণ	নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫৩.	২০৮৫ A মহাভারত (বিরাট পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	১২৪১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫৪.	২০৮৫ C নাগাধী মন্ত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫৫.	২০৮৬ অভয়া মঙ্গল (খ)	শ্রী কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫৬.	২১০৪ B ভজন (সম্পূর্ণ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫৭.	২১০৭-২ মহাভারত (সভাপর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫৮.	২১০৭ M ঐ (বিরাট পর্ব)	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৫৯.	২১০৭ N ঐ (ভীষণ পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৬০.	২১০৮ রামায়ণ (লংকারকাণ্ড) (খ)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৬১.	২১০৯ B ঐ (অশ্বমেধ পর্ব) (খ)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৬২.	২১০৯ C জগন্নাথ মঙ্গল (স)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৫৫ শকাব্দ
১২৬৩.	২১০৯ D সত্যনারায়ণের পাঁচালী	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ শকাব্দ
১২৬৪.	২১০৯ E ঐ (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ শকাব্দ
১২৬৫.	২১০৯ F বৈষ্ণব বন্দনা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ শকাব্দ
১২৬৬.	২১১০ A গীত চিন্তামণি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ শকাব্দ
১২৬৭.	২১১০ B রামায়ণ (আদি কাণ্ড)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
১২৬৮.	২১১০ C মহাভারত (আশ্রমবাসিক পর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ
১২৬৯.	২১১০ F হংসদূত (স)	নরসিংহদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৭০.	২১১৩ A শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত (স)	যদুনন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৭১.	২১১৩ B বিদ্যাপতির কড়চা (স)	শ্রীরামচন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪০ বঙ্গাব্দ
১২৭২.	২১১৩ C স্বরূপ নির্ণয় (স)	শ্রীকৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৭৩.	২১১৪ A প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সন্দর্ভ টীকা (খ)	শ্রী মাধুরী রায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৭৪.	২১১৪ B রাধা ও চন্দ্রাবলী ঝগড়ার পদ	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৭৫.	২১১৪ C মনোবৃত্তি পটল	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৭৬.	২১১৪ D অষ্টাদশপদ তারুণ্য রমণী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪১ বঙ্গাবঙ্গ	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৭৭.	২১১৪ E মঙ্গলাচরণ টীকা (স)	শ্রী মুকুন্দ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৭৮.	২১১৪ F পুষ্পাঞ্জলি	শ্রী স্বরূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৭৯.	২১১৪ G আত্মজিজ্ঞসা	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮০.	২১১৪ H ভক্তি লতিকা (খ)	স্বরূপানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮১.	২১১৪ I আশ্রয়নির্ণয় (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮২.	২১১৪ J পদাবলী (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত

১২৮৩.	২১১৪ K পদাবলী	নরোত্তম দাস রামান্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮৪.	২১৪৮ ব্যবস্থা নির্ণয় (স)	শ্রীরাম-প্রসাদ	অজ্ঞাত	১৭৪০ শকাব্দ	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮৫.	২১৫১ A সত্যনারায়ণের পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮৬.	২১৫১ B প্রার্থনা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮৭.	২১৫১ C প্রেমচন্দ্রিকা	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮৮.	২১৫১ D সুবলসংবাদ (স)	জয়কৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৮৯.	২১৫১ E শ্রীবৈষ্ণববন্দনা (স)	শ্রীযদুনন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৯০.	২১৫১ F ক প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	শ্রী নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৯১.	২১৫১ F খ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৯২.	২১৫১ G ভক্তি রস কলিকা (স)	অকিঞ্চন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৯৩.	২১৫১ H স্বরণমঙ্গল (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৯৪.	২১৫৮ A চিকিৎসা তন্ত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৯৫.	২১৫৮ B চিকিৎসা সংগ্রহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১২৯৬.	২১৫৮ D-ক ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৯৭.	২১৫৮ D-খ কবিরাজী পুস্তক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৯৮.	২১৫৮ D-গ ঔষধ সংগ্রহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১২৯৯.	২১৫৮-খ বিষঝাড়া মন্ত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০০.	২১৬০ B বৈদ্যোক্তি পুস্তক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০১.	২১৬১ C কবিরাজী পাতড়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০২.	২১৬১ A মহাভারত (বনপর্ব)	রাম নারায়ণ ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০৩.	২১৬১ B বৈদজ্ঞ বন্দনা (স)	দৈবকী নন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০৪.	২১৬১ C মহাভারত (বনপর্ব) (স)	রামনারায়ণ ঘোষ	অজ্ঞাত	১১৭৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০৫.	২১৬৪ A বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০৬.	২১৬৪ A খ-ভাদুরীকুলের বংশাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০৭.	২১৬৪ A গ-লাড়ি বা লাহিরী কুলের করণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৩৯৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০৮.	২১৬৪ A ঘ-রাড়িকুলের বংশাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩০৯.	২১৬৪ A চ ছিট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১০.	২১৬৪ A ছ ফাড়ির ব্যবস্থা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১১.	২১৬৪-জ-স্যানালকুল করণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১২.	২১৬৪-ঝ- নন্দনাবাসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১৩.	২১৬৪-ট পুখরিয়া দিবাই বংশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১৪.	২১৬৪-ঠ লিঙ্কী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১৫.	২২২০ B কলকাতার পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১৬.	২৩৩৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০৫ শকাব্দ
১৩১৭.	২৩৩৬ A মরগীতা	যদুনাথ দাস		১২২৫ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩১৮.	২৩৩৬ B কংকণচণ্ডী	কবি মুকুন্দ বাম চক্রবর্তী	সিলিমাবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৬ বাংলা সন
১৩১৯.	২৩৩৯ প্রহলাদ উপাখ্যান	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১২২৫ বাংলা সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২০.	২৩৪১ A মহাভারত (আদিবংশ)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	১২২৫ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২১.	২৩৪১ B মহাভারত (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২২.	২৩৪১ C ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২৩.	২৩৪২ A গোবিন্দদাসের পদাবলী	গোবিন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২৪.	২৩৪২ B রাধার কলঙ্ক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২৫.	২৩৪২ C সত্য পীরের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২৬.	২৩৪৯ চন্দ্রকান্ত উপাখ্যান	গৌরীকান্ত দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২৭.	২৩৫২ গোবিন্দদাসের পদাবলী (খ)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১৩২৮.	২৩৫২ A চৈতন্যভাগবত (আদিখন্ড) (খ)	বৃন্দাবন	অজ্ঞাত	১৬৮০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩২৯.	২৩৫২ B ঐ (মধ্যখণ্ড) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১৬৮০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩০.	২৩৫২ C ঐ (অন্তখণ্ড)	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩১.	২৩৫৩ পদাবলী সংগ্রহ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩২.	২৩৫৭ গীতচিন্তামণি (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩৩.	২৩৫৯ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (খ)	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩৪.	২৩৫৯ B ঐ (গ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩৫.	২৩৬০ চৈতন্যমঙ্গল (স)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	১১৪৪ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩৬.	২৩৬২ ভ্রমরগীতা (স)	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	১২১২ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩৭.	২৩৩৯ শনিরপাঁচালী	পুরষত্তোম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৩৮.	২৩৬৪ পদাবলী	চন্দ্রশেখর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০৫ শকাব্দ
১৩৩৯.	২৩৬৪ সূচক বিবরণ (স)	কাশীশ্বর গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০৫ বঙ্গাব্দ
১৩৪০.	২৩৬৬ A স্বরূপ প্রকাশ (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১১০ বাংলা সন	অজ্ঞাত
১৩৪১.	২৩৬৮ উপাস্য উপাসক সংবাদ (স-)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪২.	২৩৬৯ A পদাবলী সংগ্রহ (খ)	শিবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪৩.	২৩৭১ ঐ (স)	শিবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪৪.	২৩৭১ (স)	যদুনাথ দাস, জগন্নাথ দাস জ্ঞানদাস, নরোত্তম দাস, রয়েশেয়া কবিশেখর তুলসী দাস, গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪৫.	২৩৭৪ উপাসনা চন্দ্রিকা (স)	কুঞ্জানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪৬.	২৩৭৫ চৈতন্যভাগবত (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪৭.	২৩৭৬ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সূচক (স)	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪৮.	২৩৭৮ A চৈতন্য ভাগবত (খ) (আদি খণ্ড)	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৪৯.	২৩৭৯ বৈষ্ণব-নিত্য ক্রিয়া পদ্ধতি (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫০.	২৩৮২ প্রেমভক্তি (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫১.	২৩৮৩ কুঞ্জ নির্নয় (স)	শ্রীরূপ সনাতন	অজ্ঞাত	১১৫৪ বাংলা সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫২.	২৩৮৪ পদাবলী	গোবিন্দ দাস, নরোত্তম দাস, বাসুদেব ঘোষ, পূর্ণানন্দ দাস ভাগবতানন্দ, আনন্দদাস, লোচনদাস, নয়ন দাস বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, মধু সূদন, দামললিতা, নরহরি, নিশিদাস, প্রেমদাস, মোহন দাস, কান্তি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫৩.	২৪০০ শ্রীরূপ চিন্তামণি (স)	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫৪.	২৪০৫ বীরবাহুর যুদ্ধ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৮ বঙ্গাব্দ
১৩৫৫.	২৪১০ জগন্নাথ ভল্লভ	নাটকের বঙ্গানুবাদ (স)-যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫৬.	২৪৪২ স্মরণমঙ্গল (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫৭.	২৪৪৩ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত	দ্বিজ ঘনশ্যাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫৮.	২৪৪৪ ভাগবতামৃত কনিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৫৯.	২৪৫৮ গোবিন্দ লীলামৃত (স)	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬০.	২৪৭৬ বিদগ্ধ মাধব নাটক (স)	যদুনাথ	অজ্ঞাত	১১৮৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬১.	২৪৭৯ গীত চিন্তামণি (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬২.	২৪৮০ মুকুন্দ মুক্তাবলী (স)	রূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬৩.	২৪৮১ রাম পাঞ্জীকা (স)	ভাগবতাচার্য্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬৪.	২৪৮২ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (খ)	শ্রী গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬৫.	২৪৯৩ পদাবলী (খ) ১২" × ১১½"	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬৬.	২৪৯৫ সুদাম চরিত্র (স)	দ্বিজ পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬৭.	২৪৯৬ মহাভারত (আদিপর্ব) (খ)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬৮.	২৪৯৭ মহাভারত (খ) (বিরাট পর্ব)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৬৯.	২৪৯৮ ঐ (অশ্বমৌধপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭০.	২৪৯৯ মহাভারত (স) (স্বর্গারোহন পর্ব)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭১.	২৫০০ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (খ)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭২.	২৫০১ অজ্ঞাত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭৩.	২৫০২ হাটবন্দনা (স)	রামেশ্বর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭৪.	২৫০৩ চৈতন্য ভক্তিতত্ত্ব (স)	অকিঞ্চন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭৫.	২৫০৫ বৈষ্ণব পদাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭৬.	২৫০৬ নন্দবিদায় (স)	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	১১৯১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭৭.	২৫০৭ চৈতন্য মঙ্গল (স)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭৮.	২৫০৯ সুরাসুর গ্রন্থ (খ)	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৭৯.	২৫১০ গুরুদক্ষিণা (স)	শংকর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮০.	২৫১১ গোবিন্দবিজয় (স)	গুনরাজ খান	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮১.	২৫১২ পদাবলী (খ)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮২.	২৫১৩ অষ্টকালীন পদ (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮৩.	২৫৪০ ভক্তিতত্ত্ব (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮৪.	২৫৪১ গীতাবলী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮৫.	২৫৪৪ বৈষ্ণবপদাবলী (সানুভাব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮৬	২৫৫৭ পদাবলী (খ)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮৭.	২৫৫৮ ওঝার মন্ত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮৮.	২৫৫৯ গীত গোবিন্দ (স)	চৈতন্য দাস রসময় দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৮৯.	২৫৬০ রসামৃত রজক (স)	রামচন্দ্র কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯০.	২৫৬১ বৈষ্ণব পদাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯১.	২৫৬২ পদাবলী সংগ্রহ (খ)	বলরাম দাস, লোচন দাস নিহরিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯২.	২৬২১ জ্ঞানযোগ-তত্ত্বসার (অনুবাদ) (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯৩.	২৬৪৭ বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯৪.	২৬৪৮ ঐ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯৫.	২৬৫০ ভক্তমাল (স) (হিন্দী থেকে অনুদিত)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯৬.	২৬৫১ চৈতন্য ভাগবত (মধ্যখণ্ড)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯৭.	২৬৫২ ঐ (আদিখণ্ড) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯৮.	২৬৫৩ ঐ (আদিখণ্ড) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৩৯৯.	২৬৫৪ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪০০.	২৬৫৫ রাধাকৃষ্ণলীলারস কদম্ব (স)	যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	১১৬৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪০১.	২৬৫৬ পদাবলী সংগ্রহ (খ)	বিদ্যাপতি, আনন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১৪০২.	২৬৫৮ মনসামঙ্গল (খ)	বর্ধমান দাস, বিজয়, গুপ্ত, অন্যান্য	অজ্ঞাত	১৭৭১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪০৩.	২৬৫৯ মনসামঙ্গল (খ)	রায়তি বর্ধমান দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ শকাব্দ
১৪০৪.	২৬৬৮ গোবিন্দ দাসের পদাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪০৫.	২৬৬৯ কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গ	ভাগবতাচার্য্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪০৬.	২৭৪১ বৈদ্যগ্রন্থ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪০৭.	২৭৪৪ ব্যবস্থা নির্ণয় (স)	দ্বিজরামপ্রসাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৩৫ শকাব্দ
১৪০৮.	২৭৪৭ প্রহলাদ চরিত্র (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪০৯.	২৭৪৮ দণ্ডী উপাখ্যান (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৮ বঙ্গাব্দ
১৪১০.	২৭৫৫ গোবিন্দ দাসের পদাবলী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১১.	২৭৫৬ গোবিন্দ দাসের পদাবলী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১২.	২৭৫৭ বরাহতন্ত্রে ধরণী বরাহ সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১৩.	২৭৫৮ চৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১৪.	২৭৬২ চণ্ডীদাসের পদাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১৫.	২৭৬৩ একান্নপদ	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১৬.	২৭৬৪ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৮ বঙ্গাব্দ
১৪১৭.	২৭৬৫ রায়-শেখরের পদ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১৮.	২৭৬৬ ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪১৯.	২৭৬৭ গোস্বামী গানের সূচক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২০.	২৭৭৩ কৃষ্ণলীলা (দাসখণ্ড) (সম্পূর্ণ)	ভবানী দাস ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২১.	২৭৭ গোবিন্দ দাসের দন্তরত্নিকা পদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২২.	২৭৭৫ চৈতন্য ভাগবত (মধ্যখণ্ড) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২৩.	২৭৮২ পদ্মপুরাণ	বিজয়গুপ্ত	বরিশাল গৈলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২৪.	২৭৯৮ মহাভারত (বিরাট পর্ব) (স)	দ্বিজ রামচন্দ্র, ভানু নারায়ণ	অজ্ঞাত	১২৩১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২৫.	২৭৯৯ মনসামঙ্গল (স)	নারায়ণদেব ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭২৮ শকাব্দ
১৪২৬.	২৮০০ মহাভারত (স্ত্রীপর্ব) (স)	গোপীনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ
১৪২৭.	২৮০১ ঐ (সভাপর্ব) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২৮.	২৮০২ সুধন্যার যুদ্ধ (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	১২৪০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪২৯.	২৮০৩ জগন্নাথ মাহাত্ম্য (স)	দ্বিজ কৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	১২৬০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩০.	২৮০৪ বীরবাহুর যুদ্ধ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	১২৩৪ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩১.	২৮০৫ মহামুদগর (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩২.	২৮০৬ ইতিহাস পুস্তক রামায়ণ কথা	গুণরাজ খান	গরিগাঁ	১২৩৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩৩.	২৮০৭ পুরাণ (খ)	জাননী নাথ নারায়ণ দেব, অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩৪.	২৮০৮ রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড) (স)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	১২৩৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩৫.	২৮০৯ দুর্গামঙ্গল (স)	রামকান্ত দ্বিজ, দ্বিজ বংশীদাস	অজ্ঞাত	১২৫২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩৬.	২৮১০ রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩৭.	২৮১১ কালীয় দমন (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৬ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩৮.	২৮১২ দাতা কর্ণ (স)	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	১২২৫ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৩৯.	২৮১৩ শ্রীকৃষ্ণ সংবাদের ইতিহাস পুস্তক (স)	দ্বিজ কৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৪০.	২৮১৪ রামায়ণ (বিরাট পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৯ বাংলা সন
১৪৪১.	২৮১৫ রামায়ণ (উত্তরা কাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	১২৬০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

পাণ্ডুলিপির তালিকা ঃ (৩,২৭৭৭-৪৩৭৬)

১৪৪২.	২৮১৬ মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব) (স)	শ্রীকর নন্দী, গঙ্গাদাস সেন ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	১৭৪৫ মঘী সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৫৩.	২৮১৭ ঐ (কর্ণ পর্ব) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	১৬৬২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৫৪.	২৮১৮ রামায়ণ (আদিকাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
১৪৫৫.	২৮১৯ ঐ (অযোধ্যা কাণ্ড)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৮ বঙ্গাব্দ
১৪৫৬.	২৮২০ মহাভারত (বিরাট পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
১৪৫৭.	২৮২১ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (স)	ভাগবতাচার্য	অজ্ঞাত	১৬৬৩	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৫৮.	২৮২৪ বৈদ্যসার (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭২ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৫৯.	২৮২৫ সিদ্ধ ঔষধ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৬০.	২৮২২৬ বৈদ্যনাথের আর্যা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৬১.	২৮২৭ মুষ্টি যোগ (খ)	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৬২.	২৮২৮ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত				
১৪৬৩.	২৮৪৮ বারেন্দ্র কুলপঞ্জী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৬৪.	২৮৫১ ঐ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৬৫.	২৮০৪ ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৬৬.	২৮৬০ রামায়ণ (আযোধ্যা ও রাম-বনরাসখণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৬ শকাব্দ
১৪৬৭.	২৮৬১ মহীরাবণ বধ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬১ শকাব্দ
১৪৬৮.	২৮৬২ চৈতন্য পাঁচালী (স)	জগন্নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৬৯.	২৮৬৩ হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (স)	মাধব	অজ্ঞাত	১২৭২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৭০.	২৮৬৪ শ্রীরাধার কঙ্ক উদ্ধার (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৭০ বাংলা সন
১৪৭১.	২৮৬৫ শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৭২ বাংলা সন
১৪৭২.	২৮৬৬ কোকিল সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৯ বাংলা সন
১৪৭৩.	২৮৬৭ নারদীয় পুরাণ (খ)	দ্বিজ রামেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৭৪.	২৮৬৮ মহাভারত (বিরাট পর্ব) (স)	সঞ্জয় ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪৩ শকাব্দ
১৪৭৫.	২৮৬৯ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪৩ শকাব্দ
১৪৭৬.	২৮৭০ যমগীতা (স)	শংকর দাস	অজ্ঞাত	১১৮৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১৭৪৩ শকাব্দ
১৪৭৭.	২৮৭১ লক্ষ্মণশক্তিসেল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪৩ শকাব্দ
১৪৭৮.	২৮৭২ শ্রীরামের স্বর্গারোহণ (স)	কালিদাস, দণ্ডকুমুদ ও ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ
১৪৭৯.	২৮৭৩ শ্রীরামের স্বর্গারোহণ (স)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৮০.	২৮৭৪ রামায়ণ (স)	অদ্ভুত আচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
১৪৮১.	২৮৭৫ রামায়ণ (অযোধ্যা ও সুন্দর কাণ্ড) (স)	কীত্তিবাস ও অদ্ভুত আচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৭ বঙ্গাব্দ
১৪৮২.	২৮৭৬ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (স)	গুনরাজ খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৩ বঙ্গাব্দ
১৪৮৩.	২৮৭৭ মনসামঙ্গল (স)	নারায়ণ দেব জানকী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৬ বাংলা সন
১৪৮৪.	২৮৮০ মনসামঙ্গল (স)	নারায়ণ দেব, অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
১৪৮৫.	২৮৮১ মহাভারত (স্ত্রী পর্ব)	গোপীনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৮৬.	২৮৮২ শ্রী রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (স)	দণ্ডকুমুদ দাস, ভবানী, অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৯ বাংলা সন
১৪৮৭.	২৮৮৫ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	বাসুদেব ঘোষ	অজ্ঞাত	১২৩০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৮৮.	২৮৮৮ ইতিহাস পুস্তক (শ্রী কৃষ্ণ বিজয়) (স)	গুনরাজ খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৮৯.	২৮৯১ মহাভারত (দ্রোন পর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯০.	২৮৯৪ (আ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯১.	২৯০১ মনসামঙ্গল (স)	বিজয় গুপ্ত	বরিশাল গৈলা	১২৩৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১৪৯২.	২৯৯১ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১০৩৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯৩.	২৯৯২ ঐ (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯৪.	২৯৯৩ ঐ (মধ্যখণ্ড)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৩৬ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯৫.	২৯৯৪ ঐ (আদ্যখণ্ড)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৩৫ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯৬.	২৯৯৬ রুক্মিণী হরণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯৭.	২৯৯৭ রসভক্তি চন্দ্রিকা (স)	গদাধর পণ্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯৮.	২৯৯৮ বৈষ্ণব বিধান (স)	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৪৯৯.	২৯৯৯ নাদীয় পুরণ পুস্তক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫০০.	৩০০০ প্রার্থনা পদ (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫০১.	৩০০১ বৈষ্ণব বন্দনা (স)	দৈবকী নন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫০২.	৩০০২ বৈষ্ণব তত্ত্ব (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ
১৫০৩.	৩০০৩ জিজ্ঞাসা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
১৫০৪.	৩০০৪ বৈষ্ণব বন্দনা (স)	দৈবকী নন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
১৫০৫.	৩০০৫ রূপ সনাতন শিল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫০৬.	৩০০৬ স্মরণ মঙ্গল (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫০৭.	৩০০৭ নিত্যসখী রূপ মঞ্জুরী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫০৮.	৩০০৯ ভক্তিচিন্তামনি (খ)	শ্যাম দাস	অজ্ঞাত	১১৬৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫০৯.	৩০১০ মধ্যভাব চন্দ্রিকা (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১০.	৩০১১ হারমালা যোগ গ্রন্থ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৩ বঙ্গাব্দ
১৫১১.	৩০১২ চমৎকার চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১২.	৩০১৩ সুদাম চরিত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১৩.	৩০১৪ তরজা গ্রন্থ (স)	জীব গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১৪.	৩০১৫ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১৫.	৩০১৬ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১৬.	৩০১৭ মুকুন্দ মুক্তাবলী (স)	রূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১৭.	৩০১৮ চাটু পুষ্পাঞ্জলী (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১৮.	৩০১৯ রসসূত্র (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫১৯.	৩০২০ গোস্বামীগণের অষ্টক	রূপ সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২০.	৩০২১ আশ্রয় নির্ণয় (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২১.	৩০২২ ভক্তিযোগ (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২২.	৩০২৩ জীব মঞ্জুরী (স)	চিন্তামনি দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২৩.	৩০২৫ সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২৪.	৩০২৬ আত্মতত্ত্ব (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৬ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২৫.	৩০২৭ নারদ পুরাণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২৬.	৩০২৮ নিগম কল্পতরু যোগ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২৭.	৩০২৯ তুলসী মাহাত্ম্য	দ্বিজ ভগীরথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২৮.	৩০৩০ ভক্তিরত্নাকর (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫২৯.	৩০৩১ বৃন্দাবন নির্ণয় (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩০.	৩০৩২ বৈষ্ণব বন্দনা (স)	দৈবকী নন্দন	অজ্ঞাত	১১৮৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩১.	৩০৩৩ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩২.	৩০৩৪ গোপিকা মোহন (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩৩.	৩০৩৫ আয়ান সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৬ বঙ্গাব্দ
১৫৩৪.	৩০৩৬ সহজ ভজন (স)	চিন্তামনি দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩৫.	৩০৩৭ তুলসী মাহাত্ম্য (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩৬.	৩০৩৮ গর্ভভেদ তত্ত্ব	সদাশিব	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১৫৩৭.	৩০৩৯ উপাসনা পটল (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩৮.	৩০৪০ দধিসার গ্রন্থ প্রমাণ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৩৯.	৩০৪১ নাম সংকীর্ত্তন (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪০.	৩০৪২ সারসঙ্গিনী গীতা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪১.	৩০৪৪ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সূচক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪২.	৩০৪৫ প্রেম তরজা (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪৩.	৩০৪৬ কৃষ্ণাষ্টক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪৪.	৩০৪৭ রাধাষ্টক স্তোত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪৫.	৩০৫২ সিদ্ধি প্রেমতত্ত্ব (স)	রামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামী	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪৬.	৩০৫৩ চৈতন্য নিরূপণ (স)	রূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪৭.	৩০৫৪ চৈতন্য মনোবৃত্তি পটল (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৯ বঙ্গাব্দ
১৫৪৮.	৩০৫৫ চৈতন্য চরিতামৃত (খ)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	১২৮৪ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৪৯.	৩০৬০ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫০.	৩০৬২ আন্দরহরী প্রথম সূত্র বর্ণনা (স)	রঘু নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫১.	৩০৬৩ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫২.	৩০৬৪ শীত বসন্ত (স)	বিশ্বেশ্বর ধর	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫৩.	৩০৬৫ ভক্তিভাবে প্রদীপ (স)	কৃষ্ণকিঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	১৬৩০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫৪.	৩০৬৬ কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী (স)	ভাগবতাতচার্য্য	অজ্ঞাত	১১২৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫৫.	৩০৬৭ মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫৬.	৩০৬৮ বস্তুতত্ত্ব (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
১৫৫৭.	৩০৬৯ তত্ত্বসার (খ)	শ্যামদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫৮.	৩০৭০ কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৫৯.	৩০৭১ মাধুর্য্য লীলা প্রেমসিন্ধু (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
১৫৬০.	৩০৭২ চক্রতত্ত্ব যোগ (স)	ভোজ গোসাই	অজ্ঞাত	১৭৭৫ শকাব্দ	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
১৫৬১.	৩০৭৩ মাথুর পদ (স)	চণ্ডিদাস	অজ্ঞাত	১২২৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
১৫৬২.	৩০৭৪ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
১৫৬৩.	৩০৭৫ চম্পক কলিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৬৪.	৩০৭৬ গুরুতত্ত্ব (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৬৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৬৫.	৩০৭৭ মনঃশিক্ষা (স)	শ্যামদাস	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৬৬.	৩০৭৮ ভক্তিযোগ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৬৭.	১৫৬০ পদাবলী (স)	চণ্ডিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪০ বঙ্গাব্দ
১৫৬৮.	৩০৭৯ একটি বৈষ্ণব পদ (খ)	দ্বিজ রামানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৬৯.	৩০৮১ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭০.	৩০৮২ রামায়ণ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭১.	৩০৮৩ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭২.	৩০৮৪-ক জ্ঞান চৌতিশা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৩৮ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭৩.	৩০৮৪-খ মনঃশিক্ষা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১২৮ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭৪.	৩০৮৪-গ ভক্তি চিন্তামনি (খ)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭৫.	৩০৮৫ গোবিন্দ দাসের পদাবলী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭৬.	৩০৮৬ বিদগ্ধ-মার্ধব নাটক (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭৭.	৩০৮৭ কৃষ্ণ ব্রহ্মমূল তত্ত্ব (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭৮.	৩০৮৮ সহজ চন্দ্রিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৭৯.	৩০৯২ রসকারিকা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৮০.	৩০৯৩ আশ্রয় নির্ণয় (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৮১.	৩০৯৯ সারদা মঙ্গল (স)	শিবচন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	১২৪৮ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১৫৮২.	৩১০০ মহাভারত (জৈমিনি ভারত) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	১২৪৮ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৮৩.	৩১০১ ঐ (দ্রোণ পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
১৫৮৪.	৩১০২ ঐ (মুষল পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৪৭ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৮৫.	৩১০৩ ঐ (পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৪৭ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৮৬.	৩১০৪ ঐ (আশ্রমিক পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৮৭.	৩১০৫ ঐ (শান্তি পর্ব) (স)	বিশ্বেশ্বর ধর	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ
১৫৮৮.	৩১০৬ ঐ (অনুশাসন পর্ব)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৮৯.	৩১০৭ ঐ (ভীষ্ম পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৬ বঙ্গাব্দ
১৫৯০.	৩১০৮ ঐ (স্বর্গারোহন পর্ব)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৭ বঙ্গাব্দ
১৫৯১.	৩১১৫ ঐ (বিরাট পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২১ বঙ্গাব্দ
১৫৯২.	৩১১৬ ঐ (উদ্যোগ পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৯ বঙ্গাব্দ
১৫৯৩.	৩১১৮ ঐ (উদ্যোগ পর্ব) (খ)	কৃষ্ণজীবন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৯৪.	৩১১৯ ঐ (সভাপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৯৫.	৩১৪৪ মহা মুদগর (খ)	পুরুষোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৯৬.	৩১৪৫ স্ত্রী পুরুষ লক্ষণ (খ)	গোপাল পণ্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৫৯৭.	৩১৪৯ মহাভারত (আদিপর্ব) (স)	সঞ্জয় কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৯-৩০ বঙ্গাব্দ
১৫৯৮.	৩১৬০ ঐ (উদ্যোগ পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৭ বঙ্গাব্দ
১৫৯৯.	৩১৬১ ঐ (সভাপর্ব) (খ)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬০০.	৩১৬২ ঐ (শান্তি পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬০১.	৩১৬৩ ঐ (শল্য পর্ব) (স)	পরাগল খান	চাটিগাঁ	১২২৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬০২.	৩১৬৪ ঐ (আশ্রমিক পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ
১৬০৩.	৩১৬৫ ঐ (দ্রোণ পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৭ বঙ্গাব্দ
১৬০৪.	৩১৬৬ ঐ (ভীষণ পর্ব) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৬ বঙ্গাব্দ
১৬০৫.	৩১৬৭ ঐ (গেদাপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬০৬.	৩১৬৮ ঐ (অনুশাসন পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৮ বঙ্গাব্দ
১৬০৭.	৩১৬৯ ঐ (বিরাট পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৬ বঙ্গাব্দ
১৬০৮.	৩১৭০ ঐ (কর্ণপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৯ বঙ্গাব্দ
১৬০৯.	৩১৭১ ঐ (জামাল পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৮ বঙ্গাব্দ
১৬১০.	৩১৭২ ঐ (কর্নপর্ব) (খ)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬১১.	৩১৭৩ ঐ (স্বর্গারোণ পর্ব)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬১২.	৩১৭৪ ঐ (অশ্বমেধ পর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৭ বঙ্গাব্দ
১৬১৩.	৩১৭৫ মাধব সুলোচনা (খ)	শিবচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬১৪.	৩১৮১ শ্রুতবোধ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬১৫.	৩১৯১ মহাভারত (কর্ণপর্ব)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬১৬.	৩১৯২ ঐ (অভিমুন্যবধ) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬১৭.	৩১৯৩ ঐ (সভাপর্ব) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬১৮.	৩১৯৪ প্রহলাদ চরিত্র (স)	দ্বিজ কংশরি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১৬১৯.	৩১৯৮ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (খ)	দ্বিজ পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২০.	৩১৯৯ সুধন্নার পুস্তক (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	১১৮৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২১.	৩২০০ মহাভারত চিত্র সহ (সভাপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২২.	৩২০১ ভাগবত কথা সংগ্রহ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২৩.	৩২০২ হরিবংশ (খ)	ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২৪.	৩২৭১ মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব) (স)	কৃষ্ণজীবন	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২৫.	৩২৭২ ঐ (কর্ণপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২৬.	৩২৭৩ ঐ (স্ত্রীপর্ব)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২৭.	৩২৭৪ ঐ (গদাপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬২৮.	৩২৭৫ ঐ (শল্য পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ
১৬২৯.	৩২৭৬ ঐ (ভীষ্ম পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২১৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১৬৩০.	৩২৭৭ ঐ (বিরাটপর্ব) (স) (স)	কৃষ্ণজীবন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ
১৬৩১.	৩২৭৯ পদ্ম পুরাণ (খ)	বিজয় গুপ্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩২.	৩৩৮৪ দাশরথি রায়ের পাঁচালী (খ)	দাশরথি রায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩৩.	৩৩৮৫ সত্য নারায়ণের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩৪.	৩৩৮৬ অম্বিকামঙ্গল (খ)	মুকুন্দ রাম (কবি কংকন)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩৫.	৩৩৮৭ সারদামঙ্গল (খ)	শিবচন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩৬.	৩৩৮৮ বিদ্যাসুন্দর (খ)	ভরতচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩৭.	৩৪০৪ শ্যামা সংগীত (গান)	কৃষ্ণচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩৮.	৩৪২৭ সারতত্ত্ব (স)	গোসাই কালাচাঁদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৩৯.	৩৪৪০ অস্টরস পদ (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	১৬৪২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪০.	৩৪৬০ চৈতন্য চরিতামৃত (অন্ত্যখন্ড) (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪১.	৩৪৬৪ বৈষ্ণবধর্ম (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪২.	৩৪৬৫ ভ্রমরগীতা (স)	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪৩.	৩৪৭৬ পরাগলী মহাভারত (খ)	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪৪.	৩৪৭৯ রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব (স)	বিদগ্ধ মাদব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪৫.	৩৪৮৩ একশত সাতত্রিশ পদাবলী (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪৬.	৩৪৮৪ পদাবলী সংগ্রহ (খ)	বিদ্যাপতি বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪৭.	৩৪৮৫ চৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪৮.	৩৪৮৬ ঐ (মধ্যখণ্ড) (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৪৯.	৩৪৮৭ পদাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫০.	৩৪৮৮ রাগানুগা বিবৃতি (স)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫১.	৩৪৮৯ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১৬১৯ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫২.	৩৫০০ চৈতন্যমঙ্গল (স)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	১২৩৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫৩.	৩৫০৪ পদাবলী (খ)	গোবিন্দ দাস ও গোবর্দ্ধন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫৪.	৩৫০৫ বৃন্দাবন দাস (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫৫.	৩৫০৬ মানোবলম্বিকা (স)	মুকুন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫৬.	৩৫১০ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখন্ড) (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫৭.	৩৫১৬ কোকিল সংবাদ (স)	দ্বিজ চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
১৬৫৮.	৩৫১৭ চণ্ডীদাস পদাবলী (খ)	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৫৯.	৩৫১৮ কীর্ত্তনের পুথি (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬০.	৩৫১৯ লোচনদাসের পদ (স)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬১.	৩৫২৯ প্রেমতরঙ্গিণী	ভাগবতাচার্য্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬২.	৩৫৩১ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখন্ড) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬৩.	৩৫৩২ রাধা-কৃষ্ণলীলা রস কদম্ব (স)	যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	১৭২১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬৪.	৩৫৩৪ বৈদ্যনাথ পুরাণ রস চন্দ্রিকা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬৫.	৩৫৩৫ স্তবাবলি (স)	শুকদেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬৬.	৩৫৩৯ রামায়ণ (আদিখণ্ড) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৭১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৬৭.	৩৫৪১ রামায়ণ (অরণ্য খণ্ড) (স)	কীর্ত্তিবাস পন্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮০.	৩৫৪২ ঐ কিষ্কিন্ধা কাণ্ড) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৫৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮১.	৩৫৪৩ ঐ (সুন্দর খণ্ড) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১৭৭১ শকাব্দ বা ১২৫৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮২.	৩৫৪৪ ঐ (লঙ্কাকাণ্ড) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৫৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১৬৮৩.	৩৫৪৬ ঐ (শত গুপ্ত রাবন বধু) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮৪.	৩৫৪৭ রামাভিষেক (স)	জয়চন্দ্র	অজ্ঞাত	১২৫৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭২ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮৫.	৩৫৫৩ কীর্ত্তনের পুথি (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮৬.	৩৫৫৩ মুক্তাচরিত পুথি (খ)	জগদানন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮৭.	৩৫৫৭ ধ্রুব চরিত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮৮.	৩৫৬০ বিবিধ পদ সংগ্রহ (খ)	লোচন দাস ও অন্যান্য চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৮৯.	৩৫৬১ বৈষ্ণব রস শাস্ত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯০.	৩৫৬২ বৈষ্ণব পদ সংগ্রহ	বিদ্যাপতি, লোবিন্দ দাস ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯১.	৩৫৬৩ স্মরণ গীতা (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯২.	৩৫৬৪ দুটি পদ	নরোত্তম দাস ও সাহেব চাঁদ ফকীর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯৩.	৩৫৬৭ অষ্টরস নির্ণয় (স)	গোপাল দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯৪.	৩৫৬৮ বিমুগ্ধ তিমির নাশিকা কৌমুদী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯৫.	৩৫৬৯ বৈষ্ণব বন্দনা (স)	গোবর্দ্ধন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯৬.	৩৫৭০ বৈষ্ণব বন্দনা	রঘুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯৭.	৩৫৫১ চণ্ডীদাস পদাবলী	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯৮.	রঘুনাথ গোস্বামীর গুনলেশ সূচক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৬৯৯.	৩৫৭৪ চৈতন্য নিত্যানন্দ সংবাদ হরিনাম কবচ (স)	গোপী কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০০.	৩৫৭৫ প্রার্থনা (স)	বৈষ্ণব চরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০১.	৩৫৭৭ অষ্টকালী স্মরণী (স)	নারায়ণ দাস বা দয়াল দাস	অজ্ঞাত	১১৮৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০২.	৩৫৮০ রসতল্পতরু (স)	দৈবকী নন্দন	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০৩.	৩৫৮২ বৈষ্ণব বন্দনা (স)	দৈবকী নন্দন	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০৪.	৩৫৮৬ বৈরাগ্য খণ্ড	নিত্যানন্দ শিষ্য দীনকৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০৫.	৩৫৮৯ নৌকাখণ্ডের গান (স)	দীন কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১১৮৬-১১৮৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০৬.	৩৫৯০ চন্দ্রসারিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১৭০৭.	৩৫৯২ শেখর দাসের পদ (স)	শেখর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০৮.	৩৫৯৪ কারিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৩৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭০৯.	৩৫৯৫ বৈষ্ণব বিধান (স)	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	১১৮৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১০.	৩৫৯৬ প্রার্থনা (স)	বৈষ্ণব চরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১১.	৩৫৯৭ একটি বৈষ্ণবীয় পদ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১২.	৩৫৯৮ স্মরণমঙ্গল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২০ বঙ্গাব্দ
১৭১৩.	৩৫৯৯ রাগানুগ-বিবৃতি (খ)	ভগবান দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১৪.	৩৬০৩ চণ্ডীদাসের একটি পদ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১৫.	৩৬০৪ প্রেম কদম্ব (স.)	স্বরূপ চরণ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১৬.	৩৬০৫ কথকতার পুথি (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১৭.	৩৬১২ নামহীন পুথি (খ)	গোবর্দ্ধন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১৮.	৩৬১৩ সাধন দর্পণ পদাবলী বিংশতি (খ)	গোবর্দ্ধন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭১৯.	৩৬১৪ বৈষ্ণব বন্দনা	গোবর্দ্ধন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২০.	৩৬১৭ রূপ মঞ্জরী প্রার্থনা (স)	বৈষ্ণব চরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

১৭২১.	৩৬১৮ পদ সংগ্রহ (খ)	বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২২.	৩৬২২ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সূচক (স)	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২৩.	৩৬২৩ কয়েকটি প্রাচীন পদ সংগ্রহ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২৪.	৩৬২৪ সনাতন গোস্বামীর সূচক (খ)	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২৫.	৩৬২৬ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (খ)	বাসুদেব ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২৬.	৩৬২৭ শ্রী রাধিকা জিউর বর্ণ অষ্টক (খ)	শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২৭.	৩৬৩০ অক্ষর চৌতিশা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২৮.	৩৬৩১ রঘুনাথ গো সূচক (স)	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭২৯.	৩৬৩৩ রস সংগ্রহ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩০.	৩৬৩৫ রাগানুগা চন্দ্রিকা (খ)	দীন কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩১.	৩৬৩৬ বৈষ্ণব বিধান (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩২.	৩৬৩৭ প্রেমসেবা চরিতামৃত (খ)	গোবর্দ্ধন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩৩.	৩৬৩৮ একটি প্রাচীন বৈষ্ণব গীত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩৪.	৩৬৩৯ মনঃশিক্ষা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩৫.	৩৬৪০ মুক্তাচরিত (খ)	জগদানন্দন শিষ্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩৬.	৩৬৪৩ চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী	প্রেমদাস	অজ্ঞাত	১৭৩৩ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩৭.	৩৬৪৪ গোবিন্দ দাসের একটি পদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩৮.	৩৬৪৫ ওঁঝার মন্ত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৩৯.	৩৬৫৭ ভাগবত মহাপুরাণ (স)	বিপ্রজগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৬ বঙ্গাব্দ
১৭৪০.	৩৬৫৮ ভাগবত মহাপুরাণ (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৪১.	৩৬৫৯ গোবিন্দ-রাম মঞ্জরী (স)	ঘনশ্যাম দাস	অজ্ঞাত	১৭৬৫ শকাব্দ ১২৫০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৪২.	৩৬৬০ রামায়ণ (অরণ্য গয়াশ্রদ্ধা পালা) (স)	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ
১৭৪৩.	৩৬৬১ গোবিন্দ মঙ্গল (স)	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৮ বঙ্গাব্দ
১৭৪৪.	৩৬৬২ মহাভারত (বিরাট পর্ব)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৪৫.	৩৬৬৩ লক্ষ্মী চরিত্র (স)	গুণরাজ খান	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৬ বঙ্গাব্দ
১৭৪৬.	৩৬৬৪ শ্রীকৃষ্ণ নারদ সংবাদ বা পুরাণ নারদ (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
১৭৪৭.	৩৬৬৫ হংসদূত (স)	নরসিংহ-দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
১৭৪৮.	৩৬৬৬ রামায়ণ (সুন্দর কাণ্ড) (খ)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৪৯.	৩৬৬৭ রহস্য স্তব (স)	রূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	১২৭৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৫০.	৩৬৬৮ আগম গ্রন্থ (স)	যুগল দাস	অজ্ঞাত	১২৭০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৫১.	৩৬৬৯ প্রসাদ চরিত্র	কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বা শঙ্কর	অজ্ঞাত	১২৬১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৫২.	৩৬৭০ কোকিল সংবাদ (স)	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৫৩.	৩৬৭১ কোকিল সংবাদ (স)	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	১২৬৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৫৪.	৩৬৭২ চৈতন্যচরিতামৃত (আদি খণ্ড) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৫৫.	৩৬৭৩ ভ্রমর সংবাদ (খ)	যুদনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ
১৭৫৬.	৩৬৮৬ মহাভারত (বনপর্ব সাবিত্রী কথা) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৫৭.	৩৬৮৮ সত্য নারায়ণের পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
১৭৫৮.	৩৬৮৯ নিয়ত মঙ্গল চন্ডীর পাঁচালী (স)	কৃষ্ণদেব দ্বিজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ
১৭৫৯.	৩৬৯১ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৮ বঙ্গাব্দ
১৭৬০.	৩৬৯৭ অক্ষর চৌতিশা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৬১.	৩৬৯৯ জয়চন্দ্রের স্বর্গারোহন (স)	মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
১৭৬২.	৩৭০১ শ্রীরাম চরিতকথা (উত্তরাকাণ্ড) (খ)	ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৬৩.	৩৭০৩ ইতিহাস পুস্তক উর্বশী উপাখ্যান ইত্যাদি	গুনরাজ খান	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৬৪.	৩৭০৮ মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (স)	জগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৪ বঙ্গাব্দ
১৭৬৫.	৩৭০৯ সুদাম চরিত্র (স)	দ্বিজ পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১৭৬৬.	৩৭১০ শনির পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৫ বঙ্গাব্দ
১৭৬৭.	৩৭১১ মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (স)	জগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ
১৭৬৮.	৩৭১২ মহাভারত (গদাপর্ব) (খ)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪০ বঙ্গাব্দ
১৭৬৯.	৩৭১৩ রামায়ণ (শতস্কান্ধবর্ধ)	গঙ্গেশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭০.	৩৭৪৯ গীত গোবিন্দ (অনুবাদ)	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭১.	৩৭৬৩ সাবিত্রী ব্রত কথা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭২.	৩৭৭২ বাংলা গীতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭৩.	৩৭৯১ রামায়ণ (সুন্দরা খণ্ড)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭৪.	৩৭১৪. রাধার কলঙ্ক ভজন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭৫.	৩৮০৪ রামায়ণ (কথা সংগ্রহ) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭৬.	৩৮১৬ বাংলা গীতি (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭৭.	৩৮২৩ কথকতার পুথি (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭৮.	৩৮৪৩ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (স)	গুনরাজ খান	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৭৯.	৩৮৪৪ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	গুনরাজ খান	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৮০.	৩৮৪৪ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৮১.	৩৮৪৫ লক্ষ্মীর চরিত্র (স)	গুনরাজ খান	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৮২.	৩৮৪৬ সত্যদেবের পাঁচালী (স)	দ্বিজ রাজকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ
১৭৮৩.	৩৮৪৭ শুভ মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী (স)	রাজারাম দাস	অজ্ঞাত	১১৮৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৮৪.	৩৮৪৮ রামায়ণ (উত্তরা কান্ড) (সম্পূর্ণ)	কৃর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ বঙ্গাব্দ
১৭৮৫.	৩৮৪৯ মনসামঙ্গল (স)	নারায়ণ দেব ও বিপ্র জানকী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৩০৪ বঙ্গাব্দ
১৭৮৬.	৩৮৫০ সাধন চিন্তামনি (স)	শ্যামলাল দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪২ বঙ্গাব্দ
১৭৮৭.	৩৮৫১-ক ইতিহাস পুস্তক (খ)	গুনরাজ খান	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭২২ বঙ্গাব্দ
১৭৮৮.	৩৮৫১-খ জন্ম পত্রিকা	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
১৭৮৯.	৩৮৫৪ দত্তক চন্দ্রিকা (স)	মহা মহোপাধ্যায় কুবের	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯০.	৩৮৫৫ পিতৃতীর্থ ক্রিয়াক্রম (খ)	জগদীশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯১.	৩৮৫৬ ভাগবত পুরাণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯২.	৩৮৫৮ সীতা পরীক্ষা (স)	কৃত্তিবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ
১৭৯৩.	৩৮৫৯ সুদাম চরিত্র (স)	দ্বিজ পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯৪.	৩৯১৬ কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী (ভাগবত ১০ম স্কন্দ) (স)	ভাগবতাচার্য্য	অজ্ঞাত	১৬৫৩ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯৫.	৩৯১৭ ডাক চরিত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯৬.	৩৯৩০ আবৌধতিক ঔষধ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯৭.	৩৯৩৮ বাংলা গীতি (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৭৯৮.	৩৯৮৯ নল উপাখ্যান (স)	পার্বতী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ বঙ্গাব্দ
১৭৯৯.	৩৯৯০ অক্ষর চৌতিশা (স)	পার্বতী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ
১৮০০.	৩৯৯১ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
১৮০১.	৪০১৫ ধর্ম ও সাবিত্রী সংবাদ (স)	কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রায় গুনাকর	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮০২.	৪০১৬ তিরাক্ষীজুরের পুস্তক (স)	জনার্দ্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৮ বঙ্গাব্দ
১৮০৩.	৪০১৭ সত্য নারায়ণের পাঁচালী (স)	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর ধর	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮০৪.	৪০১৮ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (রুক্মিণী হরণ) (স)	বৃন্দাবন দাস	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
১৮০৫.	৪০১৯ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম (স)	কৃষ্ণদাস পরশুরাম দাস ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮০৬.	৪০২০ বর্ষক্রেম্যপুরাণ	বলরামদাস পশুরাম দাস ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	১৭৪৪ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১৮০৭.	৪০৮১ লক্ষ্মণ বর্জ্জন ও রামের স্বর্গারোহন (স)	দত্তকুমুন্দ এবং ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮০৮.	৪০২২ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮০৯.	৪০২৩ রামের স্বর্গারোহণ পালা (স)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮১০.	৪০২৪ রামায়ণ (সুন্দরা কাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ
১৮১১.	৪০২৫ রামায়ণ (শতাগীরি রাবণ) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮১২.	৪০২৬ ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮১৩.	৪০২৭ গোবিন্দ পুরার (নানা পুরাণ কথা) (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
১৮১৪.	৪০২৮ রামের স্বর্গারোহণ (স)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	১৭৭৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
১৮১৫.	৪০২৯ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
১৮১৬.	৪০৩১ রামায়ণ (পাতাল খণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৫ বঙ্গাব্দ
১৮১৭.	৪০৩২ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
১৮১৮.	৪০৪৩ কালিকাপুরাণ (বন পর্ব কালিকা পুরাণ) (স)	নয়ান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮১৯.	৪০৪৪ গৌরীমণ্ডল (স)	রামগতি দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২০.	৪০৪৫ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২১.	৪০৪৯ বাংলা গদ্য (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২২.	৪০৫০ শ্রীকৃষ্ণ গুণার্ণব (স)	দ্বিজ বংশীদাস বা বংশী বদন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২৩.	৪০৫১ নলোপাখ্যান (স)	দ্বিজ অনন্তরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২৪.	৪০৬৪ ফারসী সুভাষিতাবলীর বঙ্গানুবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২৫.	৪০৬৮ দাস উৎসর্গ পত্র (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২৬.	৪০৭৩ জমি বিক্রয়ের দলিল (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২৭.	৪০৭৪ দাস বিক্রয়ের দলিল (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২৮.	৪০৭৫ ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮২৯.	৪৮৭৯ বনপর্বে নলোপাখ্যান এবং বিজয় পাণ্ডব কথা নলোপাখ্যান	রাম নারায়ণ ঘোষ ও পার্বতী নাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৩০.	৪০৮০ অক্ষর চৌতিশা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৩১.	৪১১০ লক্ষণ শক্তিশেল (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৮ বঙ্গাব্দ
১৮৩২.	৪১১৫ ব্যবস্থাতত্ত্ব (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৩৩.	৪১১৯ দেবীমঙ্গল (স)	হরিশচন্দ্র বসু	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৩৪.	৪১২৯ দুর্গামঙ্গল (স)	দ্বিজ কেবলা রায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৩৫.	৪১৩০ মহাভারত (আদিপর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪৩ শকাব্দ বা ১২২৭ বঙ্গাব্দ
১৮৩৬.	৪১৩১ ঐ (সভাপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ
১৮৩৭.	৪১৩২ ঐ (অরণ্য পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ
১৮৩৮.	৪১৩৩ ঐ (বিরাটপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ
১৮৩৯.	৪১৩৪ ঐ (উদ্যোগপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৮ শকাব্দ
১৮৪০.	৪১৩৫ ঐ (দান পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ বা ১৭৩৭ শকাব্দ
১৮৪১.	৪১৩৬ ঐ (কর্ণপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৩ বঙ্গাব্দ
১৮৪২.	৪১৩৭ ঐ (দ্বৈপায়ন পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ বা ১২৬৮ শকাব্দ
১৮৪৩.	৪১৩৯ ঐ (শান্তি পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৪৪.	৪১৪০ ঐ (ঐশিক পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ বঙ্গাব্দ
১৮৪৫.	৪১৪১ ঐ (স্ত্রীপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪৬.	৪১৪২ ঐ (অশ্বমেধ পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৪৭.	৪১৪৩ ঐ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৪৮.	৪১৪৪ দ্বি-কাল দর্পণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৪৯.	৪১৪৫ বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৫০.	৪১৪৬ ঐ (স)	গোবিন্দদাস ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৫১.	৪১৪৭ ঐ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৫২.	৪১৪৮ ঐ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৫৩.	৪১৪৯ ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
১৮৫৪.	৪১৫০ ভাগবতী গীতা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৫৫.	৪১৫৭ নৈষধ পুস্তক (স)	মধুসূদন ও লোকনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৫৬.	৪১৫৮ ক্রিয়াযোগ সার (স)	রঘুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৫৭.	৪১৫৯ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ	ষষ্ঠীবর	অজ্ঞাত	১১৮৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৫৮.	৪১৬০ নলোপাখ্যান (বনপর্ব)	লোকনাথ দত্ত, পার্বতী নাথ ও দেবদাস	অজ্ঞাত	১১৮৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৫৯.	৪১৬১ কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬০.	৪১৬২ মহাভারত (আদিপর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬১.	৪১৬৩ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬২.	৪১৬৪ বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬৩.	৪১৭৮ ভাষা স্মৃতি (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬৪.	৪১৮৬ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (স)	অদ্ভুতাচার্য এবং কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬৫.	৪১৮৭ গৌরীমঙ্গল (স)	রামপ্রসাদ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬৬.	৪১৯২ মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬৭.	৪১৯৬ পরাগলী মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকনন্দী	অজ্ঞাত	১১৮৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬৮.	৪১৯৭ রামায়ণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৬৯.	৪১৯৮ ঐ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৯ বঙ্গাব্দ
১৮৭০.	৪২২৩ মহাভারত (স)	কবীন্দ্রপরমেশ্বর শ্রী করন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৭১.	৪২২৪ রামায়ণ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৯ বঙ্গাব্দ
১৮৭২.	৪২২৫ (ক-চ) ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩২ বঙ্গাব্দ
১৮৭৩.	৪৩৫৬ হরিবংশ (স)	ভবানন্দ	অজ্ঞাত	১২৪০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৭৪.	৪৩৫৯ গোবিন্দ লীলামৃত (স)	যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৭৫.	৪৩৬৪ হরিনাম কবচ (স)	গোপীকৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	১৬৫৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৭৬.	৪৩৬৫ চম্পক কলিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৭৭.	৪৩৬৬ পাষণ্ড দলন (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৭৮.	৪৩৬৭ শ্লোক সংগ্রহ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৭৯.	৪৩৬৮ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নারায়ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮০.	৪৩৬৯ প্রার্থনা পদাবলী	নরোত্তম দাস, লোচনদাস ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮১.	৪৩৭০ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	বাসুদেব ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮২.	৪৩৭১ পদ ও দোহা (স)	বিদ্যাপতি, তুলসী দাস, দর্প নারায়ণ ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৩.	৪৩৭২ শ্রীকৃষ্ণ নারদ সংবাদ (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮৪.	৪৩৭৩ প্রার্থনা পদাবলী (স)	অকিকঞ্চন দাস লোচন দাস ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	১২০৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮৫.	৪৩৭৫ হরিবংশ (স)	ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮৬.	বিদ্যুৎ মাদব নাটক	রূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮৭.	৪৩৭৭ চৈতন্যমঙ্গল (মধ্য খন্ড) (স)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮৮.	৪৩৭৮ ঐ (স)	কৃষ্ণদাস (দীন কৃষ্ণদাস)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৮৯.	৪৩৭৯ ব্রহ্ম-সংহিতা (ন)	জীব গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯০.	৪৩৮০ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯১.	৪৩৮১ বৈষ্ণবধর্ম্ম (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯২.	৪৩৮২ বৃন্দাবন ভজন (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯৩.	৪৩৮৫ নবদ্বীপ মাহাত্ম্য (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯৪.	৪৩৮৬ প্রেমতরঙ্গিণী (স)	ভাবত আশ্চার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯৫.	৪৩৮৭ গৌর গনোদ্দেশ দীপিকা (স)	কবি কর্নপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯৬.	৪৩৮৮ কৃষ্ণ কর্ণামৃত (স)	লীলাশুক	অজ্ঞাত	১৭০৭ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯৭.	৪৩৮৯ স্বরূপ বর্ণনা (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯৮.	৪৩৯০ প্রেমতরঙ্গিণী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৮৯৯.	৪৩৯১ রাধা কৃষ্ণ লীলারস কদস (স)	রঘুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০০.	৪৩৯২ স্বরূপ বর্ণনা (স)	কৃষ্ণদাস (কবিরাজ)	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০১.	৪৩৯৩-এ হরিনাম কবচ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০২.	৪৩৯৩-বি কৃষ্ণজার্জ্জুন সন্দম্বদ বৈষ্ণবামৃত যোগ (স)	মুকুন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০৩.	৪৩৯৪ ভাগবত (১০ম স্কন্দ)	শ্রীধর, সনাতন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০৪.	৪৩৯৫ নবদ্বীপ পরিক্রমা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০৫.	৪৪০১ চৈতন্য চরিতামৃত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০৬.	৪৪০২ ঐ (অন্তখণ্ড) (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০৭.	৪৪০৩ রামায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯০৮.	৪৪০৪ গোবিন্দ লীলামৃত (স)	অনুবাদক যদুনাথ দাস (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত
১৯০৯.	৪৪১০ এ রামায়ণ (অযোধ্যা কাণ্ড)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
১৯১০.	৪৪১০ বি-ঐ (উত্তরকাণ্ড)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯১১.	৪৪১২ দোল লীলাগীতি	বাসুদেব, সাদ উদ্ধব দাস, গোবিন্দ দাস, লোকলানন্দ, বংশীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯১২.	৪৪১৭ কালকেতুর চৌতিশা (স)	শিবরাম	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯১৩.	৪৪১৮ কম্বমুনির পারনা (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯১৪.	৪৪১৯ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	১২২৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯১৫.	৪৪২০ দান খাণ্ড (স)	দ্বিজ পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩১ বঙ্গাব্দ
১৯১৬.	৪৪২১ নৌকাখণ্ড (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ
১৯১৭.	৪৪২২ মহাভারত (গদা পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ
১৯১৮.	৪৪২৩ ঐ (মৈল্য পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
১৯১৯.	৪৪২৪ ঐ (সৌপ্তিক পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ

তথ্যসূত্র : ড. মু. শাহাজাহানকৃত পাণ্ডুলিপি তালিকা-৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯২০.	৪৪২৫ ঐ (ঐষিক পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
১৯২১.	৪৪২৬ স্বরূপ বর্ণনা (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯২২.	৪৪২৭ নিগম গ্রন্থ (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ
১৯২৩.	৪৪২৮ মোগাদ্যার বন্দনা (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
১৯২৪.	৪৪২৯-এ১ রামায়ণ (স)	ঐ ও দ্বিজ রাজেন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২০ বঙ্গাব্দ
১৯২৫.	৪৪২৯-এ২ ঐ (অযোধ্যাকান্ড) (স)	লোকনাথ সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৯ বঙ্গাব্দ
১৯২৬.	৪৪২৯-এ৩ ঐ (অরণ্য কাণ্ড) (স)	লোকনাথ সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২১ বঙ্গাব্দ
১৯২৭.	৪৪২৯-৪ঐ (সুন্দর কাণ্ড) (স)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২১ বঙ্গাব্দ
১৯২৮.	৪৪২৯-৫ ঐ (কিষ্কিন্দা কাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
১৯২৯.	৪৪২৯-বি ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ (স)	গুণরাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৩০.	৪৪৭৯ শতস্কন্ধ রাবন বধ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫১ বঙ্গাব্দ
১৯৩১.	৪৪৮০ মৎস্যধারার পালা (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১২৫১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৩২.	৪৪৮১ রামায়ণ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫১ বঙ্গাব্দ
১৯৩৩.	৪৪৮২ রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড) (স)	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৯ বঙ্গাব্দ
১৯৩৪.	৪৪৮৩ ঐ (লঙ্কাকাণ্ড) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৩৫.	৪৪৮৪-এ শিবরামের যুদ্ধ	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	১২৫০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৩৬.	৪৪৮৪-বি নারদ সংবাদ (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৩৭.	৪৪৮৫ গয়াশ্রাদ্ধ পালা (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৬ বঙ্গাব্দ
১৯৩৮.	৪৪৮৬ উঞ্ছবৃত্তিপালা (স)	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	১১৮৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৩৯.	৪৪৮৭ মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪০.	৪৪৮৮ ঐ (স্বর্গ পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ
১৯৪১.	৪৪৮৯ ঐ (ভীষ্মপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪২.	৪৪৯০ ঐ (আদিপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪৩.	৪৪৯১ ঐ (বিরাট পর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪৪.	৪৪৯৭ চৈতন্য ভাগবত (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪৫.	৪৪৯৮-এ চৈতন্য চরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪৬.	৪৪৯৮-বি বৃন্দাবন লীলাকৃত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪৭.	৪৫১৫ ভাগবত (অনুবাদ) (স)	জগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪৮.	৪৫৩৪ নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	১৭৩২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৪৯.	৪৫৩৫ সত্য নারায়ণপাঁচালী (স)	রামভদ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫০.	৪৫৩৬-এ বৈষ্ণব পদাবলী	চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, শেখর দাস, লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫১.	৪৫৩৬-বি প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫২.	৪৫৩৬ ভক্তিচিন্তামণি (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫৩.	৪৫৩৬-জি একান্নপদ (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫৪.	৪৫৩৭ ভ্রমর গীতা (স)	অনুবাদক যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫৫.	৪৫৩৮ নারদ সংবাদ (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১২৩৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫৬.	৪৫৪০ রাগানুগা সঙ্গীত ভঞ্জন গ্রন্থ (স)	গুরুদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫৭.	৪৫৪১ উপাসনামৃত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫৮.	৪৫৪২ বৈষ্ণববন্দনা (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৫৯.	৪৫৪৪ বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ	গোবিন্দ দাস নারায়ণ দাস বলরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬০.	৪৫৪৫ পদ সংগ্রহ (স)	বলরাম দাস, বিদ্যাপতি, হরিররাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১.	৪৫৪৬ তত্ত্ববিলাস (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬২.	৪৫৭৩ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬৩.	৪৫৭৪-এ মহাভারত	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬৪.	৪৫৭৪-বি গোপালবিজয় (স)	কবি শেখর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬৫.	৪৫৭৫ (১-৩) চৈতন্যচরিতামৃত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬৬.	৪৫৭৬ উৎকলভ্রমণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬৭.	৪৫৮৩ (এ-সি) চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	১৭০৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬৮.	৪৫৮৪ রতিশাস্ত্রের চৈতন্যদর্শন (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৬৯.	৪৫৮৮ (এ-সি) বৈষ্ণবপদাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭০.	৪৫৯০ এ (খ) বৈষ্ণব পদাবলী (স)	প্রেমদাস ও নরহরি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭১.	৪৫৯২ ঐ (স)	নরহরি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭২.	৪৫৯৮ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	১৫৩৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭৩.	৪৬১৭ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭৪.	৪৬২০ চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী (স)	প্রেমদাস	অজ্ঞাত	১৭৪৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭৫.	৪৬২১ চৈতন্যমঙ্গল	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭৬.	৪৬২৪ স্মরণমঙ্গল (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭৭.	৪৬২৫ স্মরণ দর্পন (স)	রামচন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭৮.	৪৬৩৫-বি মহাভারত	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৭৯.	৪৬৩৬ মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব)	শ্রীকর নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮০.	৪৬৩৭ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (স)	গুনরাজ খান	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮১.	৪৬৪০ রামায়ণ (কিষ্কিন্ধা-সুন্দরকান্ড) (স)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮২.	৪৬৪১ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ
১৯৮৩.	৪৬৪২-এ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮৪.	৪৬৪২-বি ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮৫.	৪৬৪২-সি মহাভারত (স)	কাশীরাম দাস সঞ্জয়, গঙ্গাদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮৬.	৪৬৪২-ডি রামায়ণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮৭.	৪৬৬৬ মহাভারত (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮৮.	৪৬৬৭-এ জগন্নাথবিজয় (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৮৯.	৪৬৬৭-বি ভাগবত কথা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯০.	৪৬৬৭-সি কৃষ্ণবিজয় (স)	গৌরীদাস দ্বিজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯১.	৪৬৬৭-ডি অমররিস সংবাদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯২.	৪৬৬৭-ই রামায়ণ (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯৩.	৪৬৬৭-এফ নিমাইসন্ন্যাস (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯৪.	৪৬৬৭-জি কন্বমুনির পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯৫.	৪৬৬৭-এইচ মহাভারত (সভাপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯৬.	৪৬৬৭-আই মহাভারত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯৭.	৪৬৬৭-জি রামায়ণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯৮.	৪৬৬৭-কে ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
১৯৯৯.	৪৬৬৭-এল বৈষ্ণব পদাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০০.	৪৬৬৭-এম সত্যনারায়ণের পাঁচালী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০১.	৪৬৬৭-এন বৈষ্ণব পদাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০২.	৪৬৬৭-ও নিমাই সংবাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০৩.	৪৬৬৭-পি মনসিক্কা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০৪.	৪৬৭৩-এ বৈষ্ণব পদাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০৫.	৪৬৭৩-ডি রামায়ণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০৬.	৪৬৭৩-ই মহাভারত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২০০৭.	৪৬৭৩-এফ মহাভারত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০৮.	৪৬৮৩ অদ্বৈত প্রকাশ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০০৯.	৪৬৮৫-এক্স দায়ভাগার্থ দীপিকা ভাষা বিবরণ (স)	শ্রী রঘুরাম, শিরোমনি ভট্টাচার্য	অজ্ঞাত	১৭৪৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১০.	৪৬৮৬ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত খণ্ড)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১১.	৪৬৮৭ মহাভারত (সভাপর্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ
২০১২.	৪৬৮৮ বৈষ্ণব সার (আর্যসার গ্রন্থ) (স)	রতিরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১৩.	৪৬৮৯-এ জ্ঞান দ্বিপ্তিকা-দীন দিপ্তিকা (স)	রামানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১৪.	৪৬৮৯-সি সাধ্যভাব চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১৫.	৪৬৮৯-ডি সাধন নির্ণয় (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১৬.	৪৬৮৯-ই গুরুশিষ্য সংবাদে পুষ্পদান বিলাস (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	১৭১৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১৭.	৪৬৮৯-এফ সাধ্য প্রেম চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১৮.	৪৬৮৯-জি প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০১৯.	৪৬৮৯-এইচ চৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২০.	৪৬৮৯-জি সড়চপ্রবেদ (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২১.	৪৬৮৯-I সুড়ঙ্গ প্রভেদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২২.	৪৬৮৯-কে মনাসিককা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২৩.	৪৬৮৯-এল চৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২৪.	৪৬৮৯-এম ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২৫.	৪৬৮৯-এন শ্রীরাধা রস কারিকা	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২৬.	৪৬৮৯-ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২৭.	৪৬৮৯-পি চৈতন্য চরিতামৃত (আদিলীলা)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২৮.	৪৬৮৯-আর প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০২৯.	৪৬৮৯-টি বৈষ্ণববন্দনা (স)	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩০.	৪৬৯১ চৈতন্যচরিতামৃত (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩১.	৪৬৯৩-এ মহাভারত আদিপর্ব (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩২.	৪৬৯৩-বি ঐ (সভাপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩৩.	৪৬৯৩-সি ঐ (বনপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩৪.	৪৬৯৩-ডি ঐ (বিরাটপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩৫.	৪৬৯৩-ই ঐ (উদ্যোগপর্ব) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩৬.	৪৬৯৩-এফ ঐ (সুধন্নাবধ) (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩৭.	৪৬৯৩-জি ঐ (আদিপর্ব)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩৮.	৪৬৯৩-ঐইচ ঐ (সভাপর্ব) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৩৯.	৪৬৯৩-আই (সভাপর্ব)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
২০৪০.	৪৬৯৩-জে শ্রীকৃষ্ণবিজয় (স)	গুনরাজ খান	চাটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪১.	৪৬৯৩-কে ঐ (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪২.	৪৬৯৩-এল চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড) (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪৩.	৪৬৯৩-এম মহাভারত (ভীষ্মপর্ব)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪৪.	৪৬৯৩-এন ঐ (যু.স.প.)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪৫.	৪৬৯৩-ও ভাগবত মহাপুরাণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪৬.	৪৬৯৩-হরিবংশ (খ)	ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪৭.	৪৬৯৫ ঐ (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪৮.	৪৬৯৬ মহাভারত (ঐ. প) (স)	কবি অম্বরিষ	অজ্ঞাত	১১৫৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৪৯.	৪৬৯৭ ঐ (গ. প) (খ)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	১১৫৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫০.	৪৬৯৮ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত (খ)	যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫১.	৪৬৯৯ রসবিন্দু	কৃষ্ণদাস ও বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫২.	৪৭০১ মহাভারত ৩ (স, প.) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২০৫৩.	৪৭০২ ব্রহ্মপুরাণ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫৪.	৪৭০৪ মহাভারত (শ.প.) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫৫.	৪৭০৫ মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী (স)	জানার্দ্দন	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫৬.	৪৭০৬ মহাভারত ৩ (দ্র. প.) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২০ বঙ্গাব্দ
২০৫৭.	৪৭০৮ তুলসী মাহাত্ম্য (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫৮.	৪৭০৯ আপদ উদ্ধার (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৫৯.	৪৭১০ জগন্নাথমঙ্গল (স)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	১২৪০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬০.	৪৭১১-এ প্রেম বিলাস মহাভাব (স)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬১.	৪৭১১-বি ঐ (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২৬৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬২.	৪৭১১-সি শ্রীজীব গোস্বামী স্মরণী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬৩.	৪৭২৬-বি মহাভারত (বি.পি.) (খ)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬৪.	৪৭২৬-সি আশ্রয় নির্ণয় (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬৫.	৪৭২৬-ডি আপ্ততত্ত্ব জিজ্ঞাসা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬৬.	৪৭২৬-ই মোনাবৃত্ত পটল (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬৭.	৪৭৩৩ ভক্তিযোগ পুস্তক	মনোহর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬৮.	৪৭৩৪ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৬৯.	৪৭৩৫ মহাভারত (সি.প.) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
২০৭০.	৪৭৩৬ ঐ (আদি পর্ব) (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭১.	৪৭৩৭ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ (স)	রামপ্রসাদ ও গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	১২৫০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭২.	৪৭৩৮ নিমাই সন্ন্যাস (স)	রঘুনাথ দাস	অজ্ঞাত	১২৫৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭৩.	৪৭৩৯ ভগবদ্ভক্তি রত্নাবলী (স)	বিষ্ণুপুরী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭৪.	৪৭৪২ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলী (খ)	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২০ বঙ্গাব্দ
২০৭৫.	৪৭৪৮ গোবিন্দ চরিত (স)	জগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭৬.	৪৭৪৯ আগাম কথা নির্ণয় (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭৭.	৪৭৫৬ মহাভারত (স্ত্রীপর্ব) (খ)	গোপীনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭৮.	৪৭৫৬ মহাভারত (দ্রো.প) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৭৯.	৪৭৫৭ চৈতন্যমঙ্গল (স)	রামেশ্বর দাস	অজ্ঞাত	১২৩৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮০.	৪৭৫৮-এ মনসামঙ্গল (স)	দ্বিজ বংশীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮১.	৪৭৫৮-বি ঐ	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮২.	৪৭৫৮-সি ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮৩.	৪৭৫৯ রামায়ণ (খ)	কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮৪.	৪৭৬০ চৈতন্যমঙ্গল	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮৫.	৪৭৬১ রাম স্বর্গারোহণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮৬.	৪৭৬২ ভগবদ্গীতা (স)	ব্রজলাল সেন	অজ্ঞাত	১১৬৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮৭.	৪৭৬৩ নিকট মঙ্গল চণ্ডী (স)	দ্বিজ রঘুনাথ	অজ্ঞাত	১১৭৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮৮.	৪৭৬৪ হরিবংশ (খ)	ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৮৯.	৪৭৬৮ চৈতন্য মঙ্গল মহাভারত (সা. খ) (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	১২৪২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৯০.	৪৭৬৯ ঐ (অ. ক.) (স)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৯১.	৪৭৭০ পদ্মাপুরাণ (স)	ষষ্ঠীবর ও নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৯২.	৪৭৭১ মৃগলুব্ধ (স)	দ্বিজ রতিদেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
২০৯৩.	৪৭৭২ মহাভারত (ব্রা.প) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৭ বঙ্গাব্দ
২০৯৪.	৪৯৬১ কয়েকটি বাংলা গান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৯৫.	৫০৬৫ মহাভারত (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪২ বঙ্গাব্দ
২০৯৬.	৫০৮১ অদ্বৈত মঙ্গল (স)	হরিচরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২০৯৭.	৫০৮৫ মহাভারত (আ.প.) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ
২০৯৮.	৫১০৫ ভাগবত মহাপুরাণ (স)	রাধাচরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২০৯৯.	৫১১৬ চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	১৭৩০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০০.	৫১২৯-এ কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী (স)	ভাগবতাচার্য্য	অজ্ঞাত	১৬২০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০১.	৫১২৯-বি ঐ (স)	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০২.	৫১৩২ বৈষ্ণব পদাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০৩.	৫১৩৩ গোবিন্দ দাসের পদাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০৪.	৫১৩৬ ভক্তিচিন্তামণি (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	১৬৭৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০৫.	৫১৩৪ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী (খ)	দ্বিজ দূর্গাপ্রসাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০৬.	৫১৩৭ শৃঙ্গার তিলক (অনুবাদ) (সম্পূর্ণ)	কালিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০৭.	৫১৩৮ শান্তিশতক (বঙ্গানুবাদ) (স)	রামমোহন ন্যায়বাগীশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০৮.	৫১৪২ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী (স)	ভাগবতার্য্য	অজ্ঞাত	১৬৬৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১০৯.	৫১৪৯ মহাভারত (অ. প.) (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১০.	৫১৫০ মনসামঙ্গল	জীবন মৈত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১১.	৫১৫৪ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১২.	৫১৫৫ রামায়ণ (সু. কা) (স)	আদ্ভুতাচার্য্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৮ বঙ্গাব্দ
২১১৩.	৫১৫৬ রামায়ণ (সু. প. (স)	ঐ	অজ্ঞাত	১২০১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১৪.	৫১৫৭ মহাভারত ৩ (ব.প.)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১৫.	৫১৫৯ মনসামঙ্গল	জীবন মৈত্র	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১৬.	৫১৬৩ তরণী রমণের অষ্টাদশ পদ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১৭.	৫১৬৪ বৈষ্ণব পদাবলী (স)	চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১৮.	৫১৭৩ স্মৃতি পদাবলী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১১৯.	৫১৮৩ মহাভারত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১২০.	৫১৮৩ মহাভারত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১২১.	৫১৮৫ বারেন্দ্র বংশাবলী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১২২.	৫১৯৮ সত্যপীরের পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১২৩.	৫১৯৯ গান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭২৩ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১২৪.	৫২৩০ গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী (স) দ্বিজ দুর্গপ্রসঙ্গ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪০ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১২৫.	৫২৩১ মহাভারত	কাশীরাম দাশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ
২১২৬.	৫২৪৬ সেলবন্ধ (স)	দেবীবর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ
২১২৭.	৫২৫৯ তামাকু-পুরাণ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ
২১২৮.	৫২৬০ মহাভারত (বি.প.) (খন্ডিত)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ
২১২৯.	৫২৬১ মহাভারত (ক.প.) (খণ্ডিত)	কালীপদ দাশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ
২১৩০.	৫২৬২ মহাভারত (দ্রো.প.) (খ)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৭ বঙ্গাব্দ
২১৩১.	৫২৬৩ নৈষধ পুস্তক (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৩২.	৫২৬৪ মহাভারত (স. প.) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ
২১৩৩.	৫২৭০ স্বপ্নাধ্যায় (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৩৪.	৫২৭১ মহাভারত (অ. প.) (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	১২৩৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৩৫.	৫২৭২ ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৩৬.	৫২৭৩ ক্রিয়াযোগসার (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৩৭.	৫২৭৪ যমগীতা (স)	শঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৩৮.	৫২৭৫ যোগশাস্ত্র পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৩৯.	৫২৭৬ ইতিহাস পুস্তক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪০.	৫২৭৮ পদ্ম-পুরাণ	দ্বিজ বংশীদাস	অজ্ঞাত	১১৭৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪১.	৫২৯০ সত্য নারায়ণের পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪২.	৫২৯১ নিমাই সন্ন্যাস (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪৩.	৫২৯২ জগন্নাথমঙ্গল (স)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	১২১৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪৪.	৫২৯৩ পদ্ম-পুরাণ (স)	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	১২৩১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২১৪৫.	৫২৯৮ লক্ষণ দিগ্বিজয় (স)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	১২৭৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪৬.	৫৩০৪-এ স্মরণমঙ্গল (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪৭.	৫৩০৪-বি চম্পক কলিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪৮.	৫৩০৪-সি প্রেম ভক্তি রস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৪৯.	৫৩০৪-ডি আত্ম জিজ্ঞাসা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫০.	৫৩০৫ রসামৃত গীতা (স)	রামচন্দ্র রাধা বল্লভ ভট্টাচার্য বক্রবর্তী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫১.	৫৩০৬ ইতিহাস কাব্য (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫২.	৫৩০৮ মহাভারত (শ্রী. প.) (খ)	গোপীনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫৩.	৫৩০৯ পদ্ম-পুরাণ (স)	বংশীদাস	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫৪.	৫৩১০ নৈষধ পুস্তক (স)	মধুসুদন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫৫.	৫৩১১ মহাভারত ৩ (স. প.) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ বঙ্গাব্দ
২১৫৬.	৫৩১২ রামায়ণ (মু. কা.) (স)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬১ বঙ্গাব্দ
২১৫৭.	৫৩১৩ নৈষধ পুস্তক (স)	মধুসুদন	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫৮.	৫৩১৪ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	বাসুদেব ঘোষ	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৫৯.	৫৩১৫ প্রাকৃত শুদ্ধিতত্ত্ব (স)	রাম প্রসাদ মৈত্র	অজ্ঞাত	১২৪৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬০.	৫৩১৬ মহাভারত (অ.প.) (স)	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬১.	৫৩১৭ মহাভারত (স)	গৌরাঙ্গ ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬২.	৫৩১৮ শুভচণ্ডিকার পাঁচালী (স)	জয় গোপাল নন্দী	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬৩.	৫৩১৯ রামায়ণ (আ. কা.) (খ)	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬৪.	৫৩২০ শুভচণ্ডিকার পাঁচালী (স)	জয় গোপাল নন্দী	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬৫.	৫৩২১ রামচন্দ্র অভিষেক পাঁচালী (স)	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬৬.	৫৩২২ রামায়ণ (অ. কা) (স)	কৃর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৯ বঙ্গাব্দ
২১৬৭.	৫৩২৩ চাণক্য শ্লোক (স)	চানক্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬৮.	৫৩২৪ ভারত সাবিত্রী (স)	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	১২১১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৬৯.	৫৩২৫ প্রাকৃত শুদ্ধি ব্যবস্থা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭০.	৫৩২৬ শতস্কন্দরাবন বধ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭১.	৫৩২৮ পদ্মপুরাণ (স)	দ্বিজ বংশী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৯ বঙ্গাব্দ
২১৭২.	৫৩২৯ নিমাইসন্ন্যাস (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭৩.	৫৩৩০ দুর্গাপুরাণ (স)	মুক্তারাম	অজ্ঞাত	১২৬০ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭৪.	৫৩৩১ বৈষ্ণব পদাবলী	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭৫.	৫৩৩২ অক্ষর চৌতিশা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭৬.	৫৩৩৩ বত্রিশ সিংহাসন (অনুবাদ) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭৭.	৫৩৩৪ মহাভারতে ইতিহাস পুস্তক (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭৮.	৫৩৩৫ একাদশী মাহাত্ম্য (স)	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	১২২৬ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৭৯.	৫৩৩৬ সাধন চিন্তামণি (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮০.	৫৩৩৭ জগতমোহন প্রভুর ক্ষেত্রে আগমন (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮১.	৫৩৩৮ চৈতন্য সারগীতা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮২.	৫৩৩৯ গরুরতত্ত্ব সার (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮৩.	৫৩৪০ রামায়ণ (আ. কা.) (স)	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৩ বঙ্গাব্দ
২১৮৪.	৫৩৪১ মহামুদ্গার (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮৫.	৫৩৪২ জীবস্বামীর স্মরণী	হরিদাস	অজ্ঞাত	১১৯৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮৬.	৫৩৪৩ তত্ত্বসার (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	১১৯৩ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮৭.	৫৩৪৪ রসপুর কারিকা (স)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮৮.	৫৩৪৫ চণ্ডীদাস পদাবলী	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	১১৪২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৮৯.	৫৩৪৬ মহাভারত (দ্রো. প.) (স)	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯০.	৫৩৪৭ ঐ (আ. প.) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ
২১৯১.	৫৩৪৮ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (স)	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২১৯২.	৫৩৪৯ রামায়ণ	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯৩.	৫৩৫০ ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯৪.	৫৩৫১ গোবিন্দ চরিত (স)	যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯৫.	৫৩৬৯ ভক্তি চিন্তামণি (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯৬.	৫৩৭০ বৃন্দাবন চরিত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৪২ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯৭.	৫৩৯১ বিদ্যাসুন্দর (স)	ভারতচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯৮.	৫৩৯৮ গোলধাম ক্রীড়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২১৯৯.	৫৪৩০ মধ্যম ঠাকুর বা রাজকুমার শম্ভুচন্দ্র রায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯০১ খ্রিস্টাব্দ
২২০০.	৫৪৩২ মহারাজ রাজ কুমারের বংশাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০১.	৫৪৩৩ মেলকারিকা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০২.	৫৪৩৬ পীড়ালি কারিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০৩.	৫৪৩৭ বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন ও তাহাদের পরিচয় (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০৪.	৫৪৪০ নন্দনবাসী মনুভট্টবংশ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০৫.	৫৪৪১ ভাদুরী কুলের ব্যাখ্যা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০৬.	৫৪৪৪ গজাই বংশাবলী (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০৭.	৫৪৪৫ বারেন্দ্র পটী ব্যাখ্যা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০৮.	৫৪৪৭ মৈত্রকুলের বংশাবলীর ব্যাখ্যা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২০৯.	৫৪৪৮ ঐ ব্যাখ্যা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১০.	৫৪৫০ বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১১.	৫৪৫২ ভট্টশালী বংশ তালিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১২.	৫৪৫৩ বাৎস্যগোত্রীয় ভট্টশালী বংশের কুলপঞ্জী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১৩.	৫৪৫৪ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশের বিবরণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১৪.	৫৪৫৫ মৈত্রকুলের ব্যাখ্যা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১৫.	৫৪৫৭ বারেন্দ্র কুলপঞ্জী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১৬.	৫৪৫৮ বারেন্দ্র সমাজের কুলীন কাপ ও গোত্রীয় পরিচয় কুলগ্রন্থ (১-৩)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১৭.	বারেন্দ্র সমাজের কুলীন কাপ ও গোত্রীয় পরিচয় কুলগ্রস্থ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১৮.	৫৪৬২ কায়েস্থকুল পঞ্জিকা (স)	শ্যামদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২১৯.	৫৪৬৩ ঘনশ্যামী ঢাকুর ও পারারকুলজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২০.	৫৪১৪ উত্তররাঢ়ী কুল পঞ্জিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২১.	৫৪৬৭ উত্তররাঢ়ী কায়স্থকুল পঞ্জিকা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২২.	৫৪৬৮ ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২৩.	৫৪৯ উত্তর রাঢ়ীর কায়স্থ কলা নির্ণয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২৪.	৫৪৭১ উত্তররাঢ়ী ঘোষ ও দত্ত বংশ কারিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২৫.	৫৪৭৮ বাসাণ্ডা সমাজ (বসু বংশ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২৬.	৫৪৮০ বসুবংশের এক অংশ	নন্দয়ান মিত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২৭.	৫৪৮৮ একজারী কারিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬১ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২৮.	৫৪৯০ কুল পঞ্জিকা পত্রাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২২৯.	৫৪১১ ঘোষ বংশা বলী সমাজ আকনা সমাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩০.	৫৫০৪ ঘটক বাচস্পতির ঢাকুর এবং ঘটক বিদ্যানিধির ঢাকুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২২-২৪ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩১.	৫৫১৩ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুল পঞ্জিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩২.	৫৫১৫ কুল পঞ্জিকা পত্রাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২২৩৩.	৫৫১৭-এ তিলির কুলজী সাইজ ১৩" × ৭$\frac{১}{২}$" (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩৪.	৫৫১৭-বি তিলির কুলজী সাইজ ১৩" × ৭$\frac{১}{২}$" (ঐ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩৫.	৫৫১৮ তন্তবায় কুলজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩৬.	৫৫১৯ মদ গোপ কুলাচার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩৭.	৫৫২৩ শাকদ্বীপ মানিকচন্দ্র মিত্রের গ্রহ বিপ্র কারিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩৮.	৫৫২৪ শাকদ্বীপ ত্রিবেণী সমাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৩৯.	৫৫২৫ শাকদ্বীপ গ্রহ বিপ্র বংশাবলী সাইজ ১৬" × ১৩"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪০.	৫৫২৭ বৈদ্য বংশের তালিকা ও বৈদ্যগণের জাতি নির্ভর সম্বন্ধে আলোচনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪১.	৫৫২৯ বৈদ্যকুলজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪২.	৫৫৩৪ উত্তর রাঢ়ী দাস বংশ ১৭$\frac{১}{২}$" × ৫$\frac{১}{২}$" (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪৩.	৫৫৩৫-সি উত্তররাঢ়ী কুলপাত্রী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪৪.	৫৫৩৫-জিউ কুল বর্ণনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪৫.	৫৫৪৬ রাঢ়ীয় পুতিকুল্য ও কনক দণ্ডী বংশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪৬.	৫৫৬৬	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪৭.	৫৫৬৭ কুলপঞ্জিকা পত্রাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪৮.	৫৫৬৯-এ দক্ষিণ রাঢ়ী বসুবংশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৪৯.	৫৫৭২ ঐ নাগ বংশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫০.	৫৫৭৭ রসসৌদামিনী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫১.	৫৫৮১ কুল পঞ্জিকা পত্রাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫২.	৫৫৮৬ সারাবলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫৩.	৫৫৮৭ গৌরীপুর দেওয়ান পরিবার ও অপর কুল পঞ্জিকা সাইজ ২১$\frac{১}{২}$" × ১৭" + ১৭" × ৯" + ১১" × ৯"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫৪.	৫৫৯১ চণ্ডীমঙ্গল (স)	দ্বিজ হরিরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫৫.	৫৫৯৪ স্মরণ মঙ্গল (স)	গিরিধর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫৬.	৫৫৯৫ আগম (স)	হরিবোল দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫৭.	৫৫৯৮ রামায়ণ (আ. কা.)	রামানন্দ	অজ্ঞাত	১১৮৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫৮.	৫৫৯৯ ঐ (খ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৫৯.	৬৬০০ কাশী খণ্ড (স)	জয়নারায়ণ ঘোষাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬০.	৬৬০১ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২২৬১.	৬৬০২ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২২৬২.	৬০৬৫ রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬৩.	৬০৬৬ মহাভারত সাইজ ১৫$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬৪.	৬০৬৭ সাধননির্ণয় (স) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬৫.	৬০৬৮ রূপসনাতন প্রসঙ্গ সাইজ ১১″ × ৫$\frac{১}{৪}$″ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬৬.	৬০৬৯ গোবিন্দ লীলামৃত (ষষ্ঠ সর্গ) (খ) ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬৭.	৬০৭০ জাতিনির্ণয় (কুলজী) (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬৮.	৬০৭১ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৬৯.	৬০৭২ মহাভারত (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭০.	৬০৭৩ রামায়ণ (অযোধ্যা কাণ্ড) সাইজ (স) ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭১.	৬০৭৪ তুলসী মাহাত্ম্য (খ) ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭২.	৬০৭৫ আত্মতত্ত্ব গ্রন্থ (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭৩.	৬০৭৬ একটি বৈষ্ণব পদ (খ)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭৪.	৬০৭৭ ভক্তিতত্ত্বসার (স) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭৫.	৬০৭৮ শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য কথা (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭৬.	৬০৭৯ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখণ্ড) (স) সাইজ ১২″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আ. ১৮ শতকের শেষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

ড. মু. শাহজাহান মিয়া প্রণীত বাংলা পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত পুথি বিবরণী-৫ পুথি শালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২২৭৭.	৬০৮০ মুক্তা চরিত্র (খ) সাইজ ৯″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নারায়ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭৮.	৬০৮১ চৈতন্যচরিতামৃত (আদি লীলা) (খ) সাইজ ১১″ × ২$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৭৯.	৬০৮২ ঐ (মধ্যখণ্ড) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আ. ১৮ শতকের পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮০.	৬০৮৩ চৈতন্যভাগবত (অন্তখন্ড ৫ম অধ্যায়) (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮১.	৬০৮৪ কৃষ্ণবিষয়ক (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮২.	৬০৮৫ হরিনামামৃত (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮৩.	৬০৮৬ চৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আ. ১৮ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮৪.	৬০৮৭ রূপমঞ্জরী সেবা প্রার্থনা (স) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	বৈষ্ণবচরণ দাস	অজ্ঞাত	আ. ১৮ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮৫.	৬০৮৮ সুকদেব চরিত্র (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮৬.	৬০৮৯ শ্রীবৃন্দাবন নির্ণয় (স) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮৭.	৬০৯০ রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৭$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮৮.	৬০৯১ ঐ (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৮৯.	৬০৯২ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৯০.	৬০৯৩ সাধ্যসিদ্ধি নির্ণয় (খ) ১২″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৯১.	৬০৯৪ চৈতন্যভাগবত (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	দাস বৃন্দাবন	অজ্ঞাত	আ. ১৮ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৯২.	৬০৯৫ শ্রীপ্রেমবিলাস (খ) সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	নিত্যানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২২৯৩.	৬০৯৬ স্মরণমঙ্গল (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ বা ১৬৬৪ শকাব্দ
২২৯৪.	৬০৯৭ নৈষধরাজার পুস্তক (স) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	রাম নারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৭৪২ সন, বা ১৭২৩ শকাব্দ
২২৯৫.	৬০৯৮ মাথুরপালা (স) সাইজ ৯″ × ৩$\frac{১}{২}$″	গোবিন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, প্রএগ্রন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬৯৩ শকাব্দ
২২৯৬.	৬০৯৯ পদ্মাপুরাণ (কাজী খণ্ড পুস্তক) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৯৭.	৬১০১ অক্ষর চৌতিশা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
২২৯৮.	৬১০২ গৌরাঙ্গসন্ন্যাস (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২২৯৯.	৬১০৩ বৃন্দাবন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০০.	৬১০৪ চণ্ডীদাসের পদাবলী (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০১.	৬১০৫ একটি মন্ত্র (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০২.	৬১০৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০৩.	৬১০৭ মনসামঙ্গল (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	দ্বিজ বংশীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০৪.	৬১০৮ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০৫.	৬১০৯ বৈষ্ণবীয় রস বর্ণনা (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০৬.	৬১১০ ভজন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৩০৭.	৬১১১ চৈতন্যচরিতাকৃত (খ) সাইজ $১২\frac{১}{২}'' \times ৪''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০৮.	৬১১২ রাধারূপ বর্ণনা (খ) সাইজ $১২\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩০৯.	৬১১৩ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খ) সাইজ $১৩\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১০.	৬১১৪ রাধা সখী বর্ণনা (খ) সাইজ $১৪\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১১.	৬১১৫ একটি চিঠি (জমিদার রায়ত সম্পর্কিত) (স) সাইজ $৯'' \times ৬\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৭ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১২.	৬১১৬ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ) $১৪'' \times ৪\frac{১}{২}''$	গুণরাজ খান	চটিগাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১৩.	৬১১৭ রাধা কৃষ্ণ নির্ণয় (খ) সাইজ $১৩'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১৪.	৬১১৮ রাধার সখীগণের বর্ণনা (খ) সাইজ $১৩\frac{১}{২}'' \times ৪''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১৫.	৬১১৯ সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা (খ) সাইজ $১২'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১৬.	৬১২০ একটি চিঠি (স) সাইজ $৭\frac{৩}{৪}'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১৭.	৬১২১ মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অর্থ (স) সাইজ $১৪'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭১৬ শকাব্দ
২৩১৮.	৬১২২ সেবাসাধ্য নির্ণয় (খ) সাইজ $১৩\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩১৯.	৬১২৩ সৃষ্টির পত্তন কথা (খ) সাইজ $৯'' \times ৩\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২০.	৬১২৪ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ $১৪'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৩২১.	৬১২৫ উদ্দীপন বিভাগ (খ) সাইজ ১৩ ৩/৪″ × ৪″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২২.	৬১২৬ নামের সহিমা (খ) সাইজ ১৩ ৩/৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২৩.	৬১২৭ দ্রৌপদী হরণ (খ) সাইজ ৭″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২৪.	৬১২৮ দুর্গাগীত (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২৫.	৬১২৯ আজ্ঞি তত্ত্বসার (খ) সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৪ ১/২″	যোগ শঙ্কর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২৬.	৬১৩০ ব্রজবুলি পদাবলী (খ) সাইজ ১৩″ × ৪″	নৃপোত্তম দাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২৭.	৬১৩১ লঙ্কার রাবণ প্রসঙ্গ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২৮.	৬১৩২ রুক্মিণী বিবাহ (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩২৯.	৬১৩৩ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস (খ) সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৪ ১/৪″	বাসুদেব ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩০.	৬১৩৪ অঙ্গদেব রায় কবে (স) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ১/৪″	দ্বিজ ভবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৪ বঙ্গাব্দ
২৩৩১.	৬১৩৫ পদাবলী (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	রামচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩২.	৬১৩৬ রাধা কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩৩.	৬১৩৭ অসার সংসার বর্ণনা (খ) সাইজ ১৫ ১/৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩৪.	৬১৩৮ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক (খ) সাইজ ১৬ ১/৪″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩৫.	৬১৩৯ পদাবলী (স) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৮ ১/৪″	রুদ্রকান্তি দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৩৩৬.	৬১৪০ সাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩৭.	৬১৪১ বৈষ্ণব পদাবলী (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩৮.	৬১৪২ চৈতন্য মাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৩৯.	৬১৪৩ রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ বর্ণনা (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪০.	৬১৪৪ চৈতন্য জীবন লীলা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	রুদ্রকান্ত দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪১.	৬১৪৫ বৈষ্ণব পদাবলী (স) সাইজ ১২″ × ৪″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪২.	৬১৪৬ বৈষ্ণব পদাবলী (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নরহরি দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪৩.	৬১৪৭ বৈষ্ণব পদাবলী (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪″	কৃষ্ণদাস, লোচন, গদাধর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪৪.	৬১৪৮ শ্রীরাধারস কারিকা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪৫.	৬১৪৯ রামায়ণ (কিষ্কীন্ধ্যা) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪৬.	৬১৫০ মকরাক্ষের যুদ্ধ (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪৭.	৬১৫১ কৃষ্ণার্জুন সংবাদে তত্ত্বসার (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪৮.	৬১৫২ মুরীদ খুরশিদ সমাচার (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৪৯.	৬১৫৩ পদ্মপুরাণ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ বংশীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫০.	৬১৫৪ রাধা কৃষ্ণ লীলা কথা (খ) সাইজ ১৬″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫১.	৬১৫৫ চৈতন্য ভাগবত (অন্ত্যখণ্ড : নম অধ্যায়) ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের ২য় পদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৩৫২.	৬১৫৬ বৈষ্ণব বন্দনা সাইজ ১২″ × ৪ $\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের ২য় পদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫৩.	৬১৫৭ চণ্ডী মঙ্গল (খ) সাইজ ৯ $\frac{১}{২}$″ × ৩ $\frac{১}{২}$″	শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	সিলিশ বঙ্গ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫৪.	৬১৫৮ সত্যদেবের পাঁচালী (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫৫.	৬১৫৯ ভ্রমরগীতা (৫ম অধ্যায়) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫৬.	৬১৬০ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১৪ $\frac{১}{৪}$″ × ৪ $\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫৭.	৬১৬১ আত্মতত্ত্ব নিরূপণ (খ) সাইজ ১৪ $\frac{১}{৪}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫৮.	৬১৬২ শাক্ত পদাবলী (খ) সাইজ ১৪ $\frac{১}{৪}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	রামপ্রসাদ, দ্বিজ রামনন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৫৯.	৬১৬৩ মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব) সাইজ ১৪ $\frac{১}{৪}$″ × ৪ $\frac{১}{৪}$″	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৬০.	৬১৬৪ অক্ষর চৌতিশা নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪ $\frac{১}{২}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৬১.	৬১৬৫ গুরু ভক্তিসার (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৬২.	৬১৬৬ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৬৩.	৬১৬৭ শ্রীজগাই মাধাইর উদ্ধার সাইজ ১৩″ × ৪″	জয়ানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ বা ১১৮৫ বঙ্গাব্দ
২৩৬৪.	৬১৬৮ বৈষ্ণব বন্দনা (স) সাইজ ১১″ × ৪ $\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ বা ১৮৪৯ বঙ্গাব্দ
২৩৬৫.	৬১৬৯ বৈষ্ণব মহাজনগণের নামের তালিকা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ বঙ্গাব্দ
২৩৬৬.	৬১৭০ দুর্গাস্তব (খ) সাইজ ১৩ $\frac{১}{২}$″ × ৪″	দ্বিজ রামানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৬৭.	৬১৭১ রাধা কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৩৬৮.	৬১৭২ বৈষ্ণব বন্দনা (খ) সাইজ ১৩″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৬৯.	৬১৭৩ উদ্দীপন ভাব (খ) সাইজ ৩$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭০.	৬১৭৪ রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭১.	৬১৭৫ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭২.	৬১৭৬ মহাভারত অশ্বমেধপর্ব (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭৩.	৬১৭৭ অক্ষর চৌতিশা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭৪.	৬১৭৮ সত্যেরপাঁচালী (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭৫.	৬১৭৯ ঐ (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৩২″	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	১২৬১ বঙ্গাব্দ
২৩৭৬.	৬১৮০ গুরু শিষ্য সমাচার (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	বীরভদ্র গোসাঁই	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ বঙ্গাব্দ
২৩৭৭.	৬১৮১ দুর্গাস্তবমূলক গীতি (স) সাইজ ৮$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কালিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭৮.	৬১৮২ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৭৯.	৬১৮৩ রামায়ণ (অযোদ্ধাকাণ্ড) (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কীর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮০.	৬১৮৪ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৩″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮১.	৬১৮৫ নাম সংকীর্তন (খ) সাইজ ১৩″ × ১১″	দ্বিজ নৃসিংহানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮২.	৬১৮৬ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৩৮৩.	৬১৮৭ একটি পারিবারিক চিঠি (স) সাইজ ১৪″ × ৯″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৩৯ শকাব্দ
২৩৮৪.	৬১৮৮ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ) সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অদ্ভুতাচার্য, কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮৫.	৬১৮৯ রামায়ণ (অযোধ্যা কাণ্ড) (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮৬.	৬১৯০ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮৭.	৬১৯১ চণ্ডীমঙ্গল (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮৮.	৬১৯২ রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড) (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৮৯.	৬১৯৩ মহাভারত (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯০.	৬১৯৪ রামায়ণ (অঙ্গরায় বার) (খ) সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯১.	৬১৯৫ রামায়ণ (নিকষা সন্তানগণের জন্ম কাহিনী) (খ) সাইজ ১৮″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯২.	৬১৯৬ বৈষ্ণব পদাবলী (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯৩.	৬১৯৭ চৈতন্য জীবনীমূলক (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯৪.	৬১৯৮ বৈষ্ণব তত্ত্বকথা (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯৫.	৬১৯৯ বৈষ্ণব চরিতামৃত (আদি ও-মধ্যখণ্ড) (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯৬.	৬২০০ মুক্তাচরিত (মুক্তা চরিত্র) সাইজ (খ) ৮$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৩৯৭.	৬২০১ গোপীগণের বিরহ বর্ণনা (খ) সাইজ ৮ ৩/৪″ × ৬ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯৮.	৬২০২ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৩৯৯.	৬২০৩ বৈষ্ণবীয় সাধন তত্ত্ব (খ) সাইজ ১২″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০০.	৬২০৪ রাধা কৃষ্ণলীলা কথা (খ) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০১.	৬২০৫ ইশতিহার (স) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	দলিল দস্তাবেজ বাংলা ফার্সী সহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ বা ১২৩১ বঙ্গাব্দ
২৪০২.	৬২০৬ একটি ভজন গীতি সাইজ ৭ ৩/৪″ × ৭ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০৩.	৬২০৭ একটি চিঠি সাইজ ১৭ ১/৪″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রামদয়াল শর্মন	১২৫২ বঙ্গাব্দ
২৪০৪.	৬২০৮ চৈতন্য ভাগবত (অন্ত্যখণ্ড) সাইজ ১২″ × ৪ ১/২″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০৫.	৬২০৯ সাধন স্মরণলীলা (স) সাইজ ৯ ১/৪″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০৬.	৬২১০ পারিভাষিক শব্দাবলী (বৈষ্ণবীয়) (খ) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০৭.	৬২১১ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১২″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০৮.	৬২১২ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখন্ড) (খ) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪০৯.	৬২১৩ বৈষ্ণব বন্দনা (খ) সাইজ ১৩ ৩/৪″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১০.	৬২১৪ মুক্তা চরিত্র (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৫″	নারায়ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১১.	৬২১৫ রামায়ণ (খ) ৪″ × ৫ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৪১২.	৬২১৬ একটি পত্র (স) (জনৈক গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে লেখা তার পিতার পত্র) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১৩.	৬২১৭ গোবিন্দ লীলামৃত (১ম পর্ব) (খ) সাইজ ১৫ ৩/৪″ × ৪ ৩/৪″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১৪.	৬২১৮ শ্রী নারদী পুরাণ) (স) সাইজ ১৪″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১৫.	৬২১৯ কৃষ্ণের লীলাস্থল বর্ণনা (খ) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৩ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১৬.	৬২২০ শ্রী বয়স সন্ধি (খ) সাইজ১২ ১/৪″ × ৩ ৩/৪″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১৭.	৬২২১ রাধা ও তার সখীগণের লীলাকথা বর্ণনা (খ) সাইজ ১২″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪১৮.	৬২২২ হিসাব পত্র (স) সাইজ ৯″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৭ বঙ্গাব্দ
২৪১৯.	৬২২৩ বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব কথা সাইজ ১২″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪২০.	৬২২৪ একটি চিঠি ও হিসাব পত্র (স) সাইজ ১০ ১/৪″ × ৭ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭১ বঙ্গাব্দ
২৪২১.	৬২২৫ হিসাব পত্র (খ) সাইজ ১৪″ × ২ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪২২.	৬২২৬ শ্রীদূর্গা স্মরণ (স) সাইজ ১৪ ৩/৪″ × ৩ ১/৪″	শ্রী দূর্গা স্মরণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪২৩.	৬২২৭ হিসাব পত্র (স) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৬-১২৫৯ বঙ্গাব্দ
২৪২৪.	৬২২৮ স্বরুপ নির্ণয় (খ) সাইজ ১২ ৩/৪″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪২৫.	৬২২৯ বৈষ্ণব পদ (খ) সাইজ ১৩″ × ৬ ১/৪″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৪২৬.	৬২৩০ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪২৭.	৬২৩১ স্বরুপ বর্ণনা (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৬ বঙ্গাব্দ
২৪২৮.	৬২৩২ শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড) (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪২৯.	৬২৩৩ চৈতন্য চরিত্রামৃত (আদিখন্ড) (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৩০.	৬২৩৪ ঐ (আদিখণ্ড) (খ) সাইজ ১৩″ × ৬″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের ৩য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৩১.	৬২৩৫ বৈষ্ণব পদবলী) (খ) সাইজ ৮$\frac{৩}{৪}$″ × ৭″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
২৪৩২.	৬২৩৬ একটি দলিল (দলিল দস্তাবেজ) (স) সাইজ ১৭$\frac{৩}{৪}$″ × ৭$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ বঙ্গাব্দ
২৪৩৩.	৬২৩৭ ভূমি বিক্রয় দলিল (স) (দলিল দস্তাবেজ) ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৯$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৩৩ বঙ্গাব্দ
২৪৩৪.	৬২৩৮ অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর	বর্ধমান ভুরিসিট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৩৩ বঙ্গাব্দ
২৪৩৫.	৬২৩৯ মাধুর্য কাদম্বিনী ও রাগ বার্তা চন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৫ বঙ্গাব্দ
২৪৩৬.	৬২৪০ দণ্ডটীকা গ্রন্থ (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৩৭.	৬২৪১ রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা (খ) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৩৮.	৬২৪২ ভবিষ্য পুরাণ (শ্রী কৃষ্ণ জন্ম কথা) (স) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৩৯.	৬২৪৩ রাধা কৃষ্ণ লীলা কথা (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৪৪০.	৬২৪৪ প্রার্থনা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪১.	৬২৪৫ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪২.	৬২৪৬ ঐ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪৩.	৬২৪৭ ঐ (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪৪.	৬২৪৮ কাহিনী কাব্য (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪৫.	৬২৪৯ সুকদেবের উপদেশ (খ) সাইজ ১৩″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪৬.	৬২৫০ সত্যনারায়ণের পুথি (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪৭.	৬২৫১ শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান (স) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪৮.	৬২৫২ উইলনামা (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ১০$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৪৯.	৬২৫৩ একটি মন্ত্র (স) সাইজ ১০″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫০.	৬২৫৪ শনির পাঁচালী (স) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	যদুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৭২ শকাব্দ
২৪৫১.	৬২৫৫ সত্যনারায়ণের কথা (স) সাইজ ১৩″ × ৪″	রামচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫২.	৬২৫৬ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫৩.	৬২৫৭ বিদ্যাসুন্দর (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৫}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ভারতচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৪৫৪.	৬২৫৮ বিদ্যাসুন্দর (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ভারতচন্দ্র	বর্ধমান ভুরিশিট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫৫.	৬২৫৯ সত্যনারায়ণের পুথি (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫৬.	৬২৬০ নিমাই সন্ন্যাস (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫৭.	৬২৬১ ঐ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫৮.	৬২৬২ রাম ইতিহাস (খ) সাইজ ১১″ × ৪$\frac{১}{২}$″	জয়চন্দ্র নরপতি	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৫৯.	৬২৬৩ নাম মহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬০.	৬২৬৪ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১০ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬১.	৬২৬৫ বিদ্যাসুন্দর (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ভারতচন্দ্র	বর্ধমান ভুরিশিট	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬২.	৬২৬৬ সাধন ভজন ক্রম (খ) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬৩.	৬২৬৭ ব্রজলীলা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬৪.	৬২৬৮ কৃষ্ণকথা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬৫.	৬২৬৯ কুলপঞ্জী (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬৬.	৬২৭০ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬৭.	৬২৭১ বৈষ্ণব বন্দনা (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	দেবীনন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ

২৪৬৮.	৬২৭২ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৬৯.	৬২৭৩ পুরাণ কাহিনী (খ) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭০.	৬২৭৪ সাধ্য সাধন নির্ণয় (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭১.	৬২৭৫ মোহমুদগর পাঁচালী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭২.	৬২৭৬ ব্রজ বর্ণনা (খ) সাইজ ১৩″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭৩.	৬২৭৭ চৈতন্য লীলা (খ) সাইজ ১০ ১/২″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭৪.	৬২৭৮ নরোত্তর ঠাকুরের প্রার্থনা (স) সাইজ ১১ ১/৪″ × ৪ ১/৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭৫.	৬২৭৯ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৪ ১/৪″	দাস হরিদত্ত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭৬.	৬২৮০ কৃষ্ণদাস মাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৫″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ৮৯ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭৭.	৬২৮১ নিমাই সন্ন্যাস (খ) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৩ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭৮.	৬২৮২ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৭৯.	৬২৮৩ রামনাম মাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৩ ৩/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮০.	৬২৮৪ নামমাহাত্ম্য বর্ণনা (খ) সাইজ ১০ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮১.	৬২৮৫ সেবা অভিলাষ (খ) সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮২.	৬২৮৬ বৈষ্ণব বন্দনা (খ) সাইজ ৯ ৩/৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ মার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৪৮৩.	৬২৮৭ রস বর্ণনা (খ) সাইজ ১০″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮৪.	৬২৮৮ ব্রজলীলা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ মার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮৫.	৬২৮৯ সাধন ভক্তি চন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮৬.	৬২৯০ সাধনতত্ত্ব (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮৭.	৬২৯১ হরিবংশ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫″	দীন ভবানন্দ	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮৮.	৬২৯২ চৈতন্য চরিতামৃত (আদি ও অন্ত্যখণ্ড) (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৮৯.	৬২৯৩ চৈতন্য চরিত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯০.	৬২৯৪ ব্যাধি চিকিৎসা (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯১.	৬২৯৫ গোপি মোহন (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯২.	৬২৯৬ শ্রী রাধিকারূপ বর্ণনা (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯৩.	৬২৯৭ আশ্রয় নির্ণয় (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯৪.	৬২৯৮ আশ্রয় নির্ণয় সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯৫.	৬২৯৯ সাধ্য ভাবতন্ত্র (শ্রী জীব গোসামির তরজা) (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯৬.	৬৩০০ রূপসনাতন প্রসঙ্গ (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ মার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯৭.	৬৩০১ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	১২২৭ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৪৯৮.	৬৩০২ সাধনভক্তি নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ মার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৪৯৯.	৬৩০৩ রূপ প্রসঙ্গ (খ) সাইজ $১৪\frac{৩}{৪}'' \times ৫''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫০০.	৬৩০৪ মহাভারত (খ) সাইজ $১১\frac{১}{৪}'' \times ৩\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫০১.	৬৩০৫ স্মরণ দর্পন (স) সাইজ ১৩″ $\times ৫\frac{১}{২}''$	রামচন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	১২৫৫ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫০২.	৬৩০৬ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১৪″ × ৫″	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯ শতকের ১ম পাদ
২৫০৩.	৬৩০৮ জগাই মাধাই প্রসঙ্গ (খ) সাইজ $৯\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{৩}{৫}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯ শতকের ১ম পাদ
২৫০৪.	৬৩০৯ নিমাইসন্ন্যাস (খ) সাইজ $১৪\frac{৩}{৪}'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫০৫.	৬৩১০ ভজনতত্ত্ব (খ) সাইজ $১৩\frac{১}{২}'' \times ৫\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫০৬.	৬৩১১ জগন্নাথ মাহাত্ম্য (খ) সাইজ $১৩'' \times ৪\frac{১}{২}''$	ভারতী মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৫ বঙ্গাব্দ
২৫০৭.	৬৩১২ স্মরণমঙ্গল সাইজ ১৩″ × $৪\frac{১}{২}''$	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৫ বঙ্গাব্দ
২৫০৮.	৬৩১৩ চৈতন্যচরিতামৃত (সাধ্য ও সন্ত) লীলা (স) সাইজ $১০\frac{৩}{৪}''$ × $৫\frac{১}{২}''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫০৯.	৬৩১৪ ঐ (অন্ত্য-খণ্ড) সাইজ $১০\frac{৩}{৪}'' \times ৫\frac{১}{২}''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯ শতকের ১ম পাদ
২৫১০.	৬৩১৫ মোহাম্মদ বিজয় (রসুল-বিজয়) (খ) সাইজ $১৪'' \times ২\frac{১}{২}''$	পাগল চান্দ	গুনাই ঘর কুমিলল	১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৫১১.	৬৩১৬ রছুলনামা (খ) ১৮ $\frac{১}{২}$″ × ৫ $\frac{৩}{৪}$″	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯ শতকের ১ম পাদ
২৫১২.	৬৩১৭ মহররমের শোকগাথা (স) সাইজ ১৬ $\frac{১}{২}$″ × ৭ $\frac{১}{২}$″	দবির উদ্দান মুনসী দবির	অজ্ঞাত	১২২১ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫১৩.	৬৩১৮ রছুলবিজয় (খ) সাইজ ১৭ $\frac{১}{২}$″ × ৫ $\frac{৩}{৪}$″	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০০ বঙ্গাব্দ
২৫১৪.	৬৩১৯ রছুলবিজয় ও শবেমেরাজ (খ) সাইজ ১৯″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	শেখ চান্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫১৫.	৬৩২০ স্মরণমঙ্গল (স) সাইজ ১৯″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	গিরিধর দাস	অজ্ঞাত	১০৭৩ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫১৬.	৬৩২১ প্রেমভাব চন্দ্রিকা (স) সাইজ ১২ $\frac{১}{২}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	১০৭০ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫১৭.	৬৩২২ ব্রজরস কারিকা (স) সাইজ ১৪ $\frac{১}{৪}$″ × ৪ $\frac{১}{৪২}$″	নরহরি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ
২৫১৮.	৬৩২৩ গুরুভক্তি তত্ত্বসার সাইজ ১২″ × ৪″	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	১৬৬১ শকাব্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫১৯.	৬৩২৪ হরিনাম কবচ (স) সাইজ ১২″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২০.	৬৩২৫ গুরুভক্তি জ্ঞান তত্ত্ব (খ) সাইজ ১৪ $\frac{১}{৪}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২১.	৬৩২৬ পদ্মাপুরাণ (স) সাইজ ১৩ $\frac{১}{২}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	জানকীনাথ ও নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৮ বঙ্গাব্দ
২৫২২.	৬৩০৮ পুরাণ (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	হরিদত্ত দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২৩.	৬৩২৭ দুর্গা সঙ্গীত (খ) সাইজ ৮″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৫২৪.	৬৩২৮ হিসাবপত্র (খ) সাইজ ৭″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৭ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২৫.	৬৩২৯ অর্জুনগীতা (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২৬.	৬৩৩০ শিবরামযুদ্ধ (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২৭.	৬৩৩১ পারিজাতহরণ (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	পরশুরাম	অজ্ঞাত	১২৪৩ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২৮.	৬৩৩২ সুদামচরিত্র (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	পরশুরাম	অজ্ঞাত	১২৪৯ সন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫২৯.	৬৩৩৩ মোহমুদগর (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩০.	৬৩৩৪ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩১.	৬৩৩৫ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখন্ড ১১শ পরিচ্ছেদ) (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ বঙ্গাব্দ
২৫৩২.	৬৩৩৬ রাধাকৃষ্ণের স্থান নির্ণয় (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩৩.	৬৩৩৭ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩৪.	৬৩৩৮ বিনোদ মঞ্জুরী অষ্টক (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩৫.	৬৩৩৯ ঐ সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩৬.	৬৩৪০ বৈষ্ণবপদ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩৭.	৬৩৪১ ভজনসাধন ক্রম (স) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩৮.	৬৩৪২ চৈতন্যচরিতামৃত (আদিখণ্ড : বাল্যলীলা) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৩৯.	৬৩৪৩ স্মরণ মঙ্গল (খ)	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪০.	৬৩৪৪ চাটু পুষ্পাঞ্জলী (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪১.	৬৩৪৫ রাগ উদ্দেশ্য কথা (খ) সাইজ ১৩″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	সনাতন গোস্বামী	অজ্ঞাত	১২৩০ সাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৫৪২.	৬৩৪৬ স্মরণমঙ্গল (স) সাইজ ১২″ × $৪\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪৩.	৬৩৪৭ সনাতন গোস্বামী সূচক (স) সাইজ $১০\frac{১}{৪}$″ × $৪\frac{১}{২}$″	রাধা বল্লভদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ বা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ
২৫৪৪.	৬৩৪৮ ভ্রমরগীতা (খ) সাইজ $১৩\frac{১}{২}$″ × $৪\frac{৩}{৪}$″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪৫.	৬৩৪৯ রাগানুগা কথা (খ) সাইজ $১৩\frac{৩}{৪}$″ × $৪\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪৬.	৬৩৫০ স্মরণ দর্পণ (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪৭.	৬৩৫১ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪″ × $৪\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪৮.	৬৩৫২ চৈতন্যভাগবত (খ) সাইজ ১৪″ × $৪\frac{৩}{৪}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	আনু ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৪৯.	৬৩৫৩ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫০.	৬৩৫৪ গুরুবন্দনা (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫১.	৬৩৫৫ সুদাম সংবাদ (খ) সাইজ $৮\frac{১}{২}$″ × $৩\frac{১}{৪}$″	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫২.	৬৩৫৬ নং	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫৩.	৬৩৫৭ চৈতন্যভাগবত (আদি) (খ) সাইজ $৯\frac{১}{২}$″ × ৬″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫৪.	৬৩৫৮ বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ (খ) সাইজ ১৩″ × ৪″	গোবিন্দ দাস, বাসুদেব ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫৫.	৬৩৫৯ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ $১২\frac{১}{২}$″ × $৪\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫৬.	৬৩৬০ সাধ্যভার চন্দ্রিকা সাইজ $১২\frac{১}{২}$″ × $৬\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫৭.	৬৩৬১ মহাভারত (বিরাট পর্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৬৩১৭ নং মুনসী দবির উদ্দীন বিরচিত 'মহরমের শোকশাখা পুথি' সাথে একটি মূল্যবান পুথি সংগ্রহ সংক্রান্ত পত্র রয়েছে ও. মু. শাহজাহান কৃত পাণ্ডুলিপি তালিকা ড. পৃ. ১২৫ পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৫৫৮.	৬৩৬২ ভক্তিরামৃত সিন্ধু (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ৩/৪″	রূপ গোস্বামী নিরূপিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৫৯.	৬৩৬৩ দলিল (স) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৫ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৫৬ সাল
২৫৬০.	৬৩৬৪ মহাভারত (বিরাট পর্ব) (স) সাইজ ১৭ ১/২″ × ৫″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৬১.	৬৩৬৫ মহাভারত (বিরাট পর্ব) (খ) সাইজ ১৭ ১/২″ × ৫″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৬২.	৬৩৬৬ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (স) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪ ১/২″	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৪ সাল
২৫৬৩.	৬৩৬৭ ইতিহাসপুস্তক (স) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০০ সাল
২৫৬৪.	৬৩৬৮ ভাগবতপুরাণ (দশম স্কন্ধ) সাইজ ১৪″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৬৫.	৬৩৬৯ পদ্মাপুরাণ (দশ স্বন্ধ) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ ৩/৪″	বৈদ্য জগন্নাথ, নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৬৬.	৬৩৭০ লালবানুর কিসসা (খ) সাইজ ১৮″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৬৭.	৬৩৭১ ব্রজবর্ণনা (খ) সাইজ ৬″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৬৮.	৬৩৭২ শকুন্তলা উপাখ্যান (খ) সাইজ ১৫″ × ৯″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৬৯.	৬৩৭৩ সত্যপীরেরপুথি (খ) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	কৃষ্ণ হরিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শেখ পান মোহাম্মদ	১২৬৫ বঙ্গাব্দ
২৫৭০.	৬৩৭৪ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু.১৯ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

ড. মু. শাহজাহান মিয়া প্রণীত পাণ্ডুলিপির তালিকা ড. পুথি শালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৫৭১.	৬৩৭৫ ব্রজলীলা (খ) সাইজ $১২\frac{১}{৪}''$ $\times ৪\frac{১}{৪}''$	কৃষ্ণ হরিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৭২.	৬৩৭৬ পদ্মাগঙ্গা প্রসঙ্গ (খ) সাইজ $১৪'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু.১৯ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৭৩.	৬৩৭৭ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ $১০'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৭৪.	৬৩৭৮ সত্যেরপাঁচালী (খ) সাইজ $১২'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৭৫.	৬৩৭৯ সত্যনারায়ণের পুথি সাইজ $১২\frac{১}{২}'' \times ৪''$	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৯ বঙ্গাব্দ
২৫৭৬.	৬৩৮০ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্তখণ্ড) (স) সাইজ $৯\frac{১}{৪}'' \times ৩\frac{১}{২}''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৭৭.	৬৩৮১ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ সাইজ $৯\frac{১}{৪}'' \times ৩\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৭৮.	৬৩৮২ মনঃশিক্ষা (স) সাইজ ১০" $\times ৪\frac{১}{২}''$	কিঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৭৯.	৬৩৮৩ জমকরণ পুস্তক (স) সাইজ $৮\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	শঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮০.	৬৩৮৪ বৈষ্ণবধর্ম (খ) সাইজ $১০\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮১.	৬৩৮৫ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ $৯\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮২.	৬৩৮৬ নামসঙ্কীর্তন (খ) সাইজ $৮\frac{৩}{৪}'' \times ৩\frac{১}{৩}''$	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৫৮৩.	৬৩৮৭ অক্ষরচৌতিশা (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কবি বল্লভদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮৪.	৬৩৮৮ সুবলমিলন (স) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	জয়কৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮৫.	৬৩৮৯ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখন্ড) (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮৬.	৬৩৯০ ঐ (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮৭.	৬৩৯১ ঐ (মধ্যখণ্ড) (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৮৮.	৬৩৯২ রসকদম্ব (খ) সাইজ ১৩″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭১৫ শকাব্দ বা ১২০০ বঙ্গাব্দ
২৫৮৯.	৬৩৯৩ পদাবলী (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	বিদ্যাপতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯০.	৬৩৯৪ চৈতন্যচরিতামৃত টীকা (স) সাইজ ১০″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯১.	৬৩৯৫ চণ্ডীদাস পদাবলী (স) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯২.	৬৩৯৬ পদাবলী (স) সাইজ ১০″ × ৪$\frac{১}{২}$″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯৩.	৬৩৯৭ পদাবলী (খ) সাইজ ১১″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯৪.	৬৩৯৮ পদাবলী (খ) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯৫.	৬৩৯৯ পদাবলী (খ) সাইজ ১৪″ × ৯″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯৬.	৬৪০০ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদ (স) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৯″	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯৭.	৬৪০১ কৃষ্ণের বাল্যলীলা (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৫৯৮.	৬৪০২ পদাবলী (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	গোবিন্দ দাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৫৯৯.	৬৪০৩ ত্রিজগত উদ্ধার (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০০.	৬৪০৪ চণ্ডীদাসের পদাবলী (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	বড় চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০১.	৬৪০৫ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪″ × ৫″	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০২.	৬৪০৬ কালিকাপুরাণ সাইজ ১৫$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০৩.	৬৪০৭ মহাভারত (খ) সাইজ ১৩″ × ৪″	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০৪.	৬৪০৮ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	পন্ডিত জানীনাথ শিবরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০৫.	৬৪০৯ মহাভারত (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	গোপীনাথ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০৬.	৬৪১০ মহাভারত (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	রাজেন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০৭.	৬৪১১ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬০৮.	৬৪১২ প্রসাদচরিত্র (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ
২৬০৯.	৬৪১৩ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১০.	৬৪১৪ ভ্রমরগীতা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১১.	৬৪১৫ রাগ নির্ণয় (খ) সাইজ ১০″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১২.	৬৪১৬ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১৩.	৬৪১৭ মহাভারত (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১৪.	৬৪১৮ সুরাসুর গ্রন্থ (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১৫.	৬৪১৯ সাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৬১৬.	৬৪২০ চৈতন্যভাগবত (খ) সাইজ ১১″ × ৫ ১/৪″	লোচন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১৭.	৬৪২১ মনঃসমীক্ষা (স) সাইজ ১০″ × ৪ ১/৪″	গিরিধর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১৮.	৬৪২২ গোবিন্দলীলামৃত (খ) সাইজ ১২″ × ৬″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬১৯.	৬৪২৩ চণ্ডীমঙ্গল (খ) সাইজ ১৩″ × ৪ ৩/৪″	মুকুন্দরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২০.	৬৪২৪ চৈতন্যচরিতামৃত (আদিখণ্ড) (খ) সাইজ ১২″ × ৬″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২১.	৬৪২৫ ঐ (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২২.	৬৪২৬ ঐ (খ) সাইজ ৯ ১/৪″ × ৫ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২৩.	৬৪২৭ ভজনসার (মধ্যখণ্ড) (খ) সাইজ ১৩″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২৪.	৬৪২৮ গোবিন্দলীলামৃত (খ) সাইজ ১৩″ × ৪ ১/২″	অভিরামদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২৫.	৬৪২৯ সুরাসুরগ্রন্থ সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৫″	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২৬.	৬৪৩০ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৫	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২৭.	৬৪৩১ রামায়ণ (আদিকাণ্ড) (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ১/২″	কীর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২৮.	৬৪৩২ প্রেমতরঙ্গিণী (কৃষ্ণ মাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৫″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬২৯.	৬৪৩৩ মহাভারত (বনপর্ব) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	মধুসূদন	অজ্ঞাত	আনু.১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৩০.	৬৪৩৪ অক্ষর চৌতিশা (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৩১.	৬৪৩৫ প্রেমবিলাস (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	নিত্যানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ
২৬৩২.	৬৪৩৬ কৌপীনবহির্বাস তত্ত্ব (স) সাইজ ১২″ × ৪″	কীর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৩৩.	৬৪৩৭ লবকুশ উপাখ্যান (স) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৬৩৪.	৬৪৩৮ মহাভারত (খ) সাইজ ১৫″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	ত্রিলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৩ সন
২৬৩৫.	৬৪৩৯ বৈষ্ণবলীলামৃত কথা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৩৬.	৬৪৪০ শত্রুস্কন্দবধ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	রঘুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৬ বঙ্গাব্দ
২৬৩৭.	৬৪৪১ সুধন্বার যুদ্ধ (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪″	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৩৮.	৬৪৪২ রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (স) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪২ সন
২৬৩৯.	৬৪৪৩ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	বিজয়গুপ্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪০.	৬৪৪৪ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খ) সাইজ ৯″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪১.	৬৪৪৫ দলিলপত্র (খ) সাইজ ৮$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪২.	৬৪৪৬ অক্রুর সংবাদ (স) সাইজ ১১″ × ৯″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৫ বঙ্গাব্দ
২৬৪৩.	৬৪৪৭ কবিরাজী নিদানশাস্ত্র (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪৪.	৬৪৪৮ স্মরণমঙ্গল (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪৫.	৬৪৪৯ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫″	দৈবকী নন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪৬.	৬৪৫০ বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ (খ) সাইজ ১২″ × ৫$\frac{১}{২}$″	গৌরদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪৭.	৬৪৫১ নিগূঢ়তত্ত্ব (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৬৪৮.	৬৪৫২ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৪৯.	৬৪৫৩ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫০.	৬৪৫৪ ষড়গোস্বামী বর্ণনা (খ) সাইজ ১১″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫১.	৬৪৫৫ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫২.	৬৪৫৬ জ্ঞান-চৌতিশা (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	প্রহ্লাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০১ বঙ্গাব্দ
২৬৫৩.	৬৪৫৭ সুদামচরিত্র (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫৪.	৬৪৫৮ মহাভারত (দ্রোণ পর্ব) (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫৫.	৬৪৫৯ বৈরাগ্য খণ্ড (স) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু.১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫৬.	৬৪৬০ বন্দনা (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫৭.	৬৪৬১ মহাভারত (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫৮.	৬৪৬২ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যখণ্ড) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৫৯.	৬৪৬৩ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬০.	৬৪৬৪ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	দৈবকীনন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬১.	৬৪৬৫ অজ্ঞতা (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬২.	৬৪৬৬ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬৩.	৬৪৬৭ সাধনভজন নির্ণয় (স) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৬৬৪.	৬৪৬৮ স্মরণমঙ্গল (খ) সাইজ ৯″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬৫.	৬৪৬৯ অদ্বৈত আখ্যান (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬৬.	৬৪৭০ সাধনতত্ত্ব বিষয়ক (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬৭.	৬৪৭১ তুলসী মাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬৮.	৬৪৭২ চৈতন্যচরিত (খ) সাইজ ১১″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৬৯.	৬৪৭৩ কৃষ্ণজন্মকথা (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭০.	৬৪৭৪ প্রার্থনা (খ) সাইজ ৫$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭১.	৬৪৭৫ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ১২″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭২.	৬৪৭৬ রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭৩.	৬৪৭৭ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭৪.	৬৪৭৮ ঐ সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭৫.	৬৪৭৯ রসচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭৬.	৬৪৮০ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭৭.	৬৪৮১ সুদামচরিত্র (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	শঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৬৭৮.	৬৪৮২ নিমাই-সন্ন্যাস (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৭৯.	৬৪৮৩ নামসংকীর্তন (খ) সাইজ ১০″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮০.	৬৪৮৪ নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা (স) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮১.	৬৪৮৫ নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮২.	৬৪৮৬ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	নরহরি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮৩.	৬৪৮৭ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮৪.	৬৪৮৮ ভক্তিতত্ত্বসার (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮৫.	৬৪৮৯ আশ্রয়নির্ণয় (খ) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮৬.	৬৪৯০ কোকিল সংবাদ (খ) সাইজ ১৬″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৮৭.	৬৪৯১ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ও অন্ত খণ্ড) (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৬৮৮.	৬৪৯২ সনাতন গোস্বামীর সূচক (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	রাধাবল্লম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৪ বঙ্গাব্দ
২৬৮৯.	৬৪৯৩ বৈষ্ণববন্দনা (স) সাইজ ১০″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৩ সন
২৬৯০.	৬৪৯৪ পঞ্চতত্ত্ব (স) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৩″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৯১.	৬৪৯৫ কৃষ্ণমঙ্গল (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৪″	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৯২.	৬৪৯৬ কোকিলসংবাদ (খ) সাইজ ১৬″ × ৪″	রাসজয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৬৯৩.	৬৪৯৭ রঘুনাথদাস গোস্বামীর সূচক (খ) সাইজ ১৬″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৯৪.	৬৪৯৮ সাধ্যশক্তিচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৬ বঙ্গাব্দ
২৬৯৫.	৬৪৯৯ যোগতত্ত্ব (স) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৩ বঙ্গাব্দ
২৬৯৬.	৬৫০০ লঙ্কাকাণ্ডশক্তিসেল (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৯৭.	৬৫০১ সীতাউদ্ধার (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৯৮.	৬৫০২ রামায়ণ (পাতালখণ্ড) (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৬৯৯.	৬৫০৩ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	দ্বিজ দূর্গারাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭০০.	৬৫০৪ কুম্ভকর্ণের ভাটিমা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭০১.	৬৫০৫ যম সংহিতা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭০২.	৬৫০৬ কুম্ভকর্ণের ভটিমা (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭০৩.	৬৫০৭ অঙ্গদের রায়বার (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭০৪.	৬৫০৮ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (স) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ দূর্গারাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪১ বঙ্গাব্দ
২৭০৫.	৬৫০৯ চৌতিশা (স) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৫ বঙ্গাব্দ

২৭০৬.	৬৫১০ অকালের কবিত্ব (স) সাইজ $১৪\frac{১}{৪}'' \times ৫''$	জগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৬ বঙ্গাব্দ
২৭০৭.	৬৫১১ ক চৈতন্য চরিতামৃত (আদিলীলা) সাইজ $১১\frac{৩}{৪}'' \times ৫\frac{১}{২}''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭০৮.	৬৫১১ খ ঐ (মধ্যখণ্ড) (খ) সাইজ $১২'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭০৯.	৬৫১১ গ ঐ (আন্তখণ্ড) (খ) সাইজ $১২'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১০.	৬৫১২ সাধনতত্ত্ব নির্ণয় (খ) সাইজ $১১\frac{৩}{৪}'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	রামচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১১.	৬৫১৩ সেবাসাধ্য নির্ণয় (স) সাইজ $৯\frac{১}{৪}'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১২.	৬৫১৪ গুরুশিষ্য সংবাদ (খ) সাইজ ১২" × ৫"	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৩ বঙ্গাব্দ
২৭১৩.	৬৫১৫ রূপ গোস্বামীর সূচক সংবাদ (খ) সাইজ ১১" × ৫"	রাধারমণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১৪.	৬৫১৬ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১২" $\times ৫\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১৫.	৬৫১৭ মুক্তাচরিত (খ) সাইজ $৯'' \times ৫\frac{১}{২}''$	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১৬.	৬৫১৮ পদাবলী সংগ্রহ (খ) সাইজ $৮\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	সদানন্দ নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১৭.	৬৫১৯ মনঃশিক্ষা (খ) সাইজ $৯\frac{১}{২}'' \times ৩\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১৮.	৬৫২০ স্থাননির্ণয় (খ) সাইজ $৯\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭১৯.	৬৫২১ রত্নাবলী গ্রন্থ (খ) সাইজ $১০\frac{১}{২}'' \times ৩\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২০.	৬৫২২ কোকিল সংবাদ (খ) সাইজ ১৫" × ৫"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৭২১.	৬৫২৩ হাটবন্দনা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/৪″	দাসুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
২৭২২.	৬৫২৪ শ্রীকৃষ্ণলীলা (খ) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২৩.	৬৫২৫ যদুনাথ দাস গোসাঞীর সূচক (খ) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২৪.	৬৫২৬ কোকিল (খ) সাইজ ১৫″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২৫.	৬৫২৭ বাল্যলীলা (খ) সাইজ ১৩″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২৬.	৬৫২৮ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২৭.	৬৫২৯ কোকিল সংবাদ (খ) সাইজ ১৬″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২৮.	৬৫৩০ গুরুতত্ত্ব সার সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭২৯.	৬৫৩১ কোকিল সংবাদ (খ) সাইজ ১৪ ৩/৪″ × ৫″	রাসজয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৫২ বঙ্গাব্দ
২৭৩০.	৬৫৩২ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১২″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩১.	৬৫৩৩ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৫″	গুনরাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩২.	৬৫৩৪ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩৩.	৬৫৩৫ ঐ (অন্তখণ্ড) (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৪ ১/২″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩৪.	৬৫৩৬ কোকিল সংবাদ (খ) সাইজ ১৬″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩৫.	৬৫৩৭ উদ্ধার সংবাদ (খ) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৭৩৬.	রামায়ণ (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩৭.	৬৫৩৮ রামায়ণ (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩৮.	৬৫৩৯ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৩৯.	৬৫৪০ সুদামচরিত্র (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪০.	৬৫৪১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪১.	৬৫৪২ যমসংহিতা পুস্তক (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কালীচরন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪২.	৬৫৪৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪৩.	৬৫৪৪ কৃষ্ণভজনতত্ত্ব (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪৪.	৬৫৪৫ বীরবাহুর যুদ্ধ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৩ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৬ শকাব্দ
২৭৪৫.	৬৫৪৬ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১৫″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪৬.	৬৫৪৭ ঐ (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪৭.	৬৫৪৮ সাধ্যসাধননির্ণয় (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪৮.	৬৫৪৯ ঐ সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৪৯.	৬৫৫০ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৭৫০.	৬৫৫১ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫১.	৬৫৫২ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫২.	৬৫৫৩ দেহতত্ত্বসঙ্গীত (খ) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু.১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫৩.	৬৫৫৪ ভক্তিরক্ষাছত্তিসা (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৭ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫৪.	৬৫৫৫ বাণযুদ্ধপুস্তক সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫৫.	৬৫৫৬ ভক্তিচিন্তামণি (খ) সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৪ ১/২″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫৬.	৬৫৫৭ রতিমঞ্জরী অষ্টকব্যাখ্যা (খ) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৩″	বৈষ্ণব চরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫৭.	৬৫৫৮ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত খণ্ড) (খ) সাইজ ১১″ × ৪ ১/২″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫৮.	৬৫৫৯ ঐ (আদিখণ্ড) (খ) সাইজ ১১″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৫৯.	৬৫৬০ কৃষ্ণলীলাপ্রেম (খ) সাইজ ১০ ১/৪″ × ৫″	দাস যদুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৬০.	৬৫৬১ গুরুসংবাদ (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৫৭ শকাব্দ
২৭৬১.	৬৫৬২ কয়েকটি মন্ত্র সংগ্রহ (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৬২.	৬৫৬৩ বৈষ্ণবীয় বন্দনা সাইজ ১৪ ১/২″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৭৬৩.	৬৫৬৪ পদাবলীসংগ্রহ (খ) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	নরোত্তম দাস, যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৬৪.	৬৫৬৫ বৈষ্ণবতত্ত্বকথা (খ) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৬৫.	৬৫৬৬ সুদামসংবাদ (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩০ বঙ্গাব্দ
২৭৬৬.	৬৫৬৭ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৬৭.	৬৫৬৮ আশ্রয়নির্ণয় (স) সাইজ ১০ ১/২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৬৮.	৬৫৬৯ রামইতিহাস (খ) সাইজ ১৫″ × ৪ ১/২″	দ্বিজ ভবানী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৬৯.	৬৫৭০ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যখণ্ড) (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৬ ১/৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭০.	৬৫৭১ জৈমিনিমহাভারত (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	অনন্ত মিশ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭১.	৬৫৭২ লীলারসকদম্ব (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ১/২″	যদুনন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭২.	৬৫৭৩ শনিদেবের পুস্তক (স) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৩ ১/২″	দুর্গাচরণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭৩.	৬৫৭৪ নিমাইসন্ন্যাস (খ) সাইজ ১ ১/২″ × ৪ ১/২″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১১ বঙ্গাব্দ
২৭৭৪.	৬৫৭৫ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১১ ১/২″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭৫.	৬৫৭৬ একটি প্রাচীন দরখাস্ত (স) সাইজ ১৩″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬২ বঙ্গাব্দ

২৭৭৬.	৬৫৭৭ সত্যদেবের পাঁচালী (স) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭৭.	৬৫৭৮ সাধ্যসখামৃতচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭৮.	৬৫৭৯ ব্রহ্মাণ্ড নিদান (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৭৯.	৬৫৮০ সাবিত্রী-সত্যবান গীত (স) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ নবকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮০.	৬৫৮১ শ্রীকৃষ্ণবিলাস (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮১.	৬৫৮২ চম্পককলিকা (স) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	শ্রী জীব গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮২.	৬৫৮৩ পদাবলী (স) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	প্রেমানন্দ	ফরিদপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮৩.	৬৫৮৪ প্রসাদচরিত (স) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	দ্বিজ কংসারি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮৪.	৬৫৮৫ ষড়ঙ্গযোগ (স) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮৫.	৬৫৮৬ মানুষলীলা (স) সাইজ ১৫″ × ৫$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৬ বঙ্গাব্দ
২৭৮৬.	৬৫৮৭ ভাব, প্রেম, লীলারসতত্ত্ব (খ) সাইজ ১০″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮৭.	৬৫৮৮ রামায়ণ (অযোগ্যাকাণ্ড) সাইজ ১৫″ × ৫″	কীর্ত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫২ বঙ্গাব্দ
২৭৮৮.	৬৫৮৯ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সূচক (স) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	রাধাভল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৮৯.	৬৫৯০ লক্ষীর পাঁচালী (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	বৈদ্য শিবানন্দকর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯০.	৬৫৯১ মহাভারত (বন পর্বান্তর্গত সাবিত্রী কথা) (খ) ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ২$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

২৭৯১.	৬৫৯২ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৮ বঙ্গাব্দ
২৭৯২.	৬৫৯৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৫″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯৩.	৬৫৯৪ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯৪.	৬৫৯৫ রামলীলা (খ) সাইজ ১০″ × ৩$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯৫.	৬৫৯৬ ভক্তিরস নির্ণয় (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯৬.	৬৫৯৬ ভক্তিরস নির্ণয় (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯৭.	৬৫৯৭ পদাবলী সংগ্রহ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯৮.	৬৫৯৮ চমৎকারচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৭৯৯.	৬৫৯৯ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮০০.	৬৬০০ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮০১.	৬৬০১ ব্রজলীলাবিষয়ক (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮০২.	৬৬০২ চৈতন্যভাগবততত্ত্ব (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮০৩.	৬৬০৩ চৈতন্যচরিত (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮০৪.	৬৬০৪ মোহমুদগর (স)	পুরুষোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ
২৮০৫.	৬৬০৫ সাধ্যসাধননির্ণয় (স) সাইজ ১১″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৮০৬.	৬৬০৬ বৈষ্ণবীয়সাধন তত্ত্ব বিষয়ক (খ) সাইজ ১৩″ × ৩ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮০৭.	৬৬০৭ ভক্তিরসনির্ণয় (খ) সাইজ ১১″ × ৩ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮০৮.	৬৬০৮ ভজনতত্ত্ব (স) সাইজ ১২ ৩/৪″ × ৪ ১/২″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৩ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৭ শকাব্দ
২৮০৯.	৬৬০৯ একশ পঁচিশের বন্দনা (খ) সাইজ ১২ ৩/৪″ × ৪ ১/২″	ভগবান দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১০.	৬৬১০ তিরীক্ষাজুরের পুথি (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১১.	৬৬১১ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৫″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১২.	৬৬১২ রাধারকথন (হরিবংশ) (খ)	শংকর	অজ্ঞাত	আনু.১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১৩.	৬৬১৩ শ্রীদাসচরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১৪.	৬৬১৪ গোপিকামোহন (খ) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১৫.	৬৬১৫ কর্ম্মসূদপত্র (স) সাইজ ৭ ৩/৪″ × ৫ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৪ বঙ্গাব্দ
২৮১৬.	৬৬১৬ অজ্ঞাত (স) সাইজ ১২ ১/২″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১৭.	৬৬১৭ অবতার নির্ণয় (স) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১৮.	৬৬১৮ সাধ্যসাধন নির্ণয় সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮১৯.	৬৬১৯ রাগানুগা সাধ্য সাধন নির্ণয় (স) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ১/২″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৪৪ শকাব্দ
২৮২০.	৬৬২০ সুধন্বার যুদ্ধ (খ) সাইজ ১২ ৩/৪″ × ৪ ১/৪″	গঙ্গাদাস সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯২ বঙ্গাব্দ
২৮২১.	৬৬২১ বৈষ্ণব নিধন (স) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৮২২.	৬৬২২ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮২৩.	৬৬২৩ ষটচক্রাভেদ (স) সাইজ ৪$\frac{৩}{৪}$″ × ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫″	দ্বিজ কাশীনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫০ বঙ্গাব্দ
২৮২৪.	৬৬২৪ অবদ্ধাত (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	দামোদার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮২৫.	৬৬২৫ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১০″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮২৬.	৬৬২৬ পদ্মাপুরাণ (স) সাইজ ৫$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮২৭.	৬৬২৭ অজ্ঞাত (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮২৮.	৬৬২৮ প্রার্থনা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮২৯.	৬৬২৯ মহাভারত (সভাপর্ব) (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৩০.	৬৬৩০ হংস কথন (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	মধুদত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৩১.	৬৬৩১ জমাবন্দী (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৩২.	৬৬৩২ মহাভারত সভাপর্ব (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৩৩.	৬৬৩৩ কামতরঙ্গ (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৩৪.	৬৬৩৪ মহাভারত (সভাপর্ব) (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৩ বঙ্গাব্দ

২৮৩৫.	৬৬৩৫ ভজনক্রম (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৩৬.	৬৬৩৬ হিসাবপত্র (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৩″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৮ বঙ্গাব্দ
২৮৩৭.	৬৬৩৭ আকবরউল্লার মহামন্ত্র (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৯-১০ বঙ্গাব্দ
২৮৩৮.	৬৬৩৮ রামায়ণ (খ) সাইজ ৮$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৩৯.	৬৬৩৯ প্রার্থনা (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪০.	৬৬৪০ অর্জুনগীতা (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪১.	৬৬৪১ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪২.	৬৬৪২ চণ্ডীমাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১০″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	তারাচান্দ দত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪৩.	৬৬৪৩ রামায়ণ (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪৪.	৬৬৪৫ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪৫.	৬৬৪৬ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ৯″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪৬.	৬৬৪৭ কবিরাজী চিকিৎসা (স) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪৭.	৬৬৪৮ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
২৮৪৮.	৬৬৪৯ চৈতন্যচরিত্র বিষয়ক (খ) সাইজ ৮″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৪৯.	৬৬৫০ ঐ (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৮৫০.	৬৬৫১ মুক্তাচরিত্র (খ) সাইজ ১৩″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫১.	৬৬৫২ বৈষ্ণবীতত্ত্বকথা (স) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫২.	৬৬৫৩ প্রার্থনা (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫৩.	৬৬৫৪ বৈষ্ণব মহিমা (খ) সাইজ ৯″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫৪.	৬৬৫৫ টাকা লগ্নির দলিল সাইজ ৯″ × ৫ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫৫.	৬৬৫৬ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ৮ ১/৪″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫৬.	৬৬৫৭ ঐ সাইজ ৯ ৩/৪″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫৭.	৬৬৫৮ ঐ সাইজ ১০″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫৮.	৬৬৫৯ রাধারূপ বর্ণনা (খ) সাইজ ৯ ৩/৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৫৯.	৬৬৬০ সত্যদেবের পাঁচালী (খ) সাইজ১০ ১/৪″ × ৩ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬০.	৬৬৬১ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা (খ) সাইজ ১১″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬১.	৬৬৬২ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ৯ ১/৪″ × ৩ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬২.	৬৬৬৩ রাধারূপ বর্ণনা (খ) সাইজ ১০″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬৩.	৬৬৬৪ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১০ ১/৪″ × ৪	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬৪.	৬৬৬৫ পদাবলী সংগ্রহ (খ) সাইজ ১০ ১/৪″ × ৪″	বিদ্যাপতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৮৬৫.	৬৬৬৬ রাধারূপ বর্ণনা (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬৬.	৬৬৬৭ ঐ (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬৭.	৬৬৬৮ ভজনতত্ত্ব নিরূপণ (স) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬৮.	৬৬৬৯ আশ্রয় নির্ণয় (স) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৬৯.	৬৬৭০ মহাভারত (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ ত্রিলোচন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৭০.	৬৬৭১ প্রহ্লাদ চরিত্র (খ) সাইজ ১১″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৮ বঙ্গাব্দ
২৮৭১.	৬৬৭২ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৭ বঙ্গাব্দ
২৮৭২.	৬৬৭৩ মহাভারত (আদি) (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৭৩.	৬৬৭৪ কাশী বন্দনা সাইজ ৯$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৩ বঙ্গাব্দ
২৮৭৪.	৬৬৭৫ কৃষ্ণনাম মহাত্ম্য (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৭৫.	৬৬৭৬ কৃষ্ণলীলা মৃতকথা (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৭৬.	৬৬৭৭ আঠারো মোকামের ভেদ (স) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৭৭.	৬৬৭৮ চৈতন্যচরিতামৃত (মাধ্যখন্ড: অন্তলীলা) সাইজ ১৩″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৮৭৮.	৬৬৭৯ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ১/২″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৭৯.	৬৬৮০ আশ্রয় নির্ণয় (খ) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮০.	৬৬৮১ কৃষ্ণহস্তীবধ প্রসঙ্গ (স) সাইজ ১৬″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮১.	৬৬৮২ ঐ সাইজ ১৬″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮২.	৬৬৮৩ কৃষ্ণের রাধাবিবাহ (স) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮৩.	৬৬৮৪ কোকিল সংবাদ (খ) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮৪.	৬৬৮৫ দলিল পত্র (খ) সাইজ ৯″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮৫.	৬৬৮৬ চমৎকার চন্দ্রিকা (স) সাইজ ১০ ১/৪″ × ৩ ৩/৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮৬.	৬৬৮৭ আশ্রয় নির্ণয় (খ) সাইজ ৮ ৩/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮৭.	৬৬৮৮ পদ্মাপূরাণ সাইজ ১৫″ × ৪ ৩/৪″	নারায়ণ, নোদীকান্ত, দ্বিজ, দ্বিজ বংশীদাস বিপ্র জানকীনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ
২৮৮৮.	৬৬৮৯ গোপাল চরিত্র (স)	গঙ্গারাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৮৯.	৬৬৯০ পদ্মাপূরাণ (স)	বৈদ জগন্নাথ হরিচন্দ্র দ্বিজ, নারায়ণ দেব, গায়েন চন্দ্রপতি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৪ বঙ্গাব্দ
২৮৯০.	৬৬৯১ পদ্মাপূরাণ (স)	বংশী দাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৯১.	৬৬৯২ ঐ (স)	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৯২.	৬৬৯৩ কালিকাপূরাণ (স)	দাস হরিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৯৩.	৬৬৯৪ মহাভারত (স)	রামকৃষ্ণ রামাই পণ্ডিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৯৪.	৬৬৯৫ কালিকাপূরাণ (স)	দাস হরিদত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৯৫.	৬৬৯৬ পদ্মাপূরাণ (স)	বৈদ্য জগন্নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

২৮৯৬.	৬৬৯৭ মহাভারত (স) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$" × ৪$\frac{৩}{৪}$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৯৭.	৬৬৯৮ ঐ (স) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$" × ৪$\frac{৩}{৪}$"	নারায়ণ দেব, জগন্নাথ কবি নন্দমান, ষষ্ঠীবর, জীবনদত্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৮ বঙ্গাব্দ
২৮৯৮.	৬৬৯৯ ঐ (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
২৮৯৯.	৬৮৫৯ কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০০.	৬৯৯৯ বিষঝাড়ো মন্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০১.	৬৯০০ শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণপত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০২.	৬৯১৮ ধ্রুব-চরিত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০৩.	৬৯২০ মহাভারতাদি কথা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০৪.	৬৯২১ ভাগবত কথা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০৫.	৬৯২৫ গণেশ খণ্ড	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০৬.	৬৯২৬ ধ্রুবচরিত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০৭.	৬৯২৭ প্রহলাদ চরিত্র কথা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০৮.	৬৯২৭ বামনচরিত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯০৯.	৬৯২৮ অশ্বমেধ....প্রহলাদ চরিত্র ইত্যাদি সাইজ ১২" × ৮"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১০.	৬৯৫০ বাংলা পাণ্ডুলিপি (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১১.	৭০০৬ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৪" × ৪.৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১২.	৭০০৭ মহাভারত (বনপর্ব) (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১৩.	৭০০৮ রামায়ণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১৪.	৭০২৭ ব্রহ্মসংহিতা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১৫.	৭০২৬ চৈতন্যচন্দ্রামৃত (খ)	প্ররোধানন্দ সরস্বতী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১৬.	৭০৯৪ ঝাড়ফুঁক ও অন্যান্য (খ) সাইজ ১৫" × ৪.৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১৭.	৭০৯৪ বাংলা মন্ত্র সাইজ ৭" × ২৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১৮.	৭০৯৬ গণনা পুস্তক (স) সাইজ ৭" × ৪.৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯১৯.	৭০৯৭ জ্যোতিষ গণনা (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২০.	৭০৯৮ বৈষ্ণবপদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২১.	৭১১০ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২২.	৭১১৯ পত্র (প্রাচীনপত্র) বাংলা সাইজ ৪.৫" × ৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২৩.	৭১২১ গঙ্গাবন্দনা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২৪.	৭১২২ সত্যনারায়নের পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২৫.	৭১২৭ মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

(১) য. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া প্রাণীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি শাখায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা-১, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৯২৬.	৭১৩৬ বাংলা মন্ত্র সর্ব ছিন্ন পত্র সাইজ ৭″ × ২৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২৭.	৭১৫৩ রামায়ণ (আ. কা.) (খ) সাইজ ১৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২৮.	৭২৮৯ গোবিন্দ লীলামৃত (খ)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯২৯.	৭৪০০ ললিত মাধব ব্যাখ্যান (স)	গোপাল ভট্ট	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩০.	৭৪০২ চণ্ডীদাসের পদ (খ) সাইজ ১৩.৫″ × ৪.২৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩১.	৭৪০৩ স্বরূপ বর্ণনা (খ)	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩২.	৭৪০৪ শ্রীরূপমঞ্জরী (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩৩.	৭৪০৭ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১১.৫″ × ৩.৭৫″	দৈবকীনন্দন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩৪.	৭৪০৮ রূপমঞ্জরী আদির তত্ত্ব [সাধক সিদ্ধ] (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩৫.	৭৪০৯ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩৬.	৭৪১০ সাধ্য সাধন গ্রন্থ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩৭.	৭৪১১ শ্রীভগবান লীলা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩৮.	৭৪১২ গুরুভক্তিসার (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৩৯.	৭৪১৩ বৈষ্ণবতত্ত্ব (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪০.	৭৪১৫ শ্রীরাধিকার অঙ্গ বর্ণনা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪১.	৭৪১৬ বৈষ্ণববন্দনা	দৈবকী নন্দন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪২.	৭৪১৭ চণ্ডীর সাহিত্য (খ)	রামনাথ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪৩.	৭৪১৮ বৈষ্ণবকাব্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪৪.	৭৪১৯ রাধাকৃষ্ণ কৌতুক (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪৫.	৭৪২০ মহাভারত (খ)	কাশীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪৬.	৭৪২২ মুষ্টিযোগ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪৭.	৭৪২৩ শিব বৈশিষ্ট্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪৮.	৭৪২৪ পদাবলী (খ)	জগদানন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪৯.	৭৪২৫ মনঃশিক্ষা	রঘুনাথ দাস গোস্বামী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫০.	৭৪২৬ পদাবলী (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ২″	চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫১.	৭৪২৭ বৈষ্ণব পদ (খ)	কবি শেখর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫২.	৭৪২৮ বৈষ্ণব কাব্য (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫৩.	৭৪২৯ পদাবলী (খ) সাইজ ৮″ × ৪″	চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫৪.	৭৪৩০ পদাবলী (খ) সাইজ ১৩″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫৫.	৭৪৩১ বৈষ্ণব কাব্য (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫৬.	৭৪৩২ পদাবলী (খ) সাইজ ১৫″ × ৮.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫৭.	৭৪৩৩ পদাবলী (খ)	গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫৮.	৭৪৩৪ রাধার বিলাপ	ভবানী দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৫৯.	৭৪৩৫ বৈষ্ণব পদ সাইজ ৪″ × ২″	রামচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬০.	৭৪৩৬ তত্ত্ব নিরুপণ সাইজ ৮″ × ৩.৫″	গদাধর ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬১.	৭৪৩৭ বৈষ্ণবপদ সাইজ ১১″ × ৩″	গোবিন্দ দাস, তপন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২৯৬২.	৭৪৩৮ বৈষ্ণবচরিত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬৩.	৭৪৩৯ মুষ্টিযোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬৪.	৭৪৭৫ রামায়ণ (অরণ্য কাণ্ড) (খ) সাইজ ১৫.৫" × ৫"	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬৫.	৭৪৯৬ গুরু শিষ্য সংবাদ (খ)	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬৬.	৭৪৯৭ অষ্টক বর্ণনম	ব্রজলাল্যা গোস্বামী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬৭.	৭৪৯৮ নিগর্ম গ্রন্থ	গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬৮.	৭৪৯৯ রাধারস কারিকা (স)	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৬৯.	৭৫০০ কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক সাইজ ১১" × ১৪"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭০.	৭৫০১ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭১.	৭৫০২ সাধ্য-সাধন (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭২.	৭৫০৩ গুরুভক্তি তত্ত্বসার (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭৩.	৭৫০৪ সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭৪.	৭৫০৫ বৈষ্ণব কাব্য (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭৫.	৭৫০৬ ঝাড়ামন্ত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭৬.	৭৫৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭৭.	৭৫৪৫ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা) (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭৮.	৭৫৫৩ কুলপঞ্জিকা পত্রাবলী (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৭৯.	৭৫৮২ প্রেমকল্পতরু	রঘুনাথ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮০.	৭৫৮৭ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড) (খ)	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮১.	৭৫৯১ ভাব-নির্ণয় (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮২.	৭৫৯৫ পদাবলী	চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮৩.	৭৬২২ মনসামঙ্গল (খ) সাইজ ১৩" × ৪.৭৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮৪.	৭৬২৩ কৃষ্ণার্জুন সংবাদে [মৃত্যু-গণনা] (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮৫.	৭৬২৯ বিষঝাড়ামন্ত্র সাইজ ৮.৭৫" × ৩.৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮৬.	৭৬৩১ মনসামঙ্গল (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮৭.	৭৭০৫ ঝাড়া-মন্ত্র (খ) সাইজ ১৪" × ২.৭৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮৮.	৭৭৩৬ লক্ষ্মী-চরিত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮৯.	৭৭৩৭ সুদামচরিত্র (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯০.	৭৭৩৮ ব্রজপটল দর্পন (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯১.	৭৭৪০ জরা মঞ্জরী গ্রন্থ (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯২.	৭৭৪১ অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব গ্রন্থ (খ) সাইজ ১২" × ৪.৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯৩.	৭৭৪১ অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণবসাহিত্য (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২৬০ বঙ্গাব্দ
২৯৯৪.	৭৭৪২ শ্রীরসকারিকা (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২৯৯৫.	৭৭৪৫ অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ (খ) সাইজ ৮.৫″ × ৩.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯৬.	৭৭৪৬ বাংলা মন্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯৭.	৭৭৪৭ পঞ্চতত্ত্ব (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯৮.	৭৭৪৮ সুদাম চরিত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৯৯.	৭৭৪৯ বীরবাহুর যুদ্ধ (খ)	ঐ	ঐ	১২১৬ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০০০.	৭৭৫০ মহিরাবনের যুদ্ধ সাইজ ১৪″ × ৪.৭৫″	ঐ	ঐ	১২১৬ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০০১.	৭৭৫১ জগন্নাথমঙ্গল (খ)	দ্বিজ মুকুন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০২.	৭৭৫২ ভক্তিপ্রকাশ সাইজ ১০.২৫″ × ৩.৭৫″	ভবানী দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০৩.	৭৭৫৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ)	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০৪.	৭৭৫৪ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০৫.	৭৭৫৫ সত্যনারায়ণের পুস্তক (খ) সাইজ ১৫″ × ৪.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০৬.	৭৭৫৬ ভক্তি সাইজ ১২″ × ৪″	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০৭.	৭৭৫৭ বৈষ্ণব বন্দনা সাইজ ১৪″ × ৫″	বৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০৮.	৭৭৫৮ কুড়ি পত্রবানঃ সাইজ ১৫.৫″ × ৩.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০০৯.	৭৭৬০ বৈষ্ণব উপাসনা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪.২৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১০.	৭৭৬১ প্রেমতরঙ্গিণী সাইজ ১৩″ × ৫″	ভাগবত আচার্য	ঐ	১১৮০ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০১১.	৭৭৬২ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১২.	৭৭৬৩ চমৎকার চন্দ্রিকা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১৩.	৭৭৬৪ কৃষ্ণ-মঙ্গল (খ) সাইজ ১২″ × ৩.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১৪.	৭৭৬৫ ব্রজ-কারিকা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১৫.	৭৭৬৬ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ) সাইজ ১৩.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১৬.	৭৭৬৭ ঐ সাইজ ১৪.৭৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১৭.	৭৭৬৮ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৪.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১৮.	৭৭৬৯ অষ্টমঞ্জরী (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০১৯.	৭৭৭০ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (খ)	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২০.	৭৭৭১ ঐ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২১.	৭৭৭৩ চৈতন্যমঙ্গল (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২২.	৭৭৭৫ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সাইজ ১০″ × ৭″	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২৩.	৭৭৭৬ ঐ (খ)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৩০২৪.	৭৮১৩ ফুলিয়ামেলদোষ (খ) সাইজ ১৩.৫″ × ৩″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২৫.	৭৮১৪ সর্বানন্দী সেল (খ) ১৩″ × ৩″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২৬.	৭৮২৭ ভক্তিরমামৃতসিদ্ধ : সাধ্য সাধন নিরুপণ (খ) সাইজ ১৩″ × ৪.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২৭.	৭৮৬৩ বৈষ্ণবসাহিত্য আত্মারামদাস কৃত (খ) সাইজ ১৪.২৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২৮.	৭৮৬৪ বৈষ্ণব বিধান সাইজ ১৩″ × ৪.২৫″	বলরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০২৯.	৭৮৬৫ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ) সাইজ ১২.৫″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩০.	৭৮৬৬ ঐ (খ) সাইজ ১৬″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩১.	৭৮৬৭ স্মরণমঙ্গল (খ) সাইজ ১৩.৫″ × ৪.৭৫″	নরোত্তম দাস	ঐ	১২০৩ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৩২.	৭৮৬৮ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩৩.	৭৮৬৯ কৃষ্ণের সাহিত্য (খ) সাইজ ৮.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩৪.	৭৮৭০ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ) সাইজ ৮.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩৫.	৭৮৮১ বাংলা মন্ত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩৬.	৭৮৮২ ভীষ্ম পর্ব কথা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩৭.	৭৯৫৪ আত্ম-জিজ্ঞাসা সাইজ ১১″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৩৮.	৭৯৫৫ উপাসান	ঐ	ঐ	১২০০ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৩৯.	৭৯৫৬ কলিযুগ মাহাত্ম্য (খ)	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪০.	৭৯৫৭ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪১.	৭৯৫৮ কৃষ্ণশতনামা সাইজ ১৪″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪২.	৭৯৫৯ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১১″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪৩.	৭৯৬০ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১০.৫″ × ৪.৫″	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪৪.	৭৯৬১ ঐ (খ) সাইজ ১১″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪৫.	৭৯৬২ ঐ (খ)	ঐ	ঐ	১২০৮ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৪৬.	৭৯৬৩ ঐ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪৭.	৭৯৬৪ ঐ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪৮.	৭৯৬৬ চৌষট্টি দণ্ডের সেবা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৪৯.	৭৯৬৭ নিগূঢ় তত্ত্বসার (খ)	জগৎ কিশোর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫০.	৭৯৬৮ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫১.	৭৯৬৯ পদাবলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫২.	৭৯৭০ প্রহলাদ চরিত (খ) সাইজ ১৬″ × ৪″	কবিচন্দ্র	ঐ	১১৮২ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ

৩০৫৩.	৭৯৭১ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) ১" × ৪"	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫৪.	৭৯৭২ বারমাসী (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫৫.	৭৯৭৩ বৃন্দাবন বর্ণনা + কৃষ্ণরূপধ্যান + কাষিকারধ্যান + সম্ভোগ (খ) সাইজ ৯.৫" × ৫.৭৫"	নন্দকিশোর দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫৬.	৭৯৭৪ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫৭.	৭৯৭৫ বৈষ্ণব পদ (খ)	অনন্ত দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫৮.	৭৯৭৬ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ) সাইজ ৮.৫" × ৪"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৫৯.	৭৯৭৭ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬০.	৭৯৭৮ ঐ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬১.	৭৯৭৯ বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম পদের নির্ঘন্টি (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬২.	৭৯৮০ বৈষ্ণব সাহিত্য (খ) সাইজ ১৪" × ৪"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬৩.	৭৯৮১ মতিজাম সংগীতা তত্ত্বসার (খ)	ঐ	ঐ	১২৭০ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৬৪.	৭৯৮২ মথুরা দাসের পদ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬৫.	৭৯৮৩ রস-কালিকা (খ) সাইজ ৯.৫" × ৫.৫"	নন্দকিশোর দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬৬.	৭৯৮৪ রস-কালিকা গ্রন্থে নায়ক (খ) সাইজ ৯" × ৫.৭৫"	নন্দকিশোর দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬৭.	৭৯৮৫ রাগানগা ভক্তি সাইজ ৮" × ৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬৮.	৭৯৮৬ সনাতন গোস্বামী বিষয়ক গ্রন্থ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৬৯.	৭৯৮৭ সাধননির্ণয় সাইজ ৯" × ৫.৭৫"	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৭০.	৭৯৮৮ সুদাম চরিত্র (খ)	ঐ	ঐ	১১৬ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৭১.	৭৯৮৯ দুর্গানাম স্তুতি (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৭২.	৭৯৯০ জগন্নাথ মাহাত্ম্য	ঐ	ঐ	১৭২৬ শকাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৭৩.	৭৯৯১ মনসামঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৭৪.	৭৯৯২ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৭৫.	৭৯৯৩ ঐ	জগৎ জীবন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৭৬.	৭৯৯৪ মহীরাবণ বধ (খ) সাইজ ১১" × ৪.২৫"	অদ্ভুত আশ্চার্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৭৭.	৭৯৯৫ বিশ্বমিত্রের যজ্ঞরক্ষা (স)	ঐ	ঐ	১১৪৪-৪৫ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৭৮.	৭৯৯৬ মহাভারত (দ্রো. প) (খ) সাইজ ১৩.৫" × ৪.৫"	ঐ	ঐ	১২০৬ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩০৭৯.	৭৯৯৭ ঐ (স.প)	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮০.	৭৯৯৮ মহাসুদগর (খ)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৩০৮১.	৭৯৯৯ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪" × ৪.৭৫"	কাশীরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮২.	৮০০০ গণনা পুস্তক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮৩.	৮০০১ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪" × ৪.৫"	গোপীনাথ দত্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮৪.	৮০০২ যুধিষ্ঠিরের স্বর্গরোহণ (খ) সাইজ ১৩" × ৪"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮৫.	৮০০৩ সুভদ্রাহরণ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮৬.	৮০০৪ রামায়ণ (খ)	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	ঐ	১১৮৩ বঙ্গাব্দ
৩০৮৭.	৮০০৫ ঐ সাইজ ১৫.৫" × ৫.৫"	কাশীনাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮৮.	৮০০৬ ঐ সাইজ ১২" × ৪"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৮৯.	৮০০৭ রামের স্বর্গারোহণ (খ) সাইজ ১২" × ৪.৫"	জ্ঞান দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯০.	৮০০৮ ঐ (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯১.	৮০০৯ লক্ষ্মীরচরিত্র (খ) সাইজ ১৪" × ৪.৭৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯২.	৮০১০ ঐ (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯৩.	৮০১১ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ ৯" × ৩.২৫"	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯৪.	৮০১২ সীতাপরীক্ষা (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯৫.	৮০১৩ ভগবত-গীতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯৬.	৮০১৪ হংসীর বিলাপ (খ)	রামনারায়ণ ঘোষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯৭.	৮০১৫ দীক্ষাপুরশ্চরানাদি কর্ম সুশান্তি মঠ স্থাপনম (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯৮.	৮০১৬ বাংলামন্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩০৯৯.	৮০১৭ ধুলাপড়া (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০০.	৮০১৮ বাংলামন্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০১.	৮০১৯ বাংলামন্ত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০২.	৮০২০ বিষঝাড়ামন্ত্র (খ) সাইজ ১১" × ২.২৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০৩.	৮০২১ ঝাড়ামন্ত্র (স)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০৪.	৮০২৩ সিদ্ধিমন্ত্র (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০৫.	৮০২৬ কৃষ্ণ জন্ম লীলা নন্দোৎসব + রাধিকার জন্মোৎসব	জগমোহন বসুন, ঘনশ্যাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০৬.	৮০২৭ কৃষ্ণভক্তি (খ) সাইজ ১৪" × ৪.৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০৭.	৮০২৮ চমৎকার চন্দ্রিকা (খ)	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০৮.	৮০২৯ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (খ) সাইজ ১২" × ৬"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১০৯.	৮০৩০ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সাইজ ১৩.৫" × ৫"	লোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১১০.	৮০৩১ পত্র নামার্থচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১০.৭৫" × ৫"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৩১১১.	৮০৩২ পাষণ্ডদলন (খ)	ঐ	ঐ	১৭০০ শকাব্দ	ঐ	ঐ
৩১১২.	৮০৩৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সাইজ ১৩″ × ৩.২৫″	নরোত্তম দাস	ঐ	১৭৭৪ শকাব্দ	ঐ	ঐ
৩১১৩.	৮০৩৪ রসো সারোদধি (খ) সাইজ ১২″ × ৪.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১১৪.	৮০৩৬ রাধাকৃষ্ণ কাহিনী (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১১৫.	৮০৩৭ বৈষ্ণবপদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১১৬.	৮০৩৮ বৈষ্ণব বন্দনা	বৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১১৭.	৮০৩৯ বৈষ্ণব সাহিত্য	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১১৮.	৮০৪০ সাধন চিন্তামণি সাইজ ১৩.৫″ × ৫″	শ্যামদাস	ঐ	১৬১৭ শকাব্দ	ঐ	ঐ
৩১১৯.	৮০৪১ কালিয় দমন (খ) সাইজ ১২″ × ৩″	ঐ	ঐ	১৬৫৩ শকাব্দ	ঐ	ঐ
৩১২০.	৮০৪২ সুদামচরিত্র (খ) সাইজ ১৪″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১২১.	৮০৪৪ মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (স)	ঐ	ঐ	১২১৩ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩১২২.	৮০৪৫ মঞ্জরী পুথি (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১২৩.	৮০৪৬ বিষঝাড়া মন্ত্র (খ) সাইজ ১৩″ × ২.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১২৪.	৮০৪৭ শিবপার্বতী কাহিনী (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৪″	শ্যামকিশোর দ্বিজ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১২৫.	৮০৪৯ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ ৯″ × ৩″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১২৬.	৮০৫০ ঐ (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	১৭শ শকাব্দের লেখা	ঐ	ঐ
৩১২৭.	৮০৫১ ঐ (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১২৮.	৮০৫২ ঐ (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১২৯.	৮০৫৩ ঐ (খ) সাইজ ১৩″ × ৩″	ঐ	ঐ	১৭৫০ শকাব্দ	ঐ	ঐ
৩১৩০.	৮০৫৪ বিদ্যাসুন্দর (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	ভারতচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩১.	৮১৯৮ গণনা পুস্তক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩২.	৮২১০ কাশির ঔষধ (খ) সাইজ ৫.৫″ × ২.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩৩.	৮৩৫৯ ভীমরাজের মহাভারত যুদ্ধ (খ) সাইজ $১৫\frac{১}{২}$″ × $৫\frac{১}{২}$″	শ্রীকর-নন্দী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩৪.	৮৩৬০ পরাগলী মহাভারত (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৪.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৩১৩৫.	৮৩৬১ অশ্বমেঠ পর্ব (খ) সাইজ ১৫.৫″ × ৫.২৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩৬.	৮৩৬২ মহাভারত সাইজ ১২″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩৭.	৮৩৬৩ মহাভারত সাইজ ১৪.৫″ × ৪.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩৮.	৮৩৬৪ দ্রোণপর্ব (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৩৯.	৮৩৬৫ প্রমীলারযুদ্ধ (খ) সাইজ ১৫.৫″ × ৫.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৪০.	৮৩৬৬ সুধন্বারযুদ্ধ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৪১.	৮৩৬৭ মনসামঙ্গল (খ) সাইজ ১১″ × ৪.৭৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৪২.	৮৩৬৮ দ্রব্যগুণ (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ৩.২৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৪৩.	৮৩৬৯ মুষ্টিযোগ (খ) সাইজ ১৪.৫″ × ২.৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৪৪.	৮৩৭০ ভক্তিপ্রকাশ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	ঐ	ঐ	১২৮৫ সাল	ঐ	ঐ
৩১৪৫.	৮৩৭১ মরণাশৌচ, অহমরণ, অনসরণ সাইজ ১৮″ × ৩.২৫″	ঐ	ঐ	১৭০৭ শকাব্দ	ঐ	ঐ
৩১৪৬.	৮৩৭২ নারদিরসামৃত (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	বাচস্পতি ভট্টাচার্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৪৭.	৮৩৭২ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৪″ × ৩$\frac{১}{২}$″	বৃন্দাবন দাস	ঐ	১১৭০ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩১৪৮.	৮৩৭৩ সীতার বারমাসী (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	রাজমোহন গোপ	১২৮৫ বঙ্গাব্দ
৩১৪৯.	৯০০৩ সেলবদ্ধ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৫০.	৯০০৪ সেলবদ্ধ : ফুলিয়া সেল (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৫১.	৯০০৬ সর্বানন্দী সেল (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ঘটক রতন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৩১৫২.	৯০০৭ পণ্ডিত রত্নীসেল (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৫৩.	৯০০৮ সেলবন্ধ সাইজ ১৩″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৫৪.	৯০৮৩ সনাতন গোস্বামীর বৃন্দাবনগমন (খ) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৫৫.	৯০৮৪ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩১৫৬.	৯১১১ ভারতসাবিত্রী (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	রাজমোহন	ঐ	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	ঐ	ঐ
৩১৫৭.	৯১১৭ ভাগবতপুরাণ (খ) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “সমাজকল্যাণ বিভাগে” সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা :

৩১৫৮.	সুলতান জমজমা (খ) সাইজ ১৫″ × ৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

তালিকা–৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত বাংলা পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত পুথি-বিবরণী ৬ নং মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া প্রণীত।

সংখ্যা	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	জন্মস্থান	লিপিসাল	লিপিকর	অনুলিপি সাল
৫১৫৯.	৫৬০৫ বসতি নির্ণয় (পণ্ডিত) সাইজ ১৩″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৬০.	৫৬০৬ রাধাকৃষ্ণ রূপবর্ণনা (খণ্ডিত) সাইজ ১৩ ৩/৪″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৬১.	৫৬০৭ মহাভারত (খণ্ডিত) সাইজ ১৪ ৩/৪″ × ৫″	যদুরায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৬২.	৫৬০৮ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খণ্ডিত)	গুনরাজ জ্ঞান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রাধামোদন দাস	১২০৪ বঙ্গাব্দ
৫১৬৩.	৫৬০৯ গোবিন্দ লীলামৃত (খণ্ডিত) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৫″	যদুনাথ সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৬৪.	৫৬১০ কোষ্ঠী পরীক্ষা (সচিত্র) সাইজ ১৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৬৫.	৫৬১১ স্মরণমঙ্গল (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৩″ × ৪ ১/৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৪ বঙ্গাব্দ

৫১৬৬	৫৬১২ বৈষ্ণব পদাবলী (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৫″	গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, রাধাকৃষ্ণ দাস, ঘন শ্যামদাস, যদুনাথ দাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, নিমানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ সাল
৫১৬৭.	৫৬১৩ গোবিন্দলীলামৃত (খণ্ডিত) সাইজ ১৮″ × ৭″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৬৮.	৫৬১৪ শ্রী দুর্লভ রত্ন (খণ্ডিত) সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৪ ১/২″	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৬৯.	৫৬১৫ নাম সংকীর্ত্তন (খণ্ডিত) সাইজ ১৩″ × ৪ ১/২″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭০.	৫৬১৬ বৈষ্ণববন্দনা (খণ্ডিত) সাইজ ৪ ৩/৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭১.	৫৬১৭ সাধ্যসাধন-নির্ণয় (খণ্ডিত) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭২.	৫৬১৮ বৈষ্ণবমাহাত্ম্য বিষয়ক (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭৩.	৫৬১৯ বৈষ্ণবপদ সাইজ ১০″ × ৭ ৩/৭″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৯ মাল
৫১৭৪.	৫৬২০ অভয়ামঙ্গল (খণ্ডিত) সাইজ ১৩″ × ৫″	কবিকঙ্কণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭৫.	৫৬২১ চৈতন্যচরিতামৃত (সমুদ্র কথন) খণ্ডিত সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ৩/৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭৬.	৫৬২২ চৈতন্যচরিতামৃত (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭৭.	৫৬২৩ অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর) (খণ্ডিত)	ভারতচন্দ্র রায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৭৮.	৫৬২৪ নারদপুরাণ গ্রন্থ (সম্পূর্ণ)	রতিরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পরমেশ্বর দাস	১২৪৫ সাল
৫১৭৯.	৫৬২৫ চৈতন্যচরিত্রামৃত (মধ্যখন্ড) (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৬″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮০.	৫৬২৬ গোবিন্দ লীলামৃত সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৬ ১/৪″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫১৮১.	৫৬২৭ চৈতন্যচরিত্রামৃত সাইজ ১২ $\frac{৩}{৪}$″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮২.	৫৬২৮ বৈষ্ণবীতত্ত্ব কথা (খণ্ডিত) সাইজ ১৩ $\frac{১}{৪}$″ × ৪ $\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮৩.	৫৬২৯ প্রেমভক্তি (খণ্ডিত) সাইজ ১৩ $\frac{১}{৪}$″ × ৫″	নরোত্তম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮৪.	৫৬৩০ বিষ্ণু-পুরাণ (খণ্ডিত) সাইজ ১১ $\frac{১}{৪}$″ × ৩ $\frac{৩}{৪}$″	বিপ্র পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮৫.	৫৬৩১ সত্যদেবের গীত (খণ্ডিত) সাইজ ১৪ $\frac{১}{২}$″ × ৩ $\frac{১}{৪}$″	দ্বিজ বিশ্বনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮৬.	৫৬৩২ মহাভারত সভাপর্ব সাইজ ১৪ $\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮৭.	৫৬৩৩ স্মরণমঙ্গল সাইজ ১২ $\frac{৩}{৪}$″ × ৪ $\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮৮.	৫৬৩৪ হরিনাম কবচ (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫ $\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৮৯.	৫৬৩৫ সত্যনারায়ণ গীত (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫ $\frac{১}{২}$″	বিশ্বনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯০.	৫৬৩৬ সত্যনারায়ণ (খণ্ডিত) সাইজ ১৩″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯১.	৫৬৩৭ চৈতন্যচরিতামৃত (স. খ.) সাইজ ১৩″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯২.	৫৬৩৮ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য খণ্ড) সাইজ ৫ $\frac{১}{২}$″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯৩.	৫৬৩৯ চিকিৎসা বিষয়ক (খণ্ডিত) সাইজ ১৫ $\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯৪.	৫৬৪০ রামায়ণ (আদি কান্ড) খণ্ডিত	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	হরি বল্লভ দাস	অজ্ঞাত

৫১৯৫.	৫৬৪১ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড (খণ্ডিত) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯৬.	৫৬৪২ দনুপুরাণ (খণ্ডিত) সাইজ ১৩″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯৭.	৫৬৪৩ খঞ্জন রাখান (খণ্ডিত) সাইজ ১৯″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫১৯৮.	৫৬৪৪ কৃষ্ণঅর্জুন সংযোগ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৬$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী নারায়ন মালদাস	১২৩০ সাল
৫১৯৯.	৫৬৪৫ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২০০.	৫৬৪৬ নারদপুরান-জাতসংবাদ (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২০১.	৫৬৪৭ শিবপার্বতী সংবাদ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩০ সাল
৫২০২.	৫৬৪৮ শ্রীকৃষ্ণঅর্জুন সংবাদে যোগসার (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৩ সন
৫২০৩.	৫৬৪৯ প্রেমভাবচন্দ্রিকা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২০৪.	৫৬৫০ প্রার্থনা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২০৫.	৫৬৫১ সাধননির্ণয় (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২০৬.	৫৬৫২ ব্যাধি চিকিৎসা (খণ্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২০৭.	৫৬৫৩ আনন্দকল্পতরু (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮$\frac{১}{২}$″ × ৪″	রাধাকৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৬১ বঙ্গাব্দ

৫২০৮.	৫৬৫৪ সেবাসাধ্যনির্ণয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২০৯.	৫৬৫৫ দেহতত্ত্বমূলক (সম্পূর্ণ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী রামচন্দ্র সাল দাস	১২৮০ বঙ্গাব্দ
৫২১০.	৫৬৫৬ অভয়ামঙ্গল (খণ্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	শ্রীকবিকঙ্কণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২১১.	৫৬৫৭ রামায়ণ (খণ্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২১২.	৫৬৫৮ সত্যনারায়ন ব্রত কথা (খণ্ডিত)	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৩৮ শকাব্দ
৫২১৩.	৫৬৫৯ লক্ষ্মীরচরিত্র (সম্পূর্ণ)	শিবানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২১৪.	৫৬৬০ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খণ্ডিত) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২১৫.	৫৬৬১ রোযা মুদগার পুস্তক (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৯ সাল
৫২১৬.	৫৬৬১ রামায়ণ (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২১৭.	৫৬৬২ মহাভারত (বিরাট পর্ব) খণ্ডিত সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	সঞ্জয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী কালী প্রসাদ রাহা	১২৫১ সাল
৫২১৮.	৫৬৬৩ হরিশ্চন্দ্র রুহিদাস সম্পর্কিত (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৫″	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২১৯.	৫৬৬৫ রাগময়ীকথা (সম্পূর্ণ) ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী দ্বিজ জয়, কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত
৫২২০.	৫৬৬৬ প্রেমভক্তিচিন্দ্রকা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২২১.	৫৬৬৭ চণ্ডীরাজা প্রসঙ্গ (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২২২.	৫৬৬৮ মহাভারত (বন-পর্ব) খণ্ডিত সাইজ ১৫″ × ৫″	অনন্ত রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২২৩.	৫৬৬৯ মহাভারত (বন-পর্ব) খণ্ডিত সাইজ ১৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫২২৪.	৫৬৭০ রামায়ণ (খণ্ডিত) (সীতা পরীক্ষা) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২২৫.	৫৬৭১ রামায়ণ (সীতা হরণ) (খণ্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২২৬.	৫৬৭২ অন্নদামঙ্গল (খণ্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫″	ভারত রায় গুনাকর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী রামানন্দ	১২২৪ সাল
৫২২৭.	৫৬৭৩ রতিশাস্ত্রপুস্তক (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রাসগতি দাস	১২০৪ সাল
৫২২৮.	৫৬৭৪ রামায়ণ (শতে-ক-যুদ্ধ) খণ্ডিত সাইজ ১৭$\frac{১}{২}$″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২২৯.	৫৬৭৫ বৈষ্ণববন্দনা (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩০.	৫৬৭৬ বৈষ্ণববন্দনা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪″ × ৫″	দৈবকী নন্দন দাস (কৃষ্ণদাস)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩১.	৫৬৭৭ কৃষ্ণদাস মাহাত্ম্য সাইজ ১৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩২.	৫৬৭৮ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড) খণ্ডিত সাইজ ১৪″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩৩.	৫৬৭৯ কৃষ্ণকথা (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩৪.	৫৬৮০ ব্যাসভক্তস্বপ্ন-বিবরণ (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬০ সাল
৫২৩৫.	৫৬৮১ স্বরূপবর্ণনা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৬″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩৬.	৫৬৮২ নীতিশাস্ত্র বিষয়ক (খণ্ডিত) সাইজ ৮$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩৭.	৫৬৮৩ রঘুনাথ দাস (গোস্বামি সূচক (সম্পূর্ণ)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩৮.	৫৬৮৪ সাধন নির্ণয় (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৩৯.	৫৬৮৫ শ্রীরূপ সনাতন সম্পর্কিত (খণ্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীরামচন্দ্র মাল দাস	অজ্ঞাত

৫২৪০.	৫৬৮৬ রাধাকৃষ্ণরসতত্ত্ব (খন্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$" × ৫"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৪১.	৫৬৮মহামৃতসিন্ধ (খণ্ডিত) সাইজ ১৩" × ৪$\frac{১}{৪}$"	শ্রীরূপ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীশুকদেব ঘোষ দাস	১১৬২ সাল
৫২৪২.	৫৬৮৮ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৪৩.	৫৬৮৯ রাধাকৃষ্ণ দিবাভাগ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২০ সন
৫২৪৪.	৫৬৯০ পারিজাত হরণ (কৃষ্ণ-ভগবত) (খন্ডিত) সাইজ ১০" × ৩$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৪৫.	৫৬৯১ সত্যনারায়ণের পুথি (খন্ডিত) সাইজ ১০" × ৩$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৪৬.	৫৬৯২ ভক্তিরসশাস্ত্র (খন্ডিত) সাইজ ১৩" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৪৭.	৫৬৯৩ ঝাড়ফুঁক সম্বন্ধীয় (খণ্ডিত) সাইজ ১১" × ৩$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৪৮.	৫৬৯৪ মহাভারত (খণ্ডিত) সাইজ ১২" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৪৯.	৫৬৯৫ চৈতন্যচরিতামৃত (খণ্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$" × ৫"	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৫০.	৫৬৯৬ শ্রীপদ্ম-মঞ্জরী (খণ্ডিত)	রাধা কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৫১.	৫৬৯৭ দলিল সেট সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৬$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯৫৫ শ্রী
৫২৫২.	৫৬৯৮ কৃষ্ণলীলা (খ) সাইজ ৬$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	কৃষ্ণদাস জাগ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Note—৫৬৮২ সম্পর্কে প. ড.শাহজাহান নোট দিয়েছেন-১ম ছাপা তালিকা থেকে এ গ্রন্থটি পদ রাখা হল। পরিবর্তে ৬৪৫১ নং পুথি বর্ণনা দেয়া হল (১২/১১/১৯৮৪ তারিখে সাম্প্ররিত) কিন্তু বাদ রেখে পরিবর্তে কেন দেয়া হল-এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন নি?

৫২৫৩.	৫৬৯৯ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খ) সাইজ ৯ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৫৪.	৫৭০০ ভজনসূত্র বন্দনা (স) সাইজ ১০″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৫৫.	৫৬৮২ অজ্ঞাত সাইজ ১০ ১/২″ × ৮″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫২৫৬.	৬৪৫১ অজ্ঞাত সাইজ ১০ ১/২″ × ৮ ১/২″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫২৫৭.	৫৭০১ শ্রীরূপমঞ্জরী অষ্টক (স) সাইজ ৯ ১/৪″ × ৪ ১/৪″	শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৫৮.	৫৭০২ চণ্ডীমঙ্গল (খ) সাইজ ১০ ১/২″ × ৫″		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৫৯.	৫৭০৩ গোসাঞিঁর সূচক (স) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	রাধা বল্লভ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৬০.	৫৭০৪ যোগ বিচারণ-বিধি (স) সাইজ ১৪ ১/২″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী নারায়ণ মাল দাস	অজ্ঞাত
৫২৬১.	৫৭০৫ সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় (খ) সাইজ ১৩ ১/৪″ × ৬ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৬২.	৫৭০৬ মুক্তাচরিত্র (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৬″	নারায়ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অদ্বৈত অধিকারী	১২৫০ বঙ্গাব্দ
৫২৬৩.	৫৭০৭ শ্রীগুরুতত্ত্ব-সার সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী সেবারাম দাস	১৭২৯ শকাব্দ বা ১২১৪ বঙ্গাব্দ
৫২৬৪.	৫৭০৮ ব্যাধি-চিকিৎসা (খ) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৫ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৬৫.	৫৭০৯ শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব (স) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	শ্রীরূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৬৬.	৫৭১০ পত্রব-তত্ত্ব (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৬৭.	৫৭১১ বৈষ্ণবপদ (স) সাইজ ১৮″ × ১১″	গঙ্গাধর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৯ বঙ্গাব্দ

৫২৬৮.	৫৭১২ রতিসঙ্গম কথা সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৬৯.	৫৭১৩ বৈষ্ণবপদ (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭০.	৫৭১৪ ফল-মাহাত্ম্য বর্ণনা (স)	শ্রীবাণী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭১.	৫৭১৫ সর্বশাস্ত্র-সার সংগ্রহ সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭২.	৫৭১৬ যমগীতা-পুস্তক (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	শ্রীযুক্ত শ্যামদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭৩.	৫৭১৭ মনসামঙ্গল (খ) সাইজ ১৬″ × ৫″	বৈদ্য জগন্নাথ, যদুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭৪.	৫৭১৮ বিদ্যামাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭৫.	৫৭১৯ হরিনামকবচ (স) সাইজ ৮$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭৬.	৫৭২০ হিতজ্ঞানপুস্তক (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৭৭.	৫৭২১ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১৪″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীরাধাচরণ দাস	১২০৫ বঙ্গাব্দ
৫২৭৮.	৫৭২২ কৃষ্ণবিরহ বিষয়ক পদ (স) সাইজ ১৫″ × ৩$\frac{১}{৪}$″	হেয়াত মাবুদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ বঙ্গাব্দ
৫২৭৯.	৫৭২৩ গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি পদ (স) সাইজ ১১″ × ৮$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮০.	৫৭২৪ গৌরীর আবাহন সঙ্গীত (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪″	দ্বিজ দুর্জয়রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮১.	৫৭২৫ মহিষাসুর বধ (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮২.	৫৭২৬ শবেমেরাজ (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	হেয়াত মামুদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫২৮৩.	৫৭২৭ রাধারূপ-বর্ণনা (খ) সাইজ $১০\frac{৩}{৪}'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮৪.	৫৭২৮ বিনতানন্দন-গরুড়প্রসঙ্গ (খ) সাইজ $১২'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮৫.	৫৭২৯ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ $১৩\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮৬.	৫৭৩০ বৈষ্ণবীর তত্ত্বকথা (খ) সাইজ $১৫'' \times ৫''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮৭.	৫৭৩১ ব্যাধিবিনাশক-মন্ত্র (স) সাইজ $১৪\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮৮.	৫৭৩২ রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকথা (খ) সাইজ $১০\frac{৩}{৪}'' \times ৫\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৮৯.	৫৭৩৩ জগন্নাথমঙ্গল (উৎকল খণ্ড) (খ) সাইজ $১১\frac{৩}{৪}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯০.	৫৭৩৪ কর্জপত্র (স) সাইজ $১৪'' \times ৯\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯১.	৫৭৩৫ শ্রীরূপ-মঞ্জরী সাইজ $১২'' \times ৫''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯২.	৫৭৩৬ মহাভারত (খ) সাইজ $১১\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯৩.	৫৭৩৭ সিদ্ধিমঞ্জরী সাইজ $১৩\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	লোচন দাস + চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯৪.	৫৭৩৮ প্রার্থনা (স) সাইজ $১৫'' \times ৫''$	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯৫.	৫৭৩৯ চমৎকারচন্দ্রিকা সাইজ $১৪\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৩ বঙ্গাব্দ
৫২৯৬.	৫৭৪০ চৈতন্যচরিতামৃত (স) সাইজ $১৪'' \times ৫''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

৫২৯৭.	৫৭৪১ সাধ্যসাধন নির্ণয় (স) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯৮.	৫৭৪২ চৌষট্টীদণ্ডের সেবা (স) সাইজ ১০″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫২৯৯.	৫৭৪৩ উপদেশামৃত (স) সাইজ ১০ ৩/৪″ × ৩ ৩/৪″	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০০.	৫৭৪৪ মহাভারত (খ) সাইজ ৬″ × ৪ ৩/৪″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০১.	৫৭৪৫ হিরণ্যকিশুপ বধ (খ)	রামদাশ, দ্বিজকর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০২.	৫৭৪৬ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪ ৩/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯ শতক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০৩.	৫৭৪৭ মহাভারত (আদি পর্ব) (খ) সাইজ ১২ ৩/৪″ × ৫″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০৪.	৫৭৪৮ মনসারভাসান (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ৩/৪″	ষষ্ঠীবর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীসানু নাথ	১২৪৯ সাল
৫৩০৫.	৫৭৪৯ মনসারভাসান (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৪ ৩/৪″	জগন্নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০৬.	৫৭৫০ চৈতন্য লীলাগুণ (খ) সাইজ ১৪ ১/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০৭.	৫৭৫১ হরিনাম কবচ (খ) সাইজ ১১″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০৮.	৫৭৫২ কৃষ্ণ কর্ণামৃত (খ) সাইজ ১৫ ৩/৪″ × ৫ ১/২″	যদুনন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩০৯.	৫৭৫৩ গোবিন্দলীলামৃত (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩১০.	৫৭৫৪ ব্যাসেরকথন (খ) সাইজ ১৫″ × ৪ ৩/৪″	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩১১.	৫৭৫৫ পদ্মাপুরাণ সাইজ ১৫″ × ৫″	দ্বিজ হরিদাস, মুরারী দাস, নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী হরিদাস বৈষ্ণব	অজ্ঞাত

৫৩১২.	৫৭৫৬ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	দ্বিজবর ভবানী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কৃষ্ণকুমার দেব	১২৮০ বঙ্গাব্দ
৫৩১৩.	৫৭৫৭ বৈষ্ণবীয়তত্ত্ব-মূলক (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩১৪.	৫৭৫৮ সত্যলাভ (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
৫৩১৫.	৫৭৫৯ হিতজ্ঞান-পুস্তক (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪″	হেয়াত মামুদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩১৬.	৫৭৬০ বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ (স) সাইজ ১৩″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩১৭.	৫৭৬১ জঙ্গনামা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	হেয়াত মামুদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩১৮.	৫৭৬২ হেঁয়ালীমূলক (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	হেয়াত মামুদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫০ সাল অপর পাতায় ১২০৬ বঙ্গাব্দ
৫৩১৯.	৫৭৬৩ রতিশাস্ত্র (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩২০.	৫৭৬৪ অর্শপীড়ারমন্ত্র সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	পানাউল্লা সরদার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩২১.	৫৭৬৫ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩২২.	৫৭৬৬ নারায়নের পুথি (খ) সাইজ ৯″ × ৩″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩২৩.	৫৭৬৭ সত্যদেবেরকথন (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩২৪.	৫৭৬৮ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক (খ) সাইজ ৮″ × ৩″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩২৫.	৫৭৬৯ স্বরূপবর্ণনা (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	কৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩২৬.	৫৭৭০ নারদপুরাণ কথা (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৩২৭.	৫৭৭১ কন্বমুনির পায়না (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে	১২৪২ বঙ্গাব্দ
৫৩২৮.	৫৭৭২ চম্পক কলিকাগ্রন্থ সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্যারীলাল বৈরাগী	১২৬৩ বঙ্গাব্দ
৫৩২৯.	৫৭৭৩ পঞ্চ তত্ত্ববৃত্তান্ত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২৫ শে আশ্বিন শুক্রবার
৫৩৩০.	৫৭৭৪ ব্যবস্থা নির্ণয়তত্ত্ব (খ) সাইজ ১২″ × ৩$\frac{১}{২}$″	দ্বিজরাম প্রসাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীগঙ্গারাম দেব	অজ্ঞাত
৫৩৩১.	৫৭৭৫ শ্রীরূপ মঞ্জরী (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩২.	৫৭৭৬ হাটেরবন্দনা সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	দাস রামানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
৫৩৩৩.	৫৭৭৭ গোপীবিরহ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীগোলক চন্দ্র	অজ্ঞাত
৫৩৩৪.	৫৭৭৮ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৫.	৫৭৭৯ সিদ্ধিপটল সেবা (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীপ্যারীলাল বৈরাগী	অজ্ঞাত
৫৩৩৬.	৫৭৮০ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৭.	৫৭৮১ দেহ-নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৮.	৫৭৮২ তত্ত্বকথামূলক (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৯.	৫৭৮৩ ভজনতত্ত্ব সার (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে দাস	১২৫৮ বঙ্গাব্দ

৫৩২৭.	৫৭৭১ কল্পমুনির পায়না (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে	১২৪২ বঙ্গাব্দ
৫৩২৮.	৫৭৭২ চম্পক কলিকাগ্রন্থ সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্যারীলাল বৈরাগী	১২৬৩ বঙ্গাব্দ
৫৩২৯.	৫৭৭৩ পঞ্চ তত্ত্ববৃত্তান্ত (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২৫ শে আশ্বিন শুক্রবার
৫৩৩০.	৫৭৭৪ ব্যবস্থা নির্ণয়তত্ত্ব (খ) সাইজ ১২″ × ৩$\frac{১}{২}$″	দ্বিজরাম প্রসাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীগঙ্গারাম দেব	অজ্ঞাত
৫৩৩১.	৫৭৭৫ শ্রীরূপ মঞ্জরী (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩২.	৫৭৭৬ হাটেরবন্দনা সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	দাস রামানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ বঙ্গাব্দ
৫৩৩৩.	৫৭৭৭ গোপীবিরহ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীগোলক চন্দ্র	অজ্ঞাত
৫৩৩৪.	৫৭৭৮ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৫.	৫৭৭৯ সিদ্ধিপটল সেবা (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীপ্যারীলাল বৈরাগী	অজ্ঞাত
৫৩৩৬.	৫৭৮০ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৭.	৫৭৮১ দেহ-নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৮.	৫৭৮২ তত্ত্বকথামূলক (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৩৯.	৫৭৮৩ ভজনতত্ত্ব সার (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে দাস	১২৫৮ বঙ্গাব্দ

৫৩৪০.	৫৭৮৪ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৪১.	৫৭৮৫ জগন্নাথ মাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৪২.	৫৭৮৬ অক্রুর আগম (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৪৩.	৫৭৮৭ আত্ম জিজ্ঞাসাতত্ত্ব (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৫ সাল
৫৩৪৪.	৫৭৮৮ বৈষ্ণবীয়তত্ত্বকথা মূলক (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৪৫.	৫৭৮৯ নারদ-পুরাণ (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৪৬.	৫৭৯০ বৈষ্ণববিধান-গ্রন্থ সাইজ ১৩″ × ৫″	বলরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীপ্যারীশাল বৈরাগী	১২৫৬ বঙ্গাব্দ
৫৩৪৭.	৫৭৯১ আশ্চর্য-নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	সর্ব্বেশ্বর দাস	১২৩১ বঙ্গাব্দ
৫৩৪৮.	৫৭৯২ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৪৯.	৫৭৯৩ অর্জুনসংবাদ (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫০.	৫৭৯৪ সংগৃহীত সুধাসার (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	নীরাম্বর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫১.	৫৭৯৫ শ্রীমতী রাধিকার শতনাম (স) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	জগবন্ধু দাস ঘোষ	অজ্ঞাত
৫৩৫২.	৫৭৯৬ প্রহলাদ-চরিত্র (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫৩.	৫৭৯৭ চৈতন্য মহাপ্রভুর হাই বন্দনা (স)	রামেশ্বর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩১ সাল

৫৩৫৪.	৫৭৯৮ মহাভারত (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫৫.	৫৭৯৯ হরিদাসের বিজয় (খ) সাইজ ১৪" × ৪$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫৬.	৫৮০০ সত্যনারায়ণের পুথি (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$" × ৪$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫৭.	৫৮০১ চৈতন্যভাগবত (খ) সাইজ ১৩" × ৪$\frac{১}{৪}$"	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫৮.	৫৮০২ গজেন্দ্র মোক্ষন (খ) সাইজ ১৩" × ৪"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৫৯.	৫৮০৩ ফকিরবিলাস পুথি সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$" × ৪"	হেয়াত নন্দন নজর মামুদ	অজ্ঞাত	১৯ শতকের ২য় পাদ	শেখ দুখী মাসুদ	অজ্ঞাত
৫৩৬০.	৫৮০৪ মঙ্গলচণ্ডী পুস্তক (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$" × ৫"	দ্বিজ জনার্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৬১.	৫৮০৫ লঙ্কা-কাণ্ড (রামায়ণ) (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$" × ৫"	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
৫৩৬২.	৫৮০৬ শ্রীভাগবত কথা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$" × ৫"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
৫৩৬৩.	৫৮০৭ চৈতন্যমঙ্গল (খ) সাইজ ১২" × ৪$\frac{১}{২}$"	জগন্নাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৬৪.	৫৮০৮ গৌরাঙ্গ বিষয়ক দুটি পদ (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৬৫.	৫৮০৯ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ) সাইজ ৭$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৬৬.	৫৮১০ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খ) সাইজ ১২" × ৪$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৩৬৭.	৫৮১১ স্মরণমঙ্গল (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	গিরিধর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬৬২ শকাব্দ বা (১৭০৪ খ্রী.)
৫৩৬৮.	৫৮১২ সাধ্যসাধন ভজননাম (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৬৯.	৫৮১৩ ঐ সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭০.	৫৮১৪ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭১.	৫৮১৫ সত্যনারায়ণপুথি (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭২.	৫৮১৬ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭৩.	৫৮১৭ সাধ্যসাধন-নির্ণয় (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭৪.	৫৮১৮ মহাভারত (বনপর্ব) (খ) সাইজ ১৬″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭৫.	৫৮১৯ প্রার্থনা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	বৈষ্ণবচরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭৬.	৫৮২০ হরিনাম কবচ (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭৭.	৫৮২১ বৈষ্ণবপদ (স) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭৮.	৫৮২২ রাগভজনের কথা (খ) সাইজ ১০″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৭৯.	৫৮২৩ কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঊনিশ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮০.	৫৮২৪ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী কমলাকান্ত ঘোষাল	অজ্ঞাত

৫৩৮১.	৫৮২৫ চণ্ডীদাসের একটি পদ (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$" × ১$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মুচিরাম দে, ধর্ম নারায়ণ সিংহ, শ্যামসুন্দর দে।	১২২২ মাল
৫৩৮২.	৫৮২৬ গোবিন্দমঙ্গল (স) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮৩.	৫৮২৭ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮৪.	৫৮২৮ ঐ (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$" × ৫$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮৫.	৫৮২৯ দশমদশা (স) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$" × ৪$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮ শতকের শেষ পদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮৬.	৫৮৩০ সত্যনারায়ণের পুথি (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮৭.	৫৮৩১ সারসংগ্রহ সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৯ শতকের শেষ পদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮৮.	৫৮৩২ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$" × ৫$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮ শতকের শেষ পদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৮৯.	৫৮৩৩ চৈতন্যচরিতামৃত (স) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$" × ৯"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯০.	৫৮৩৪ ঐ সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$" × ৫$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯১.	৫৮৩৫ রূপমঞ্জুরী (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯২.	৫৮৩৬ নিত্যসাধ্য নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯৩.	৫৮৩৭ বৈষ্ণবপদাবলী (খ) সাইজ ১৫" × ৫$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ শর্ম্ম	১২৩৯ বঙ্গাব্দ

৫৩৯৪.	৫৮৩৮ শতকন্দ-উপাখ্যান (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কৃষ্ণকান্ত দাস	অজ্ঞাত
৫৩৯৫.	৫৮৩৯ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ) সাইজ ১৭$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮ শতকের শেষ পদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯৬.	৫৮৪০ ঐ (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯৭.	৫৮৪১ অঙ্গদরায়বার (রামায়ণ) (খ) সাইজ ৯″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯৮.	৫৮৪২ চৈতন্যচরিতামৃত (স) সাইজ ৯$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮ শতকের শেষ পদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৩৯৯.	৫৮৪৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০০.	৫৮৪৪ কৃষ্ণচৌতিশা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০১.	৫৮৪৫ লুক সারিকাশক্তি (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৩″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০২.	৫৮৪৬ সাধন-নির্ণয় (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০৩.	৫৮৪৭ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০৪.	৫৮৪৮ কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০৫.	৫৮৪৯ সাধন-নির্ণয় (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০৬.	৫৮৫০ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০৭.	৫৮৫১ একটি বৈষ্ণবপদ (স) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৮″	বঙ্কুবিহারী শর্মন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৪০৮.	৫৮৫২ যোগ-তত্ত্ব (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪০৯.	৫৮৫৩ ভাগবত টীকা (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১০.	৫৮৫৪ সারসংগ্রহ (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১১.	৫৮৫৫ রাধাকৃষ্ণ লীলারস (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১২.	৫৮৫৬ কৃষ্ণ-ভক্তি-মাহাত্ম্য (খ) সাইজ ১৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১৩.	৫৮৫৭ রাধারূপ-বর্ণনা (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১৪.	৫৮৫৮ চাটু পুষ্পাঞ্জলী (স) সাইজ ১৫″ × ৫″	দেবী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	লক্ষ্মী-নারায়ণ শর্ম্মণ	১২৫২ বঙ্গাব্দ
৫৪১৫.	৫৮৫৯ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ) সাইজ ১৬$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১৬.	৫৮৬০ মহাভারত (বন পর্ব) (খ) সাইজ ৯″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১৭.	৫৮৬১ তত্ত্ব কথা (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১৮.	৫৮৬২ রাধা, কৃষ্ণতত্ত্বকথা (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪১৯.	৫৮৬৩ সাধ্যসাধন-নির্ণয় (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২০.	৫৮৬৪ কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২১.	৫৮৬৫ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৪২২.	৫৮৬৬ বিষ্ণুপুরাণ (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২৩.	৫৮৬৭ সাধন বিকাশ (স) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	সনাতন গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২৪.	৫৮৬৮ মহাভারত (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২৫.	৫৮৬৯ ঐ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২৬.	৫৮৭০ বৈষ্ণবপদাবলী সাইজ ১৫″ × ৫$\frac{১}{২}$″	চণ্ডীদাস, রসিক দাস, লোচন দাস, বিদ্যাপতি, নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২৭.	৫৮৭১ চৈতন্যচরিতামৃত সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২৮.	৫৮৭২ আত্মজ্ঞান-তত্ত্ব সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪২৯.	৫৮৭৩ চৈতন্যচরিতামৃত সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৩০.	৫৮৭৪ কৃষ্ণজীবনী-বিষয়ক (খ) সাইজ ১০″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৩১.	৫৮৭৫ সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত
৫৪৩২.	৫৮৭৬ প্রসাদচরিত্র (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীসেখ উল্লাহ	১২০৩ বঙ্গাব্দ
৫৪৩৩.	৫৮৭৭ পদাবলী (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	চণ্ডীদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৩৪.	৫৮৭৮ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৮″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী বিশ্বনাথ রুদ্র	১২২১ বঙ্গাব্দ
৫৪৩৫.	৫৮৭৯ পদ্ম-শৃঙ্গার (স) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৪৩৬.	৫৮৮০ ভট্ট কবিতা (স) সাইজ ৯$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	নর-নারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ বঙ্গাব্দ
৫৪৩৭.	৫৮৮১ মনঃশিক্ষা, (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	শ্রীকৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	১২১৬ বঙ্গাব্দ
৫৪৩৮.	৫৮৮২ রূপসনাতন (খ) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৩৯.	৫৮৮৩ গোসাঞির সূচক (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪০.	৫৮৮৪ কৃষ্ণলীলা (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪১.	৫৮৮৫ স্মরণদর্পণ (খ) সাইজ ৯$\frac{১}{৪}$″× ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪২.	৫৮৮৬ রিপু চরিত্র-গ্রন্থ (খ) সাইজ ২২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪৩.	৫৮৮৭ রঘুনাথ দাস গোসাঞি সূচক (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	রাধাবল্লভ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪৪.	৫৮৮৮ মহাভারত (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫″	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪৫.	৫৮৮৯ চৈতন্যচরিত (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪৬.	৫৮৯০ চৈতন্যলীলা-বিষয়ক (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪৭.	৫৮৯১ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪৮.	৫৮৯২ রাধার সখীগণের বর্ণনা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৪৯.	৫৮৯৩ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১৫″ × ৫$\frac{১}{২}$″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৪৫০.	৫৮৯৪ চৈতন্যলীলা-বিষয়ক (খ) সাইজ ১০″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৫১.	৫৮৯৫ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য-খণ্ড) (খ) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৪ ১/৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৫২.	৫৮৯৬ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৫৩.	৫৮৯৭ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য-খণ্ড) (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	দীন কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৫৪.	৫৮৯৮ ঐ (খ) সাইজ ১০″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৫৫.	৫৮৯৯ মহাভারত (খ) সাইজ ১৬ ১/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৫৬.	৫৯০০ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১০ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৫৭.	৫৯০১ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৪ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীকৃষ্ণলাল সাাহ	১২৪১ বঙ্গাব্দ
৫৪৫৮.	৫৯০২ যম-কবল-পুস্তক (খ) সাইজ ১১″ × ৪ ১/২″	শঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রামগোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত
৫৪৫৯.	৫৯০৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (স) সাইজ ১৫ ১/২″ × ৫ ১/৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬০.	৫৯০৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (খ) সাইজ ৯ ১/২″ × ৪ ৩/৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬১.	৫৯০৫ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ ১২ ৩/৪″ × ৪ ১/৪″	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	বৈদ্যনাথদেব শর্ম্মা	১২১৭ বঙ্গাব্দ
৫৪৬২.	৫৯০৬ ভ্রমর-সংহিতা (খ) সাইজ ১৫″ × ৪ ১/২″	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬৩.	৫৯০৭ মোহামুদগর পাঁচালী (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬৪.	৫৯০৮ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (খ) সাইজ ১২ ১/৪″ × ৪ ১/২″	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৪৬৫.	৫৯০৯ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ৭$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	ত্রিলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬৬.	৫৯১০ চৈতন্য ভাগবত (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬৭.	৫৯১১ চাটু-পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্র (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬৮.	৫৯১২ লক্ষ্মীচরিত্র (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৬৯.	৫৯১৩ শ্রীদাসচরিত্র (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৭০.	৫৯১৪ স্বরূপ বর্ণনা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৭১.	৫৯১৫ বৈষ্ণব বন্দনা (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৭২.	৫৯১৬ সত্যনারায়ণ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	মনোহর সেন ও দ্বিজ সনাতন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০০ বঙ্গাব্দ
৫৪৭৩.	৫৯১৭ স্বপ্ন-ব্যাখ্যান (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	জয়বল্লভ শর্ম্মা ও বদ্রিনাথ শর্ম্মা	অজ্ঞাত
৫৪৭৪.	৫৯১৮ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৭৫.	৫৯১৯ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৭৬.	৫৯২০ চৈতন্যভাগবত (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ত্রিলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৭৭.	৫৯২১ বৈষ্ণব বন্দনা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{৪}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৪৭৮.	৫৯২২ মহাভারত (আদি পর্ব) (খ) সাইজ ১৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৭৯.	৫৯২৩ গোবিন্দকথামৃত (খ) সাইজ ১৬″ × ৬$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮০.	৫৯২৪ শ্রীরূপ সনাতন মুখামৃত-উবাচ-সংবাদ (খ) সাইজ ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮১.	৫৯২৫ সাধ্যসাধন নির্ণয় (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮২.	৫৯২৬ শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান (খ) সাইজ ১১″ × ৪″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রাধাকান্ত দাস	অজ্ঞাত
৫৪৮৩.	৫৯২৭ স্মরণমঙ্গল (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮৪.	৫৯২৮ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮৫.	৫৯২৯ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (দান-খণ্ড) (খ) সাইজ ১৩$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮৬.	৫৯৩০ সুদামচরিত্র (খ) সাইজ ৯″ × ৫″	পরশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮৭.	৫৯৩১ চৈতন্য-চরিতামৃত (অন্তখণ্ড:) (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮৮.	৫৯৩২ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৮৯.	৫৯৩৩ সাড়েসাতকারিকা গ্রন্থ (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শীল লক্ষ্মী নারায়ণ শর্মন	অজ্ঞাত
৫৪৯০.	৫৯৩৪ কৃষ্ণলীলা (খ) সাইজ ১৫$\frac{৩}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	যদু-নন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৯১.	৫৯৩৫ গোবিন্দচরিতামৃত (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	যদু-নন্দন	অজ্ঞাত	আনুমানিক ১৮ শতকের শেষার্ধ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৪৯২.	৫৯৩৬ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ $১২\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	দৈবকী নন্দন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৪ বঙ্গাব্দ
৫৪৯৩.	৫৯৩৭ ব্রজ-লীলার সাধন (খ) সাইজ $১৪'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৯৪.	৫৯৩৮ বৈষ্ণবীয়তত্ত্বকথা (খ) সাইজ $১৪\frac{৩}{৪}'' \times ৫''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৪৯৫.	৫৯৩৯ আশ্রয়নির্ণয় (খ) সাইজ ১৫″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী রাধা কিশোর দাস	১২৪৮ বঙ্গাব্দ
৫৪৯৬.	৫৯৪০ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগীত (স) সাইজ $১৪\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	দ্বিজ নিধিরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীরাম কানাই ব্রহ্মযোগী	১২৩৭ বঙ্গাব্দ
৫৪৯৭.	৫৯৪১ অক্ষয় চৌত্রিশ স্তব (স)	রামজীবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০১ বঙ্গাব্দ
৫৪৯৮.	৫৯৪২ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগীত (খ) সাইজ $১৪\frac{১}{২}'' \times ৫''$	দ্বিজ নিধিরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৫ সাল
৫৪৯৯.	৫৯৪৩ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়া (খ) সাইজ $১৪\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	দ্বিজ নিধিরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫০০.	৫৯৪৪ চৈতন্যভাগবত (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	আনুমানিক ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫০১.	৫৯৪৫ মোহমুদগর পাঁচালী (খ) সাইজ $১৪'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীদয়ারাম তেব ও রাজা রায় দত্ত	অজ্ঞাত
৫৫০২.	৫৯৪৬ মহাভারত ও উদযোগ পর্ব (খ) সাইজ $১৪\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	কবীন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ সাল
৫৫০৩.	৫৯৪৭ মহাভারত (আদি, সভা, বিরাট, উদ্যোগ বন ও ভীষ্ম পর্ব) (খ) সাইজ $১৪\frac{১}{২}'' \times ৫\frac{১}{২}''$	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	অজ্ঞাত	আনুমানিক ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫০৪.	৫৯৪৮ রামায়ণ (খ) সাইজ ১৫″ × ৬″	রামানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫০৫.	৫৯৪৯ চৈতন্যচরিতামৃত (আদি খণ্ড) (খ) সাইজ $১২'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫০৬.	৫৯৫০ গোবিন্দলীলামৃত (খ) সাইজ $১১\frac{১}{৪}'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৫০৭.	৫৯৫১ সিদ্ধিপ্রেমতত্ত্ব (খ) সাইজ ১১″ × ৪$\frac{১}{২}$″	শ্রীলোকনাথ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী বৈদ্যনাথ যোগী	১২৬৭ বঙ্গাব্দ
৫৫০৮.	৫৯৫২ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১০″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আণুমানিক ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫০৯.	৫৯৫৩ চণ্ডীমঙ্গল (খ) সাইজ ১৪″ × ৫″	কবিকঙ্কণ	অজ্ঞাত	আণুমানিক ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১০.	৫৯৫৪ বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্ব (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১১.	৫৯৫৫ যোগপুণ্য কথা (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ভাগবত আশ্চার্য	অজ্ঞাত	আণুমানিক ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১২.	৫৯৫৬ চৈতন্যচরিতামৃত (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১৩.	৫৯৫৭ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫″	গুণরাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১৪.	৫৯৫৮ মনঃশিক্ষা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১৫.	৫৯৫৯ বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-কথা (খ) সাইজ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১৬.	৫৯৬০ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড) (খ) সাইজ ১০″ × ৫″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আণুমানিক ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১৭.	৫৯৬১ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	গুণরাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১৮.	৫৯৬২ মঞ্জরী নির্ণয় (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫১৯.	৫৯৬৩ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	যদু-নন্দন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২০.	৫৯৬৪ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ১০″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২১.	৫৯৬৫ রাগময়ী চেনা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৫২২.	৫৯৬৬ চৈতন্যচরিত্রামৃত (আদি-লীলা) (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৫ ১/২″	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২৩.	৫৯৬৭ মন্দিরনির্ণয় (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২৪.	৫৯৬৮ বৈষ্ণববন্দনা (খ) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২৫.	৫৯৬৯ বৈষ্ণবীয় সাধন-তত্ত্ব (খ) সাইজ ১২ ১/২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২৬.	৫৯৭০ সাধ্যসাধন-নির্ণয় (খ) সাইজ ১০ ৩/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২৭.	৫৯৭১ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বকথা (খ) সাইজ ১১ ১/৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২৮.	৫৯৭২ বৈষ্ণবীয় সতীনতত্ত্ব (খ) সাইজ ১০″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫২৯.	৫৯৭৩ রাধাকৃষ্ণ-রসতত্ত্ব (খ) সাইজ ৭″ × ৪ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৩০.	৫৯৭৪ একটিপদ (খ) সাইজ ৮ ৩/৪″ × ৪ ৩/৪″	চিন্তামনি দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীস্বরূপ চন্দ্রদাস	অজ্ঞাত
৫৫৩১.	৫৯৭৫ পদাবলীসংগ্রহ (খ) সাইজ ১০″ × ৭ ১/২″	দ্বিজকৃষ্ণ কাশী, যদুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৭ বঙ্গাব্দ
৫৫৩২.	৫৯৭৬ কলাবতীনারী (স) সাইজ ১১ ৩/৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৩৩.	৫৯৭৭ পদাবলীসংগ্রহ (খ) সাইজ ৮ ১/৮″ × ৮″	গোবিন্দ দাস ও কবি শেখর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৩৪.	৫৯৭৮ পদ্মাপুরাণ (বণিক-খণ্ড) (খ) সাইজ ৯″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৩০৫ বঙ্গাব্দ
৫৫৩৫.	৫৯৭৯ গোবিন্দদাসের পদাবলী (খ) সাইজ ৮ ১/৪″ × ৮ ৩/৪″	গোবিন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৫৩৬.	৫৯৮০ ঐ (খ) সাইজ ১০ $\frac{১}{২}$" × ৪ $\frac{১}{৪}$"	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৩৭.	৫৯৮১ কৃষ্ণলীলা গাথা (খ) সাইজ ৮ $\frac{১}{৪}$" × ৬ $\frac{১}{৪}$"	দুর্গাপ্রসাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত
৫৫৩৮.	৫৯৮২ রামায়ণ (খ) সাইজ ৪" × ৪ $\frac{৩}{৪}$"	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৩৯.	৫৯৮৩ হস্তপরীক্ষা (খ) সাইজ ১৪" × ৪ $\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪০.	৫৯৮৪ ভক্তি চিন্তামণি (খ) সাইজ ৯" × ৩ $\frac{১}{২}$"	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪১.	৫৯৮৫ কোকিল-সংবাদ (খ) সাইজ ১৫" × ৫"	কবি-চন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪২.	৫৯৮৬ ঐ (খ) সাইজ ১৬ $\frac{১}{২}$" × ৫"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪৩.	৫৯৮৭ নলবাজার উপাখ্যান (খ) সাইজ ১৩ $\frac{১}{২}$" × ৪ $\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪৪.	৫৯৮৮ প্রহলাদ চরিত্র (খ) সাইজ ১২" × ৪"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪৫.	৫৯৮৯ সত্যনারায়ণের পুথি (খ) সাইজ ১১" × ৪ $\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪৬.	৫৯৯০ গুরুবন্দনা (স) সাইজ ১২" × ৩ $\frac{১}{২}$"	দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪৭.	৫৯৯১ রামায়ণ (আদি কাণ্ড) (খ) সাইজ ১৩ $\frac{১}{২}$" × ৪ $\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪৮.	৫৯৯২ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১১" × ৪ $\frac{৩}{৪}$"	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৪৯.	৫৯৯৩ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য খণ্ড) (খ) সাইজ ১২" × ৫ $\frac{১}{২}$"	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৫৫০.	৫৯৯৪ সাধনভক্তি-নির্ণয় (খ) সাইজ ১৫″ × ৪ ৩/৪″	নরোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৫১.	৫৯৯৫ মোহমুদগর পুস্তক (খ) সাইজ ১০ ১/৪″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৫ বঙ্গাব্দ
৫৫৫২.	৫৯৯৬ রামায়ণ(লঙ্কা-কাণ্ড) (খ) সাইজ ১৩ ১/২″ × ৪ ১/২″	অদ্ভুতাচার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৭৪ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৭ খ্রি.
৫৫৫৩.	৫৯৯৭ কোকিল সংবাদ (খ) সাইজ ১০″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৯ সাল
৫৫৫৪.	৫৯৯৮ কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য (খ) সাইজ ৯″ × ৫ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৫৫.	৫৯৯৯ শনিরপাঁচালী (খ) সাইজ ১০″ × ৩ ৩/৪″	রাম যদুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী চান্দুরাম দাস	১২৩৯ সাল
৫৫৫৬.	৬০০০ শনিরপাঁচালী (খ) সাইজ ৯ ৩/৪″ × ৪ ১/২″	রাম যদুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৫৭.	৬০০১ মোহমুদগরপাঁচালী (খ) সাইজ ৯ ১/২″ × ৪ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৫৮.	৬০০২ লক্ষ্মীরচরিত্র (খ) সাইজ ৯ ১/২″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী শোভা রাম দাস	১২১২ শকাব্দ
৫৫৫৯.	৬০০৩ মঙ্গলচণ্ডীরপাঁচালী (খ) সাইজ ৯ ১/৪″ × ৩ ১/২″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬০.	৬০০৪ মোহমুগদরপাঁচালী (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনুমানিক ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬১.	৬০০৫ বিবাদ-কথন (খ) সাইজ ১৯″ × ১৩″	গোপাল ঠাকুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০২ বঙ্গাব্দ
৫৫৬২.	৬০০৬ পারিজাত-হরণ (খ) সাইজ ১০″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬৩.	৬০০৭ চাণক্য-শ্লোক (খ) সাইজ ৮ ৩/৪″ × ৩ ২/৩″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

৫৫৬৪.	৬০০৮ চম্পককলিকা (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬৫.	৬০০৯ রামকৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ ৯″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬৬.	৬০১০ সাধনভক্তি-তত্ত্ব (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬৭.	৬০১১ রামায়ণ (সুন্দরা কাণ্ড) (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬৮.	৬০১২ রামায়ণ (অরণ্য কাণ্ড) (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৬৯.	৬০১৩ চৈতন্যমঙ্গল : সন্ন্যাস খণ্ড (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ভবানী দাস	১২২১ বঙ্গাব্দ
৫৫৭০.	৬০১৪ পরমনিগম কথা (খ) সাইজ ১৩″ × ৫″	শ্রীকৃষ্ণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৭১.	৬০১৫ চৈতন্য-ভাগবত (আদি লীলা) (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১০ বঙ্গাব্দ
৫৫৭২.	৬০১৬ ঐ (অন্ত্যলীলা) (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৭৩.	৬০১৭ ওষধিকথন (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৭৪.	৬০১৮ নিমাইসন্ন্যাস (চৈতন্য মঙ্গল) (খ)	লোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	সুচিয়াম দাস	১১৬৪ বঙ্গাব্দ
৫৫৭৫.	৬০১৯ মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব) (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪″	রামচন্দ্র নারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৭৬.	৬০২০ ঐ (খ) সাইজ ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৭৭.	৬০২১ রামায়ণ (আদি পর্ব) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

৫৫৭৮.	৬০২২ রামায়ণ (লঙ্কা কাণ্ড) (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৭৯.	৬০২৩ বিষহরিরপাঁচালী (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	শ্রীভানু দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮০.	৬০২৪ রামায়ণ (আদি কাণ্ড) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮১.	৬০২৫ মহাভারত আদিপর্ব (খ) ১৪″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮২.	৬০২৬ রামায়ণ (অরণ্য-কাণ্ড) (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮৩.	৬০২৭ রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড) (খ) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৫″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮৪.	৬০২৮ বিজয়পাণ্ডব-কথা (বন-পর্ব) (খ) সাইজ ১৪″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	রাম নারায়ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮৫.	৬০২৯ হরিশ্চন্দ্ররাজার স্বর্গারোহণ (খ) সাইজ ১২″ × ৪″	মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৩৫ সাল
৫৫৮৬.	৬০৩০ চণ্ডী-মঙ্গল (কালকেতু ফুল্লরা উপাখ্যান) (খ) সাইজ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫″	মুকুন্দরাম চক্রাবর্তী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮৭.	৬০৩১ মহাভারত (আদি পর্ব) (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮৮.	৬০৩২ শ্রীরামবিজয় (লঙ্কা-কাণ্ড) সাইজ (খ) ১৪″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৮৯.	৬০৩৩ সত্যদেবেরপাঁচালী (খ) সাইজ ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৩″	দ্বিজ বিশ্বনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৯০.	৬০৩৪ ঐ (খ) সাইজ ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৩″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৯১.	৬০৩৫ রস-লীলা (রামায়ণ) (খ) সাইজ ১২″ × ৪$\frac{১}{২}$″	কবিচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীযদুনন্দন দাস	১২৭১ বঙ্গাব্দ

৫৫৯২.	৬০৩৬ রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড) (খ) সাইজ ১৩$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{৪}$"	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৯৩.	৬০৩৭ মহাভারত (আদিপর্ব) (খ) সাইজ ১৪" × ৪$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	সুবল	অজ্ঞাত
৫৫৯৪.	৬০৩৮ ব্যাধি-চিকিৎসা (খ) সাইজ ১৩" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৯৫.	৬০৩৯ ঐ (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$" × ৩$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৯৬.	৬০৪০ বাদ্য-বন্দনা (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$" × ৩$\frac{১}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৯৭.	৬০৪১ পদ্মাপুরাণ (খ) সাইজ ১৭" × ৫$\frac{১}{২}$"	বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও দ্বিজ বংশী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৯৯ বঙ্গাব্দ
৫৫৯৮.	৬০৪২ সত্যেরপাঁচালী (খ) সাইজ ১৬" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৯ শতকের ১ম পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৫৯৯.	৬০৪৩ মহাভারত (দুষ্টান্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান) (খ) সাইজ ১৬" × ৪"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু. ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০০.	৬০৪৪ মহাভারত (সভাপর্ব) (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০১.	৬০৪৫ মহাভারত (সভাপর্ব) (খ) সাইজ ১৪$\frac{১}{২}$" × ৪$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০২.	৬০৪৬ ঐ (খ) সাইজ ১৪$\frac{৩}{৪}$" × ৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০৩.	৬০৪৭ গৌরী-সংবাদ (খ) সাইজ ১০" × ৩$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০৪.	৬০৪৮ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড) (খ) সাইজ ১২$\frac{১}{৪}$" × ৫"	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০৫.	৬০৪৯ বৈষ্ণব মহিমাগ্রন্থ (স) সাইজ ১২" × ৩$\frac{৩}{৪}$"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭২০ খ্রি. বা ১৬৪২ শকাব্দ

৫৬০৬.	৬০৫০ শ্রীরসমঙ্গল গ্রন্থ (স) সাইজ $১০\frac{১}{২}'' \times ৫''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০৭.	৬০৫১ ভজন তত্ত্ব নিরূপণ (স) সাইজ $১৪\frac{১}{২}'' \times ৫''$	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬৩৪ শকাব্দ
৫৬০৮.	৬০৫২ চৈতন্যবিজয় গ্রন্থ (স)	দূবরাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬০৯.	৬০৫৩ জগন্নাথ বিজয় (স) সাইজ $১১\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	মুকুন্দ	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১০.	৬০৫৪ সিদ্ধিপ্রেম তত্ত্ব (খ) সাইজ $১০\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১১.	৬০৫৫ গোবিন্দদাসের পদাবলী (খ) সাইজ $১৩'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	গোবিন্দদাস	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের শেষ পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১২.	৬০৫৬ স্মরণমঙ্গল (খ) সাইজ $১১'' \times ৪\frac{১}{২}''$	গোবিন্দদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯০ বঙ্গাব্দ
৫৬১৩.	৬০৫৭ বৈষ্ণব দাস (খ) সাইজ $১১'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১৪.	৬০৫৮ শ্রীজয় গোস্বামীর স্মরণী টীকা (খ) সাইজ $১১'' \times ৪\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আনু ১৮ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১৫.	৬০৫৯ শ্রীচৈতন্যবিষয়ক সাইজ $১১\frac{১}{৪}'' \times ৩\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১৬.	৬০৬০ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক (খ) সাইজ $১১\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১৭.	৬০৬১ সাধনতত্ত্ব নির্ণয় (খ) সাইজ $৯\frac{১}{৪}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১৮.	৬০৬২ রত্নাবলী (খ) সাইজ $১১\frac{১}{৪}'' \times ৫''$	বিষ্ণুপুরী ঠাকুর	বিষ্ণুপুর	আনু. ১৮ শতকের ২য় পাদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬১৯.	৬০৬৩ পদাবলী সংগ্রহ (খ) সাইজ $১০\frac{১}{২}'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	বিদ্যাপতি, শিবসিংহ, বি রঞ্জন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

Note : দুরবাজ এক কবির নাম ড. শাহাজাহান একে কবির নাম হিসাবে গ্রহণ করেননি।

৫৬২০.	৬০৬৪ চৈতন্যভাগবত (খ) সাইজ ১১$\frac{৩}{৪}$" × ৫"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬২১.	১১৭৫ প্রহ্লাদ চরিত্র (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬২২.	১১৭৬ মহাভারত (ভীষ্ম পর্ব্ব) (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬২৩.	১১৭৭ জগন্নাথ মাহাত্ম্য (খ)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬২৪.	১১৭৮ মন ও আত্মার সংবাদ (খ)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬২৫.	১১৭৯ ভ্রমরগীতা (খ)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬২৬.	১১৮০ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) (খ)	অদ্ভুত আশ্চার্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৮ বঙ্গাব্দ
৫৬২৭.	১১৯০ তরণীসেনের যুদ্ধ (স)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৯ বঙ্গাব্দ
৫৬২৮.	১২৩০ মহাভারত (বিরাট পর্ব্ব) (স)	কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ বঙ্গাব্দ
৫৬২৯.	১২৩১ হরিভক্তি বিলাস লেশ (স)	কানাই দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬৩০.	১২৩২ জগন্নাথ বিজয় (স)	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৯ বঙ্গাব্দ
৫৬৩১.	১২৩৩ স্বরূপবর্ণনা (স)	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৪ বঙ্গাব্দ
৫৬৩২.	১২৩৫ একান্নপদ (স)	শ্রীগোবিন্দ দাস ঠাকুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৩ বঙ্গাব্দ
৫৬৩৩.	১২৩৬ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (স)	শ্রীলোচন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৩ বঙ্গাব্দ
৫৬৩৪.	১২৩৭ ভক্তি উদ্দীপন	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭৬৫ শকাব্দ
৫৬৩৫.	১২৩৮ প্রেম কল্পতরু (স)	রঘুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ
৫৬৩৬.	১২৩৯ চম্পক কলিকা (স)	শ্রীজীব গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ বঙ্গাব্দ
৫৬৩৭.	১২৪০ চম্পক কলিকা (স)	কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম দাস, বৃন্দাবন দাস, চণ্ডীদাস, নরহরি বিদ্যাপতি, লোচন দাস বংশী বদন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭০ বঙ্গাব্দ
৫৬৩৮.	১২৪২ বৈষ্ণব ধর্ম্ম	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৬ বঙ্গাব্দ
৫৬৩৯.	১২৪৩-A বৈষ্ণব লীলামৃত (স)	বৃন্দাবন দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
			র			
৫৬৪০.	ক্রমিক ৪১২।। পুথি ৫১২ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১১" × ৬"	দেবান আলি আলাউল দ্বিজ রামতনু বকসা আলি ভবানন্দ তনু ও আলি রাজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনু লিখিত
৫৬৪১.	ক্রমিক ৪১৩।। পুথি ৪৪৭ রাগমালা (খণ্ডিত) সাইজ ১২" × ৭"	চম্পাগাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কাশীনাথ দাস (পুষ্পিকা আলী)	১১৮৫ মঘী বা ১৮২৩ খ্রী.
৫৬৪২.	ক্রমিক ৪১৪।। পুথি ৪৩২ রাগমালানামা (খণ্ডিত) সাইজ ১৭" × ৬$\frac{১}{২}$"	ফাজিল নাসির-মুহম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	গোলাম আলী	প্রায় ২ শত বছর পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

৫৬৪৩.	ক্রমিক ৪১৫।। পুথি ৪৪৫ রাগমালা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৪ $\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্ণ লিখিত
৫৬৪৪.	ক্রমিক ৪১৬।। পুথি ৪৭১ রাগমালা সাইজ ১১″ × ৮″	গোলমোহাম্মদ খলিফা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্ণ লিখিত
৫৬৪৫.	ক্রমিক ৪১৭।। পুথি ৬৮৮ রাগমালা (খন্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৭″	ফাজিল নাসির মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্ণ লিখিত
৫৬৪৬.	ক্রমিক ৪১৮।। পুথি ২৪ রাগমালা সাইজ ১১″ × ৭″	দ্বিজ ভবানন্দ তনু ও রামতনু	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৮০-১০০ বছর পূর্ণ লিখিত
৫৬৪৭.	ক্রমিক ৪১৯।। পুথি ২৪ রাগমালা	দ্বিজ রামতনু	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬৪৮.	ক্রমিক ৪২০।। পুথি ২৪ রাগমালা (খণ্ডিত)	দ্বিজ রামতনু সওঁ খাঁ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬৪৯.	রাগমালা (এলোমেলো পুথি) (খণ্ডিত)	রামতনুর ভানতাসসম্বিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬৫০.	ক্রমিক ৪৩৭।। পুথি ৬৯২ রাহাতুল কুলুব (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	সৈয়দ নুরুদ্দিন আরবী-ফারসী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৯ মঘী সন (১৮৪৭ খ্রী.)
৫৬৫১.	ক্রমিক ৩৮-৩৯।। পুথি ৪৯-৫০ রাশি গণনার পুথি (খন্ডিত) সাইজ ১০ $\frac{১}{২}$″ × ৬ $\frac{১}{২}$″	হোসেন ফকির	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০১৬ মঘী সন (১৮৫৪ খ্রী.)
৫৬৫২.	ক্রমিক ৪৮২।। পুথি ৩৪৯ রাগমালা (খন্ডিত)	আলাউল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬৫৩.	ক্রমিক ৫৫৫।। পুথি ৪২০ রাগমালা	ফাজিল নাসির মোহাম্মদ আলীবাজা, আলাউল, চম্পাগাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯৭ মঘী (১৮৩৫ খ্রী.)
৫৬৫৪.	ক্রমিক ৫৬৪।। পুথি ৬৮৮ রাগমালা (খন্ডিত) সাইজ ১০ $\frac{১}{২}$″ × ৭″	ফাজিল নাসির-মুহম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মতিউল্লাহ	১২০৫ মঘী (১৮৪৩ খ্রী.)
৫৬৫৫.	রাধার সংবাদ; রিতের বারমাস	কমর আলী	চট্টগ্রাম (করুলডেঙ্গা	১৭ শতকের প্রথমার্ধ	কালিদাসনন্দী	১১৮৭ মঘী
৫৬৫৬.	ক্রমিক ৪২৩।। পুথি ৫৯৪ রসুল বিজয়া (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	জয়নুদ্দিন	অজ্ঞাত	(১৪৭৪-৮১ খ্রী)	কালিদাসনন্দী	১৫০-৭০ বছর পূর্ব লিখিত
৫৬৫৭.	ক্রমিক ৪২৪।। পুথি ১৩৮ রসুল বিজয়া (খণ্ডিত) সাইজ ১০″ × ৭″	শেখ চান্দ	ত্রিপুরা	১৬ শতক	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্ব লিখিত
৫৬৫৮.	ক্রমিক ৪২৫।। পুথি ১৩২০ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১৭″ × ৫ $\frac{১}{৪}$″	শেখ চান্দ	ত্রিপুরা	১৬ শতক	মোহাম্মদ আশরাফ	প্রায় ২০০ বছর পূর্ব লিখিত
৫৬৫৯.	ক্রমিক ৪২৬।। পুথি ৬-৩ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১৫″ × ৫″	শেখ চান্দ	ত্রিপুরা	১৬ শতক	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছর পূর্ব লিখিত

Dhaka University Institutional Repository

৫৬৬০.	ক্রমিক ৪২৭-২৮।। পুথি ২১০-১১ রসুলচরিত ওফাত-ই-রসুল (খণ্ডিত) সাইজ ১১½" × ৭"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রশালা)	৯৯২ ফিতা (১৫৮৪ খ্রী.)	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্ব লিখিত
৫৬৬১.	ক্রমিক ৪২৯।। পুথি ২৮০ রসুল চরিত সাইজ ১৭" × ৪"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রশালা)	৯৯২ (১৫৮৪ খ্রী.)	শ্রীনজর মহাশ্রদ দিনস্য	২২০ বছর পূর্ব অনুলিখিত
৫৬৬২.	ক্রমিক ৪৩০।। পুথি ৬১৪ রসুল চরিত সাইজ ১৭" × ৫"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রশালা)	৯৯২ (১৫৮৪ খ্রী.)	অজ্ঞাত	প্রায় ২০০ বছরে পূর্ব অনুলিখিত
৫৬৬৩.	ক্রমিক ৪৩১।। পুথি ৬৬৭ রসুল চরিত (খন্ডিত) সাইজ ১১½" × ৭"	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম (চক্রশালা)	৯৯২ (১৫৮৪ খ্রী.)	কালিদাসনন্দী	১৫০ বছরে পূর্ব অনুলিখিত
			দ			
৫৬৬৪.	ক্রমিক ১৮৮।। পুথি ১৮২ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১১" × ৭"	সৈয়দ নুরুদ্দিন আরবী যেতে অনুদিত	চট্টগ্রাম	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৬৫.	ক্রমিক ১৮৯।। পুথি ৩৮৬ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১১½" × ৬½"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	শতাধিক বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৬৬.	ক্রমিক ১৯১।। পুথি ৫৫১ দাকায়েকুল হাকায়েক (খন্ডিত) সাইজ ১১" × ৬½"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৬৭.	ক্রমিক ১৯২।। পুথি ৬০১ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ১১½" × ৭"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	৯০-১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৬৮.	ক্রমিক ১৯৩।। পুথি ১৮৫ ঐ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৩" × ৮"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৬৯.	ক্রমিক ১৯৭।। পুথি ৫০৯ ঐ (সম্পূর্ণ) সাইজ ৬⅓" × ৫½"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১২১১ সন বা ১১৬৬ মঘী সন বা ১৮০৪ খ্রী.
৫৬৭০.	ক্রমিক ১৯৮।। পুথি ৪৯৯ ঐ (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮½" × ৬"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৭১.	ক্রমিক ১৯৯।। পুথি ৭৭২ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ৮½" × ৫"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	৭০-৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৭২.	ক্রমিক ২০০।। পুথি ৬৯০ ঐ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১½" × ৭"	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	অজ্ঞাত	১৮৬০ খ্রী. পূর্বে অনুলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

৫৬৭৩.	ক্রমিক ২০১।। পুথি ১৮০ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	কালিদাস নন্দী (পুষ্পিকা আছে)	শতাধিক বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৭৪.	ক্রমিক ২০২।। পুথি ৩৮৭ ঐ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৭ বঙ্গাব্দ	আজিজুর রহমান (পুষ্পিকা আছে)	১৮৫৩ খ্রী. অনুলিখিত
৫৬৭৫.	ক্রমিক ২০৪।। পুথি ৬২৪ ঐ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৮ মঘী সাল (১৮৬৬ খ্রী.)
৫৬৭৬.	ক্রমিক ২০৫।। পুথি ৪০১ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ৮″ × ৫″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রমজান আলী	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৭৭.	ক্রমিক ২০৬।। পুথি ২১৯ দর্জ্জাল নামা সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৫ মঘী সন (১৮৫৩ খ্রী.)
৫৬৭৮.	ক্রমিক ২০৭।। পুথি ৬১০ দর্জ্জালনামা সাইজ ১১″ × ৮″ আঙ্গুল পরিমিত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৭৯.	ক্রমিক ১৮০।। পুথি ১৮০ তালনামা (খণ্ডিত) সাইজ ১৩″ × ৮″	দানিশ কাজি ও মোহাম্মদ আজিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬৮০.	ক্রমিক ১৮১।। পুথি ৪৭২ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৭″	জীবন আলী ও ভবানন্দ তনু	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মাল্লব দেব	শতাধিক বছরের পূর্ব অনুলিখিত
৫৬৮১.	ক্রমিক ১৮২।। পুথি ৪৬৫ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৭″	বকসা আলী ও দানিশ কাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ মঘী সন (১৮৫০ খ্রী.) পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৮২.	ক্রমিক ১৮৩।। পুথি ৩৫০ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ রামতনু পক্ষানন্দ, রাম-গোপাল	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৮৩.	ক্রমিক ১৮৪।। পুথি ৪৫২ তালনামা সাইজ ৭″ × ৫″	ফাজিল নাসির মুহম্মদ	চট্টগ্রাম	১৭২৭ খ্রী.	শ্রী সাহাং আকবর (পুষ্পিকা আছে)	১৭০ বছর পূর্ব অনুলিপিত
৫৬৮৪.	ক্রমিক ৪৬৬।। পুথি ২৩৫ তালনামা (খণ্ডিত)	চম্পা গাজী ও বকসা আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৬৮৫.	ক্রমিক ১৭১।। পুথি ৬৯৪ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১২$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	শেখ চান্দ	কোদাশা পরগনার ডুক গ্রাম	১৬/১৭ শতকে লিখিত	শ্রী পাঅছি (পুষ্পিকা আছে)	১২০৯ মঘী সন
৫৬৮৬.	ক্রমিক ১৭২।। পুথি ৬৩৪ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	শেখ চান্দ	কোদাশা পরগনার ডুক গ্রাম	১৬/১৭ শতকে	শ্রী হিন তুফান আলি মিআজী (পুষ্পিকা আছে পৃ. ১৯৬)	১২১১ মঘী (১৮৪৯ খ্রী.)
৫৬৮৭.	ক্রমিক ১৭০।। পুথি ৩৮৯ তুতিনামা সাইজ ১২″ × ৬″	মোহাম্মদ নকি	চট্টগ্রাম	১৬৭৫-১৭৬৫ খ্রী. লিখিত	অজ্ঞাত	শতাধিক বছরের পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৮৮.	ক্রমিক ১৬৯।। পুথি ২৮৯ তোতি-ময়না (খণ্ডিত) সাইজ ৯″ × ৬″	সলিমউদ্দীন	চট্টগ্রাম	উনিশ শতকের শেষার্ধে	অজ্ঞাত	৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত

(দ্র. কবি শেখচাঁদ, মুহম্মদ এনামুল হক-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪২ ২য়. বি)

৫৬৮৯.	ক্রমিক ১৮৫।। পুথি ৬৫৯ তোহফা (খণ্ডিত) সাইজ ৮″ × ৬″	আলাউল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৯০.	ক্রমিক ১৮৬।। পুথি ৬৪৪ তোহফা (খন্ডিত) সাইজ ১২″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	১৬৬৩ খ্রী. বা ১০৭৩ হিজরী	ভোলগাজি দরদী (পুষ্পিকা আছে)	১১৭২ মঘী সন (১৮১০ খ্রী.)
৫৬৯১.	ক্রমিক ১৮৭।। পুথি ৬৪৩ তোহফা (খন্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	সৈয়দ ওয়াশীল	শতাধিক বছর পূর্বে লিখিত
			জ			
৫৬৯২.	ক্রমিক ১৩৩।। পুথি ৬১ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১০$\frac{1}{2}$″ × ৬″	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি	চট্টগ্রাম	১৬৭২-৭৩ খ্রী.	চুনু মিয়া (পুষ্পিকা আছে)	প্রায় ১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৯৩.	ক্রমিক ১৩৪।। পুথি ৭৮০ ক জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ৯″ × ৫″	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৯৪.	ক্রমিক ১৩৫।। পুথি ৫৬৬ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১৪$\frac{1}{2}$″ × ৬″	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি	চট্টগ্রাম	ঐ	ছুপদর আশি	প্রায় ১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৬৯৫.	ক্রমিক ১৩৬।। পুথি ১২৬ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬০″	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৫৬৯৬.	ক্রমিক ১৩৭।। পুথি ৫৮০ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৫৬৯৭.	ক্রমিক ১৩৮।। পুথি ৫০৮ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৫৬৯৮.	ক্রমিক ১৩৯।। পুথি ৫৭২ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১০$\frac{1}{2}$″ × ৬″	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৫৬৯৯.	ক্রমিক ১৪০।। পুথি ২১৩ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৫৭০০.	ক্রমিক ১৪১।। পুথি ৪৮ জেবলমুলুক সমারোখ (খন্ডিত) সাইজ ১৯″ × ৬″	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৫৭০১.	ক্রমিক ১৪২।। পুথি ৫১৮ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৮″	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৫৭০২.	ক্রমিক ১৫৮।। পুথি ৫৬৬ তমিম গোলাল-চতুম্বছিলাল (খন্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭০৩.	ক্রমিক ১৬০।। পুথি ৬৩৭ ঐ	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭০৪.	ক্রমিক ১৬১।। পুথি ৬৩০ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১২″ × ৭″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭০৫.	ক্রমিক ১৬২।। পুথি ৫৭৩ ঐ (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১$\frac{1}{2}$″ × ৭″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম	অজ্ঞাত	১২০৯ মঘী সন (১৮৪৭ খ্রী.)

Dhaka University Institutional Repository

৫৭০৬.	ক্রমিক ১৬৩।। পুথি ৪৯৭ ঐ (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম	কালিদাস নন্দী	১৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭০৭.	ক্রমিক ১৬৪।। পুথি ৫৪ ঐ (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম	কালিদাস নন্দী	১৬০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭০৮.	ক্রমিক ১৬৫।। পুথি ১১৯ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭০৯.	ক্রমিক ১৬৬।। পুথি ১১৮ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	(পুষ্পিকা আছে)	নিয়ামত আলী	৮০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭১০.	ক্রমিক ১৬৭।। পুথি ৫২৪ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	(পুষ্পিকা আছে)	অজ্ঞাত	১২০৩ মঘী সন (১৮৪১ খ্রী.)
৫৭১১.	ক্রমিক ১৬৮।। পুথি ৩৬৮ ঐ (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ আলি রাজা	ত্রিপুরা	(পুষ্পিকা আছে)	অজ্ঞাত	প্রায় ১২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭১২.	ক্রমিক ৪৬৬।। পুথি ২৩৫ তালমালা	চম্পাগাজী, বকশাগাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৭১৩.	ক্রমিক ১৭৩।। পুথি ৬৩৫ তম্বিরতন্নেছা (সম্পূর্ণ) সাইজ ৮″ × ৬$\frac{১}{২}$″	মালে মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	১৮৫৫ খ্রী.	অজ্ঞাত	৮০-৯০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭১৪.	ত্রাণপথ	মুহম্মদ হামিদুল্লাহ খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	মির আহম্মদ আলি (পুষ্পিকা আছে)	১২৭৭ বঙ্গাব্দ
৫৭১৫.	ক্রমিক ১৭৭।। পুথি ৭০০ তাগ্যাই বচন (খণ্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত বৈদ্যক চিকিৎসাশাস্ত্রী গ্রন্থ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শতাধিক বছরের পূর্ব অনুলিখিত
৫৭১৬.	ক্রমিক ১৭৮।। পুথি ৪৪৩ তালনামা (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৪″	শ্রীমাহাম্মদ কারকন	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭১৭.	ক্রমিক ১৭৯।। পুথি ৪৪৮ তালমালা (খন্ডিত) সাইজ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	ফাজিল নাসির মুহম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯০ মঘী সন (১৮২৮ খ্রী.)
৫৭১৮.	ক্রমিক ১০৩।। পুথি ৫৮৪ গানের পুথি সাইজ ১০″ × ৬″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নজীর উল্লাহ	১২২৩ মঘী সন (১৮৬১ খ্রী.)
৫৭১৯.	ক্রমিক ১০৪।। পুথি ৫৮৫ গানের পুথি সাইজ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$″	(প্রক্ষেপ আছে)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মাহাদুম আলী	১২২৫ মঘী সাল (১৮৬৩ খ্রী.)
৫৭২০.	ক্রমিক ১০০।। পুথি ৪১৮ গীতাবলী সাইজ ৭″ × ৫$\frac{১}{২}$″	নওয়াজিস খাঁ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭২১.	ক্রমিক ১০১।। পুথি ৪১৯ গীতাবলী (খন্ডিত) সাইজ ৮″ × ৬″	নওয়াজিস খাঁ	চট্টগ্রাম	১৭৮৯ খ্রী. (শকাব্দে লিখিত)	আকবর	১২৩৮ মঘী সাল

মৎপ্রণীত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন পুথির বিষয়ে ঃ ১৫০ পৃ. ১ম খণ্ড
পূর্ণিমা সাহিত্য-সংহিতা ও সাহিত্য পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

৫৭২২.	ক্রমিক ১০২।। পুথি ৪২০ গীতাবলী (খন্ডিত) সাইজ ৮″ × ৫ ১/২″	নোয়াজিস খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭২৩.	ক্রমিক ১০৩।। পুথি ১৬২ গীতাবলী	আকরর আলী মনসুর আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৭২৪.	ক্রমিক ১০৭।। পুথি ৪২৪ গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৬″	শেখ ফয়জুল্লাহ	দক্ষিণ রায়ের অধিবাসী	ষোড়শ শতকের কবি	অজ্ঞাত	২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭২৫.	ক্রমিক ১০৮।। পুথি ৩০৬ গোরক্ষ বিজয় (খন্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৫ ১/৩″	শেখ ফয়জুল্লাহ	দক্ষিণ রায়ের অধিবাসী	ষোড়শ শতকের কবি	অজ্ঞাত	২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭২৬.	ক্রমিক ১০৯।। পুথি ৩১৭ গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৬″	ঐ	দক্ষিণ রায়ের অধিবাসী	(কবীনন্দ্রদাস গায়েন ছিলেন)	ভীম দাস, শ্যাম দাস	২৫০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭২৭.	ক্রমিক ১১০।। পুথি ৩১৬ গোরক্ষ বিজয় (সম্পূর্ণ) সাইজ ১৪″ × ৪ ১/২″	ঐ	ঐ পুষ্পিকা আছে	অজ্ঞাত	শ্রী ডেমেন পাট্টরি	১৭৭৭ খ্রী.
৫৭২৮.	ক্রমিক ১১১।। পুথি ৫৪৪ গোরক্ষ বিজয় (খন্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৬″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮১ মঘী সন (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ)
৫৭২৯.	ক্রমিক ১১২।। পুথি ৩০৪ গোরক্ষ বিজয় (খন্ডিত) সাইজ ১৪″ × ৫ ১/২″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্রায় ২২০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭৩০.	ক্রমিক ১১৩।। পুথি ৩০৫ গোরক্ষবিজয় (খন্ডিত) সাইজ ১৬″ × ৫ ১/২″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭৩১.	ক্রমিক ১১৪।। পুথি ৩১৫ গোরক্ষ বিজয় সাইজ ১৪″ × ৪″	ঐ	অজ্ঞাত	ষোড়শ শক	শ্যামদাস সেন	১২৬৭ মঘী (১৯০৫ খ্রী.)
৫৭৩২.	ক্রমিক ১১৫-১১৬।। পুথি ৬০২-৩ গোরক্ষ বিজয় (খন্ডিত) সাইজ ৮″ × ৬ ১/২″	দয়াল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ওয়াজুদ্দিন গরীব মিচকিন	১২২৩ মঘী সন (১৮৬১ খ্রী.)
৫৭৩৩.	ক্রমিক ১০৫।। পুথি ৬৭৭ গুলিস্তাঁর অনুবাদ (খন্ডিত) সাইজ ১০″ × ৬ ১/২″	আবদুস ছামাদ	চট্টগ্রাম সুলু করা হয়	১৮ শতকের শেষের দিকে	অজ্ঞাত	১২০ বছর পূর্বের অনুলিখিত
৫৭৩৪.	ক্রমিক ৫৮৫।। গুল সুনুবরের উপাখ্যান	মোহাম্মদ আকবর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৭৩৫.	ক্রমিক ৯৭।। পুথি ৪১৭ গুলে বকাউলী (খন্ডিত) সাইজ ১১ ১/২″ × ৭″	মোহাম্মদ মুকীম	চট্টগ্রাম	১৭৭০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	১২১৮ মঘী সন (১৮৫৬ খ্রী.)
৫৭৩৬.	ক্রমিক ৯৮।। পুথি ৪২৭ গুলে বকাউলী সাইজ ১৪″ × ৬″	মোহাম্মদ নওয়াদিস খান	চট্টগ্রাম সুখছড়ি গ্রাম	১০০০-১১২৭ মঘী সনের মধ্যে নিঘিৎ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৭৩৭.	গুলে বকাউলী (কয়েকটি গান)	এরাদৎ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

			চ			
৫৭৩৮.	চারি মোকামের ভেদ	আবদুল হাকিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
			ক			
৫৭৩৯.	ক্রমিক ৬৭।। পুথি ১৭৫-৭৬ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৭″	শেখ মুতালিব	ঐ	অজ্ঞাত	মুহম্মদ ইউসুফ	১৯৮০ মঘী সন বা ১৮১৮ খ্রী.
৫৭৪০.	ক্রমিক ৬৮।। পুথি ৪৫৬ কিফায়তুল মুসল্লিন (খণ্ডিত) সাইজ $৮\frac{১}{৩}$″ × $৫\frac{১}{৩}$″	শেখ মুতালিব	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭৪১.	ক্রমিক ৬৯।। পুথি ৫৭৮ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৬″	শেখ মুতালিব	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড গ্রাম (পুষ্পিকা আছে)	৯৫৮ হিজরী বা ১৫৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ। সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম। যেই দিনে সাঙ্গ হইল পুস্তক তা বাস তা মাসে = ৪৮১ এবাদত = ৪৭৭ = ৯৫৮ হিজরী	শ্রীমদরল্লা	১২২৪ মঘী সন (১৮৬২ খ্রী.)
৫৭৪২.	ক্রমিক ৭০।। পুথি ৫০২ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) সাইজ ১১″ × ৮″	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	পূর্বপ্রতি ধ্বনি নামক চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত	অজ্ঞাত	১০০ বছর পূর্বে অনুলিখিত
৫৭৪৩.	ক্রমিক ৭১।। পুথি ৬৪৬ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ $১১\frac{১}{২}$″ × $৭\frac{১}{২}$″	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৫৭৪৪.	ক্রমিক ৭২।। পুথি ৬২৫ কিফায়তুল মুসল্লিন (খন্ডিত) সাইজ ১১″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
৫৭৪৫.	ক্রমিক ৭৩।। পুথি ১৭৫ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) সাইজ $১১\frac{১}{২}$″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ (পুষ্পিকা আছে পৃ. ৭৬)	শ্রীআহদ আলী	ঐ
৫৭৪৬.	ক্রমিক ৭৪।। পুথি ১৭৬ কিফায়তুল মুসল্লিন (সম্পূর্ণ) সাইজ ৬″ × ৯″	ঐ	অজ্ঞাত	(পুষ্পিকা আছে পৃ. ৭৬)	যাতে মুহম্মদ	১১৭৩ মঘী সাল (১৮১২ খ্রী.)

পুষ্পিকা-ও প্রক্ষেপ এই অনুলিপিতে বিদ্যামান

প্রক্ষেপ-শেষের পৃষ্ঠায় কোরআনের ত্রিশ হরফের কথা স্থান পেয়েছে-উক্ত পুথি নং ১৭৬ যা ১৭৫ পুথিতে অনুপ্রবেশ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকে নিম্নোক্তগুলো বাংলা পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে।

তালিকা তৈরী করেছেন জনাব মুশামিয়া (২৫/৩/১৯৮৮ সালে)

৫২, ৪৮২, ৫৫৯-বি, ৫৭১, ৭৩৮, ৮৭১, ৮৭৩-D. ৮৭৬, ৮৯৩, ১০৯১. ১১১০-বি, ১১১০-সি, ১১১০-ডি, ১১১০-ই, ১১১০-এফ, ১১১০-জি, ১১৪০, ১২৪৯, ১৩৩৭০এফ, ১৩৪৮-এ, ১৬০৪, ২০২৫-A, ২০২৫-O, ২০২৫-P, ২০২৯, ২৫৭৯, ২৬৫৮, ২৬৫৯, ২৮০৪, ২৮৯১, ২৮৯৯, ২৯০১, ৩০৯৯, ৩৯৮৮, ৩৯৯২, ৪০০০, ৪০৫৭, ৪০৫৮, ৪০৫৯, ৪০৬০, ৪০৬১, ৪০৬২, ৪০৬৩, ৪০৬৭, ৪০৬৮, ৪০৭৪, ৪০৭৫, ৭০৭৬, ৪১৫৩, ৪১৭১, ৪৩৫৪, ৪৬০৯ (দাস বিক্রয়ের দলিল), ৪৬৮৯-এ, ৪৭০০, ৪৮২২, ৫০৮৪, ৫১৩৯, ৫৫৪০, ৫৫৭৬, ৫৫৮২, ৫৫৮৫,

ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া কর্তৃক পরিচালিত পুথি ক্রমিক-৫৬০৫ থেকে ৬৮৫১ পর্যন্ত পুথি সমূহের মধ্যে ৫৬১২, ৫৮২৩, ৬৩৫৬ পাওয়া যায়নি।

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহভুক্ত পুথি ক্রমিক ১-৫৮৫ পর্যায় পুথিগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলো পাওয়া যায় নি- ১৯, ২০, ২১, ১৩৬, ১৫১, ২১৬, ৩৪৪, ৩৫৫, ৪২৬, ৫৩৯, ৫৭৮,

কৃষ্ণদাস আচার্য সংগ্রহভুক্ত পুথি-১-৫৭ পর্ব, পুথিগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় নি- কে-১২, কে-২০, কে-৪৬, কে-৯০৩, কে-১০৮, কে-১০৯, কে-১১১, কে-১২০ এ, কে-১২১, কে-১৯৭, কে-২৩৪, কে-২৯৩, কে-২৯৪, কে-৩০৩, কে-৩৩১, কে-৩৭৩-এ, কে-৩৭৪, কে-৩৭৫, কে-৪৮৫ সি, কে-৫২২, কে-৫৩৩, কে-৫৬৫, কে-৫৬৪,

মনীন্দ্রনাথ সমাজার পরিচায়িদ ও পুথি ১-৮ম খণ্ড ক্রমিক সংখ্যা-২৯০০১-৩১০০০ মধ্যে নিম্নোক্তগুলো পাওয়া যায় নি ৩০৭৩, ৩০৭১। এ. বি. এস হবিবুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত ডেসক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ অব ওরিয়েন্টাল ম্যানুক্রিপ্টস ইন দি ঢাকা ইউভারসিটি লাইব্রেরী পার্টওয়ান পুথি পাওয়া যায়নি D.V. ৫৮, D.V. ৫৯, D.V. ৬০, D.V. ৭৫ (A).

অপ্রাপ্ত পুথির সর্বমোট সংখ্যা ৫৪৪ এগুলি ১ থেকে ৮৩ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বিবৃত করা হয়েছে।

স্বাক্ষর করেছেন-শামসুল হুদা মিয়া
১৫/৩/৮
সিরাজুল ইসলাম
২৫/৩/৮৮
মুশামিয়া ২৫/৩/৮৮

লিখেছেন- ড. মোতাহার হোসেন
ড.মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া
মো: লিয়াকত আলী

এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা যেকে ৫৪০ খানা পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি হারিয়ে গেছে অনেক পূর্বে। এছাড়াও আরো ২০০০ (দুই হাজার) পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে। এই হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি বাংলাদেশের বাইরে পাচার হয়ে গেছে। ভারতসহ আরো কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রে পাচার হয়েছে। অত্র লাইব্রেরীতে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে- যারা অতি সহজে বিদেশীদের হাতে নাম মাত্র টাকার বিনিময়ে পাচার করছে। নোট খাতায় উল্লেখ করে কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কোথায় এবং কেন যায় সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কোন উচ্চ-বাচ্য করছে না? তারাও রহস্যজনকভাবে নিরব থাকছেন। এভাবে পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি হারিয়ে যেতে থাকলে দেখা যাবে-অত্র লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপি অবশিষ্ট থাকবে না। পাণ্ডুলিপি বিভাগ নামে একটা আলাদা বিভাগ হওয়া উচিত। তাহলে আর চুরি বা পাচার হতে পারবে না এবং মধ্য যুগের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি সম্পাদিত হতে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

র

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকার	লিপিশাল	নাই
৫৭৪৭	রসুল বিজয় (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ১	শেখ চান্দ	নারায়নপুর (চাদপুর)	আবুল হুসন	১২৬৩ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৪৮	রসূল বিজয় (খণ্ডিত) বা. এ-নং - ৩	শেখ চান্দ	জগৎপুর	সমন-গাজী, ধনগাজী	১১২৭ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৪৯	রসুল বিজয় (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৪	শেখ চান্দ	জগৎপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫০	রসুল বিজয় (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৫	শেখ চান্দ	তেতৈয়ারা (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫১	রসূল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৭	শেখ চান্দ	পাইটকারা (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫২	রসুল বিজয় (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ১৯	শেখ চান্দ	শিকারপুর	পিয়ার মাহমুদ	ঐ	নাই
৫৭৫৩	রসুল বিজয়– (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২৮	শেখ চান্দ	শাহদৌলতপুর, ময়নামতী	মির্জা গাজী হেন্দর নন্দন হির্ন্য কালা, সমন গাজী, সত্রক ডেঙ্গু হির্ন্য সাত্র নন্দি:	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫৪	রসূল বিজয়- (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৩১	শেখ চান্দ	ঝাড়েশ্বর (বুড়িচং)	শ্রীআছ মা	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫৫	রসুল বিজয় (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৩২	শেখ চান্দ	জগৎপুর	শ্রীশেখ মসনদ্রে আলী মিএাজী	১২৭১ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৫৬	রসূল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৩৬	শেখ চান্দ	পূর্ণমতী, বুড়িচং	আজিমদ্দিন	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৩৭	শেখ চান্দ	পুর্নমতী, বুড়িচং	সানাগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫৮	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ৪১৬	শেখ চান্দ	সাহেবাবাদ্র	শ্রীসএক ডেঙ্গু	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৫৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৪৩	শেখ চান্দ	শাহদৌলতপুর	শ্রীআজমত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৬০	রসুল বিজয় - (সম্পূর্ণ) বা. এ. নং- ৪৬	শেখ চান্দ	কণ্ঠনগর	কালাগাজী, ওলদ্রে দৌলতগাজী শ্রী সাত্রক কানাই	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৬১	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৪৯	সৈয়দ নুরদ্দিন	রামধনপুর	অজ্ঞাত	১২৫৪ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৬২	রুহুনামা - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৬৮	শেখ চান্দ	পদুয়া, ধামতী, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৬৩	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ৯৩	শেখ চান্দ	মুহম্মদপুর	আবদুর রহমান	১৩০৯ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৬৪	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১০০	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	আপ্তাবদ্দীন	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৬৫	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১১৫	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৬৬	রসূল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৫৯	শেখ চান্দ	খিরহিকান্দী, মাধাইয়া বাজার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৬৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৬৩	শেখ চান্দ	মনোহরপুর, বুড়িচং	শ্রীহির্ন্য হাসনাগাজী	১২১০ অথবা ১২১১ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৬৮	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৬৭	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীমোহাম্মদ রৌওসন	১২৫২-৫৩-৫৪ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৬৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৭৫	শেখ চান্দ	ভোরল্লা ইউনিয়ন (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	১২৩৫-১২৩৬ বঙ্গাব্দ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৭৭০	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৮৩	শেখ চান্দ	বাগমারা, দেবীদ্বার (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	১২২৭ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৭১	রসূল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৯৫	শেখ চান্দ	এলাহবাদ, দেবীদ্বার গঙ্গামণ্ডল (কুমিল্লা)	শ্রীহাছুন আলী	১২৭৮, ১২৮০ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৭২	রসূল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৯০	শেখ চান্দ	পূর্ণমতি, বুড়িচঙ্গ (কুমিল্লা)	গাওয়াছ উদ্দীন খন্দকার	১২৬০ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৭৩	রসূল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২০৪	শেখ চান্দ	ফতেহাবাদ (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	১২৩৪ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৭৪	রসুল বিজয়- (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ২০৫	শেখ চান্দ	ফতেহাবাদ (কুমিল্লা)	শ্রী মোহাম্মদ শরীফ	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৭৫	রসুল বিজয়- (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ২০৯	শেখ চান্দ	বল্লভপুর, ধামতী, (কুমিল্লা)	শ্রীনওয়ার আলী	১২৮৬ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৭৬	রসুল বিজয়- (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ২১৮	শেখ চান্দ	সুলতানপুর, বরকান্ডা দেবীদ্বার (কুমিল্লা)	শ্রীরজ্জব আলী	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৭৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২২০	শেখ চান্দ	বকরীকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবীদ্বার (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	১২৭৬ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৭৮	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২২১	শেখ চান্দ	বকরীকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবীদ্বার (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৭৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২২২	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীহাইদর আলী	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৮০	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২২৩	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীহাইদর আলী	১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ	নাই
৫৭৮১	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২২৫	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীসেক বিনদ	১২৪৬/ ৪৭ বাংলা সন, বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৮২	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২২৯	শেখ চান্দ	সানপুর (কুমিল্লা)	শ্রীকানাই শেখ	১২১০ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৮৩	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৩১	শেখ চান্দ	তালতলা, ধামতী (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৮৪	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৩২	শেখ চান্দ	মোহাম্মদপুর, ধামতী (কুমিল্লা)	শ্রীআমির মোহাম্মদ	১২৫০-৫১ সন	নাই
৫৭৮৫	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৩৩	শেখ চান্দ	মোহাম্মদপুর, ধামতী (কুমিল্লা)	শ্রীমোহাম্মদ আজিম	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৮৬	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২৩৪	শেখ চান্দ	মঘপুষ্করিণী ধামতী, (কুমিল্লা)	শ্রীশেখ কানাই	১২১২ বঙ্গাব্দ	নাই
৫৭৮৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৩৫	শেখ চান্দ	তুলাগাঁও	শীফতে মোহাম্মাখন, শ্রীকানাই	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৮৮	রসুল বিজয়- (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২৩৮	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৮৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২৪৪	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রী-সএক হেঙ্গুর নন্দন ও কালাগাজী	১২২২ সন	নাই
৫৭৯০	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৪৪	শেখ চান্দ	ভাটপারা (কুমিল্লা)	শ্রীআরবান সাহেদা	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৯১	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৪৫	শেখ চান্দ	রত্নবতী (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৯২	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৬১	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২১০ সন	নাই
৫৭৯৩	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৬৪	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীআনআর গাজী	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৭৯৪	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৬৫	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রী পীর্জাগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৯৫	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৬৬	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৯৬	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৬৯	শেখ চান্দ	ধামতী, দেবীদ্বার (কুমিল্লা)	শ্রীশেখ বাহরাম	১২১৭ সন	নাই
৫৭৯৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৭৩	শেখ চান্দ	দক্ষিনখার, ধামতী (কুমিল্লা)	শ্রীশেখ বাহরাম	১২৪০ সন	নাই
৫৭৯৮	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৭০	শেখ চান্দ	সানাউল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৭৯৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৮০	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীশেখ নাছির	১২১১১ সন	নাই
৫৮০০	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৮৪	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীজিয়াগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৮০১	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৮৬	শেখ চান্দ	শিবরামপুর, বুড়িচঙ্গ (কুমিল্লা)	শ্রীজিয়াগাজী	১২৪৩ সন	নাই
৫৮০২	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ২৯৪	শেখ চান্দ	কণ্ঠনগর, বুড়িচঙ্গ (কুমিল্লা)	শ্রী আলাবক্স	১২৪৩ সন	নাই
৫৮০৩	রসুল বিজয় - (সম্পূর্ণ) বাং. এ. নং - ২৯৮	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীশেখ মহাম্মদ্র অধি	১২৪৭	নাই
৫৮০৪	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩০৫	শেখ চান্দ	খারাতাইয়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮০৫	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩০৮	শেখ চান্দ	পদ্মকুট, ধামতী দেবীদ্বার (কুমিল্লা)	শ্রীআমানউল্যা	অজ্ঞাত	নাই
৫৮০৬	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩০৯	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রী আসক মীজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৮০৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩১১	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	আমির মামুদ	অজ্ঞাত	নাই
৫৮০৮	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩১৫	শেখ চান্দ	বারুড়, গঙ্গামণ্ডল দেবীদ্বার (কুমিল্লা)	আমানউল্ল্যা	অজ্ঞাত	নাই
৫৮০৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩২৩	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীদোনাগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৮১০	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩২৬	শেখ চান্দ	চৌকনন্দী, ভোরাজগতপুর লাকসাম (কুমিল্লা)	শ্রীনওয়াজআলী	১২৬৯ সন	নাই
৫৮১১	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩২৭	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮১২	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩২৮	শেখ চান্দ	মীরপুর, ময়নামতি (কুমিল্লা)	শ্রীশেখ বাহরাম	১২৪৬ সন	নাই
৫৮১৩	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩২৯	শেখ চান্দ	মীরপুর, ময়নামতি (কুমিল্লা)	শ্রীমোহাম্মদ আশক	অজ্ঞাত	নাই
৫৮১৪	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৩৮	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীআসক মিজী	১২১১ সন	নাই
৫৮১৫	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৩৯	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮১৬	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৪০	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৪৯ সন	নাই
৫৮১৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৪২	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীআছু মাহাম্মদ	অজ্ঞাত	নাই
৫৮১৮	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৪৩	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীআছু মাহাম্মদ	অজ্ঞাত	নাই
৫৮১৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৪৮	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮২০	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৫২	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮২১	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৬১	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	নূর বক্শ	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৮২২	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৬৯	শেখ চান্দ	জিন্নতপুর, দেবিদ্বার (কুমিল্লা)	শ্রীসফরদ্দিন	১২৯৯ সন	নাই
৫৮২৩	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৭৯	শেখ চান্দ	ক্ষিরাইকান্দি মাধাইয়া, (কুমিল্লা)	শ্রীরহমত আলী	১৩০৬	নাই
৫৮২৪	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৮৪	শেখ চান্দ	ক্ষিরাইকান্দি, মাধাইয়া (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮২৫	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৮৫	শেখ চান্দ	আছাদনগর, গঙ্গামাঙ্গ বুড়িচঙ্গ (কুমিল্লা)	শ্রীশেখ কানাই	অজ্ঞাত	নাই
৫৮২৬	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৮৬	শেখ চান্দ	মুরাদনগর (কুমিল্লা)	শ্রীমোহাম্মদ মিয়া জমিরদ্দিন	১২৪৪ সন	নাই
৫৮২৭	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৮৭	শেখ চান্দ	মুরাদনগর	শ্রীসুন্দর আলী	অজ্ঞাত	নাই
৫৮২৮	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৯৬	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রীবক্‌স আলী	১২৯৪ সন	নাই
৫৮২৯	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৩৯৯	শেখ চান্দ	সিদলাই, (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	১২৪২, ১২৪৩ সন	নাই
৫৮৩০	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৪০০	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৩১	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৪০১	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৩২	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৪০২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৩৩	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বাং. এ. নং - ৪০৩	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৩৪	রসুল বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৪১৯	ঐ	কুমিল্লা	শ্রীশেখ বাঙ্গালি ইবনে বখতিয়ার খাঁ	১২	নাই
৫৮৩৫	অজ্ঞাত (ধর্ম সঙ্গীত) খণ্ডিত বা. এ. নং - ৯৪	মোহাম্মদ কাছেম	চকবাজার কুমিল্লা	শ্রীমোহাম্মদ আলী	×	নাই
৫৮৩৬	অজ্ঞাত বা. এ. নং - ১৫	মুজাম্মিল	পাটিকাটা কুমিল্লা	×	১২৩৮ সাল	নাই
৫৮৩৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) ব. এ. নং- ১৭	মোহাম্মদ খান	শিহাবপুর, বুড়িচঙ্গ	শ্রীবেচর গাজী	১২৪১ সন	নাই
৫৮৩৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং ২৫	মোহাম্মদ খান	জগৎপুর বুড়িচঙ্গ	আলী মোহাম্মদ	১২২২ সাল	নাই
৫৮৩৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং ২৬	সৈয়দ সুলতান	ময়নামতী কুমিল্লা	মহাম্মদ	১২২০ সাল	নাই
৫৮৪০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ২৭	আব্দুল হাকিম	শাহ দৌলতপুর (কুমিল্লা)	অজ্ঞাত	১২০১ সাল	কারবালা র যুদ্ধ বিষয়ক
৫৮৪১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৪৮	সৈয়দ সুলতান	কণ্ঠনগর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৪২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৫১	অজ্ঞাত	কণ্ঠনগর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কারবালা র যুদ্ধ বিষয়ক
৫৮৪৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ৫৩	ছমিরদ্দি	সাহেববাদ কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৪৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ৫৮	ছরদ্দি	কুমিল্লা জিলা	শ্রী গোপাল চন্দ্র রচিত	১২৪৭ সাল	নাই
৫৮৪৫	অজ্ঞাত (সম্পূর্ণ) বা. এ. নং- ৬০	মোহাম্মদ কাছিম	কাণ্ঠগর কুমিল্লা	গোপালচন্দ্র রক্ষিত নেজামদ্দি	৬১০০ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৫৮৪৬	অজ্ঞাত (সম্পূর্ণ) বা. এ. নং - ৬২	আজিজ	চাঁদগড়া চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	মৌলভী আজিজ	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৮৪৭	অজ্ঞাত (রোজার সময় নামাজের ফজিলত) বা. এ. নং ৬৭	অজ্ঞাত	তুলাতলী কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৪৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ, নং - ৭এ	ফখরউদ্দীন কাজী ওরফে তিতন কাজী	শঙ্কুচাইল রাজাপুর, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১১৭০-৮০ সাল	নাই
৫৮৪৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা.এ. নং ১০৩	মোহাম্মদ কাসেম	বড়েশ্বর- কুমিল্লা	শ্রী মোহাম্মদ আলী	১২৩৫ সাল	নাই
৫৮৫০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ১৩৭	আছানন্দি	লাকসাম, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৫৮৫১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ১০৮	আমান	লাকসাম কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৫৮৫২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ১১৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অঙ্গত	নাই
৫৮৫৩	অজ্ঞাত, ধর্ম, সম্বন্ধীয় (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ১১৮	মোহাম্মদ কাছিম	ক্ষিরাইকান্দি কুমিল্লা	শ্রীচান্দ গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৫৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১২০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৫৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. নং- ১২৭	মহাম্মদ কাছিম	সোন্দরম কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৫৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা, এ. নং - ১২৮	অজ্ঞাত	চরবাকর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	বীর সিংহের কন্যা মধুমালা সম্বন্ধীয়
৫৮৫৭	অজ্ঞাত (গোরক্ষনাথ খণ্ডিত) রচিত বা. এ. নং ১২এ	ফিরফুজুল্লা	কুমিল্লা	শ্রীসেক হোছন	অজ্ঞান	নাই
৫৮৫৮	অজ্ঞাত (ধর্ম সঙ্গীত) বা. এ. - ১৩০	আব্দুল হাকিম	কুমিল্লা	অঙ্গত	১২২৩ সন	নাই
৫৮৫৯	অজ্ঞাত, ফেকাহ শাস্ত্র গম্ভীর (খণ্ডিত) বা. এ. বা. - ১৩১	মো: কাছিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২২৩ সাল	নাই
৫৮৬০	অজ্ঞাত, অধ্যাত্ম তত্ত্ব (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৩৩	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অঙ্গত	১২৬৮ সন	বেপদা নারী সম্বন্ধীয়
৫৮৬১	অজ্ঞাত, অধ্যাত্ম তত্ত্ব (খণ্ডিত) বা. এ. নং - ১৩৫	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৬৮ সন	নাই
৫৮৬২	অজ্ঞাত, হারত ফাতিমার মৃত্যু কালীন বিবরণ (খণ্ডিত) বা, এ. নং ১৩৬	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	সেক হোসেন মিয়াজী	১২৬১ সন	নাই
৫৮৬৩	অজ্ঞাত, ফাতেমার মৃত্যু কাহিনী বা. এ. নং - ১৩৮	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রীসেক হোসন	১২১০ সন	নাই
৫৮৬৪	অজ্ঞাত, ফাতেমার মৃত্যু কাহিনী বা, এ, এ, - ১৩৮	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রীসেক হোসন	১২১০	নাই
৫৮৬৫	অজ্ঞাত, জেবল মুল্লুক (খণ্ডিত) বা, এ, নং - ১৪২	সৈয়দ নাছিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৬৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা, এ, নং - ১৪৯	সৈয়দ সুলতান	রশিদর (খোনা চট্টগ্রাম)	শ্রী হেজাবালি সরদার, কাদির সরকার	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৬৭	অজ্ঞাত (রাশি সম্বন্ধীয়) বা. এ. নং - ১৫৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৮৬৮	অজ্ঞাত, সঙ্গীত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নঃ- ১৫৭	ছানা আলী	কুমিল্লা	"	"	নাই
৫৮৬৯	অজ্ঞাত, ধর্ম- সঙ্গীত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ১৬০	মোহাম্মদ কাছিম	"	"	"	নাই
৫৮৭০	অজ্ঞাত, বৃদ্ধের প্রতি ধর্মীয় উপদেশ বা. এ. পু. নং - ১৬২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	"	"	নাই
৫৮৭১	অজ্ঞাত, কাসেম সম্বন্ধে (খণ্ডিত) বা. এ. পু. - ১৬৪	"	"	"	"	নাই
৫৮৭২	অজ্ঞাত, কারবালা সম্বঙ্গীয় (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নয়- ১৭৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৭৩	অজ্ঞাত, কারবালা সম্বন্ধীয় (খণ্ডিত) বা, এ, পু. নং - ১৭৯	দৌলত উদীর	কুমিল্লা	শ্রী জামাল	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৭৪	অজ্ঞাত, কাছিম সম্বন্ধীয় (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ১৮৪	মহাম্মদ খান	বাগমারা	অজ্ঞাত	১১৮৮ সন ১৮ই আশ্বিন	নাই
৫৮৭৫	অজ্ঞাত মেছির শহরের পূনতর সয়ে সাহা সুলতানের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় পুথি, বা. এ. পু. নং - ১৮৭	অজ্ঞাত	এলাহবাদ, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৭৫ সন	নাই
৫৮৭৬	অজ্ঞাত কারবালা যুদ্ধ - ১৮৮	দৌলত উজির	পুর্ণমতি, কুমিল্লা	শ্রীহিন ফাজিল	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৭৭	অজ্ঞাত আধ্যাত্মিকতত্ত্ব (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ১৮৯	হোচন আলম	পুর্ণমতি, কুমিল্লা	শ্রীশেখ উদ্দিন	১২৪২ সন	নাই
৫৮৭৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ১৯২	মোহাম্মদ খান	পুর্ণমতি, কুমিল্লা	শ্রীশেখ ইদিল	১২৪২ সন	নাই
৫৮৭৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ১৯৩	মোহামআন	পুর্ণমতি, কুমিল্লা	শ্রীশেখ ইদিল	১২৪৫ সন	নাই
৫৮৮০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা, এ. পু. নং- ১৯৩	মোহাম্মদ খান	পুর্ণমতি, কুমিল্লা	শ্রীশেখ ইদিল	১২৪৫ সন	নাই
৫৮৮১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা, এ. পু. নং - ১৯৫	মোহাম্মদ খান	পুর্ণঘড়ি. কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১১২২ সন	নাই
৫৮৮২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ১৯৬	অজ্ঞাত	পুর্ণঘড়ি, কুমিল্লা	শ্রীশেখ নাড়ু	১২০৯ সন	নাই
৫৮৮৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ১৯৮	মোহাম্মদ ছমি	জালগাঁও, কুমিল্লা	শ্রীদোকড়ি মীজী	১২০৩ সাল	নাই
৫৮৮৪	অজ্ঞাত, কারবালার যুদ্ধ স্বন্ধ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ২০১	মোহামআন	জালগাঁও কুমিল্লা	শ্রীদোকরি মীজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৮৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২০৩	অজ্ঞাত	জালগাঁও, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৮৬	অজ্ঞত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২৩৭	মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম	রত্মাবতী, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৮৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং ২৩৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৮৮	কারবালার যুদ্ধ সংক্রান্ত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২৪৩	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৮৯	অজ্ঞাত, কারবালা সংক্রান্ত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ২৪৩	মোহাম্মদ খান	এলাহাবাদ, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৮৯০	যোগকলন্দর বা. এ. পু. নং- ২৫০	অজ্ঞাত	ফতোয়াবাদ, দেবীদ্বার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯১	অজ্ঞাত, প্রেম বিষয়ক (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২৫১	অজ্ঞাত	ফাতেয়াবাদ, দেবীদ্বার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯২	অজ্ঞাত বা, এ. পু. নং- ২৫৪	অজ্ঞাত	রত্মাবতী, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯৩	অজ্ঞাত বা, এ, পু. নং- ২৫৭	মোহাম্মদ খান	রত্মাবতী, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯৪	অজ্ঞাত বা, এ. পু, নং -২৫৯	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা, এ. পু. নং- ২৬০	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ২৬৩	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯৭	যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কারবালার বা. এ. পু. নং - ২৬৮	অজ্ঞাত	ধামতী দেবীদ্বার	শ্রীমেল মাবুদ্ধি	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯৮	হানিফা, এজিদ, যুদ্ধ সম্পর্কিত বা. এ. পৃ. নং- ২৭০	অজ্ঞাত	ধামতী	শ্রী মাবুদ্ধি	অজ্ঞাত	নাই
৫৮৯৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২৭১	অজ্ঞাত	ধামতী দেবীদ্বার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯০০	অজ্ঞাত (বফিজ্জমাল) খণ্ডিত বা. এ. পু. ন.- ২৭৪	অজ্ঞাত	দক্তিনখার, ধামতী, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯০১	অজ্ঞাত (বদিজ্জমাল) খণ্ডিত বা. এ. পু. নং- ২৭৪	অজ্ঞাত	দণীর, ধামতী কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯০২	অজ্ঞাত, সবে মেরাজ সম্পকীর্ত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২৭৬	সৈয়দ সুলতান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৩১ সন	নাই
৫৯০৩	অজ্ঞাত, জৈগুনের পুথি বা. এ. পু. নং- ২৭৮	অজ্ঞাত	ধামতী, কুমিল্লা	সানাউল্লা	অজ্ঞাত	নাই
৫৯০৪	অজ্ঞাত বা. এ. পু. নং- ২৮১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯০৫	অজ্ঞাত, মারফতীতত্ত্ব, সম্পূর্ণ বা. এ. পু. নং- ২৮৮	শেখচান্দ	শিররামপুর	অজ্ঞাত	১২২৮ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৫৯০৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু নং - ২৮৯	অজ্ঞাত	শিবরামপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯০৭	অজ্ঞান (তখমার যুদ্ধ) বা. এ. পু. নং - ২৯১	সোলেমান	শিবরামপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯০৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২৯৩	ফকির	শিবরামপুর	অজ্ঞাত	১২২৬ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৫৯০৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ২৯৩	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রী মইধর গাজী শ্রী হিন্য আমির	১২৩৬ সন	নাই
৫৯১০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. রা- ৩০১	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রীনাতুল্যা	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১১	অজ্ঞাত (মুক্তাল হোসেন) রচিত বা. এ. পু. নং - ৩১৬	মোহাম্মদ খান	দীঘল গাঁও, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১২	অজ্ঞাত (মুক্তাল হোসেন) -৩০৬	মোহাম্মদ খান	দীঘল গাঁও, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১৩	অজ্ঞাত (কারবালা সম্পর্কিত) বা. এ. পু. নং- ৩১৮	দৌলত উজীর	বরুয়া, কুমিল্লা	শ্রীদৌলত গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩২২	শেখ চান্দ	চারবাকর, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৭১ সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৯১৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩২৪	সৈয়দ সুলতান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১৬	অজ্ঞাত (প্রেমোপাখ্যান) খণ্ডিত বা. এ. পু. নং - ৩৩০	অজ্ঞাত	মীরপুর ময়নামতি, কুমিল্লা	শ্রী মোহাম্ আশক	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১৭	অজ্ঞাত, খণ্ডিত বা. এ. পু. নং- ৩৩১	অজ্ঞাত	সাহেকববাদ কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৩২	অজ্ঞাত	বুড়িচঙ্গ, কুমিল্লা	আজিমদ্দীন	অজ্ঞাত	নাই
৫৯১৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৩৩	অজ্ঞাত	বুড়িচঙ্গ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯২০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৩৪	অজ্ঞাত	বুড়িচঙ্গ, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯২১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৩৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৮৪ সাল	নাই
৫৯২২	অজ্ঞাত (বদিউজ্জামাল) খণ্ডিত বা. এ. পু. নং- ৩৪৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৮৪ সাল	নাই
৫৯২৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৪৫	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৫৯২৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৪৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯২৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৫৩	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৪০ সাল	নাই
৫৯২৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৫৪	অজ্ঞাত	বুড়িচঙ্গ কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯২৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৫৫	অজ্ঞাত	চালাকচয়ার, কুমিল্লা	শ্রী দানিস মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	নাই
৫৯২৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৫৬	মোহাম্মদ খান	ময়নামতি কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯২৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৫৭	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রী আজি মদ্দিন	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৫৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৫৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৬০	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৬২	সৈয়দ সুলতান	দেবীদ্বার কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩৪	অজ্ঞাত বা. এ. পু. নং- ৩৬৪	দোনাগাজী	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৬৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী সমন গাজী	৬৭৮৯ সন	নাই
৫৯৩৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং ৩৬৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী দোকরি মোহাম্মদ ও শেখ গাজী মহাম্মদ	১২২০ সন	নাই
৫৯৩৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৬৭	সৈয়দ সুলতান	ক্ষিরাইকান্দি কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩৮	অজ্ঞাত, সবে মেহেরাজ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৭৫	সৈয়দ সুলতান	ক্ষিরাইকান্দি কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৩৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৩৭৭	অজ্ঞাত	ক্ষিরাইকান্দি, কুমিল্লা	শ্রী রহিমতুল্লা মিজী	১২২২ জন	নাই
৫৯৪০	অজ্ঞাত (বদিউজ্জামান) বা. এ. পু. নং- ৩৮২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী রহিমতুল্লা খিদী	১২২২ সন	নাই
৫৯৪১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৯২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৯৪২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পুন. নং - ৩৯৩	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী পত্তাব	১২১০ সন	নাই
৫৯৪৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৩৯৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৪৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪০৭	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	নাই
৫৯৪৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৪০৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ঐ	১২২৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৫৯৪৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪০৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৪৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১০	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৪৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১১	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৪৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১১	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৫০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১২	ঐ	"	"	"	নাই
৫৯৫১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১৩	শেখ চাদ	কুমিল্লা	"	"	নাই
৫৯৫২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১৪	শেখ চাদ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৫৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১৫	অজ্ঞাত	"	"	"	নাই
৫৯৫৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৫৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শেখ বাহরাম	"	নাই
৫৯৫৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪১৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	"	"	নাই
৫৯৫৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪২২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	"	"	নাই
৫৯৫৮	অজ্ঞাত বা. এ. পু. নং - ৪২৩	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রী পাঠান নন্দী	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৫৯	অজ্ঞাত বা. এ. পু. নং - ৪২৭	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রী পাঠান	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৬০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪২৯	সৈয়দ সুরতান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	৫৮৬/৫৮৫ সন	কলের কাগজ
৫৯৬১	অজ্ঞাত (চন্দ্রাবতী) (খণ্ডিত)	কোরেশী-মাগন	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৬২	অজ্ঞাত (জয়গুনের পুথি খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪৫৫	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত		নাই
৫৯৬৩	অজ্ঞাত (বন্যা সম্পকীর্ত খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৪৬০	ক্ষিরাইকান্দি	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১৩০৪	নাই
৫৯৬৪	অজ্ঞাত (বন্যা সম্পর্কীত) খণ্ডিত বা. এ. পুন. - ৪৫৭	সায়েক ছাদি	কুমিল্লা	সরাফত আলী	১৯০৭ সাল	নাই
৫৯৬৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪৬১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	রজব আলী	অর্বাচীন সকলের	নাই
৫৯৬৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) (সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান) বা. এ. পু. নং - ৪৬৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	জব আলী	১১৮০ সন	নাই
৫৯৬৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪৬৬	শ্রী মহাম্মদ হোঁচন	কুমিল্লা	শ্রী মহোম্মদ ওয়ারিশ	১২২৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৯৬৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪৭১	অজ্ঞাত	কাশিমপুর, কুমিল্লা	শ্রীজাহাবীন শ্রীসেক আইনদ্দিন	১২৯৩ সন	নাই
৫৯৬৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৪৮৯	জালাল উদ্দিন	নোয়াগাঁও কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৭০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪৮৯	জালাল উদ্দিন	নোয়াগাঁও, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নবীদের সম্পর্কীত
৫৯৭১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪৯০	সৈয়দ সুলতান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৭২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৪৯২	মাসুদ আহির	রংপুর	শ্রীটুরা মহাম্মদ	১২৯২ সাল	নাই
৫৯৭৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত০ বা. এ. পু. নং - ৪৯৮	হায়াত মামুদ	রংপুর	মোহাম্মদ খতীব উদ্দীন	অজ্ঞাত	×
৫৯৭৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫০০	ফকির বিলাস	রংপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৫৯৭৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং ৫০১	অজ্ঞাত	রংপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আলীর প্রতি ফাতেমার মৃত্যু কল্যান উপদেশ
৫৯৭৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু.নং - ৫০৩ সয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামান	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	হোসনদি, নিজামদ্দিন	১৩১১ সাল	নাই
৫৯৭৭						নাই
৫৯৭৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৫০৪ তালিকা নামা	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৮৪-৮৫ সন	নাই
৫৯৭৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৫১১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী শ্রী এলাবক্স	১২৪২ সন	নাই
৫৯৮০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - ৫১৬ ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজামাল	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী কালিনদ্দিন	১২৯৫ সন	নাই
৫৯৮১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫১৯ সবে মেরাজ সম্পর্কীত	ছৈদ সুলতান	কুমিল্লা	শ্রী সেখ মাসুদ	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৮২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫২০ ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজআমাল	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী জিন্নাত আলী	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৮৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫২১ বেহেস্তপাখী কথোপ কথন	অজ্ঞাত	রংপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৮৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫২৩	মোহাম্মদ মফিজদ্দিন	রংপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ডাইরীতে শতাবলী
৫৯৮৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫২৮ গোরক্ষীচাঁদের সন্ন্যাস	শ্রীনুর মোহাম্মদ সরাকার	চট্টগ্রাম	শ্রী কমরদ্দিন	১৩১৩	নাই
৫৯৮৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৩৩ কাছিমের বিলাপ	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	মনোহর	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৮৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৩৪ রাসূলের ও পাত সম্পর্কীত	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৮৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৩৫ কারবালা সম্পর্কীত	দৌলত উজীর	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৫৯৮৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৩৬ হযরত আলী সম্পর্কীত	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৯০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৩৭ হানিফায় এজিদ ও দেলারাম সম্পর্কীত	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৫৯৯১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৩৮ সোনাভান সম্পীত	অজ্ঞাত	রাজশাহী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৫৯৯২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৩৯ কারবালা সম্পর্কিত	মোহাম্মদ নওয়ান	রাজশাহী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৫৯৯৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- ৫৬৩ বদিউজ্জমাল সম্পর্কিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৫৯৯৪	অজ্ঞাত (সম্পূর্ণ) বা.এ. পু. নং. মুসলিম ৫৭২ পীর মোকাম ভেদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী মেরে	১১৫৩ সাল	×
৫৯৯৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং মুসলিম - ৫৭৪	হায়াত মামুদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৪ সাল	×
৫৯৯৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ১৭	অজ্ঞাত	প্রতাপপুর নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৯৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ২৫ রাধাকৃষ বিষয়ক	বৃন্দাবন দাস	প্রতাপপুর নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৯৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু- ৩০ ঔষধ নল ও দখয়ন্তী সম্পর্কীত	লোকনাথ দত্ত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৫৯৯৯	অশ্বমেধ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু- ৩৩	শ্রী কর নন্দী	কুমিল্লা	পঞ্চানন দেয় দাস	১২৪২ সন ১০ই বৈশাখ	×
৬০০০	অযোধ্যাকাণ্ড (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৬১	কৃত্তিবাস	আড়াইওরা কুমিল্লা	শ্রীরাম কালী পণ্ডিত	১২৫৩ ত্রিপুরাব্দ	×
৬০০১	অরণ্যকাণ্ড পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ৬১	কৃত্তিবাস	আড়াইওরা কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০০২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ৬৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০০৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ৭৪	নারায়ন দেব	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০০৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু- ৭৪	নারায়ন দেব	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০০৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ৯৬ শ্রী চৈতন্যের সন্ন্যাস সম্পর্কীত	অজ্ঞাত	ধামতী, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০০৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. দে. পু. নং - হিন্দু -৯৭ রাধা কৃষ্ণ বিরহ বিষয়ক	অজ্ঞাত	দাড়িয়াপুর, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০০৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু - ৯৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০০৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু ১০০	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০০৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. হিন্দু - ১০৩	সুশীল মিশ্র	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×

Dhaka University Institutional Repository

৬০১০	অথ-শ্লোক বা. এ. পু. নং - হিন্দু- ১০৬	অজ্ঞাত	ধনপুর, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	প্রেম বিষয়ক
৬০১১	অনুশাসন পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১১২- জ	সঞ্জয়	ধনপুর, কুমিল্লা	শ্রীদোকড়ি দাস	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ ১৪ই মাঘ	×
৬০১২	অশ্বমেধ পর্ব (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১১২এ	শ্রীকর নন্দী শ্রীকর নন্দী সঞ্জয় সন্ধাদাস	ধনপুর, কুমিল্লা	দেড়ি দাস	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	×
৬০১৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু - ১২০	সরজ খাঁ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০১৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১৩০ লক্ষীন্দনের বিজয় সম্পর্কীত	ষষ্ঠীবর	ভৈষখলা চান্দিনা, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০১৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু- ১৩২	ভবানী দাস	ভবানী দাস ভৈষখলা চান্দিনা- কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০১৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু-১৩৫	অজ্ঞাত	ভৈষখলা, চান্দিনা, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০১৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু - ১৩৬ রাধাকৃষ্ণ	অজ্ঞাত	ভৈষখলা চান্দিনা- কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০১৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১৪২	অজ্ঞত	ভৈষখলা চান্দিনা- কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০১৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১৪৩ কাপিলা গাভী সম্পর্কিত	অজ্ঞত	ভৈষখলা চান্দিনা- কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০২০	অনুশাসন পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১৫৭	সঞ্জয়	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০২১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ১৬২ রূপবান ও বিদউরা জ কন্যার পুথি	সুশীল মিশ্র	কুমিল্লা	শ্রী শেখ মাহতাব গাজী, সোনাগাজী	অজ্ঞাত	×
৬০২২	অশ্বমেধ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ১৬৫	কাশীরাম দাস বা কালিরাম দেব	কুমিল্লা	শ্রী উদয় চন্দ্র দেব	১২৬২ সাল	×
৬০২৩	অথলঙ্কাকাণ্ড রামায়ণ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১৭১ হরিচন্দ্ররাজার কাহিনী বিষয়ক	হরিনারায়ন দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০২৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ১৭৯ হরিচন্দ্র রাজার কাহিনী বিষয়ক	হরিনারারাণ দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০২৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নঙ - হিন্দু- ১৮১ রামাচন্দ্র সঞ্জয়	ভবানী দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০২৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু ১৮২	ভবানী দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০২৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পুন. নং হিন্দু ১৮৮ দশরথ ও রাম সম্পর্কিত	গুনরাজখান	হারজ, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬০২৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু- ১৯০ শিব পার্বতী সম্পর্কিত	অজ্ঞাত	হারজ, কুমিল্লা	শ্রী জয়কৃষ্ণ, শর্ম্মা	অজ্ঞাত	নাই
৬০২৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১৯৮	অজ্ঞাত	হারঙ্গ- চান্দিনা, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০৩০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২২০ মহাভারতের ঘটনা সম্পর্কিত	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০৩১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২২১ বৈষ্ণব গ্রন্থ	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০৩২	অঙ্গাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২২৮	লোকনাথ দত্ত	গোছালিয়া, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০৩৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৩৮ শ্রীরামায়ণ অভিষেক	ভবানী দাস	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	ঐ
৬০৩৪	অঙ্গাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৪৬	ভবানী দাস	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	শ্রী রামাচন্দ্র সম্পর্কীত
৬০৩৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৪৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী দয়ারাম দাস	অজ্ঞাত	শ্রী চৈতন্য সম্পীত
৬০৩৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৫১	ভবানী দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রামচন্দ্র সম্পর্কীত
৬০৩৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৫৩	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০৩৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. না. - হিন্দু - ২৫৬ নারায়ণ সম্পর্কিত	কৃত্তিবাম	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	×
৬০৩৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিনউদ ২৫৮	অজ্ঞাত	শিলমুড়ী, কুমিল্লা	ঐ	ঐ	বৈষ্ণব গ্রন্থ
৬০৪০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৭৩ রূপবান রূপবতী প্রেম-কাহিনী	সুসেন মিত্র	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	×
৬০৪১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৭৫	অজ্ঞাত	নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০৪২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৮০	অজ্ঞাত	নোয়াখালী	ঐ	ঐ	ঐ
৬০৪৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু -২৯১	দ্বিজরাম দেব	সলিয়া, নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
৬০৪৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৯২	দ্বিজরাম দেব	সলিয়া, নোয়াখালী	ঐ	ঐ	
৬০৪৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩০১	পণ্ডিত ভবানী নাথ	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬০৪৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩১৪	রাম নারায়ণ ঘোষ	কুমিল্লা	শ্রীগোবিন্দ রায় দাস	অজ্ঞাত	নল ও দখয়ন্তী সম্পর্কিত
৬০৪৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু -৩১৬	ভবানী দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৬০৪৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩২২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	×
৬০৪৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৩৭ সীতাহরণ সুগ্রীর ও বালি বধ।	অজ্ঞাত	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	নাই
৬০৫০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু - ৩৩৮ সীতাহরণ সুগ্রীর ও বালি বধ	কৃত্তিবাস	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	নাই
৬০৫১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৩৯	ভবানী দাস	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	শত্রুঘ্ন সম্পর্কীত
৬০৫২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৪২	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ		রাম চন্দ্রের সাথে কনিপু রুষের কথোপ কথন
৬০৫৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৪৩	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	কৃষ্ণ-অর্জুন কৃষ্ণঅর্জু ন র্খলা শিক্ষা দান
৬০৫৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৪৪	নরহরি	কুমিল্লা	শ্রী হাছিরাম	অজ্ঞাত	রামায়ন সম্পর্কীত
৬০৫৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৪৫	নরহরি	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রাধা-সম্পর্কীত
৬০৫৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৫৬	রামকেশব	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	গুরু ভক্তিও বৈষ্ণব সম্পর্কীত
৬০৫৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৬৪	মধুবৈদ্য, লোকনাথ দত্ত মধুসূদন, দেবদাস	কুমিল্লা	শ্রী হরে কৃষ্ণ ঠাকুর	অজ্ঞাত	মহাদেব সম্বন্ধীয়
৬০৫৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৭৮	দ্বিজ পরশুরাম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কীয়
৬০৫৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৮৮	দ্বিজ মুকুন্দ	লাকসাম কুমিল্লা	ঐ	ঐ	ঐ
৬০৬০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৯৩	সঞ্জয়	নয়াখলা-দেবীদ্বার, কুমিল্লা	ঐ	ঐ	পাণ্ডব বিজয় সম্পর্কিত

Dhaka University Institutional Repository

৬০৬১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৯৮	অজ্ঞাত	নয়াখলা - দেবীদ্বার কুমিল্লা	ঐ	ঐ	কামশাস্ত্র সমস্ত – বৈষ্ণব পূজা সম্পর্কীত
৬০৬২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৯৮	অজ্ঞাত	নয়াখলা- দেবীদ্বার কুমিল্লা	ঐ	ঐ	গুরু-পণ্ডিতের বকনা
৬০৬৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪০৬	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	নয়াখালা- দেবীদ্বার কুমিল্লা	ঐ	ঐ	কালনেমি ও জনু মানের সুস্থ
৬০৬৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪০৭	অজ্ঞাত	লক্ষ্মীপুর	ঐ	ঐ	সোলোমান নৃপতি সম্পর্কিত
৬০৬৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৪৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রামায়ন সম্পর্কীত
৬০৬৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৪৫	নরহরি	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	রাধা সম্পর্কিত
৬০৬৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৫৬	রামকেশব	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	গুরুভক্তির ও বৈষ্ণব সম্পর্কিত
৬০৬৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৬৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	মহাদেবে সম্পর্কিত
৬০৬৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৭৮	দ্বিজ পরশুরাম	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	নাই
৬০৭০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৮৮	দ্বিজ মুকুন্দ	লাকসাম কুমিল্লা	ঐ	ঐ	নাই
৬০৭১	পাণ্ডব বিজয় (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৯৩	সঞ্জয়	নয়াখলা- দেবীদ্বার কুমিল্লা	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত
৬০৭২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৯৮	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	
৬০৭৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৩৯৯	অজ্ঞাত	নয়াখলা - দেবীদ্বার, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০৭৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪০৬	কৃত্তিবাস	নয়াখলা- দেবীদ্বার কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কালনেমি হনুমানের যুদ্ধ সম্পর্কীত
৬০৭৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪০৯	অজ্ঞাত	লক্ষীপুর - মুরাদনগর কুমিল্লা	ঐ	ঐ	নাই
৬০৭৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪১১	শ্রী রামদয়াল	লক্ষীপুর মুরাদনর - কুমিল্লা	ঐ	ঐ	সোরেমান ইশতি সম্বন্ধে
৬০৭৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪১২	অজ্ঞত	কুমিল্লা	দেবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	অজ্ঞাত	নাই
৬০৭৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪১৫	রতিদেব	কুমিল্লা	শ্রীরাম দুল্লর্ভ সেন	১২০৪ সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬০৭৯	সত্য দেবের পাঁচালী (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪১৯	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬০৮০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪২০	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	রাম সঞ্জয়
৬০৮১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪২৩	অজ্ঞাত	কীর্তিনগর যশোহর	ঐ	ঐ	রামের স্বর্গারোহ
৬০৮২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪২৪	অজ্ঞাত	কীর্তিনগর, যশোহর	ঐ	ঐ	লক্ষণের মনুভদ্র বধ
৬০৮৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪২৮	সঞ্জয়	কুমিল্লা	শ্রীরামনারায়ণ	ঐ	মহা-ভারতের ঘটনার লীরা
৬০৮৪	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪২৯	সঞ্জয়	কুমিল্লা	শ্রীরামনারায়ণ	ঐ	ঐ
৬০৮৫	(খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪৩০	পণ্ডিত জানকীনাথ	ময়মনসিংহ	শ্রীসীতারামদেব দাস	ঐ	অজ্ঞাত
৬০৮৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪৩১	সুসীল মিত্র	কুমিল্লা	শ্রীসেক সিরাজয়াদি	১২৪১ সন	প্রেম কাহিনী
৬০৮৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪৩৪	অজ্ঞাত	রংপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রাশি সম্বন্ধীয়
৬০৮৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪৩৫	ঐ	রংপুর	ঐ	ঐ	গুরুজন সম্বন্ধীয়
৬০৮৯	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪৮০	জগত জীবন	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	বেহালাল ক্ষীন্দর
৬০৯০	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৪৮৭	অজ্ঞাত	গাড়ো পাহাড়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মন্ত্র বিষয়ক
৬০৯১	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১২১ ১১"× ৭"	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬০৯২	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ১২১ ১১"× ৬১/২"	আব্দুল করিম	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬০৯৩	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং বিবিধ- ১৩৩ ১১"×৭১/২"	হাছন আলী	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬০৯৪	অজ্ঞাত(খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- বিবিধ- ১৩৯ ৬"১/২× ৬"	মোহাম্মদ হানিফ	হাটহাজারী	ঐ	ঐ	নাই
৬০৯৫	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং বিবিধ ২১৯ ১৭১/২" × ৫"	হায়াত মুহম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬০৯৬	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা.এ. পু. নং বিবিধ - ২২৫ ১২"×৪$\frac{১}{২}$"	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬০৯৭	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং আলোকচিত্র-১৬	অজ্ঞাত	শ্রী সবার আলী নকীর	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	নাই
৬০৯৮	অজ্ঞাত (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং আলোকচিত্র-১৬	অজ্ঞাত	ব্রিটিশ মিউজিয়াম	ঐ	ঐ	নাই
৬০৯৯	আবুসামা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- মুসলমান-১৫২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৫৯ সাল	নাই
৬১০০	আম্বিয়া বাণী (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসলমান-৪৯৩	হায়াত মামুদ	বগুড়া	ঐ	অজ্ঞান	নাই
৬১০১	আলী ও রামের যুদ্ধ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. মুসলমান ৫৪০	অজ্ঞাত	রাজশাহী	ঐ	ঐ	নাই
৬১০২	আলী ও রামের যুদ্ধ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- মুসলমান ৫৪৫	মীর সাহা মাসুদ	রাজশাহী	ঐ	ঐ	নাই
৬১০৩	আম্বিয়া বাণী (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- মুসলমান-৫৫৮	হেয়াত মামুদ	অজ্ঞাত	শ্রী নিয়াজতুল্লাহ	ঐ	নাই
৬১০৪	আম্বিয়া বানী (খণ্ডিত) বা. এ. পৃ. নং- মুসলমান - ৫৬৫	হায়াত মামুদ	ঐ	শ্রী মৃখিরদ্দীনমিয়া	১২৯০ সাল ১লা বৈশাখ	নাই
৬১০৫	আম্বিয়া বাণী (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- মুসলমান ৫৬৬	হায়াত মাসুদ	রায়গঞ্জ	শ্রী দেয়ানউল্লা	১২৭৫ সাল ১৫ই শ্রাবণ	নাই
৬১০৬	আশ্রমিক পর্ব (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু - ৯৪	কাশীরাম দাস	কুমিল্লা	শ্রী নদাবীর দাস	১২১২ বঙ্গীয় সন	নাই
৬১০৭	আশ্রয় নির্ণয় (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং -হিন্দু ৩২৫	নদাধর গোস্বামী	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১০৮	আত্ম তত্ত্ব প্রস্থ (খণ্ডিত) বা. এ. পৃ নং -হিন্দু - ৩৬৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৯৩ পৃ.	নাই
৬১০৯	আলীর হামজা (২য় খণ্ড) বা. এ. পুন বিবিধ ২৫ ১২$\frac{১}{২}$" × ৭$\frac{১}{২}$"	আবদুল নবী	অজ্ঞাত	জিন্নাত আলী	১২৩৩ বঙ্গীয় সাল	নাই
৬১১০	আমীর হামজা ৩য় খণ্ড বা. এ. পু. নং বিবিধ- ২৬ ১২"×৮"	আব্দুল নবী	অজ্ঞাত	জিন্নত আলি	১২৩৩ বঙ্গীয়	নাই
৬১১১	আলীর হামজা (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং বিবিধ - ২৭ ২০"× ৬$\frac{১}{২}$"	আব্দুল নবী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×	নাই
৬১১২	আল্লার নামের মাহাত্ম্য বা. এ. পু. নং- বিবিধ ১৬৩ ৭"×৫$\frac{১}{২}$"	আলী খোন্দকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

			ঐ			
৬১১৩	ইউসুফ- জোলেখার পুঁথি বা. এ. পু.নং- মুসলমান-৭৫	গরিব ফকির	টাকই কুমিল্লা	শ্রী লাল মহাম্মদ	১২৬৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬১১৪	ইমামচুরি (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসল- ৮৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১১৫	ইন্দ্রজিতবধ পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ২৮৬	কৃত্তিবাস	সলিয়া, ফেনী	শ্রী রঘুরাম দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬১১৬	ইউসুফ- জোলেখা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- বিবিধ ৩০ ১০"× ৭ ১"/২	গরীবুল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮ শ শতাব্দী	নাই
৬১১৭	ইউসুফ জোলেখা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং বিবিধ- ৩১ ১০ ১/২ × ৫ ১"/২	গরীবুল্লাহ	সুদন্তি চট্টগ্রাম	বায়জুল্লাহ	ঐ	নাই
৬১১৮	ইব্লিছনামা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- বিবিধ- ১০৩ ৮"× ৬"	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	খোন্দকার সুলতান	১৬শ শতাব্দী	নাই
৬১১৯	ইউসুফ জোলেখা বা. এ. পু. নং- বিবিধ- ১১৭ ৮"× ৬"	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	খোন্দকার সুলতান	১৬শ শতাব্দী	নাই
৬১২০	ইউসুফ জোলেখা বা. এ. পু. নং- বিবিধ- ১১৭ ১১"×৭"	আব্দুল হাকিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৩ সাল	নাই
৬১২১	ইমামচুরি ইউনান দেশের পুঁথি বা. ন. পু. নং- বিধি- ১৩৪ ১২ ১"/২ × ৮"	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬১২২	ইউনান দেশের পুথি বা.এ. পু. নং - বিধি- ১৪৯ ৭ ১"/২ × ৫ ১"/২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬১২৩	ইউসুফ জোলেখা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- বিবিধ- ২২১ ১৮ ১"/২ × ৬"	শাহ মুহম্মদ সগীর	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬১২৪	ইউসুফ জোলেখা বা, এ. পু. নং- বিবিধ- ২৩৯ ১১"×৭"	জামী [তথ্য	চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	নাই
৬১২৫	ইসলাম প্রদীপ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং বিবিধ ২৪০ ১০"×৪ ১/২	বজলুর রহীম	চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	নাই
৬১২৬	ইউসুফ জোলেখা বা. এ. পু. বিবিধ- ২৪৭ ১০"×৭"	জামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

সূত্র : ইউসুফ জোলেখা বা. এ. পু নং বিবিধ - পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে ২২০ পৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

৬১২৭	ইউসুফ জোলেখা বা. এ. পু. নং- বিবিধ-২৪৯ ৯"×৫"	আদান	পটুয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১২৮	ইনশাহ জামেউল কাসনীন বা. এ. পু. নং- বিবিধ ২৮৯ ১০"×৪"	মুহাম্মদ মুন্নীর বখসী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৫ সাল	নাই
৬১২৯	ইউসুফ জোলেখা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - আলোকচিত্র-৫	শাহ্ মোহাম্মদ সগীর	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬১৩০	ইউসুফ জোলেখা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসল-৪৯৫	আব্দুল ছুভান	রংপুর	শ্রীসাহা আরিফ	১১৮৫- ৮৬ সাল	নাই
৬১৩১	ইমাম চুরি বা. এ. পু. নং- মুসলান-৮৬	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৩২	উদ্যোগ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং- হিন্দু - ৮১	সঞ্চয়	পয়াত, কুমিল্লা	শ্রী রামশঙ্কর দে দাস	১২৭০ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬১৩৩	এজিদের পুরি লুট (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং - মুসলমান - ১৭৩	অজ্ঞাত	হোসনাবাদ, কুমিল্লা	শ্রী দুন্নি মহাম্মদ	১২১৫ ত্রিপুরাব্দ ১৭ই শ্রাবণ	নাই
৬১৩৪	ঐষিকপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং হিন্দু ১২০৬	সঞ্জয়	ধনপুর, কুমিল্লা	শ্রী দোকড়ি দাস	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ ১৫ই মাঘ	নাই
৬১৩৫	একাদশীর পাঞ্চলি বা. এ. পু. নং - বিবিধ ২০৫	শ্রীধর	চট্টগ্রাম	রামচন্দ্র চৌধুরী	১২১২ মাঘী সন	নাই
৬১৩৬	এছরাতুল উজুদ ৮"×৬" বা. এ. পু. নং বিবিধ- ২৮	আজিজ রহমান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৭৯ সাল	নাই
৬১৩৭	উদ্যোগ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং - হিন্দু- ৬১	সঞ্চয়	পয়াত, কুমিল্লা	শ্রী রামশঙ্কর দে দাস	১২৭০ ত্রিপুরাব্দ	নাই
		ও/ঔ				নাই
৬১৩৮	ওফাতে রাসূল (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসলমান - ৩০	সৈয়দ সুলতান	বাড়েশ্বর, বুড়িচং	শ্রী আছ মহামুদ	অজ্ঞাত	নাই
৬১৩৯	ওফাতে রাসূল (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসলমান - ৮৪	সৈয়দ সুলতান	রাজশাহী	আবদুস সামাদ	×	নাই
৬১৪০	উপাখ্যান রত্মাবলী বা. এ. পু. নং - মুসলমান - ৫৫২	আবদুস সামাদ	রাজশাহী	আবদুস সামাদ	×	নাই
৬১৪১	ওফাতে রাসূল (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- বিবিধ - ১০৬	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৬শ শব্দাবী	নাই
৬১৪২	ওফাতে রাসূল কা. এ. পু. নং- আলোকচিত্র - ২৯	×	বা. একাডেমী	×	×	নাই
৬১৪৩	কণ্ডিল বা কন্দিলনামা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসল - ৫৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী গোপাল চন্দ রচিত	×	নাই
৬১৪৪	কেয়ামতনামা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- মুসল-২০৬	ফকির চান্দ	সুবিল দেবীদ্বার	শ্রী মীর্জাগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬১৪৫	কেয়ামতনামা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং- মুসল-২০৬	ফকির চান্দ	সুবিলদেবীদ্বার	শ্রী মির্জাগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬১৪৬	কেয়ামতনামা (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং মুসাল- ৩০৪	শেখ চান্দ		শ্রী শেখ হিন্যা	×	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬১৪৭	কেয়ামত নামা (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসল-৩৬৮	ফকির চান্দ	কুমিল্লা	শ্রী দোকড়ি মহাসমুদ্র	×	নাই
৬১৪৮	কেফায়তুল মুসল্লীন (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - মুসল-৫৪৯	মুত্তালিব	×	×	×	নাই
৬১৪৯	কালা নামা বা. এ. পু. নং - মুসল-৫৭০	অজ্ঞাত	মুরাদপুর	আব্দুল্লা সরকার	১৩১৫ সাল	নাই
৬১৫০	কুকিল সম্বাদ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু- ৪৯	অজ্ঞাত	×	শ্রীপ্রতাপ	×	নাই
৬১৫১	কৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদ (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং -হিন্দু - ৬৪	অজ্ঞাত	আড়াইওরা কুমিল্লা	শ্রীগোলক চন্দ্র সেন	×	নাই
৬১৫২	কোকিল সম্বাদ (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ৭৩	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রীরাম দাস চন্দ্রদাস	১২৪৬ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬১৫৩	কর্ম পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং হিন্দু - ৮৪	সঞ্জয়	পয়াত, কুমিল্লা	শ্রীরামাশঙ্কর দে দাস	×	নাই
৬১৫৪	কর্ণ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং - হিন্দু ১১২খ	সঞ্জয়	কুমিল্লা	শ্রীদোকড়ি দাস	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬১৫৫	কালিকা পুরাণ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ১৩৮	দ্বিজ ভগীরথ	ভৈষখলা, বরুরা	×	×	নাই
৬১৫৬	কলঙ্ক উভজন (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং হিন্দু - ৪০৫	অজ্ঞাত	নয়া খলা দেবীদ্বার	শ্রী এদসোহন শর্মা	১২২২ সন, আষাঢ় মাস	নাই
৬১৫৭	কলিযোগ (খণ্ডিত) বা. এ. পু. নং - হিন্দু - ৪০৭	দ্বিজরাম কৃষ্ণ	নয়াখলা দেবীদ্বার	×	×	নাই
৬১৫৮	কৃষ্ণমণ্ডল (খণ্ডিত) বা. এ. পৃ. নং হিন্দু- ৪১০	শঙ্কর দাস	কুমিল্লা	×	×	নাই
৬১৫৯	কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সম্বাদ বা. এ. পু. নং. হিন্দু- ৪৭২ (সম্পূর্ণ)	×	কুমিল্লা	শ্রী ব্রজমোহন বৈরাগি	অনুলিপি ১২২৫ সাল	নাই
৬১৬০	কায়দানী কিতাব বা. এ. পু. নং - বিবিধ ৪৪/ বফি ২/ কায়দা- ১ ৭″×৫ ১′/২	বফিউদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮শ শতাব্দী	নাই
৬১৬১	কিফায়তুল মুসল্লিন বা. এ. পু. নং - বিবিধ ৭৩/ মুতা কিফা-১ ১১″ × ৬″ (খণ্ডিত)	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	আমাজ আলি	১৭শ শতাব্দী	নাই
৬১৬২	কিফায়তুল মুসল্লিন বা. এ. পু. নং - বিবিধ ৭৪/ মুতা ২ কিফা-২ ৮ ১/২ × ৬″ খণ্ডিত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	নাই
৬১৬৩	ঐ বা. এ. পু. নং. বিবিধ ৭৫/ মুতা ৩। কিফা- ৩ ৮″× ৬″খণ্ডিত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬১৬৪	ঐ বা. এ. পু. নং- বিবিধ ৭৬/ মুতা ৪/ কিফা ১১$\frac{১}{২}$ × ৭˝	ঐ	অজ্ঞাত	আব্দুল জব্বার	ঐ	নাই
৬১৬৫	ঐ বা. এ. পু. নং বিবিধ ৭৭/ মুতা ৫/ কিফা৫ ১১$\frac{১}{২}$ × ৭˝	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৬৬	ঐ বা. এ. পু. নং- বিবিধ ৭৮ (মুতা ৬) কিফা ৬ ১০˝×৬$\frac{১}{২}$ (সম্পূর্ণ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭শ শতাব্দী	নাই
৬১৬৭	ঐ বা. এ. পু. নং বিধি ৭৯ (মুত্তা/ কিফা) ১০$\frac{১}{২}$ × ৭˝ সম্পূর্ণ	ঐ	অজ্ঞাত	নুরুল্লাহ খোন্দকার	১২১৪ মঘী সন	নাই
৬১৬৮	ঐ বা. এ. পু. নং বিবিধ ৮০/ মুতা ৬ কিফা) ১২´× ৭˝	ঐ	অজ্ঞাত	আছহাব উদ্দীন	১২৪৪ মঘী সন	নাই
৬১৬৯	ঐ বা. এ. পু. নং বিবিধ ৮১ ১২$\frac{১}{২}$ × ৭´	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭শ শতাব্দী	নাই
৬১৭০	ঐ বা. এ. স. পু. নং- ৮৩/ মুতা ১২/ কিফা ১১ ১০ $\frac{১}{২}$ × ৬˝ (খণ্ডিত)	শেখ মুতালিব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭শ শতাব্দী	নাই
৬১৭১	ঐ বা. এ. স. পু. নং ৮৪/ মুতা ১২/ কিফা ১২ ১৫˝ × ৭˝ (সম্পূর্ণ)	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৭২	বা. এ. স. পু. নং - ১৭৩ / শেমু ১৩/ কা. কে কাদিয়ানী কিতাব ৮× ৬ (খণ্ডিত)	মোতালেব শেখ পরান	পটিয়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৭৩	কারবালার কাহিনী বা. এ. স. পু. নং - ১৯১/ সোনা ১৯/ কা ১০$\frac{১}{২}$ × ৬ $\frac{১}{২}$ (খণ্ডিত)	মোহাম্মাদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৭৪	কেফায়েতুল মুফাল্লিন বা. এ. ম. পু. নং- ১৯৬/ মোতেয়া কে. মু ১৫˝ × ৬$\frac{১}{২}$ (খণ্ডিত)	মোতালেব শেখ পরান	পটিয়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬১৭৫	কিফায়াতুল মুসল্লিন বা. এ. পু. নং- ১৯৭/ মু-১৪/ কিমু ৯″ × ৫$\frac{১}{২}$	শেখ মুতাল্লিব	বেলমুতি পটিয়া	ফয়জুর রহমান	১২৫২ মঘী সন	নাই
৬১৭৬	কৃত্তিবাসের বামায়ণ বা. এ. হি. পু. নং - ২৪৫/ কৃ. কৃ. রা ১১″ × ৪″	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ সাল	নাই
৬১৭৭	কালিযোগ বা. এ. হি. পু. নং - ৪০৭ (খণ্ডিত)	দ্বিজরামকৃষ্ণ	নয়াখলা	×	×	নাই
৬১৭৮	গদামল্লিকা বা. বো. মু. পু. নং - ১৪ (খণ্ডিত)	শেখ সাদী	দীঘল গাঁও কুমিল্লা	শ্রী পুথি মাহাম্মদ	১২১৪ সন	নাই
৬১৭৯	গদামল্লিকা বা. বো. মু. পৃ. নং - ৩৯ (খণ্ডিত)	ঐ	পূর্ণমতী কুমিল্লা	আজিমদ্দিন	১২৭৪ সাল	নাই
৬১৮০	গোল-আচমা ও আব্দুর রহিমের পুঁথি বা. বো. মু. পৃ. নং - ৬৪	মোহাম্মদ ছমি	চেরাকোট, কুমিল্লা	মোহাম্মদ কামিল	১২৯৩ সন	নাই
৬১৮১	গদা মল্লিকা বা. বো. মু. পু. নং - ৯৫ (খণ্ডিত)	শেখ সাদী	কুমিল্লা	মোহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬১৮২	ঐ বা. বো. মু. পৃ. নং - ১০৪ (খণ্ডিত)	ঐ	নয়াখলা মুরাদনগর	শ্রী জমিরদ্দীন	অজ্ঞাত	নাই
৬১৮৩	ঐ বা. বো. মু. পৃ. নং -১৮২ (খণ্ডিত)	ঐ	কুমিল্লা	শেখ রহমতুল্যা	১২২৩ সাল	নাই
৬১৮৪	গদামল্লিকা পুস্তক বা. বো. মু. পু. নং - ১৯৭ (খণ্ডিত)	ঐ	জল গাঁও, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২০৭ সন	নাই
৬১৮৫	গদামল্লিকা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২১৭	ঐ	সুলতানপুর দেবীদ্বার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৮৬	ঐ (খণ্ডিত) নং - ২২৫	ঐ	কুমিল্লা	শ্রীআব্দুল জব্বার	অজ্ঞাত	নাই
৬১৮৭	ঐ (খণ্ডিত) নং - ২৪২	ঐ	কুমিল্লা	শ্রী হিলাল গাজী মিয়াজী	১২৫৯ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬১৮৮	গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৪১	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	১২২৯ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬১৮৯	গদামিল্লকা (খণ্ডিত) বা. বো. মৃ. পু. নং - ২৫২	শেখ সাদী	বক্রী কান্দি দেবীদ্বার	শ্রী রজ্জব আলী	১২৯৯ সাল	নাই
৬১৯০	ঐ (খণ্ডিত) নং - ২৫৩	ঐ	রত্নবতী কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৯১	ঐ (খণ্ডিত) নং - ২৮২	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৯২	ঐ নং - ২৯৯	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রী শেখ ভাসন	১২৩৭ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬১৯৩	গৌরাঙ্গ বিজয় খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৪৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৯৪	(পার্য বিদায় খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৯১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৯৫	গদামল্লিকা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৩৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ছৈয়দ আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬১৯৬	ঐ নং ৪৩৯	মোহাম্মদ আলী	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬১৯৭	ঐ নং- ৪৪০	শেখ সাদী	কুমিল্লা	শ্রী নিজামদ্দিন	×	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬১৯৮	ঐ (খণ্ডিত) নং ৪৫৬	অত্রিক ছাদি	গণ্ডা মণ্ডল কুমিল্লা	ছিন্ন আমজাদ আলী	১৩১০ সন ২৫ শে ভাদ্র	নাই
৬১৯৯	ঐ (খণ্ডিত) নং ৪৫৮	শেখ সাদী	কুমিল্লা	শেখ রহমত সরকার	×	নাই
৬২০০	ঐ (খণ্ডিত) নং ৪৫৯	সত্রক ছাদি	লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা	শ্রী মহাম্মুদ আলী	×	নাই
৬২০১	ঐ (খণ্ডিত) নং - ৪৭০	আত্রিক ছাদি	আড়পাড় দেবীদ্বার	ইমামবক্স	১৩১৩ সন	নাই
৬২০২	ঐ (খণ্ডিত) নং ৪৭২	ঐ	ধামতী, কুমিল্লা	ছুরতআলী	×	নাই
৬২০৩	ঐ (খণ্ডিত) নং ৫০৬	সায়েক ছাদি	কুমিল্লা	আব্দুর রহমান	১৩০৪ সন	নাই
৬২০৪	গাজীরপুথি (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৫৪৪	হালুমীর	রাজশাহী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২০৫	গোরক্ষ বিজয় (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ৫৫৩	ফয়জুল্লাহ	কুমিল্লা	শ্রীছাহি মহাম্মদ	অজ্ঞাত	নাই
৬২০৬	গোবিন্দ বিজয় (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং- ৭১	সরাজ খান	কুমিল্লা	শ্রী মযারদ্দীন	১২৪৬ ত্রিপুরাব্দ ৬ই মাঘ	নাই
৬২০৭	গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ১১৩	শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ	ধনপুর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৬৯ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬২০৮	গীত নিমাই সন্ন্যাস (খণ্ডিত) বা. বো হি. পু. নং - ১৯১	অজ্ঞাত	হারঙ্গ, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২০৯	গোপীকামোহন (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি: পু. নং -২৫৭	বৃন্দাবন দাস	মিলমুড়ী, কুমিল্লা	শ্রীশিবরাম দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬২১০	গোবিন্দ মঙ্গল (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪০০	কৃষ্ণদাস	নয়াখলা দেবীদ্বার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২১১	গুপ্ত কারণ গ্রন্থ বা. বো. হি. পু. নং- ৪৫৮	শ্রীরূপ গোস্বামী	ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২১২	গুলে বাকাওলি বা. ও, স. পু. নং - ৩২/ নও ১/ ও বা ১ $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$	নওয়াজিস খান	সুদপ্তী, চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	১৭ শ শতাব্দী	নাই
৬২১৩	ঐ নং- ৩৩/ ন৩২/ জবা ২ $১২\frac{১}{২} \times ৭''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	নাই
৬২১৪	ঐ নং- ৩৪/ন ৬৩. শুন ৩ $১১\frac{১}{২} \times ৭''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২১৫	ঐ নং- ৭২/ সুফি ১ গুলে ১/ মা ২/ মপ ২	মুহম্মদ সফি	অজ্ঞাত	বদিউদ্দীন	১২১৭ মগী সন	নাই
৬২১৬	গুলেবকাওলী বা. এ. স. পু. নং- ১২৮/ মুআ ১/ ওবা $১১'' \times ৭''$	মুহাম্মদ আলী	কাঠাগড়া সাতকানিয়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২১৭	গুলেবকাওলী বা. এ. স. পু. নং - ১২৯/ মুমু ২./ গুবা	মুহম্মদ মুকিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৭ মঘী সাল- ৭ই বৈশাখ	নাই
৬২১৮	গোলপরী গফুর কুমার বা. এ. স. পু. নং- ১৩২/ স. আর/ গো $১২'' \times ৮''$	আজিজুর রহমান	"	"	"	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬২১৯	গোলপরী গফুর কুমার বা. এ.স পু. নং - ১৩২/ সত্মার১/ গো ১২″ × ৭ ১/২	মামুদ আলী	"	"	"	নাই
৬২২০	গোলবাহার রাজিবকুমার বা. এ. ম. পু. নং - ১৫৭/ আরা ১/ নো বার ১১″ × ৮″	আজিজুর রহমান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২২১	গীত বা. এ. স. পু. নং - ১৬২/ স গম/ গী ৯″ × ৫ ১/২	মমতাজ/সমশের	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬২২২	গোরক্ষ বিজয় - (খণ্ডিত) বা. এ. স. পু. নং - ১৯২/ বিদা ১/ গো ৬ ১/২ × ৫″	বিপ্রদাস	"	"	"	নাই
৬২২৩	গাজীর পুথি বা. এ. স. পু. নং - ২২৮/ সৈয়দ হা মি/ গাজীর পু ১৪ ১/২ × ৫ ১/২	সৈয়দ হালু মিরা	"	শ্রী মল্লিক প্রামাণিক	১২৯০ সাল	নাই
৬২২৪	ঐ নং - ২২৯/ হানু গাইন/ সা. পু ১৪ ১/২ × ৪ ১/২	হালুগনাইন	×	×	১২৫৫ সন	নাই
৬২২৫	গুরুদক্ষিণা মাহাত্ম্য বা. এ. স. পু. নং - ১২৪৩ ১৩ ১/২ × ৫″	অজ্ঞাত	×	×	×	নাই
৬২২৬	গাজীর পুথি (খণ্ডিত) বা. এ. স. পু. নং - ২৫৫ ১৪ ১/২ × ৪	সৈয়দ হালু মিরা	×	নওয়াজ আলী খাঁন	×	নাই
৬২২৭	অজ্ঞাত নামা (খণ্ডিত) বা, বো, মু. পু. নং - ১৭০	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী ওমর আলী	×	নাই
৬২২৮	চতুর্ন্য ছিলাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২১৩	মোহাম্মদ দরজা	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২২৯	চর্তুন্য ছিলাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২১৪	ঐ	কুমিল্লা	শ্রীইমামদ্দিন	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩০	চন্দ্রাবতী খণ্ডিত বা. বো. মু. পৃ. নং- ৪৯৯	মফিজদ্দীন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩১	চন্দ্রকলার বিবাহ বা. বো হি. পু.নং ১৪৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩২	চানক্যশ্লোক (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২২২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩৩	চৈতন্যচরিতামৃত মঙ্গলাচরণ পুস্তক বা. বো. হি. পু. নং - ৩২৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৫১ সন	নাই
৬২৩৪	চাণক্যগ্রন্থ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪০১	অজ্ঞাত	নয়াখলা দেবীদ্বার	শ্রীআত্তারাম বাবাজী	১১৮৩ সন ২১ আষাঢ়	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬২৩৫	চম্পক কলিকা (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৪১	শ্রী কৃষ্ণদাস	মোহাম্মদপুর ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩৬	চমৎকারচন্দ্রিকা (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৫৬	শ্রী নরোত্তম দাস	মোহাম্মদ পুর ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩৭	চৈতন্যচরিতামৃত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৮১	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩৮	চন্দ্রবানের পুথি (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৯৩/চ ৯″ × ৫ ১/২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৩৯	চন্দ্রবানের পুথি (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৯৩/চ ১০″ × ৬ ১/২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৪০	চমৎকারচন্দ্রিকা বা, এ. বি. পু. ন - ২০৮/ চমৎকারচন্দ্রিকা - ১ ১৪ ১/২ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৪১	চন্দ্রাবলী কন্যার পুথি বা. এ. বি. পু. নং - ২১৩/ দ্বিজন / চন্দা কপু ১৪″ × ৪″	দ্বিজ পণ্ডিত	অজ্ঞাত	সৈয়দ আমির উদ্দিন	১২৭১ সাল	নাই
৬২৪২	চন্দ্রাবলীর পুথি বা. এ. বি. পু. নং - ২১৮/ শেখ বন ম /চন্দ্রাপু ২০″ × ৫″	শেখ ধন সামদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৫ সাল	নাই
৬২৪৩	চন্দ্রাবলীর পুথি (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৫৪/ কুতু/ চ. পু ১৭ ১/২ × ৫ ১/২	শ্রী বোচার কুতুবুল্লা	অজ্ঞাত	হামেদুল্লাহ	অজ্ঞাত	নাই
৬২৪৪	ঐ বা. এ. বি. পু. নং ২৭৬/ দ্বিজ পশু/ চ. পু. ১৫ ১/২ × ৫″	দ্বিজপশুপতি	অজ্ঞাত	হামেফুল্লাহ	অজ্ঞাত	নাই
৬২৪৫	চণ্ডী কাব্য বা. এ. বি. পু. নং - ২৮৩/ মহাদেব/ চণ্ডীকাব্য ৯″ × ১ ১/২	মহাদেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৪৬	চন্দ্রাবলী বা. এ. বি. পু. নং - ২৯৩/ দ্বিপ./ চন্দ্রাবলী ৮″ ×৬ ১/২	দ্বিজ পশুপতি	"	শ্রী শরীয়ত উল্যা সরকার	১২৭১ সাল	নাই
৬২৪৭	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৯৬/ দ্বি. মা/ চ. কা	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৪৮	চারিমোকামের- ভেদ বা. বো. মু. পু.নং - ২৭	আব্দুল হাকিম	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থমালা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৪৯	চিকিৎসাশাস্ত্র বা. এ. বি. পু. নং ১৮৬/ চি. শা	×	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬২৫০	হায়াৎনামা ৮˝ × ৫ $\frac{১}{২}$˝ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৩৭	মোজাম্মিল	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৫১	হায়াতনামা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৬৪ (বস্ত্র ১/ ছানা) ৬ $\frac{১}{২}$ × ৫ $\frac{১}{২}$	বকশ আলী	×	×	×	নাই
৬২৫২	ছিফাতে ইমান (খণ্ডিত) বা.এ. বি. পু. - ৪৬/ বদি ৪/ ছিফাত ১ ১১˝ × ৭˝	বদিউদ্দীন	×	×	১৮ শ শতাব্দী	নাই
৬২৫৩	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ৪৭/ বদি ৫/ ছিফাত	ঐ	×	অজ্ঞাত	১৮ শ শতাব্দী	নাই
৬২৫৪	ঘুরপাঠের উপকারিতা (খণ্ডিত) বা. বো. ম. পু. নং - ৫৫৭	বিরাহিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৫৫	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল বা. বো. মু. পু. নং - ৫০২	বিরাহিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৫৬	ঐ বা. বো. মু. পু. নং - ৫০৩	অজ্ঞাত	"	হোমনদ্দি নিজামদ্দিন	×	নাই
৬২৫৭	ঐ বা. বো. মু. পু. নং - ৫০৭	বিহিরাম	কুমিল্লা	ইমাম বশরদ্দিন	×	নাই
৬২৫৮	ঐ বা. বো. মু. পু. নং - ৫০৮	বিহিরাম	ঐ	শ্রী শ্রী মামাঝুক আলারদ্দিন	১২৯৩ সাল	নাই
৬২৫৯	ঐ বা. বো. মু. পু. নং - ৫০৯	×	কুমিল্লা	শ্রী নিজামদ্দিন	অজ্ঞাত	নাই
৬২৬০	ছহি অক্ষ নামা বা. বো. মু. পু. নং - ৫০৫	রোমন আলী	"	"	অজ্ঞাত	নাই
৬২৬১	ছয়ফুল মুলুক বদিউজআমাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৬২	দোনা গাজী	ত্রিপুরা	আমানউল্লা	১২৭৮ সাল	নাই
৬২৬২	ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৬৩	বিরাহিম	বাবু পাড়া	শ্রী এবাদুল্লাহ	অজ্ঞাত	নাই
৬২৬৩	ছয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৬৭	বিরাহিম	শরৎনগর চান্দিনা	শ্রী ছায়েদ আলী	১২৯৩ সাল	নাই
৬২৬৪	ঐ (খণ্ডিত) ৪৬৯	বিরাহিম	পাহাড়পুর মুরাদনগর	অজ্ঞাত	১২৮০ সাল	নাই
৬২৬৫	ঐ (খণ্ডিত) নং ৪৭৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী নোয়াব আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬২৬৬	ঐ (খণ্ডিত) নং- ৪৪৪ ১/ ক ২০ ক, ৭৮/ ক ১২৩/ কপ	বিরাহিম	নবিয়াবাদ চান্দিনা	সাকির মোহাম	১৩০৩ সাল	নাই
৬২৬৭	ঐ (খণ্ডিত) নং - ৪৪৪ ১/ক, ২০ক, ৭৮/ ক ১২৩/ কপ	বিরাহিম	নারিয়াবাদ, চান্দিনা	সাকিব মোহাম্মাদ	১৩০৩ সাল	নাই
৬২৬৮	ঐ (খণ্ডিত) নং - ৪৪৫ ৩৬/ ক, ৪৯/ খ,	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	সাকির মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	নাই
৬২৬৯	ঐ (খণ্ডিত) নং- ৪৪২ ১৫৬/ প.	বিরাহিম	কুমিল্লা	শ্রী আমানউল্লা	১৩০১ সাল	নাই
৬২৭০	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৪১	অজ্ঞাত	ধামতী	শ্রী চান্দ বক্স	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬২৭১	ছয়ফুল মুল্লুক বদিয়াজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩১৪	সরিক	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৭২	ছয়াফুল মুল্লুক বদিয়াজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩১৪	বিরাহিম	চরবাকর, কুমিল্লা	শ্রী আমান উল্ল্যা	১২৯৫ সাল	নাই
৬২৭৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো., মু. পু. নং - ২৬৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী পীর্জা গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬২৭৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৬৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী পীর্জাগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬২৭৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৫	বিরাহিম	ধামতী, কুমিল্লা	শ্রী মেহেন্দি আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬২৭৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২১২	ঐ	কুমিল্লা	শ্রী নিজাম উদ্দিন	১২৬৬ সন	নাই
৬২৭৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ১৫৩	বিরাহিম	কুমিল্লা	শ্রীসেক হোসন মিয়াজী	১২৬৩ সন	নাই
৬২৭৮	শ্রী (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৫৪	বিরাহিম	কুমিল্লা	আজিমদ্দিন	অজ্ঞাত	নাই
৬২৭৯	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু.নং - ১৫৫	ঐ	কুমিল্লা	শ্রী জহিরদ্দিন	১২৮৯ সন	নাই
৬২৮০	ছয়ফুলমুল্লুক ও লালমতী (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৫৮	মোহাম্মদ রাজ্জাক	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৯০ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬২৮১	সিরাজুল কুলুব (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ১৭৬	মহাম্মদ কাছিম	কুমিল্লা	শ্রী দোকড়ি মীজি	১২২৮ সন ২০ শে আশ্বিন	নাই
৬২৮২	নুর নামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৩২	শেখ কবির	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৮৩	ঐ (সম্পুর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ১১১	ঐ	কুমিল্লা	শ্রীফুলী মিয়াজী	১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬২৮৪	ছুরতনামা (সম্পূর্ণ) বা. বো. পৃ. পৃ. দে- ১৩৩	অজ্ঞাত		লাকসাম কুমিল্লা	শ্রী মুনসী মিয়্যা	নাই
৬২৮৫	ছয়ফুল মুল্লুক ও বদিউজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১২২	অজ্ঞাত	ঐ	শ্রীনুর বক্স আজিজ উল্ল্যা	অজ্ঞাত	নাই
৬২৮৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১২২	অজ্ঞাত	ঐ	শ্রীতুষ মিঞাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬২৮৭	ছেরাতল মোমেনিন (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ৫৪	মালে মোহাম্মদ	কুমিল্লা	শ্রী তথু মিএাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬২৮৮	ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু, পু, নং - ১২	আব্দুল হাকিম	দীর্ঘলগাঁও কুমিল্লা	শ্রী মোহাম্মদ জমসের	অজ্ঞাত	নাই
৬২৮৯	জেবল মুল্লুক সামারোখ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৮	মুহম্মদ আকবর	কুমিল্লা	শ্রী দোকড়ি জিদী	অজ্ঞাত	নাই
৬২৯০	জয়গুনের পুথি(খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু.. নং- ১৩	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	মহাম্মদ পঙ্গু	অজ্ঞাত	নাই
৬২৯১	ঝেবল মুল্লুক শ্যামারোক (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. মু. নং- ২১	মোহাম্মদ আকবর	জগৎপুর বুড়িচঙ্গ	শ্রীলস্কর গাজী মিএাজী	১৫৫১ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬২৯২	জলমার যুদ্ধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ২২	অজ্ঞাত	জগৎপুর, বুড়িচঙ্গ	শ্রী সহর গাজী	১২২৮ ত্রিপুরাব্দ	নাই

বিরাহিম মূলে আছে। লিপিকরের ভুলের কারণে ইব্রাহিম; বিরাহিম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬২৯৩	(জেবের মুল্লুক শ্যামারোক (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৪২	মোহাম্মদ আকবর	সাহেবাবাদ বুড়িচঙ্গ	শ্রী হাসিম	অজ্ঞাত	নাই
৬২৯৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো.	ঐ	আড়াই ওরা কুমিল্লা	মোহাম্মদ আলী	১২৯৩ সন	নাই
৬২৯৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. . বো. মু. পু. রা- ৯৬	ঐ	গোপীনাথপুর কুমিল্লা	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬২৯৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পৃ. নং - ১২৪	সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর	চকবস্তা বুড়িচঙ্গ	শ্রীমোহাম্মদ হোসন	২১৭৬, ১২৭৭, ১২৭৮	নাই
৬২৯৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১২৬	মোহাম্মদ আকবর	হাতিগাড়া কুমিল্লা	শ্রীমহোম্মদ রওশন	১২৬৫ সন	নাই
৬২৯৮	জয়কালী ও বলরামের প্রেমকাহিনী (খণ্ডিত) বা. বো, মু, পু, নং - ১৪১	সৈয়দ নাছিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬২৯৯	জয়কালী ও বললামের কাহিনী (খণ্ডিত) বো. মু. পু. নং- ১৪৩	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩০০	ক্ষেনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পৃ. নং- ১৮৬	আকিল মহাম্মদ	এলাহবাদ দেবীদ্বার	শ্রীহাছন আরী	১২৮০ সাল	নাই
৬৩০১	জেবের মুল্লুক শ্যামারোক (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পৃ. নং - ১৯১	মোহাম্মদ আকবর বা সৈয়দ আকবর	পূর্ণমতি বুড়িচঙ্গ	শেখ ইদিল	১২৪৭ সন	নাই
৬৩০২	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. পু. নং - ২৪৭	মোহাম্মদ আকবর	ফতেয়াবাদ, দেবীদ্বার	শ্রীচান্দগাজী	১২৪৪ সন	নাই
৬৩০৩	জয়গুণের পুথি (খণ্ডিত) বা. বো. মু.পু. নং - ২৬২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রীপিজ্জাগাজী শ্রীভাগন গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৩০৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৪৭	"	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩০৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৩৪৭	"	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩০৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৬৩	মোহাম্মদ আকবর	এলাহবাদ দেবীদ্বার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩০৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৯৬	ঐ	কুমিল্লা	শেখ জহির উদ্দিন	অজ্ঞাত	নাই
৬৩০৮	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৩৭	ঐ	ধামতী দেবীদ্বার	শ্রীশেখ বাহরাম	অজ্ঞাত	নাই
৬৩০৯	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৮৬	ঐ	ধন্যস্থান	শ্রীশেখ করিম	অজ্ঞাত	নাই
৬৩১০	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং ৫৩০	ঐ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩১১	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৫৩০	ঐ	চট্টগ্রাম	মোহাম্মদ ফরিদ	অজ্ঞাত	নাই
৬৩১২	ঐ বা. বো, মু. পু. নং - ৫৭৩	সৈয়দ আকবর আলী	চট্টগ্রাম	শ্রীমাগন জমাদারী	অজ্ঞাত	নাই
৬৩১৩	জজ্ঞনামা বা. বো. মু পু. নং - ৫৫৯	হেয়াত মাসুদ	রংপুর	অজ্ঞাত	১২৩২ সাল	নাই
৬৩১৪	জক্ষনামা বা. বো. মু. পু. নং - ৫৪০	হায়াত মামুদ	রাজশাহী	অজ্ঞাত	১২৩১ সাল	নাই
৬৩১৫	জখমারযুদ্ধ - খণ্ডিত বা. বো. মু. পু. নং - ৩৯৫	×	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩১৬	জিয়ান সমাপ্ত (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৪৫	গঙ্গাদাস	উশ্বখলা চান্দিনা	অজ্ঞাত	১৬৭৪ শতাব্দ	নাই
৬৩১৭	জ্ঞান-ছত্তিশা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১০০	×	বড় দেল, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩১৮	সমগীতা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৬৫	দ্বিজ কানাইচন্দ্র	আড়াইকুলা, কুমিল্লা	শ্রী রামনারায়ন	১২৫০ সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৩১৯	জাবুল পর্ব (সম্পূর্ণ) বা/ বো, হি. পু. নং - ১১২৩	অজ্ঞয়	ধন পুর কুমিল্লা	গোমড়িদাস	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৩২০	জিয়ান সমাপ্ত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৪৫	সন্ধাদান	ভৈখলা, চান্দিনা	×	১৬৭৪ শতাব্দ	নাই
৬৩২১	জগন্নাথমঙ্গল (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৬২	দ্বিজ মুকুন্দ	জরাম, কুমিল্লা	×	১২৯০ সন	নাই
৬৩২২	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২৬৪	ঐ	ঐ	শ্রীরাম তাগুদেব শঙ্খন	অজ্ঞাত	নাই
৬৩২৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩০২	লোকনাথ দত্ত ও দেবীদাস	কুমিল্লা	×	১২৬৪	নাই
৬৩২৪	জন্মভোগ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৩৭৯	×	কুমিল্লা	×	১২০৮ সাল	নাই
৬৩২৫	জ্ঞান- চৌতিশা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৯২	×		নয়াখলা দেবীদ্বার	আত্তারাম বাবাজী	নাই
৬৩২৬	জঙ্গনামা বা. এ. হি. পু. নং ৩৫/ নজর ১/২নং১ ১০$\frac{৫}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	নদর মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩২৭	জ্ঞান - সাগর (সম্পূর্ণ) বা. এ. সি. পু. নং - ৮৬/ রাজা ১ জ্ঞান ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	আলী রাজা	অজ্ঞাত	সফর আলী	১২১৮ আলী	নাই
৬৩২৮	ঐ বা. এ. বি পু. নং ৮৭/ রাজা ২/ জ্ঞান ২ ১০″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৫ মগী সন	নাই
৬৩২৯	জ্ঞান- প্রদীপ/ যোগ কান্দির বা. এ. বি. পু. নঙ - ৯০/ রানা ৫/ ওজ্ঞান ১	ঐ	অজ্ঞাত	নদীর আহম্মা	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৩০	বা. এ. বি. পু. নং ৯১/ মূল ১/ জ্ঞান প্র ১ ৬$\frac{১}{২}$ × ৪$\frac{১}{২}$	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৬২ মগী বান	নাই
৬৩৩১	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১০০/ মূল / জ্ঞান ২ ৮$\frac{১}{২}$ × ৫″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৩২	জ্ঞান - চৌতিশা বা. এ. বি. পু. নং - ১০৪/ মূল ৬/ আমবেট ৫$\frac{১}{২}$ × ৫″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৩৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১২৫/ সৈ. মু. ২৯/ ১২$\frac{১''}{২}$ × ৪	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৩৪	অজ্ঞান-প্রদীপ বা. এ. বি. পু. নং - ১৫৮/ হা মো ১/ ৭ ৮$\frac{১}{২}$ × ৬″	হাজী মোহাম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৩৩৫	জয়গুনের বারেমাস্যা বা. এ. বি. পু. নং - ১৬৯/ মা বা ১/ জবা ৮″× ৬″	আরিফিখান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৩৬	জেবেরমুল্লুক সামারুখ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৭৫, সি জসমা	সৈয়দ আকবর	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৩৭	জেয়ারতে মক্কা মদিনা বা. এ. বি. পু. নং ২৪৮/ বহি জে মক্কা মদিনা ৮″× ৫″	রহিমুদ্দীন কাজী	পটুয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৩৮	যোগ কালন্দর বা. এ. বি. পু. নং. ২৫০ ৯ ১/২" × ৫ ১/২"	শ্রী ইন্দ্রমারেয়াল	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	১২৪৪ মঘী সন	নাই
৬৩৩৯	প্রজ্ঞান - নৈতিকা বা. এ. বি. পু. ন. - ২৬৩ ১১″× ৬ ১/২	বালক ফকির	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৪০	পুস্তক নাইদৌলা (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং ১০৯	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শ্রী মুমালী মিয়া	১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৩৪১	পুস্তক ইমামসাগর (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	লাকসাম কুমিল্লা	ঐ	১২৪৫ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৩৪২	পরদা (পর্দা) সংবাদ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৪৫	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৪৩	প্রেমকথা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৫৫৬	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	১১৯৮ মগী সাল	নাই
৬৩৪৪	প্রহলাদচরিত্র (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৭	দ্বিজ কংসারী	বড়ফৈল, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৪৫	পদ্মপুরাণ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৫৫৬	নারায়ন দেব	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৪৬	প্রহলাদচরিত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৮	দ্বিজ করমারী	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৪৭	প্রহলদচরিত্র (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৩৯	দ্বিজ কংসারী	কুমিল্লা	শ্রীকৃপারাম দেব	১১৭৯ সাল	নাই
৬৩৪৮	পাণ্ডববিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৫১	×	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৪৯	পদ্মপুরাণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৯	ষষ্ঠীবর ষষ্ঠবর সূত নারায়ন দেব	কুমিল্লা	শ্রীসাধন চন্দ্র দেব স্বর্মক	১৩০৫ সাল	নাই
৬৩৫০	পদ্মপুরাণ বা. বো. হি. পু. নং. - ১৬০	ষষ্ঠীবর দেবীবর সুত সাফদন খান গঙ্গাধার গঙ্গাদাস সেন	কুমিল্লা	শ্রী নাদ ডিসেম্বর দেব শর্ম্মন	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৫১	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং ১৬১	ষষ্ঠীবর ষষ্ঠীবর সুত ও নামন্দ খান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১৩০৪ সন	নাই
৬৩৫২	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২১৫	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৫৩	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২১৬	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৩৫৪	পদ্ম-পুরাণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩০৬	গঙ্গাদাস সেন নেম্নাথ. বিদ্যজগন্নাথ বসনিন্দ সাধু গঙ্গীধর	ঐ	শ্রী রামধন দেব শঙ্খন	১২২৬ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৩৫৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৫২	ঐ	ঐ	চণ্ডীরাম মাণিক্য	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৫৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৩৫২	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৫৭	পদ্মপুরাণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৬৯	গঙ্গ্যদাস সেন সানন্দা সূত্র বৈদ্য জগনাথ, ষষ্ঠীবর আনাদগাঁ,	শ্রী ঠকলাল চন্দ্র দে মজুমদায়	১২৯৫	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৫৮	পুষ্পদান গ্রন্থ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৫৭	নরোত্তম দান	ঐ	শ্রীরাম বসন্ত দাস	১২৩০ সন	নাই
৬৩৫৯	পদ্মপুরাণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৬৯	গঙ্গাদাস সেন আনদ বৈদ্যসজগ ন্নাথ, ষষ্ঠীবর	শ্রী ঠাকলাল চন্দ্র দে মহুমদায়	১২৫ সন	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬০	পুস্তক ময়নামতী ও বিচান্দ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৮৩	ভগানী দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬১	পদ্মপুরাণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪০৮	অজ্ঞাত	ঐ	শ্ৰী রামমোহন দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬২	কাত্তাল খণ্ড (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪১৮	অজ্ঞাত	ঐ	শ্রী রামমোহন দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬৩	পদ্মারপাঁচালী বা. বো. হি. পু. নং - ৪৩০	নারায়ন দেব	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬৪	ঐ (খণ্ডিত) নং- ৪৩১	নারায়ন দেব	রংপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬৫	ঐ বা. বো. হি. পু. নং - ৪৩৭	জ্ঞাত জীবন	রাজশাহী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬৬	পদ্মমালাগ্রন্থ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৪০	অজ্ঞাত	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬৭	প্রেমভাবচন্দ্রিকা (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৫৫	শ্রী মরোত্তম দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬৮	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৫৭	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৬৯	পদ্ম-পুরাণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৮৫	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	শ্রী কৃষ্ণদাস	১১৮৬ সন	নাই
৬৩৭০	পদ্ম -পুরাণ বা. বো. হি. পু. নং - ৫০২	দ্বিজ বংশী দাস ও নারায়ন দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৭১	পদ্মাবতী - (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - আ ১ পে ১ ১১×৬ $\frac{১}{২}$	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৭২	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং- আ. ৩/৯৩ ১০´´ × ৬´	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৭৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - আ ৩/ ৯৩ ১০´´ × ৬´	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭ শ শতাব্দী	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৩৭৪	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - আ ৪/ প ৪ ১০″ × ৬ ১/২	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৭৫	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - আ ৫/৯৫ ১০″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭ শ শতাব্দী	নাই
৬৩৭৬	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - আ ৬/ প ১০″ × ৬″	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নজির আহমদ	নাই
৬৩৭৭	বা. এ. বি. পু. নং - আ. ৭/৭ ১২″ × ৭ ১/২	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৭৮	আজির চৌতিশা রাগতাল নামা বা. এ. বি. পু. নং বালক ১/ আজি ১/ হাকিম ১ তাল ১৮″ × ৫ ১/২	বালক ফকির আব্দুল হাকিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৭ মঘী	নাই
৬৩৭৯	পদ্মাবতী (খণ্ডিত) বা. এ. বিক. পু. নং - ১২০/ আ ২২/ ৯৮ ৬ ১/২ × ৫″	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮০	পর্যায়গানের পাণ্ডুলিপি বা. এ. বি. পু. নং - ১৭৮/ আ. অ ১/ পগুজা ১১″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮১	পরকালের ভাবনা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২০০/ প ভ ৮ ১/২ × ৬ ১/২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮২	পরকালের- ভাবনা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২০০- পজ ৮ ১/২ × ৬ ১/২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮৩	পদাবলী (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং- ২১০/ গোব দা ১/ পদ্মা ১০″ × ৭″	গোবিন্দদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮৪	পদ্ম-পুরাণ বা. এ. বি. পু. নং - ২১৪/ দ্বিজ- বা. দা/পপু ১৬″ × ৫″	দ্বিজ বংশীদাস	অজ্ঞাত	শ্রীরাধামোহন দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮৫	পদ্ম-পুরাণ বা. এ. বি. পু. নং - ২১৬/ জীব মৈ১ ১৪″ × ৪″	জীবন মৈত্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৩৮৬	পদ্ম-পুরাণ বা. এ. বি. পু. নং - ২৪৬/ বৃত্ত অ/ ন. প. ১৪ ১/২ × ৫ ১/২	বৃন্দাবন ও অন্যান্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮৭	পীরনামা বা মুর্শিদনামাঃ বা. এ. বি. পু. নং ২৭০/ এ. ২ পীর বা সু না. ১৩″ × ৮″	এজহারুল হক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৩৪০ সাল	নাই
৬৩৮৮	পদ্মাবতী (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৮০/ আ/ প ১১″ × ৬ ১/২	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৮৯	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ২৮১/ আ/ প. ১০″ × ৬ ১/২	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৯০	পঞ্চসতী পেয়ারজান বা. এ. বি. পু. নং - ২৮২/ আ. আ. প. পে. জা	আক্কর আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৮৭ মঘী সন	নাই
৬৩৯১	পাঁচালী বা. এ. বি. প. নং - ২৮৪/ না. দে/ না ১৩ ১/২ × ৫″	নারায়ন দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৯২	পদ্মাবতীর কাহিনী বা. এ. বি. পু. নং - ২৮৬/ না দে/ ন কা ১৫″ × ৪ ১/২	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৯৩	পদ্ম-পুরাণ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৮৭/ প. জা/ প. পু. ১১ ১/২ × ৪ ১/২	পণ্ডীত জানকী নাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৯৪	ফকির বিলাস (খণ্ডিত) বা. বো. সু. পু. নং - ৪৯৪	হেয়াতমামুদ	রংপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৯৫	বা. বো. সু. পু. নং- ৪৯৭	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১২৯৮ সন	নাই
৬৩৯৬	ফাতেমা, ছখিনা ও সখির বারমাসী বা. বো. স. পু. নং - ৫৩২	×	চট্টগ্রাম	মনোহর	১২০৪ সাল	নাই
৬৩৯৭	ফায়েজুল মোকতাদী বা. এ. বি. পু. নং- ৫৩/ বালক/ ২। কা মো- ১ ১১″ × ৭″	বালক ফকির	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৩৯৮	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ২৬০/ ১১ ১/২ × ৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	করিমুল্লা	১১৯৮ মঘীসাল	নাই
৬৩৯৯	তমিমগোলাল চতুনা ছিন্নাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৬৬	মোহাম্মদ রাজা	তুলাতলী কুমিল্লা	শ্রী রহমত গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৪০০	আলিপনামা (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং- ১১০	অজ্ঞাত	লাকসাম কুমিল্লা	শ্রী মুনশী মিয়া	১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৪০১	তালিপ নামা (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ১১০	অজ্ঞাত	লাকসাম কুমিল্লা	শ্রীমুনশী মিয়া	১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৪০২	তমিম গোলাল চৈজুর্স্যা ছিলাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৬৬	মোহাম্রাজা	কুমিল্লা	আবজাল মিয়াজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৪০৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৪৮	ঐ	ফতেয়া বাদ কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৩৫ সন	নাই
৬৪০৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৮৮	মহাম্মদ রাজা	দেবীদ্বার কুমিল্লা	শ্রী ছলিউল্লা আহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৪০৫	তামীর মাহাত্ম্য বা. বো. হি. পু. নং - ১৪০	অজ্ঞাত	ভৈষখলা চান্দিনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪০৬	তত্ত্ব নিরুপণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং ৩৬৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪০৭	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৪৬	শ্রী নরোত্তম দাস	মোহাম্মাপুর, ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪০৮	তোহফা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং আ ৮/ তো-১ কা. এ. বি. পু. নং - আ৮ / তো-১ $৮\frac{১}{১} \times ৭''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭শ শতাব্দী	নাই
৬৪০৯	তোহফা (খণ্ডিত) বা. ত. বি. পু. নং - আ. ৯/পে $৫'' \times ৭\frac{১}{২}$	ঐ	চট্টগ্রাম	উর্ম্মদ আরী	ঐ	নাই
৬৪১০	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - আন/ তো $১২\frac{১}{২} \times ৭\frac{১}{২}$	ঐ	চট্টগ্রাম	উমর্দ আলী	ঐ	নাই
৬৪১১	তরমুজা পুস্তক বা. এ. বি. পু. - ৫৮/ যোশা/ তরজু $৯\frac{১}{২} \times ৬$	মোশাররফ আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৯ মাগী সন	নাই
৬৪১২	তমিমগোলাল চর্তুন্য ছিলাল (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৯১/ সি রাজা ১/ তমিম১ $৮'' \times ৬''$	সৈয়দ আলী রাজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৮শ শতাব্দী	নাই
৬৪১৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৯২/ সৈ রাজা ১/ তামিম১ $৮'' \times ৬''$	সৈয়দ আলী রাজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪১৪	তাল নামা বা. এ. বি. পু. নং - ১৩৫/ আা ৪/ তানা	আব্দুল হাকিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪১৫	তোহফা বা. এ. বি. পু. নং - ১৩৫/ আহা ৪/ তানা	আব্দুল হাকিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪১৬	তালনামা বা. এ. বি. পু. নং - ১৬১ $৯'' \times ৫\frac{১}{২}$	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৪১৭	তাসাউফ ও অন্যান্য বিষয়ক ৫টি গ্রন্থ বা. এ. বি. পু. নং - ২৯২ ৮´´ × ৬´´	শেখ আলম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪১৮	তালিবনামা (সম্পূর্ণ) বা. এ. পু. নং - ১৭	শেখ চান্দ	ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়	শ্রী পাআছি	১২০৯ মঘী মাল	নাই
৬৪১৯	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ১৮	ঐ	ঐ	শ্রীহীন আস্থাদান আলী মিয়াজী	১২১১ মঘী সন	নাই
৬৪২০	তালনামা বা. এ. বি. পু. নং - ২৮	আব্দুল হাকিম	বাংলা একাডেমী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪২১	দরজ্জালনামা (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ৪৭	মোহামআন	বুড়িচং	স্ত্রী মা এ লস্কর	১২০৫ মন	নাই
৬৪২২	দারজ্জালনামা (খণ্ডিত) বা. বো. সু. পু. ং - ৭৮	মোহাম্মদ খান	রাধাধনপুর, কুমিল্লা	শ্রী তযু মিয়াজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৪২৩	দরবেশনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১২৫	আজিজ	বাড়ি কান্দি মতলব	অজ্ঞাত	১২৯৪- ৯৫ সাল	নাই
৬৪২৪	দোরমজলিশ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং ৩৭৮	আব্দুল হাকিম	সিরহিকান্দি কুমিল্লা	জিন্নাত আলী আব্দুল সরকার	১২৯২ সন	নাই
৬৪২৫	ঐ বা. বো. মু. পু. নং - ৪৬৮	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪২৬	দোলমঙ্গল (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩	শঙ্কর দাস	কমলপুর, পাটি কারা	শ্রী প্রতাপ নারায়ন দে	অজ্ঞাত	নাই
৬৪২৭	দ্রোন পর্ব (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩	শঙ্কর দাস	কমলাপুর পাটিকারা	শ্রী প্রতাপ নারায়ন দে	অজ্ঞাত	নাই
৬৪২৮	দাহ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	সঞ্জয়	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪২৯	দাকায়েকুল হাকায়েক (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ৩৬ ১৩´´ × ৮´´	নুরুদ্দিন	কুমিল্লা	সানাউল্লা	১২৩২ মঘী সন	নাই
৬৪৩০	ঐ বা. এ.টি. পু. নং - ৩৭ ১০´´ × ৭´´	ঐ	অজ্ঞাত	ছফর আলি	১২৪৬ সাল	নাই
৬৪৩১	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং ৩৮ ১২´´ × ৭ ১/২	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৩২	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং ৩৯ ১০ ১/২ × ৭´´	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৩৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৪০ ৬ ১/২ × ৫´´	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৩৪	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ৪১ ১০ ১/২ × ৬ ১/২	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৩৫	দারু অবতার বা. এ. বি. পু. নং ২০৬ ১৪´´ × ৬ ১/২	দ্বিজ মুকুন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৩৬	দিলারাম বা. এ. বি. পু. নং - ২৪১ ১০´´ × ৬´´	কবি চুহর	অজ্ঞাত	তমিজ উদ্দীন	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৪৩৭	দাকায়েকুল হাফায়েত বা. এ. বি. পু. আর - ২৫৮	সৈয়দ নুরুদ্দীন	অজ্ঞাত	শ্রী জোয়াবাদ্দিন	১২৩০ মাঘী মাল	নাই
৬৪৩৮	দজ্জাল নামা (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ২৫৮	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	শ্রী হীন আজরায় আলী ও শ্রী মনসুর আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৩৯	নুরনামা (খণ্ডিত) বা. এ. আ. কি. পু. নং - ২৫	আব্দুল হাকিম	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী সোনাউল্লা	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৪০	ঐ বা. এ. আ. কি. পু. নং	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১২১৪ সাল বা ১২১৭ ত্রিপুরাজ	নাই
৬৪৪১	নবীবাংশ (খণ্ডিত) বা. এ. আ. কি. পু. নং - ১৫	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৪২	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. ন - ২৬১ ১৫ $\frac{১}{২}$ × ৫ $\frac{১}{২}$	ঐ	ঐ	শ্রী ডোমা আলী	১১৩৮ সাল	নাই
৬৪৪৩	নুরনামা বা. এ. বি. পু. নং - ২৫২ ১০″ × ৬ $\frac{১}{২}$	আমীরুল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১২ সাল	নাই
৬৪৪৪	নছিয়তনামা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৯৮ ১১″ × ৬″	সৈয়দ নুরুদ্দিন চট্টগ্রাম	আজিউদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৪৫	নবী বংশ বা. এ. বি. পু. নং - ১৮৮ ১১″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৪৬	নন্দনলাল বাঘমারা পুথি (খণ্ডিত) বা. এ. বি পু. নং - ১৬৭ ১০″ × ৭″	অধম ফকির	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৪৭	নীতিশাস্ত্র কথা বা. এ. বি. পু. নং - ১৩৬ ১১ $\frac{১}{২}$ × ৬″	আসাদ আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৪৮	নুরনামা বা. এ. বি. পু. নং - ১২৬ ১২″ × ৭ $\frac{১}{২}$ বা. এ. বি. পু. নং - ১২৬	মোহাম্মদ সফি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৪৯	নুরনামা বা. এ. বি, পু, নং- ১১৮ ৭ $\frac{১}{২}$ × ৬ $\frac{১}{২}$	মুহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫০	নবী বংশ বা. এ. বি. পু. নং - ১১০ ১১″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	অজ্ঞাত	আবুল হোসেন	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫১	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১১০ ১১″ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	মোসল আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫২	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১০৮ ১২″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	আবুল হোসেন	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫৩	নীতি শাস্ত্র বার্তা বা. এ. বি. পু. নং - ৫৫ ৮″ × ৫″	মোজাজ্জিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৪৫৪	নীতিশাস্ত্র বার্তা (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ৫৪ ৭½ × ৬″	মোজাম্মিল আব্দুল নবী	অজ্ঞাত	ফইজুল্লা	১২০৬ মসী সন	নাই
৬৪৫৫	নামাজের কিতাব বা. এ. বি. পৃ. নং - ৪৩ ৮″ × ৬″	বফিউদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫৬	মসিবতনামা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৯ ১১″ × ৬½	মোহাম্মদ কাসিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫৭	নিসর্গ গ্রন্থ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৬৩	শ্রী গোবিন্দ দাস	মোহাম্মদ পুর ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫৮	নিত্যলীলা গ্রন্থ (সম্পূর্ণ) বা. বো, হি. পু. নং - ৪৫০	শ্রী রূপ গোস্বামী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৫৯	সৈয়দ চরিত্র (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৯৪	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৬০	নল - দময়ন্তি পুস্তক বকা. বো. হি. পু. নং -৩৬০	রতিরাম দাস	কুমিল্লা	শ্রীমুহম্মদ মুনাইম	১২৩০ সাল	নাই
৬৪৬১	নারদীয় পুরাণ (সম্পূর্ণ) কা. বো, হি. পু. নং - ৩৬০	রতিরাম দাস	কুমিল্লা	শ্রী মুহাম্মদ নুনাহম	১২১০ সাল	নাই
৬৪৬২	নারদসংবাদ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৮৪	কৃষ্ণদাস	সনিয়া (ফেনী)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৬৩	নারোদীপুরোণ পুস্তক (স্পূর্ণ) না. বো. হি. পু. নং - ২৬৫	অজ্ঞাত	জয়াগ - কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৬৪	নৈষদেব উপাখ্যান বা. বো. হি. পু. নং - ২১৮	লোকনাথ দত্ত	মাহানিয়া, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৬৫	নিমাই সন্ন্যাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৩৭	বাসুদেব ঘোষ	ভৈষখলা কুমিল্লা	শ্রীশিবনারায়ণ	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৬৬	নৈষধবিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ১০২	শ্রী মধুসূদন	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২১৬ সাল	নাই
৬৪৬৭	নৌকাখণ্ড (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু, নং ১০১	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	শ্রী মিষিরাজ জাল	১২৪২ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৪৬৮	নৌষদ পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৫৫	পাধভী - নাথ	বিষ্ণুপুর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৯৮ সন	নাই
৬৪৬৯	নৈষদে পাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৬	লোকনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৭০	নৈষধ উপাখ্যান (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১২	তেতেয়ারা, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৭১	নীতিশাস্ত্রবার্তা (খণ্ডিত) বা. বো. হি পু. নং - ৫৮১	মোজাম্মেল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৭২	নারীমামা বা নমিতুনেচ্ছা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৫৪১	মোহাম্মদ ইউসুফ	চট্টগ্রাম	মোহাম্মদ আইলুল্লাহ	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৭৩	নবীবংশ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. - ৫২৭	সৈয়দ সুলতান	রাজশাহী	অজ্ঞাত	১২৭৬ সাল	নাই
৬৪৭৪	নবীবংশ (সম্পূর্ণ) বা. বো. বু. পু. নং - ৪৯৬	মুজাম্মিল	চট্টগ্রাম	শ্রী নিত্যাবন্দ	১২০৯ সন	নাই
৬৪৭৫	নীতিসাখস্ত্র বার্তা বা. বো. বু. পু.নং - ৪৯৬	মুজালি	রংপুর	দেওয়ান গাজী	১২০৯ সন	নাই
৬৪৭৬	নবীবংশ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪২০	সৈয়দ সুলতান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৭৭	নবীবংশ (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ২৭৫	সৈয়দ সুলতান	কুমিল্লা	সেকদার মহাম্মদ	১২২৭ সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৪৭৮	নিরঞ্জনে (র) নুরনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২০৮	সৈয়দ জাদা	মোহাম্মদ পুর কুমিল্লা	শ্রীশেখ বাকার	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৭৯	নূর নামা (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ৮০	আব্দুল হাকিম	সামকরা কুমিল্লা	শ্রীটোনা গাজী	১২২৫ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৪৮০	নুরনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৮৮	অজ্ঞাত	ধামতী কুমিল্লা	শ্রীআমান উল্লাহ	১২৮২ সাল	নাই
৬৪৮১	বদিরজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৮৯	অজ্ঞাত	ধামতী কুমিল্লা	শ্রীআমান উল্লাহ্	১২৮২ সাল	নাই
৬৪৮২	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৮৯	অজ্ঞাত	রখলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৮৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৯০	অজ্ঞাত	বকরিকান্দি, কুমিল্লা	শ্রীআশরাফ আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৮৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. রা.- ৯৭	সৈয়দ বিরোহিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৮৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. ,মু. পু. নং - ৯৯	বিরাহিম	পাহাড়পুর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৮৬	বাঘের পুঁথি (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ১০৫	জমির উদ্দিন	নাখলা, কুমিল্লা	জমির উদ্দীন	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৮৭	বারমাসী (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১১৪	অজ্ঞাত	লাকসাম কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৮৮	বদিউজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বা. মু. পু. নং - ১৭১	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৮৯	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২১৯	বিরোহিম	সাধাইয়া বাজার দেবীদ্বার	অজ্ঞাত	১২৮৭ সন	নাই
৬৪৯০	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৩০	ঐ	তালতলা ধামতী কুমিল্লা	শ্রী চান্দবাজী	১২৪৭ সন	নাই
৬৪৯১	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৮০	অজ্ঞাত	ক্ষিরকান্দি কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৯২	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৪৪৩	বিরোহিম	নরিনাবাদ চান্দিনা	শ্রী হাছন আরী	১৩০২ সাল	নাই
৬৪৯৩	বার চান্দের বিবরণ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৪৩	বিরোহিম	নরিনাবাদ, চান্দিনা	শ্রী হাছন আলী	১৩০২ সাল	নাই
৬৪৯৪	বিবেকেরযুদ্ধ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৯৫	বৈষ্ণববান্দনা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪১	দৈবতী নাদন	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৯৬	ঐ (খণ্ডিত) ৪২	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৯৭	বন পর্ব পৃংমীর বিলাপ বা. বো. হি. পু. নং- ১৭৩	রাম নারায়ন	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৯৮	বিদ্যামৃন্দর পালা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৬৮	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৪৯৯	বানযুদ্ধ পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৮৫	শ্রী নাথ দে	তপিয়া ময়ূরা কুমিল্লা	শ্রী পদ্মারাম আচার্য	১২১১ মন	নাই
৬৫০০	বস্তুনিরুপণ (সম্পূর্ণ) বা. মো. হি. পু. নং - ৩৫৮	শ্রী নাথ দে	মোহাম্মদপুর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫০১	বৈষ্ণববান্দনা (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৬৪	শ্রী বৃন্দাবন দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫০২	ঐ (খণ্ডিত) ৪৬৫ বার চান্দের বিরবণ (খণ্ডিত)	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫০৩	বৈষ্ণবচরিত কথা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৯৪	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী রাম আচার্য	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৫০৪	বেদারুল গাফেলিন বা. বো. বি. পু. নং - ৯৭	মফিরুদ্দিন	অজ্ঞাত	আহাম্মদ আলী	১২২৩ মগী সাল	নাই
৬৫০৫	ঐ ৯৮ ১২˝ × ৮˝	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫০৬	বারমাসী (খণ্ডিত) বা. বো. বি. পু. নঙ - ১৪১ ১২˝ × ৮˝	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫০৭	ঐ বা. বো. বি. পু. নং - ১৫০ ৮˝ × ৬$\frac{১}{২}$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫০৮	ঐ বা. বো. বি. পু. নং- ১৭০ ৬$\frac{১}{২}$ × ৬˝	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫০৯	বার মাসী বা. বো. বি. পু. নং - ১৭২ ১০˝ × ৬˝	মোহাম্মদ আকবর	অজ্ঞাত	শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ চৌধুরী	অজ্ঞাত	নাই
৬৫১০	বুদ্ধরজ্জিকা (সম্পূর্ণ) বা. বো. বি. পু. নং - ২২৬ ১১˝ × ৭$\frac{১}{২}$	নীল কমল	উনাইনপুরা পটিয়া	শ্রী কেয়পুরু	অজ্ঞাত	নাই
৬৫১১	ভক্তিযোগ গ্রন্থ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪২২	অজ্ঞাত	কীর্তিনগর যশোর	শ্রী গণেশ দেও	১২০৪ সাল	নাই
৬৫১২	ভক্তিযোগ গ্রন্থ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪২২	অজ্ঞাত	কীর্তিনগর যশোর	শ্রী গণেশ দেও	১২০৪ সাল	নাই
৬৫১৩	মুক্তলহোসেন (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৬৫	মোহাম্নন	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৫৮ সাল	নাই
৬৫১৪	ময়নামতীলগান (খণ্ডিত) না. বো. মু. পু. নং - ৭২	ভবানী প্রসাদ ও ভবানী দাস	অজ্ঞাত	তযু মিএাজী		নাই
৬৫১৫	মুহুলুকনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১১৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী মোহাম্মদ আলী	১২৬৬ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫১৬	মাহতাব বাদশাহ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নঙ - ১৫০	মোহাম্মদ তাজিম	অজ্ঞাত	শ্রী হেজাবলি সরদার কাদির সরকার	অজ্ঞাত	নাই
৬৫১৭	মুছাপরগম্বরের কিচ্ছা (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং ১৭৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রীপুথি মাহম্মদ	১২১৫ ত্রিপুতাব্দ	নাই
৬৫১৮	মুক্তাল হোসন (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নঙ - ১৭৭	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রী মুক্তা গাজী	১২০১ সন	নাই
৬৫১৯	মুছাররাত্রবার (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৯৯	অজ্ঞাত	জাল গাঁও কুমিল্লা	শ্রী দোকড়ি গীজী	১২৩০ সন	নাই
৬৫২০	মহব্বত নামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২০২	অজ্ঞাত	জালগাও কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২১	মুক্তল হোসন (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২২৬	মোহাম্মদ খান	কুমিল্লা	শ্রী ধন গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২২	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৪৯	ঐ	ফতোবাদ, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৯৭	ঐ	পূর্ণমতী বুড়িচঙ্গ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩০৬	ঐ	কুমিল্লা	শ্রী নইমদ্দীন মীজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২৫	ঐ বা. বো. মু. পু. নং - ৩১৭	ঐ	দীঘলগাঁও বরুরা	শ্রী দাগন দাস	১১৯৩ সাল	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৫২৬	মুছার রা এ বার (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৭৩	অজ্ঞাত	ক্ষিরাইকান্দি কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৩৮৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২৮	ঐ বা. বো. মু. পু. নং- ৩৯৭	"	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫২৯	মুজমীল নামা বা. বো. মু. পু. নং - ৪০৪	মুছবিল (মুজাম্মিল)	ঐ	শ্রী পাঠান গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৩০	মুগুলহোছন (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪০৫	মুহাম্মদ খান	ঐ	শ্রী টোকান গাজী	১২২০ সাল	নাই
৬৫৩১	মুক্তলহোছন (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৪০৬	মোহামআন	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৩২	মুক্তলহোছন (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪২৫	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৩৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৩০	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৩৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৩১	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৩৫	মক্কা গঠন কথা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৫৪৭	অজ্ঞাত	রাজশাহী	কিনু্য প্রামাণিক	১৩৩১ সাল	নাই
৬৫৩৬	মুক্তাল হোছন বা. বো. মু. পু. নং- ৫৬৯	মোহাম্মদ খান	চট্টগ্রাম	শ্রীগোলাম হোসেন সফর আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৩৭	মুসারসওয়াল (খণ্ডিত) বা. মো. মু. পু. নং - ৫৭৮	নমরুল্লাহ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৩ মঘী সাল	নাই
৬৫৩৮	মহাভারতে বিবেকের যুদ্ধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২	সঙ্গাদান সেন	বড়কৈল, কুমিল্লা	শ্রীনাকুলচান্দ্র গন	১২০৩ সাল	নাই
৬৫৩৯	মাহভারত পাণ্ডববিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং -১১	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৪০	(আদিপর্ব) খণ্ডিত বা. বো. হি. পু. নং- ১১-১	সঞ্জয় মোজাজ্জাম নিত্যানন্দ ঘোষ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৪১	ঐ বিশেষ পর্ব (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং ১১- ২	সঞ্জয়	কুমিল্লা	দোকড়ি নাথ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৪২	মহাভারত পাণ্ডব বিজয় (উদ্যোগ পর্ব) বা. বো. হি. পু. নঙ - ১১-৩	সঞ্জয়	কুমিল্লা	শ্রী কোকড়ি নাথ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৪৩	ঐ (ভীষ্ম পর্ব) খণ্ডিত বা. বো. হি. পু. নং ১১-৪	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৪৪	ঐ (দ্রোণ বিজয়) খণ্ডিত বা. বো. হি. পু. নং - ১১-৫	সঞ্জয় গোপীনাথ	কুমিল্লা	শ্রী দোপড়ি নাথ	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৪৫	ঐ (কর্ণ পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং- ১১- ৬	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৪৬	ঐ (শল) পর্ব সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং -১১- ৭	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৪৭	ঐ (সৌপ্তিক পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং- ১১- ৮	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৪৮	ঐ (ঐষীক পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং - ১১-৯	ঐ	ঐ	ঐ	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৪৯	ঐ (স্ত্রী পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং - ১১-১১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৫৫০	ঐ (শান্তিপর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং- ১১-১২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৫৫১	ঐ (মূষল পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং ১১- ১২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৫৫২	ঐ(অনুশাসন পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং - ১১-১৩	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৫৫৩	ঐ (অশ্বমেধ পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং - ১১-১৪	সঞ্জয় শ্রী কর নন্দী	কুমিল্লা	শ্রীদোকড়ি নাথ	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৫৪	ঐ (মুষল পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং- ১১-১৫	রবীন্দ্র	ঐ	ঐ	১২২৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৫৫	ঐ (স্বর্গারোহণ পর্ব) সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং - ১১-১৬	ষষ্ঠীবর	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৫৫৬	মহাভারত বা. বো. হি. পু. নং - ১৩	জশীদাস	প্রতাপপুর নোয়াখালী	অজ্ঞাত	১৭২৯ শতাব্দ	নাই
৬৫৫৭	মৃগলুব্ধ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২১	রতিদের	কমলাপুর	শ্রী বলরামদাস দে	১৭২৫ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৫৮	মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২৭	সঞ্জর	বিজয়পুর কুমিল্লা	গোবিন্দচরণ ঘোষ	১২২১ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৫৯	মোহাপ্রভুর সন্ন্যাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৩	রাসুদেব ঘোষ	কুমিল্লা	শ্রীবিষ্ণুকান্ত	১২২০ সাল	নাই
৬৫৬০	মহামুদনরেযু পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৫১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২২০ সন	নাই
৬৫৬১	মনার পাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৫৯	হরিনাশঙ্কর গঙ্গাসাধক, গঙ্গ্যাদাস	ঐ	শ্রীজনমোহন দেয়	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৬২	মহাভারতে ভারত সাবিত্রী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৭২	সঞ্চয়	ঐ	শ্রীরামশঙ্কর দাস	১২৪৪ সাল	নাই
৬৫৬৩	মহাভারত আদিপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৭৬	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৬৪	মহাভারত আদিপর্ব (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. ন - ৭৬	রাজেন্দ্র দাস	পয়াত, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৬৫	মহাভাতে সভাপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৭৭	সঞ্জয়	ঐ	শ্রী রামশঙ্কর দে দাস	১২৬৪ সন	নাই
৬৫৬৬	মহাভারতে সভাপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৭৭	সঞ্জয়	ঐ	শ্রী রামশঙ্কর দে দাস	১২৬৪ সন	নাই
৬৫৬৭	ঐ বিরাট পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৭৯	সঞ্জয়	ঐ	শ্রী রামশঙ্কর দে দাস	১২৬৪ সন	নাই
৬৫৬৮	ঐ বিরাট পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৮০	ঐ	ঐ	শ্রী রামশঙ্কর দে	১২১১ সাল	নাই
৬৫৬৯	ঐ দ্রোন পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৮৩	সঞ্জয় গোপীনাথ	ঐ	ঐ	×	নাই
৬৫৭০	ঐ গর্দা পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. মো. হি. পু. নং- ৮৪	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	×	নাই
৬৫৭১	ঐ গদা পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৮৬	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৭২	ঐ ঐষিক পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৮৭	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৫৭৩	ঐ ঐষিক পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৮৮	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৭৪	ঐ যৌপ্তিক পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং-৮৯	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৭৫	মহাভারত শান্তি পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৯০	অজ্ঞাত	পয়াত কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৭৬	মুসুলপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৯৩	সঞ্জয় কবীন্দ্র	ঐ	শ্রীরাম শঙ্কর দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৭৭	মৃসলুদ্ধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১০৫	দ্বিজ রতিদেব	ধনপুর কুমিল্লা	শ্রীকালিদাস শর্ম্মা	১২৭৯ সাল	নাই
৬৫৭৮	মহা ভারত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১১২	সঞ্জয়	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৭৯	মুষলপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১১২ট	কবীন্দ্র	ঐ	দোকড়ি দাস	১২২৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৫৮০	মসগলদ্ধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১২১	দ্বিজ রতিদেব	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৪৯ ত্রিপুবাদ্দ	নাই
৬৫৮১	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১২৯	অজ্ঞাত	বৈষখলা, চান্দিনা	শ্রীআলি মোহাম্মদ	১১৩৩ সন	নাই
৬৫৮২	মানভঙ্গ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৩৪	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৮৩	মহাভারত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫২	কাশীরাম দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৮৪	ঐ আদিপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	সঞ্জয়	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৮৫	ঐ সভাপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫২	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৮৬	ঐ বর্ণ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো.হি. পু. নং - ১৫৭	সঞ্জয়	কুমিল্লা	শ্রীদেশানন্দ আদিত্য	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৮৭	ঐ বিরাট পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৮৮	ঐ উদ্যোগ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ১৫৭	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৮৯	ঐ ভীষ্ম পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯০	ঐ দ্রোণ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯১	ঐ কর্ণপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯২	ঐ শল্যপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯৩	ঐ গদাপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৭	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯৪	ঐ সৌপ্তিক পর্ব বা. বো. হি. পু. নং-১৫৭	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯৫	মৃগলুব্ধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ১৬৩	দ্বিজ রতি দেব	ঐ	শ্রীক্ষিরোদচন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯৬	মঙ্গলচণ্ডিকার প্যাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৯.৪	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৫৯৮	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩২	দ্বিজরাম দেব	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৫৯৯	মহাভারত (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৯৯	গঙ্গাদাস, রাজেন্দ্র দাস, জয়দেব শ্রী কর নাকী, সঞ্জয় কবীন্দ্র পরমেশ্বার	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬০০	ঐ বা. বো. হি. পু. নং- ২১৯	কবীন্দ্র পরমেশবর	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬০১	মৃগলুব্ধ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ২২৭	রতিদেব	গোহানিয়া, বরুয়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬০২	মোহাম্মুদ্দার (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৫৪	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬০৩	মানভঞ্জন (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ২৭১	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬০৪	মহিরাবন বধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২৮৫	অজ্ঞাত	ফেনী নোয়াখালী	শ্রীরামলোচন দাস	১২৬৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৬০৫	মহি রাচন বধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ২৮	অজ্ঞাত	আলিয়া নোয়াখালী	শ্রীরামলোচন দাস	১২৬৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৬০৬	মৃগলুব্ধ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২৯৯	দ্বিজ রতিদেব	মালিয়া ফেনী নোয়াখালী	শ্রীরামলোচন দাস	১২৪৭ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৬০৭	মূলপত্র গ্রন্থ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩২০	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬০৮	মুগলুদ্ধ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৩৭১	রতিদেব	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬০৯	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৮১	দ্বিজ রতিদেব	ঐ	অজ্ঞাত	১২১২ সন	নাই
৬৬১০	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৮৪	বতিদেব	করাকোট চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা	শ্রী পন্তারাম আচার্য	১২০৪ সন	নাই
৬৬১১	মনিহরণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৮৭	গুনরাজ খান	কুমিল্লা	শ্রীসুর নারয়ণ ঘোষ	অজ্ঞাত	নাই
৬৬১২	মনসারপাঁচালী বা. বো. হি. পু. নং - ৪৩৮	শ্রী জীবন মিত্র	রাজশাহী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬১৩	মর্মভেদ গ্রন্থ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৪৯	নরোত্তম দাস	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬১৪	মনসার মঙ্গল বা. বো. হি. পু. নং - ৪৬৬	জগৎ জীবন	রংপুর	শ্রীসেক ওসমান ও শ্রী গফুর সরকার	১২৮৩ সাল	নাই
৬৬১৫	রামায়ণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৭০	পণ্ডিত কৃত্তিবাস	কুমিল্লা	শ্রী ব্রজমোহন দাস বৈরোগি	১২২৭ সাল	নাই
৬৬১৬	ঐ বা. বো. হি. পু. নং - ৪৭১	×	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬১৭	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৭৬	×	কুমিল্লা	শ্রীব্রজমোহন দাস বৈরোগী	১২১২ সাল	নাই
৬৬১৮	মহাভারত (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৮২	কাশিরাম দাস	চট্টগ্রাম	শ্রী মহেশ চন্দ্র রায়	১২৩৫ সন	নাই
৬৬১৯	মনসামঙ্গল (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৮৪	শীতল দাস বল্লব ঘোস, জগন্নাথ দেব, দ্বিজ পঞ্চান্ত নারায়ন দেব জানকি নাথ দ্বিজ বংশী দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২০	মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৮৬	দ্বিজ রঘুনাথ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২১	মঙ্গলচন্দ্রিকার গীত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৮৮	কবি কঙ্কন	অজ্ঞাত	শ্রী মহাদেব দাস	১২০৬ সাল	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৬২২	ঐ বা. বো. হি. পু. নং - ৪৯৮	নারায়ন দেব যদুলাল পণ্ডিত দ্বিজ বংশী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২৩	ঐ বা. বো. হি. পু. নং - ৪৯৫	গঙ্গাদাস সেন, গুণানন্দ সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২৪	মহাভারত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৯৬	গঙ্গাদাস	অজ্ঞাত	শ্রীতুফু বেহারী দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২৫	ঐ বা. বো. হি. পু. নং - ৪৯৯	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	দেবী প্রসাদ কাম	১১৬০ মগী সন	নাই
৬৬২৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৫০০	রামেশ্বর নন্দী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২৭	ঐ (বিরোধ পর্ব) খণ্ডিত বা বো. হি. পু. নং - ৫০১	পবংশী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২৮	মাসায়েল বা. এ. বি. পু. নং - ৪৫ ১৫″ × ৭″	বদিউদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬২৯	মুকুল হোসেন বা. এ. বি. পু. নং ৫৯ $১৪'' \times ৪\frac{১}{২}$	মোহাম্মদ লান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৩০	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ৬০	মোহাম্মাদ লান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৩১	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৬২ $১১\frac{১}{২} \times ৭\frac{১}{২}$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৩২	ঐ খণ্ডিত বা. এ. বি. পু. নং - ৬২ $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$	ঐ	ঐ	কাছিম আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৩৩	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ৬৩ $১০\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৭ মঘী সাল	নাই
৬৬৩৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৬৩ ১৫″ × ৭″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৬৩৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং -৬৫ $১২\frac{১}{২} \times ৮''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৩৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৬৬ ১০″ × ৭″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৩৭	ঐ বা. এ. বি. পু. নং- ৬৭ $১১\frac{১}{২} \times ৬\frac{১}{২}$	ঐ	ঐ	রামামোহন	১২৭৫ মগী সাল	নাই
৬৬৩৮	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং ৬৮ $৬\frac{১}{২} \times ৫''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৬৩৯	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৬৮ ৬$\frac{১}{২}$ × ৫″	ঐ	অজ্ঞাত	মাছুক আলি	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪০	বা. এ. বি. পু. নং - ৭০ ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪১	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৭১ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪২	মও ত নামা বা. এ. বি. পু. নঙ - ৮৫ ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	নুরুদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪৩	মিছিরি জামাল বা. এ. বি. পু. নং - ৯৩ ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	সৈয়দ আলী রাজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪৪	মল্লিকার হাজার মওয়াল বা. এ. বি. পু. নং - ৯৪ ৮″ × ৬″	শেখ শেরবাজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ৯৫ ৮$\frac{১}{২}$ × ৬″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪৬	মুক্তুল হোছন বা. এ. বি. পু. নং ১২৪ ১১″ × ৬ $\frac{১}{২}$	ছমির উদ্দীন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪৭	মোক্তার হোসেন (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৪৮ ৭$\frac{১}{২}$ × $\frac{১}{২}$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪৮	মাসায়েল এবং বেনামাজীর পুথি বা. এ. বি. পু. নং - ১৫০ ১১″ × ৬″	ছমির উদ্দীন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৪৯	মেহের নামীয় বারমাস বা. এ. বি. পু. নং - ১৭১ ১০″ × ৬″	জিনত আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫০	মুক্তুল হোসেন বা. এ. বি. পু. নং- ১৭৬	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫১	মন্ত্রের পাণ্ডুলিপি বা. এ. বি. পু. নং - ১৭৯ ৯$\frac{১}{২}$ × ৭″	আকলাতুন	চট্টগ্রাম	আব্দুল রহমান জামী	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫২	মহব্বতনামা বা. এ. বি. পু. নং - ১৮০ ১১$\frac{১}{২}$ × ৭″	হায়দার আলী	চট্টগ্রাম	আব্দুর রহমান জামী	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৬৫৩	সেফতাদুল জান্নাত বা. এ. বি. পু. নং - ১৮৩ ৭ ১/২ × ৬″	কায়েমুদ্দীন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫৪	মাসায়েলার পুথি বা. এ. বি. পু. নং - ১৮৭ ১০″ × ৬″	রকিমুদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫৫	মনসার ভাসান (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২০৭	শ্রী মৈত্র জীবন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫৬	মঙ্গলচণ্ডিকা (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং- ২১২ ৯″ × ৪″	দ্বিজ রঘুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫৭	মধু মালতী বা. এ. বি. পু.নং ২২২ ১৬ ১/২ × ১১″	সৈয়দ হামজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫৮	মহাভারত বা. এ. বি. পু. নং - ২২৩ ১১″ × ৭ ১/২	জামীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৫৯	মহাভারত বা. এ. বি. পু. নং - ২২৩ ১১″ × ৬″	দ্বিজ রতিদেব	অজ্ঞাত	জয়চান্দু বড়ুয়া	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৬০	মোকামের কথা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৫১ ৯ ১/২ × ৭ ১/২	নওয়াজিস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৬১	মোকামমঞ্জিল এবং স্বপ্ন নামা বা. এ. বি. পু. নং - ২৫৯ ৮″ × ৬ ১/২	নওয়াজিস	চট্টগ্রাম	শ্রী মাগন আলী	১২৪৩ মঘী সন	নাই
৬৬৬২	মনসার ভাসান (খণ্ডিত) বা. এ. বি. এ. - ২৬৪ ১৪″ × ৪ ১/২	শ্রীমৈত্র জীবন	অজ্ঞাত	শ্রীআমানুল্লাহ সরকার	১২৮৮ সাল	নাই
৬৬৬৩	মহাভারত (শান্তিপর্ব) খণ্ডিত বা. এ. বি. পু. নং - ২৬৬ ১৫″ × ৫ ১/২	কাশীরাম দাস	উপ্লাইন পুরা	শ্রী খংসু ঠাকুর	১২৫৪ সাল	নাই
৬৬৬৪	মহাভারত (শান্তিপর্ব) খণ্ডিত বা. এ. বি. পু. নং - ২৬৬ ১৫″ × ৫ ১/২	কাশীরাম দাস	উনাইন পুরা	শ্রী খংসু ঠাকুর	১২৫৪ সাল	নাই
৬৬৬৫	মহা মুদগল (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ২৭০ ১৩″ × ৫ ১/২	রাঘব দাস	শ্রীগঙ্গাধর আচার্য	১৭৮৩ খ্রী:	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৬৬৬	মার্কন্ডেয় পুরাণ বা. এ. বি. পু. নং - ২৮৮ $১১\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৬৭	মাওলানা জালালদ্দীন রুমীর জীবনী ও অন্যান্য দুটি গ্রন্থ বা. এ. বি. পু. নং - ২৯১ $৯\frac{১}{২} \times ৬''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৬৮	মুক্তলহোছন (খণ্ডিত) বা. এ. বি. আ. বি. পু. নং - ৭	মোহাম্মদ খান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অজ্ঞাত	১১৮৯ মাঘী সাল	নাই
৬৬৬৯	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং -৯	ঐ	ঐ	×	×	নাই
৬৬৭০	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ.. আ. পু. নং - ৯	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৭১	মধুমালতা পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. এ. আ. বি. পু. নং- ১০	সৈয়দ হামজা	লণ্ডন মিউজিয়াম	অজ্ঞাত	১২১৩ সাল	নাই
৬৬৭২	লালমতী ছয়ফূলমুলুক (খণ্ডিত)	আব্দুল হাকিম	ভাঙ্গাপুষ্করিণী চৌদ্দগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৭৩	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৪৬	ঐ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৮৭ সাল	নাই
৬৬৭৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১৪৬	ঐ	কুমিল্লা	পচাগাজী আব্দুল মিজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৭৫	লালমতি পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু.নং - ২১৬	ঐ	রায়চহিয়া কুমিল্লা	শ্রীমোহাম্মদ আলী	১২৭৯ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৬৭৬	লাল গাহর (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ২৪৬	মোহাম্মদ আনিছ	দেবীদ্বার	শ্রীগোলাম নবী	১২৩২ সন	নাই
৬৬৭৭	ঐ বা. বো. মু. পু. নং - ২৯২	ঐ	শিবরামপুর কুমিল্লা	শ্রীসোনাগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৭৮	লাল মতি ছয়ফুল মুলুক (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪২৬	আব্দুল হাকিম	কুমিল্লা	শ্রীপাঠানগাজী	১২২১ সাল	নাই
৬৬৭৯	লঙ্কাকাণ্ডে রামায়ণ গীত (খণ্ডিত) বা.বো. হি. পু. নং- ৬	অদ্ভুত	বড় ফেল, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৮০	লঙ্কাকাণ্ডে সীতার - (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৪	লোকনাথ	প্রতাপপুর, নোয়াখালী	শ্রীপ্রতাপ নারায়ণ দে	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৮১	লক্ষ্মীর চরিত্র বা. বো. হি. পু. নং - ৪০	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রীকৃপারাম দৈব	১১৮৫ সাল	নাই
৬৬৮২	লবকুশ উপাখ্যান বা. বো. হি. পু. নং - ৫২	কৃত্তিরাম অনন্ত পণ্ডিত অঙ্গাদান সেন	কালিয়াজুরী কুমিল্লা	শ্রীঅর্জুন দেব দাস	১১৯০ সাল	নাই
৬৬৮৩	লবকুশ উপাখ্যান বা. বো. হি. পু. নং - ৫২	কৃত্তিরাম অনন্ত পণ্ডিত গঙ্গারাম সেন	কালিয়াজুরী কুমিল্লা	শ্রীঅর্জুনদেব দাস	১১৯০ সাল	নাই
৬৬৮৪	লক্ষ্মীর চরিত্র (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১০৭	অজ্ঞাত	ধনপুর কুমিল্লা	শ্রীনরসিংহ দে	১২৪০ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৬৮৫	লক্ষ্মীর পাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৯২	ষষ্ঠীবর	ঐ	শ্রীতাপস রাণী দত্ত	১১৯৫ সন	নাই
৬৬৮৬	লক্ষীন্দরের বিবাহ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৯৩	ষষ্ঠীবয়	ঐ	শ্রীতাপস রাণী দত্ত	১১৯৫ সন	নাই
৬৬৮৭	লক্ষ্মীর পাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২০৫	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী গোবিন্দরাম দাস	১২০০ সাল	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৬৮৮	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২০৭	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৮৯	লীলামৃতসার (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩২৮	বৃন্দাবন দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৯০	লীলারসাবলী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৫২	নরোত্তম দাস	মোহাম্মদপুর ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৯১	লক্ষ্মী মেষবর্বের সম্মাবাদ (সম্পূর্ন) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৬৮	সরজুলান	অজ্ঞাত	শ্রী ব্রজমোহন দাস বেপারী	১২২৯ সাল	নাই
৬৬৯২	লক্ষ্মীর পাচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৬৯	ঐ	কুমিল্লা	ঐ	১২২৯ সাল	নাই
৬৬৯৩	লায়মী মজনু বা. বো. বি. পু. নং - ৪৮	দৌলত উজীর বাহরাম খাঁন	×	রহিমুন্নেছা	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৯৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৯	ঐ	অজ্ঞাত	জিন্নতআলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৯৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৫০	ঐ	অজ্ঞাত	গফরের আলী	১২৩৫ মঘী সাল	নাই
৬৬৯৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৫১ $১১\frac{১}{২} \times ৫''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৯৭	লাচাড়ী বা. এ. বি. পু. নং - ২৮৫ $১৭\frac{১}{২} \times ৫''$	সঙ্গারাম সেকম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৬৯৮	শ্যামারোক জেবলমুল্লুক (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৯২	মোহাম্মাদ আকবর	রবীনগর, কুমিল্লা	শেখ বাহারাম	১২৮১ সাল	নাই
৬৬৯৯	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১১৯	মোহাম্মদ আকবর	ক্ষিরাইকান্দী কুমিল্লা	শেখ বাহরাম চান্দ গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৭০০	শাহদৌলাপীরের পুঁথি বা. বো. ম. পু. নং- ১০৬	শেখ চান্দ	জালগাঁও, চান্দিনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭০১	শ্লোক ও মন্ত্র (খণ্ডিত) বা. বো. মু.পু. নং- ১৪০	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ইউসুফ আলী মুনশী	১২৯৪ সন	নাই
৬৭০২	শাহদৌলাপীরের পুঁথি (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৮৩	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	×	×	নাই
৬৭০৩	শরীয়তনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৫৭৯	নমরুল্লাহ খোন্দকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭০৪	শ্রীরামের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু নং - ১৫	জয়চন্দ্র নরপতি	প্রতাপপুর নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭০৫	শিবেরবিবাহ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৬	নয়ন	ঐ	অজ্ঞাত	১২০৭ সাল	নাই
৬৭০৬	শ্রীপতির স্তব বা. বো. হি. পু. নং - ২০	জয়চন্দ্র নরপতি দ্বিজ ভবানন্দ ভবানী নাথ	কমলাপুর পাটিকারা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭০৭	শ্রীরামের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৭	ভবানী দাস, পণ্ডিত ভবানী নাথ	কুমিল্লা	শ্রী রাম নারায়ণ	অজ্ঞাত	নাই
৬৭০৮	শ্রীপতির স্তব (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৫	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭০৯	শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গ আরোহণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৫	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১১ সাল	নাই
৬৭১০	শক্তিপর্ব পুস্তক (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৫০	কৃত্তিবাস, পণ্ডিত	কালিয়া জুরি কুমিল্লা	শ্রীরামপাল চন্দস্য	১১৯৭ সাল	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৭১১	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং ৫৬	দ্বিজ মাধব	বিষ্ণুপুর কুমিল্লা	শ্রী লামী নারায়ন চন্দ্র	১৭১১ সন/ ১১৯৬ সাল	নাই
৬৭১২	শতস্কন্দের যুদ্ধ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৫৭	কৃর্তিবাস পণ্ডিত	কিষ্ণুপুর কুমিল্লা	শ্রী ফকির সিং	১২৩৮ সাল	নাই
৬৭১৩	শ্রীরাম চন্দ্রেরভিষের দিগিবদয় (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৬৩	ভবানী নাথ পণ্ডিত ভবানী নাথ	আড়াইওরা, কুমিল্লা	শ্রী নীলমনি	১১৩৮ সাল	নাই
৬৭১৪	শল্যপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নঙ - ১১২	সঞ্জয়	ধনপুর কুমিল্লা	শ্রী দোকড়ি দাস	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৭১৫	শান্তিপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১১২	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	১২২৩ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৭১৬	শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১১৫	ভবানী নাথ	কুমিল্লা	শ্রীরাম নারায়ণ দাস	১১৮৪ সন	নাই
৬৭১৭	শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১১৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী রাম নারায়ন দাস	১১৯৪	নাই
৬৭১৮	শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ১১৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	বাকিরাম	১২২২ সন	নাই
৬৭১৯	শনিরপাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ১৩১	যঘুনাথ	ভৈষখলা কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২০	শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ১৪৯	গুরদুলান	ভৈষখলা কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২১	শান্তিপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ১৫৭	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২২	শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক বা. বো. হি. পু. নং - ১৬৪	পণ্ডিত ভবানীনাথ জয়চন্দ্র নরপতি	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২৩	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি.পু নং- ১৬৬	পণ্ডিত জানতী নাথ	ঐ	শ্রীরাম কেশব দত্ত	১২১১ সন	নাই
৬৭২৪	শক্তিসাধন পাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৭০	প্রমথনাথ	খুলনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২৫	শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৭৪	গুরুজখান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২৬	শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (সম্পূর্ণ) বা.বো. হি. পু. নং- ১৭৭	ভবানী দাস	ঐ	শ্রীশিবরায়	১৬৯৭ বঙ্গাব্দ	নাই
৬৭২৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৭৮	ভাবনী দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২৮	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৭৮	ভবানী দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭২৯	শ্রীকৃষ্ণবিজয় (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৮৪	গুরুরাজ খান	নসরাইল, কুমিল্লা	শ্রীশিবচন্দ্র দেব শর্মণ	১২২৫ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৭৩০	শ্রীরামের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৮৭	ভবানীনাথ	হারাঙ্গ চান্দিনা	কালীরামদে	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৩১	শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৯৬	ভবানী দাস	হারঙ্গ চান্দিনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৩২	শিববিবাহ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৯৭	নয়ন	ঐ	অজ্ঞাত	×	নাই
৬৭৩৩	শনিরপাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ২০৪	গুণরাজখান	ঐ	অজ্ঞাত	১২২৭ শতাব্দ	নাই
৬৭৩৪	শ্রীকৃষ্ণ বিজয় বা. বো. হি. পু. নং- ২০৪	গুণরাজখান	ঐ	অজ্ঞাত	১২২৭ সন	নাই
৬৭৩৫	শ্রীরামের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২১০	ভবানী দাস	ঐ	শ্রীশিবচন্দ্র দাস	১৭২৬ শতাব্দ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৭৩৬	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২১৬	ভবানী নাথ	ঐ	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেব শার্ম্মন	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৩৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২১৭	ভবানী নাথ	ঐ	শ্রী ক্ষীরদ চন্দ্র দাস	১২৯৯ সাল	নাই
৬৭৩৮	শ্রীজগদীশ্বর লীলাপুরাণ (সম্পূর্ন) বা. বো. হি. পু. নং- ২২৩	অজ্ঞাত	ঐ	শ্রীরাম দাস	১১৬৬ সন	নাই
৬৭৩৯	শনির পাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২২৪	দ্বিজ যলনাথ	গোহাছিয়া বরুরা	শ্রীরামচন্দ্র দাস	১২৫৪ সন	নাই
৬৭৪০	শ্রী রায়ের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩১	ভবানী নাথ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪১	শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গারোহণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩২	ভবানী দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪২	শ্রীরামায়ণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ২৩৩	কৃত্তিবাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪৩	শ্রী জানবতে অশ্বরীক্ষ পুরান (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩৫	×	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪৪	শ্রীজানবতে অশ্বরীক্ষ পুরাণ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৩৭	ভবানীনাথ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪৫	শ্রীরামের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ২৪৭	ভবানী দাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪৬	শ্রী কৃষ্ণবিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ২৪৭	গুরুদ্দখান	কুমিল্লা	শ্রী কৈষন লাল	১১৮৩ সন	নাই
৬৭৪৭	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যম কণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বা. বো. হি. পু. নং - ২৫৯	কৃষ্ণদাস	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪৮	শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৬০	×	শিলমুড়ী, কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৪৯	শ্রীমতিরকলঙ্ক ভঞ্জন ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়কপালা বা. বো. হি. পু. নং- ২৭০	যদুনাথ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৫০	শনিরপাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ২৮৩	যুধনাথ	সনিয়ার নোয়াখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৫১	শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ২৮৮	ভবানী দাস	সলিয়া নোয়াখালী	শ্রী রামলোচন দাস	১২৫২ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৭৫২	শ্রীরামচন্দের অভিষেক (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু.. নং-২৮৯	ভবানী দাস	ঐ	শ্রীকার্য মনি মেয়ার দাস	১৭০৩ খ্রি:	নাই
৬৭৫৩	শ্রীরামের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩১২	পণ্ডিত ভবানী নাথ জয়চন্দ্র নরপতি	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৫৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩১৩	×	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৫৫	শ্রী গোলক সংহিতা (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৩২৭	কৃষ্ণ দাস কবিরাজ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৫৬	শ্রীচিন্তামনি (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৩১	নবোত্তম দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৫৭	শ্লোকের ব্যাখ্যা (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৩৩	×	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৫৮	শ্রীরামের ইতিহাস (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৪১	ভবানীনাথ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৭৫৯	শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৪১	ভবানী নাথ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৬০	শ্রীরূপসনাতন মহাদেব স্মরণ টীকা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৫১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৬১	শ্রীসার গীতা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৭০	রতিরাম দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৬২	শ্রীগুরুভক্তি আদিপতি (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৭৭	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৪ সন	নাই
৬৭৬৩	শ্রী মহাভারতে পাণ্ডব বিজয় স্বর্গারোহন (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৮৯	লাকসাম কুমিল্লা	শ্রী জগন্নাথ শর্মা	১১৯২ সন	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৬৪	শ্রীরামের ইতিহাস বা. বো. হি. পু নং - ৪১৪	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৪ সাল	নাই
৬৭৬৫	শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পুনং. - ৪২৫	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীখোষাল চন্দ্র দাস	১৭৩৪ স্ত্রী	নাই
৬৭৬৬	শ্লেক গ্রন্থ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং-৪৩৬	সাহাধর	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৬৭	শিবসংবাদে শ্রীগুরু স্তোতক (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৪২	অজ্ঞাত	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৬৮	শিবরহস্য আগম (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৬২	কৃষ্ণদাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৬৯	শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গআরোহণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৭৫	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রী ব্রজমোহন দাস বৈরাগী	১২২৫ সাল	নাই
৬৭৭০	শ্রী মহা ভারত দোহনপর্ব বা. বো. হি. পু. নং - ৪৭৮	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৭১	শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৯৯	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	শ্রীরাম আচার্য	১২৫৪ মঘি মন	নাই
৬৭৭২	শ্রীগুরু দক্ষিণা বা. বো. হি. পু. নং- ৫০৪	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৪ সন	নাই
৬৭৭৩	শ্লোক পুঁথি বা. বো. এ. পু. নং- ১৪৫	নাছির মোহাম্মদ	গহিরা, রাউজান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৭৪	শরিয়তনামা খণ্ডিত বা. এ. স. পু. নং - ১৭৪	নছরুল্লা খন্দকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৭৫	শাহপুরী (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং- ২০২ ১০´´ × ৭´´	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৭৬	শনিরপাঁচালি বা. এ. পু. নং - ২০৩ ১০ ১/২ × ৬´´	দ্বিজ যদুনাথ	অজ্ঞাত	শ্রী রামধন শর্ম্মা	১২৩১ মঘী	নাই
৬৭৭৭	শোকসাগর বা. এ. হি. পু. নং ২০৪ ১১ ১/২ × ৬	দীন ওয়াহেদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৭৮	শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা. এ. হি. পু. নং - ২৪২ ১৫´´ × ৫´´	গুণরাজ খান	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৭৭৯	শাহদৌলাপীর যোগক লন্দর কামশাস্ত্র বা. এ. স. পু. নং ২৫৩ ১০´ × ৭´	শেখ চান্দ শাহা আলী	ঐ	ঐ	ঐ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৭৮০	শ্রীরাধার চৌতিশা বা. এ. স. পু. নং - ২৭২ ১১˝ × ৭˝	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৭৮১	শিহাবুদ্দীননামা ১০˝ ×৭$\frac{১}{২}$	আব্দুল হাকিম (রাজক নন্দন)	চট্টগ্রাম	হীন দৌলত	ঐ	নাই
৬৭৮২	শাহনামার বিয়েকনে বা. এস. পুঁ নং ২৯০ ৯$\frac{১}{২}$ × ৬ $\frac{১}{২}$	মুদ্দত চাঁদ	ঐ	ঐ	১লা মাঘ ১২৬৫ বাংলা	নাই
৬৭৮৩	শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা. এ. স. পু. নং ২৯৮ ১৬˝ × ৫$\frac{১}{২}$	গুণরাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৮৪	শাহাদৌলাপীর বা তালিব নামা বা. এ. আচি নং - ২০	শেখ চান্দ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল গ্রন্থগার	অজ্ঞাত	১২১৪ মঘী	নাই
৬৭৮৫	শাহাদৌলাপীর তালিবনামা বা. পু নং - ২২	শেখ চান্দ	ঢাকা বি. গ্রন্থগার	শ্রী মোহাম্মদ আনিক	১২১৪ বাংলা	নাই
৬৭৮৬	শাহাদৌলাপীর বা তালিবনামা বা. পু. নং ২৩	শেখ চান্দ	ঢাকা বি. গ্রন্থগার	অজ্ঞান	১২৩১ মাঘী	নাই
৬৭৮৭	শাহাদৌলা বা তালিবানামা	শেখ চান্দ	ঢাকা বি. গ্রন্থগার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৮৮	সিরাজল কুলুব (খণ্ডিত) বা. বো. সু. পু. নং - ১৮	মোহাম্মদ কাছেম	শিবাবপুর বুড়িচং	ফিয়ার মাহমুদ	১২৪১ মন	নাই
৬৭৮৯	সবেমেরাজ (খণ্ডিত) বা.বো. মু. পু. নং - ২৯	শেখ চান্দ	দৌলত পুর কুমিল্লা	শ্রী মা কি গ্রন্থ	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯০	সাহারনামা (সম্পূর্ণ) বা.বো. মু. পু. নং - ৩৪	আব্দুল হাকিম	দুর্গাপুর কুমিল্লা	শ্রী সাহামুদ আজিমদ্দিন	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯১	সবেমেরাজ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং ৫০	শেখ চান্দ	বুড়িচং কুমিল্লা	শ্রী জিয়াগাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯২	সুলতান জমজমার পুঁথি বা. বো. মুপুঁ নং ৬১	মোহাম্মদ কাছিম	চাঁদ গড়া, চৌদ্দগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯৩	সুলতান জমজমার পুঁথি (খণ্ডিত) বা.বো. মু. পু. নং ৬৯	মোহাম্মদ কাছিম তুলাতলী কোতোয়ালী	শ্রীবহমত গাজী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯৪	সুলতান জমজমার পুঁথি (খণ্ডিত) বা. বো. মু. নং ৭৩	অজ্ঞাত	টাকাই বুড়িচং	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯৫	সুরজ্জামাল ও ভানুবতী কন্যার পুঁথি (খণ্ডিত) বা. বো. মু নং - ৭৬	জিন্নাত আলী	টাকাই বুড়িচং	রজ্জব আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯৬	সুরুজ্জামাল ও ভানুবতী কন্যার পুঁথি (খণ্ডিত) বা.বো. মু পু. নং - ৭৭	জিন্নত আলী	টাকাই সাহেবাদ বুড়িচং	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯৭	সাহামাদারের নিকট সাহা ছালেমেকের দওয়াল বা. বো. মু. পু. নং - ৮১	শ্রী টোনা ~~বতী~~ বক্সী	মাসকরা বাংকা পৈত. কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২২৬ সন	নাই
৬৭৯৮	সুলতান জম জমার পুঁথি (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৮৭	মোহাম্মদ কাছেম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৭৯৯	সাহাব নামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নঙ ৯১	আব্দুল হাকিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৪৫	নাই
৬৮০০	সাহাবনামা খণ্ডিত বা. বো. মু. পু. নং ৯৮	আব্দুল হাকিম	কুমিল্লা	মোহাম্মদ পঙ্গু	১২৩৯ সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৮০১	সায়াৎনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নঙ ১৩৪	মুজাম্মিল	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৬৮ সন	নাই
৬৮০২	সকিনারপিরিতিতে মরিচা ৬ ১/২ নাজ (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু পুঁ নং ১৩৭	শেখ হোসেন মিয়াজি	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৬১ সন	নাই
৬৮০৩	সখিনার জারী (সম্পুর্ণ) ১৫ ১/২ - ২৪ পাতা বা. বো. মু পু নং ১৩৯	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২১০ সন	নাই
৬৮০৪	সাহার নামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু নং ১৪৮	আব্দুল হাকিম	ঐ	শ্রীমোহাম্মদ রোওসন	অজ্ঞাত	নাই
৬৮০৫	সাহার নামার পুঁথির অংশ বিশেষ (খণ্ডিত) বা.বো. মু. পু নঙ ১৬৮	আব্দুল হাকিম	ঐ	শ্রীমোহাম্মদ রোওসন	অজ্ঞাত	নাই
৬৮০৬	সবেমেরাজ (খণ্ডিত) বা. বো. মু পুঁ নং ১৮১	সৈয়দ সুলতান	ঐ	অজ্ঞাত	১২২৩ সন	নাই
৬৮০৭	সুলতান জমজমার পুঁথি (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নঙ - ২০০	মোহাম্মদ কাছিম	জলগাঁও শরৎ নগর চান্দিনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮০৮	সবেমেরাজ (খণ্ডিত) বা.বো. মু. পু. নঙ - ২০৭	সৈয়দ সুলতান	মোহাম্মদপুর কুমিল্লা	শ্রীজাফর মোহাম	১১৮১ সাল	নাই
৬৮০৯	সাহাবনামা (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ২১১	আব্দুল হাকিম	কুমিল্লা	শ্রী মঙ্গল মোহাম্মদ	১২১৬ সন	সম্পাদক ভুল করে পাশে লিখেছে
৬৮১০	শামারোক জেবেরমুল্লুক (সম্পূর্ণ) বা.বো. মু. পু. ন - ২১৫	মোহাম্মদ আকবর	রায়চইয়া কুমিল্লা	শ্রী মোহাম্মদ আলী	১২৭৯ সন ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৮১১	সিরাজুল কুলুব (খণ্ডিত) বা.বো. মু. পু. নং - ২২৮	মোহাম্মদ কাছিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৫৬ বাংলা সন	নাই
৬৮১২	সুলতান জমজমা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৯৫	ফয়জুল্ল্যা	কণ্ঠনগর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮১৩	সবেমেরাজ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ২৯৬	শেখ চান্দ	পূর্ণমতী বুড়িচঙ্গ	শ্রী হিন্দ জিয়া গাজী	অজ্ঞাত	নাই
৬৮১৪	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩১০	সৈয়দ সুলতান	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮১৫	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩১২	শেখ চান্দ	নোয়াখালী	শ্রীবছরুদ্দীন	১২৬০ সাল	নাই
৬৮১৬	সাহার নামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩১৩	আব্দুল হাকিম	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮১৭	সবেমেরাজ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং- ৩১৯	শেখ চান্দ	দীঘল গাঁও বরুরা	শ্রীআহাদ খাঁ	অজ্ঞাত	নাই
৬৮১৮	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৪১	ঐ	কুমিল্লা	শ্রীআছু মাহাম্মদ	অজ্ঞাত	নাই
৬৮১৯	ঐ (খণ্ডিত) বা. মো. মু. পু. নঙ - ৩৫০	ঐ	কুমিল্লা	শেখ বাহরাম	অজ্ঞাত	নাই
৬৮২০	সবেমেরাজ – খণ্ডিত বা. বো. মু. নং- ৩৫১	শেখ চান্দ	কুমিল্লা	শেখ বাহরাম	অজ্ঞাত	নাই
৬৮২১	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৭৪	সৈয়দ সুলতান	নিজরাহী কান্দি কুমিল্লা	শ্রীআজি মহাম্মদ	অজ্ঞাত	নাই
৬৮২২	সাহারনামা (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৮৮	শেখ চান্দ	পাজীনর মুরাদনগর	শ্রীসানাউল্লা	১২৯৬ সাল	নাই
৬৮২৩	সবেমেরাজ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৩৮৮	শেখ চান্দ	মুরাদনগর	শ্রীসানাউল্লা	১২৯৬ সাল	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৮২৪	সানিওলবেদাত (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৬৫	আকবর	কুমিল্লা	শ্রীমোহাম্মদ আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৮২৫	সিরাজ কুলুব (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৬৮	মোহাম্মদ কাছিম	ঢাকা	শ্রী নোমাল মাহাম্মদ মিয়াজী	১২৬৫ সাল	নাই
৬৮২৬	সিরাজকুলুব (সম্পূর্ণ) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৯১	মোহাম্মদ কাছিম	ঢাকা	শ্রী নোমাল মাহামুদ মিয়াজী	১২৬৫ সাল	নাই
৬৮২৭	সেকান্দারনামা (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৫২৬	আলাওল	চট্টগ্রাম	শ্রী মনোহর আরী	১২০৪৬ সাল	নাই
৬৮২৮	স্বপননামা বা. বো. মু. পু. নং- ৫৪২	অজ্ঞাত	রাজশাহী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮২৯	সীতা উদ্ধার (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৫৬৭	কৃত্তিবাস	কুমিল্লা	শ্রীশিবচরণ	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৩০	সীতাউদ্ধার (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৪	কৃত্তিবাস	কুমিল্লা	শ্রীশিবচরণ	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৩১	সত্যপীরেরপাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২৯	মোকুল দ্বিদ	কুমিল্লা	শ্রীগোরীপ্রসাদ মৃত্র দাস	১২২১ সাল	নাই
৬৮৩২	সন্ন্যাস গ্রহণ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ৫৩	বাসুদেব ঘোষ	কালিয়াজুরী কুমিল্লা	শ্রীরাজকৃষ্ণ দাস	১২০৬ সন	নাই
৬৮৩৩	স্বর্গারোহণ (সম্পূর্ণ) বা.বো. হি. পু. নং - ৯৫	ষষ্ঠী বর অনন্তরাম	প্রয়াত কুমিল্লা	শ্রীরামশঙ্ককর দে দাস	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৩৪	সখীরবারোমাস (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১১০	অজ্ঞাত	ধনপুর কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৪২ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৮৩৫	সৌপ্তিকপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ১১২	সঞ্জয়	ধনপুর কুমিল্লা	শ্রীদোকড়ি দাস	১২২৩ ত্রিপুরা	নাই
৬৮৩৬	স্ত্রীপর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১১২	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	১২২৩ ত্রিপুরা	নাই
৬৮৩৭	স্বর্গারোহণ পর্ব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং. - ১১২	ষষ্ঠীবর	ঐ	দোকড়ি দাস	১২২৪ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৮৩৮	সুধন্যারস্তব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১১৪	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	১২৬৯ ত্রিপুরাব্দ	নাই
৬৮৩৯	সত্যনারায়ণেরপাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ১২৮	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	ভৈষখলা চান্দিনা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৪০	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫০	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৪১	স্বরূপবর্ণন (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ১৫৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৪২	সত্যনারায়ণপাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং- ১৬৮	দ্বিজ রামাকৃষ্ণ	কুমিল্লা	শ্রীরামাকেশ	১২৩৩ সন	নাই
৬৮৪৩	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ১৭৫	×	কুমিল্লা	শ্রীরামমোহন	১২১০ সন	নাই
৬৮৪৪	সুন্দর কাণ্ড (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ১৮০	কৃত্তিবাস	কুমিল্লা	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৪৫	সত্যপীরেরপাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নঙ - ১৯৫	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রীরঘুনাথ সিংহ	১২৪১ সন	নাই
৬৮৪৬	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২১২	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	শ্রীরঘুনাথ সিংহ	১২৪১ সন	নাই
৬৮৪৭	সত্যদেবেরপাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নঙ - ২৩০	দ্বিজ রামকৃষ্ণ গোহলিয়া বরুন্ত্রা	শ্রী চন্দ্র মনিরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৪৮	সত্যদেব পাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নঙ - ২৪১	ঐ	কুমিল্লা	শ্রীদোকড়ি দাস	১২১৮ সন	নাই
৬৮৪৯	সত্যদেবেরপাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৪৩	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	ঐ	শ্রীরামচন্দ্র সাহা	×	নাই
৬৮৫০	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৪৪	দ্বিজরাম কৃষ্ণ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৮৫১	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ২৫৫	অজ্ঞাত	ঐ	শ্রীরঘুনাথ ধর দাস	১২১৪ সন	নাই
৬৮৫২	সিদ্ধিমঞ্জুরী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নঙ - ২৬১	নরোত্তম দাস	জয়ান, কুমিল্লা	শ্রী ভিকন দাস	১২০৪ সন	নাই
৬৮৫৩	সত্যপীরের পাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ২৭৪	অজ্ঞাত	বাচরিয়া, নোয়াখালী	শ্রী উদরাম দেয়াদাস	১১৫৭ মাগি সন	নাই
৬৮৫৪	সত্যদেবের পুঁথি (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩০৯	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৫৫	সত্যনারায়ণের পুঁথি (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩১০	দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	ঐ	হরিরাম দেব শর্ম্মন সীতরাম দেব শর্ম্মন	১১৯৩ সন	নাই
৬৮৫৬	সিদ্ধি পটল (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩২৬	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	১২৫২ সন	নাই
৬৮৫৭	সত্যদেবেরপ্যাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৪৮	দ্বিজরামকৃষ্ণ	কুমিলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৫৮	সুধন্নারস্তব (সম্পূর্ণ) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৫৪	ঐ	ঐ	শ্রীনরোত্তম রুদ্র পাল দাস	১২৪৫ সাল	নাই
৬৮৫৯	সত্য পীরের প্যাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৩৬৮	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৭০৮ খ্রী. বা ১১৯৩ সন	নাই
৬৮৬০	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪০২	অজ্ঞাত	নয়খলা, কুমিল্লা	সুধারাম দেয় দাস	১১৯৯ সাল	নাই
৬৮৬১	ঐ (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪২১	অজ্ঞাত	কীর্তিনগর যশোর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৬২	সহজপাঞ্চালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং- ৪৩৯	নরোত্তম দাস	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	×	×	নাই
৬৮৬৩	স্মৃতিকল্পদ্রুম বা. বো. হি. পু. নং - ৪৭৯	শ্রী মুকুন্দ সমুদ্ভব কবি বানীশ শ্রী কাধা বল্লভ	কুমিল্লা	শ্রী বিষ্ণুরামদেব শর্ম্মণ	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৬৪	সত্যনারায়ণেরপাঁচালী (সম্পূর্ণ) বা. মো. হি. পু. নং- ৪৭৩	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৬৫	সত্যদেবেরপাঁচালী (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৮৩	দ্বিজ শম্ভুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৬৬	সারদামঙ্গল (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. নং - ৪৮৯	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৬৭	সপ্তনপয়কর বা. এ. বি. পু. নং - ১১ ১৩″ × ৭ ১/২	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আসযুত আলি আয়ুন্দ আলি মোহাম্মদ আলি উজির আলি	নাই
৬৮৬৮	সয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল বা. এ. বি. পু. নং - ১৩ ১১″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শেখ ফয়জুল্লা	নাই
৬৮৬৯	সয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল বা. এ. বি. পু. নং-১৩ ১১″ × ৭″	ঐ	ঐ	ঐ	×	নাই
৬৮৭০	ঐ বা. এ. বি. পু. নং- ১৫ ১২″ × ৯″	ঐ	ঐ	আব্দুল হামিদ	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৭১	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ১৫ ১২″ × ১৮″	ঐ	অজ্ঞাত	কছিউল্লা	১২১৮ মাঘী সাল	নাই
৬৮৭২	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ১৬ ১০″ × ৬″	ঐ	চট্টগ্রাম	আরমান কলি	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৮৭৩	ঐ ও মুক্তুল হোসেন (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৭ ১১″ × ৬$\frac{১}{২}$	ঐ	অজ্ঞাত	জিন্নাত আলি	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৭৪	সিকান্দার নামা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং- ১৮ ১১″ × ৭″	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৭৫	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ১৯ ১১$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	ঐ	চট্টগ্রাম	আলি রাজা	১২২৫ সাল	নাই
৬৮৭৬	সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং ২০ ১১$\frac{১}{২}$ × ৬ $\frac{১}{২}$	দৌলত কাজী ও আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৭৭	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নঙ ২১ ১১$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৭৮	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ২২ ১০″ × ৬″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৭৯	বা. এ. বি. পু. নং - ২৩ ১০″ × ৬″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৮০	ঐ বা. এ. বি. পু. নং - ২৪ ১১$\frac{১}{২}$ × ৫$\frac{১}{২}$	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৮১	সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল বা. এ. বি. পু. নং -২৪ ১২″ × ৮″	আলাওল	×	মোয়াজিম	×	নাই
৬৮৮২	সৃষ্টিপতন কেতাব বা. এ. বি. পু. নং - ৮৮ ৮″ × ৬ $\frac{১}{২}$ "	আলী রাজা	ঐ	আব্দুল আজিজ	ঐ	নাই
৬৮৮৩	সপ্তপয়কর বা. এ. বি. পু. নং - ১২৭ ১২″ × ৭″	আলাওল	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৮৪	সুলতান জমজমা বা. এ. বি. পু. নং - ১৪৩ ১১″ × ৭″	ফয়জুল্লাহ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৮৫	সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল বা. এ. বি. পু. নং - ১৫১ ১০$\frac{১}{২}$ × ৬$\frac{১}{২}$	আলাওল	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৮৬	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং- ১৭৭	মোহাম্মদ খান	ফতোপুর ফটিকছড়ি	মুনসুর আলী	ঐ	নাই
৬৮৮৭	সপ্তপয়কর (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৯৪ ১১″ × ৭$\frac{১}{২}$″	আলাওল	পটিয়া চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	ঐ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৮৮৮	সপ্তপয়কর (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৯৪ ১০″ × ৬ ১/২	ঐ	জলাইন পটিয়া	মোঃ হাড়ি	ঐ	নাই
৬৮৮৯	সেকান্দারনামা (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ১৯৫ ১১″ × ৭″	ঐ	গহির রাউজান	অজ্ঞাত	ঐ	নাই
৬৮৯০	সত্যপীরেরপাঁচালি বা. এ. বি. পু. নং - ২১৭ ১৪ ১/২ × ৪″	দ্বিজ হরিদাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	নাই
৬৮৯১	ঐ বা. এ. বি. পু. নং ২২৪ ১৪″ × ৪ ১/২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৮৯২	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (খণ্ডিত) বা. বো. বি. পু. নং - ২৩৩ ১৪ ১/২ × ৫	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৯৩	সুলতান জমজমা বা. এ. বি. পু. নং - ২৩৬ ৯″ × ৫ ১/২	হীন ফয়জুল্লাহ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৯৪	সেকান্দারনামা (ফারেসীহয়েছে বাংলায় লেখা) বা. এ. বি. পু. নং - ২৩৮ ১১″ × ৭″	নিজামী	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৮৯৫	সিদ্ধান্ত চন্দ্রেদয় (খণ্ডিত) বা. এ. বি. পু. নং - ২৪৪ ১১ ১/২ × ৬″	মুকুন্দদাস	ঐ	ঐ	১২৪৪ সাল	নাই
৬৮৯৬	সরোদয় (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ২৬৭ ১৭″ × ১৭″	মহাদেব	ঐ	ঐ	১২৫১ মঘী সাল	নাই
৬৮৯৭	সৃষ্টি পত্তন পেচক সম্বাদ (সম্পূর্ণ) বা. এ. বি. পু. নং - ২৬৮	কালিদাস কামিরাম শ্রী গুরা বর্মা	ঐ	শ্রী অপর্নাচরণ বৈদ্য	১২৫১ মঘী সাল	নাই
৬৮৯৮	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল বা. এ. বি. পু. নং - ২৬৯ ১৫ ১/২ × ৫″	বিরাহিম বা ইব্রাহিম	ঐ	কেরামত আলী	১২৮৯ মঘী সাল	নাই
৬৮৯৯	ঐ বা. এ. বি. পু. নং- ৩০০ ১১″ × ৭″	আলাওল	গাছবাড়িয়া পটিয়া	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯০০	সংগ্রাম হোসন (খণ্ডিত) বা. এ. এ আ বি. নং -৬	আব্দুল হামিদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ	১১৪৭ মাঘী সাল	নাই
৬৯০১	সেকান্দরনামা (খণ্ডিত) বা. এ. আ.বি.নং - ৩	আলাওল	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯০২	সতীময়না লোরচন্দ্রানী (খণ্ডিত) বা. এ. আ .বিনং - ১	কাজী দৌলত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯০৩	ঐ বা. এ. আ .বি. নং-২	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৯০৪	সুলতান জমজমার পুথি (সম্পূর্ণ). বা. এ. আ .বি.নং - ১৩	হীন ফয়জুল্লাহ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯০৫	সখিনার বিলাপ (সম্পূর্ণ) বা. এ. আ.বি. নং - ১৪	×	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯০৬	সপ্তপয়কর (খণ্ডিত) বা. এ. আ.বি.নং - ৩০	আলাওল	বাংলা একাডেমী	ঐ	ঐ	নাই
৬৯০৭	ঐ (সম্পূর্ণ) বা. এ. আ .বি .নং - ৩১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৯০৮	সপ্তপয়কর বা. এ. আ. বি. নং-৩২	আলাওল	বাংলা একাডেমী	ঐ	ঐ	নাই
৬৯০৯	সপ্তপয়কর বা. এ. আ. বি. নং-৩৩	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৬৯১০	ঐ (খণ্ডিত) বা. এ. আ. বি. নং- ৩৪	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯১১	ঐ বা. এ .আ. বি নং- ৩৫	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯১২	যমগীতা (খণ্ডিত) বা. বো. হি. পু. - নং - ৬৫		আড়াইয়া কুমিল্লা	শ্রীরাম নারায়ণ	১২৫০ ত্রিপুরাব্দ	নাই

হ

৬৯১৩	হরিবংশ (খণ্ডিত) বা. এ. হি. পু. নং - ৩৮৩	দীন ভবানন্দ	কুমিল্লা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯১৪	হপ্ত পয়কর বা. এ. বি. পু. নং - ১৪২ ১০˝ ×৬˝	শ্রী রাধা মোহন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	নাই
৬৯১৫	হানিফার লড়াই (খণ্ডিত) বা.এ. বি. পু.নং - ১৮৯ ১১˝ × ৭˝	শ্রী রাধা মোহন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	নাই
৬৯১৬	হপ্তপয়কর (খণ্ডিত) বা. বো. আ .বি.নং - ৪	আলাওল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ	ঐ	নাই
৬৯১৭	হানিফার লড়াই (খণ্ডিত) বা. এ. বি . নং - ১০	মোহাম্মদ খান	ঐ	কালিদাস নদী	১২১৭ মাঘী সাল	নাই
৬৯১৮	ঐ (সম্পুর্ন) বা. বো. আ. চি. নং - ১১	ঐ	ঐ	উমেদ আলী	অজ্ঞাত	নাই
৬৯১৯	হানিফার যুদ্ধ (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নঙ - ৪০	অজ্ঞাত	পূর্ণমতী বুড়িচং	আজিমদ্দীন	১২৭৭ সাল	নাই
৬৯২০	হানিফার বিজয় (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ৪৫	দৌলত উজীর	সাহেবাদ বুড়িচং	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯২১	হানিফার লড়াই (খণ্ডিত) বা. বো. মু. পু. নং - ১২১	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	সাহেক হোমেন মিএগজী	১২৬৮ সন	নাই
৬৯২২	ফতোয়া-ই- আলমগীরী (সম্পূর্ণ) সংগ্রহ নং - ৬৭. ২৪১	ঐ	অজ্ঞাত	শেখ নজিবুল্লাহ	১২৪৩ সাল	নাই
৬৯২৩	শরৎ-ই- রুবাইয়াত (সম্পূর্ণ) সংগ্রহ নং - ২৬৫০	আব্দুল রহমান জামী	হিরাত	সুলাতন আরী আল মাশাইদ	১৪৭০- ৭৩ খ্রী:	নাই
৬৯২৪	কেফায়াতুল মুসল্লীন (সম্পূর্ণ) সংগ্রহ নং - ২৮২৫	শেখ মুতালিব	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	১২১৩ মঘী সাল	নাই
৬৯২৫	মকতুল হুসাইন (সম্পূর্ণ) সংগ্র নং ২৮২৬	মুহম্মদ খান	চট্টগ্রাম	ঐ	১৬৪৫ খ্রী:	নাই
৬৯২৬	মাখযান- উল- আসরার সংগ্রহ - নং - ৪৫৬	নিজামী	অজ্ঞাত	মুহাম্মদ আলী	১৫১৩ খ্রি: ৯১৯ হিজরী	নাই
৬৯২৭	শাহনামা সংগ্রহ নং - ৭৭- ৪২৮	কবি আবুল কাসেম যোর গৌমী	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৬৯২৮	কোরান শরীফ সংগ্রহ নং - ২৬৫২	অজ্ঞাত	সুরোট	মুহম্মদ রেজা	১১৪১ হিজরী বা. ১৭২৯ খ্রী.	নাই
৬৯২৯	কোরান শরীফ সংগ্রহ নং - ২৬৫৬	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	খাজা শায়খ	১০৯১ হিজরী বা. ১৭২৯ খ্রী:	নাই
৬৯৩০	আসমাউল হুসনা সংগ্রহ নং - ২৬৫৪	অজ্ঞাত	জাহাঙ্গীর নগর	হাফিজ মোহাম্মদ হুসাইন	১১১৯ হিজরী ১৭৫৭- ৮ খ্রী.	নাই
৬৯৩১	কোরান - শরীফ সংগ্রহ নং - ৬৭. ৪০৫	অজ্ঞাত	কুমিল্লা	ঐ	উনবিংশ শতাব্দী	নাই
৬৯৩২	কাবিননামা সংগ্রহ নং - ২৭০০	ঐ	তালিমাবাদ (বলিয়াদি)	অজ্ঞাত	১৮২৩ খ্রী:	নাই
৬৯৩৩	কাবিননামা সংগ্রহ নং - ৬৯.৫ ও ৬১.৬	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৩৪	দলিল সংগ্রহ নং - ৬৭. ২৮৬ ১৪″ × ৮″	অজ্ঞাত	বগুরা	অজ্ঞাত	১১৬৪ সাল	নাই
৬৯৩৫	ফার্সী দলিল (ফারসী হরফে বাংলা লিখিত) সংগ্রহ নং - ৬৭. ৪০২ ১৫″ × ৮ ১/২	ঐ	মুন্সীগঞ্জ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৩৬	জমি বিক্রয়ের দলিল সংগ্রহ নং - ৬৭. ৩০৫ ২৩ ১/২ × ৮ ১/২	ঐ	দোগাছি মুন্সীগঞ্জ	ঐ	১৭৯২ খ্রী.	নাই
৬৯৩৭	মানুষ বিক্রয়ের দলিল সংগ্রহ নং - ৮০.১৩৪ ১৫ ৩/৪ × ৮″	ঐ	ময়মনসিংহ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৩৮	আত্মা বিক্রয় দলিল সংগ্রহ নং - ৮০. ১০ ১/২ × ৬ ৩/৪	ঐ	ঠাহাখলী, ময়মনসিংহ	ঐ	১২১৫ সাল	নাই
৬৯৩৯	পদ্মাবতী সংগ্রহ নং - ৬৯- ২২৭	আলাওল	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৪০	চৈতন্য চরিতামৃত (খণ্ডিত) সংগ্রহ নং - ৩৮৫	কৃষ্ণদাস	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৪১	শ্রী মদ্ভাগবত গীতা সংগ্রহ নং - ২৩৫	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রাজকুমার শর্ম্মা	১৭৫৭ সক/ ১৮৩৪ খ্রী.	নাই
৬৯৪২	মহাভারত সংগ্রহ নং - ১০১১	বেদব্যাস	ফরিদপুর	অজ্ঞাত	১৭৫২ খ্রী.	নাই
৬৯৪৩	রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড) সংগ্রহ নং - ১০৮০	কবি কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	রাজেন্দ শর্ম্মা	১৭৯৮- ৯৯ খ্রী.	নাই
৬৯৪৪	ব্রহ্মা-বিষ্ণু- পুরাণ (সম্পূর্ণ) সংগ্রহ নং- ৩০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	হরমোহন শর্ম্মা	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৪৫	কালিকাপুরাণ (সম্পূর্ণ) সংগ্রহ নং - ৭৫. ২০০	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৪৬	বৈষ্ণবপদাবলী (গাছের বাকলে লেখা) সংগ্রহ নং - ২১৫	বাসুঘোষ ও অন্যান্য	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৪৭	দশকর্ম (তালপাতায় লেখা) সংগ্রহ নং- ২৪১	ভবদেব ভট্ট	ঐ	বনমালী শর্ম্মা	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

লালবাগের কেল্লায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকর	লিপিকাল	মন্তব্য
৬৯৪৮	তফসির	মোল্লা হোসেন ওয়াইজ কামফি	অজ্ঞাত	আমির উদ্দিন কাদেরী	মোহররম, ১২৭৭ হিজরী ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ	আরবি ফারসী পদ্ধতি- নাস্‌ল ও নাস্তালিক
৬৯৪৯	কুরআন শরীফ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৫০	কুরআন শরীফ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	খাত-ই- বাহার নামায
৬৯৫১	আদব-ই-আলম গিরি	আব্দুল আছরাফ		আবুল ফত কাবিল খান	১০৪৫ হিজরি (১৭৩২ খ্রি.)	ফারসী
৬৯৫২	নামহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফারসী
৬৯৫৩	আমির-ই-সূরা-ইউসুফ	মোল্লা-খগুন বিরাতী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আরবী
৬৯৫৪	বাহার দানিম	এনায়েত উল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০৭০ হিজরি	গল্প
৬৯৫৫	মাজমা-ই বাহরেন	কবি দারাসিকো	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৫৬	কেবল রানী খিজির খান	আমীর খসরু			১০১৯ হিজভী (১৬০১ খ্রি.)	রোমান্টিক কাব্য
৬৯৫৭	দেওয়ান-ই-হাফিজ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফকির মোহাম্মদ কামন	১০৯১ হিজরী (১৬৮০ খ্রি.)	রোমান্টিক কাব্য
৬৯৫৮	নামহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	আরবী
৬৯৫৯	ফতওয়া-ই-কুরআন	মৌলানা নাসির উদ্দিন অফোভী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০৯০ হিজরী (১৬৭৯ খ্রি.)	ব্যবহার তত্ত্ব
৬৯৬০	নামহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত		ফারসী
৬৯৬১	নামহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফারসী
৬৯৬২	নামহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফারসী
৬৯৬৩	নামহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফারসী
৬৯৬৪	নামহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফারসী
৬৯৬৫	ব্যায়াজ (পদ্ধতি - নামরু)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কাছমা (হাম্‌দ)
৬৯৬৬	ব্যায়াজ (পদ্ধতি - নামরু)	আনা আবদুর রহিম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩৫ হিজভী (১৮২৯ খ্রি.)	বন্দনা
৬৯৬৭	শিকার সম্পর্কীয়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৮ হিজরি (১৮৪২ খ্রি.)	অজ্ঞাত
৬৯৬৮	পরওয়ানা	মোহাম্মদ শাহ্ বাদশাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৩২ হিজরি (১৭২৯ খ্রি.)	অজ্ঞাত
৬৯৬৯	একটি হাভেলীর কবলা দলিল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮২ হিজরি (১৭১৮ খ্রি.)	অজ্ঞাত
৬৯৭০	বাদশাহী ফরমান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৬৯৭১	ফরমান	জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯৭৬ হিজরি (১৬৬৮ খ্রি.)	অজ্ঞাত
৬৯৭২	শাহ আলাম এবং পরসানা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮১ হিজরি (১৭৬৯ খ্রি.)	অজ্ঞাত
৬৯৭৩	সাদীর ফরমান	মোহাম্মদ শাহ্	অজ্ঞাত		১১৮১ হি (১৭৬৯ খ্রি.)	অজ্ঞাত

Dhaka University Institutional Repository

৬৯৭৪	পটুয়া লিপিকলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	সৈয়দ রহমত আলী	১৩০১ হিজরি (১৮৮৩ খ্রি.)	নাস্তালিখ
৬৯৭৫	পটুয়া লিপিমালা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৫৫ হিজরী (১৮৩৯ খ্রি.)	শিবনাস্তা
৬৯৭৬	পটুয়া লিপিকলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মো. রহিম	হিজরি - ১৩ শতক	নাস্তালিখ
৬৯৭৭	পটুয়া লিপিকলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ফাতহ্ আলী মিরাজী	১২০৮ হিজরি (১৭৯৩ খ্রি.)	নাস্তালিখ
৬৯৭৮	পটুয়া লিপিকলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২শ হিজরি	নামল
৬৯৭৯	পটুয়া লিপিকলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ হোসেন	- ১২৪৮ হিজরী	নামল
৬৯৮০	পটুয়া লিপিকলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২শ হিজরী	নাস্তালিখ
৬৯৮১	পটুয়া লিপিকলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২শ হিজরী	চুলুক

সুরেশ্বর দরবার শরীফে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা–

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	লিপিকাল	লিপিকর	মন্তব্য
৬৯৮২	নূরে হক্কগঞ্জেসার	সাইয়েদ জান শরীফ	১২১৫	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৮৩	ছফিনায়ে ছফর	ঐ	১২২৭	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৮৪	কাওছুল কোরান	ঐ	১৩১৮-২৯	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৮৫	মদিনা কলকি অবতারের ছকিলা	ঐ	১৩২০	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৮৬	মিরবে হক্ক জামে নুর	ঐ	১৩১০	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৮৭	লতায়েদে শামিয়া	ঐ	১৩০৫	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৮৮	অহিনাইন	ঐ	১৩২০	অজ্ঞাত	নাই
৬৯৮৯	মাতলাউ'ল উ'লুম	ঐ	১৩২১	অজ্ঞাত	নাই

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশরাদ কর্তৃক সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির তালিকা–

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকর	লিপিকাল	মন্তব্য
৬৯৯০	অমৃত-তোষণিকা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
৬৯৯১	অর্জ্জুন গীতা	ঐ	ঐ	শ্রীগুরুচরণ দাস	ঐ	ঐ
৬৯৯২	অর্জ্জুন সংবাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৬৯৯৩	অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ	দীনেশ	"	রসিকচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ
৬৯৯৪	অজ্ঞাতনামা বৈদ্যকগ্রন্থ	সরজখাঁ	"	"	ঐ	ঐ
৬৯৯৫	অজ্ঞাতনামা বৈদ্যকগ্রন্থ	অজ্ঞাত	"	"	ঐ	ঐ
৬৯৯৬	অষ্ট মঙ্গলার গুণ কথন	শ্রীরসিকচন্দ্র দাস	×	×	১১৯৩ মঘী সাল	নাই
৬৯৯৭	অনন্তব্রতকথা (পাঁচালী)	দ্বিজ সাধব	×			
৬৯৯৮	আত্ম নিবেদনী চৌতিশা	শ্রীরামলোচন	×	১৩০৯	পুষ্পিকা আছে	
৬৯৯৯	আচার-রত্নাকর	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪৮	×	×

(১) শিলালিপিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসামলের একটি মসজিদ ও বাসান টেকীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।
(২) সাহীয়াদ জান শরীফ শাহ-নূরে হক্ক গঞ্জেনূর ২০০২ খ্রি. পৃ. - জীবনী- ৯ ।৷

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকর	লিপিকাল	মন্তব্য
৭০০০	আত্ম-তত্ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭০০১	আম্‌ছেপারার ব্যাখ্যা	ঐ	ঐ	শ্রীকসর আলী	১২০৯ মঘী সন	×
৭০০২	আম্‌ছেপারার ব্যাখ্যা	ঐ	ঐ	শ্রীকসর আলী	১২৩৪ মঘী সন	×
৭০০৩	আমীর জঙ্গ	মুন্সী আব্দুল কাদের	চট্টগ্রাম	×	×	×
৭০০৪	আহ্নিকতত্ত্বে ব্যবহার বিধি	মহেশচন্দ্র দ্বিজ	×	শ্রীরসিকচন্দ্র দাস	×	×
৭০০৫	ইউসুফ জোলেখা	বেলায়েত আলী	×	কালিদাস নন্দী	১২১৪-১৫ মঘী সন	×
৭০০৬	ইব্লিছ-নামা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২১৪ মঘী সন	×
৭০০৭	ইমামচুরি	শ্রীজিন্নত আলী	হুলাইন	×	১২৩২ মঘী সন	×
৭০০৮	ইমামচুরি	শ্রীজিন্নত আলী	হুলাইন	শ্রীমাগন ভং	১২৩২ মঘী সন	×
৭০০৯	ইংরেজি শিক্ষা	রামলোচন রায়	ঐ	ঐ	১২৩২	×
৭০১০	উদ্ভব সংবাদ (রাধিকার বার মাস)	শ্রীরামতনু	ঐ	ঐ	৮০২২ মঘী সন	×
৭০১১	উদ্ভব সংবাদ	শ্রীরামশরণ	ঐ	শ্রীছাত্রমনি দামস্য	১১৯৭ মঘী সন	×
৭০১২	ঊষাহরণ	রমাকান্ত	চট্টগ্রাম	×	১১৪১ মঘী সন	
৭০১৩	ঐ	পিতাম্বর সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×	×
৭০১৪	একাদশী মাহাত্ম্য	অজ্ঞাত	ঐ	শ্রীচরণদেব শর্ম্মা-	১১৩১ মঘী সন	×
৭০১৫	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭০১৬	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭০১৭	ঐষিক পবর্ব	কাশীরাম দাস		শ্রীদেব নারায়ণ দাস	১২২০ মঘী সন	নাই
৭০১৮	কন্নমুনির পারণা	দ্বিজ সাধব				নাই
৭০১৯	ঐ	অজ্ঞাত	আনোয়ারা	শ্রী তারিণীচরণ দাস	×	নাই
৭০২০	কদ্রু বিনতা-সংবাদ	কৃষ্ণানন্দ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	নাই
৭০২১	কপিলা মঙ্গল	কৃষ্ণানন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০২২	কবিকঙ্কণের চৌতিশা	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০২৩	কবিরাজী পুথি	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০২৪	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০২৫	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০২৬	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকর	লিপিকাল	মন্তব্য
৭০২৭	কালিকা পুরাণ	মুক্তারাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	১২৫০ মঘী সন
৭০২৮	করম আলীর পদাবলী	করম আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭০২৯	কলিযুগ মাহাত্ম্য	রামতনু ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৩০	কাকের বচন	×	ঐ	ঐ	১১৯৭ মাগি সন	নাই
৭০৩১	কানাই-কাজল-কালাস	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৩২	কামিনী কুমার	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৩৩	কালবেল কুমারের ব্রতপাঁচালী	অওয়াচরণ	ঐ	শ্রী নীতাম্বর শর্ম্মণ	ঐ	১২৩২ মঘী সন
৭০৩৪	কলিকামঙ্গল	নিধিরাম কবিরত্ন	পটিয়া	শ্রীমান আচার্য্য	চাটিগাঁ	১৬৭৮ খ্রি.
৭০৩৫	কালকা স্তুতি	নিলমনি দাস	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৩৬	কালী পুরাণ	মুক্তারাম নাস	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৩৭	কলিকার চৌতিশা	ক্ষেমানন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৩৮	কাশীদাসী মহাভারত	×	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৩৯	কাসিমের যুদ্ধ	মোহাম্মদ খান	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৪০	ফিকাইতোল মোছল্লিন	মহম্মদ আলি	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৪১	ক্রিয়া গোসার	অন্তরাল দত্ত	×	শ্রী শ্যামাচরণ বিশ্বাস	ঐ	নাই
৭০৪২	ক্লীবত্ব মোচন	হামিদুল্লা খান	চিটাগাং	ঐ	ঐ	নাই
৭০৪৩	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৪৪	ঐ	অজ্ঞা	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৪৫	কলিযুগ মাহাত্ম্য	রামতনু ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৪৬	কৃষ্ণমঙ্গল	দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ	শ্রীকৃষ্ণ মনি	ঐ	১২০৪ সাল	নাই
৭০৪৭	কৃষ্ণমঙ্গল	পরশুরাম চক্রবর্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭০৪৮	কৃষ্ণমঙ্গল	দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৪৯	কৃষ্ণলীলা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৫০	কৃষ্ণলীলা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭০৫১	কৃষ্ণবিলাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	নাই

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭০৫২	কৃষ্ণগুণ কথা	দ্বিজ পশুরাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭০৫৩	কৃষ্ণের শতনাম	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	×	×	নাই
৭০৫৪	ঐ	দ্বিজ হরি	×	×	×	×	নাই
৭০৫৫	কেফায়তোল মোছল্লিন	হীন মোতলিব	ঐ	ঐ	×	×	নাই
৭০৫৬	কোকিল সংবাদ	শ্রীরামদুলাল যোগী	এ	ঐ	ঐ		ঐ
৭০৫৭	কৌশল্যার বারমাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ		ঐ
৭০৫৮	কৌশল্যার চৌতিশা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		
৭০৫৯	খঞ্জন বচন	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১১৭৯ মঘী সন	
৭০৬০	সস্তাদেবীর চৌতিশা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		অজ্ঞাত
৭০৬১	গঙ্গামঙ্গল	সাধবচার্য	ঐ	ঐ	ঐ		অজ্ঞাত
৭০৬২	গঙ্গাষ্টক শ্লোক	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ		ঐ
৭০৬৩	গীতরত্ন	রামনিধি গুপ্ত	ঐ	ঐ	ঐ		ঐ
৭০৬৪	গীতা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ		ঐ
৭০৬৫	গীতাবলী	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রীরাম দুলাল যোগী	ঐ	×
৭০৬৬	গুয়ামেলানী	শ্রীমধুসূদন	ঐ	ঐ	শ্রীপুটিরাম দাস	১২১৪ মঘীসন	নাই
৭০৬৭	গুরুদক্ষিণা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	রামতনু ঠাকুর	১১৮৪ মঘী সনং	
৭০৬৮	ঐ	সঙ্কর আচার্য	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	
৭০৬৯	গুরুভক্তি শ্লোক	লক্ষ্মীকান্ত	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞা
৭০৭০	গোজুল মঙ্গল	রামদাস	ঐ	ঐ	ঐ		
৭০৭১	গোপ্ব গায়ন	অজ্ঞাত					
৭০৭২	গোবিন্দবিজয়	মালাধর বসু	ঐ	ঐ	শ্রী আদক দাস	১১৫১ মঘী	×
৭০৭৩	গৌরাঙ্গ চরিরত	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত			
৭০৭৪	গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পর্ব	বাসুদেব ঘোষ	আনায়ারা	ঐ	ঐ	১১৯৪ মঘী সন	×
৭০৭৫	চাণক্য শ্লোক	শ্রীসাধুভৌম ভট্টচার্য	×	×	×	১২১৬ মঘী সন	×
৭০৭৬	চাণক্য শ্লোকের অনুবাদ	অজ্ঞাত	আনোয়ারা	×	×	১২১৬ মঘীসাল	×
৭০৭৭	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১১৯৩ মঘী সন	×
৭০৭৮	চণ্ডীমঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	×
৭০৭৯	চন্দ্রকান্ত	গৌরীকান্ত	ঐ	ঐ	ঐ	১২৫১ মঘী সন	×
৭০৮০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	×
৭০৮১	চন্দ্রকারে কথা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	১২৪০ মঘী সাল	×
৭০৮২	চন্দ্রকান্ত গায়েন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	×

Dhaka University Institutional Repository

৭০৮৩	চম্পক কলিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২১২ মঘী সন	×
৭০৮৪	চিত্তপ্ত ইমান	কাজী বছিয়ুদ্দিন পটিয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭০৮৫	চৈত্র মাহাত্ম্য	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	শ্রী রনামতু	১১৯৬ মঘী সন	ঐ
৭০৮৬	চৌত্রিশ পদাবলী	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৭০৮৭	চৌত্রিশা অক্ষর বর্ণনা	শ্রী নীলমনি দাসগুপ্ত	ঐ	ঐ	ঐ	১২২৭ মঘী সন	×
৭০৮৮	চৌধুরীর লড়াই	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	×
৭০৮৯	ছকিনার বারমাসী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭০৯০	ছাতন-ময়নাবতী পুথি	দৌলৎ কাজী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭০৯১	ছাহাৎনামা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	১৬৭৯ শক	×
৭০৯২	ছুটিখাঁর মহাভারত	ছুটি খাঁ	আনোয়ার ।	ঐ	শ্রীচান্দ	১১৫৩ মঘী সন	×
৭০৯৩	জঙ্গনামা	হীন নহরোল্লা খান	আনোয়ার	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৭০৯৪	জন্মধুপাচার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	১১৯৩ মঘী সন	×
৭০৯৫	জমাবাদীর বচন (ছড়া) ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭০৯৬	ঐ (ছড়া)- ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭০৯৭	জয়মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী	ঐ	ঐ	শ্রীমাগন দানসেন	১১৯৩ মঘীসন	×	ঐ
৭০৯৮	জয়দেব প্রসাদাবলী	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১২৫৫ মঘী সন	×	
৭০৯৯	জয়লকুমারী অধিক শ্লোক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১১৫৫ মঘী সব	×
৭১০০	জাগরণ	শঙ্কর দাস	জুনহরা গ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৭১০১	মালকী বনবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	১২০৪ মঘী সন	×
৭১০২	জয়েজাতের বচন	নারায়ণ দাস	ঐ	ঐ	কালিদাস নন্দী	১২১৫ মঘী সন	×
৭১০৩	জুলুয়া	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	১১৯৭ মঘী সন	×
৭১০৪	জেবলমুলুক সমারোক	সৈয়দ আকবর	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৭১০৫	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১০৬	জ্ঞান চৌতিশা	অজ্ঞাত	সাতকানিয়া	ঐ	শ্রী কারাম বিশ্বাস	১২০১ মঘী সন	×
৭১০৭	জ্ঞান চৌতিশা	সৈদ সুলতান	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	১১৭৯ মঘী সন	×
৭১০৮	জ্ঞান তত্ত্বপয়ার	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	১২১৪/১২২৫ মঘী	×	×
৭১০৯	জ্ঞান প্রদীপ	সৈয়দ সুলতান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত
৭১১০	অজ্ঞাত সাগর	আলি রাজা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×

Dhaka University Institutional Repository

৭১১১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রী ফরান আলী	১২০১ মঘী সন	×
৭১১২	জ্যোতিষের বচন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯৪ মঘী সন	×
৭১১৩	জ্যোতিষ বচন	বৃন্দাবন সেন	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	×
৭১১৪	ঝাড়ন মন্ত্র সংগ্রহ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১১৫	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১১৬	তাসাউফ	আলাওল	ঐ	ঐ		সপ্তদশ শতাব্দী	ঐ
৭১১৭	তন তেলাওত	অজ্ঞাত	সপ্তদশ শতাব্দী	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১১৮	তত্ত্বসার	জয়কৃষ্ণ দাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ
৭১১৯	তমিম গোলান	চৈতন্য মুন্সী আইনদ্দিন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১২০	তারিনী চৌতিশা	শ্রী রামতনু	ঐ	ঐ	শ্রী বাবু রাম মুং	১১৯০ মঘী সন	×
৭১২১	তাল মালা	ফাজিল নাছির	ঐ	ঐ	শ্রীমহাম্মদ	ঐ	অজ্ঞাত
৭১২২	তালমালা	অজ্ঞাত	ঐ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	১২৮৫ মঘী সন	×
৭১২৩	ত্রাণপথ	শ্রীশ্রীহক্নাম	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	×
৭১২৪	ত্রিলক্ষী পীরের সিন্নিবিধি	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	শ্রী মহেশ চন্দ্র শর্ম্মা	১২৩৯ মঘী সন	×
৭১২৫	ত্রিলক্ষী পীরের সিনিইবধি অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রী মহেশচন্দ্র শর্ম্মা	১২৩৯ মঘী সন	
৭১২৬	তুলসী চরিত্র	দ্বিজঙ্গীরথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৯২ মঘী সন	×
৭১২৭	গুহিকজর পুস্তক	অজ্ঞাত	ফটিক ছরি	ঐ	শ্রীহরিশরণ	১২৪৪ মঘীসন	×
৭১২৮	চণ্ডী পর্ব	হীন রাজা রাম দাও	ঐ	ঐ	শ্রীদেবী প্রসাদ দাস	১১৬৩ মঘী সন	×
৭১২৯	দশ অবতার	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	শ্রী নিত্যানন্দ দে	১২১৫ মঘী সন	×
৭১৩০	দক্ষ যজ্ঞ গায়ন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৭১৩১	দাকায়েতুল	সৈয়দ নুরদ্দীন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১৩২	দাতাকর্ণ	দ্বিজ কবি চন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১৩৩	দুর্গা পঞ্চরাত্রি	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৩৪	দুর্গা-পুরাণ	কবি জগন্নাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৩৫	দুর্গা-বিজয়	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১৩৬	দুর্গাভক্তি চিন্তামণি	শ্রী দিন দয়াল	ঐ	ঐ	শ্রী কাশীনাথ	১১৮৭ মঘী সন	ঐ
৭১৩৭	দূতী সংবাদ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	শ্রী কাশী নাথ	১১৮৭ মঘী সন	×
৭১৩৮	দূতী সংবাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭১৩৯	দেবীর চৌতিশা	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৪০	দেশীয় কালির আর্য্যা বহি	দীন দয়াল দাস	ঐ	ঐ	রামতনু	১১৮৪ মঘী সন	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭১৪১	দৈবজ্ঞ কাহিনী- ~~শ্রী মধুসূদন~~	শ্রী মধুসূদন	ঐ		রামতনু	১১৮৪ মঘী সন	
৭১৪২	দৈবকী দেবীর চৌত্তিশা	হিন পাথ দত্ত	ঐ	অজ্ঞাত	১২১০ মঘী সন	×	×
৭১৪৩	ধর্ম্ম-ইতিহাস	সরজখাঁ	পাটনীপেটা	ঐ	শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ শর্ম্মণ	১২১৫ মঘী সন	×
৭১৪৪	ধর্ম্মপুরাণ	দ্বিজ ময়ুর ভট্ট	ঐ	ঐ	শ্রী মহোম্মদ জামিল	১২২১ মঘী	×
৭১৪৫	ধর্ম্মপুরাণ	শ্রী সাম পণ্ডিত	ঐ	ঐ	শ্রী মহোম্মদ জামিল	১২২১ মঘী সন	×
৭১৪৬	ধ্যানমালা- আলি রাজা	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রী মহোম্মদ জামিল	১২২১ মঘী	
৭১৪৭	নববাবু বিলাস	শ্রী প্রথমনাথ শর্ম্মা	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৭১৪৮	নববিবি বিলাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১৪৯	নবরত্ন শ্লোক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৩	×
৭১৫০	নল-দময়ন্ত্রী	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	×
৭১৫১	নলোপাখ্যান বা নৈষধ	লোকনাথ দত্ত	ঐ	ঐ	শ্রী সাহেবদ্দি জবার্দার অজ্ঞাত	×	×
৭১৫২	নলোদয়	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	শ্রী সাহেবদ্দি জমার্দ্দায়	ঐ	নাই
৭১৫৩	নাম সংকীর্ত্তন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭১৫৪	নামহীন পুথি	ছৈদ সুলতান	ঐ	ঐ	শ্রীহিন কদল খান	ঐ	ঐ
৭১৫৫	নামহীন পুথি	ছৈদ সুলতান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৫৬	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৫৭	নামহীন পুথি	ছৈদ সুলতান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৫৮	নামহীন গদ্য পুথি	রাম প্রসাদ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৫৯	নামহীন পুথি	কমরালী	পটীয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬০	ঐ	ছৈদ সুলতান	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬১	ঐ	ছৈদ সুলতান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬২	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬৩	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬৪	ঐ	কর দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬৫	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬৬	নারদ সম্বাদ	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬৭	নিত্যমঙ্গল চণ্ডিকার পদাবালী	চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬৮	নিত্যানন্দ বিদ্যের [illegible]	কবিতা [illegible]	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৬৯	নিমাই-সন্ন্যাস	ঐ	ঐ	ঐ		শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র ব্রাহ্মণ	১২২৩ মঘী সন

Dhaka University Institutional Repository

৭১৭০	নিমাই-সন্ন্যাস পটি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রীরামহরি দে	১২৪৮ মঘী সন
৭১৭১	নীলার বারমাস	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭১৭২	নূর আন্দাল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭১৭৩	নতুন কক্ষযক্ষ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭১৭৪	পদ সংগ্রহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭১৭৫	পদ্মলোচন বধ	শ্রীফকির চান্দ দাস	ঐ	শ্রীরামচরণ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৭৬	পদ্মাপুরাণ	যদুনাথ পণ্ডিত	অজ্ঞাত	ঐ	শ্রী বাঞ্ছারাম আইচ ঐ	ঐ	নাই
৭১৭৭	পদ্মাবর্তী	আলাওল	ঐ	ঐ	শ্রী আবদুল ওহাব	১১০৯ মঘী সন	নাই
৭১৭৮	পারাগলী মহাভারত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	শ্রী আবদুল ওহাব	১১০৯ মঘী সন	নাই
৭১৭৯	পরাদ ভক্তের চৌতিশ	সীতারাম দত্ত	ঐ	ঐ	×	×	নাই
৭১৮০	পারস্য ভাষানু কল্পভিধান	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	×	×	নাই
৭১৮১	পারিজাত হরণ	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রী নিত্যানন্দ	১২১৫ মঘী সন	নাই
৭১৮২	প্রণালিকা	শ্রীনিত্যানন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	১২১৪ মঘী সন	নাই
৭১৮৩	প্রণালিকা	শ্রীনিত্যানন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৮৪	প্রতাপচন্দ্র-লীলারম	অনুপচন্দ্র দত্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭১৮৫	প্রভূদিগের বংশাবলী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	১২৫০ সাল	নাই
৭১৮৬	প্রভাত-সঙ্গীত	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ	বিক্রাপুর	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৮৭	প্রহলাদ চরিত্র	দ্বিজ কংসারি	খীলপাড়া	ঐ	শ্রীরাম প্রসাদ দেয়ন্য	১১৪১ মঘী সন	নাই
৭১৮৮	প্রাচীন গীতাবলী	চম্পা গাজি	ধলঘাট	শ্রী পলীশনাথ দে	১১৮৫ মঘী সন	×	নাই
৭১৮৯	প্রেমতরঙ্গিনী	ভগব্য আচার্য্য	সাজানগর	ঐ	শ্রী জমধন্ত রায়	১১৬৯ মঘী সন	নাই
৭১৯০	প্রেম নাটক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭১৯১	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৯২	ফগ্‌ফুর সাহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৯৩	ফাতেমার সুরতনামা	সাহা বহিয়ুদ্দিন	ঐ	ঐ	শ্রী সৈয়দ আছহাবদ্দিন	ঐ	নাই
৭১৯৪	ফৌজদার কীর্ত্তিগাথা	শ্রীরামতনু	ঐ	ঐ	শ্রীকৃষ্ণমণি দেবশর্ম্মা	১২০৬ মঘী সন	নাই

৮১৮০ পরাদ ভক্তের চৌতিশার কবি সীতরাম দত্তের নাম ভনিতায় পাওয়া যায়। সীতরাম দত্ত কোন কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন লিপিকর। লিপিকর সীতারাম দত্ত নিজেকে কবি হিসাবে ভনিতায় প্রচার করেছেন।

৭১৯৫	বন্ধুসুন্দর	ঈশানচন্দ্র	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭১৯৬	বত্রিশ সিংহাসন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭১৯৭	বস্ত্রহরণ	শ্রীতনুরাম	চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	১১৮৩ মঘী সন	নাই
৭১৯৮	বস্ত্রহরণ গান	বিশ্বেশ্বর	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৭১৯৯	বলিছলন গায়ন	দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২০০	বাইশ কবির মনসা	ঐ	ঐ		রামমোহন দে	১২১৩ মঘী সন	নাই
৭২০১	বানযুদ্ধ	দ্বিজ রামচন্দ্র	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	×
৭২০২	বাত্যাবর্ত্ত বিবরণ	শ্রীনরোত্তম কেরানী	ঐ	কধুর খালী	শ্রীকৈলাসচন্দ্র	১১৭৯ মঘী সন	নাই
৭২০৩	বানভাসীর কবিতা	নফর দাস	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	১২১৫ মঘী সন	নাই
৭২০৪	বালক বোধ শ্লোক-রামানন্দদ্বিজ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত
৭২০৫	বিদগ্ধ সুখসগুনম্	অজ্ঞাত	ঐ	আনোয়ারা	শ্রীরাম ও মাস্তাষরামত নুসেন	১১৮২ মঘী সন	নাই
৭২০৬	বিদ্যাসুন্দর (গরেন)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২০৭	বিদ্যা সুন্দর	ঐ	আহনারা	ঐ	শ্রীরাম তনুসেন	১১৮২ মঘী	
৭২০৮	বিদ্যাসুন্দর যাত্রা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২০৯	বিপুলার চৌতিশা	শ্রীন রামচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১০	বিরম পাঞ্চালী ভ্রমর বাঘিনী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১১	বিহদ বিরাট পর্ব	সূর্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১২	বীরভূমে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১৩	বৃন্দাবন- ধ্যান	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১৪	বেতাল পঞ্চ বিংশতি	কালীপ্রসাদ কবিরাজ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১৫	বৈদ্যকগ্রন্থ	বৈদ্যনাথ ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১৬	বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১৭	বৌদ্ধরঞ্জিতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২১৮	ভগবদ গীতানুবাদ	কবি সঞ্জয়	অজ্ঞত	অজ্ঞত	অজ্ঞত	অজ্ঞত	অজ্ঞত
৭২১৯	ভদী বিদ্যা নিবিধ	বং-ষষ্ঠীচরণ মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২২০	ভারত-সাবিত্রী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	শ্রীরামহরি সিংহ দাস	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭২২১	ভারত-সাবিত্রী	সঞ্জয়	ঐ	অজ্ঞাত	×	১২২৭ মঘী সন	নাই
৭২২২	ভারত-সাবিত্রী	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	১২০৮ মঘী সন	ঐ
৭২২৩	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২২৪	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	১২১৪ মঘী সন	ঐ
৭২২৫	ভারতী মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ
৭২২৬	ভাবলাভ	সমসুদ্দি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭২২৭	ভূষণ্ডী রামায়ণ	রাজা পৃথ্বিচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	১৩৩৯ মঘী সন	নাই
৭২২৮	মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী	দ্বিজ রঘুনাথ	ঐ	শ্রী কাশীনাথ সুত	অজ্ঞাত	×	নাই
৭২২৯	মন্ত্রাদির পুঁথি	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭২৩০	মন্ত্রের পুঁথি	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞত	ঐ	×
৭২৩১	মদন কুমার মধুখালার পুথি	নুর মোহাম্মদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৭২৩২	মনসামঙ্গল	নয়ন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৩৩	মনসামঙ্গল	দ্বিজ শ্রীরাম জীবন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৩৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৩৫	ঐ	বিষ্ণু পাল	ঐ	ঐ	ঐ	১১৪৪ মঘী সন	ঐ
৭২৩৬	ঐ	খেমানন্দ	ঐ	ঐ	শ্রীষষ্টীবর	১১৩৮ মঘী সন	ঐ
৭২৩৭	মনসার ধুপাচার	দ্বিজ রতিদেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৩৮	মনসার জাগরণ/ পদ্ম পুরাণ	কেতকাদাস ক্ষেমানাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৩৯	মনসাষ্টক শ্লোক	শ্রী রুহীদাস নাথ	ঐ	ঐ	ঐ	১২৩৫ মঘী সন	ঐ
৭২৪০	মনসার পাঁচালী	মধুসূদন	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	শ্রী জিত রাথ দত্ত	ঐ	ঐ
৭২৪১	মনসাপুথি	জ্ঞনানান্দ সেন , জানকীদাস	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	রতিদেব	ঐ	ঐ
৭২৪২	ঐ	রূপনারায়ণ	চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৪৩	মল্লিকার হাজার ছওয়াল	অজ্ঞাত	ঐ		খোসাল মোহাম্মদ	ঐ	ঐ
৭২৪৪	মহাভারত দাহ পর্ব সঞ্জয়	অজ্ঞাত	চট্টগ্রাম	শ্রীতারিনী চরন দাস	১২১১	×	×
৭২৪৫	আদিপর্ব		×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৪৬	সভাপর্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭২৪৭	বনপর্ব	কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন	ঐ	ঐ	শ্রীতারিনী চরণ দাস	১২১১ মঘী সন	ঐ
৭২৪৮	বিরাটপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৪৯	উদ্যোগপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫০	ভীষ্মপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫১	দ্রোণপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫২	কর্ণপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫৩	কন্যপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫৪	গদাপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫৫	সৌপ্তিকপর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫৬	বিরাটপর্ব	কাশীরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫৭	ঐ অনুশাসন পর্ব	সঞ্জয়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫৮	ঐ ঐষিকপর্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৫৯	মহভারত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬০	মুসার সওয়াল	নছরুল্লা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬১	মদন কুমার মধুখালার পুথি	নূরমোহাম্মদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬২	মাবাপের বার মাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬৩	মহীরাজন বর্ষ	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬৪	মাধব মালতী	রামচন্দ্র কবি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬৫	সাধবাচার্য্যের জাগরণ	দ্বিজ মাধব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬৬	মুক্তালতাবলী	শ্রী দুর্গা প্রসাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬৭	মুক্তাল হোসেন	মহম্মদ খান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬৮	মুক্তাল হোসেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৬৯	মুকাল হোসেন ২য় ভাগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৭০	ঐ ১ম ভাগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৭১	খুরসিদের বারমাস	মোহাম্মদ আলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৭২	মুগলব্ধ	রতিদেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৭৩	মৃগলুব্ধ	দ্বিজ রতিদেব	শ্রী রামশঙ্কর	×	×	×	নাই
৭২৭৪	ঐ	×	শ্রী রাম শঙ্কর	×	×	×	নাই
৭২৭৫	মেহেরনেগারের বারমাস	×	×	×	×	×	নাই
৭২৭৬	মোহমুদগর	সঞ্জয়	×	×	×	×	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৭২৭৭	ঐ	চরিত্র	×	×	×	×	নাই
৭২৭৮	মোহদ্দগর চরিত	রাখাব দাস	×	×	×	×	নাই
৭২৭৯	মোহম্মদগর চরিত	রাখব দাস	×	×	×	×	নাই
৭২৮০	যম-প্রজা সংবাদ	সঙ্কর দাস	×		শ্রী রজ্জা রাম সেন্য শ্রী রাঘব রায় শ্রী বদ্দেরাম সেন্য	১১১০ মঘী সন	নাই
৭২৮১	যামিনী-বাহাল	করিমল্লা	×	×	×	×	নাই
৭২৮২	যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ	কবি জগদান্দ	×	×	×	×	নাই
৭২৮৩	ঐ	পতাগল খাঁ গঙ্গাদাস	×	×	×	×	নাই
৭২৮৪	যুদ্ধকথা	শ্রীযুক্ত দীনদপল দাস	×	×	×	×	নাই
৭২৮৫	রাগ-তালের পুথি	জীবন আলী	পটিয়া	×	×	×	নাই
৭২৮৬	যোগ কালান্তক	×	×	×	×	×	নাই
৭২৮৭	রঙ্গমালা	কবীর মোহাম্মদ	×	×	×	×	নাই
৭২৮৮	রতিশাস্ত্র	×	×	×	×	×	নাই
৭২৮৯	রসসার	শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর স্যানাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭২৯০	রসিক-তরঙ্গিনী	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৯১	রাগমামা	ভবানন্দ তনু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২৯২	রাগনামা	হরিপণ্ডিত	ঐ	ঐ	শ্রী সাহাং বকসা আলী	১১৭৪ মঘী সন	নাই
৭২৯৩	রাগমালা	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১৮৪ মঘী সন	নাই
৭২৯৪	রাগমালা	আলি রাজা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭২৯৫	রাগ তালের পুথি	জীবন আলী	অজ্ঞা	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭২৯৬	ঐ	দ্বিজ রামতনু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭২৯৭	রাজকুমার পরিণাম	গঙ্গার রাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭২৯৮	রাজবল্লভ সেনের জীবন	উমাচরণ রায় কানুনগো	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭২৯৯	রাধারকলঙ্ক ভঞ্জন	রামচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৩০০	অজ্ঞাত	চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই

N.B. ৮২৮৬ নং পাণ্ডুলিপির কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন কীলদাস নন্দীর নাম। কালিদাস নন্দী লিপিকর হিসাবে বেশ খ্যাতি রয়েছে কিন্তু কবি হিসাবে কোন খ্যাতি নেই। লিপিকর হিসাবে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ উল্লেখ করেছেন শ্রী ও বেদল্ল। আসলে ৮২৮৬ পাণ্ডুলিপির কবি শ্রী ও বেদল্ল এবং লিপিকর কালিদাস নন্দী।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৩০১	রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা	শ্রী কবিচন্দ্র দাস	×	×	×	×	নাই
৭৩০২	রাধাকৃষ্ণ বিলাস	জয়সাধারণ	×	×	×	১৮৩১ খ্রি.	নাই
৭৩০৩	রাধিকার মানভঙ্গ	×	×	×	×	×	নাই
৭৩০৪	ঐ	×	×	×	×	×	নাই
৭৩০৫	ঐ	×	×	×	×	×	নাই
৭৩০৬	ঐ	ঐ	×	×	×	১২০৩ সাল	নাই
৭৩০৭	রাধিকার বারোমাস	×	×	×	শ্রী নীলকণ্ঠ সেন দাস	১১৬৫ মঘী সাল	নাই
৭৩০৮	ঐ	×	×	×	×	×	নাই
৭৩০৯	ঐ	×	×	×	×	×	নাই
৭৩১০	রাধিকার বারোমাস	হীন হাসিম	×	×	×	×	নাই
৭৩১১	ঐ	কবি মাধব	×	×	×	×	নাই
৭৩১২	রাধিকা মঙ্গল	কৃষ্ণরাম দত্ত	×	×	×	×	নাই
৭৩১৩	রাধিকাষ্টক শ্লোক	গৌরচন্দ্র	×	×	×	×	নাই
৭৩১৪	রাধিকার চৌতিশা	মুগারাম দাস	×	×	×	×	নাই
৭৩১৫	রাম-কাহিনী	শ্রী কালীচরণ ভট্টো	×	×	×	×	নাই
৭৩১৬	রাম বনবাস	মাধব	×	×	×	×	নাই
৭৩১৭	রাম চন্দ্রের স্বর্গরোহেণ	ভবানন্দ দাস	×	×	×	×	নাই
৭৩১৮	রাম বনবাস	×	×	×	×	×	নাই
৭৩১৯	রামচন্দ্রের বারমাস	জগৎ বল্লভ	×	×	×	×	নাই
৭৩২০	রামচন্দ্রের দশমাস	×	×	×	×	১২০৭ মঘী সন	নাই
৭৩২১	রামচন্দ্রের স্বর্ণারোহণ	ভবানী দাস	×	×	শ্রী ক্ষেজাচাং	১১০৭ মঘী সন	নাই
৭৩২২	রামসুন্দর দারোগার কবিতা	×	×	×	×	১২০০ মঘী সন	নাই
৭৩২৩	রামাষ্টক শ্লোক	×	×	×	×	১২০০ মঘী সন	নাই
৭৩২৪	রামায়ন কিষ্কিন্থ্যাকাণ্ড	কৃত্তিবাস	×	×	×	×	নাই
৭৩২৫	রামের ধনুক ভাঙ্গা	কৃতিবাস	×	×	×	১১৬৯ মঘী সন	নাই
৭৩২৬	রাবনের কবিতা	×	×	×	×	×	নাই
৭৩২৭	রাহাতুল কুলুপ	ছৈদ নুরুদ্দিন	শ্রী মাংসফি	×	×	১১৮১ মঘী সন	নাই
৭৩২৮	রুক্মিনীহরণ	×	×	×	শ্রী বেহারি মোহন দাস	১২০১ মঘী সন	নাই
৭৩২৯	রেজওয়ান সাথী	হীন আছলাম	জোরারগঞ্জ	×	×	×	নাই

Dhaka University Institutional Repository

ল

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৩৩০	লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবন	মহীরাবন	×	×	শ্রী ভিখরচন্দ্র আউচ	১২৪০ সন	নাই
৭৩৩১	লব কুশের যুদ্ধ	×	×	×	×	১২৯৩ মঘী সন	নাই
৭৩৩২	ঐ	লোকনাথ সেন	×	×	১২৯৩ মঘী সন	নাই	নাই
৭৩৩৩	ঐ	লোকনাথ সেন	×	×	শ্রী কৃত নারায়ণ আউচ	১১৯৩ মঘী সন	ঐ
৭৩৩৪	লক্ষণ শক্তি সেল	কৃত্তিবাস	×	×	শ্রীরাম কুমার দেব	শর্ম্মা	নাই
৭৩৩৫	লক্ষ্মী অষ্টক শ্লোষ	×	×	×	শ্রী রামকুমার দেব শর্ম্মা	১২১৯ মঘী	নাই
৭৩৩৬	লক্ষ্মী চরিত্র	×	×	×	শ্রী হরি	১২১৯ মঘী সন	ঐ
৭৩৩৭	লক্ষ্মী চরিত্র	গুরব্দ খাঁন	×	×	×	১২১৬ মঘী সন	×
৭৩৩৮	লক্ষ্মী দেবীর পাত্রবালি	বঞ্জিৎরাম দাস	×	পাটর কোড়া	শ্রী রামচন্দ্র শর্ম্মা		×
৭৩৩৯	লালটুকটুক শ্লোক	অজ্ঞাত	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৩৪০	লালমনের কেচ্ছা	কবি আরিফ	রমজান আলি	১১১৯ সন	×	অজ্ঞাত	×
৭৩৪১	লালমতী সয়ফুল মুলুক	আব্দুল হাকিম	শ্রী তাহির সং	×	×	অজ্ঞাত	×
৭৩৪২	লৌহ স্বর্গ বিবাদ	×	×	×	×	অজ্ঞাত	×
৭৩৪৩	শতস্কন্ধবধ	কৃত্তিবাস	×	×	×	অজ্ঞাত	×
৭৩৪৪	শনির চরিত্র	ষষ্ঠীচরণ	×	×	×	অজ্ঞাত	×
৭৩৪৫	শনিরপাচালী	×	×	×	×	×	×
৭৩৪৬	শনিরপাঁচালী	দ্বিজ বিনোদ	পিলকান্দি		শ্রী উমাচরণ শর্ম্মন	নাই	×
৭৩৪৭	শনিরপাঁচালী	শ্রী রাম দয়াল দ্বিজ	×	×	গিরীষচন্দচক্রা বর্তী	নাই	×
৭৩৪৮	শশিচন্দ্রের পুথি	রামজ্জি দাস	×	×	×	×	×
৭৩৪৯	শান্তিশত কস্	শিহলন মিশ্র	×	×	×	×	×
৭৩৫০	শিক্ষাতত্ত্ব	কবি অদৈত চন্দ্র	×	×	×	×	×
৭৩৫১	শিব বন্দনা	কৃষ্ণদাস	×	×	×	×	×
৭৩৫২	শিশুবোধক	×	×	×	×	×	×

লালকর :- যে সমস্ত ভূমি কোন রাজা বাদশা, জমিদার বা কোন দানশীল ব্যক্তি আপন দাস-দাসী দিগকে দান করে সেই দান করা জমিতে লালকর বলা হয়।

[তথ্যে ও সূত্রে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি শুকাখ্যান লহরী-জার হয়নি– সাহিত্য পারিস্য পত্রিকা অতিরিক্ত সংখ্যা সন ১৩০৯ পৃ. ৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৩৫৩	শীত বসন্ত	বানীরাম ধর	শ্রীমান বায়া গোবিন্দ চন্দ্র রায়	×	×	ঐ	নাই
৭৩৫৪	শীত বসন্ত পুস্তক	×	×	×	×	ঐ	নাই
৭৩৫৫	শীতলার চৌতিশা	শঙ্কাচার্য্য	×	×	×	ঐ	নাই
৭৩৫৬	শ্রী মতির মান ভঞ্জন	গোবিন্দ	×	×	×	ঐ	নাই
৭৩৫৭	শ্রী মন্তের চৌতিশা	দেবীদাস সেন	×	×	×	ঐ	নাই
৭৩৫৮	শুকাখ্যান লহরী	শ্রী ষষ্ঠীচরণ দীন	×	×	×	ঐ	নাই
৭৩৫৯	শঙ্গার তিলকের অনুবাদ	শ্রীযুক্ত কবি কালিদাস	×	×	×	ঐ	নাই
৭৩৬০	শ্লোক সংগ্রহ	×	×	×	×	ঐ	নাই

য

৭৩৬১	ষট্ কবি মনসা	পণ্ডিত জানকীনাথ	×	সীকারপুর	শ্রী ছরাম দেত দাসথ্য	১১৬৫ মঘী সন	নাই
৭৩৬২	ষড়ানন ব্রত কথা	×	দেয়াং	×	শ্রী ভৈরব চন্দ্র আউচ	১২০০ মঘী	নাই
৭৩৬৩	সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সাং	ষষ্ঠীচরণ মজুমদার	×	×	×	×	নাই
৭৩৬৪	সখীরাম পয়ার	দামোচর দাস	×	×	×	×	নাই
৭৩৬৫	সখীরস পয়ার	দামোদ্দর দাস	×	×	×	×	নাই
৭৩৬৬	সঙ্গীত সংগ্রহ	কবি রঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদ	রামতনু দেব শর্ম্মা	×	×	×	নাই
৭৩৬৭	সতীময়না ও লোরচন্দ্রনী	আলাউল	×	×	×	১১৬৮ মঘী সন	নাই
৭৩৬৮	সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী	দ্বিজ রঘুনাথ	×	×	×	×	নাই
৭৩৬৯	সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী	দ্বিজ রামকৃষ্ণ	আনোয়ারা	শ্রী রাজকিশোর চৌধুরী	×	×	নাই
৭৩৭০	সত্যপীর পাঁচালী	ফকীর চান্দ	×	১১৮২ মঘী সন	×	×	নাই
৭৩৭১	সত্যপীরের পাত্রবালী	ফকীর চান্দ্র	×	×	×	×	নাই
৭৩৭২	সত্যপীরের পাঁচালী	দ্বিজ রামানান্দ	×	×	×	×	নাই
৭৩৭৩	সতীপীরের পাঁচালী	×	×	×	শ্রী দুর্গা কুমার	১৮৯৮ খ্রি.	নাই
৭৩৭৪	সপ্তপয়কর	সৈয়দ আলাওল	×	×	×	×	নাই
৭৩৭৫	সপ্তবারের কিতাব	×	×	×	×	×	নাই
৭৩৭৬	সবেমেরাজ	×	×	সাহাবীপুর	শ্রী সমসের	১১৬৫ মঘী সন	নাই
৭৩৭৭	সয়ফুল মুলুক	বদিয়ুজামাল	×	×	×	শ্রীহিন (আক্বর আলী)	নাই
৭৩৭৮	সরাস্বতী অষ্টক শ্লোক	×	×	×	×	×	নাই
৭৩৭৯	”	×	×	×	×	×	নাই
৭৩৮০	সহস্রগিরি বধ	×	×	×	×	×	নাই
৭৩৮১	সহস্রগিরি রাবণ বধ	×	×	×	ত্রিপুরা	×	নাই
৭৩৮২	সামুদ্রিক গ্রন্থ	×	×	×	ত্রিপুরা	×	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৭৩৮৩	সারগীতা	×	×	×	×	×	নাই
৭৩৮৪	সারদামঙ্গল	মুক্তারাম সেন	×	×	×	×	নাই
৭৩৮৫	সাহাদুল্লা পীরপুস্তক	×	×	×	×	×	নাই
৭৩৮৬	সিদ্ধিপটল	×	×	×	×	×	নাই
৭৩৮৭	সিরাজকুলুপ	আলি রাজা	×	শ্রী কালিদাস নথী	১২১৫	মঘী সন	নাই
৭৩৮৮	সীতার বারমাস	×	×	×	×	×	ঐ
৭৩৮৯	সীতার বনবাস	কৃত্তিবাস	×	×	×	×	ঐ
৭৩৯০	সুদাম চরিত্র	×	×	×	×	×	ঐ
৭৩৯১	সুদাম চরিত্র	×	×	×	×	×	ঐ
৭৩৯২	সুন্দর কাণ্ড	দ্বিজ পরশুরাম	×	×	×	×	ঐ
৭৩৯৩	সুবচনীয় পদাবালী	দ্বিজ বার	×	×	×	×	ঐ
৭৩৯৪	সুলতান জম্‌জমার পুথি	মহম্মদ কাছিম	×	×	×	×	ঐ
৭৩৯৫	ঐ	"		পটীয়া	শ্রী জিন্নত আলি	১২৩৩ সন	ঐ
৭৩৯৬	সুলোচনা হরণ	×	×	×	×	×	×
৭৩৯৭	সূর্য্যব্রত (পোত্রবালী)	দ্বিজ লঙ্গন	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৩৯৮	সূর্য্যব্রত পাত্রছালী	দ্বিজ বসাম আলী	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৩৯৯	সৃষ্টিপত্তন	হিন বকসা আলী পণ্ডিত	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০০	ঐ	ওয়াজেদ আলি পণ্ডিত	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০১	ঐ	হীন দানিশ হাদী	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০২	সেকান্দরনামা	আলাওল	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০৩	সোহার বচন	বিজয় রাম	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০৪	স্বপন অধ্যায়	বলাম সেন		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০৫	ঐ	বলরাম সেন	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০৬	ঐ	বলরাম সেন	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০৭	ঐ	সুকবি নারায়ন দেব	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০৮	ঐ	সুকবি নারায়ন দেব	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪০৯	স্বপ্ন বিলাস	গোস্বামী কৃষ্ণ কমল	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪১০	স্বপ্ন বৃত্তান্ত	×	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪১১	স্বরূপতত্ত্ব	×	×	×	×	শ্রী ঈশান চন্দ্র দাস	×
৭৪১২	সামন্তক মনিহরণ	আদিত্যরাম	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪১৩	হংস লোচন- পদ্মলোচন স্বর্গারোহন	×	শ্রী নিত্যানন্দ	১২১৪ মঘী সন	×	×	×
৭৪১৪	হজরত মহম্মদ চরিত্র	সৈয়দ সুলতান	×	×	×	×	×
৭৪১৫	হরগৌরীর কোন্দল	গোপাল ঠাকুর	×	×	×	×	×
৭৪১৬	হরিচন্দ্রের স্বর্গারোহণ	মাধব	×	×	×	×	×
৭৪১৭	ঐ	"	×	×	×	×	×
৭৪১৮	হরিবংশ	ভবানন্দ	×	×	×	১২১৬ মঘী সন	×
৭৪১৯	হরি নামের সূত্র	দীন রামেশ্বর	×	×	×	×	×
৭৪২০	হাড়মালা	×	×	শ্রী নিত্যানন্দ	ঐ	১২১৪ মঘী সন	নাই

Dhaka University Institutional Repository

যশোর কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বাংলা পাণ্ডুলিপির তালিকা

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৪২১	শ্রীকৃষ্ণ প্রশান্ত গীতি ১৩১/২ × ৯১/২	×	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪২২	মহাভারত (খ) ১৫´´ × ৫´´	শ্রী কাশীরাম দাস		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪২৩	রাম মুনি সংবাদ (খ) ১৪৩/৪ × ৪৩/৪	×	×	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৪২৪	কৃষ্ণনারদ সংবাদ (৯) ১৪৩/৪ × ৪৩/৪	×	×	×	×	×	×
৭৪২৫	বাংলা জওয়াব পত্র ১৭´´ × ৭´	শ্রী সহস্র রাম সরকার	×	×	×	×	×
৭৪২৬	পদাবলী (খ) ৯১/২ × ৩১/২	×	×	×	×	×	×
৭৪২৭	তিথি তত্ত্বটীকা (খ)	শ্রী মধুসূদন	×	×	মাসুদ	×	×
৭৪২৮	তিতি তত্ত্বটীকা (খ)	শ্র মধু সূদন শর্ম্মা	×	×	×	×	×
৭৪২৯	তিথ্যাদি তত্ত্ব টীকা	ঐ	×	×	×	×	×
৭৪৩০	চণ্ডী মাহাত্ম্য ১১১/২ × ৫	×	×	×	×	×	×
৭৪৩১	বাংলা চিঠি ৯১/২ × ৫১/২	শ্রী মধুসূদন শাস্ত্রা	×	×	×	×	×
৭৪৩২	চৈতন্য চারিতামৃত	শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরামু	×	×	×	×	×
৭৪৩৩	হিরন্য কশিপুব্ধ ১৩১/২ × ৪২/৪	×	×	×	×	×	×
৭৪৩৪	নিমাই সন্ন্যাস (৯) ১৫´´ × ৫	×	×	×	×	×	×
৭৪৩৫	রাবন- ইন্দ্রাজিত সংবাদ (৯) ১৩´´ × ৬´´	×	×	×	×	×	×
৭৪৩৬	রাবন- ইন্দ্রাজিত সংবাদ (৯) ১৩´´ × ৬´´	×	×	×	×	×	×
৭৪৩৭	শ্রী রাধিকার কলঙ্ক উজ্জল (৯) ১৩´´ × ৪৩/৪	×	×	×	×	×	×
৭৪৩৮	কৃষ্ণ- সুদাস সংবাদ (৯) ১৪১/২ × ৪৩/৪	×	×	×	×	×	×
৭৪৩৯	গৌরাঙ্গ দেবের সন্ন্যাস (৯) ১৪১/২ × ৪৩/৪	×	×	×	×	×	×

Dhaka University Institutional Repository

৭৪৪০	জগা- মাধব বৃত্তান্ত (৯) $১৪\frac{১}{২} \times ৪\frac{৩}{৪}$	×	×	×	×	×	×
৭৪৪১	পদাবলী সংগ্রহ (৯)	চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস	×	×	×	×	×
৭৪৪২	মহাভারত (৯) $১৬\frac{১}{২} \times ৫\frac{১}{২}$	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৪৩	ধনপতি ফুল্লনা লাহনা (৯) উপাখ্যান	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৪৪	প্রহলাদচরিত্র (৯) $১৪'' \times ৪\frac{১}{৪}$	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৪৫	কন্বমুনির পারনা (৯) $১৩\frac{১}{২} \times ৪\frac{৩}{৪}$	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৪৬	প্রহলাদ চরিত্র (৯) $১৪\frac{১}{২} \times ৪\frac{৩}{৪}$	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৪৭	প্রহলাদচরিত্র (৯) $১৪\frac{১}{২} \times ৪\frac{৩}{৪}$	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৪৮	বাংলা চিঠি	শ্রী বামিনাথ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৪৯	হিসাবপত্র (৯) $১৪\frac{১}{২} \times ৪\frac{৩}{৪}$		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫০	শ্রুতবোধ (৯) $১৪ \times ২\frac{৩}{৪}$	মহাকবি কালিদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫১	গনসূত্র বৃত্তি (৯) $১৪'' \times ৩\frac{১}{২}$	শ্রী রামদেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫২	দেবী মাহাত্ম্য টীকা	শ্রীনরসিংহ চক্রবর্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫৩	অন্যাতবৃত্তি (৯) $১৪'' \times ৩\frac{১}{২}$	শ্রী দুর্গা সিংহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫৪	চতুর্থ বৃত্তি (৯) $১৪'' \times ৩\frac{১}{৪}$	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫৫	ধাতুপাঠ (৯)	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫৬	ধাতু গণ (৯) $১৩'' \times ৩\frac{১}{৪}$	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৫৭	চতুষ্টফ বৃত্তি $১৪\frac{১}{২} \times ৩\frac{১}{৪}$	শ্রী দুর্গা সিঙহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই

৭৪৫৮	বক্তব্যবৃত্তিঐবদ্য ১৪ ৩/৪ × ৩	শ্রী মাধব দাস কবি চন্দ্র	ঐ	ঐ	বৈদ্য শ্রী মাধব দাস কবি চন্দ্র	ঐ	নাই
৭৪৫৯	বামলীলা (৯) ১৪ ১/২ × ৪ ৩/৫	শ্রী জয়দেব ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৬০	মহা ভারত (৯) ১৫″ × ৫″		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৭৪৬১	মহা ভারত (৯) ১৫″ × ৫″	শ্রী কাশীরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬২	শ্লোক সংগ্রহ (৯) ১৪″ × ৩″	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬৩	ব্যাকরণ পত্রানি (৯)	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬৪	অমরার্থ চন্দ্রিকা (স)	শ্রীঅমর সিংহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬৫	ঐ ১৪ ১/২ × ৩	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬৬	ঐ ১৪″ × ৩ ১/৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬৭	ব্যবস্থা সংগ্রহ (স) ১৫″ × ৩ ১/৪	শ্রী অমর সিংহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬৮	অমরার্থ চন্দ্রিকা ১৪″ × ২ ৩/৪	শ্রী অমর সিংহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৬৯	ঐ ১৪ ১/৪ × ৪ ৩/৪	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭০	সত্যনারায়ন পাঁচালী ১৪ ১/২ × ৩″	শ্রীদুর্গা প্রসাদ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭১	জ্যোতিগ্রস্থ পত্রানি (৯) ১৫ ১/২ × ২ ৩/৪	শ্রীগোপীকান্ত শর্ম্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭২	বাংলা পত্র (৯) ১৪ ১/৪ × ২ ৩/৪	শ্রীগোপীকান্ত শর্ম্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭৩	হিসাব পত্রাবলী (৯)	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭৪	ঋতু সংহার (৯) ১৪ ১/২ × ৩″	শ্রী কালিদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭৪৭৫	অপরাজিতা মন্ত্র (৯) ১৩´´ × ৩$\frac{১}{৪}$	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭৬	আম্বাত বৃত্তি (৯) ১২´´ × ২$\frac{১}{২}$	শ্রী দুর্গা সিংহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭৭	শাল গ্রাম শিলাদান পদ্ধতি ১৪$\frac{১}{২}$ × ৩$\frac{১}{২}$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
৭৪৭৮	বিরাট পর্ব (৯) ১৭$\frac{১}{২}$ × ৩$\frac{১}{২}$	শ্রী বেদব্যাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৭৯	দানোৎসর্গ বিধি (৯) ১৭$\frac{৩}{৪}$ × ২$\frac{৩}{৪}$	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮০	অম্পার্থ চন্দ্রিকাগে ১৪$\frac{৩}{৪}$ ×৩$\frac{১}{২}$	শ্রী অমরসিংহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮১	ঐ ১৪$\frac{৩}{৪}$ × ৩$\frac{১}{৪}$ (৯)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮২	বশীকরণপদ্ধতি (৯) ১৩$\frac{১}{২}$ ×২$\frac{৩}{৪}$ (তন্ত্রশাস্ত্র)	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮৩	বশী করণ প্রয়োগ (৯) ১৬ × ৩´	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮৪	বাংলা চিঠি (৯) ১৪$\frac{১}{৪}$ × ৪$\frac{১}{২}$	শ্রীকালীশঙ্কর শর্ম্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮৫	হাড় ভাঙ্গামন্ত্র (স) ৮$\frac{১}{৪}$ ×৩$\frac{১}{২}$	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮৬	দেবী পুরোনোক্ত দুর্গা পূজা পদ্ধতি ১৫$\frac{১}{২}$ × 5	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮৭	আপীল (পোদ্দমার রায় ১ ফর্দ ১৬´´ - ৭´´ × ৬$\frac{১}{২}$	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৮৮	মহাভারত (খণ্ডিত) ১৬´ × ৫´´	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

* দিনাজপুর নাজিমুদ্দীন মুসলিম হল লাইব্রেরীতে ২৪৩ খানা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় পাণ্ডুলিপি গবেষণা সহকারী শ্রীনীন্দ্রনাথ সমাজদার তালিকা প্রণয়ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নাজিমুদ্দীন মুসলিম হল লাইব্রেরী

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৪৮৯	তেলপড়ারমন্ত্র (৯)	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯০	কৃষ্ণকীর্তন (৯)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯১	শ্রীভগবদগীতা পদবন্ত	বিপ্রশী গোবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯২	জগন্নাথ দাসের পদ (৯)	শ্রী নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯৩	গৌরাঙ্গলীলা (৯)	শ্রী নরোত্তম দাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	. ঐ
৭৪৯৪	প্রেমানাদ ঠাকুরের উনচল্লিশ পদ	শ্রী প্রেমান্দ ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯৫	গৌরাঙ্গ মাহাত্মন্যতি (খ)	শ্রী বাসুদেব ঘোষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯৬	পদাবলী সংগ্রহ	শ্রী বাসুদেব ঘোষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯৭	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯৮	ব্রহ্ম বৈবর্ত মহাপুরাণ	দ্বিজরাজ নারায়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪৯৯	শ্রীকৃষ্ণেরজন্ম	(৯)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০০	ফৰ্দ্দমালা		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০১	বৈষ্ণবপদ	শ্রী কমল লোচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০২	গৌরাঙ্গ মাহাত্ম (খ)	শ্রী লোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০৩	প্রেমবিলাস (৯)	শ্রী নিত্যানন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০৪	বিদগ্ধ মাধব (খ)	শ্রী মধুসুদন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০৫	নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য	শ্রী নিতানন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০৬	প্রভাতলীলা	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০৭	চৈতন্যলীলা	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০৮	শ্রীবৃষ্ণের রূপ বর্ণনা		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫০৯	বৃন্দাবন পরিখ্রমা (৯)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১০	স্মৃতি -বিবৃতি (খ)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১১	মহাভাতের উদ্যোগ পর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১২	ঐ	বিরাট পর্ব (খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১৩	ভগবদ্বগীতা (খ)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১৪	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১৫	মহাভারত ও ভীস্মদ্রোনকর্ন পর্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১৬	রাগমালা (খ)	শ্রী রাম কৃষ্ণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১৭	আনাদ চন্দ্রিকা	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১৮	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্ত্রোত্রানি (গ)	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫১৯	কুষ্ঠরোগপ্রায় শ্চিত্ত ব্যাবস্থা	(খ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২০	বৈষ্ণবপদ	শ্রী কমল লোচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২১	ফদ্দমঅরা (খ)	শ্রী গোপাল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২২	তেপড়ার মন্ত্র		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২৩	প্রেমবিলাস	শ্রী নিত্যানন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২৪	গৌরাঙ্গ মাহাত্ম-	শ্রী নিলোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২৫	রাধাপুতুন্দচৈতন্য স্মৃতি	শ্রী রুন গোস্মামী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২৬	পদাবলী সংগ্রহ	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২৭	চৈতন্য লীলা	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২৮	পদাবলী সংগ্রহ	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫২৯	পদাবলী	জগন্নাথ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩০	বৃন্দাবন পরিক্রমা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩১	প্রভাতলীলা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩২	অন্দচন্দ্রিকা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩৩	গৌরাঙ্গলীলা	শ্রী নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩৪	পদাবলী	শ্রীপ্রেমানন্দ ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩৫	কৃষ্ণলীলা		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭৫৩৬	বৈষ্ণবস্তুতী		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩৭	মহাভারত উদ্যোন পর্ব	শ্রী বেদব্যাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩৮	ব্রহ্মবৈর্বত মহাপুরাণ	দ্বিজ রাম নারায়ন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৩৯	ব্রজ্রাঙ্গনামন্ত্রগীতি		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪০	গৌরাঙ্গমাহাত্ম গীতি	শ্রী বাসুদেব ঘোষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪১	নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য	শ্রীবৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪২	শ্রীরাধিকাররূপ বর্ণনা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪৩	মহাভারত বিরাট পর্ব	শ্রী বেদব্যাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪৪	সবদগীতা পদরক্ত	বিপ্রশ্রী গোবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪৫	গোবর্দ্ধনখেলা পাঁচালী	মেণ্ডী কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪৬	রাগমালা	শ্রী রামকৃষ্ণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪৭	ভীস্মদ্রোনকর্ণ পর্ব	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪৮	সাধ্যসাধন কেচৌমুদী	শ্রী বিশ্বাস চক্রবর্ত্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৪৯	ঋড়ঋতু বর্ণনা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫০	বিরহের গান	শ্রী গোপাল গোবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫১	কৃষ্ণকীর্তন	দ্বিজ শ্রীদীনবন্ধু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫২	সাহিত্যশ্লোক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫৩	পদাবলী	শ্রীকমল লোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫৪	শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত	শ্রীনন্দাকিশোর দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫৫	মুক্তাচরিত্র	শ্রীনারায়ন বসু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫৬	শ্রীচৈতন্যভগবত	শ্রীবৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫৭	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫৮	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৫৯	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬০	গোবিন্দ দাসের পদ	শ্রীগোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬১	পদাবলীসংগ্রহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬২	গৌরাঙ্গরূপ মাধুরী	শ্রীলোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬৩	সাধনামৃত চন্দ্রিকা	দীনকৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬৪	শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬৫	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬৬	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬৭	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬৮	কবিকঙ্কণ চণ্ডী	শ্রীসুকুন্দরাম চক্রবর্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৬৯	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭১	পাঁচালী	শ্রী শিব রাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭২	কবিচঙ্কণ চণ্ডী	শ্রী সুকুন্দর খা চক্রবর্ত্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭৩	ফুল্লরাকালকেতু	শ্রীদ্বিজগাদ কিশোর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭৪	গঙ্গাবদনা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭৫	সতীর দেহত্যাগ পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭৬	চণ্ডীমঙ্গল	শ্রী সুসুকুররাম চক্রবর্ত্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭৭	রামারূপ প্রশস্তি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭৮	বঙ্গেবর্গী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৭৯	কৃষ্ণকীর্তন (গ)	দ্বিজ শ্রী দীন বন্ধু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮০	শ্রীকৃষ্ণ লীলা কীর্তন	শ্রী যদু বঞ্জন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮১	ঋতুভেদে শ্রী কৃষ্ণের লীলা		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭৫৮২	বাংলা পত্র- শ্রী হর কান্তসিংহ ——>		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮৩	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮৪	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮৫	ঐ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮৬	পদাবলী	শ্রী কমল লোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮৭	গৌরাঙ্গ রূপ মাধুরী	শ্রী লোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮৮	পদাবলী সংগ্রহ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৮৯	পাঁচালী	শ্রী শিবরাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯০	ফুল্লরা কালকেতু বিষয়ক পাচাঁলী	দ্বীজ শ্রী নন্দ কিশোর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯১	গঙ্গা যাদনা		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯২	সতীর দেহত্যাগ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯৩	মহাভাগবত কথা	শ্রী ভানতাচার্থ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯৪	কবিকঙ্কণ চণ্ডী	শ্রী সুকুন্দরাম চক্রাবর্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯৫	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯৬	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯৭	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯৮	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫৯৯	বিরহের গান	শ্রী গোপাল গোবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০০	সাধনামৃত চন্দ্রিকা	দীন কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০১	রসকল্পবল্লী	শ্রী গোপাল দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০২	গোবিন্দ দাসের পদ	শ্রী গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০৩	রস মঞ্জুরী	শ্রী ভানুদত্ত মিশ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০৪	উপাসনার্চ্চনা প্রস্তুতি		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০৫	মঙ্গলাচরণ মাধুরী	মথুরানাথ অর্ধবাগীশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০৬	বঙ্গেবর্গী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০৭	ষড়ঋড়ু বর্ণনা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০৮	শ্রীচৈতন্য ভাগবত	শ্রী বৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬০৯	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১২	মুক্তাচরিত্র	শ্রী রানায়ণ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১৩	লঘু বৃন্দাবন পরিক্রমা	শ্রী নবীনচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১৪	সাধনাকৃত চন্দ্রিকা	দীন কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (১)

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৬১৫	শাস্ত্র সার সংগ্রহ		অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৬১৬	সুকদেব চরিত্র (স)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১৭	আজামিল উপাখ্যান	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১৮	পদাবলী	দ্বিজ গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬১৯	ঐ	হীন গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২০	ঐ	স্ত্রী গোবিন্দদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

[তথ্য সূত্র : মনীন্দ্রসাম সমাদ্দার কৃত দিনাজপুর নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত প্রদান পাণ্ডুলিপির গ্রন্থবিবরণী জয় লাভ ১৯৮০ সাল।]

[তথ্যসূত্র : মনীন্দ্রনাথ সমাজ্দার কৃত দিনাজপুর নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির গ্রহ বিবরণ- ১মপত্র - ১৯৭৮ সাল।]

Dhaka University Institutional Repository

৭৬২১	ঐ	কলঙ্ক ভঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২২	শ্রীরামের পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২৩	মহাভারত দ্রোণপর্ব	শ্রী কাশারাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২৪	ঐ গদা পর্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২৫	মহীরাবণবধ	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২৬	বৈষ্ণব মাহাত্ম্য	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২৭	সংক্ষিপ্ত রামায়ণ (৯)	শ্রী ভবানী দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২৮	শ্রী রামাপাখ্যাণ	শ্রী ভবানী দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬২৯	নোরক্ষনাথ	সীমনাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩০	স্মৃতি বিষয়ক পত্রার্তন	×	×	×	শ্রীগত দাস বৈরাগী	১২৫৬ মঘী সাল	ঐ
৭৬৩১	ভারত সাবিত্রী		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩২	বৈষ্ণব কন্দনা (স)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩৩	স্বরূপ নির্নয় (৯)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩৪	বাংলাগীতি		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩৫	বাংলাগীতি		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩৬	আজামিল উপাখ্যান	পরাদন ফকীর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩৭	ভারত সাবিত্রী	শ্রী কৃষ্ণদাস গুপ্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩৮	হরিশ্চনের স্বর্গারোহণ (স)	শ্রী কৃত্তিবাস পণ্ডিত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৩৯	মহামুগদর পুস্ত (৯)	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৬৪০	বীরবাহুরযুদ্ধ (স)	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪১	জ্ঞান চৌতিশা (স)	শ্রীরামকান্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪২	সুদাম চরিত্র (স) দ্বিজ শ্রী পরান্যতরাম	১২১৩	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪৩	মনি হরণ (স)	গুণরাজখান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪৪	গুরু মহিমা (স)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪৫	জ্যোতিষ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪৬	জ্যোতিষসংগ্রহ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪৭	বাংলাগীতি (স)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪৮	বাংলাগীতি (স)		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৪৯	চানক্যশ্লোক		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫০	নারদ ভগবতসংবাদ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫১	নারদগীতা		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫২	শুকচরিত্র		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫৩	তর্কজগদীশা	শ্রী জগদীশ তর্কালাকায়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫৪	বাংলা পত্র	শ্রী দেবী প্রসাদ শর্ম্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১. সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংগ্রহ কেন্দ্র।

২. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

৩. কুমিল্লা রামমালা লাইব্রেরী

* ভারতের শ্রী জীবেন্দ্র কুমার দত্ত পাণ্ডুলিপির একজন সংগ্রাহক ছিলেন। চট্টগ্রাম নিবাসী কবি কর্মজীবন কৃত সূর্যের পাঁচালী নামক কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপ ও একখানি মনসা- মঙ্গন কাব্যের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। তাঁর উদ্ধারকতৃ পাণ্ডুলিপিগুলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ- পত্রিকা অফিসে সংরক্ষিত আছে। শ্রী বিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদ ময়নাপুর খেকে রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রা সিদ্ধি নামে একখানা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। পাণ্ডুলিপি খানা তারা সংরক্ষিত আছে। শ্রী হর গোপাল দাস কুন্ডু একজন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭১ খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হরগোপাল দাস কুণ্ডু সংরক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপির তালিকা

৭৬৫৫	ঋষিহরণ পুস্তক	শ্রীনাথে জানকীনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৬৫৬	ভানুমতী উপাখ্যান	গৌরীকান্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫৭	মজনুর কবিতা	শ্রী পঞ্চানুন দামস্যা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫৮	পৌষনার ময়নী স্থান	গৌরীকান্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৫৯	বিষহরি পদ্মাপুরাণ	জীবন মৈত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬০	উদাহরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬১	রমকদ্বস্ব	কবি বল্লভ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬২	রামায়ণ (আদ্য কাণ্ড)	অদ্ভুত আচ্চার্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬৩	চণ্ডিকা বিজয় বা কাশী কুণ্ড	শ্রীকমল লোচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬৪	আসকনুরি এক দিলসার পুথি	আসক মাসুদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬৫	রামায়ণ উত্তর কাণ্ড	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬৬	শ্রীপ্রেমভক্তি চিন্তামনি	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬৭	বৈষ্ণবপদ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬৮	উপাসনা পটল	শ্রী নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৬৯	কৃষ্ণ ও ভক্তি	বল্লিকা	ঐ	ঐ	রসময় দাস	ঐ	
৭৬৭০	বৈষ্ণব কদনা	কৈবকী কন্দন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭১	চন্দ্রকান্ত বিবরণ	গৌরীকান্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭২	স্মরণ মঙ্গল	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭৩	বৃন্দাবন লীলাস্থান বর্ণন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭৪	রতিশাস্ত্র	গোপাল দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭৫	হরিভক্তি উদ্দীপন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭৬	শিআ পাইল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭৭	রস নির্ণয়	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭৮	হরিবংশ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৭৯	ধ্রুবচরিত্র	বিশ্র পরশুরাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮০	শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮১	প্রহলাদচরিত্র	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮২	স্মরণ দর্পন	রামচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮৩	উদাহরণ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮৪	এমামযাত্রার পুথি	মহিচরণ নৈরাগী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮৫	ব্রক্ষা বৈবর্ত্তপুরাণ	শ্রী রামলোচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮৬	হরিনাম কবজ	গোপীকৃষ্ণ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮৭	সাধ্য-চন্দ্রিকা	রামচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮৮	সহজাকৃত	শ্রী মুকুন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৮৯	সহজাকৃত	শ্রী মুকুন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯০	সহজ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯১	বৃন্দাবন কোরাক	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯২	প্রেমবিলাস	শ্রী নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯৩	শনির পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯৪	কৌপীন বহির্ব্বাস তত্ত্ব	শ্রী রুপসনাতন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯৫	উদ্ভব	সংবাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯৬	রোগ-নির্ণয় গ্রন্থ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯৭	নলোপাখ্যান	জর্দ্দান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯৮	চানক্যের শ্লোক		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬৯৯	শ্রীমদ্ভাসবত	শ্রী সদাধর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০০	জৈমিনি মহাভারত	কবিন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০১	কালী বিকাম	দ্বিজ কালিদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০২	নীত গোবিন্দ	জয়দেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭৭০৩	কবিকঙ্কণচণ্ডী		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০৪	কড়চা		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০৫	গোমাএীরতত্ত্ব নিরপন	শ্রীরূপ সনাতন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০৬	গোপীকথা	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০৭	রসমঞ্জুরী	শ্রীজীব গোস্বামী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০৮	রসকল্পনার	নিত্যামান্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭০৯	জবামঞ্জুরী	দীন গদাধর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১০	অষ্টাকালীগ্রন্থ	লোচন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১১	সিদ্ধিপটল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১২	ভক্তিচরণ গ্রন্থ	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১৩	সূর্য্যমুনি গ্রন্থ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১৪	ভক্তিবিরচন গ্রন্থ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১৫	ভক্তিবিচরণ গ্রন্থ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১৬	স্লেবিন্দ লীলাক	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১৭	মহাভারত বলারাম দাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১৮	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭১৯	রামায়ণ	কৃত্তীবাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২১	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২২	দণ্ডাত্মিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২৩	জিঙ্গসা প্রণালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২৪	চাটু পুষ্পাঞ্জলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের পাণ্ডুলিপির তালিকা (১- ৮৪) ব. সা. প. সংখ্যাতিরিক্ত সংখ্যা ১৩০৯

৭৭২৫	তত্ত্বসার	জয়কৃষ্ণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৭২৬	রামনামা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২৭	চানক্যশ্লোক	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২৮	গীতা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭২৯	হালিয়া (পত্র পড়া)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩০	শ্রীকৃষ্ণের শতনাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩১	রাধিকার মানভঙ্গ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩২	গীতার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩৩	রাধিকার বার মাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩৪	ক্রিয়া যেগাসার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩৫	জানকী বনবাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩৬	জ্ঞানপ্রদীপ	সৈয়দ সুলতান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩৭	স্বপন অধ্যায়	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩৮	যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৩৯	নারদ ও কৃষ্ণনামা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪০	মনসার কুপচার	দ্বিজ রতিদের	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪১	শীতলার চৌতিশা – শঙ্কার চৌর্থ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪২	কবি কঙ্কণের চৌথিশা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪৩	শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪৪	সত্যদেবীর চৌতিথা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪৫	তন তেলাওত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭৭৪৬	মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী	দ্বিজ রঘুনাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪৭	রাধিকার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪৮	কানযুদ্ধ অনন্ত দত্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৪৯	রাধা কৃষ্ণ চৌতিশ	শ্রী কবিচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫০	জঙ্গনামা গ্রন্থ	গুনরুজখান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫১	তুলসী চরিত্র	পরশার পণ্ডিত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫২	মনসামঙ্গল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫৩	অজ্ঞত নামা বৈদ্যকগ্রন্থ	জিতরাম কানুনগো	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫৪	কৌশল্যার বারমাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫৫	রামচন্দ্রের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫৬	শ্রীমন্তের চৌথিশা	দেবীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫৭	কন্তুমুনির পারনা	দ্বিজ মাধব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫৮	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৫৯	শনির পাত্রবালী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬০	সত্যপীর	পত্রাবালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬১	নিত্যমঙ্গল চণ্ডিকার পাঞ্চালী	চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬২	নারী চরিত্র	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬৩	রামের বনবাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬৪	লবকুশের যুদ্ধ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬৫	বলি ছলন পালন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬৬	বিপুলার বারমাস	রামদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬৭	নিমাই সন্ন্যাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬৮	লঙ্কর শক্তিসেল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৬৯	উত্তফা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭০	কালিকামঙ্গল	নিধিরাম কবিরত্ন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭১	মৃগলব্ধ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭২	সারদামঙ্গল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭৩	নারনী চৌতিশা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭৪	হরিচন্দ্রের স্বর্গারোহণ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭৫	জঙ্গনামা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭৬	ষড়ানন ব্রতকথা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭৭	রাজকুমার পরিনাম	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭৮	ত্রিপদী চৌতিশা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৭৯	লক্ষ্মীচরিত্র	গুনরাজখান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮০	আত্ম নিবেদশি চৌতিশা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮১	সহস্রগিরি রাবণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮২	অন্তব্রত কথা	দ্বিজ মাধব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮৩	দক্ষণ নারয়ণ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮৪	রাধিকার সন্ন্যাস	শ্রী রাধামোহন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮৫	স্বপ্নাধ্যায়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮৬	লবকুশের যুদ্ধ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮৭	বিরম পাঞ্জাবী (ভ্রমর বাগিণী)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৮৮	জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাত্রাবলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭৭৮৯	লবকুশের যুদ্ধ	লোকনাথ সেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯০	সত্যপীরের পাত্রাবালী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯১	পরাদ ভঙ্গের চৌতিশা	সীতারাম দত্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯২	বিদ্যাসুন্দর	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯৩	গোবিন্দ বিজয়		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯৪	লঙ্কাকাণ্ড মহীরাবন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯৫	চানক্য শ্লোকের সংসদ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯৬	ছাতন ময়নাবতীপুথি		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯৭	কমধুন পাচার		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯৮	সখিনার বারমাস		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭৯৯	জ্ঞান চৌতিশা			শ্রীসতোরাম	১২০১ সন		

৭৮০০	মোহ মুদ্গর প্রস্তাব							১৭০১ সাল	
৭৮০১	মনি চরিত্র								
৭৮০২	শ্রী রাধার কলঙ্ক উজ্জ্ব								
৭৮০৩	তাল-মালা							১২৯৩ মঘী সন	
৭৮০৪	সত্য নারাযনের পাঞ্জাবী (দ্বিজ রঘুনাথ)							ঐ	
৭৮০৫	শুকান্যাম লহরী							ঐ	
৭৮০৬	সারগীতা							ঐ	
৭৮০৭	ফাতেমা ছুরত নামা							ঐ	

মালাদহর শ্রীমাধব লাল অধিকারী সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৮০৮	অষ্ট কালের আখ্যান	যুগল দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৭৮০৯	অষ্টকালী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১০	আত্মজিজ্ঞাসা সাৎমার	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১১	আশ্রয় নির্ণয়	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১২	কাহাই কাঞ্জন খালাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১৩	কৃষ্ণের শতনাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১৪	গুরুতত্ত্ব	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১৫	গোপালমঙ্গল পাঁচালী	শ্রীহরি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১৬	চম্পক কলিকা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১৭	চৈতন্যগনোদ্দেশ	গোবিন্দ আচার্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১৮	জবা মঞ্জুরী	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮১৯	তালিকা	বর্ষাত্র	ঐ	ঐ	শ্রী গোবিন্দদাস	ঐ	নাই
৭৮২০	তিন মানুষ বিবরণ	জগন্নাথ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮২১	তুলসী মাহাত্ম্য	ভগীরথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮২২	পদাবলী	গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮২৩	পদাবলী	গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৭৮২৪	গোবিন্দ দাসের পদাবলী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮২৫	খণ্ডিত গোসাঞির সখীপন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮২৬	প্রার্থনা পদাবলী	মরোত্তম ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮২৭	পঞ্চাত্য নিগুঢ়ার্থ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮২৮	প্রেমতরঙ্গিনী	ভাগবতাচার্য্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
৭৮২৯	প্রেম ভঙ্গিচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩০	কলাপকুসুমাঞ্জলি	রঘুনাথ গোস্বামী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩১	বৈষ্ণর বন্দনা	শ্রীদৈবকীনান্দন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩২	বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ	বললাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩৩	ভক্তি রামাত্মিকা	অকিঞ্চন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩৪	ভক্তিরামের আন্যান্য	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩৫	অবাধ সাধন	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩৬	মনোবৃত্তি পটল	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৩৭	রাধা বিলাস	ভবানীদাস	"	"	"	শ্রী রাম কানাই	ঐ
৭৮৩৮	রাধামোহন পুস্তক	গোপিকামোহন	"	"	"	"	"
৭৮৩৯	শ্রীনারায়ন ব্রত কথা-বিপ্র যাদবানাদ	[illegible]	"	"	"	"	"
৭৮৪০	শ্রীজনমঞ্জরীর পদভ্রান্ত প্রার্থনা	বৈষ্ণবচরণ দাস	"	"	"	"	"
৭৮৪১	সত্য নারায়নের পুথি	অজ্ঞাত	"	"	"	"	"
৭৮৪২	অরজিটীকা	"	"	"	"	"	"
৭৮৪৩	সাধনাপ্রায়	"	"	"	"	"	"
৭৮৪৪	সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	"	"	"	"	"
৭৮৪৫	সাধ্য মদামৃত গ্রন্থ	অজ্ঞাত	"	"	"	"	"
৭৮৪৬	সিদ্ধিপ্রণালী	"	"	"	"	"	"
৭৮৪৭	স্বরূপবর্ণনা	কৃষ্ণতদাস	"	"	"	"	"
৭৮৪৮	হরিনামামৃতদীপিকা	অজ্ঞাত	"	"	"	"	"
৭৮৪৯	হরিনামের অর্থ	"	"	"	'	"	"
৭৮৫০	হাটপত্তন	নরোত্তম দাস	"	"	"	"	"
৭৮৫১	ব্যবস্থাতত্ত্ব	অজ্ঞাত	"	"	"	"	"

মাধবনিবাসী শ্রীরাজীব লোচান দাস সংগীত পাণ্ডুলিপির তালিকা

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৮৫২	ঘোর মঙ্গলীচণ্ডী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত		শ্রী কালী ভান	১১০৪	নাই
৭৮৫৩	যুধিষ্ঠিয়ের স্বর্গারোহণ	"	"	"	শ্রী কালী ভান	১১০৪ সাল	নাই
৭৮৫৪	শ্রীরাধিকার কলঙ্ক উদ্ধার	মদননান্দ ও লোকোনচান্দ	"	"	অলাদ দুলাম নাথ	১১৩৪	নাই
৭৮৫৫	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	গুনবাজ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী মুক্তারাম	১৬৮৬ শব্দাব্দ	ঐ

রঙ্গপুর সাহিত্য- পরিষদে প্রকাশিত বর্ষের কার্য্য বিবরণ ১৯১২ সালে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির তালিকা–

কৃত্যরাজ, শ্যামারহস্য, আহ্নি কাচার তত্ত্বাবিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি, ভক্তি রত্মাবলী, নামভাজন বৈষ্ণবগীতার পদ পাণ্ডবগীতা ব্রতকোটী গণেশ সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণ চরাণমৃত, সুদাম চরিত্র, আনন্দ চন্দ্রিকা, প্রহলাদচরিত্র, বতোভর দানপত্র, কাশী খাণ্ড লক্ষী সরস্বতী পাঁচালী কপিলা, মণ্ডল, (কবিচন্দ্র) ধ্রবচরিত্র (১২৫২ অনুলিপি) প্রহলাদ চরিত্র, আসমনী নারদ সংবাদ (১২৫২) শিব রামের যুদ্ধ, জীমৃত বাহনের পালা, মৃতী সংবাদ, গোবিন্দ মঙ্গল, কলঙ্কভঞ্জন (কিবচন্দ্র) দাতাকর্ণ, সুবচনীর পালা, শতমকন্দ রাবন বধ (কৃত্তিবাস) হরগৌরী।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৮৫৬	বৈষ্ণবচরিত্র	বললাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৫৭	শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা	দৈবতীনন্দন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৫৮	সত্যবানের পাচালী	দ্বিজ রাধাকৃষ্ণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৫৯	চণ্ডীদাস পদাবলী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬০	রামচন্দ্র কবিরাজের পদাবলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬১	শ্রীমদ্ভাগবত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৮৬২	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ	কোসালচন্দ্রদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬৩	জঙ্গনামা	সেখ দোস্ত মহম্মদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬৪	দেবী মঙ্গল	শ্রী হরিশচন্দ্র বসু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬৫	মনসারভাষাণ	কবি মৈত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬৬	মনন্দারকথা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬৭	রামায়ণ	অদ্ভুতাচার্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৬৮	মহাভারত	কাশীরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	১৭৫৩ সাল	ঐ
৭৮৬৯	নলদমায়ন্তীর উপাখ্যান	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	শ্রী বাজারাম দাস	১২১২ সাল	ঐ
৭৮৭০	চৈতন্য চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	ঐ	ঐ	শ্রী নগর দাস	১২১৭ সাল	ঐ
৭৮৭১	রাজাবলী	জয়নাথ ঘোষ	ঐ	ঐ	শ্রী নগর দাস	১২১৭ সাল	ঐ
৭৮৭২	মনসার ভাসান	শ্রী কৃতলাল শীল	ঐ	ঐ	১২৮১ সাল	অজ্ঞাত	ঐ
৭৮৭৩	মধুমতী	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৭৪	নলোপাখ্যান	শ্রী মেঘঘুঘু আলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৭৫	দূতীসংবাদ	শ্রীসানিয়া দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৭৬	করচা	গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৭৭	বংশীশিক্ষা	পুরুষোত্ত মিশু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৭৮	ভক্তি রত্নাকর	শ্রীনহরি চক্রবর্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৭৯	নরোত্তমবিলাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮০	অদ্বৈতপ্রকাশ	ঈশান নাগরকৃত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮১	অক্ষরবন্দনা	কবিচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮২	কলঙ্কভঞ্জন	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮৩	গুরুদক্ষিণা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮৪	তালিকামঙ্গল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮৫	চমৎকারচন্দ্রিকা	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮৬	শীতলামঙ্গল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮৭	শুকবিলাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮৮	প্রেমবিলাস	মাধবাচার্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৮৯	নারদ সংবাদ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯০	দণ্ডীপর্ব	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

[তথ্যসূত্র : রংপুর- সাহিত্য পরিষদ ২য় সংখ্যা ১৩১৫ সন পৃ. ৬২-৭৩।
তথ্যসূত্র : ৩৪- রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা - ১ম সংখ্যা ১৩১৭ সাল পৃ. ১-৩১]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৮৯১	সারদাচরিত্র	দ্বিজ মাধব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯২	তপসঙ্গীত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯৩	জগতমঙ্গল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯৪	কালীবিলাস	দ্বিজ কালিদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯৫	দূতীসংবাদ	কবি কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯৬	চৈতন্য মঙ্গল	জয়নান্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯৭	বৈষ্ণববন্দনা	গৌরদাস বৈরাগী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯৮	ভক্তমাল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮৯৯	গীতকল্পতরু	বৈষ্ণবদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯০০	মধুমালা উপাখ্যান	সাকের মামুদ	অজ্ঞাত	শ্রীযুক্ত খেয়ান	১২২৯ সাল	অজ্ঞাত	নাই
৭৯০১	বিদ্যাসুন্দর	ভারতচন্দ্র রায়	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত		
৭৯০২	মহররম পর্ব	কবি হেয়াৎ মাহমুদ	১১৮৯	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯০৩	কুমারহরণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ
৭৯০৪	অর্থশ্রীরাধিকা স্তোত্র	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯০৫	জ্ঞানশব্দসার	কবি কুসাই	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯০৬	অম্বরিষাদুসা সংবাদ	অজ্ঞাত	ঐ				
৭৯০৭	শ্রীসুদাম চরিত্র	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯০৮	দ্রহাসের উপাখ্যান	কবি রাজকৃষ্ণ রায়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯০৯	শিবায়ন	কবি রামেশ্চর ভট্টাচার্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯১০	শ্রী ধর্ম্ম মঙ্গল	মনরাম চক্রাবর্ত্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯১১	সত্য পীরের পুঁথি	কৃষ্ণ হরিদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯১২	শ্রীধর্ম্মমঙ্গল	ঘনরাম চক্রাবর্ত্তী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯১৩	সত্যপীরেরপুঁথি	কৃষ্ণহরিদাস					
৭৯১৪	শ্রববিলাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯১৫	বিবর্ত্তবিলাপ	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯১৬	লক্ষ্মীমঙ্গল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯১৭	প্রভাসখণ্ড	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	এ	ঐ	ঐ
৭৯১৮	গোবিন্দ চরিতামৃত	যদুনাথ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯১৯	স্মরণসালে	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২০	কৃষ্ণকর্ণামৃত	শ্রী যুদনন্দন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২১	প্রেমবিলাস	নিত্যানন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২২	জন্মাষ্টমীব্রত কথা	বিপ্রদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২৩	স্বরুপবর্ণনকথা	অজ্ঞাত	১৬৮৪ শাক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২৪	জ্ঞানবতন	বংশী দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২৫	পাদাবলী	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২৬	তুলসীমহিমা	দ্বিজ গোবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২৭	চৈতন্যচরিতামৃত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২৮	বৃন্দাবনলীলামৃত	নন্দকিশোর দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯২৯	চৈতন্যভাগবত	বৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩০	পদামৃত সমুদ্র সূচক	রাধামোহন ঠাকুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩১	নরোত্তমবিলাস	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩২	প্রেমবিলাস	নিত্যানন্দ নাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

[তথ্যসূত্র : বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ১ম সংখ্যা ১৩১৮ সন
তথ্য সূত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-১৩০৮ পৃ. ৪৯-৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৯৩৩	জন্মাষ্টমীকথা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩৪	একান্নপদ	গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩৫	স্মরণমঙ্গল	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩৬	চৈতন্যচরিতামৃত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৩৭	চৈতন্যভাগবত	বৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩৮	একান্নপদ	গোবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৩৯	চমৎকারচন্দ্রিকা	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪০	আশ্রয়নির্ণয়	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪১	মনসামঙ্গল	কবি কালিদাস	ঐ	অজ্ঞাত শ্রী ঠাকুর দাস	১২০৯ সাল		
৭৯৪২	ভক্তিচিন্তামনি	বৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪৩	চণ্ডী	কবিজ্ঞান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪৪	শ্রী গীতচন্দ্রোদয়	নরহরি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৪৫	ভাবাদিরাম সংগ্রহ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪৬	ভাবদিরাম সংগ্রহ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪৭	সিন্ধুরবিন্দু প্রকাশ	কিশোরী দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪৮	শ্রীমৎআচার্য্য প্রভুরশানাবর্ণন	নরহরি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৪৯	প্রহলাদচরিত্র	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫০	গোপী উপাসনা	ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫১	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫২	উপাসনাপটল	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫৩	প্রকরগীতা	যুদুনাথ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫৪	প্রেমবিলাস	নিত্যানন্দ দাস	ঐ	ঐ	শী নিমাইচরণ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৫৫	শ্রীভবিগত পাণ্ডবীরকা (১২৩৪)	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫৬	পদাবলী	বাসুদেব ঘোষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫৭	চৈতন্যমঙ্গল	জয়নাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫৮	জগন্নাথমঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৫৯	মহাভারত	বিজয়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৬০	মহাভারত (আদিপর্ব)	কালীমোহন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৬১	" (উদ্যোন পর্ব)	"	"	"	"	"	"
৭৯৬২	"	(দ্রোণপর্ব)	"	"	"	"	"
৭৯৬৩	মহাভারত (আশ্রমিক পর্ব)	"	"	"	"	"	"
৭৯৬৪	"	(মৌষল পর্ব)	"	"	"	"	"
৭৯৬৫	সত্যনারয়নের পাঁচালী	দ্বিজ বিশ্বেশর ধর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৬৬	এথলানী ১মহীন পুথি	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৬৭	দীক্ষা শোধন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৬৮	ভক্তি তত্ত্বগীতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৬৯	শ্রী ভগবগুগীতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭০	নাম মালিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭১	যোগবত্থাবলী	যুদুনাথ মিশ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

[তথ্যসূত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৮ সাল ১৮৬-১৯৩
তথ্যসূত্র : রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১ম সংখ্যা ১৬১৬ সন পৃ. ৩৭-৫৩ ।]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৭৯৭২	গীতাসার	গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭৩	আপদ উদ্ধার	শ্রীবাসু দেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭৪	সীতাতত্ত্বসার	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭৫	লক্ষ্মীচরিত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭৬	শ্রী ভদ্রাগিবত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭৭	অন্নদামঙ্গল	ভারততন্দ্র	শ্রী নব ডিসেম্বর	১২৩৭ সন			
৭৯৭৮	অশ্রেয় নির্ণয়	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৭৯	গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৭৯৮০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮২	গঙ্গার মাহাত্ম্য	কৃত্তিবাস পণ্ডিত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮৩	গোবিন্দ লীলামৃত নিগূঢ় রস নির্ণয়	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮৪	গানের খাতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮৫	দাতাকর্ণের সংবাদ	কবিচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮৬	দাতাকর্ণের সংবাদ	কবিচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮৭	নৈষদ পুস্তক	রামানারায়ণ ঘোষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮৮	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৮৯	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯০	ঐ	বৈদ্য জগন্নাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯১	প্রহলাদচরিত্র	দ্বিজ কংসারি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯২	ব্রহ্মপুত্রমাহাত্ম্য	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯৩	বাণযুদ্ধ	বিপ্র পরশুরাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯৪	বিবেকেরযুদ্ধ	সঙ্গাদাস সেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯৫	ভারত চিত্র	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯৬	মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী	দ্বিজ কালীপ্রসাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯৭	মনসামঙ্গল	গোপালচন্দ্র মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯৮	মনিহরণ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯৯৯	মহামুদপাঁচালী	পুরুষোত্তম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০০০	মহাভারত (সভাপর্ব)	কবি সঞ্জয়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০০১	মহাভারত (উদ্যোগ পার্ক)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০০২	"বনপার্থ	কাশীরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০০৩	"দ্রোণপার্ব		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০০৪	"	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০০৫	ঐ স্বর্গারোহন পর্ব	"	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০০৬	শ্রী অদ্বৈতমঙ্গল	হরিচরণ দাস	ঐ	ঐ	শ্রী গোপাল	১২০১ সাল	নাই
৮০০৭	উপাসনা রহস্য	আলী প্রসাদ শর্ম্মন	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

[তথ্যসূত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩১০ পৃ. ১২৬-১২৮
তথ্য সূত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, দ্বিতীয় সঙখ্যা ১৩২০ পৃ. ১১৭-১২৫]

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৮০০৮	উপাসনা রহস্য	কালী প্রসাদ শর্ম্মন	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০০৯	নিসর্গগ্রন্থ	গোবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	শ্রীরামচন্দ্র দাস	১২১৪ সাল	
৮০১০	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০১১	রসভক্তি চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০১২	সত্যনীর	ফকির দাস	ঐ	ঐ	শ্রী আনন্দ মোহন	ঐ	ঐ
৮০১৩	শিবরহস্য	জ্ঞানদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০১৪	স্বরূপ বর্ণন	কৃষ্ণদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০১৫	বৈষ্ণব বন্দনা	দৈবকীনন্দন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০১৬	মনিহরণ	গৌড়ীকান্ত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০১৭	ভানুমতী উপাখ্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০১৮	মরঘুর কবিতা	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০১৯	পৌষনারয়নী স্থান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০২০	পদ্মপুরাণ	জীবন মৈত্রী					নাই
৮০২১	উষাহরণ	অজ্ঞাত					নাই
৮০২২	রসকদম্ব	অজ্ঞাত					নাই
৮০২৩	রামায়ণ (আদ্যকাণ্ড)	অজ্ঞাত					নাই
৮০২৪	চণ্ডিকা বিজয়/ কালীযুদ্ধ	অজ্ঞাত					
৮০২৫	আসরনুরিএক দিলসার পুথি	আসন মাহমুদ বাংলা	১২৪১				
৮০২৬	রামায়ণ উত্তর দাও	অশান্ত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০২৭	বৈষ্ণব-বিধান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০২৮	উপাসনাপটল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০২৯	কৃষ ও ভক্তি-বল্লিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩০	চক্রাকান্ত বিবরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩১	চৈতন্যনিত্যানন্দ গীতা	কালীদাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩২	স্মরণ-মঙ্গল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩৩	বৃন্দাবন	লীলাস্থান বর্ণন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩৪	রতিশাস্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩৫	শ্রী সুদাম চরিত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩৬	শিক্ষাপটল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩৭	হরিবংশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩৮	উষাহরণ	গীতাম্বর সেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৩৯	প্রবাস যাত্রার পুথি	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৪০	ব্রহ্মাবিবর্ত্ত পুরাণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৪১	হরিনাম কবজ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	প্রাপ্তিস্থান	লিপিকাল	লিপিকর	অনুলিপি	মন্তব্য
৮০৪২	সাধ্য চন্দ্রিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৪৩	সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৪৪	মহাজতামৃত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৪৫	গাদস নোরব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৪৬	প্রেমবিলাস	ঐ	ঐ	ঐ	শিবনাম	১২৫৪ সাল	ঐ
৮০৪৭	শনির পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রী পদ্মাবলী দাস		ঐ
৮০৪৮	কৌশন বহির্তবাস তত্ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
৮০৪৯	উদ্বব সংবাদ	ঐ	ঐ	ঐ		১১৯৪ সন	
৮০৫০	রেয়ান নির্গত গ্রস্থ	ঐ	ঐ	ঐ	শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র	১২৫৩ সন	
৮০৫১	নলোবপথ্যান	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮০৫২	চানক্যের শ্লোক	ঐ	ঐ	ঐ			
৮০৫৩	শ্রীমগ্তানবত	ঐ	ঐ	ঐ			
৮০৫৪	জমিনি ভারত	ঐ	ঐ	ঐ			
৮০৫৫	কালী বিলাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৫৬	জয়দেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৫৭	চণ্ডী	কবি কঙ্কণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
৮০৫৮	কড়চা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৫৯	গোসাঞীর নিরুপন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬০	গোপীকথা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬১	রম মঞ্জুরী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬২	রস কল্পনার গ্রন্থ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬৩	জবামঞ্জুরী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬৪	অষ্টকালী গ্রস্থ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬৫	সিদ্ধিপটল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬৬	ভক্তি বিরচন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬৭	সূর্য্যমুখি গ্রস্থ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮০৬৮	গোবিন্দ লীলাস্থিত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

[তথ্যসূত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৩য় সংখ্যা ১৩১৩ পৃ. ১৬১-১৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস সংগৃহীত প্রাচীন পুথির বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	জন্মস্থান		লিপিকর	অনুলিপি সাল	মন্তব্য
৮০৬৯	শ্রীমদ্ভাগত নং-৭৮ (খন্ডিত)	করোনচন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৪২ বঙ্গাব্দ	নাই
৮০৭০	পুরাণেরনাম ও শ্লোক সংখ্যা নং-৭৯	খোসালচন্দ্র দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রী মোহন চন্দ্র দাস	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	নাই
৮০৭১	জঙ্গনামা নং-৮০ (খণ্ডিত)	শেখ দোস্ত মহম্মদ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৮০৭২	চণ্ডীবিজয় নং-৮১	শ্রী হরিশ্চন্দ্র বসু	চন্দ্রদ্বীপ	১৬৮৫ শকাব্দ	শ্রীকৃষ্ণদাস	১২৩৯ বঙ্গাব্দ	নাই
৮০৭৩	মনসার ভাষাণ নং-৮২	জীবনকৃষ্ণ মিত্র	ঘোড়াবান্দা	অজ্ঞাত	শ্রীরামকৃষ্ণ দাস	১২৬০ বঙ্গাব্দ	ঐ
৮০৭৪	মনষার কথা নং-৮৩	বিজয় গুপ্ত	ফুল্লশ্রী	অজ্ঞাত	১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ	অজ্ঞাত	ঐ
৮০৭৫	রামায়ণ নং-৮৪ (খণ্ডিত)	অদ্ভুত আচার্য	ঘোড়াবান্দা	অজ্ঞাত	শ্রীস্বরূপ কিশোর	১১৪৩ বঙ্গাব্দ	ঐ
৮০৭৬	মহাভারত নং-৮৫	কবি কাশীরাম দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শ্রীভৈরব চন্দ্র বকসী	১২৫০ বঙ্গাব্দ	ঐ
৮০৭৭	পাঁচালী নং-৮৬	নারায়ণ দেব	কোরগ্রাম	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ভোজপাতায় লিখিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ক্রমিক সংখ্যা	পাণ্ডুলিপির নাম	কবির নাম	জন্মস্থান	লিপিসাল	লিপিকর	অনুলিপি সাল	মন্তব্য
৮০৭৮	এম-বিবাদ ১ম ও ২য়	মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর	×	×	×	১২৭৩ বঙ্গাব্দ	তুলট কাগজ
৮০৭৯	হিত-উপদেশ ১১ ১/২" × ৬ ১/২"	ঐ	×	×	×	১২৭৩ বঙ্গাব্দ	তুলট কাগজ
৮০৮০	প্রাচীন বাংলা দলিল ৫" × ৮ ৩/৪"	ঐ	×	×	×	১২৭৩ বঙ্গাব্দ	ঐ
৮০৮১	কেফায়েতুল মুসল্লিন (খ) ১২" × ৭ ৩/৪"	শেখ মুতালিব	পোমরা চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	আবদুল্লা হাকিম	অষ্টাদশ শতক	কলেজ কাগজ
৮০৮২	মুক্তল হোসেন (খ) ১০ ১/৪" × ৬ ৩/৪"	মোহাম্মদ খান	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ আনিস আবদুল পাচিত	১২৪৩ মঘী সন	তুলট কাগজ
৮০৮৩	হেদায়াতুল মোমেনিন ৭ ১/২" × ৫"	দানেশ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১৫৭ (ক)
৮০৮৪	রামায়ণ (খ) ১৪ ১/২" × ৫ ১/২"	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮০৮৫	সেকান্দারনামা (খণ্ডিত) ১১" × ৮"	আলাওল	কাউখালী	অজ্ঞাত	আমিনউল্লাহ	১৯০৭ খ্রি. ১৬৭৩ সাল	কলের কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

৮০৮৬	রুহনামা (খণ্ডিত) ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৬″	নুরুদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মিন্নতুল্লাহ	১২৪১ মঘী সন	তুলট কাগজ
৮০৮৭	মোহাম্মদ হানিফার লড়াই (খন্ডিত) ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	ছানাউল্লা মিঞাজী	১৬৪৬ সাল	তুলট কাগজ
৮০৮৮	ওফাতে রসুল (খণ্ডিত) ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	ঐ	ছানাউল্লা মিঞাজী	১৫৮৬ সাল	১১৯৯ মঘী সন	তুলট কাগজ
৮০৮৯	আলোফ লায়লা (খণ্ডিত) ৮$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	আমীন উল্লাহ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শেষ কাগজ-হাট কাগজ
৮০৯০	লায়লি মজনু (খণ্ডিত) ১১$\frac{১}{৪}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	দৌলত উজির বাহরাম খান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮০৯১	তোহফা (খণ্ডিত) ১০$\frac{১}{২}$″ × ৮$\frac{১}{৪}$″	আলাওল	ঐ	অজ্ঞাত	আবদুল মালী	১৬৬৪ ইং সন	কলেজ কাগজ
৮০৯২	বদিউজ্জামাল (বার মাসী) ৭$\frac{১}{২}$″ × ৬″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	মিঞাজান	ঐ	নাই
৮০৯৩	মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতপাঁচালী (খণ্ডিত) ১২″ × ৪″	দ্বিজ রঘুনাথ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	১১৯৬ মঘী সাল	তুলট কাগজ
৮০৯৪	পদ্মাবতী ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	আলাওল	ঐ	অজ্ঞাত	কেয়ামত আলী	১২২৯ মঘী কছরবীল, চট্টগ্রাম	নাই
৮০৯৫	গোরক্ষ বিজয় (খণ্ডিত) ১৫$\frac{৩}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	ফয়জুল্লাহ	গোমদণ্ডী বোয়ালখালী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	তুলট কাগজ
৮০৯৬	সারদামঙ্গল (খণ্ডিত) ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	দ্বিজ মাধব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	গোলক চন্দ্র দত্ত	ঐ	ছাট কাগজ
৮০৯৭	জ্ঞানসাগর ও চৌতিশ ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	আলী রজা	ঘরনা চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	মোশার রফ আলী	১২৩৪ মঘী সাল	কলের কাগজ
৮০৯৮	পরাগলী মহাভারত (আদিপর্ব) ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″ (খণ্ডিত)	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	ঐ	অজ্ঞাত	আইঠন দাস	১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.	তুলট কাগজ
৮০৯৯	ঐ (সভাপর্ব) (খণ্ডিত) ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	তুলট কাগজ
৮১০০	ঐ (বনপর্ব)১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″ (খণ্ডিত)	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	তুলট কাগজ
৮১০১	ঐ (বিরাট পর্ব) (সম্পূর্ণ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১০২	ঐ (উদ্যোগ পর্ব) (সম্পূর্ণ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১০৩	ঐ (ভীষ্ম পর্ব) (খণ্ডিত)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১০৪	ঐ (দ্রোন পর্ব) (খণ্ডিত)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১০৫	ঐ (কর্ন পর্ব) (খণ্ডিত) ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১০৬	গোলে হরমুজ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	সফর আলী	ঐ	অজ্ঞাত	আবদুল হাকিম	১৬০০-১৭০০ খ্রি.	আরবী হরফে বাংলায় লেখা তুলট কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

৮১০৭	কেফায়তুল মুসল্লিন (খ.) ৭″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″	শেখ মুতালিব	ঐ	অজ্ঞাত	হাছন আলী	১৬৩৯ খ্রি.	নাই
৮১০৮	প্রাচীন দলিল ও বাঁশ কালী কষিবার নিয়মাবলী ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″ (সম্পূর্ণ)	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	নাই
৮১০৯	চক বাজার পুথি ৮$\frac{১}{২}$″ × ৩″ (খণ্ডিত)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলেজ কাগজ
৮১১০	বড় তুফানের কবিতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলেজ কাগজ
৮১১১	পত্রলেখা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১১২	পদ্ম-পুরান ১৫$\frac{৩}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	নারায়ন দেব ও ক্ষেমানন্দ এবং বিভিন্ন কবির রচিত	ঐ	অজ্ঞাত	রাম কিশোর দে	১২৩৯ মঘী সন	তুলট কাগজ
৮১১৩	জেবলমুলুক সামারুক (খণ্ডিত) ৯$\frac{৩}{৪}$″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″	মোহাম্মদ আকবর	ঐ	অজ্ঞাত	তোরাবুদ্দিন আহমদ	১৬৭৩ ইং সাল	তুলট কাগজ
৮১১৪	জ্ঞানসাগর (খণ্ডিত) ৯″ × ৫$\frac{১}{২}$″	আলীরজা	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৮১১৫	কেফায়তুল মুসল্লিন (খণ্ডিত) ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	শেখ মুতালিব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১১৬	মক্তুল হোসেন ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৭$\frac{১}{৭}$″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	চুন্নুমিয়া	১৬৪৬ খ্রি.	নাই
৮১১৭	সতীময়নার বারমাসী (খণ্ডিত) বিরহ খণ্ড	দৌলও কাজী	ঐ	অজ্ঞাত	বোবল হোসেন ও সিজুদ্দিন	ঐ	তুলট কাগজ
৮১১৮	রাগমালা ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬″	বিভিন্ন কবির রচিত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১১৯	রামায়ণ ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ভবানী দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	রামহরি	১১৫৮ মঘী সাল	তুলট কাগজ
৮১২০	মঙ্গলচণ্ডী (খণ্ডিত)	দ্বিজ মাধব	ঐ	অজ্ঞাত	মধুসূদন	১২৪১ মঘী সন	তুলট কাগজ
৮১২১	কেয়ামতনামা ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৬$\frac{৩}{৪}$″	মোহাম্মদ খান	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১১৪৬ খ্রি.	তুলট কাগজ
৮১২২	কপিলামঙ্গল (খণ্ডিত)	অজ্ঞাত	রংপুর	অজ্ঞাত	মহেশ চন্দ্র	ঐ	ঐ
৮১২৩	কপিলামঙ্গল ও বিবিধ ১২″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	কৈলাস চন্দ	ঐ	ঐ
৮১২৪	কাইমুল ইসলাম (খণ্ডিত) ৮$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{৩}{৪}$″	আমিনুদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮১২৫	জ্ঞানচৌত্রিশা (খণ্ডিত আরবী ত্রিশ হরফের ফজিলত	এজহারুল হক	কাইসার সাতকানিয়া	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮১২৬	কলিকালের পরিচয় (খণ্ডিত)	ঐ	কাইসার সাতকানিয়া চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

৮১২৭	বিবিধ লখা (খন্ডিত) ৬ ১/২″ × ৫ ১/৪″	এজাহরল হক	কাইসার সাতকানিয়া	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮১২৮	রঙ্গের কাহিনীর (খন্ডিত) ৮″ × ৬ ১/২″	এজাহার	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮১২৯	জাহাঙ্গীর চরিত (খন্ডিত) ৮″ × ৬ ১/২″	আবদুল জলিল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৩০	বারমাসী ৮″ × ৬ ১/২″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৩১	জারীগান ও বিবিধ ৯″ × ৫ ১/২″	আবদুল জলিল সিকদার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৩২	মনেয়াবাদের রীতিবৃত্ত (খণ্ডিত) ১৭″ × ৩/৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	আরব হরফে বাংলা লেখা
৮১৩৩	যোগকলন্দর (খণ্ডিত) ৮″ × ৬″	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ আলী হরফে বাংলা
৮১৩৪	তারিখ ও দোয়া (খন্ডিত) ৯″ × ৬ ১/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কলের কাগজ
৮১৩৫	তারিখও মন্ত্রের দোয়া (খণ্ডিত) ৮ ১/৪″ × ৬ ১/৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৩৬	ঐ (খণ্ডিত)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৩৭	ঐ ৬″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৩৮	নবীবংশের ইতিবৃত্ত (খন্ডিত) ৮″ × ৬ ১/২″	সৈয়দ আবুল খায়ের মোহাম্মদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৩৯	নবীবংশ ১ ১/২″ × ৯ ৩/৪″	সৈয়দ সুলতান	চট্টগ্রাম	ঐ	অজ্ঞাত	১৫৮৬ খ্রি.	কলের কাগজ
৮১৪০	হস্তশিল্পর (খণ্ডিত) অংশ ১২ ১/২″ × ৯ ৩/৪″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	তুলট কাগজ
৮১৪১	কাজী আবদুল মজিদের ৬ সম্পত্তির বিবরণী ৪ ফুট	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮১৪২	প্রাচীন দলিল ১৪″ × ৮″	মিএ্রা জান	ঐ	ঐ	ঐ	১২০০ মঘী সাল	কলের কগজ
৮১৪৩	প্রাচীন দলিল ১৪ ১/২″ × ৮ ১/২″	দেবান আলী	ঐ	অজ্ঞাত	রামসুন্দর	১২০৮ মঘী সাল	কলের কগজ
৮১৪৪	প্রাচীন দলিল ১১ ১/৪″ × ৮ ১/৪″	নোয়াব আলী	ফতেপুর	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ হোছন	১২০৩ মঘী সাল	কলের কগজ
৮১৪৫	প্রাচীন দলিল ১২″ × ৮″	মদন মোহন	ধর্মপুর	অজ্ঞাত	রাসমনি	১২০৪ মঘী সাল	কলের কগজ
৮১৪৬	আকমল মিঞার (খন্ডিত) বারমাসী ২১ ১/২″ × ৫ ১/২″	আলী মিএ্রা ইউছুপ আলী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৮১৪৭	প্রাচীন বাংলায় চিঠি পত্রাদি ৯″ × ৫$\frac{১}{২}$″	আলী মিঞা ইউছুপ আলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৪৮	দলিল, হিসাব, নিকাহ গান, পারিবারিক চিঠি, পত্রাদি	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৪৯	প্রাচীন দলিল পত্রসমূহ	মৌঃ আবদুল ফত্তাহ আলী	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫০ খ্রি.	নাই
৮১৫০	মৌলবী সদা হোসেনের বংশ পরিচয় ৮″ × ৬$\frac{১}{২}$″	তমিজুদ্দিন	চান্বল	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ উল্লাহ মাষ্টার	১২৯৩ মঘী সন	নাই
৮১৫১	মোকাম মঞ্জিলের কথা ঔষধের তালিকা, তাবিজ দোয়া ১৩″ × ৮″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮১৫২	সাত সেতারার বয়ান ৮″ × ৬″	ঐ	ঐ	অতিরিক্ত ছক-১৪, ১৫, ৪৬, ৭৫	ঐ	ঐ	নাই
৮১৫৩	বিবাহের খোতবা ও বক্স আলী, মিঞার কোষ্টি ৩″ × ২$\frac{১}{২}$″	ফায়েজ আলী	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১৮২৫ শকাব্দ	বাঁশের ফলির উপরে লেখা
৮১৫৪	ছিপতে ইমান (খণ্ডিত) ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{৩}{৪}$″	বদিউদ্দিন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ শাহ	অষ্টাদশ শতক	তুলট কাগজ
৮১৫৫	নীলার বারমাসী ৭″ × ৬″	মোহাম্মদ হানিফা	ঐ	অজ্ঞাত	নেয়ামত উল্লাহ	১২১৪ মঘী বাহলী	তুলট কাগজ
৮১৫৬	মুর্শিদের বারমাসী ৭″ × ৬″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২১৪ মঘী	ঐ
৮১৫৭	ফ্রাতেমার সুরৎনামা ৫″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	বালক ফকীর	ঐ	অজ্ঞাত	মোশারফ আলী মিঞা	ঐ	তুলট কাগজ
৮১৫৮	চৌতিষা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৫৯	বিবিধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৬০	সখীর কারমাসী (খণ্ডিত)	মিঞা জান	তিন চদিয়া রাঙ্গুনিয়া	ঐ	ঐ	১২২৭ মঘী	নাই
৮১৬১	সূত্রের বারমাসী (খণ্ডিত)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৬২	বিচ্ছেদের বারমাসী (খণ্ডিত)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৬৩	বিবিধ (খণ্ডিত) ১০″ × ৬″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮১৬৪	শনীরপাঁচালী ১৩$\frac{১}{২}$″ × ২$\frac{৩}{৪}$″	যদুনাথ	ঐ	ঐ	ঐ	পটীয়া চট্টগ্রাম	কলের কাগজ
৮১৬৫	মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫ ২$\frac{৩}{৪}$	দ্বিজ যদুনাথ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	কলের কাগজ
৮১৬৬	মার্কণ্ডেয় পুরাণ (খণ্ডিত) ১১$\frac{১}{২}$″ × ২$\frac{৩}{৪}$″	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	রামচরণ শর্মা	১৭৩৯ শকাব্দ	তুলট কাগজ
৮১৬৭	সংস্কৃত পুথি ১৬$\frac{১}{২}$″ × ৩$\frac{১}{৩}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	তুলট কাগজ
৮১৬৮	সংস্কৃত পুথি ১৬$\frac{১}{২}$″ × ২$\frac{৩}{৪}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮১৬৯	সংস্কৃতি, পুথি ৯৪$\frac{১}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{৩}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই

Dhaka University Institutional Repository

৮১৭০	সংস্কৃতি ব্যাকরনের তদ্ধিত পাদ ১৫ ১/২″ × ৩ ১/৪″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮১৭১	আপ্ত তত্ত্ব (খণ্ডিত) ১৭″ × ৭″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অপর্ণাচরণ বৈদ্য	১২৫২ মঘী	ঐ
৮১৭২	শরীয়তনামা (খণ্ডিত) ৯ ৩/৪″ × ৬″	নসরুল্লাহ খোন্দকার	ঐ	ঐ	সম্ভবত : সপ্তদশ শত্মবদঅন রচিত	অজ্ঞাত	নাই
৮১৭৩	পদাবলী (রাগমালা)	বিভিন্ন কবির রচিত	ঐ	অজ্ঞাত	আবদুল আলী	সংগ্রাহক আব্দুস সাত্তর	নাই
৮১৭৪	বারমাসী (জৈগুণে) ৮ ১/২″ × ৫ ১/২″	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৮১৭৫	সতীময়নার পুথির (খণ্ডিত) ছাতনের অংশ ১০″ × ৭ ১/২″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	মাগন জমাদ্দর	১২৬৮ সাল (হাজারকোট কলকাতা) ১৬২২-৩৮ খ্রি.	নাই
৮১৭৬	মুক্তল হোসেন ৯ ১/২″ × ৬ ১/৪″	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২৬৮ সাল বা ১৫৪৬ খ্রি.	নাই
৮১৭৭	মল্লিকার হাজার সওয়াল (খণ্ডিত) ৯ ১/২″ × ৬ ১/২″	শেরবাজ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২২৩ মঘী	নাই
৮১৭৮	প্রাচীন বারমাসীয় সংকলন ও মারফতী গান ৯″ × ৬″	বিভিন্ন কবির রচিত	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৮১৭৯	মারফতী চৌতিশা ও বারমাসী ১০″ × ৭ ১/৪″	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৮০	সতীময়নার বারমাসীর অংশ ও ময়নার বচন ১০″ × ৭ ১/৪″	ঐ	ঐ	ঐ	১৬২১-৩৮ খ্রি.	ঐ	নাই
৮১৮১	হামিদ রানী ৯″ × ৫ ১/৪″	ছদর আলী	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১২৫৬ মঘী কানাই মাদারী	নাই
৮১৮২	লালমনের কেচ্ছা ৯ ১/২″ × ৬″	আরিফ	ঐ	ঐ	ঐ	জুলাইন চট্টগ্রাম	নাই
৮১৮৩	সত্যনারায়ণের পাঁচালী ১৫″ × ৪″	শঙ্কর	ঐ	অজ্ঞাত	শ্রীরাম	১১৭২ সন	নাই
৮১৮৪	সত্যনারায়ন (কৃষ্ণ ও অর্জুনের পালা) ১৫″ × ৪″	শঙ্কর	ঐ	অজ্ঞাত	তারাচন্দ জোলা	১২৭০ সাল	নাই
৮১৮৫	সত্যনারায়নের পাঁচালী (খণ্ডিত) ১৫″ × ৪″	নিশাকর ঘোষ	অজ্ঞাত	শ্রীরাম	অজ্ঞাত	১২১৬ সাল	নাই
৮১৮৬	রুহুনামা ১১ ১/৪″ × ৬ ৩/৪″	সৈয়দ নুরুদ্দিন	মির্জাপুর চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	করমুল্লাহ মিএগজি	১২০৪ মঘী	তুলট কাগজ
৮১৮৭	তোহফা (খণ্ডিত) ১০ ১/২″ × ৬ ১/২″	আলাওল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নোয়াজিম পণ্ডিত	১৬৬৩-৬৪ খ্রি.	তুলট কাগজ
৮১৮৮	তোহফা (খণ্ডিত) ৯ ১/২″ × ৬″	আলাওল	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮১৮৯	আভিধানিক পর্যায় ও রাগনামা $১০\frac{১}{২}'' \times ৮\frac{১}{৪}''$	ছাদত আলী	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	কলের কাগজ
৮১৯০	জঙ্গনামা $১০\frac{১}{২}'' \times ৮''$	মোহাম্মদ খান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৯১	সতীময়না পুথির ছাতনের প্রসঙ্গ $১০\frac{১}{২}'' \times ৮''$	দৌলত কাজী ও আলাওল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৯২	পদাবলী $১০\frac{১}{২}'' \times ৮''$	বিভিন্ন কবি দৌলত কাজী আলাওল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮১৯৩	লক্ষীন্দরের জন্মপালা $১১'' \times ৪\frac{১}{৪}''$	বিজয় গুপ্ত	ঐ	অজ্ঞাত	ইন্দ্রনাথ	১৮১৫ শকাব্দ	নাই
৮১৯৪	মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী (খণ্ডিত) $১১\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	দ্বিজ রঘুনাথ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৮১৯৫	মোহাম্মদ হানিফার লড়াই $১১'' \times ৭''$	মোহাম্মদ খান	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১১৯২ সাল বা ১৬৪৬ খ্রি.	তুলট কাগজ
৮১৯৬	ঐ $৭'' \times ৬''$	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	শ্যাম সোন্দর সেন দাস	১১৭৭ মঘী	ঐ
৮১৯৭	লালমতি সয়ফল মুল্লুক $১১'' \times ৭''$	শরীফ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	১২২৩ মঘী	ঐ
৮১৯৮	রাগতালনামা	আলাওল ও বিভিন্ন কবি	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৮১৯৯	রামায়ণ	বিবিধ $৭\frac{১}{২}'' \times ৪\frac{১}{২}''$	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮২০০	রামায়ণ (খণ্ডিত) $১৪\frac{১}{৪}'' \times ৬''$	কৃত্তিবাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	গকুল	১১৮৩ সন	তুলট কাগজ
৮২০১	মনসার পুথি (খন্ডিত) $১৫\frac{১}{২}'' \times ৫\frac{১}{৪}''$	ষষ্ঠীবর ও বিভিন্ন কবির রচিত	ঐ	অজ্ঞাত	গোকুল চন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	নাই
৮২০২	মহাভারত (বিরাট পর্ব) (খণ্ডিত) $১৬\frac{১}{২}'' \times ৭\frac{১}{৪}''$	কাশীরাম দাস	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮২০৩	পদ্মা-পুরাণ (খন্ডিত) $১৫\frac{১}{৫}'' \times ৪\frac{৩}{৪}''$	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮২০৪	ভাগবত গীতা $১৫\frac{৩}{৪}'' \times ৩''$	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮২০৫	মহাভারত (অসম্পূর্ণ) $১৬'' \times ২\frac{১}{২}''$	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ এবং তুলট কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

৮২০৬	মার্কণ্ডেয় পুরাণ (খণ্ডিত) ১১$\frac{৩}{৪}$″ × ৩$\frac{১}{৪}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১১১৪ মঘী সাল	তুলট কাগজ
৮২০৭	রামপুরাণ (খণ্ডিত) ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৫″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ
৮২০৮	ত্রিপিটক (বরমী হরফে) ১১″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২০৯	চৌতিশা কবিতা ও বারমাসী (খণ্ডিত) ৯″ × ৫$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	মাগন জমাদ্দার	ঐ	কলের কাগজ
৮২১০	বিভিন্ন কবির পদাবলী ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	১২৮১ সাল	ঐ
৮২১১	পদাবলী ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	আলাওল	জিন্নত আলী হাট থাকে গরছয়ারা	ঐ	অজ্ঞাত	১৬৫১ খ্রি.	নাই
৮২১২	আমীর হামজা ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১১৮৭ মঘী সন	নাই
৮২১৩	ঐ (৩য় খণ্ড)	আবদুল নবী	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৮২১৪	ঐ (২য় খণ্ড)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮২১৫	নবী বংশ (খণ্ডিত) ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	সৈয়দ সুলতান	পোমরা	অজ্ঞাত	তৈয়বুল্লাহ	১৬৮৬-৮৭ খ্রি.	তুলট কাগজ
৮২১৬	পদ্ম-পুরাণ ১৩″ × ৪$\frac{১}{২}$″	নারায়ণ দেব	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১০৫৮ মঘী সন	তুলট কাগজ
৮২১৭	হরগৌরীর কথা ১৭″ × ৭″	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	তুলট কাগজ
৮২১৮	রাধার সংবাদ হরিবংশ ১৩$\frac{১}{৪}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	ভবানন্দ	ঐ	অজ্ঞাত	নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য	ঐ	নাই
৮২১৯	মনসামঙ্গল ১৭″ × ৭″	জানকী নাথ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮২২০	অভয়ামঙ্গল (খ) ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৬″	কবি কঙ্কন	চক্রশালা	অজ্ঞাত	ছত্রনারায়ণ দাসস্য রায় নারায়ণ	ঐ	ঐ
৮২২১	হরিবংশ গঙ্গা ভক্তি-তরঙ্গিনী ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	দুর্গা প্রসাদ	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	নীল মনিদত্ত	ঐ	ঐ
৮২২২	চণ্ডীমঙ্গল (খণ্ডিত) ১৪$\frac{১}{২}$″ × ৬″	ক্ষেমা নাই দাসস্য	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
৮২২৩	একাদশীর পাঁচালী (খণ্ডিত) ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	বিশ্বেশ্বর দাস	ঐ	ঐ
৮২২৪	রামায়ণ ১৫$\frac{১}{২}$″ × ৬″	দ্বিজ ভবানী	সিরাশরাই	অজ্ঞাত	ঐ	শান্তিরাম দেত	ঐ
৮২২৫	রামায়ণ (সারদামঙ্গল) (খণ্ডিত) ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″	শিব চন্দ্র সেন	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮২২৬	পদ্মাবতী ১১″ × ৮$\frac{১}{২}$″	আলাওল	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২২৭	লক্ষ্মণ দিগ্বী জয় ১৬$\frac{১}{২}$″ × ৬″	ভবানী নাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮২২৮	সারদামঙ্গল	দ্বিজ মাধব	ঐ	অজ্ঞাত	ত্রামিরাম দেব শর্মা	১১৯৪ মঘী	ঐ
৮২২৯	মঙ্গলচণ্ডী ৫″ × ৫$\frac{৩}{৪}$″	দ্বিজ রঘুনাথ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১২০৬ মঘী	ঐ
৮২৩০	মঙ্গলচণ্ডী ১২$\frac{১}{৪}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	নাই
৮২৩১	রামায়ণ ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{২}$″	কীর্ত্তিবাস	ঐ	ঐ	ঐ	১১৯৬ মঘী	নাই
৮২৩২	শনীর পাঁচালী ১১″ × ৩$\frac{৩}{৪}$″	দ্বিজ রঘুনাথ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	কলের কাগজ
৮২৩৩	সুধামমঙ্গল ১৩″ × ৩$\frac{১}{৪}$″	বিপ্র পরশুরাম	ঐ	অজ্ঞাত	আনন্দ রাম শিকদার	ঐ	কলের কাগজ
৮২৩৪	সত্যদেবের পাঁচালী (খণ্ডিত) ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	দ্বিরাম কৃষ্ণ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	কলের কাগজ
৮২৩৫	পদ্মাবতীর জন্মাপালা ১৩$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ
৮২৩৬	মনসার জন্মপালা ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	যদুনাথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮২৩৭	শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল (খন্ডিত) ১০″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″	দ্বিজ মাধব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮২৩৮	দুর্গার পাঁচালী ১২″ × ৪$\frac{১}{৪}$″	দৈবজ্ঞবন্ধু দ্বিজ মাধবানন্দ	ঐ	অজ্ঞাত	ইন্দ্রনারায়ণ	১৭৮০ শকাব্দ	নাই
৮২৩৯	মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী ১৩″ × ৫″	দেবী দাস শর্মা	ঐ	রাম গবিন্দ পোদ্দার	১২১৩ মঘী সাল	ঐ	ঐ
৮২৪০	মনিউল বেদায়াত	জিন্নত আলী	ঐ	অজ্ঞাত	আকাসুদ্দিন	ঐ	ঐ
৮২৪১	খোরাসান রাজার দিসসা (সম্পূর্ণ) ৯$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৪২	মঙ্গলচণ্ডী ১৬″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	দ্বিজ মাধব	ঐ	অজ্ঞাত	নীলমনি দত্ত	১৫০১ শতাব্দ	তুলট কাগজ
৮২৪৩	মধুর বারমাস (খন্ডিত) ৯$\frac{১}{২}$″ × ৬″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	কলের কাগজ
৮২৪৪	বাধিকার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৪৫	গোলচাম্পার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৪৬	আশরাফমুন্সীর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৪৭	বালীর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৪৮	ফাতেমার সুরৎনামা	চাঁদ সেরবাজ	ঐ	অজ্ঞাত	ইমামুদ্দিন	ঐ	তুলট কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

৮২৪৯	ইউনানদেশের পুথি	আমান উল্লাহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নাই
৮২৫০	কোরান পাঠের দল $৮\frac{১}{৪}'' \times ৬\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৫১	জ্ঞান প্রদীপ $৮\frac{১}{২}'' \times ৭''$	সৈয়দ সুলতান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৫২	মোকাস মঞ্জিলের কথা $৮\frac{১}{২}'' \times ৩\frac{১}{২}''$	ঐ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
৮২৫৩	দজ্জালনামা $১০\frac{৩}{৪}'' \times ৭\frac{১}{২}''$	মোহাম্ম লাল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	হাফিজুর রহমান	১২৩১ মঘী বা ১১৪৭ মঘী সাল	তুলট কাগজ (আরবী হরফে বাংলা)
৮২৫৪	আবদুল্লাহর হাজারসওয়াল (খন্ডিত) $১১\frac{৩}{৪}'' \times ৭\frac{১}{২}''$	নসরুল্লাহ খোন্দকার	ঐ	অজ্ঞাত	মিত্রএঃজান খোন্দকার	অজ্ঞাত	নাই
৮২৫৫	শরীয়তনামা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৫৬	যুবতীর বারমাস $৯\frac{১}{২}''$	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৫৭	সামারুকের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৫৮	নীলার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৫৯	মুর্শীদের মাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬০	বিবিফাতেমার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬১	আজগারের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬২	মা. বাপেয় বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬৩	দুঃখের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬৪	ভাইয়ের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬৫	যাদুর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬৬	উদরের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬৭	কন্যার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬৮	সখীর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৬৯	নিমাইর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭০	সখীর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭১	মওলার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭২	কামিনীর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭৩	রাধার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭৪	বিরহীনির বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭৫	নারীর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭৬	জৈগুনের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭৭	মকবুলআলীর বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭৮	কন্যার বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৭৯	আজগরের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৮০	সুগ্রিমের বারমাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮২৮১	সখিনার বিলাশ ১১ ১/২″ × ৬″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৮২	তম্বিমগোলাল চতুর্থছিল্লাল (অসম্পূর্ণ) ১১″ × ৮″	মোহাম্মদ রাজা	ঐ	অজ্ঞাত	মাগন জমাদার	ঐ	ঐ
৮২৮৩	শাহপরীর কিসমা (খণ্ডিত) ১১″ × ৮″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮২৮৪	পদাবলী (প্রাচীনগণ)	বিভিন্ন কবির	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৮৫	দলিল লেখা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৮৬	বড়তুফান ও উল্লুকের কবিতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২৩৮ মঘীর	ঐ
৮২৮৭	পত্রলেখা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৮৮	বারমাসী ১০ ১/২″ × ৬ ১/২″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮২৮৯	ইউসুফ জোলায়খা ৮ ১/২″ × ৬″	মোহাম্মদ সগীর	ঐ	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ আবিদ মিয়াজী লস্কর গাজী	১৮৭২ খ্রি.	ঐ
৮২৯০	রসুল বিজয় ১৫″ × ৫ ১/৪″	শেখ চাদ	ঐ	অজ্ঞাত	লস্কর গাজী	ঐ	ঐ
৮২৯১	মনসা মঙ্গল ১৫″ × ৫″	নারায়ণ দেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮২৯২	রাগনসামা	ফাজিল নাসির মোহাম্মদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮২৯৩	রাগনামা	আলী রদা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৯৪	মগশ্বেরী পুজাপৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৯৫	বিজয় হামদা (খণ্ডিত) ১১ ৩/৪″ × ৭″	বান গয়াস	ঐ	ঐ	১১৯৫ মঘী সাল	ঐ	ঐ
৮২৯৬	বিজয় হামদা (খণ্ডিত) ১১ ৩/৪″ × ৭″	আবদুল নবী	ঐ	মধুরাম	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮২৯৭	পদ্ম--পুরাণ (খণ্ডিত) ১৭ ১/২″ × ৫ ১/২″	নারায়ণ দেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৯৮	পূজা-পদ্ধতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮২৯৯	সারদামঙ্গল (খণ্ডিত) ১৬″ × ৪ ১/৪″	দ্বিজ মাধব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩০০	জ্ঞান প্রদীপ	সৈয়দ সুলতান	ঐ	অজ্ঞাত	সর্ফতোল্লাহ	ঐ	ঐ
৮৩০১	ফাতেমার সুরৎনামা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩০২	রামায়ণ (আদি খণ্ড) (খ.)	কৃত্তিবাস	ঐ	অজ্ঞাত	রামকিশোর দেয়	১২২৯ সন	তুলট কাগজ
৮৩০৩	ঐ (অযোধ্যা)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩০৪	ঐ (অরণ্য পদ)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩০৫	ঐ (কিষ্কিদা খণ্ড)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩০৬	রামায়ণ (সুন্দর খণ্ড)	কৃত্তিবাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩০৭	ঐ (লঙ্কাকাণ্ড)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩০৮	ঐ (উত্তর কাণ্ড)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮৩০৯	ঐ (সুন্দর কাণ্ড)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১০	রামায়ণ (আদি মঠ)	রাহেন্দ্র দাস	ঐ	অজ্ঞাত	রামকিশোর দেব	১২১১ মঘী সন	ঐ
৮৩১১	মন্ত্রের পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১২	শ্রীদুর্গাপূজা বিধি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১৩	দ্রব্যতলের পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১৪	ঐ তালিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১৫	দ্রব্যতলের তালিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১৬	ইউনানী পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১৭	শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১৮	বিভিন্ন রোগের ঔষধের তৈয়ারীর তালিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩১৯	দৈব শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২০	অনুপানের পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২১	মঘাশাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২৩	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২৪	দ্রব্যগুণের পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২৫	কবিরাজী ঔষধ ও বিভিন্ন দ্রবগুণের তালিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২৬	মঘা শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২৭	দ্রব্যগুণের পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২৮	শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩২৯	কবিরাজী ঔষধের শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৩০	মঘা শাস্ত্রীয় ঔষধের তালিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৩১	নাড়ীর গতি ও দ্রব্যগুণের পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৩২	মঘা শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৩৩	বিভিন্ন প্রকারের বিমারের ঔষধ হরগৌরী সংবাদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৩৪	রামন্দ্র সার সংগ্রহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৩৫	রত্ন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৩৬	মঘা শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৩৭	শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৩৮	শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৩৯	শাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৪০	ঔষধ তৈয়ারীর তালিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৪১	মার্কণ্ডেয় পুরাণ	হরিনাথ শর্মন	ঐ	ঐ	ঐ	১২১২ মঘী সন	ঐ
৮৩৪২	ঐ	বিষ্ণুদাস ব্রজবাসী	ঐ	ঐ	ঐ	১২৪০ মঘী সন	ঐ
৮৩৪৩	দেবীপুরাণের ঘটনা জয় বিধি	বেনচারাম কে শর্মা	ঐ	ঐ	ঐ	১২১৪ মঘী সন	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮৩৪৪	দেবীমহাত্ম্য	অমুদা দেবী শর্মা	ঐ	ঐ	ঐ	১২৫৪ মঘী	ঐ
৮৩৪৫	দীপিকা	শ্রীকৃষ্ণানন্দাচার্য	ঐ	অজ্ঞাত	শ্রীরামধন	১২৩৭ মঘী বা ১৫৯৬ খ্রি.	ঐ
৮৩৪৬	কেফায়াতুল মুসাল্লিন (খণ্ডিত) ১১″ × ৭″	শেখ মুতাল্লিব	ঐ	অজ্ঞাত	আজমত আলী রাহ্ মিয়া	১৬৩৯ খ্রি.	ঐ
৮৩৪৭	কেফায়াতুল হাকায়েফ	সৈয়দ নুরুদ্দিন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৪৮	ঐ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৭″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২০৬ মঘী সাল	ঐ
৮৩৪৯	কেফায়াতুল মুসাল্লিন (খণ্ডিত) ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	শেখ মুতাল্লিব	ঐ	অজ্ঞাত	মোহাম্মদ ইউনুচ	আলী হরফে বাংলা	ঐ
৮৩৫০	ঐ ১০$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{২}$″	লতিফুল্লাহ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮৩৫১	সিফাতে ইমান ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৭″	বদিউদ্দিন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৫২	ঐ ১১$\frac{১}{২}$″ × ৭″	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৫৩	ঐ ১১″ × ৭″	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	আলীমুদ্দিন	ঐ	ঐ
৮৩৫৪	ইমামচুরি ৮$\frac{১}{২}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″ (আরবী হরফে বাংলায় লেখা)	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	আলীমুদ্দিন	ঐ	কলের কাগজ
৮৩৫৫	জেবলমুল্লুক সামারস্ত ১১″ × ৭$\frac{১}{৪}$″	মোহাম্মদ আকাশ	ঐ	অজ্ঞাত	সৈয়দ ভদরদ্দীন	১২২৮ মঘী বা ১৬৭৩ খ্রি.	তুলট কাগজ
৮৩৫৬	বিভিন্ন কবির পদাবলী ১১″ × ৭″	আলাওল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৫৭	কেফায়াতুল মুসল্লিন (খ) ১০$\frac{৩}{৪}$″ × ৮″, ১২$\frac{১}{২}$″ × ৮″	শেখ মুতাল্লিব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ
৮৩৫৮	নুচহতনামা ১৩″ × ৮″ (আরবী হরফে বাংলায় লেখা)	মোহাম্মদ সোলেমান	ঐ	অজ্ঞতা	তৈয়বুল্লাহ গোমরা	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৫৯	কেফায়াতুল মুসল্লিন ১২$\frac{৩}{৪}$″ × ৮″	শেখ মুতাল্লিব	ঐ	অজ্ঞতা	ঈমাম আলী	১২৩১ মঘী সার	ঐ
৮৩৬০	অজুদনামা ৮$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″	আকবর আলী	ঐ	অজ্ঞতা	চনু মিঞা চরশীপ পবনা	ঐ	কলের কাগজ
৮৩৬১	চৌতিষা ১১″ × ৬$\frac{৩}{৪}$″	বারক ফকীর	ঐ	অজ্ঞতা	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৬২	নামাজ কোরান পাঠের মাহাত্ম্য ১২″ × ৭″	আলীমুদ্দিন	ঐ	অজ্ঞতা	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৬৩	ইব্রিসনামা ১১″ × ৭″	সৈয়দ সুলতান	ঐ	(আরবী হরফে বাংলায় লেখা)	ঐ	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৬৪	কেফায়াতুল মুসল্লিন ১২″ × ৭″	শেখ মুতাল্লিব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮৩৬৫	তোহফা (খণ্ডিত) ১১$\frac{৩}{৪}$" × ৭"	আলাওল	ঐ	অজ্ঞাতা	আলীমুদ্দিন	ঐ	ঐ
৮৩৬৬	ফাতেমার সুরৎনামা (খণ্ডিত) ৭" × ৬"	সেরগজ	ঐ	অজ্ঞাতা	আলীমুদ্দিন	ঐ	তুলট কাগজ
৮৩৬৭	স্বপ্ননামা (খণ্ডিত)	রসুল হক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলের কাগজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘরে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তালিকা

৮৩৬৮	খোদা কি নেয়ামত	শাহ সুরাদুল্লাহ	ঐ	ঐ	ঐ	১২৪৯ বাংলা	ঐ
৮৩৬৯	যমনবী শরিফ	সৌলানা জালালউদ্দিন রুমা	ঐ	ঐ	ঐ	১২২৬ হি.	ঐ
৮৩৭০	নছিয়ত নামা	শ্রী আছদ আলী	ঐ	ঐ	ঐ	১২২০ সাল	ঐ
৮৩৭১	নসুথায়ে ইউছুপী	ইউসুপ	ঐ	ঐ	ঐ	১১৩৬ বাং	ঐ
৮৩৭২	বোস্তা	শেখ সাদী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৭৩	রিসালাতুল ফরায়েজ আল সিরাজিয়া	মোহাম্মদ ওয়াজেদ	চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	১২১৮ হি.	ঐ
৮৩৭৪	রূকয়াতে কাসেম আলী	কাসেম আলী	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৯৮ বিকক্রমী সাল	ঐ
৮৩৭৫	শাহানশাহনামা	মিরজা কাসেম	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত	১৭০০ খ্রি.	ঐ
৮৩৭৬	সারদামঙ্গল (খণ্ডিত)	দ্বিজ মাধব	চট্টগ্রাম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৭৭	মনসামঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৭৮	তোহফা	আলাওল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৭৯	ফালনামা (খণ্ডিত)	কবি আইনুদ্দিন	ঐ	অজ্ঞাত	জববার আলী	ঐ	ঐ
৮৩৮০	গেরুয়া খেলা (খণ্ডিত) (আরবী হরফে বাংলা লেখা)	মোহাম্মদ খান	ঐ	অজ্ঞাত	আইনুদ্দিন	ঐ	ঐ
৮৩৮১	জুলুয়া বা নেকাহমঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৮২	হরগোরী রূপ নিলকাঠ (খ.)	ঐ	ঐ	ঐ	১১৬৫ মঘী সন	ঐ	ঐ
৮৩৮৩	বাসোঃসাং বিধি (খণ্ডিত)	রামদাস সর্ম্মা	ঐ	ঐ	১১৮২ মঘী সন	ঐ	ঐ
৮৩৮৪	সুরচলির পাঁচালী (খ.)	কালীদাস চক্রবর্তী	ঐ	ঐ	১১৮৮ মঘী সন	ঐ	ঐ
৮৩৮৫	আরকী হরফে বাংলা পুঁথি	সৈয়দ সুলতান মোহাম্মদ খান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৮৬	নিকাহনামা (খ.)	আমির মোহাম্মদ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮৩৮৭	মনসাপূজার পুঁথি (খ.)	শ্রী রামদাস শর্ম্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৮৮	সাহিত্য বিষয়ক পান্ডুলিপি (পূর্ণাঙ্গ)	শেখ ফরিদউদ্দিন আকতার	ঐ	ঐ	১২২২ মঘী সন	ঐ	ঐ
৮৩৮৯	মহাভারত (খণ্ডিত)	কাশিরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯০	কবিদাহ, দপায়েল নরজ, কাত্তায়েত আহমের	ইউসুফ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯১	রেছালা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯২	কালনাম ও স্বপ্ননামা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯৩	মন্ত্রের পাণ্ডুলিপি (খ.)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯৫	দেশীয় হিসাবের আর্য্যা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯৬	অনন্ত এতের পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯৭	চৌতিষা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯৮	একখানা প্রাচীন দলিল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩৯৯	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৪০০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৪০১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৪০২	নামাজতত্ত্ব	আরবান আলী	ঐ	ঐ	ঐ	১২৬৭ মাস সন	ঐ
৮৪০৩	গীতনের বারামাস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৪০৪	প্রাচীন দেশীয় আর্য্যা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৪০৫	পদ্মাপুরাণ	বহিশ কবি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৪০৬	৭টি প্রাচীন দলিল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৮৪০৭	শীত-বসন্তের পুথি	গোলাম কাদের	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০০৬০
৮৪০৮	দুসতীনের ঝগড়া	মোহাম্মদ মুন্সী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০০৭০
৮৪০৯	ঢোলর পণ্ডিতি	মোহাম্মদ পরাণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০০৮৭
৮৪১০	প্রেম বিলাস	নিত্যানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০১২৯ (খ.)
৮৪১১	চৌত্রিশ অক্ষরে ফজিলাশত	রসুল মোহাম্মদ খোন্দকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	নাই
৮৪১২	শীত-বসন্তের পুথি	গোলাম কাদের	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০০৬০
৮৪১৩	দুসতীনের ঝগড়া	মোহাম্মদ মুন্সী	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২০৫
৮৪১৪	ঢোলর পণ্ডিতি	মোহাম্মদ পরাণ	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০০৭০
৮৪১৫	প্রেম বিলাস	নিত্যানন্দ দাস	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০০৮৭
৮৪১৬	চৌত্রিশ অক্ষরে ফজিলাশত	রসুল মোহাম্মদ খোন্দকার	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৫০১২৯ (খ.)

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

(১) দোকর—

যে কোন পাণ্ডুলিপির একই লেখা যদি দুবার হয় তখন দু'বার লেখাকে দোকর বলা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি শালায় সংরক্ষিত ক্রমিক ৬৪'' পুথি ৬৩৯ সাইজ ১০ ১/২'' × ৮'' কিফায়েতুল মুসল্লিন(খণ্ডিত) পাণ্ডুলিপির ৭২-৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একই লেখা হয়েছে দু'বার কবি অথবা লিপিকার লিখেছেন। যার ফলে এই পাণ্ডুলিপিকে দোকর বলা হয়।

(২) দ্বি-লিখন (Dittography)—

Dittography শব্দটি গ্রীক Dittosgrophlion বাক্যাংশ দু'বার লেখা হয়ে থাকে। এরূপ লেখাকে দ্বি-লিখন বা Dittography বলা হয়।

অন্তস পুরি প্রবেসিল সিসু কোলে কবি
অন্তস পুরি প্রবেসিল সিসু কোলে করি।

অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এ ধরনের লেখা দেখা যায়। একাধিক পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এ জাতীয় ভুল সংশোধন করা সম্ভব হতে পারে।

(৩) শকাঙ্ক (Iunar crescent)—

কবিশকাঙ্ক নামেই অধিক পরিচিত পেয়েছে। কারণ মধ্যযুগের কবির পাঠককূলকে জ্ঞানের গভীর রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য সাংকেতিক শব্দাবলী বা সনের অঙ্কবাচক সংখ্যাগুলোকে হেঁয়ালীপূর্ণ বা হেঁয়ালীমূলক শ্লোকের মাধ্যমে রচনাকাল জ্ঞাপন করে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতেন বলেই এই ধরণের কবিতাকে বা কবিতার লাইনকে কবি শকাঙ্ক বলা হয়। কবি শকাঙ্ক পাণ্ডুলিপির শেষে বা দুই-এক ক্ষেত্রে মধ্যখানেও ব্যবহার করেছেন।

কবিশকাঙ্ক নির্দেশের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় : (১) আঙ্কিক সংখ্যায় রচনাকালে নির্দেশ (২) হেঁয়ালীপূর্ণ শ্লোকের মাধ্যমে রচনাকাল প্রকাশ করেছেন। হেঁয়ালীপূর্ণ শ্লোকের মাধ্যমে কবি স্পষ্টভাবেই আঙ্কিক সংখ্যা লিখে কবিতার মাধ্যমে সংখ্যাবাচক যে শব্দে বা সংখ্যাসূচক বিশেষ্য শব্দের যোজনায় সনের নির্দেশ বুঝাতেন। কবিদের দেখাদখি বিজ্ঞলিপিকরেরাও এধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের এই সাংকেতিক কবিতা কবিশকাঙ্ক নামে খ্যাত। তৎকালীন সময় শকাব্দের ব্যাপক প্রচলন হেতু শকাব্দকে সংক্ষেপে 'শক' হিসাবে ব্যবহার করা হত। শকাঙ্কের আবার দুটি গতি লক্ষণীয় (ক) বামাগতি অঙ্ক - ৯ মৃগাঙ্ক - ১, রস ৬, মৃগাঙ্ক - ১ = ১৬১৯ শকাব্দ।)

(খ) দক্ষিণাগতিতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবায়ন' গ্রন্থে রচনাকাল নির্দেশ করেছেন—

শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সর্বপ্রথম এই শ্লোকটির সমাধান দিয়েছেন- চন্দ্রকলা - ১৬, রাম - ৩, করতল - ২ = ১৬৩২ শকাব্দ।

(৪) ত্রিপুরাব্দ—

ত্রিপুরাব্দ বাংলাদেশের কুমিল্লা ত্রিপুরায় প্রচলিত ছিল। কুমিল্লা ত্রিপুরা, চাঁদপুর থেকে উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন দেখা যায়। ত্রিপুরার মহারাজ ধীররাজ এই অব্দের প্রবর্তক। এই অব্দের প্রচলন হয় ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ত্রিপুরাব্দ দিয়ে রচনাকাল পাওয়া যায়- একটি পুষ্পিকা- 'ইতি অরণ্যাকাণ্ড পুস্তক সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীরামকালীপণ্ডিত সাং পরাণপুর। এই পুস্তক মালিক স্ত্রী বুধাই মাল দাস সাং ফরিক্ষ। সন ১২৫৩ ত্রিপুরাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) বঙ্গাব্দ—

মুঘল সম্রাট আকবর ভারতবর্ষ ফসলি সনের প্রবর্তন করেন। 'ফসলি সনটি ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। এই 'ফসলি সন' বাংলায় এসে 'বঙ্গাব্দে' পরিণতি লাভ করে। যদিও এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। তবু যোগ বিয়োগে মিলে যায়। সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত ফসলি সন' বাংলায় এসে বঙ্গাব্দ' নাম ধারণ করে। ফসলি সনের ভিত্তি ছিল 'হিজরি সাল'। সম্রাট আকবর ৯৬৩ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেই দুই সনের প্রবেশ ৫৯৩ বৎসর। অতএব বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরের সিংহাসনের আরোহণকাল ছিল ৯৬৩ + ৫৯৩ = ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গাব্দ সৌর বৎসরে পরিণত হওয়ায় তৎকালে প্রচলিত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি সৌর মাসগুলো বঙ্গাব্দ গগনায় গৃহীত হয়। পরাণ চাঁদ প্রণীত হরিহরমঙ্গলে বঙ্গাদের রচনাকাল দিয়েছেন—

"ব্রহ্ম বাহু গুণ পাখা কর অবলম্ব
এই সনে প্রথম বৈশাখে গ্রন্থারম্ভ।"

(৬) শকাব্দ—

শকাব্দের প্রচলন হয়- শকরাজ শালিবাহনের বা সাতবাহনের মৃত্যুর দিন থেকে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল- বিরুনির মতে বিক্রমাদিত্য শকরাজকে পরাজিত করে সংবৎ প্রচলিত করেন। কনিষ্কের প্রবর্তিত অব্দটি দীর্ঘকাল নেপাল ও গঙ্গা-উপত্যকায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেটি কোন্ অব্দ- এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নন। মধ্যযুগের বাংলা পুঁথিতে শকাব্দের বেশ উল্লেখ দেখা যায়। প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে শকাব্দের বিশেষ প্রচলন ছিল। বঙ্গে এই অব্দ আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

শকাব্দকে খ্রিষ্টাব্দে রূপান্তর করতে হলে ৭৮ যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত কালটি পাওয়া যায়। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই এই শকাব্দের প্রচলন হয়।

"জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার
শকে রচে দ্বিজবংশী পুরান পদ্মার।"

এতে জলধি-৭, দ্বার-৯, ভুবন-১৪ অর্থাৎ বামাগতিতে হয় ১৪৯৭ শক। ১৪৯৭ + ৭৮ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ হয় ১৬৭৫।(৭) হিজরি সন : আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত উপলক্ষ্য করে হিজরি সনের প্রবর্তন করা হয়। ১৬ জুলাই ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এই সনের প্রবর্তক। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে হিজরী সনের প্রচলন। বাংলাদেশে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের পর হিজরী সনের ব্যবহার শুরু হয়। মধ্যযুগের অনেক মুসলিম কবিই গ্রন্থ রচনা অথবা শেষ করার সন হিজরী সনে উল্লেখ করেছেন। শেখ মুতাল্লিব বিরচিত কিফায়তুল মুসল্লিন গ্রন্থে আরবী আবজাদ' রীতিতে গ্রন্থ রচনায় তারিখ দিয়েছেন—

"সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম।
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম"॥
পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম।
কিফায়তুল মুসল্লিন রাখিলাম নাম।"

নিম্নরেখ শব্দসমূহ হতে ১০৪৮ হিজরী সাল পাওয়া যায়।

(৭) খৃষ্টাব্দ—

খৃষ্টাব্দ সৌর বর্ষ গণোভিত্তিক। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন বছর পর থেকে খৃষ্টাব্দ গণনা শুরু করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এই সন প্রচলিত। খ্রীষ্টাব্দকে বর্তমানে আর্ন্তজাতিক অব্দ হিসাবে গণনা করা হয়।

(৮) মল্লাব্দ—

বিষ্ণুপুরের রাজাদের অধিকৃত স্থানে মল্লাব্দ প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদি মল্ল ৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দের প্রবর্তন করেন।

মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৬ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ফকিররাম কবি ভূষণ তাঁর একটি গ্রন্থে রচনাকাল মল্লাব্দে প্রকাশ করেছেন।

"ইন্দু বিন্দু সিন্দুকে প্রবর্ত মল্ল সন।"

কুমিল্লার রামমালার রিসার্চ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে মল্লাব্দের উল্লেখ আছে।

(৯) সম্বৎ—

'সম্বৎ' বা 'সংবৎ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বছর। তাই সাধারণত : সাল অর্থেও এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত পক্ষে রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রচলিত সনই 'সম্বৎ' অব্দ। প্রবর্তনকাল খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ। সম্বৎ অব্দ থেকে ৫৭ বিয়োগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে 'সম্বৎ' অব্দের ব্যবহার বিরল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন লেখকের রচনায় 'সম্বতের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় 'সম্বৎ' অব্দ ব্যবহার করেছেন।

(১০) মঘী অব্দ—

আরাকানের চন্দ্র বংশীয় জনৈক পরাক্রান্ত রাজা ৬৩৮খৃষ্টাব্দে মঘী সনের প্রচলন করেন। শুধু আরাকানে নয় চট্টগ্রামেও এই সনের বহুল প্রচলন হয়। মধ্যযুগের চট্টগ্রামের কবিরা দলমত নির্বিশেষে মঘী সন ব্যবহার করেন। মঘী সনের সাথে ৬৩৮ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। "ইতি কিফাইৎ ঝোছল্লিন সমাপ্ত। লেখিতং শ্রী কালিদাস পীং মধুরাম নন্দি সিত সাং ধলঘাট। ইতি সন ১২১৮ মঘি ৩নং ২২ য়াসীন।"

(১১) পরগণাতি অব্দ—

কবি হেয়াত মামুদের স্বহস্তলিপিতে রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকটি নিম্নরূপ—

শকাব্দ প্রগনাতি যাতে বিরচিনু পুঁথি
সন এগারশ ত্রিশ সাল।

কবি হেয়াত মাবুদ একই সাথে শকাব্দ প্রগণাতি সালের উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যচ্যুতির সময়কাল থেকে প্রগণাতি সালের প্রচলন শুরু হয়। পরগনাতি ফার্সী শব্দ। ঐতিহাসিকদের মতে এদেশে মুসলমানী রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর থেকে এই অব্দের প্রচলন হয়। পরগণাতি সাল সর্বত্র এক ছিল না। অনেক সময় পরগণাতি সালকে বাংলা সাল বুঝাত।

কুমিল্লার রামমালার রিসার্চ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে পরগণাতি সালের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(১২) লক্ষণাচব্দ—

রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সিংহাসনে আরোহণের (১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর রাজ্যাভিষেকের সময় থেকে একটি নতুন অব্দ প্রচলন করেন। তাঁর নামানুসারে এই লক্ষ্মণাব্দ নামে পরিচিতি পায়। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ এই অব্দের প্রচলন ছিল শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় কবি বিদ্যাপতির একটি পদ থেকে লক্ষনাব্দের প্রচলনের উল্লেখ করেন।

অনল রুদ্ধকর লক্ষণ পরিবর্হ
সব সমুদ্দকর অগিণি সসী।

(১৩) অনুকৃতি (Imitation)—

কোন পাণ্ডুলিপির অনুকরণে অজ্ঞাত কোন কবি যদি পাঠ রচনা করে, তখন সেই পাঠকে অনুকৃত পাণ্ডুলিপি বলা হয়। অনুকৃত পাণ্ডুলিপি মূল পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা করে- পাণ্ডুলিপির পাঠ বিচার করাও সম্ভব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু অনুকৃত পাণ্ডুলিপি আছে। গবেষকগণ ইচ্ছা করলে মূল পাণ্ডুলিপিও অনুকৃত পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রণয়ন করতে পারেন বলে আশা রাখি। মধ্যযুগের অনেক কাব্যে উপমা, রূপক বা রূপ বর্ণনায়, বারমাস্যা বর্ণনায়- অনুকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ কাব্যের অনুকৃতিও রয়েছে।

কবি বন্দেআলী মজুমদার প্রণীত রামায়ণটি অনুকৃত পাণ্ডুলিপি, তিনি মালাধর বসুর রামায়ণের অনুকরণে, অনুকৃত রামায়ণ লিখেছেন। এই অনুকৃত পাণ্ডুলিপিটি পটুয়াখালী জেলার মৃজাগঞ্জ থানাধীন কিসমত শ্রীনগর নিবাসী অধ্যাপক মোঃ হাবিবুর রহমানের খানের নিকট সংরক্ষিত আছে।

(১৪) বাহ্য প্রমাণ (Testimonia)—

পাণ্ডুলিপি পাঠের বিকৃতি বা বিচ্যুতি অপসারণের জন্য যে বাহ্য বা পরোক্ষ প্রমাণাদি ব্যবহৃত হয়, তাকে পাঠ- সমালোচনা বিদ্যায় Testimonia বলা হয়। বাহ্য প্রমাণ দু' প্রকার। যথা–

(ক) বাক্য সংকলন (Anthologies)
(খ) অনুবাদ (Translation)

(১৫) পাঠবিকৃতি—

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রচার হত লিপি পরম্পরায়। মূল কবির লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুকরণে লিপিকর ভেদে স্থান কাল ভেদে নানা রুপ লিখন হত। এই নানারূপ লিখন নানা রূপ ভুলের অবতারণা হত। কখনও দৃষ্টিজাত ফুলের কারণে বর্ণ, শব্দ, লাইন বাদ যেত অথবা অন্য লাইনের অনুপ্রবেশ ঘটত। আবার কখনও কখনও না বোঝার কারণে নানা ভুল সংগঠিত হত। এই পরিবর্তত পাণ্ডুলিপি অনুলিখনে লিপিকর সংশোধন করতে গিয়ে নতুন ভুল করত। এইভাবে যুগ পরম্পরায় পাঠ বিকৃতি বেড়ে যায়। ফলে লিপিকর কর্তৃক ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলকে বা পাঠ সংশোধনকৃত পাঠই পাঠ- বিকৃতি নামে অভিহিত।

(১৬) সমন্বিত পাঠ—

যে কোন কবির লিখিত সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি একত্রে পাওয়া যায় না। তখন বিভিন্ন লিপিকরের লেখা প্রতিলিপি সমূহ মিলিয়ে বিশুদ্ধ মূলানুগ পাঠই হচ্ছে সমন্বিত পাঠ। সমন্বিত পাঠ তৈরিতে দৃষ্টি রাখতে হয় ছত্রের ভাষা, ছন্দ- অলঙ্কার, শব্দ মাধুর্যের দিকে। যেমন- কবীন্দ্র মহাভারতই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(১৭) অভিপ্রেত পাঠ—

কোন কবির পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে গিয়ে গবেষক বা শিক্ষাবিদ বা সুহৃদ ব্যক্তি মূল পাণ্ডুলিপি ব্যতীত প্রতিলিপির সাহায্যে সম্পাদনায় একই গ্রন্থের একাধিক প্রতিলিপির সাহায্য গৃহীত পাঠই অভিপ্রেত পাঠ নামে অভিহিত। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শতকের প্রতিলিপি। সম্পাদককে লক্ষ্য রাখতে হয় বিভিন্ন শতকের ভাষারীতি, বানানরীতির ভিন্নাকৃতি এবং বাংলা ভাষার বির্বতন ধারা।

(১৮) পুষ্পিকা (Colophon)—

যে কোন পাণ্ডুলিপির অনুলিপি লিখতে গিয়ে লিপিকর গ্রন্থের শেষে বা যে কোন অধ্যায়ের শেষে নিজ নাম, হাল সাকিন লিপিকরণের বর্ণনা কোন মুহুর্তে, কোন লগ্নে, কোন দিকে ফিরে কতদিন যাবৎ পুথি অনুলিপি করলেন। কার আদেশে পুথি অনুলিখনে ব্রতী হলেন। পুথির মালিকের নাম, পারিশ্রমিকের পরিমান ইত্যাদি বিষয় যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন - তাই পুষ্পিকা নাম অভিহিত। যেমন-

[ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে পরীক্ষিত জন্ম:]
শ্রীরস্তু সর্ব জগতাং শ্রীরস্তু লেখকে ময়ি।
শ্রীরস্তু লিখিতং যস্য তস্য কৃষ্ণ প্রসাদত ঃ
শুভমস্তু শকাব্দা ১৬১০
পং ভু সন ৪৮৬ তারিখ ২৪ পৌষ মার্গ শীর্ষে।
শ্রী কুমুদ পণ্ডিতস্য স্বাক্ষর মিদং।]

(১৯) ভণিতা—

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সমূহে প্রায় পরিচ্ছেদের শেষে কবি আত্ম পরিচয়ের পূর্বে বিশেষণ ব্যবহার করে পরিচয় ব্যক্ত করতেন, এই আড়ম্বরপূর্ণ কথারাম্ভকে ভণিতা বলা হয়।

যেমন- (১) হীন হাফেজদ্দীন কহে দরগায় আল্লাহর।
হেন দশা দুনিয়াতে নাহি ঘটে কার।।

(২) অধীন হাফেজদ্দীন কয় প্রভু যার সুখী হয়
দুঃখ খণ্ডে প্রতিমিতে
(৩) অধম হাফেজদ্দীন কহে না কান্দিও আর
ক্ষোণেক বিলম্বে সুখ হইব কুমার।

(২০) লিপিকর (Scribe)—

মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের গণ-চাহিদা মিটাতে এক শ্রেণীর লেখক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তারা কোন কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুকরণে অনুলিপি লিখতেন, এই অনুলিপিকরেরাই। লিপিকর নামে অভিহিত।

(২১) লৌকিক পাঠ (vulgate)—

কোন কোন সম্পাদক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপির পাঠ এমনভাবে গ্রহণ করেন, যা তথ্য ভিত্তিক প্রমাণিত নয়। এরূপ সম্পাদিত পাঠই লৌকিক পাঠ' নামে অভিহিত। সম্পাদকের সাধারণ বিচারবুদ্ধি- কবিজ্ঞান, ধর্মীয় ও সমাজিক অবস্থান লৌকিক পাঠ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এমন কি বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়িগণ এভাবে মধ্যযুগের বহু পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন।

(২২) স্বাক্ষরিক পুথি (Autograph)—

রচয়িতার নিজের লেখা বা তাঁর তত্ত্বাবধানে লেখা পুঁথিকে স্বাক্ষরিক পুথি' বলে। লিপিকরেরর লেখা পুথি যদি লেখক স্বয়ং সংশোধন করে স্বাক্ষর করেন তা হলে সেটিও স্বাক্ষরিক পুথির গুরুত্ব বহন করত। স্বাক্ষরিত পুথি খুব কম পাওয়া যায়। লিপিকরের লিখিত পুঁথিতে যে সব ভুল হয়- স্বাক্ষরিক পুথিতে যে রকম ভুল হওয়া স্বাভাবিক পুথি বলে। লিপিকারের লেখা পুথি যদি লেখক স্বয়ং সংশোধন করে স্বাক্ষর করেন তা হলে সেটিও স্বাক্ষরিত পুথির গুরুত্ব বহন করতে। স্বাক্ষরিত পুথি খুব কম পাওয়া যায়।

লিপিকরের লিখিত পুঁথিতে যে সব ভুল হয়– স্বাক্ষরিত পুথিতে সে রকম ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে স্বাক্ষরিক পুথিতে পাঠবিকৃতি থাকে না। এসব কেবল অনুলিপিতেই থাকা সম্ভব। আবার অনুলিপির তুলনায় স্বাক্ষরিক পুথিতে ভুল স্বভাবতই অনেক কম থাকে। তাই স্বাক্ষরিত পুথি পাঠ-সমালোচনার উর্ধ্বে নয় বলে কিন্তু সম্পাদনায় সম্পাদক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও সম্মাদককে বিভিন্ন অনুলিপি ও তার পাঠান্তর পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং পাদটীকায় তা নির্দেশ করতে হয়।

(২৩) পুথির বংশ-পীঠিকা (Redigree বা Codicum)—

যে কোন একটি পাণ্ডুলিপির একাধিক প্রতিলিপি সংগৃহীত হলে– সম্পাদক পাঠ সম্পাদনার অনুযায়ী বিভাজনকে বলা হয় পুথির বংশ-পীঠিকা।

সম্পাদক প্রতিলিপির পাঠ পরীক্ষা কালে যদি লক্ষ্য করেন কিছু প্রতিলিপির ভুল বা বিশেষ পাঠ এক রকম তাহলে বুঝতে হবে অনুলিপি বা প্রতিলিপি গুলো কোন এক আদি- লিপি বা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিখিত। অথবা একটি প্রতিলিপি আর একটি প্রতিলিপির অনুলিপি। তাই এগুলোকে একই বংশভূক্ত মনে করা যেতে পারে। এই বংশের প্রতিলিপিগুলো কোনো একটি আদর্শ পাঠ থেকে অনুলিখিত মনে করা যেতে পারে এই অনুমতি আদর্শ পাঠকে বলা হয় অনুমতি উৎসলিপি (Hypotheical common Auestor)।

সম্পাদক প্রাপ্ত প্রতিলিপিগুলো যদি পরীক্ষা করে দেখতে পান পাঠ বিকৃতি রয়েছে। তখন এগুলাকে ভিন্ন বংশ ধারার বলে মৌন নিতে হবে। প্রতিলিপিগুলো ভিন্ন এক আদর্শ- পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিখিত। সুতরাং এই বংশের অনুলিপিগুলোর মধ্যে আদি লিপিটি হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে।

এরূপ বংশধারা থেকে দুটি প্রাচীনতম প্রতিলিপি নিয়ে পাঠ উদ্ধার করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে দুই বংশের প্রতিলিপি থেকে সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে কবীন্দ্র মহাভারতের আটটি প্রতিলিপি পাওয়া গেছে। এগুলোকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ. ছ. জ. রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত

প্রতিলিপি গুলোর ক, খ, গ, ছ একই বংশের এবং ঘ, ঙ, চ, অপর বংশের এই দুই বংশের দুই পূর্ব পুরুষ হচ্ছে- ক ও খ। এই ক, খ মূলত একটি অভিন্ন অনুলিপি থেকে উদ্ভুত। চিত্রের সাহায্যে দেখা যেতে পারে। যথা-

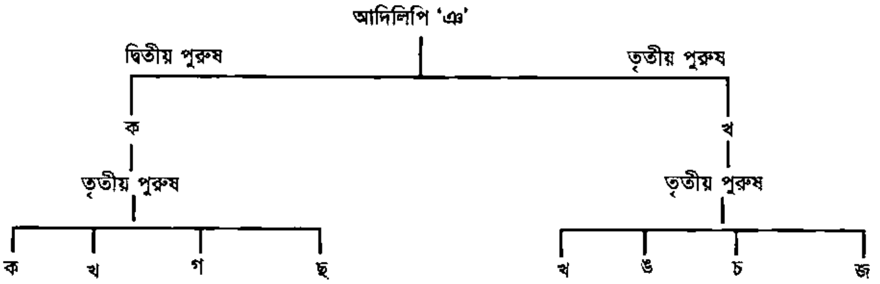

এভাবে পাণ্ডুলিপির বা প্রতিলিপি বংশধারা নির্ণয় করে সম্পাদক যদি পাঠ সম্পাদনা করেন তবে তাতে শৃঙ্খলাগত ঐক্য থাকে এবং পাঠ নির্ণয়ের কোন জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে।

(২৪) শ্রুতি লেখক (Amonuensis)—

মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপি লেখা হত দু'ভাবে। (ক) মূল পাণ্ডুলিপি দেখে লিপিকর নকল করতেন (খ) একজন গায়েন বা পাঠক মূল পাণ্ডুলিপি দেখে বলে যেতেন তা শুনে লিপিকর লিখে যেতেন। এভাবে যে সব লিপিকর গায়েক বা পাঠকের আবৃত্তি শুনে লিখে যেতেন। তাঁরাই হচ্ছেন শ্রুতি লেখক (Amauvensis)।

শ্রুতিলেখক তার লিখনে শ্রুতি জনিত কারণ ও উচ্চারণগত কারণে ভুল করে থাকেন। উচ্চারণ অনুযায়ী নৌকাকে 'লৌকা' 'ব্রাহ্মণকে' 'বামন' 'ঋতুকে রিতু'। পৃথিবীকে 'প্রিথাবি' 'ঋণকে' 'রিন' ইত্যাদি ভুল লিখে থাকেন। কারণ শ্রুতিলেখকের সামনে প্রকৃত বানানোর রূপটি অনুপস্থিত শ্রুতিলেখকের বানান ভুলের সংশোধনের কোন উপায়ে থাকে না। এদিক থেকে তা থাকেন মুক্ত। আবৃত্তিকার ও শ্রুতিলেখক এবং শ্রোতা - এঁদের কাছে প্রতিলিপির বানানোর কোন গুরুত্ব নেই। তাদের দায়িত্ব বক্তব্য বোঝা এবং বোঝানো।

(২৫) মিশ্র পাঠ (Conflated reading)—

কোন কোন লিপিকর প্রতিলিপি লিখতে গিয়ে একাধিক প্রতিলিপিকে আদর্শ পুথি রূপে অনুসরণ করে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন প্রতিলিপি বা পুথি থেকে পাঠ গ্রহণের ফলে ভাষা শব্দের বৈচিত্র্য ঘটে থাকে। ভুলের মধ্যেও থাকে নানান ভুল। যেমন- নৃপতি, শ্রীপতি বা নরপতি, গৃহ গ্রীহ বৃক্ষ, বিক্ষু ইত্যাদি। অনুলিপির ক্ষেত্রে প্রস্তুত পাঠের ক্ষেত্রেও মিশ্রণ ঘটে। সৈয়দ মোহাম্মাদ আরববের জেবুলমুলক সামারোখ। কাব্যের এক জায়গায় মুসলিম সমাজের ব্যবহৃত শব্দ পাচ্ছি, আরেক পুথিতে পাচ্ছি হিন্দু সমাজের ব্যবহৃত শব্দ। উদাহরণ—

(ক) পরকালে নারি তার হইব পাতরিক ৫০
- আরা জন্মে নারি তার হইত পাতকি ৫১

(খ) তপসীর সমান দুই দিলেক সাজাই ৫২
- উর্বসির মত দুই দিলেক সাজাই ৫৩

(গ) বহু খেলাফত পাই তানে ষ্টৈলাস বিহা - ৫৪
বহু খেচালত পাই আনে কৈলাস বিহা - ৫৫

এখানে যদি কোন লিপিকর উক্ত প্রতিলিপি অনুসরণ করে থাকেন- তাহলে তার অনুলিপি দুই সম্প্রদায়ের সংস্কার মিশ্রিত হয়ে পাঠে অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি লিপিকর কোন একটিকে আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে অনুলিপি করে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে এ জাতীয় অসঙ্গতি দূরীভূত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিলিপি নিয়ে কোন সম্পাদক যদি পাঠ সম্পাদনা করেন। তবে সম্পাদককে রচয়িতার যুগ - মানসকে অনুধাবণ করতে হবে যাতে তার মানসপ্রবণতা অনুসারে পাঠ সংশোধণ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(২৬) আকস্মিক পাঠ বিকৃতি (Accidental)—

যখন কোন লিপিকর পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে প্রতিলিপি অনুলিখন কার্যে ব্যস্ত থাকেন। তখন লিপিকরের অজ্ঞাত সারে অনিচ্ছায় তার অনুলিখনে যে ভুল সংঘটিত হয় তাকেই আকস্মিকপাঠ বিকৃতি বলে। আকস্মিকপাঠ বিকৃতি তিন ভাবেই হয়ে থাকে- (ক) পরিবর্জন (খ) পরিযোজন এবং (গ) পরিবর্তন।

(২৭) পশ্চাৎ যোজনা (Adscript)—

কোন কবি অথবা লিপিকর কর্তৃক লিখনে ভুল সংঘটিত হয়, সংশোধকের কাছে যখন ঐ ভুল ধরা পড়ে, তখন তিনি দুই পঙ্‌ক্তির মাঝে অথবা পাশে অথবা নীচে ভুল সংশোধন করতে গিয়ে টীকা বা শব্দ সংযোজন করেন ঐ শব্দ সংযোজনকে বলা হয় পশ্চাৎ যোজনা।

কবি বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে ৮৩/২ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত চরণের কাহ্নাঞি লিপিকরের পশ্চাৎ যোজনা।

"এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞি মনের হরিষে।"

সম্পাদক শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ব বল্লভ পঙ্‌ক্তির উপরে সংযোজিত পশ্চাৎ যোজনাকে 'তোলা পাঠ নামে অভিহিত করেছেন।

(২৮) অসম পাঠ (Amorphous/ Auamalous)—

যে সমস্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ সুশৃঙ্খল নয়- বা সুসম নয় সেই অশৃঙ্খলিত পাঠই অসম পাঠ নামে অভিহিত। জনপ্রিয় মহাকাব্য বা পুরাণাদি বিভিন্ন অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত হওয়ার কালে যে কথান্তর ঘটে। সেই কথান্তর পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকারের বিশৃঙ্খল পাঠের সৃষ্টি করে। এই বিশৃঙ্খলপাঠ অসমপাঠ বা Fluied Text নামে অভিহিত। যেমন-

মহাভারত; মহভারতের আসল শ্লোকসংখ্যা ৪৪.০০০ তা কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষান্তর ঘটে- তা হচ্ছে ১২৪.০০০ হাজার।

(২৯) পাঠ-সম্প্রসারণ (Amplification)—

যে কোন আদর্শ পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত বর্ণনা বিশেষের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে লিপিকর অনুলিখন স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সংযোজন করে থাকেন। এই সংযোজিত অংশবিশেষ পাঠ সম্প্রসারণ নামে অভিহিত। যথা : আলাওলের 'পদ্মাবর্তী' কাব্যের পাণ্ডুলিপিতে ষট্ঋতু বর্ণনা খণ্ডে-

সকলের রমনী আনিয়া অন্তঃপুরে।
পদ্মাবতী তুষিলেক বস্ত্র অলঙ্কার।

পদ্মাবতীর ছাপা-পুথি সংস্করণে এ অংশের পরে অতিরিক্ত দুটি চরণ আছে, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায়ই পাঠ-সম্প্রসারণ-

সকল সন্তোষ হৈল বস্ত্র দান পাই।
নিজ পুরে চলি আইল হরষিত হই।

(৩০) বর্ণ-বিপর্যয় (Auagrammatism)—

যে কোন পাণ্ডুলিপি অনুলিখনে লিপিকরের যে কোন ত্রুটিতে বর্ণ বা অক্ষরের যে স্থান চ্যুতি ঘটে তা বর্ণ-বিপর্যয় নামে পরিচিত। মহা কবি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাণ্ডুলিপিতে একটি পাঠ পাওয়া যায়-

চেরু বেরু ফেরুস জলপায়ি থেকর
চালিতা তেন্তুলি সাতকড়া।

য়োকস শব্দের শুদ্ধ বা প্রাকৃত পাঠ সফেরু'। এ পাঠ বিকৃতির মূল কারণ 'স' বর্ণের স্থান বিপর্যয়।

(৩১) মূল পাঠ নির্ণয়ক তথ্য প্রমাণ (apparatus criticus)—

বিভিন্ন অনুলিপি বা প্রতিলিপি থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে মূল পাঠ নির্ণয়ক তথ্য প্রমাণকে Apparatus critcus বলা হয়। সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এই তথ্য প্রমাণ থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩২) আদিলিপি (Archetype)—

প্রাপ্ত যে কোন প্রাচীন বা মধ্যযুগের কবির বিভিন্ন প্রতিলিপির পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত প্রতিলিপির যে কোন একখানাকে আদি-লিপি মনে করা হয়। Archetype বা আদিলিপি নামে পরিচিত লাভ করে।

প্রাপ্ত প্রতিলিপিসমূহের পাঠ বিচারান্তে বংশ পীঠিকা প্রণয়ন করে আদিলিপি নির্ধারণ করা হয়। রচয়িতার স্বহস্ত-লিপির পাঠের সঙ্গে আদিলিপির পাঠের সাদৃশ্য করে অনুমান করা হয়। তবে প্রাপ্ত প্রতিলিপি ও আদিলিপির মধ্যবর্তীতে একাধিক লিপিস্তর থাকতে পারে।

(৩৩) পাঠ পরিত্যাগ (Athtise)—

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাকালে সম্পাদক প্রক্ষিপ্ত ও সংমিশ্রিত পাঠ বিবেচনায় না এনে পরিত্যাগ করেন এরূপ পরিত্যাজ্য অংশই পাঠ পরিত্যাগ (Athetise) নামে অভিহিত।

(৩৪) অবিশ্বস্ত পাণ্ডুলিপি (Codices deteriores)—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে কিছু মাত্র বিশুদ্ধ পাঠ থাকা সত্ত্বেও অতি মাত্রায় পাঠ বিশ্বাস যোগ্য নয়। সম্পাদকের সন্দেহ থাকায় তিনি পাঠ গ্রহণ না করে পরিত্যাগ করেন এই পরিত্যাজ্য পাণ্ডুলিপির পাঠ অবিশ্বস্ত পাণ্ডুলিপি নামে অভিহিত।

(৩৫) অর্বাচীন পাণ্ডুলিপি (Codiees recentiores)—

বিংশ শতাব্দীতে লেখা কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিককালে লিখিত এই সমস্ত পাণ্ডুলিপির কোন গ্রহণ যোগ্যতা না থাকায় তা অর্বাচীন পাণ্ডুলিপি নামে পরিচিত। পাঠ সমালোচনায় এই জাতীয় পাণ্ডুলিপির কোন মূল্যায়ন নেই।

(৩৬) পাঠ পুর্নগঠন তথ্যাদি (Couation)—

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে মূল পাঠ উদ্ভাবের জন্য বিভিন্ন সহায়ক তথ্যাদি বা উপকরণ "পাঠ পূর্ণগঠন তথ্যাদি" নামে পরিচিত। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সমূহের পাঠ পরীক্ষা করে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে মূল পাঠ পুর্নগঠন করতে হয়।

(৩৭) সংমিশ্রিত পাঠ (Couflated text)—

বিভিন্ন লিপিকরের লিপিধারায় সংমিশ্রিত প্রতিলিপি লিখিত হয়ে থাকে। ফলে প্রতিলিপিতে লেখায় রদবদল স্পষ্ট হয়ে উঠে। সম্পাদক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কালে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি থেকে রদবদল বা গ্রহণ বর্জন করে পাঠ প্রস্তুত করেন। এই প্রস্তুত পাঠই সংমিশ্রিত পাঠ নামে পরিচিত বা অভিহিত। রামায়াণ মহাভারতও পুরাণাদির সম্পাদনাকালে অনেক সম্পাদক সংমিশ্রিত পাঠ গ্রহণ করেছেন।

(৩৮) সংমিশ্রণ পাঠ (Couflotion)—

কোন কোন লিপিকর প্রতিলিপি লিখতে গিয়ে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে থাকেন। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পাঠ লেখার ক্ষেত্রে সংমিশ্রণ করে থাকেন। এই জাতীয় প্রতিলিপি সাধারণত: পাঠসংমিশ্রণ বা সংমিশন পাঠ নামে অভিহিত। মোঃ হাবিবুর রহমান খান সংগৃহীত একখানা পাণ্ডুলিপি-লিপিকর বন্দে আলী মজুমদার পাণ্ডুলিপিনামা নকল করতে গিয়ে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ লিখে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই পাণ্ডুলিপিতে রামায়ণ-ভাবগত-পুরাণ ও নবীবংশের পাঠ লিখে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

(৩৯) অনুমিত পাঠ (Conjecture Text)—

যখন কোন সম্পাদক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রাপ্ত সকল পাঠ যখন কবির লিখিত অভিপ্রেত পাঠ উদ্ধার বিশেষ কোন কাজে না আসে। তখন সম্পাদক বাধ্য হয়ে একটি অনুমিত পাঠ নির্ণয় করেন। এইখানে সম্পাদক থাকে স্বাধীন। তিনি মুক্তভাবে সব কিছু প্রকাশ করতে পারেন এবং তার স্বকীয়তা ধরা পড়ে। পাঠ সমালোচনা বিদ্যায় এই অনুমিত পাঠ নির্ণয়কে অনুমিত পাঠ বা অনুমিত পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্ভাবতা (Intrinsic probablity) এবং বাহ্য সম্ভাব্যতা (Extrinisc probablitiy) উভয়ই নির্ণয়ের বিষয়।

(৪০) অনুমিত আদিলিপির পাঠ-নির্ণয় (Constitufio text)—

সম্পাদক কয়েকটি পাণ্ডুলিপির বংশ পীঠিকা নির্ণয় করে যেখানে তিনি আদি মনে করে পাঠ গ্রহণ করেন- সেই গ্রহণীয় পাঠকে অনুমিত আদিলিপির পাঠ-নির্ণয় বলা হয়। এর অন্য নাম Trahsmitted text.

(৪১) পাঠ সংশোধক (Corrector)—

যে সমস্ত লোক লিপিকর কর্তৃক লিখিত প্রতিলিপির পাঠ কোন মূল পাণ্ডুলিপির সাহায্যে সংশোধন করেন - সেই সমস্ত মানুষই পাঠ সংশোধক নামে অভিহিত। লিপিকর নিজেও সংশোধক হতে পারেন। যদি তিনি তাঁর লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করেন। সংশোধক সাধারণত : ভুলের শুদ্ধ অংশ চরণের উপরের বা নীচে কিছু বা অন্য কোন চিহ্ন দিয়ে সংশোধন করেন। সংশোধনের জন্য তারা কতগুলো প্রতীক ব্যবহার করতেন। (∧/v) কাকপদ, (x) কাটাচিহ্ন, (*) তারকা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪২) পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষণসূত্র (Critique)—

সম্পাদক কর্তৃক পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন তাকে পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষণ সূত্র বলা হয়। এক্ষেত্রে সম্পাদক স্বাধীন মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির পাঠে সন্দেহ হলে তা তিনি বর্জন করতে পারেন।

(৪৩) জটিল পাঠ-নির্দেশক চিহ্ন (Crux)—

সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদক দুর্বোধ্য বা জটিল পাঠকে ছুরিকা চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে থাকেন। পাঠ সমালোচনা শাস্ত্রে এই চিহ্নকে crux বা জটিল পাঠ নির্দেশক চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

(৪৪) পাঠ-বিলুপ্তি (Ommission/ Defection/ Demrum)—

যে সমস্ত পাণ্ডুলিপিতে পানি বা কালির দাগে অস্পষ্টতা লোকের আক্রমণে পাতা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে। বা অন্য কোন কারণে পাণ্ডুলিপির পাতা বা তার অংশ বিশেষ নষ্ট হয়ে পাতা বা তাঁর অংশ বিশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে। এইরূপ পাঠ বিলুপ্তকে পাঠ বিলুপ্তি বা Ommission বলে।

(৪৫) পাঠ পুনঃপরীক্ষণ (Diaskeuesis)—

লিপিকর কর্তৃক প্রতিলিপি লিখনের পর সংশোধক কর্তৃক সংশোধনের পর সেই পাঠে সন্দেহ হলে পুনরায় অন্য কোন সংশোধক কর্তৃক পাঠ পুনরায় পরীক্ষা করাকে বলা হয়। পাঠ পূনঃপরীক্ষণ (Diaskeuesis).

(৪৬) পাঠ ভেদ (Defferentia)—

সম্পাদক পাঠ সম্পাদনা কালে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি বা অনুলিপির মধ্যে পাঠের যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়- তাকে পাঠ ভেদ (Defferenitia) বলা হয়।

(৪৭) বিবেকবুদ্ধি প্রসূতপাঠ নির্ণয় (Prophetic Inspiratior)—

কোন সম্পাদক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপির পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ সাহায্য না পেয়ে স্বীয় বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পাঠ নির্ধারণ করে থাকেন। এই ধরনের পাঠকে বলা হয় বিবেকবুদ্ধি প্রসূতপাঠ নির্ণয়।

(৪৮) লিপিগত সম্ভাব্যতা (Docvmental probitily)—

শব্দ বা বর্ণের আকৃতিগত সাদৃশ্য বিচারপূর্বক পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সংশয় যুক্ত পাঠের মূল উৎস নির্ণয় করা সম্ভবপর। সংশয়যুক্ত পাঠের ক্ষেত্রে সম্পাদক এই লিপিগত সম্ভাব্যতা বিচার করে থাকেন। লিপিগত সম্ভাব্য তাকে Documental probability বলা হয়। Documental probobility অন্য নাম Graphical probability.

(৪৯) পাঠ নির্বাচন (Electic)—

সম্পাদক কর্তৃক বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির সূত্রে প্রাপ্ত সকল উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ নির্বাচন করাকে বলা হয় পাঠ নির্বাচন বা Electic.

Dhaka University Institutional Repository

(৫০) সমন্বয় সাধন ও সন্নিবেশ (Elcctic Fusion)—

সম্পাদক কর্তৃক বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি সূত্রে প্রাপ্ত সকল উপাদানের সমন্বয় সাধন ও সন্নিবেশ করণ কে বলা হয় Electic Fusion.

(৫১) বর্জন (Eliminatio বা Elimination)—

সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদনাকালে পাণ্ডুলিপির প্রাপ্ত সকল উপাদান বা তথ্য গ্রহণযোগ্য নয় বিবেচনায় বর্জন করতে বাধ্য হন- এই বর্জন করাকে বলা হয় Eliminatio বা Elimination.

(৫২) প্রতিলিপি বর্জন (Elimination codicum description)—

সংগৃহীত বা সংরক্ষিত কোন একটি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি পাঠ সমালোচনায় গ্রহণীয় নয়। কারণ উক্ত প্রতিলিপির আরো অনেক কপি থাকতে পারে বিধায় স্বাধীন পাণ্ডুলিপির স্বীকৃতি পায় না। এই প্রতিলিপিটি বর্জনের নাম Elimination codicum description.

(৫৩) Elimination letionum singularim—

প্রাপ্ত কিছু পাঠ যা অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি এমন বিশিষ্ট পাঠকে বর্জন করা হয়- যার নাম Eliminatio lectionum singularim.

(৫৪) Exegesis—

সম্পাদক কর্তৃক পাণ্ডুলিপির পাঠ- সংশোধন না করে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে প্রাপ্ত উপাদান সমূহের বিচার বিশ্লেণ করাকে বলা হয় Exegesis.

(৫৫) (আদর্শ পুথি (Exemplar)—

লিপিকর যখন অনুলিখন কার্যে যে পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহার করে থাকে- তাকে আদর্শ পুথি বা Examplar বলা হয়।

লিপিকর তার অনুলিখনে আদর্শ পুথির ভুল নবা পাঠবিকৃতি রক্ষা করেন। কোন রুপি রদ-বদল সাধারণত করেন না।

(৫৬) শব্দার্থ (Gloss word)—

লিপিকর কর্তৃক প্রতিলিপি অনুলিখনে পৃষ্ঠার চারপাশে অথবা দু'পংক্তর মাঝখানে বা নীচে লিখিত শব্দের নাম Gloss word. Gloss word এর অন্য নাম টীকা। যেমন- চর্যাপদের পংক্তির নীচে মুনীদত্ত অনুলিখিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা টীকাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫৭) বাহ্য সম্ভাব্যতা (Extrinsic propadility)—

পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গ অর্থ গতযোগ্যতা, কবির শিল্পগুণ ও সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা ও কবি মানসের বিচার না করে প্রতিলিপির অনুলিখকের প্রসাদের কারণ সূত্র নির্ণয় বর্ণ বিকৃতির অনুসন্ধান পুষ্পিকা, ভণিতা ও স্বরচিত অংশের বিষয় নিয়ে বিচারের নাম বাহ্য সম্ভাব্যতা (Extriusic probebility)।

(৫৮) বংশপীঠিকা প্রণয়ন পদ্ধতি (Geveollogical Method)—

যখন কোন সম্পাদক একই বিষয়ের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর পারস্পারিক পাঠ বিচার পূর্বক পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নির্ণয় করেন। সম্পাদক জাতিগত সম্পর্ক বিচার করে পাণ্ডুলিপিগুলোর বংশ পীটিকা তৈরি করেন। এভাবে বংশপীঠিকা নির্ণয় করে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি প্রতিলিপির পাঠের সমন্বয় করে রচয়িতার অভিপ্রেত পাঠ পুর্নগঠন করেন। বংশপীটিকা প্রণয়নের এই পদ্ধতিকেই Geucological Method বলে।

(৫৯) একমাত্র ব্যবহৃত শব্দ (Hopax Legomenon)—

কালের ব্যবধানে লেখক বিশেষ যে শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন সমসাময়িককালে বা পরবর্তী সময় আর কোন কবির বা রচয়িতার রচিত কোন গ্রন্থে তা ব্যবহৃত হয়নি- এইরূপ শব্দকে Hopax Legomenon বলে।

(৬০) Holography—

আদর্শ পুথির পাঠে একই শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যোগ চরণ বা চরণ দ্বৈতের শুরু বা শেষ হলে লিপিকরের ভুলে প্রতিলিপিতে তার যে কোন একটির বর্জন ঘটে। লিপিকরণের এরূপ বর্জনের নাম Holgraphy এই পরিবর্জনের ক্ষেত্রে শব্দ বা শব্দ সমষ্টির সাদৃশ্য যদি চরণের শুরুতে থাকে, তাহলে তা Homoeoareta. একই শব্দ বা শব্দ সমষ্টিযোগে যদি চরণের শেষ হয়, তবে তা Homoeateleuta.

সাদৃশ্য বশত : বর্ণ, শব্দ বা চরণের বিচ্যুতিকে Homuographon বলে।

(৬১) অনুমতি উপ-আদিলিপি (Hyparchetypus)—

অনেক পাণ্ডুলিপির সাহায্যে প্রস্তুত বংশপীঠিকার দূরবর্তী পুথি এবং অনুমিত আদিলিপির মাঝখানে যে অর্ন্তবর্তী আদি প্রতিলিপিকে অনুমান করা হয়। তাকে বলা হয় অনুমিত উপ-আদি লিপি বা Hy parchetypus, Hyparehetypus এর অন্য নাম Sub-archetype.

(৬২) অনুমিত উৎসলিপি (Hypothetical commonaucestor)—

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কালে বংশপীঠিকা বিভিন্ন প্রতিলিপির পাঠের সাদৃশ্য পূর্বক বিচারের যে একটি উৎসলিপি অনুমান করা হয়, তাকে অনুমিত উৎসলিপি বলা হয়।

(৬৩) পাণ্ডুলিপি সজ্জিত করণ (Luuminate)—

সৌন্দর্যের কারণে নানা রকমের নক্‌শা বা চিত্র অঙ্কণের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপিকে সাজানো পদ্ধতিকে Luuminate বলে।

(৬৪) প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ (Incunadula)—

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বের মুদ্রিত গ্রন্থকে Incunatoula।

(৬৫) নতুন ভুলের অনুপ্রেবেশ (Interpolation)—

অসাবধানতা প্রসূত ভুলের সংশোধন প্রয়াসে নতুন ভুলের অনুপ্রবেশকে Interpolation বলা হয়। লিপিকরের সরাসরি হস্তক্ষেপে যে কয়েক রকমের পাঠ বিকৃতি ঘটে, তন্মধ্যে এই সংশোধন- প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৬৬) আভ্যন্তরীণ সম্ভাবত্য (Intrimisc probadility)—

পাণ্ডুলিপির পাঠ নির্ণয়কালে সম্পাদক নির্বাচিত পাঠের প্রসঙ্গানুগত্য অর্থগ্রাহ্যতা, রচয়িতার রচনাশৈলী ও মানসিক প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যে সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করেন, তা আভ্যন্তরীণ সম্ভাবত্যতা বা Intrinsic probability নামে পরিচিত। প্রাচীনতম প্রতিলিপির পাঠ বাহ্য প্রমাণ, ভাষা ও ছন্দ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের বিচার্য।

(৬৭) পাঠ মধ্যবর্তী মুখ্যস্থান (Lacuna)—

পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ লোপ বা নষ্ট হয়ে পাঠ মধ্যবর্তী যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়- তা Lacuna নামে পরিচিতি।

(৬৮) লিপিকরের অনুলিখন কালে অসাবধানতাবশত (Lapsus calami)—

কোন বর্ণ বা শব্দের বা অক্ষরের বিচ্যুতিকে Lapsus calami বলে।

(৬৯) জটিলতার পাঠ (Lectio difficilior)—

সম্পাদক পাণ্ডুলিপির পাঠের তুলনামূলক বিচারের সময় অপেক্ষাকৃত কঠিন, দুরুহ অপ্রচালিত শব্দ বহুল পাঠকে Lectio difficilior বা জটিলতার পাঠ বলে।

(৭০) সহজতর পাঠ (Lectio facilior)—

সম্পাদের পাণ্ডুলিপি পাঠের তুলনামূলক বিচারের সময় অপেক্ষাকৃত সহজ সরল পাঠকে Lectiofacifionr বা সহজতর পাঠ বলে।

(৭১) আদি শব্দ (Lemma)—

যে কোন গ্রন্থের টীকাকার শ্লোক বা চরণ বিশেষের যে আদি শব্দ উদ্ধৃত করেন তাকে Lemma বলে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭২) Limial descendant—

এক বা একাধিক আদর্শ পুথি অনুসরণে সরাসরিভাবে অনুলিখিত প্রতিলিপিকে Linial discenidant. বলে।

(৭৩) Limial Ascendant—

যে পাণ্ডুলিপিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে প্রতি লিপি অনুলিখিত হয়, তাকে Liunial ascendant বলে।

(৭৪) Lipography—

পাণ্ডুলিপির যে কোন চরণ বা চরণ দ্বয়ের বিচ্যুতি বা বর্জনকে Lipography বলে।

(৭৫) Lowar criticism—

পাণ্ডুলিপির পাঠ সমালোচনায় Hevristics. Receusio এবং Emendutio - এই তিনটি পদ্ধতির সমষ্টিকে বলা হয় Lower criticism.

(৭৬) Marginglia—

যে কোন পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার চার পাশে কোনও কিছু লিখিত হলে তাকে Marginaliar বলে।

(৭৭) সংমিশ্রিত পাণ্ডুলিপি (Misch-codex or conflated mahuscript)—

বিভিন্ন লিপিকরের লিপিধারার সংমিশ্রণে প্রস্তুত প্রতিলিপিকে Conflated manuscript বলে।

(৭৮) পাণ্ডুলিপির বংশপীঠিকা (Pedigree বা Stemma codicvm)—

প্রাচীন বা মধ্যযুগের যে কোন গ্রন্থের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হলে তাদের পারস্পরিক পাঠ বিচার পূর্বক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির জাতিগত সম্পর্ক নির্ণয় করে যে বংশপীটিকা নির্ণীত হয়, তাকে Pedigree বা Stemma codicum বলা হয়।

(৭৯) অনুমিত পাঠান্তর (Presumptive variants)—

সাধারণতঃ পাণ্ডুলিপির পাঠ-পুর্নগঠনের ক্ষেত্রে সংমিশ্রিত পাঠ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র পাঠ রূপে গৃহীত না হয়ে পরিমার্জিত হয়। কিন্তু সেই সংমিশ্রিত পাঠ মূল পাঠের অর্ন্তগত অথবা প্রক্ষিপ্ত কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত তা অনুলিখিত পাঠান্তর বা presumptive variants রূপে গৃহীত হয়।

(৮০) Probatioue penna—

লেখকের বা রচয়িতার লেখার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করার জন্য পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার- নীচে উপরে পার্শ্বে কালির যে আঁচড় কাটা হয় বা দাগ কাটা হয় অথবা অন্য কিছু লেখা হয়ে থাকে তাকে Probatione penna বলে।

(৮১) Seholium—

ক্লাসিক্যাল পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপির ব্যাকরণগত টীকা ব্যাখ্যা ও সমালোচনাকে Scholum বলে।

(৮২) Scriptal fixation—

শ্রুতি স্মৃতিতে প্রচলিত রচনা লিপিবদ্ধ করণকে Scriptual fixation বলে। যেমন: মৈমনসিংহ গীতীকা, আয়নার বিবির পালা, নারীর আচরণ ইত্যাদি।

(৮৩) Scriptura continua—

লিখিত পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন শব্দের কোনোরূপ ফাঁক না দিয়ে একটানা লিখিত পাণ্ডুলিপিকে Seripture continua বলে। যেমন- সংস্থতে ভাষায় লিখিত পুরাণসমূহ।

(৮৪) দ্বিতীয় লিপিকার (Secunda Mamu)—

মূল পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ১ম লিপিকর কর্তৃক লিখিত প্রতিলিপি অনুসরণে ২য় বার লিখিত অনুলিপির লেখককে secunda mauu বলা হয়। যেমন – মোঃ হাবিবুর রহমান খানের উদ্ধার কৃত হাফিজুদ্দীন প্রণীত বসন্তের দুঃখ কাব্যের ১ম লিপিকর ছিলেন আরশাদ আলী সিকদার ঐ প্রতিলিপি অনুসরনে ২য় বার লিপিবদ্ধ করেন শ্রী জবেদ আলী মৃধা শ্রী জবেদ আলী মৃধা Secunda mark.

Dhaka University Institutional Repository

(৮৫) পুথি সংকেত (Siglum)—

বিশেষ বিশেষ পাণ্ডুলিপিকে চিহ্নিত করার জন্য বর্ণ বা সংখ্যাবাচক বা যে সাংকেতিক সংকেত ব্যবহৃত হয়- তা Siglum নামে পরিচিত। যেমন- ড. আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিকে সাংকেতিক চিহ্নে প্রতিফলিত করেছেন - ঢাকা বি. পু- ১ বাংলা একাডেমীর পুথিকে বাএ- ১ ইত্যাদি।

(৮৬) Stichometry—

যে কোন পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় পংক্তি ও বর্ণের সংখ্যা গণনাকে stichomestry বলা হয়।

(৮৭) Super script—

পাণ্ডুলিপিতে বা প্রতিলিপিতে লিখিত বর্ণ বা শব্দের উপর কলম চালিয়ে অন্য বর্ণ বা শব্দ বা সংখ্যা লিখনের নাম Super script.

(৮৮) Supra Limam—

পাণ্ডুলিপির মূল চরণের উপরে শূন্যস্থানে তোলাপাঠ রূপে সংযোজিত বর্ণ, শব্দ বা চরণকে Supa limeam বলে।

(৮৯) Thxtus ornatior—

মূল গ্রন্থের পাঠ সম্বলিত শোভিত এবং অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিকে Textus ornatior বলা হয়।

(৯০) Textus Eimplicior—

যে পাণ্ডুলিপিতে মূল গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ থাকে তাকে Textus Simplicior বলা হয়।

(৯১) Transmission—

মুদ্রণ যন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে যে কোন সাহিত্যের বাহন ছিল পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি অনুসরণে লিপিকর কর্তৃক অনুলিখিত হয় তা প্রতিলিপির মাধ্যমে সাহিত্যের গণ-চাহিদা মেটানো হয়। প্রতিলিপির দ্বারা পাণ্ডুলিপির এ প্রচার ও গ্রন্থ সংরক্ষণকে বলা হয় Trans minssion.

(৯২) Variant Dearer—

সম্পাদক তার গৃহীত পাঠ-পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে পাণ্ডুলিপির পাঠ গ্রহণ যোগ্য বা বিবেচ্য তাকে Variant Dearer বলা হয়।

(৯৩) ভাবলিপি (Ideogram)—

বর্ণ বা অক্ষর বা প্রতীক আবিষ্কারের পূর্বে তৎকালীন মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য কয়েকটি চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাব অভিব্যক্তি প্রকাশ করত এই চিত্রলিপির অভিব্যক্তি ভাবকে Ideogram বলা হয়।

(৯৪) চিত্র লিপি (Pictogram)—

প্রাচীন যুগে মানুষ তাদের মনের ভাব পাহাড়ের গায়ে বা গুহার গাত্রে কতগুলো চিত্র অঙ্কন করে তাদের গমনাগমন বা শিকারের পদ্ধতি বা মনের ভাব প্রকাশ করত - এই অঙ্কিত চিত্রগুলোকে Pictogram বলা হত।

(৯৫) শব্দ লিপি (Logogrem)—

প্রাচীন যুগে গুহাবাসী মানুষ তাদরে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে বুঝাত। এই উচ্চারিত শব্দকে Logogram বলা হয়।

(৯৬) অক্ষর লিপি (Syllabogram)—

শব্দ লিপির প্রতিটি শব্দের জন্যই একটি করে চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। ফলে কোন লোকের পক্ষে সবগুলি চিহ্ন মনে রাখা সম্ভব পর ছিল না। সে অসুবিধা দূর করার জন্যই পরবর্তীকালের লিপিতে বিভিন্ন চিহ্ন শব্দের সমগ্র ধ্বনি সমষ্টি না বুঝিয়ে বিভিন্ন অক্ষরকে বা লিপিকে নির্দেশ করত। এই লিপিই Syllabogram নামে অভিহিত।

(৯৭) কীলক অক্ষর (Coniform)—

পৃথিবীর প্রাচীনতম বর্ণলিপির নিদর্শন পাওয়া গেছে সুমেরীয় ও মিসরীয়লিপি। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় লিপির উদ্ভব হয়। এই লিপিই Coniform বা কীলকাক্ষর নামে অভিহিত।

(৯৮) অপস্মৃতিজাত ভুল (False recollection)—

লিপিকর প্রতিলিপি অনুলিখনে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কোন কথা মনে পড়ায় অজ্ঞাত সারে আদর্শ লিপির পাঠের পরিবর্তে লিপিকরের মনে পড়া অংশ প্রতিলিখন করে। প্রতিলিখন কে বলা হয় False recouction.

(৯৯) গ্রন্থপুট পাটা—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির সাইজ অনুযায়ী দুই প্রস্থ তক্তা উপর ও নীচে দিয়ে বেধে রাখা হত। পাণ্ডুলিপির কভার হিসাবে এই তক্তাকে বলা হয় গ্রন্থপট বা পাটা।

(১০০) গ্রন্থচ্ছদ বা গ্রন্থপট্ট—

পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিকে ধুলা-বালি থেকে রক্ষার জন্য লাল বা অন্য বা কোন রংঙের কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখা হত। পাণ্ডুলিপি রাখার এই বস্ত্রখণ্ডকে বলা হয় গ্রন্থচ্ছদ বা গ্রন্থপট্ট।

(১০১) লেতি—

গ্রহচ্ছদ ত্রিভুজ আকৃতি হত এবং অন্য যোগে এক গাছি লম্বা ফিতা থাকত। এই ফিতা দিয়ে পাণ্ডুলিপি পেঁচিয়ে বাঁধা হত। এই ফিতাকে বলা হয় লেতি।

(১০২) গ্রন্থসূত্র—

তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য গ্রন্থের মাঝামাঝি ছিদ্র করে সুতার সাহায্যে পত্রমালিকা প্রস্তুত করা হত। এই পত্রমালিকার নামই গ্রন্থসূত্র। বর্তমান গ্রন্থসূত্র শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহার হচ্ছে।

(১০৩) গায়েন—

গায়েন শব্দটির অর্থ গায়ক বা যাঁরা গান গেয়ে থাকেন। বিশেষ করে মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্য ও পাঁচালী ইত্যাদির কবিতাবলী যাঁরা আসরে গাইতেন, তাঁদেরকে গায়েন বলা হত। গান গাওয়ার সময় গায়েনরা বাদ্য-যন্ত্র ব্যবহার করতেন।

(১০৪) Radio Carbon Dati—

Redio Carbar data পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপির বয়সের হিসাব নিশ্চিত হওয়ার সম্ভব। সাধারণত কাঠের তৈরি জিনিসের বয়সের হিসাব এই পদ্ধতির মাধ্যমে জানা সম্ভব। বিশেষ করে যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি ভোজ পাতার লেখা, ভোজ গাছের বা ফলে তাল পাতায় তুলোট কাগজে গাছের চিকন এপাতার উপর লেখা- এগুলো সবকিছু উপাদান হচ্ছে উদ্ভিদ জাত। আই Rabio Carbon Text বিচার একটি পদ্ধতি এবং উন্নতর পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১০৫) Ultra Violet microscope—

Ultr viout microssepe-এর সাহায্যে পাণ্ডুলিপির পাতার অস্পষ্ট অংশগুলি স্পষ্ট করে তোলে। এই যন্ত্রের পাঠ যদি ভেপার ল্যাম্পের সহায়তায় অতি বেগুনী বিকিরণের মাধ্যমে দ্রষ্টব্য যন্ত্রকে আলোচিত করে তোলে। এই জাতীয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে পাণ্ডুলিপির পাতার বিশেষ অংশগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

(১০৬) জমিদারী সন—

বগুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে সহজভাবে এই জমিদারী সনের ব্যবহার ছিল। প্রতিটি সনের সঙ্গে ১০১ যোগ করলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়।

(১০৭) আমলী সন—

সাধারণত মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত আমলি সনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আম্‌লি সন বঙ্গাব্দ ও অভিন্ন সন। বঙ্গাঙ্গের সঙ্গে শব্দাব্দের পার্থক্য ৫১৫ বছর।

(১০৮) আবজাদ রীতির সন—

আরবি সন গণনার বর্ণমাত্রিক রীতিকে আবজাদ রীতি বলে। এই ধরনের রচনাকাল নির্দেশে আরবি শব্দ দিয়ে শ্লোক তৈরি করা হয় এবং আরবি বর্ণের মানগুলো যোগ করে হিজরি সন বের করা হয়। তার পরে বিশেষ রীতিতে হিসেবে করে খ্রীষ্টাব্দ বের করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(১০৯) বিভিন্ন অব্দকে খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করণ পদ্ধতি—

যীশু খ্রিষ্টের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিষ্টাব্দ চালু হয়নি। তাঁর জন্মের তিন বৎসর পর থেকে খ্রিষ্টাব্দ গণনা শুরু হয়। সুতরাং কোনো সনকে খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করতে হলে সেই সন যত খ্রিষ্টাব্দে চালু হয়েছে তত বৎসর তার সঙ্গে যোগ করতে হবে। যেমন শকাব্দ চালু হয় ৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। সুতরাং শকাব্দকে খ্রিষ্টাব্দ বানাতে হলে তার মধ্যে ৭৮ যোগ করতে হবে। একই ভাবে মঘী সন চালু হয় ৬৩৮ মতান্তরে ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অতএব যত মঘীসন হবে তার সাথে ৬৩৮/ ৬৩৯ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যাবে।

আবার কোনো সন যদি খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চালু হয়ে থাকে তা হলে তাকে খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করতে হলে যত খ্রিষ্টপূর্বে সেই সন চালু হয়েছিল। তত বৎসর উক্ত সন থেকে বিয়োগ করতে হবে। যেমন- সংবৎ চালু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে। তা হলে ১৫৪০ সং বৎ ৫৭- ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দ হবে।

হিজরি সনকে খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করতে গেলে একটু বিশেষ হিসাবের দরকার হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন ১৬ই জুলাই ৬ইং খ্রীষ্টাব্দ। হিজরি চন্দ্র বর্ষ বলে খ্রিষ্টাব্দের তুলনায় তা বৎসর ১১ দিন করে এদোয়। তাই যত হিজরি সন হবে প্রতি বৎসর ১১ দিন হিসাব ধরে বাদ দিতে হবে, এব পরে তার সঙ্গে ৬২২ মতান্তরে ৬২১ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যাবে। যেমন- ঢা বি পুঁথি - ২১৫ পৃ. ৪/খ

একে সুন মুসলমানি অঙ্কের কখন
এক সহস্র দুই মত আর গ্রহ সন

এতে ১০০ + ২০০ + গ্রহ- ১২০৯ হিজরি। একে খ্রিষ্টাব্দ করতে হলে এভাবে হিসাব করা যায়। ১২০৯ × ১১ দিন = ৩৬ বৎসর। এখন ১২০৯ - ৩৬ = ১১৭০ + ৬২২ = ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৬. ধু. এনামুল হক হিজরি সনকে খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করা আর একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন—

$$\text{হিজরি } \frac{\text{৩×হি.}}{\text{১০০}} + \text{৬২১} = \text{খ্রি.}$$

এই সূত্রে সনের ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়। মনে করা যাক ১০১৭ হিজরীকে খ্রিষ্টাব্দ করা যায়- তার উদাহরণ নিম্নরূপ :-

$$\text{১০১৭ হিজরী } \frac{\text{৩×১০০০ (ভগ্নাংশ ১৭ বাদ)}}{\text{১০০}} + \text{৬২১ হিজরী}$$

= ১০১৭ - ৩০ + ৬২১ = ১৬৩৮ - ৩০ = ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ।

এখানে বিভিন্ন সনকে খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হল :

শকাব্দ + ৭৮ = খ্রিষ্টাব্দ।
সংবৎ + ৫৭ = খ্রিষ্টাব্দ।
বঙ্গাব্দ + ৫৯৩ = খ্রিষ্টাব্দ।
মাঘিসন + ৬৩৮ = খ্রিষ্টাব্দ।
মল্লাব্দ + ৬৯৬ = খ্রিষ্টাব্দ।
ত্রিপুরাব্দ + ৫৯০ = খ্রিষ্টাব্দ।
লক্ষ্মনাব্দ + ১১১৮ = খ্রিষ্টাব্দ।
চৈতন্যাব্দ + ১৪৮৬ = খ্রিষ্টাব্দ।
দানিশাব্দ + ১১৭০ = খ্রিষ্টাব্দ।
নেপাল সংবৎ + ৮৮০ = খ্রিষ্টাব্দ।
জমিদারী সন + ৬৯৪ = খ্রিষ্টাব্দ।
গুপ্ত সং বৎ + ৩১৯ = খ্রিষ্টাব্দ।
ইলাহি সন + ১৫৫৫ = খ্রিষ্টাব্দ।
বিলায়তি সন + ৫৯২ = খ্রিষ্টাব্দ।
নসর ও শাহি সন + ১৫১৯ = খ্রিষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপিতে রচনাকাল দেওয়া সকাল ও তা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা খুব সমস্যার ব্যাপার। তাই এ ক্ষেত্রে ও সম্পাদককে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই কবির কাব্যের রচনাকাল নির্ধারণ করতে হয়।

(১১০) সমালোচনী উপকরণ (Apparatus criticus)—

একজন পাঠ-সম্পাদক রচয়িতার মূল পাঠ নির্ধারণে যে সকল তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন তাকে বলা হয় সমালোচনী উপকরণ বা পাঠ নির্ণায়ক তথ্য প্রমাণ। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। সৈয়দ মোহাম্মদ আকবরের জেবলমুলুক সামারোখ। কাব্যের একটি পুঁথিকে এরূপ পাঠ পাওয়া যায়।

"জতেক বৃত্তান্ত সব মালিনি কহিল
সিমাছল পর্বত জেন অঞ্চলে ভেজিল।"

এই পাঠের 'সিমাছল পর্বত' কথাটিকে সম্পাদক ইচ্ছে করলে 'হিমাচল পর্বত বলে সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু পাঠটি আরো নিশ্চিত ভাবে গ্রহণ করার জন্য তাকে আরো কিছু তথ্য প্রমাণ ঘাঁটতে হবে। তখন তিনি অন্যান্য পুথির পাঠ পরীক্ষা করবেন। দেখা যাবে এই পাঠের আরো কিছু পাঠান্তর রয়েছে।

(ক) কন্যার বৃত্তান্ত যত মালিনি কহিল
সিনাই পর্বতে যেন অনল লাগিল। (পৃ. ৭০ জেবলমুলুখ সমালোরোল)

(খ) জতেক বৃত্তান্ত সব মালিনি কহিল
সিমাইল বৃক্ষেতে জেন আনল ভেজিল। (কাবোমুপু নং - ১২৬)

এক্ষেত্রে পাঠ হবে। সিমাইল বৃক্ষেতে জেন আগুন ভেজিল' অর্থাৎ শিমুল গাছে যেন আগুন লাগল। এভাবে একাধিক পাঠান্তর পাঠ-নির্ণায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অনুবাদ হলে- মূল পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে মূল গ্রন্থই হবে সমালোচনার উপকরণ। বস্তুত বিভিন্ন পুথি অনুবাদ উদ্ধৃতি টীকা প্রভৃতি সমালোচনা উপকরণরূপে ব্যবহৃত হতে হবে।

(১১১) আরণ্যক—

কর্ম-বিষয়ক যাগ-যজ্ঞ এবং জ্ঞান বিষয়ক ব্রহ্মা সম্পর্কিত মিশ্র আলোচনা আরণ্যকে পরিদৃষ্ট হয়। গদ্য ও পদ্য দুইয়ের সংমিশ্রণে আরণ্যকে লিখিত। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী সময়টাই আরণ্যক কাল। অনেকে পৃথকভাবে আরণ্যককে স্বীকার করতে চান।

(১১২) সংহিতা—

সংহিতা অর্থ সংগ্রহ অর্থাৎ বেদমন্ত্রের সংগ্রহ। পৃথক পৃথক শ্রেণী বিন্যাসক্রমে বেদ মন্ত্র সমূহকে ঋক, সাম, যজু; এবং রে স্বতন্ত্রভাবে অথর্ব এই চার ভাগে সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থব সংহিতার মন্ত্র, ঋক ও যজু ঃ- র মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় বলে অনেকের কাছে অথর্বের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য নয়।

(১১৩) ব্রাহ্মণ—

বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা যে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার নাম ব্রাহ্মণ। যাগ-যজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে নিবন্ধ। ব্রাহ্মণ গদ্যাকারে লিখিত। প্রতি বেদেরই স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্য বেদের কর্মকাণ্ড নামে অভিহিত।

(১১৪) স্মৃতি—

স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র। স্মৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্মৃতি হয় তাহা। ব্যাপক অর্থে যা শ্রুতি নয়- তাই-ই স্মৃতি। স্মৃতি দুই প্রকার— (১) প্রাচীন স্মৃতি ও (২) নব্য স্মৃতি। সাধারণভাবে ধর্ম গুলিকে বিশেষত শ্লোকাকারে রচিত ধর্মশাস্ত্রগুলিকে প্রাচীন স্মৃতির পর্যায় ধরা হয়।এর টীকা, টিপ্পনী, ভাষা সংক্ষিপ্ত সার ও তাদের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধগুলিকে নব্যস্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের নিয়ম প্রণালী বিবিধ উপনয়ন। বিবাহযজ্ঞ শ্রাদ্ধ ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থা। ধর্মীয় বিভিন্ন অনুশাসন প্রণালী যজ্ঞবেদীর পরিমাপ, আকার ও নির্মাণপ্রণালী বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতি দেব-দেবী, ঘট, গৃহ প্রকৃতি স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ভুক্ত পাণ্ডুলিপি গুলিকে স্মৃতি বলে গণ্য করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(১১৫) পালাব্দ—

পালবংশীয় রাজাগণ কর্তৃক সন পালাব্দ নামে পরিচিত। এই বংশে একাধিক অব্দ প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এই কারণে তাদের কোন অব্দই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

(১১৬) চৈতন্যাব্দ—

বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারা প্রচলিত অব্দ চৈতন্যাব্দ নামে পরিচিত। চৈতন্যের অব্দকাল ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এই অব্দ চৈতন্যের জন্ম সময় থেকে গণিত হয়। চৈতন্যাব্দের সঙ্গে ১৪৮৫ যোগ দিলে পাওয়া যায় খ্রীষ্টাব্দ।

(১১৭) বিষ্ণুপুরি সন—

বঙ্গাব্দ থেকে ১০১ দিলে বিষ্ণুপুরি সন পাওয়া যায়। যেমন– ১২৪০ বঙ্গাব্দ ১০১= ১১৩৯ বিষ্ণুপুরি সন।

(১১৮) দানিশাব্দ—

বঙ্গাব্দ থেকে ১১৫৭ বাদ দিলে দানিশাব্দ পাওয়া যায়। যেমন- ১২৪৮ বঙ্গাব্দ - ১১৫৭ = ৯১ দানিশাব্দ। দানিশাব্দের সঙ্গে ১৭৫০ যোগ দিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন দানিশাব্দ ৯১ + ১৭৫০ = ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ।

(১১৯) নেপাল সংবৎ—

৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল সংবৎ প্রবর্তিত হয়েছে এহেতু নেপাল সংবৎ এর সঙ্গে ৮৮০ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া যায়। যেমন– নেপাল সংবৎ ৮০০ + ৮৮০ = ১৬ ৮০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ৮০০ নেপাল সংবৎ = ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২০) গুপ্ত সংবৎ—

গুপ্ত সংবতের সঙ্গে ৩১৯ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন- ১৪২৫ গুপ্ত সংবৎ + ৩১৯ = ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৪২৫ গুপ্ত সংবৎ = ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ।

(১২১) ইলাহী সন—

ইলাহী সনের সঙ্গে ১৫৫৫ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন - ৩২০ ইলাহী সন। ১৫৫৫ = ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ৩২০ ইলাহী সন = ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২২) বিলায়তী সন—

বিলায়তী সনের সঙ্গে ৫৯২ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন - ১২৪০ বিলায়েতী সন = ৫৯২ = ১৮৩২ খ্রী অর্থাৎ ১২৪০ বিলায়তী সন = ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২৩) উত্তরীফসলী সন—

উত্তর ফসলী সনের সঙ্গে ৫৯২ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন - ১২৮৬ উত্তরী ফসলী সন + ৫৯২ = ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থা ১২৮৬ উত্তরী ফসলী সন = ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২৪) দক্ষিণী ফসলী সন—

দক্ষিণী ফসলী সনের সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন - ১১৯৫ দক্ষিণী ফসলী সন + ৫৯০ = ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১১৯৫ দক্ষিণী ফসলী সন = ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২৫) শাহুর সন—

শাহুর সনের সঙ্গে ৫৯৯ যোগ করলে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টাব্দ। যেমন– ১১১০ শাহুর সন + ৫৯৯ = ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১০১০ শাহুর সন = ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২৬) হর্ষসংবৎ—

হর্ষ সংবতের সঙ্গে ৬০৬ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রীষ্টাব্দ। যেমন ৬৯৮ হর্ষ সংখ্যা + ৬০৬ = ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ ৬৯৮ হর্ষ সংবৎ = ১৩০৪ খ্রীষ্টাব॥

(১২৭) চালুক্য বিক্রম সংবৎ—

চালুক্য বিক্রাম সংবতের সঙ্গে ১০৭৫ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন- চালুক্য বিক্রম ৫২০ + ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ ৫২০ চালুক্য বিক্রম = ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২৮) বীর নির্বাণ সংবৎ—

বীর নির্বাণ সংবৎ থেকে ৫২৭ বিয়োগ দিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(১২৯) চৈত্রাদি বিভ্রাম সংবৎ—

চৈত্রাদি বিক্রম সংবৎ থেকে ৫৭ - ৫৬ বিয়োগ দিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

(১৩০) কলচুবি সংবৎ—

কলচুরি সংবৎ আরম্ভ হয় - ২৪৮ - ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। এহেতু কলচুরি সংবৎ এর সঙ্গে ২৪৮ - ৪৯ যোগ দিলে পাওয়া যায় খ্রীষ্টাব্দে।

(১৩১) ভাটিক সংবৎ—

ভাটিক সংবৎ প্রবতির্ত হয় ৬২৩ - ২৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ কারণে ভাটিক সংবৎ এর সঙ্গে ৬২৩ - ২৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ বের হয়।

(১৩২) কোল্লম সংবৎ—

৮২৪ - ২৫ খ্রীষ্টাব্দে কোল্লম সংবৎ আরম্ভ হয়। এহেতু কোলস সংবৎ এর মধ্যে ৮২৪ - ২৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

(১৩৩) নেবার সংবৎ—

নেবার সংবৎ প্রবর্তনের সময় ৮৭৮ - ৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। এ করণে নেবার সংবৎ এ রসঙ্গে ৮৭৮ - ৭৯ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রীষ্টাব্দ।

(১৩৪) সিংহ সংবৎ—

সিংহ সংবৎ শুরু হয় ১১১৩ - ১৪ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব সিংহ সংবৎ এর সঙ্গে ১১১৩ - ১৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় খ্রীষ্টাব্দে।

(১৩৫) রাজ্যাভিষেক সংবৎ—

এই সংবৎ প্রবতির্ত হয় ১৬৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ কারণে এই সংবৎ- এর সঙ্গে ১৬৭৩ - ৭৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া যাবে।

এ সব অব্দ পাণ্ডুলিপিতে দু' প্রকারে লেখা হত। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে গদ্যাকারে সহজ রূপেই লেখা হত। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে লেখা হত পদ্যা কারে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় শব্দে রচিত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে। শাস্ত্রীয় বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থ সম্পর্কে অবহিত না থাকলে এ সব পাণ্ডুলিপির কাল নির্ধারণ করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব। কেবল সময় নির্ধারণ নয় গ্রন্থের নাম, লেখক লিপিকারের নাম প্রভৃতিও লিখিত হত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে এবং সুকৌশল শব্দ প্রয়োগে। সুতরাং পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যেমন- (ক) নেত্রেন্দু সিন্দু স্থিতি শাক সঙ্গিতে
গ্রেহায়নীয়াগিত পঙ্কতৌ হরিম।
নেত্র = ৩, ইন্দু = ১, সিন্দু = ৭
স্থিতি = ১ = ১৭১৩ শকাব্দ।

(১৩৬) শাকেয়ন্দ্র শ্রুতিকুসুম লিটপাদ শীতার শু সংখ্যোনত্বা—

যত্নাদমল কমল প্রখ্যপাদং পুরারে।

রুন্দ্র = ০, শ্রুতি = ৪ কুসুম লিটপাদ = ৬ চন্দ্র = ১ = ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

(১৩৭) প্রাচীন গাণিতিক পরিভাষা—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিখিত- অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিতে গাণিতিক পরিভাষায় গাণিতিক সংখ্যাকে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে সেই ব্যবহৃত গাণিতিক পরিভাষা অচল। তাই তোই ব্যবহৃত গাণিতিক পরিভাষা জানা একান্ত আবশ্যক। একজন গবেষককে গাণিতিক পরিভাষা জানা প্রয়োজন তা না হলে তাঁর গবেষণা কর্ম ব্যাহত হবে।

(১৩৮) দিবির পতি (Re-writer)—

পাণ্ডুলিপি দেখে যারা প্রতিলিপি লিখত তাদেরকে লিপিকার বলা হয়। সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে লিপিকর দিবির পতি বলা হত। এঁরা ছিলেন পেশাজীবী লিপিকর।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩৯) তেরেট পাতা—

তালপাতার চেয়ে সইজে কিছু বড় হত। এই পাতায় লেখা হত পাণ্ডুলিপি এবং তা টেকসই হত। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় তেরেট পাতার লেখা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যযুগে এর ব্যবহার ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর" পাণ্ডুলিপিটি তেরেট পাতায় লেখা।

(১৪০) অটোগ্রাফ (Autogrop)—

কোন বিখ্যাত ব্যক্তির বা কবির স্বহস্তে লিখনকে অটোগ্রাফ বলা হয়। অটোগ্রাফ মানেই বিশদ লিখিত কিছু নয়। সামান্য লেখাকেই অটোগ্রাফ বলা হয়।

(১৪১) ক্যালিওগ্রাফি—

কোন বিখ্যাত কবি বা ব্যক্তির দু' চার লাইন লেখাকে ক্যালিওগ্রাফি বলা হয়। ক্যালিওগ্রাফির পরিধি খুব বেশি নয়।

(১৪২) Artistic odesign—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা তাদের লিখিত পাণ্ডুলিপির পঙ্ক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে কোন বর্ণ বা শব্দের বা প্যারার শুরুতে মধ্যখানে বা শেষে আবার কখনো দুই লাইনে মাঝখানে অকারণ রেফ ফলার ব্যবহার করতেন। শুধু মাত্র রেফ ফলা দিয়েই নয়- অনেক সময় প্রতীক দিয়েও সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন। এই সৌন্দর্য বৃদ্ধির অবলম্বন বা উপায়কে Artisitic Desiqn বলা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ড. আহমদ শরীফ ও ড. মুহম্মদ শাহাজান মিয়া Artistic Design কে ক্যালিগ্রাফি বলতে চেয়েছেন। ক্যালি ও গ্রাফি ও Artistic Design-এর মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। ক্যালিগ্রাফি মানে হাতের কিছু লেখা এবং Artistic Design মানে সৌন্দর্যবর্ধক - এই দুই কখনো এক হতে পারে না।

(১৪৩) Equivocal text—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা পাণ্ডুলিপিতে মাঝে মধ্যে এমন কিছু পাঠ পাওয়া যায় যা থেকে দু'রকমের অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। এ জাতীয় পাঠকেই Equivocal Text বা ধার্য পাঠ বলা হয়।

(১৪৪) বর্ণকৃচ্ছ্রতা—

পাণ্ডুলিপিতে সমধবনিজ বর্ণ গুলোর মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেমন– শ. ষ. স. ন-ন জ. য প্রভৃতি বর্ণের মধ্য থেকে পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপিতে ম, জ ও ন এর ব্যবহার ছিল পাতিত্ব মূলক সাতটি বর্ণের স্থলে তিনটি বর্ণ প্রয়োগের ফলে লিপি সৌকর্য বাড়ত, শ্রম ও সময় লাগত কম। তাতে পাণ্ডুলিপির বানান বৈষম্য সৃষ্টি হত, কিন্তু প্রসঙ্গ সূত্রে অর্থ অনুধাবন কষ্টকর হত না। যেমন- সেস, সমি, জেন, জম, জদি, রিন, বন বান ইত্যাদি।

(১৪৫) তালপাতা—

মধ্যযুগে তালপাতায় পাণ্ডুলিপি লেখা হত। তালপাতা অপেক্ষাকৃত টেকসই ছিল। অতি সহজে নষ্ট হত না। প্রথমে কাঁচা পাতা কেটে কাঁচা হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করা হত। পরে তা রোদে শুকিয়ে লেখা হত। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর রাজশাহী অঞ্চল থেকে অনেক তালপাতার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করা হয়েছে।

(১৪৬) ভোজপাতা/ভূর্জপত্র—

ভোজবৃক্ষ হচ্ছে এক প্রকার উদ্ভীদ গোষ্ঠীগত বৈজ্ঞানিক নাম BETULA UTILIS. এই উদ্ভিদ BETULACESE শ্রেণীর অন্তর্গত। কাশ্মীর এবং হিমলায় অঞ্চলে এর বিস্তার দেখা যায়। সিকিম আফগানিস্তান ও জাপানে এই গাছ জন্মে। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রে ঔষধের জন্য এর ব্যবহার হচ্ছে। এই গাছের পাতা ও বাকলে পাণ্ডুলিপি লেখা হত। এর বাকল অত্যন্ত নরম। স্কৃসংস্থতে একে সুচর্যা সৃদুচর্মা ও চর্মদ্রুষ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(১৪৭) তুলোট কাগজ—

ছেঁড়া কাপড়, ঘাস এবং কালিচুন একত্রে একটি পাত্রে কয়েকদিন জলে ভিঁজিয়ে রাখতে হয়। তারপর কাদা ধরণের হয়ে গেলে কাপড়ে ছেঁকে নিতে হয়- বার বার জলে ধুয়ে এতে চুনের ভান অনেকটা কমে যাবে। এর পরে মসলা বাটার মতো এই মাউকে পিষে নিতে হয়। থকথকে পেষাই করা মণ্ডকে আবার একটু

Dhaka University Institutional Repository

চিট মেশানো জলে গুলে পাতলা করে নিতে হবে। এই জলে হলুদও মেশানো হয়। এবার হাত খানেক লম্বা চওড়া কাঠের চৌকা ফ্রেমের সহায়তায় সমান মাপের মণ্ড নিয়ে তার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়। নীচে থাকে কাপড়। একটি দীর্ঘ কাপড়ে এভাবে পরপর অনেকগুলি পাতলা কাঁচা কাগজ আমসত্ত্বের মতো শুকাতে দেওয়া হত। অনেক সময় আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাপড়ের টুকরো ফ্রেমে লাগিয়ে জল ছেঁকে পৃথকভাবে শুকনো হত। অর্ধ শুষ্ক অবস্থায় এ গুলিতে বেলুন চালিয়ে উপর অংশ মসৃণ করা হয়। শুকিয়ে গেলে সযত্নে কাগজ কাপড় থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়। কাপড় উল্টিয়ে নিয়ে কাগজ ছাড়িয়ে নেওয়া এবং লেখার জন্য নির্দিষ্ট দিকটিকে মসৃণ নুড়ি পাথর দিয়ে ঘষে কাগজের সাহজ মত করা হত। কাগজগুলোর চারদিকের অসমান অংশ ধারালো দা-কাচি দিয়ে কেটে নেয়া হয়। তারপর দু'ভাঁজ করলেই মোটামুটি পাণ্ডুলিপি লেখার উপযোগী হয় এবং সে অবস্থায় উভয় পৃষ্ঠায় লেখা হত। অনেকে আবার দু'ভাজ করা কাগজ কেটে আলাদা করে লিখত। দু'ভাঁজ এবং এক ভাঁজ করা উভয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কুণ্ডলী পাণ্ডুলিপির পাশ্চাত্যদেশের বাবলা বা কাশীমূলত চিট দিয়ে বস্ত্রখণ্ড লাগানোর ব্যবস্থা ছিল- তবে তার সংখ্যা নিতান্ত কম।

(১৪৮) তক্তায় লেখা—

কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে পাণ্ডুলিপি তক্তায় লেখা হত। নিম জাতীয় বা মসৃণ জাতীয় কাঠ করাত দিয়ে ঘিয়ে ছেঁকে পাতলা করে তাতে প্রলেপ দেওয়া হত। যাতে কোন রকম পোকায় আক্রমণ করতে না পারে- তারপর তাতে পাণ্ডুলিপি লেখা হত। কুমিল্লা রামমালা রিসার্চ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সংস্কৃতে লেখা এরকম কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে।

(১৪৯) খাগের কাঠি—

কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে খাগ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ কেটে পরিমাণমত সাইজ করে তা পানিতে সিদ্ধ করে শুকিয়ে নেওয়া হত। এবং যাতে কোন প্রচার পোকায় আক্রমণ করতে না পারে। সেজন্যে তাতে প্রলেপ মেখে নেওয়া হত এবং পাণ্ডুলিপি লেখা হত। কুমিল্লা রামমালা রিসার্চ লাইব্রেরীতে মধ্যযুগের শক্তিশালী কবি আলাওলের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। প্রতিলিপিগুলো রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী।

(১৫০) হাড়—

কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে পাণ্ডুলিপি হাড়ে লেখা হত। বাংলাদেশে হাড়ে লেখা পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে আল কুরান নাজিল হওয়ার সময় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) হুকুমে নাযিলকৃত কোরানের আয়াত হাড়ে লেখা হয়েছে। আরব আমিরাতের জাদুঘরে হাড়ে লেখা আল-কুরানের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

(১৫১) চামড়ায় লেখা পাণ্ডুলিপি—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি চামড়ায় লেখা হত। বিশেষ করে হরিণ, খরগোস, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার চামড়ায় লেখা হত। বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থ গুলো চামড়ায় লিখে সংরক্ষিত করা হত। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের কিউরেটর ড. নলিনীকান্ত ভট্টাশালী চামড়ায় লিখিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি তা জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়নি। তা বস্তায় বন্দী হয়ে জাদুঘরের গোডাউনে পড়ে আছে। এ নিয়ে জাদুঘরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

(১৫২) যৌথ লিখন—

মধ্যযুগের অনেক পাণ্ডুলিপি দুই, তিন, চার পাঁচ জন লিপিকর দেখে প্রতিলিপি লিখেছেন। ফলে লিপিকরদের অভিজ্ঞতা ও মানস বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাতে বানানোর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত বা. এ. নং ২৮ রসূল বিজয় (খণ্ডিত) প্রতিলিপিটি ৬ (ছয়) জন লিপিকের লিখেছেন- এই লিখনকে যৌথ লিখন বলে।

(১৫৩) তওবা—

সমস্ত অনুতাপই তওবা নয়: বরং যে অনুতাপ এবং অনুশোচনায় ওযর নয়, নতি স্বীকার এবং সংশোধিত হবার চিন্তা থাকে সে অনুশোচনাকে তওবা বলে।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৪) কলমী পুথি—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিকে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার গ্রামের অর্ধশিক্ষিত-শিক্ষিত মানুষেরা কলমী পুথি নামে অভিহিত করে থাকেন।

(১৫৫) কাগজী পাড়া—

চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানার অন্তর্গত 'আহলাই' গ্রামে দেশীয় কাগজ তৈরি করা হত। এই জন্য 'আহলাই' গ্রামকে কাগজী পাড়া বলা হত। শেখ আমান আলী চৌধুরী তৎকালীন সরকারের কাগজ সরবরাহকারী একজন ঠিকাদার ছিলেন। তিনি কাগজ সরবরাহ করে প্রভূত লাভবান হয়েছিলেন। আহ্লাই গ্রামের চারপাশের গ্রামবাসীরা রাতে ঘুমাত পারত না। কারণ রাতে ছন, পাট, কচুরীপানা ইত্যাদি ঢেঁকিতে পাড় দিত। সেই পাড়ের শব্দে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত। কলের কাগজের প্রচলন হওয়ার পর কাগজী পাড়ার বিলুপ্তি ঘটে। বাংলাদেশের প্রায় জায়গায়ই আহলাই গ্রাম থেকে কাগজ সরবরাহ করা হয়।

বর্তমানে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় কয়েকটি পরিবারে খড়-কুটা, কচুরীপানা এবং নানা জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে ঘরে বসে রঙীন কাগজ বানাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে এসব আমার দেখা হয়েছে। হাতের তৈরি কাগজ অনেকটা মোটা হয় এবং বেশ ঠিকসই হয়। কোন রূপ রঙের পরিবর্তন হয় না।

(১৫৬) গঠনমূলক পদ্ধতি (Coustitutio method)—

যে কোন গ্রন্থ সম্পাদনা ফলে ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়। পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক গ্রন্থটি সম্পাদনের জন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত সম্পাদক বা সম্পাদকরা সম্পাদনার কাজ প্রায়ই শেষ করেন। ঠিক এই সময়ে তাঁদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত দায়িত্ব অবহেলায় কোন সম্পাদকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তৃতীয় সম্পাদক পূর্ববর্তী সম্পাদকের সম্পাদনাংশে কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করে বাকী কাজ সমাপ্ত করেন। এইরূপ সম্পাদিত গ্রন্থের পদ্ধতি হল Coustitutio methood.

এই পদ্ধতিতে সম্পাদনায় অনেক রকম ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এতে প্রয়োজন মাফিক টিকা-টিপ্পনী সাধারণত দেওয়া হয় না।

(১৫৭) উদীচ্য দেশ—

পাক-ভারতের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয় রক্ষা প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। কাশ্মীর হতে আসাম পর্যন্ত হিমালয় পর্বতমালা বিস্তৃত। হিমালয় পর্বত উত্তরে পাক-ভারতকে চীন হতে পৃথক করে তার সীমান্ত রক্ষা করেছে এবং উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান হতে ইরান ও রাশিয়াকে পৃথক করেছে। উত্তর পূর্বে হিমালয়ের শাখা পাক-ভারতকে ব্রহ্মদেশ ও তিব্বত হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। কাশ্মীর, নেপাল সিকিম, ভুটান প্রভৃতি জনপদগুলো হিমালয়ের অধিত্যকা প্রদেশের অর্ন্তভুক্ত। তাই এই অঞ্চলের জনপদগুলো হিমাচল প্রদেশ বা উদীচ্য দেশ নামে অভিহিত।

(১৫৮) উদীচ্য পাঠ—

কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহা-ভারত ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ। এই মহাভারত ভারতীয় উপমহাদেশের রাজণ্য বর্গের কীর্তিকলাপ বীরত্ব যুদ্ধবিগ্রহ সামাজিকতা, অর্থনীতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ স্থান পেয়েছে। এই প্রবণতার কারণে মহাভারতে হিমাচল প্রদেশগুলোর সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে পরিশীলিত হয়েছে। সে সকল বিষয় মহাভারতে গৃহীত হয়েছে। এই গৃহীত পাঠকেই বলা হয় উদীচ্য পাঠ। মহাভারত একক কবির রচনা নয়। কালক্রমে বহু প্রাদেশিক লোককবির কাহিনী মহাভারতে প্রবেশাধিকার পেয়ে মহাভারতের ন্যায় রূপলাভ করেছে। জৈমিনী রচিত মহাভারত তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১৫৯) প্রাচ্য দেশ—

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের অপরান্তবর্তী সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির নাম আর্যাবর্ত বা প্রাচ্য দেশ। এই প্রাচ্যদেশ সমূহ স্বভাবত শান্ত ধীর ও স্থির প্রকৃতির। উত্তরাপথের বা উদীচ্য দেশ সমূহের ন্যায় এই অঞ্চল বারবার বহিঃশত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬০) প্রাচ্য পাঠ—

কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারত ভারতের সম্পদ। কোন একক কবির রচনা নয় মহাভারত। যুগ যুগ ধরে বহু কবির রচনা যোগ হয়ে কলেরব বৃদ্ধি হয়েছে। তাই কোন একক কবি এককভাবে এটি রচনার দাবী করছে না। বহু কালের, বহু কবির কাহিনী মহাভারতে স্থান পেয়ে বিশাল কার ধারণ করেছে। যে সকল মহাভারতে সমতল ভূমির কবিদের রচনায় তাদের আচার ব্যবহার সামাজিকতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছে– সেই মহাভারতের পাঠকেই বলা হয় প্রাচ্য পাঠ। কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত এর উদাহরণ।

(১৬১) তোলা পাঠ—

পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপির কবি বা লিপিকর যখন ভুল করেন তা সংশোধন করার জন্য যে সমস্ত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে অভীষ্ট পাঠ নির্দেশ করেন– তাকেই বলা হয় তোলা পাঠ। পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপিতে সংশোধনের জন্যই তোলা পাঠ ব্যবহার হয়ে থাকে।

(১৬২) পট ও পটুয়া—

সংস্কৃত ভাষায় পট্ট বা পট বলতে বুঝায় কাপড়। প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লেখার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিত হত। পট বলতে বিশেষ করে সেই কাপড়টিকেই বুঝাত। কালক্রমে পটের শেষোক্ত অর্থ অধিকতর প্রচলিত ছিল। এজন্য *পটবার* বা *পট্টীকার* বলতে চিত্রকর সমস্তকে বুঝাত। পট শব্দের উত্তর 'উয়া' প্রত্যয় যোগে 'পটুয়া' শব্দের উৎপত্তি। পটুয়ারা নিজেদেরকে চিত্রকর জাতি বলে উল্লেখ করে থাকে।

(১৬৩) গণ-গীতি ও গণনৃত্য সমিতি—

গুরুসদয় দত্ত কালেক্টর থাকাকালীন ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মৈমনসিংহ জেলায় অবস্থানকালে গণ-গীতি ও গণ-নৃত্য সমিতি গঠন করেন। তিনি এই জেলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বাউল সঙ্গীত ও বাউল নৃত্য এবং মুসলমানদের মধ্যে জারি ও জারি নৃত্য প্রত্যক্ষ করেন। এই মূল্যবান গণ-সংস্কৃতির রক্ষণ ও পুনঃ প্রচলনের জন্য এই সমিতি গঠন করেন।

(১৬৪) বঙ্গীয় পল্লী সম্পদ রক্ষাসমিতি—

গুরুসদয় দত্ত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বীরভুম জেলার কালেক্টর হিসাবে বদলী হন। এখানে অবস্থান কালে পূর্ব-বঙ্গের সংস্কৃতির রূপরেখা দেখতে এবং একে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি গঠন করেন– বঙ্গীয় পল্লী সম্পদ রক্ষাসমিতি। তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর আনুকূল্যে সেই সমিতির ভবনে একটি 'গণ-শিল্প' প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ইতিহাসে এটিই প্রথম আয়োজিত "গণ-শিল্প প্রদর্শনীর বিবিধদ্ধ অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে বাংলার নিজস্ব আলপনা-শিল্প, কাঁথা শিল্প মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্য শিল্প প্রভৃতি নানা পল্লী-শিল্পের সঙ্গে পটুয়াদের অধিকার বহু সংখ্যক রঙিন চিত্রের দীর্ঘপট প্রদর্শিত হয়।

(১৬৫) বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়—

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর কৃষ্ণদাস গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য সিদ্ধ মুকুন্দদেব গোস্বামী হতে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। এই প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের দিগ্-দর্শন রূপে চারটি সহজিয়া গ্রন্থ রচিত হয়। এই চারখানি গ্রন্থের নাম নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলীতে এরূপ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

'আগমসার আগে হয় আনন্দ ভৈরব তারপর'
ইহার পর অমৃত রত্নাবলী জানিবে নির্ধার।
ইহার পর অমৃত রসাবলী রসের সমুদ্র।
এরূপ তরঙ্গে মগ্ন প্রজাপতি রুদ্র।

উক্ত বর্ণনা অনুসারে আগমসার প্রথম রচিত হয়। তারপর আনন্দ ভৈরব, তারপর অমৃত রত্নাবলী, অতঃপর অমৃত রসাবলী।

Dhaka University Institutional Repository

(১৭১) নাশখীলিপি–

সূলুসলিপির পর জনপ্রীয় ও ব্যবহারযোগ্য হচ্ছে নাশখীলিপি। দশম শতাব্দীতে ইবনে মুকলারের প্রচেষ্টায় এ লিপি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবনে বাওয়াব, লিয়াকুত আল মুস্তাসিমী, হাফিজ উসমান প্রমুখ ব্যক্তিরা একে কুরানের লিপি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই লিপির জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা।

নাশখীলিপির দশম শতাব্দীর পর লিপিকৃত কুরানের কপিসমূহ। এই লিপিতে অনুলিখিত কুরানের একটি কপি তুরস্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই লিপিতে বাংলা হরফে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি শেখ মুসলিম উদ্দিনের নিকট সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটির নাম ' শরাবান তহুরা ' ।

(১৭২) মুহাক্কাকলিপি–

মুহাক্কাক শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা। সূলুস ও নাশখীলিপি থেকে এ লিপির উদ্ভব। বাংলাদেশে এ লিপির ব্যবহার করা হয় সাধারণত তাবিজ লেখার কাজে।

(১৭৩) দিওয়ানীলিপি–

দিওয়ানী শাসনামলে এই লিপির উদ্ভব হয়। এ লিপিতে হরফগুলো পরস্পর মাত্রাতিরিক্ত জড়ানো থাকে। পনেরো শতকে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের আমলে ক্যালিগ্রাফার মুহম্মদ ইব্রাহীম এর আবিষ্কারক। এই লিপি হাফিজ ওসমানের হাতে শৈল্পিকরূপ লাভ করে। পরবর্তীতে শেখ হামিদুল্লাহ একে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করেন। এর ব্যবহার সাধারণত সরকারী অফিসে ও আদালতে হত। তাই এর অপর নাম হুমায়নিলিপি বা রাজকীয়লিপি। এই লিপিতে লেখা একটি কুরান শরীফের কপি লালবাগ দুর্গের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

(১৭৪) ইনস্টিটিউট অব রিপ্রোগ্রাফি–

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাসের প্রচেস্টায় সর্বপ্রথম ভারতে গড়ে উঠে ইনস্টিটিউট অব রিপ্রোগ্রাফি। শিল্পের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। গৌরাঙ্গসুন্দর দাস জিমারম্যান এবং রিপ্রোগ্রাফিক এর প্রয়াসে এর উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। দেশী মেশিনে, দেশী কাগজে মিনিটে ত্রিশ ফুট করে ছাপার ব্যবস্থা করেন গৌরাঙ্গসুন্দর ব্লু-ব্ল্যাক এবং ব্রাউন, তিন রঙেরই প্রিন্ট।

(১৭৫) ব্লু-প্রিন্ট–

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডের ভেনলো শহরে ড.কার্ল ও ড.লুইস ভ্যান্ডার গ্রিনটেন নতুন পদ্ধতিতে নকশার প্রতিলিপি তোলার মেশিন আবিষ্কার করে উৎপাদন শুরু করেন। এই মেশিনকে ব্লু-প্রিন্টার বলা হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস নামে এক বাঙ্গালী সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ব্লু-প্রিন্টারের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাগজ তৈরীর উৎপাদন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দাস ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন।

(১৭৬) সুলেখা কালি–

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে লেখাপড়ার কাজে গান্ধিজীর প্রচুর কালির প্রয়োজন হত। গান্ধিজী বিলেতী কালি ব্যবহার করতেন। দেশি প্রতিষ্ঠানের প্রান পুরুষ সতীশদাস গুপ্ত ও রাজশাহী কলেজের লেকচারার ননী গোপাল যে কালি তৈরী করেন–তারই নামই সুলেখা কালি। সুলেখা কালি উৎপাদন হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তারা ব্যারাকপুরে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ছোট্ট একটা কারখানা খোলেন। এখান থেকেই উৎপাদিত হয় সুলেখা কালি।

সুলেখা কালিই ভারতবর্ষের প্রথম ফাউন্টেন পেন কালি নয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীহিতেন নন্দী, শ্রীবরুন রায় এবং শ্রী শিশির সেন কাজল কালি উৎপাদন করেন। তাদের উৎপাদিত কালির মান খুব ভাল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬৬) কাগজী মহাল–

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার অর্ন্তগত আহলাই বা কাগজী মহাল বা কাগজা পাড়া অবস্থিত। এই পাড়া বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিব ঢেকিতে পাড় দিয়ে হাতে কাগজ তৈরী করা হত। সেক আমান আলী চৌধুরী সরকারকে কাগজ সরবরাহের ঠিকাদার ছিলেন। তাকে কাগজী মহল বা আহলাই ইজারা দেয়া হয়েছিল। চট্টগ্রামের ও তাদের আশেপাশের রাজ–রাজারা চৌধুরী আমান আলীর কাছ থেকে কাগজ নিতেন। ফলে তিনি উত্তোরত্তর বিপুল ধন–সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। বরিশাল জেলার আগৈলঝারা উপজেলায় কাগজীপাড়া রয়েছে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদ দিয়ে রঙীন কাগজ তৈরী করত।

(১৬৭) ক্যালিগ্রাফী–

মানুষ সৌন্দর্য পিয়াসী। তাই ভাব, ভাষা ও লিপিকে সহজবোধ্য, সুন্দর এবং মনোরম করে তোলার জন্য মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করেছে। মনোমুগ্ধকর লিপিগুলো কালক্রমে লিপিকলায় রূপান্তরিত লাভ করেছে। ক্যালিগ্রাফী বলতে আমরা লিপিকলাকে বুঝে থাকি। শব্দটি গ্রীক থেকে এসেছে। গ্রীক শব্দ ক্যালোস অর্থ হচ্ছে সুন্দর ও চমৎকার। আর গ্রেফাইন অর্থ হচ্ছে লেখা। এ দুটো শব্দ থেকে হয়েছে ক্যালিগ্রাফী। তাই সুন্দর হাতের লেখাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফী। শিল্পকলায় একে লিখন শিল্প হিসাবে বিবেচিত করে আসছে।

(১৬৮) সীনি স্ক্রীপ্ট–

বাংলাদেশের সরকারী কাগজ-পত্রে, দাওয়াতনামায়, প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রির বাণী সম্বলিত পত্রে যে ক্যালিগ্রাফী স্ক্রীপ্টে বিসমিল্লাহ লেখা হয় তা তুরস্কের আহমদ কারাহ্ হিশারী কর্তৃক লিখিত তাওকি স্ক্রীপ্টের নান্দনিক রূপ। ১১শতাব্দীতে চীনা ও মুসলিম ক্যালিগ্রাফারগণ তাঁদের স্ব স্ব লিপির সমন্বয় ঘটান। এ ধরনের স্ক্রীপ্টকে সীনিস্ক্রীপ্ট বলা হয়।

(১৬৯) কুফিলিপি–

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহুল ব্যবহৃত লিপি হচ্ছে কুফিলিপি। ইরাকের প্রাচীন ব্যাববিলন নগরীকে কেন্দ্র করে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরীর গোড়াপত্তন হয়। 'তাকাওউফ' ছিল কুফা নগরীর বিশ্রামস্থল। পূর্বে এ স্থানটি কাফেলাদের বিশ্রামস্থল হিসাবে বিখ্যাত ছিল। ফলে এখানে আরবী লিপি চর্চারকেন্দ্র রূপে পরিচিত হয়ে উঠে। হযরত আলী (রাঃ) কুফা নগরীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন। হযরত আলী (রঃ) একজন লিপিকর ও ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। কুফিলিপি উন্নয়নে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি আরবী ও কুফিলিপির নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন করতেন। এভাবে তিনি কুফিলিপিতে নতুনত্ব আনয়ন করেন। এই কুফিলিপি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে (ওয়েস্টার্নলিপি, মাগরীবিলিপি, আন্দালুসিয়ান লিপি, ইষ্টার্নলিপি) পরিচিত।

(১৭০) সূলুস লিপি –

সূলুসলিপিকে বলা হয় সুলতানুল খুতুত বা উম্মুল খুতুত। অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফিক লিপি সমূহের বাদশাহ বা লিপিসমূহের জননী। ক্যালিগ্রাফির ওস্তাদগণ এ লিপিকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর ছন্দময় গতি ও হরফের আকৃতিগত সৌন্দর্য অন্যসব লিপি থেকে একে পৃথক করেছে। এ লিপিটি আয়ত্ব করতে পারলে অন্য লিপিগুলো সহজে আয়ত্ব করা যায়। সূলুসলিপি দু'প্রকারের হতে পারে– ছকিল ও খফিফ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সূলুসলিপিতে লিখিত বাংলা পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সূলুস (ছকিল ও খফিফ), বাংলা একাডেমীতে সূলুস লিপিতে লিখিত পাণ্ডুলিপি বা প্রতিলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

- ড -

(১) ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত দ্বারিকদাস বিরচিত-মনসামঙ্গল-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

(২) ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত-সেক শুভোদয়া-কলকাতা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ।

(৩) ড. সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত-শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত- কলকাতা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

(৪) ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত-চৈতন্যচরিতামৃত-দিল্লী ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

(৫) ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি বিষ্ণুপাল প্রণীত-মনসামঙ্গল-এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।

(৬) ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত-চর্যাগীতি পদাবলী- কলকাতা ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ।

(৭) ড.সুকুমার সেন সম্পাদিত কবি কঙ্কন বিরচিত-চণ্ডীমঙ্গল-সাহিত্য অকাডেমী নিউ দিল্লী ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

(৮) ড. সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)- কলকাতা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ (৭তম সংস্করণ)।

(৯) ড. সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)- কলকাতা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ (৪র্থ সংস্করণ)।

(১০) ড. সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)- কলকাতা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

(১১) ড. সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)- কলকাতা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ ।

(১২) ড. সুকুমার সেন -ইসলামী বাংলা সাহিত্য - কলকাতা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

(১৩) ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় – origin and development of the bengali lengue-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪) ড. জীবেন্দু রায় সম্পাদিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত- চৈতন্যচরিতামৃত-কলকাতা ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

(১৫) ড. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত-কবি কঙ্কণ চণ্ডী- কলকাতা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

(১৬) ড. তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পাদিত কবি নারায়ণ দেব প্রণীত-পদ্মাপুরাণ-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।

(১৭) ড. চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদিত কবি বড়ুচণ্ডীদাস প্রণীত-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশী খণ্ড) কলকাতা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।

(১৮) ড. চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদিত কবি বড়ুচণ্ডীদাস প্রণীত-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (রাধা বিরহ খণ্ড)-কলকাতা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

(১৯) ড. কল্পনা ভৌমিক সম্পাদিত কবি পরমেশ্বর বিরচিত-কবীন্দ্র মহাভারত (১ম ও ২য় খণ্ড)-বাংলা একাডেমী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

(২০) ড. কল্পনা ভৌমিক -পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা- বাংলা একাডেমী ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

(২১) ড. অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত - বাল্মীকি রামায়ণ-৫৬ ধর্মতলা, কলকাতা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

(২২) ড. অলোক কুমার সেন সম্পাদিত-উপনিষদ সমগ্র- কলকাতা , ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(২৩) ড. নিরঞ্জন মিশ্র সম্পাদিত– কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গোৎসবপদ্ধতি–মহিষাদল, মেদিনীপুর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।

(২৪) ড. দীপকচন্দ্র মহাপাত্র সম্পাদিত কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত–হরিবংশ –কলকাতা ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

(২৫) ড. পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত কবি অভিরাম দাস বিরচিত–গোবিন্দবিজয়– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

(২৬) ড. মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত কবি সঞ্জয় বিরচিত–মহাভারত–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

(২৭) ড. সুমঙ্গল রানা সম্পাদিত– চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা–কলকাতা ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

(২৮) ড. সৌমেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত– চর্যাগীতিকোষ–কলকাতা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

(২৯) ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত–চর্যাগীতি–বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ–কলকাতা ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

(৩০) ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত কবি রামদেব প্রণীত–অভয়া মঙ্গল–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

(৩১) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য –বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস–কলকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

(৩২) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য –বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস– কলকাতা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

(৩৩) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য– ঐ (৭ম সংস্করণ) – কলকাতা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

(৩৪) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য – ঐ (প্রথম সংস্করণ) – কলকাতা ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

(৩৫) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য – ঐ (দ্বাদশ সংস্করণ) – কলকাতা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৩৬) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য – ঐ – কলকাতা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

(৩৭) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় –বাংলা সহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।

(৩৮) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় –বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৩৯) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় –বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।

(৪০) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় –বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) কলকাতা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

(৪১) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার –বাংলাদেশের ইতিহাস–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

(৪২) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার–বঙ্গীয় কূলশাস্ত্র – কলকাতা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৩) ড. মনমোহন ঘোষ –বাংলা সাহিত্য–কলকাতা ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৪) ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়– বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আদি, মধ্য ওআধুনিক যুগ) –কলকাতা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

- হ -

(৪১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত –হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

(৪২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত কাশীরাম দাস বিরচিত–মহাভারত (আদিপর্ব)–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৯২৮বঙ্গাব্দ।

(৪৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত–দোহাকোষ–কলকাতা ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৪) হরপ্রসাদশাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কবি মানিকরাম প্রণীত–শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩১২বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(৪৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী – রচনাবলী – কলকাতা ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৬) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী– রচনাবলী – কলকাতা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৭) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী– রচনাবলী – কলকাতা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৮) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী– রচনাবলী – কলকাতা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৯) হরেকৃষ্ণ ও শ্রীসুবোধচন্দ্র সম্পাদিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত-শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত–কলকাতা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

(৫০) হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রূপ গোস্বামী প্রণীত–উজ্জল নীলমনি–কলকাতা ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

(৫১) হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত–অসামীয় সাহিত্যের চানক্য–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ।

(৫২) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি প্রণীত–কতগুলো পদ– কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

(৫৩) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত–বৈষ্ণব পদাবলী–সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

(৫৪) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত–দাশরথি রায়ের পাঁচালী–কলকাতা ১৩০৯ বঙ্গাব্দ।

(৫৫) হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত–দাশরথি রায়েরপাঁচালী–কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

(৫৬) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত-রামায়ণ(অযোধ্যঅ কাণ্ড)–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

(৫৭) হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত শ্রীধর স্বামী প্রণীত–শ্রীশ্রীরাম পঞ্চাধ্যায়ী–৭৭নং বাগুইআটি রোড, কলকাতা ৭৭৬ চৈতন্যাব্দ।

(৫৮) হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত– উপনিষদাবলী (ষোড়শ খণ্ড)–কলকাতা ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

(৫৯) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত–চণ্ডীদাস পদাবলী–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

(৬০) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বড়ুচণ্ডীদাস প্রণীত–শ্রীকৃষ্ণকীর্তন–কলকাতা।

– দ /ধ –

(৬১) দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত–বৈষ্ণব পদাবলী–১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

(৬২) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত–কৃষ্ণরাম গ্রন্থাবলী–কলকাতা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

(৬৩) দীনেশচন্দ্র সেন – প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান–ঢাকা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

(৬৪) দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেষ বসু সম্পাদিত –কবিকঙ্কণ চণ্ডী ১ম ভাগ–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৬৫) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত–রামায়ণ–কলকাতা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৬৬) দীনেশচন্দ্র সেন –বঙ্গভাষা ও সাহিত্য–

(৬৭) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত – মৈমনসিংহ গীতিকা–ঢাকা ।

(৬৮) দীনেশচন্দ্র সেন –বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়–

(৬৯) ধীরানন্দ ঠাকুর সম্পাদিত কবি জগানন্দ রচিত – পদাবলী –কলকাতা ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

(৭০) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত দামিনী প্রণীত–পাণ্ডুলিপি–কলকাতা ১৯২৪-২৬.

(৭১) দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত–পদ্মাবতী (১ম খণ্ড)–পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭২) দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত–পদ্মাবতী (২য় খণ্ড)–পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
(৭৩) দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত –ব্রজরায়ের পাঁচালী –কলকাতা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।
(৭৪) দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বিরচিত– শ্রীশ্রীভক্তমাল–কলকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
(৭৫) দীনেশচন্দ্র সেন–পূর্ববঙ্গ গীতিকা (চতুর্থ সংস্করণ), দ্বিতীয় সংখ্যা–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।
(৭৬) দীনেশচন্দ্র সেন –পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড –কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।
(৭৭) দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ –প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস –কলকাতা কলকাতা ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।
(৭৮) দুর্গাদাস লাহিরী – পৃথিবীর ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড – হাওড়া ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।
(৭৯) দুর্গাদাস লাগিড়ী – পৃথিবীর ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড – হাওড়া ১৩২৫বঙ্গাব্দ।
(৮০) দুর্গাদাস লাহিড়ী – পৃথিবীর ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড – হাওড়া ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।
(৮১) দুর্গাদাস লাহিড়ী – পৃথিবীর ইতিহাস সপ্তম খণ্ড – হাওড়া ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।
(৮২) দুর্গাদাস লাহিড়ী – পৃথিবীর ইতিহাস অষ্টম খণ্ড – হাওড়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।
(৮৩) ধর্মদাস বৈদ্য বিরচিত – আদ্যমঙ্গল–কলকাতা ===

- ন -

(৮৪) নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত রামাই পণ্ডিত বিরচিত– শূন্যপুরাণ–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
(৮৫) নবীনচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত–শীপদামৃতমাধুরী (তৃতীয় খণ্ড)– কলকাতা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৮৬) নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত–শ্রীপদামৃতমাধুরী (প্রথম খণ্ড) – কলকাতা।
(৮৭) নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত–শ্রীপদামৃতমাধুরী (দ্বিতীয় খণ্ড)–কলকাতা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
(৮৮) নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত–শ্রীপদামৃতমাধুরী (চতুর্থ খণ্ড)–কলকাতা।
(৮৯) নলিনীনাথ গুপ্ত সম্পাদিত কবি পরশুরাম বিরচিত–কৃষ্ণমঙ্গল–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৯০) নীলরতন সেন সম্পাদিত–চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয়–কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।
(৯১) নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি ভবানী দাস বিরচিত–ময়নামতীর গান– ঢাকা ১৩২১ বঙ্গাব্দ।
(৯২) নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেন বিরচিত– মীনচেতন– ঢাকা ১৩২২ বঙ্গাব্দ।
(৯৩) নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত– রামায়ণ–ঢাকা।
(৯৪) নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত – শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী –ঢাকা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।
(৯৫) নবীনকৃষ্ণ সম্পাদিত নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত - প্রেমভক্তিরত্নাকর–কলকাতা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।
(৯৬) নির্মলেন্দু খাসনবীশ সম্পাদিত শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রণীত–কচড়া–কলকাতা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।
(৯৭) নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত কবি রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী বিরচিত - গোসানীমঙ্গল– কলকাতা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(৯৮) নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী – বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ খণ্ড (তৃতীয় ভাগ)–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

(৯৯) নীহাররঞ্জন রায় – বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) –কলকাতা ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

(১০০) নীলমনি চক্রবর্তী – কবিকঙ্কণ চণ্ডী সুকবির মুকুন্দরাম চক্রবর্তী–কলকাতা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ।

(১০১) নলিনীমোহন স্যানাল–ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

(১০২) নারায়ন – বিশ্ব ইতিহাস – কলকাতা।

- স -

(১০৩) সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত দ্বিজ মাধব রচিত–মঙ্গলচণ্ডীর গীত – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

(১০৪) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত কবি ভবানন্দ বিরচিত – হরিবংশ–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

(১০৫) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত – শ্রীশ্রীকল্পতরু(দ্বিতীয় খণ্ড)–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

(১০৬) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত বৈষ্ণব দাস সঙ্কলিত– শ্রীশ্রীপদকল্পতরু(চর্তুথ খণ্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

(১০৭) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত– শ্রীশ্রীপদকল্পতরু(১ম খণ্ড)– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

(১০৮) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত –শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৫ম খণ্ড)–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

(১০৯) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত–শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (তৃতীয় খণ্ড)– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ৩৩০ বঙ্গাব্দ।

(১১০) সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত–পদরত্নাবলী–সাহজাদপুর পাবনা, বাংলাদেশ।

(১১১) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত–মহাভারত– বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

(১১২) সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদিত কবি লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত –শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল–নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ ৪৪৩ গৌরাব্দ।

(১১৩) সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত-কৃষ্ণরাম গ্রন্থাবলী– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।

(১১৪) সুধীরচন্দ্র রায় ও অর্পনা দেবী সম্পাদিত কবি পরশুরাম বিরচিত –কীর্ত্তনপদাবলী– কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

(১১৫) সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কাশীরাম দাস বিরচিত–মহাভারত(অষ্টাদশ পর্ব)–কলকাতা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।

(১১৬) সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কৃত্তিবাস বিরচিত-রামায়ণ–কলকাতা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

(১১৭) সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস প্রণীত–রামায়ণ–করকাতা ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

(১১৮) সুখময় ভট্টাচার্য সম্পাদিত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – মহাভারত (১ম পর্ব)–কলকাতা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

(১১৯) সত্যব্রত দে সম্পাদিত – চর্যাগীতি –বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

(১২০) সতেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি দৌলৎ কাজী বিরচিত–সতীময়না লোরচন্দ্রানী–সাহিত্য প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, শান্তিনিকেতন-বীরভূম।

Dhaka University Institutional Repository

(১২১) সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম বিরচিত – রায়মঙ্গল–বর্ধমান সাহিত্য সভা, পশ্চিম বঙ্গ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ।

(১২২) সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসিংহ সম্পাদিত কবিচন্দ্র মুকুন্দ বিরচিত–বাসুলীমঙ্গল–কলকাতা।

(১২৩) সুশীল কুমার দে – ভারতকোষ প্রথম খণ্ড–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

(১২৪) সুশীল কুমার দে – ভারতকোষ দ্বিতীয় খণ্ড–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

(১২৫) সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় – বাংলা সাহিত্যের দুশো বছর; স্বাধীন সুলতানদের আমল –কলকাতা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।

(১২৬) সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় –পুরাতন সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম – ঢাকা ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

- শ -

(১২৭) শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত দুর্লভ মল্লিক বিরচিত–গোবিন্দচন্দ্রের গীত–কলকাতা।

(১২৮) শিশির কুমার সেন সম্পাদিত – মহাভারতের মূলকাহিনী ও বিবিধপ্রসঙ্গ– কলকাতা ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

(১২৯) শ্রীমতি শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত – ঋগবেদভাষ্যোপক্রমনিকা–কলকাতা ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

(১৩০) শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি রত্নেশ্বর বিরচিত–পুরোহিতদর্পন– কলকাতা ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

(১৩১) শিশির কুমার নিয়োগী সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস প্রণীত– রামায়ণ – কলকাতা ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ।

(১৩২) শ্যামলাল গোস্বামী ও কালিদাস নাথ সম্পাদিত কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত –শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত (চতুর্থ সংস্করণ)–কলকাতা ৪৪০ গৌরাব্দ।

(১৩৩) শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ রচিত – ক্রিয়াযোগসার–কোচবিহার ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

(১৩৪) শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত–মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী (প্রথম সংস্করণ) – কোচবিহার, ভারত ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

(১৩৫) শঙ্করী প্রসাদ বসু সম্পাদিত –কবি ভারতচন্দ্র - কলকাতা ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

- ব -

(১৩৬) বসুজা মহাশয় সম্পাদিত – ধর্ম্মপুরাণ বা শূন্যপুরাণ–কলকাতা।

(১৩৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র বিরচিত– অন্নদামঙ্গল ১ম ভাগ –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।

(১৩৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত – ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ) – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

(১৩৯) বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই সম্পাদিত কবি লোচন দাস বিরচিত –চৈতন্যমঙ্গল–কলকাতা ২০০০খ্রিস্টাব্দ।

(১৪০) বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত–ধর্ম্মমঙ্গল–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪১) বলাই চাঁদ গোস্বামী সম্পাদিত কষ্ণদাস বিরচিত –শ্রীশ্রীভক্তমাল – কলকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

(১৪২) বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিরচিত–শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী –কলকাতা ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৩) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি রামদাস আদক বিরচিত – অনাদিমঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মপুরাণ –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

(১৪৪) বিমান বিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জয়ানন্দ বিরচিত– চৈতন্যমঙ্গল –দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪৫) ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত – শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা ও মধ্যলীলা)– কলকাতা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪৬) বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত – পাঁচশত বৎসরের পদাবলী – কলকাতা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

(১৪৭) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত –শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

(১৪৮) বিজন বিহারী গোস্বামী সম্পাদিত কবি বশিষ্ঠ বিরচিত – শ্রীসাম্বপুরাণ –কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

(১৪৯) বেনীমাধব শীল সম্পাদিত মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত –শ্রীমদ্ভাগবত–কলকাতা ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

(১৫০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত–ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (তৃতীয় সংস্করণ) –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

(১৫১) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি ময়ুরভট্ট বিরচিত– শ্রীধর্ম্মপুরাণ –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

(১৫২) ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত কবি ভবানী প্রসাদ রায় বিরচিত–দুর্গামঙ্গল – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

(১৫৩) ব্রজচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত – গোসানীমঙ্গল –কলকাতা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

(১৫৪) বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত – গোপীচন্দ্রেরগান–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৪ বঙ্গাব্দ।

(১৫৫) ভক্তি মাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি রামাই পণ্ডিত প্রণীত –শূন্যপুরাণ–কলকাতা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

(১৫৬) ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বল্লাল সেন বিরচিত –ধ্যান সাগর – এশিয়াটিক সোসাইটি,কলকাতা ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ।

- ম -

(১৫৭) মৃনালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত কবি লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত –শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল –কলকাতা ৪৪৪ গৌরাব্দ।

(১৫৮) মৃনালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত কবি মনোহর দাস প্রণীত –অনুরাগপল্লী–কলকাতা ৪৪ গৌরাব্দ।

(১৫৯) মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত –সহজিয়া সাহিত্য –কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।

(১৬০) মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – শ্রীমদ্ভাগবত(দশম স্কন্দ)– কলকাতা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

(১৬১) মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – শ্রীমদ্ভাগবত(তৃতীয় খণ্ড)–কলকাতা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

(১৬২) মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – শ্রীমদ্ভাগবত (চতুর্থ খণ্ড)– কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

- জ/য -

(১৬৩) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত – মনসামঙ্গল – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ।

(১৬৪) যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য–বাংলাপুথির তালিকা (১ম খণ্ড)– এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

(১৬৫) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত –রামায়ণ – শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, কলকাতা ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ।

(১৬৬) জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদিত গোস্বামী তুলসী দাস বিরচিত –রামচরিত মানস ও দোহাকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)–কলকাতা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

(১৬৭) জগদ্দীশচন্দ্র তর্কতীর্থ সম্পাদিত – বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরণোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতি – কলকাতা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

(১৬৮) জনৈক বিখ্যাত সাহিত্যসেবী সম্পাদিত কবি কৃত্তিবাস বিরচিত – রামায়ণ (তৃতীয় সংস্করণ) – কলকাতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

(১৬৯) জগদানন্দ সম্পাদিত – শ্রীভগবদগীতা –কলকাতা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

- প -

(১৭০) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত – শিবায়ণ-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১২৩০ বঙ্গাব্দ।

(১৭১) পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত কবি হরিদেব বিরচিত –শীতলামঙ্গল – কলকাতা।

(১৭২) পঞ্চানন সরকার সম্পাদিত কবি কমললোচন প্রণীত – চণ্ডীকাবিজয়া – রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ, বাংলাদেশ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

(১৭৩) প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কালীপদ সিংহ সম্পাদিত কবি ঘনরাম বিরচিত–ধর্ম্মমঙ্গল–বর্ধমান সাহিত্য সভা, পশ্চিমবঙ্গ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

(১৭৪) পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ফয়জুল্লাহ বিরচিত – গোর্খ বিজয়–কলকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

(১৭৫) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত – মনুসংহিতা – কলকাতা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

(১৭৬) পঞ্চানন তর্করিত্ন সম্পাদিত কবি বাল্মীকি বিরচিত – রামায়ণ(চতুর্থ সংস্করণ)– কলকাতা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

(১৭৭) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত – দেবী ভাগবত – কলকাতা ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

(১৭৮) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রী মন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত –বিষ্ণুপুরাণ–কলকাতা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

(১৭৯) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত – বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (প্রথম সংস্করণ) – কলকাতা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

(১৮০) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত–শ্রীমহাভাগবত – কলকাতা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

(১৮১) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত–মার্কেণ্ডয়পুরাণ – কলকাতা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

(১৮২) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাদ প্রণীত–কুর্ম্মপুরাণ – কলকাতা ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

(১৮৩) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত–শিবপুরাণ–কলকাতা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৪) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত–ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণ – কলকাতা ১৩৯১ বঙ্গাব্দ।

(১৮৫) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত –বৃহন্নারদীয়পুরাণ –কলকাতা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

(১৮৬) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত–অগ্নিপুরাণ–কলকাতা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

(১৮৭) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত–ব্রহ্মপুরাণ – কলকাতা ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

(১৮৮) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত-বামনপুরাণ – কলকাতা ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

(১৮৯) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত-বায়ুপুরাণ – কলকাতা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

(১৯০) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত-বরাহপুরাণ – কলকাতা ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

(১৯১) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত–ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ – কলকাতা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

(১৯২) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত–দেবীপুরাণ – কলকাতা ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

(১৯৩) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বিরচিত–মৎস্যপুরাণ-কলকাতা ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

(১৯৪) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – কালিকাপুরাণ– কলকাতা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

(১৯৫) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – গড়ুরপুরাণ– কলকাতা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

(১৯৬) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত-স্কন্দপুরাণ– (প্রথম ভাগ)– কলকাতা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

(১৯৭) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – স্কন্দপুরাণ (দ্বিতীয় ভাগ)– কলকাতা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

(১৯৮) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – স্কন্দপুরাণ(তৃতীয় ভাগ)– কলকাতা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

(১৯৯) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত– স্কন্দপুরাণ(চতুর্থ ভাগ)-কলকাতা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

(২০০) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদ্ব্রাস বিরচিত – স্কন্দপুরাণ (পঞ্চম ভাগ)– কলকাতা ১৩৯৭বঙ্গাব্দ।

(২০১) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – স্কন্দপুরাণ (ষষ্ট ভাগ)– কলকাতা ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

(২০২) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – স্কন্দপুরাণ (সপ্তম ভাগ)– কলকাতা ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

(২০৩) পঞ্চানন তকৃরত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত – পদ্ম-পুরাণ(পাতাল খণ্ড)– কলকাতা ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

(২০৪) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত–পদ্ম-পুরাণ (ভূমি খণ্ড)– কলকাতা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(২০৫) পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বিরচিত –পদ্ম-পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড)–কলকাতা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

(২০৬) পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত – শ্রীধর্ম্মমঙ্গল – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।

(২০৭) প্রানকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত – শ্রীশ্রীচণ্ডী–ঢাকা।

- র/ল -

(২০৮) রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত কবি ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত–মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

(২০৯) রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত কবি জীবগোস্বামীপাদ বিরচিত–সর্ব্বসম্বাদিনী– কলকাতা ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

(২১০) রামকমল সিংহ সম্পাদিত কবি রামলোচন দাস বিরচিত– শ্রীকল্কিপুরাণ –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

(২১১) রাধানাথ বনবাসী সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত –শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত – কলকাতা।

(২১২) রাধাগোবিন্দ দাস সম্পাদিত – শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত–কলকাতা।

(২১৩) রামচন্দ্র কাব্যবেদান্ত তীর্থ সম্পাদিত হলায়ুধ মিশ্র বিরচিত – সেক শুভোদয়া –কলকাতা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

(২১৪) রাহুল সাংকৃত্যায়ণ সম্পাদিত – দোহাকোষ – কলকাতা।

(২১৫) রাখাল দাস –বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ)–কলকাতা ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

(২১৬) রণজিৎ কুমার সেন – বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য (১ম সংস্করণ) কলকাতা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

(২১৭) লালা জয়নারায়ণ– হরিলীলা –কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ।

- অ/আ -

(২১৮) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত– শ্রীকৃষ্ণবিলাস –কলকাতা ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

(২১৯) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত –পরামৃতওচৈতন্যচরিতামৃত– কলকাতা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

(২২০) অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীযুক্ত কবিরাজ রচিত – শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত – কলকাতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

(২২১) অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত – চণ্ডীদাস – কলকাতা।

(২২২) অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত – মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়) – কলকাতা ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

(২২৩) অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মনেষচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত – উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)– কলকাতা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

(২২৪) অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসকৃত–শ্রীশ্রীচণ্ডী – কলকাতা ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(২২৫) অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি রামপ্রসাদ প্রণীত –খণ্ড কবিতাবলী – কলকাতা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ।

- ই/ঈ -

(২২৬) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত কবি ভারতচন্দ্র বিরচিত – অন্নদামঙ্গল – কলকাতা ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

- ক -

(২২৭) কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত – মহাভারত(১ম খণ্ড)– কলকাতা ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ।
(২২৮) কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত – মহাভারত (২য় খণ্ড)– কলকাতা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।
(২২৯) কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত – মহাভারত (৩য় খণ্ড)– কলকাতা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।
(২৩০) কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত – মহাভারত (৪র্থ খণ্ড) – কলকাতা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।
(২৩১) কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীশ্রী জীবগোস্বামী প্রণীত–শ্রীভক্তিসন্দর্ভ–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।
(২৩২) কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত আদি কবি বাল্মীকি প্রণীত –রামায়ণ (কিষকিন্দা পর্ব)–কলকাতা ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।
(২৩৩) কালীমোহন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত – কীর্ত্তনপদাবলী (চতুর্থ খণ্ড) – কলকাতা ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
(২৩৪) কামিনী কুমার গোস্বামী সম্পাদিত কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত – কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য–নদীয়া,ভারত ১৩২৮বঙ্গাব্দ।
(২৩৫) কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত নারায়ণকৃত –শ্রীরাজমালা –আগরতলা, ত্রিপুরা ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ।
(২৩৬) কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত নারায়ণকৃত –শ্রীরাজমালা –আগরতলা, ত্রিপুরা ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ।
(২৩৭) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) নবাবী আমল – কলকাতা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।
(২৩৮) কবিচন্দ্র রচিত – শিবায়ণ–কলকাতা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।

- খ -

(২৩৯) খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত কবি মালাধর বসূ বিরচিত – শ্রীকৃষ্ণবিজয়–কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

- গ -

(২৪০) গোপাল হালদার – বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ১ম খণ্ড–কলকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
(২৪১) গোপাল হালদার – বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ২য় খণ্ড –কলকাতা ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
(২৪২) গোপালচন্দ্র সিনহা – ভারতবর্ষের ইতিহাস; প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ – কলকাতা ১৯৯৭খ্রিস্টাব্দ।
(২৪৩) গৌতম বসু– ভারতবর্ষের ইতিহাস; আদি মধ্যযুগ (৬৫০-১২০০) – কলকাতা ২০০৫খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

- চ/ছ -

(২৪৪) চারুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি কঙ্কণ বিরচিত – চণ্ডীবোধিনী (১ম ভাগ)- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৫খ্রিস্টাব্দ।

(২৪৫) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত –অন্নদামঙ্গল –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

(২৪৫) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত – কালিকামঙ্গল –কলকাতা।

- ত/থ -

(২৪৬) তরুন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি মুকুন্দরাম বিরচিত – কবি কঙ্কণচণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী – কলকাতা ২০০০খ্রিস্টাব্দ।

মুসলমানবরেণ্য পণ্ডিত, গবেষক, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি।

- ড -

(১) ড. আবদুল করিম সম্পাদিত নসরল্লাহ খোন্দকার বিরচিত–শরীয়তনামা – বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮১বঙ্গাব্দ।

(২) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ – বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রাচীন যুগ)–ঢাকা ১৯৯৯খ্রি.

(৩) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ –বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্য যুগ)–ঢাকা ১৯৯৯খ্রি.

(৪) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত–পদ্মাবতী –ঢাকা ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

(৫) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কবি আলাওল প্রণীত–পদ্মাবতী-ঢাকা ১৯৪৯খ্রিস্টাব্দ।

(৬) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত–বিদ্যাপতি শতক –ঢাকা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

(৭) ড. মুহম্মদ এনামুল হক –মুসলিম বাংলা সাহিত্য–ঢাকা ১৯৬৮খ্রিস্টাব্দ।

(৮) ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত কবি শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত–ইউসুফ জোলেখা –ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

(৯) ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত কবি শেখ জাহেদ প্রণীত–আদ্য পরিচয় – সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

(১০) ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত কবি মরতুজা বিরচিত–যোগ কলন্দর – (অপ্রকাশিত)রাজশাহী যাদুঘরে সংরক্ষিত।

(১১) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত–রাগতালনামা ও পদাবলী– বাংলা একাডেমী পত্রিকা–সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ–আষাঢ়, ঢাকা ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

(১২) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুহম্মদ খান বিরচিত – সত্যকলি বিবাদসংবাদ বা যোগ সংবাদ – সাহিত্য পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বর্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

(১৩) ড. আহমদ শরীফ – বাঙ্গালী ও বাঙলা সাহিত্য(প্রথম খণ্ড)–বাংলা একাডেমী ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

(১৪) ড. আহমদ শরীফ –বাঙ্গালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)–বাংলা একাডেমী ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

(১৫) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত – তোহফা – সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি সৈয়দ সুলতান বিরচিত – নবীবংশ(১ম খণ্ড) –ঢাকা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

(১৭) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত – সিকান্দারনামা – বাংলা একাডেমী ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

(১৮) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত – লায়লী মজনু –ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

(১৯) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ কবীর বিরচিত –মধুমালতী– বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

(২০) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত–চন্দ্রাবতী-বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

(২১) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত –শাহবারিদ খান গ্রন্থাবলী – বাংলা একাডেমী ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

(২২) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আবদুল হাকীম বিরচিত–নছিহতনামা–বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২৩) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি দোনা গাজী বিরচিত– সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল – বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

(২৪) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুজাম্মিল বিরচিত– নীতিশাস্ত্রবার্তা–বাংলা একাডেমী,ঢাকা ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

(২৫) ড.আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি জয়েনউদ্দিন বিরচিত –রসুল বিজয়–সাহিত্য পত্রিকা-সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা শীত, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

(২৬) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি সায়্যিদ সুলতান বিরচিত –রসুল চরিত–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮খ্রিস্টাব্দ।

(২৭) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত –মুসলিমপদ সাহিত্য–সাহিত্য পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা-বর্ষা, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

(২৮) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত –সওয়ালসাহিত্য ও নিকাহমঙ্গল–বাংলা একাডেমী ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

(২৯) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত –কবি এতিম আলম বিরচিত –আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল–ঢাকা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৩০) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলি রাজা বিরচিত – সিরাজ কুলুব – ঢাকা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৩১) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আইনউদ্দিন বিরচিত–নিকাহমঙ্গল – বাংলা একাডেমী,ঢাকা।

(৩২) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি জিন্নত আলী বিরচিত– একটি প্রশস্তি মুলক কবিতা–সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

(৩৩) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শেখ মুতালিব বিরচিত – কিফায়তুলমুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮খ্রিস্টাব্দ।

(৩৪) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত –পুথি পরিচিতি– বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিদ্যালয় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

(৩৫) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত – মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ –বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৬৯বঙ্গাব্দ।

(৩৬) ড. আহমদশরীফ ও আবদুল হাই সম্পাদিত–মধ্যযুগের গীতিকবিতা–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

(৩৭) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত – মুসলিম কবির পদসাহিত্য–বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

(৩৮) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত বিভিন্ন কবির রচিত –পুথির ফসল–বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩৯) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত- মধ্যযুগের- রাগতালনামা-বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

(৪০) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত- বাংলার সূফী সাহিত্য -বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

(৪১) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত - বাউল তত্ত্ব -বাংলা একাডেমী ১৩৮০বঙ্গাব্দ।

(৪২) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত -হিন্দু কবির পদসাহিত্য - বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

(৪৩) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি দোনা গাজী বিরচিত - সয়ফুলমুলুক বদিউজামাল- বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

(৪৪) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শেখ মুতালিব বিরচিত - কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব - বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

(৪৫) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাউল কবি ফুলবাস উদ্দিন-নাসিরুদ্দিনের পদাবলী- বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৯৫বঙ্গাব্দ।

(৪৬) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত শ্রীধর কবিরাজ বিরচিত- বিদ্যাসুন্দর-সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৪বঙ্গাব্দ।

(৪৭) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি এতিম কাসেম বিরচিত-আওরা-দ্য-বারোজ প্রশস্তি -বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৩৬৬বঙ্গাব্দ।

(৪৮) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত - যয়নবের চৌতিশা-বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৩৬৬বঙ্গাব্দ।

(৪৯) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুহম্মদ ফসীহ বিরচিত -আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত -বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঢাকা ১৩৬৬বঙ্গব্দ।

(৪৯) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আলাউল বিরচিত -রাগতালনামা ও পদাবলী-বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঢাকা ১৩৭০বঙ্গাব্দ।

(৫০) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত - খণ্ডলে কুকির হামলার ইতিকথা -ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় ১৩৭৪বঙ্গাব্দ।

(৫১) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি বিদ্যাপতি বিরচিত -ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী-ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

(৫২) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি ব্রজমোহন দাস বিরচিত -চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ- সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

(৫৩) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবিচন্দ্র মিশ্র বিরচিত-গৌরীমঙ্গল -পাণ্ডুলিপি বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

(৫৪) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুকুল বিরচিত-ওর্ফেমঙ্গল বা শাহজালাল মধুমালা উপাখ্যান - বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৪০২।

(৫৫) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি শমসের আলী বিরচিত -রেজওয়ানশাহ উপাখ্যান-বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৯৯৬খ্রিস্টাব্দ।

(৫৬) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মর্দন বিরচিত - নসিবনামা -সাহিত্য পত্রিকা-বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০২বঙ্গাব্দ।

(৫৭) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি আবদুল হাকিম খন্দকার বিরচিত - হাজার মাসায়েল ও নুরনামা-বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

(৫৮) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি খোন্দকার নসরুল্লাহ বিরচিত -মুসার সওয়াল- সাহিত্য পত্রিকা- ২য় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

(৫৯) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি খোন্দকার নসরুল্লাহ বিরচিত -শরীয়তনামা ও মুসার সওয়াল - বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

(৬০) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত –সাধককবি হাজী মুহাম্মদ–বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
(৬১) ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি বাকের আলী চৌধুরী রচিত –মনুচেহের মাসুমাপরী উপাখ্যান–বাংলা একাডেমী পত্রিকা-পঞ্চম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা ঢাকা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
((৬৩) ড. কাজী দীন মুহম্মদ – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)–ঢাকা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ।
(৬৪) ড. কাজী দীন মুহম্মদ – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)–ঢাকা ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।
(৬৫) ড. কাজী দীন মুহম্মদ – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড) –ঢাকা ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।
(৬৬) ড. কাজী দীন মুহম্মদ – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) – ঢাকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
(৬৭) ড. কাজী আবদুল মান্নান –আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা – রাজশাহী, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।
(৬৮) ড. আশ্রাব সিদ্দিকী - বাংলা লোক সাহিত্যের ইতিহাস –ঢাকা।
(৬৯) ড. ওয়াকিল আহমদ – সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য –ঢাকা
(৭০) ড. মযহারুল ইসলাম ও আবদুল হাফিজ সম্পাদিত কবিদৌলৎ কাজী প্রণীত – সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ।
(৭১) ড. মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত –কবি হেয়াত মামুদ বিরচিত গ্রন্থাবলী–বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১খ্রিস্টাব্দ।
(৭২) ড. মযহারুল ইসলাম – কবি পাগলা কানাই –ঢাকা ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৭৩) ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত–সতীময়না লোরচন্দ্রানী –ঢাকা ১৯৯২খ্রিস্টাব্দ।
(৭৪) ড. মোহাম্মদ আবদূল কাইউম –চক বাজারে কেতাবপট্টি–ঢাকা।
(৭৫) ড. গোলাম সাকলায়েন– বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য –ঢাকা ১৯৫৭খ্রিস্টাব্দ।
(৭৬) ড. গোলাম সাকলায়েন– মুসলিম সাহিত্যও সাহিত্যিক-ঢাকা ১৯৬৭খ্রিস্টাব্দ
(৭৭) ড. এনামুল হক– মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য–ঢাকা ১৯৫৭খ্রিস্টাব্দ।
(৭৮) ড. আনিসুজ্জজামান–বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড)–বাংলা একাডেমী ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।
(৭৯) ড. আনিসুজ্জামান – মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য–ঢাকা১৯৬০খ্রিস্টাব্দ।
(৮০) ড. ওসমান গনি – ইসলামী বাংলা সাহিত্য – কলকাতা।
(৮১) ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত কবি শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত –পদ্মাপুরাণ –বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।
(৮২) ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত কবিহেয়াত নন্দন নজর মামুদ প্রণীত–তৌহিদঈমান–ঢাকা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
(৮৩) ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত কবি হামিদ প্রণীত –সংগ্রাম হুসন–ঢাকা ২০০২খ্রিস্টাব্দ।
(৮৪) ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া–বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা–বাংলাএকাডেমী ঢাকা
(৮৫) ড. খন্দকার মুজাম্মিল হক –পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সম্পাদনা –বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
(৮৬) ড. এস.এম লুৎফর রহমান – বৌদ্ধ চর্যাপদ – ঢাকা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
(৮৭) ড.এস.এম লুৎফর রহমান – বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (১ম খণ্ড)– ঢাকা ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।
(৮৮) ড.এস্.এম লুৎফর রহমান –বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (২য় খণ্ড) – ঢাকা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
(৮৯) ড.এস.এম লুৎফর রহমান –বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (৩য় খণ্ড) – ঢাকা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৯০) ড. এস.এম লুৎফর রহমান – লালনগীতি চয়ন (১ম খণ্ড) –ঢাকা।
(৯০) ড.এস.এমলুৎফর রহমান –লালন জিজ্ঞাসা – ঢাকা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
(৯১) ড.নীলিমা ইব্রাহীম সম্পাদিত বড় চণ্ডীদাস বিরচিত–শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা –ঢাকা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৯২) ড. সিরাজুল ইসলাম – বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা – এশিয়াটিক প্রেস ঢাকা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৫৬.
(৯৩) ড. সিরাজুল ইসলাম – বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)– এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

- গ -

(৯২) গোলাম নবী – কাছসা্সুল আম্বিয়া–চট্টগ্রাম ১৯৭৪খ্রিস্টাব্দ।

- এ -

(৯৩) এ.কে.এম শাহনাওয়াজ –ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস–ঢাকা ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

- ম -

(৯৩) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান – বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত–ঢাকা।
(৯৪) মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত – শ্রীকৃষ্ণকীর্তন– ঢাকা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৯৫) আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী – কালকেতু উপাখ্যান–ঢাকা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৯৬) মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন – বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা–ঢাকা।
(৯৭) মুস্তফা নুরউল ইসলাম –মুসলিম বাংলা সাহিত্য – রাজশাহী ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।
(৯৮) মুহম্মদ আবদুল হাই – সাহিত্য ও সংস্কৃতি ২য় সংস্করণ–ঢাকা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
(৯৯) মুহম্মদ আবু তালিব – বাংলা সাহিত্যের ধারা –রাজশাহী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
(১০০) মুহম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদিত শাহ গরীবল্লাহ বিরচিত –জঙ্গনামা – বাংলা একাডেমী, ঢাকা –১৯৯৯খ্রিস্টাব্দ।
(১০১) মাফরুহা হোসেন সেজুঁতি–শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য; রাগ রাগিনী–ঢাকা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
(১০২) মাহাবুব আলম সম্পাদিত –শ্রীকৃষ্ণকীর্তন– ঢাকা ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।
(১০৩) মাহাবুব আলম –বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস –ঢাকা।
(১০৪) মাহাবুব আলম সম্পাদিত –চর্যাগীতি –ঢাকা।
(১০৫) মাহাবুব আলম সম্পাদিত– রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম–ঢাকা।
(১০৬) মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি হাফেজুদ্দীন বিরচিত –বসন্তের দুঃখ; সম্পাদনা ও মূল্যায়ণ –ঢাকা ২০০৭খ্রিস্টাব্দ(অপ্রকাশিত)।
(১০৭) মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত – সিত ও বসন্ত–ঢাকা ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।
(১০৮) মোঃ হাবিবুর রহমান খান সম্পাদিত কবি নুরুদ্দীন বিরচিত –দাকায়েকুল হাকাএক–ঢাকা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ (অপ্রকাশিত)।

Dhaka University Institutional Repository

(১০৯) মোফাখখার হুসেন খান – পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ – বাংলা একাডেমী ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।
(১১০) মোতাহার হোসেন চৌধুরী – সংস্কৃতি কথা –ঢাকা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
(১১১) মুহম্মদ সিদ্দিক খান – ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান –ঢাকা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।
(১১২) মুস্তফা নুরুল ইসলাম – মুসলিম বাংলা সাহিত্য – রাজশাহী ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ।
(১১৩) মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ – কুরআন সংকলনের ইতিহাস – ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।
(১১৪) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম –– হাদীছ সংকলনের ইতিহাস – ঢাকা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
(১১৫) মুহাম্মদ শফী –– তাফসীর মা'আরেফুল কোরান (প্রথম খণ্ড) – ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলা দেশের ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

- অ/আ -

(১১৬) আলী আহমদ সম্পাদিত কবি দৌলৎ উজির বাহরাম খান বিরচিত –ইমাম বিজয়–কেন্দীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
(১১৭) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত –পদ্মাবতী –ঢাকা ১৯৭৭খ্রিস্টাব্দ।
(১১৮) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি শৈখ ফয়জুল্লা বিরচিত –গোরক্ষ বিজয়–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ।
(১১৯) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি মুক্তারাম সেন বিরচিত – সারদামঙ্গল – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২৪বঙ্গাব্দ।
(১২০) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি বাসুদেব ঘোষ বিরচিত –শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২৪বঙ্গাব্দ।
(১২১) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি আলী রাজা বিরচিত –জ্ঞানসাগর – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।
(১২২) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি দ্বিজ মাধব বিরচিত –গঙ্গামঙ্গল– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।
(১২৩) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি রাম রাজা বিরচিত –মৃগলুব্ধ সম্বাদ– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২২বঙ্গাব্দ।
(১২৪) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি দ্বিজ রতিদেব প্রণীত –মৃগলুব্ধ–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২২বঙ্গাব্দ।
(১২৫) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি বল্লভ বিরচিত –সত্যনারায়ণের পুথি–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩২২বঙ্গাব্দ।
(১২৬) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত কবি নরোথ্তম ঠাকুর বিরচিত–রাধিকার মানভঙ্গ–বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা ১৩০৮বঙ্গাব্দ।
(১২৭) আবুল মুনসুর আহমদ – আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর – ঢাকা পৃ. ১১১.

- ফ -

(১২৮) ফয়েজ আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত–সিকান্দারনামা– বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৭০বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

- স -

(১২৯) সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত সরহপা রচিত –দোহাকোষ–সৈয়দ আলী আলী আহসান ট্রাস্ট, ঢাকা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

(১৩০) সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত –চর্যাগীতিকা –বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

(১৩১) সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত কবি আলাওল বিরচিত –পদ্মাবতী–ঢাকা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

(১৩২) সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত আমীর হামজা প্রণীত – মধুমালতী – ঢাকা।

(১৩৩) সৈয়দ আবদুল আগফর – তরফের ইতিহাস –ঢাকা ১২৯৪বঙ্গাব্দ।

- ন -

(১৩৪) নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান – বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস ১ম খণ্ড – ঢাকা।

(১৩৫) নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান – বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস ২য় খণ্ড ১ম সংস্করণ, ঢাকা।

(১৩৬) নিজাম সিদ্দীকি সম্পাদিত ফয়জুন্নেছা বিরচিত –রূপজালাল–ঢাকা ২০০৯খ্রিস্টাব্দ।

(১৩৭) নিজাম-উল-মুলুক – সিয়াতনামা –বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯১৯খ্রিস্টাব্দ।

- ক -

(১৩৮) কাজী নজরুল ইসলাম অনুদিত কবি হাফিজ বিরচিত – রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ– কলকাতা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

(১৩৯) কাজী নজরুল ইসলাম অনুদিত কবি ওমর খৈয়াম বিরচিত –রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম–কলকাতা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪০) বিভিন্ন কবির রচিত – চারটি সহজিয়া পুথি – কলকাতা ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

- অ/আ -

(১৪১) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া – তবকাত–ই–নাসিরী–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪২) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত–গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪৩) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত কবি হালুমীর বিরচিত–গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান –বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯খ্রিস্টাব্দ।

(১৪৪) আবদুল কুদ্দুস সম্পাদিত ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী বিরচিত –রুপজালাল–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

(১৪৫) আবদুল গফুর সম্পাদিত মীর ফয়জুল্লাহ বিরচিত–সুলতান জমজমা–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।

(১৪৬) আবদুল আউয়াল সম্পাদিত কবি করমুল্লাহ বিরচিত–মৃগাবতী–বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪খ্রিস্টাব্দ।

(১৪৭) আবদুর রহীম – ইসলামী ক্যালিগ্রাফি – ঢাকা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৮) আবদুল আলীম – ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস–বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।
(149) G. A.Grierson _ manik ragar gong _asiatic sosicteycal cutta 1878 Bc.
(150) F.Guizat _History of civilisation -- london 1899Bc.
(151) Thomes carlyle _ critical and misccellamcaus _london 1872 Bc.
(152) J.M. _Critical Misscellanies _ London 1878 Bc.
(153) A.F.R_ The Indian Crissies _ London 1930 Bc.
(154) The Royal Asiatic Society _ London 1883 Bc.
(155) Edith Sitwell _ Poerty & Criticism S.Z.Tavistock sqvare _ London 1925 Bc.
(156) J.A.Smith _ The Nature of art _ Oxford 1925 Bc.
(157) R.C. Majumdar _ History of Bangal Vol- 1 _University of Dhaka 1983 Bc.
(158) Dr. Suniti Kumar Chatrapadday_ origin and Devlopment of the Bengali Langue _ Calcutta University 1926 Bc.
(159) Dr. Muhammad Shahidulla _ Les Chants Mystiques de Kanna et de Saraha, Adrien Maisonnuve _ Paris1928 .
(160) Asiatic Society of Bengal Cataloge of Printed books and Manuscripts _ Calcutta 1904 Bc.P.242.
(161) Hasna Mudud _ Thousand year old Bangali Mystic Poetry _ Dhaka 1992 Bc.
(162) R.D. Banerji _The Originof the Bengali Script,First Edition - Calcutta 1919 Bc.
(163) S.M.Katre_ Introduction to Indian Textual Criticism, second Edition _Pona 1954 Bc.
(164). Paul Mass _ Textual Criticism _ Clarendon press oxford 1954 Bc.
(165) J.Marshall_ Mohenjodaro and the Indus Civilization,Vol-1_1931 Bc.
(166) Buhler _ Indian Paleography _ Reprint 1962Bc.
(167) Journal of the royal Asiatic of Bengal,Vol-1-1v _ 1908Bc.
(168) Cultural Heritage of pakistan _ Department of Archacilogy of Pakistan 1966Bc.
(169) F.W.Hall _ Companion to classical Texts _ 1913 Bc.
(170) O.Stahlion _Layout of a critical Edition Stechnik,2nd edition 1914 Bc.
(171) Wilamowitzs Herakles _Critical Editions and studies of the history of individual texts ,vol-1 _1889Bc.
(172) J.E.sandys _ J.p. pastgate in A Companion to latin studies _ 1910 Bc.
(173) L.Havet _ Manuel de critioque Verlate oppliquee aux texts Latins _ 1911BC.
(174) Tarapad Mukharje _The Bengale and text _Calcutta 1963 Bc.
(175) Dr.sukumar seen _Old Bengali texts Indian Langunstices _Calcutta 1982Bc.
(176) A socio Economic and cultural of medeval Assam1989.
(177) Dr. Jaykanta _ A History of Maithili literature _ 1949Bc.
(178) Dr.Deness chandra seen _History of Bengal Languistic and literature _
(179) Syed Sajjad Husain_Descriptive Catalouge of Bengali Manuscripts_ dhaka university1960Bc.
(180) Per kaeuqes _ An anthology of Buddist Mystic songs _Calcutta.
(181) Proceedings of Government of Bengal in the Revenue Department .May 1872 p.131&January 1875 p.176.
(182) P.J.Marshall _Est Indian Fortunes : british in Bengal in theEighteenth Century _london 1976 p.11.
(183) A.K.Ghoal _ Civil service in Indian under the fast India company.
(184) William Hickey _ memoirs of William hickeyed a. spencer 1913 p. 25.

(185) W. Boltas _ Considerations of Indian Affairs _ London 1772 Bc.
(186) A.K.Maitra _ Ancient Monuments of varendra .
(187) S.sharafuddin _ Biral Inscription of sayfuddin Firojshah – A.H. 880.
(188) S. sharafuddin _ Rajahahi Inscription of jalauddin fath shah_ A.H. 447.
(189) A.K. Maitra _ Ancient Monuments of varendra.
(190) Dr.S.G.M. Hilalli _ Cultural Notices of india in early Medieval Arabic literature.
(191) Commissioner of the dacca division to the Government of Bengal 26 February 1872 p.96.
(192) Minute of R. Ross 22March 1827,Bengal Judicial Consultations. Parliammentary select committee Report from House of commous 1431-2, Appendix 21_p.125.
(193) Parliamentary select committee Report from house of commons 1832-3(fourth Report) Evidence Q7558.
(194) C.D.Field _ Landholding and the Relation of land lord and Tenant Rent Act of 1859 _ cal-1885Bc.
(195) Petition of BritishIndian AssociationtoritishParliamentary select Committee House of Lords Select committee reort !852-3, Appendix 7, Para 31.
(196) Preamble to Regulation 19 of 1793 and Regulatious & and 44 of 1793 Bc.
(197) Binaykirsna deb bahadur _ Early History and Growth of Calcutta -1898 Bc.p. 151.
(198) Mr.N.C.Majumdar _ A new type of Vishnu from Varendra.
(199) Mr.N.C.Majumder _ Adi - Buddha in the eastern School of Art.
(200). Muhammad Abdul High _Phonetic and Phonological study of the Nasals and Nasalizations in Bengali.

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা –

(১) ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী রচিত প্রবন্ধ–জঙ্গনামা – সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা -২য় সংখ্যা - ১৩২৪ বঙ্গাব্দ পৃ.১২৩–১৪৮।
(২) প্রাচীন বাংলার কবি সরণ –বাংলা একাডেমী পত্রিকা–সপ্তদশ বর্ষ শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।
(৩) মুফাখখারুল ইসলাম – ফকীরবিলাসের কবি –বাংলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ ; প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ – শ্রাবণ ১৩৬৬বঙ্গাব্দ পৃ.৯৩ – ৯৯।
(৪) সৈয়দ মুর্তজা আলী –আলাউলের তোহফা – বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ – তৃতীয় সংখ্যা কার্তিক –পৌষ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ পৃ. ১০৭–১১৫।
(৫) কলম পুথি জরিকা – বাংলা একাডেমী পত্রিকা, একাদশ বর্ষ; চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র পৃ. ৫৫–১০৩।
(৬) সুলতান আহম্মদ ভুইয়া– কবি সৈয়দসুলতান –বাংলা একাডেমী পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ; প্রথম সংখ্যা–গ্রীষ্ম ১৩৭৮বঙ্গাব্দ পৃ.৮৪–১২২।
(৭) নুরুদ্দীন আহমদ – কাসীদাতুল বুরদাহ – বাংলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ; দ্বিতীয় সংখ্যা–শীত ১৩৬৬বঙ্গাব্দ পৃ. ২১৫–২৫১।
(৮) চৌরপঞ্চাশিকা – বাংলা একাডেমী পত্রিকা, একত্রিংশ বর্ষ; প্রথম সংখ্যা– কার্তিক ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ১-৩৭ সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ –ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।
(১০) সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।
(১১) সাহিত্য প্রকাশিকা – বিশ্বভারতী, কলকাতা।
(১৪) বাংলা একাডেমী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা– বৈশাখ – শ্রাবণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) বাংলা একাডেমী পত্রিকা-ভাদ্র–অগ্রহায়ণ – ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
(১৬) বঙ্গবাসী পত্রিকা, কলকাতা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
(১৭) সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
(১৮) বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।
(১৯) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা – ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।
(২০) বঙ্গবানী – ৪র্থ বর্ষ- পৌষ – ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।
(২১) বঙ্গবানী – ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা – ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
(২২) শিবায়ণ –বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।
(২৩) সাধন মাহাত্ম – বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা ১৩২৫বঙ্গাব্দ।
(২৪) রামায়ণ – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা – ১ম সংখ্যা ৪৬ বর্ষ, ১৩৪৬ভঙ্গাব্দ।
(২৬) বাঁশে লিখিত ঠিকুজী – বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা ১৩২২বঙ্গাব্দ।
(২৭) বঙ্গবাণী পত্রিকা – ষষ্ট বর্ষ, প্রথমার্দ্ধ ফাল্গুন শ্রাবণ–কলকাতা ১৩৩-৩৪বঙ্গাব্দ।
(২৮) বঙ্গবাণী পত্রিকা – ৫ম বর্ষ প্রথমার্দ্ধ, কলকাতা –১৩৩৩বঙ্গাব্দ।
(২৯) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (অতিরিক্ত সংখ্যা), কলকাতা – ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।
(৩০) পুথি পরিচয় -৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী –কলকাতা – ১৯৩৩খ্রিস্টাব্দ।
(৩১) পুথি পরিচয় – ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী –কলকাতা– ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।
(৩২) পুথি পরিচয় –১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী –কলকাতা- ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
(৩৩) প্রবাসী পত্রিকা – ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।
(৩৪) ঢাকা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা –১৩২২ বঙ্গাব্দ।
(৩৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা– ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।
(৩৬) বিশ্বভারতী পত্রিকা, কলকাতা – ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।
(৩৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা –১১ই জ্যৈষ্ট ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
(৩৮) বঙ্গবাণী পত্রিকা, কলকাতা – ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।
(৩৯) এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা – ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ।
(৪০) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা –দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা –১৩১০ খ্রিস্টাব্দ।
(৪১) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা – ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।
(৪২) রঙ্গপুর সাহিত্র পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা – ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
(৪৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা - ২য় সংখ্যা, কলকাতা –১৩১৫বঙ্গাব্দ।
(৪৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা- ৩য় সংখ্যা, ৪৮শ বর্ষ, কলকাতা –১৩৪৮বঙ্গাব্দ।
(৪৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (অতিরিক্ত সংখ্যা) কলকাতা -১৩১২বঙ্গাব্দ।
(৪৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, অষ্টাদশ ভাগ-প্রথম সংখ্যা –কলকাতা –১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
(৪৭) বঙ্গীয় সাহিত্র পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা–কলকাতা –১৩২০ বঙ্গাব্দ।
(৪৮) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা –১ম সংখ্যা, কলকাতা –১৩১৬ বঙ্গাব্দ।
(৪৯) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা –১৩২৫ বঙ্গাব্দ।
(৫০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা-কলকাতা– ১৩২৩বঙ্গাব্দ।
(৫১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা – কলকাতা – ১৩২২ বঙ্গাব্দ।
(৫৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা– কলকাতা – ১৩২২বঙ্গাব্দ।
(৫৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
(৫৫) সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা, বাংলা বিভাগ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।
(৫৬) সাহিত্য পত্রিকা বর্ষা, বাংলা বিভাগ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।
(৫৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, [রঙ্গপুর সংখ্যা] ২য় সংখ্যা, কলকাতা ১৩১৫বঙ্গাব্দ।
(৫৮) বিশ্বভারতী পত্রিকা- বর্ষা ২০, সংখ্যা–১, কলকাতা।
(৫৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-৩য় সংস্করণ, ফাল্গুন–কলকাতা –১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা সংস্কৃত, কলকাতা ১৩৩৭বঙ্গাব্দ।

(৬১) সৌরভ পত্রিকা, ময়মনসিংহ – ১৩২৫ ও ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

(৬২) বঙ্গবাসী পত্রিকা, কলকাতা –১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

(৬৩) সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় –১৩০০বঙ্গাব্দ।

(৬৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা – ১৩৩৭বঙ্গাব্দ।

(৬৫) সাহিত্য পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ-প্রথম সংখ্যা বর্ষা, বাংলা বিভাগ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

(৬৬) বাংলা একাডেমী পত্রিকা–বৈশাখ– শ্রাবণ, ১৩৬৬বঙ্গাব্দ।

(৬৭) সাহিত্য প্রকাশিকা ১ম খণ্ড, কলকাতা।

(৬৯) সাহিত্য পত্রিকা সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা –শীত, ১৩৭০বঙ্গাব্দ।

(৭০) সাহিত্য পত্রিকা -চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা–বাংলা বিভাগ–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।

(৭১) সাপ্তাহিক পত্রিকা, ঢাকা –১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

(৭২) সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকা, ঈদ সংখ্যা, ঢাকা – ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

(৭৩) সাহিত্য পত্রিকা-শীত সংখ্যা, বাংলা বিভাগ–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় – ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

(৭৪) সওগাত পত্রিকা, বৈশাখ সংখ্যা- ঢাকা –১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।

(৭৫) মাহে নও, ঢাকা – ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।

(৭৬) মাসিক মোহাম্মাদী, জ্যৈষ্ঠ, ঢাকা –১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

(৭৭) নওরোজ, সন্মেলন সংখ্যা, ১৫ বর্ষ. ঢাকা –১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

(৭৮) মাসিক মোহাম্মাদী ১৩ সংখ্যা ঢাকা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

(৭৯) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা–বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

(৮০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা –১৩৪৫বঙ্গাব্দ।

(৮১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা –১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

(৮২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা –১৪২১ বঙ্গাব্দ।

(৮৩) বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

(৮৪) সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, বাংলা বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় –১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

(৮৫) বাংলা একাডেমী পত্রিকা ফাল্গুন–চৈত্র (মাঘ-চৈত্র), পঞ্চবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ঢাকা-১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

(৮৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা- ত্রিচত্বাবিংশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা-কলকাতা –১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

(৮৭) বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, প্রথম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, ঢাকা -১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

(৮৮) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ঢাকা – ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

(৮৯) মাসিক মোহাম্মাদী ২২ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ঢাকা -১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

(৯০) সাহিত্য পত্রিকা ,শীত সংখ্যা-বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদালয় – ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

(৯১) পঞ্চানন মণ্ডল–পুথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড–বিশ্বভারতী পত্রিকা– ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

(৯২) পঞ্চানন মণ্ডল – পুথি পরিচয়, ২য় খণ্ড –বিশ্বভারতী পত্রিকা– ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

(৯৩) পঞ্চানন মণ্ডল – পুথি পরিচয়, ১ম খণ্ড– বিশ্বভারতী পত্রিকা -১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।

(৯৪) প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কুমিল্লার অবদান–বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ–চৈত্র– ১৩৮৭বঙ্গাব্দ।

(৯৫) বাংলা ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা – বাংলা একাডেমী ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

(৯৬) নতুন কলম (সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা) ঢাকা ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

(৯৭) সাহিত্য প্রকাশিকা (১ম খণ্ড) – সম্পাদক প্রবোধচন্দ্র বাগচি – কলকাতা ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।